যাত্রীর স্বস্তিক।

——ইন্দিবর মুখোপাধ্যায়

বিরস অলস বাঙ্গালী জীবনে
সরস সতেজ কর হে যাত্রী!
জ্বালো শুকতারা নিস্তার-গগনে
পোহাক্ নয়নে আমার রাত্রি ॥ ১

বিথারো উষার মঙ্গল সিন্দুর
জাঙালে জঙ্গলে পল্লীতে দুর।
জাগাও গাহিয়া '"স্কাউট্" প্রভাতী
নিবাও নগরে বিলাস বাত্তি ॥ ২

শম তো কবে কোন সেন্থভভাগা,

বাজাও 'বিউগ্‌ল্'—সাজাও বিমান
"ব্যাডেন্ পাউএল্" অঙ্কিত নিশান !
চল হে যাত্রী ! বঙ্গ প্রদেশে—
এন্ এন্ বসুর ধীর সম্পাদনে ॥ ৩

নব বরষার শুভ জলধারা
নব বর্ষের আষাঢ়ান্ত বেলা
শিরে ইন্দ্রধনু পদে শ্যামধরা
যাত্রী জীবনে নাহি করে হেলা ॥ ৪

সদয় কৌশলী শিশুর লালনে
উপস্থিত বুদ্ধি বিপন্ন সেবায় ।
মাসে মাসে যাত্রী আসিবে সদনে
ধৈর্য্য ঔদার্য্য সৌন্দর্য্য শিক্ষায় ॥ ৫

নির্ভয়—নির্ভর আপন উপরি
কাটিয়া জঙ্গল মঙ্গল মন্দির
তুলিবে যাত্রী--কাটাবে রাত্রি
শ্যামধরা পদ চন্দ্রধনু শির ॥ ৬

বিরস অলস বাঙালী জীবনে
সরস সতেজ করিবে যাত্রী ।
জ্বালি শুকতারা নিস্তার-গগনে
ঘুচাবে "স্কাউট্" আমার রাত্রি ॥ ৭

•———

দশম বর্ষ] আষাঢ়—১৩৪০ [প্রথম সংখ্যা

বর্ষাগীতিকা

——শ্রীঅজিতকুমার সেন

বর্ষা তখন হচ্ছিল না মোটে

বর্ষা নিয়ে লিখতে তবু হোল

সম্পাদকের তাগিদ দেওয়ার চোটে

খাতার পাতে বর্ষা নেমে এলো

ফট্‌, ফট্‌, ফট্‌, কাঠ কাটা এই রোদে

ঘেমে যখন হচ্ছি আমি সারা

লিখতে গিয়ে পড়নু আমি ফাঁদে

—হায় হায়—মনের বনে নেই যে বর্ষাধারা!

এমন সময় পিটুতো যদি কেউ,

কিম্বা যদি কানমলাটা দিতো,

হয়তো তাতে লাগত ভাবের ঢেউ

প্রাণটা আমার তাতে বেঁচে যেতো।

চাতক পাখী যেমন করে ডাকে,

দু' এক ফোঁটা বৃষ্টিধারার আশে

বর্ষাতরে মনটা থেকে থেকে

উঠছে কেঁপে করুণ হাহুতাশে

আমার কাছে চেয়েছিলো জল

হয় তো কবে কোন সেন্টুভাগা,

ভুগ্‌ছি এখন জল না দেবার ফল,

এম[illegible]ই প্রাণে দিলে দাগা।

হাত ঘড়িটায় বেজে গেলো তিন

এখনো মোর কাব্য বেরোল না,

সম্পাদকের আজিই আসার দিন

সে কি কভু শুনবে আমার মানা ?

ঘড়ির কাঁটা ছুট্‌ছে কেমন দ্যাখ—

মিনিটগুলো কাট্‌ছে তাড়াতাড়ি।

নৃপেন বাবু বল্লে যখন লেখো

তার কাছে আর নাইকো ছাড়াছাড়ি

কিন্তু আমার ছেড়েই দিতে হ'লো

কাব্য আমার পোষালোনা ধাতে

কোথা থেকে রতন ছুটে এলো

ভাবের যোগান দিলে আমার সাথে।

বললে হেসে নেড়ে খানিক মাথা

"মিথ্যে তোমার এতই ভাবনা"

নিয়ে এসো বর্ষাধারার গাথা

রবিবাবুর গীতাঞ্জলীখানা।

তার মাঝেতে দেখবে তুমি অনেক

শ্রাবণগীতি আষাঢ়গীতি যতো—

কবি গুরুর বর্ষাগীতির খেয়া

ভাদ্র দিনের ভরা স্রোতের মতো।

তার পরেতে শুনে তারি কথা

নিয়ে এলুম রবিবাবুর বই—

গীতাঞ্জলীর উল্টে কয়েক পাতা,

বর্ষাধারার ভাবের মাঝে রই।

তার পরেতে নাই বা লিখিলাম

যাদের বাড়ী আছে গীতাঞ্জলী

উল্টে গেলে পাতা কয়েকখান

মিলবে অনেক ভাবের দীপালী।

———

থ্রি চীয়ার্স ফর বিদ্যাসাগর!

—শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সেন গুপ্ত

মতিপুর স্কুলের মধ্যে সবাই ছিল বোর্ডার। স্কুলটা বছর চারপাঁচ হ'ল খোলা হয়েছে। স্কুলের বাড়ীটার চারিদিকে সুন্দর মাঠ। সেই মাঠের তিনপাশে স্কুলের বোর্ডিং হাউস তিনটে, আর একপাশে প্রকাণ্ড পুকুরটা। বোর্ডিং হাউস তিনটের বিভিন্ন নাম,—ভূদেব হাউস, বিদ্যাসাগর হাউস আর রামমোহন হাউস। সমস্ত স্কুলের ছেলেদের সমান ভাবে এই তিনটে ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

হাউস্ তিনটের মধ্যে বিদ্যাসাগর হাউস্ই বরাবর ভাল করে এসেছে। কিন্তু গত বছর থেকে ভূদেব আর রামমোহন হাউসের সঙ্গে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছে না। কি লেখাপড়ায়, কি খেলাধূলায়! এর জন্য কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। তার কারণ সমস্ত হাউস্টাতেই যেন উৎসাহ আর উদ্দীপনার অভাব হয়ে পড়েছে।

স্কুলে প্রথম বছর থেকেই মতিপুরলীগ বিদ্যাসাগর পেয়ে এসেছে কিন্তু গতবছর যখন বিদ্যাসাগর হাউস পর পর তিনটে ম্যাচেই হেরে গেলো তখন বিদ্যাসাগর হাউসে ভীষণ চাঞ্চল্য প্রকাশ পেলো। প্রথম যেদিন মতিপুর লীগ খেলা আরম্ভ হ'ল সেইদিনই পড়ল বিদ্যাসাগর হাউসের 'এ'টিমের খেলা। ভূদেব হাউসের 'বি'টিমের সঙ্গে খেলা। বিদ্যাসাগর 'এ' এক গোলে হেরে গেলো কিন্তু বিদ্যাসাগর হাউসের নূতন ফুটবল ক্যাপ্টেন অসীম বল্‌লো "কুছ পরোয়া নেই একটা ম্যাচতো মোটে হেরেছি এখনও পনেরোটা ম্যাচ বাকী আছে। লীগের খেলা। ভাবনা কি? বিদ্যাসাগর হাউসের

সেকেণ্ডক্লাসের ক্যাপ্তেন মুখ বেঁকিয়ে উত্তর দিলো "Morning shows the day. দেখা যাবে বিদ্যাসাগর কি করে!"

সেদিন থেকেই ফার্ষ্টক্লাস আর সেকেণ্ডক্লাসের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। তারপর যখন তিনটে ম্যাচ বাদে সব ম্যাচই বিদ্যাসাগর 'এ' হেরে গেলো তখন সেই বিবাদের শিকড় আরও একটু শক্ত হয়ে উঠলো। ভূদেব হাউসের 'বি'টীম, দুটো ছাড়া আর সব ম্যাচ জিতে প্রথম হয়ে শিল্ড নিয়ে ফুর্ত্তিকরে ফিরে গেলো। বিদ্যাসাগর 'বি' হলো পঞ্চম, 'এ' সপ্তম আর 'সি' অষ্টম হলো। তিন পয়েণ্ট পেয়ে ভূদেব হাউসের 'সি' টীম হলো লাষ্ট।

লীগ হয়ে যাবার পর ছেলেরা অধীরভাবে সিঁদুরালী ক্লাবের গ্রেট ইণ্ডিয়ান শীল্ড এর প্রতীক্ষায় বসে রইলো। অবশেষে একদিন নোটীশ এলো যে লীগে entry করতে হবে ক্লাব সেক্রেটারীর কাছে, তিনদিনের ভেতর। স্কুলের তিনটে হাউসই entry করে আস্‌ল। পাঁচদিন পরে যখন fixture এলো তখন দেখা গেলো যে ভূদেব হাউসের সঙ্গেই প্রথমে ওদের খেলা পড়েছে। সবশুদ্ধ এগারোটা টীম entry করেছে তার ভেতর চারটে মোটে বাইরের টীম আর সবই মতিপুরের বিভিন্ন স্কুল ক্লাব ইত্যাদি।

বিদ্যাসাগর হাউসের ক্যাপ্টেনকে স্কুলশুদ্ধ ছেলেরা ক্ষেপিয়ে তুললো। চারিদিকে শুধু এক কথা!

ভূদেবের ক্যাপ্টেন রাসবিহারী হেসে সারা স্কুলে বলে বেড়াতে লাগল "হ্যাঃ ওরা আবার খেল্‌বে! এই যে কথায় বলেনা...সেই........."কথাটা আর শেষ করেনা হয়তো কথায় কি বলে তা ভেবে পায় না বলেই।

বিদ্যাসাগরের হাউস্‌মাষ্টার মোহিনীবাবু অসীমকে ডেকে বললেন—"কি হে? কি রকম দেখছো? আমার মনে হয় এবার গ্রেটইণ্ডিয়ান শিল্ডে entry না করলেই হোতো সারা স্কুলময় তো হট্টগোলে হট্টগোলে ছেয়ে গেলো। সবাই আমাদের নিন্দা করছে। কাল হেডমাষ্টারমশাই আমায় ডেকে সব জিজ্ঞাসাটিজ্ঞাসা করলেন আমি তো হাঁ হুঁ করে সরে পড়লুম। তা কি রকম টীম করবে?"

অসীম হেসে বল্‌ল, স্যর আমি আপনাকে এই অবধি এসিওরেন্স দিতে পারি যে মতিপুরের কোন টিমের কাছে গ্রেটইণ্ডিয়ান চ্যালেঞ্জ শিল্ডে বিদ্যাসাগর হাউস হারবে না। মোহিনীবাবু কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু অসীমের দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেলেন। আজ ঐ মুখে যে দৃপ্তভাব ফুটে উঠছিলো তাকে উপেক্ষা করা কারও সাধ্য নয়!

অসীম তাড়াতাড়ি "আচ্ছা এখন আসি," বলে লম্বা বারান্দা দিয়ে সুহৃদের ঘরের দিকে ছুটল।

ছুটতে ছুটতে যখন ও তেরো নম্বর ঘরের সামনে দাঁড়াল তখন ভিতরে রীতিমত তর্ক বিতর্ক চলেছে।

দরজা খুলতে খুল্‌তে ও যা শুনলো তাতে আর ওর দরজা খোলার প্রবৃত্তি হোলনা। কোনও রকমে টলতে টলতে গিয়ে ও নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল। বিছানায় সুজনী পাতা ছিল তার উপরেই অসীম লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। চিন্তা করবার শক্তি ওর লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

ছেলেটা মস্ত ডিটেক্‌টিভ। অন্ততঃ সারা স্কুল তো তাই বলে।

স্কুলে কোনও কাণ্ড হলেই তাকে ডাক পড়ে। বল্‌তে গেলে স্কুলের যত কিছু রহস্যজনক ব্যাপার সবই সে মাকড়সার জাল ছেঁড়ার মত করে জটীলতা দূর করে সহজ সরল রিপোর্ট দিয়েছে—একেবারে অফিসিয়াল ডিটেক্‌টিভদের মতন। শুধু তাই নয়, এমন কি তার প্রতিকারও বেশীর ভাগ সময় সেই করে। এই তো সেবার সেকেণ্ড ক্লাসের স্কাইলাইট গুলোর উপর কে বা কারা এমনভাবে তুলো বিছিয়ে রেখেছিলো যে ফ্যান চালাতেই সব তুলো উড়তে আরম্ভ করল। ক্লাসের সকলে 'থাইসিস্ হবে' 'থাইসিস্ হবে' চীৎকার করতে করতে হু হু করে সব ছেলেরা বেরিয়ে একেবারে মাঠের মাঝখানে গিয়ে হাজির! জনার্দ্দনই যে একাজ করেছিল তাতো ওই বের করে দিয়েছিল।

তিমির হরণ মস্ত ডিটেক্‌টিভ। অন্ততঃ সারা স্কুল তো তাই বলে!

তিমির হরণ ঝড়ের মতো অসীমের ঘরে ঢুকলো চেয়ারটা ছিটকে পড়লো, ঝাঁকুনীর চোটে 'সোয়ান ইঙ্ক'এর দোয়াতটী উল্টে অসীমের নতুনকেনা' কবিতালেখার খাতার উপরে একগাদা বেগুনী কালী ছিটকে পড়ে গেলো। টেবিলক্লথটার উপরে এলোমেলো কালী পড়ে সেটা একটা বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করলো। কিন্তু তিমিরহরণের কি আর সেদিকে চোখ দেবার সময় আছে!

অসীম ততক্ষণে লাফিয়ে উঠেছে, তিমিরহরণকে কিছু বলবার আগেই তিমির অসীমকে বিছানায় ঠেলে ফেলে দিল। তিমির চীৎকার করে উঠল "শুনেছিস্?"

তিমির আর অসীম একই ক্লাসে পড়ে আবার দু'জনেই এক হাউসের কিনা! তুই তোকারি করেই পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে। ক্লাসের আর সকলে ঠাট্টা করে ওদের দুজনকে বলে অন্তরঙ্গ ফোঁপরা।

অসীমকে বিহ্বল ভাবে চেয়ে থাকতে দেখে তিমিরহরণ ওরফে টিমটিমে তিমে অসীমের ঘাড় ধরে দু'টো ঝাঁকানি দিয়ে আবার বললো—"শুনেছিস্?"

অসীম বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। সুহৃদের ঘরের কাছে গিয়ে যা শুনে এসেছে তার জের এখনও কাটেনি।

টিমটিমে অবাক হয়ে গেলো, বললো—"সে কিরে শুনিস্‌নি। সেকেণ্ড ক্লাস——" শেষ করতে হোল না। অসীম বাঁধা দিয়ে বললো "জানি".

"জানিস্? তবে এখনও চুপচাপ শুয়ে আছিস্? আমি আসার আগে তো আবার ঘুমোচ্ছিলি।"

"কি আর কোরবো?"

"হ্যাঁ কি আর কোরবো? ন্যাকা আর কি! দেবো ওদের দু'চারঘা কসিয়ে, দেখবো সব কেমন না খেলে চুপ করে বসে থাকে।"

"আমি ভেবেছিলাম যে এবার ভাল করে coach করে অন্ততঃপক্ষে 'ভূদেবহাউসকে হারিয়ে দেবো কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাসের সুহৃদ, অমরেশ আর কানাই, যদি না খেলে তবে লেফট্ আউট আর হাফ ব্যাক দুটোই বাদ পড়ে যায়। একা সেণ্টার হাফ খেলে তো আর পাঁচটা ফরওয়ার্ডকে আট্‌কাতে পারবো না। আমি ভাবছি প্রভাসকে গোল থেকে হাফ ব্যাকে ঠেলে দেবো। গোলে খেলবে থার্ড ক্লাসের শৈলেন। বিরূপাক্ষ আর থার্ডক্লাসের শচীন খেলবে ব্যাকে। প্রভাস, আমি, ফোর্থক্লাসের সুকুমার খেলবো হাফব্যাকে। কিন্তু ফরওয়ার্ডকে নিয়েই হয়েছে গোলমাল, লেফট্ আউট একটাও খুঁজে পাচ্ছিনা। অ্যাতো করে তোকে সিজ্‌নের গোড়ায় বললাম যে খেলাধূলা আরম্ভ কর তা করা হোলনা? গতবার স্কুলটীমে খেললি অথচ এবার সারা সিজ্‌ন্ ভরে একদিনও বল পায়ে ঠেকালি না।"

তিমির তাড়াতাড়ি বললো—"ও সমস্ত কথা রেখে দে এখন সেকেণ্ড ক্লাসকে নিয়ে কি করবি ঠিক করলি?

"যাক্‌গে, যেতে দে। কয়েকদিন বাদে ওরা আপনিই নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে, আপনিই এসে তখন compromise করবে। সে কথা যাক্। তুই খেলবি? শুধু গ্রেট ইণ্ডিয়ান শিল্ডের জন্য অন্তত পক্ষে!"

"এতকাল এই আহ্বান উপেক্ষা করে এলেও আজ এই হট্টগোলের মাঝে এই নির্ভরতাপূর্ণ আশা ও আশঙ্কার মাঝে দোদুল্যমান তরুণ নেতার আগ্রহকে আঘাত করতে তিমির হরণ পারলো না।

* * * *

পরদিন সকাল থেকে দেখা গেলো বিদ্যাসাগর হাউসের ছোট্ট মাঠটুকুতে অসীম আর তিমির হরণ মহানন্দে যত্নসহকারে সবাইকে coach করতে লেগে গেছে।

ক্লাসে ঢুকে অসীম আর তিমির হরণ বোর্ডের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল বোর্ডে মস্ত বড় বড় করে লেখা রয়েছে

"Bidyasagar undergoes Coaching"

তার তলার দুটো cartoon অসীম আর তিমিরের নাম লেখা।

তিমির হরণ বোর্ডের কাছে চট করে চলে গেলো, খাতাটা খুলে কি খানিকক্ষণ দেখলো তার পর বোর্ডের দিকে একবার চেয়ে, মুচকি হেসে, অসীমের পাশে নিজের

নির্দ্দিষ্ট স্থানটীতে এসে বসে পড়লো। অসীম তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিতেই ও বললো "হোয়েছে।"

"কি হোল ?" অসীম জিজ্ঞাসা করল।

"কে লিখেছে তা বের হয়েছে।" তিমির হরণ উত্তর করল।

"কে ?"

"কে আবার! রাস্থ!" তিমির হরণ হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগল।

পণ্ডিত মশায়ের ক্লাসে সেদিন এক বিভ্রাট। কোত্থেকে কাগজের এরোপ্লেন উড়ে ফট ফট করে পণ্ডিতমহাশয়ের কেশ রিরল মস্তকে এসে পড়ছিল আর সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত মহাশয়ের সে কি গর্জ্জানী।

সম্প্রতি পণ্ডিতমশায় বার্দ্ধক্যত্যানিবন্ধন রিট্রেঞ্চমেণ্টএ পড়তে পড়তে বেঁচে গেছেন, সুতরাং ক্লাস ম্যানেজমেণ্টের জন্য হেডমাষ্টারের কাছে যেতে পারেন না। এক একটা এরোপ্লেন পড়ে আর তার মুখ থেকে পূর্ণোদ্যমে অজস্র মধুর ভাষা নির্গত হতে থাকে। থেকে থেকে "অনড্বান্" "বলীবর্দ্দ" প্রভৃতি অপূর্ব্ব গালাগালি শুনতে শুনতে তিমিরহরণ বিরক্ত হয়ে উঠছিলো।

এমন সময় পণ্ডিতমশায় হাঁকলেন—"তিমিরহরণ" কোণের থেকে উত্তর এলো "আজ্ঞে" পণ্ডিতমহাশয় তার কর্কশ কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মোলায়েম করে বললেন—"একবার শুনে যাওতো বাছা।"

"আসছি পণ্ডিতমশায়।" বলে তিমিরহরণ পণ্ডিতের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

পণ্ডিতমশায় তার হাতদু'টো ধরে বলতে লাগলেন "দেখতো বাবা, বুড়োমানুষ— তোরা আমার নাতির বইসী! আমার সঙ্গে তোদের এই রকম ব্যবহার শোভা পায় ? তুমিই বলতো বাছা এই যে এরা আমায় কাগজের ডেলা ছুঁড়ে মারছে এটাই কি উচিত হচ্ছে। আমি তোমাদের কতো ভালবাসি! হ্যাঁ এই তো শ্যামল সেদিন আমাদের বাড়ী গিয়েছিল খাইয়ে দিলাম।"

"হ্যাঁ সেতো ঠিক কথাই, আচ্ছা আমি দেখবো" বলে তিমিরহরণ নিজের জায়গায় ফিরে যাবার পথে শৈলেনকে ডেকে বলল "স্কুলের পর দেখা করবি" সেই কথাগুলোতে শৈলেন চমকে উঠল। একক্লাসে পড়লেও তিমিরহরণের গুরুগম্ভীর আদেশের উপর সামনাসামনি প্রতিবাদ করার কারও সাহস ছিলনা। কারণ তিমিরহরণ মাষ্টারদের সব চাইতে প্রিয়।

শৈলেনই ঐ কাগজের এরোপ্লেন ছোঁড়ার কাণ্ডটা করেছিল।

*　　*　　*　　*

বিকালবেলা স্কুলের ছুটীর পর দেখা গেলো অসীম আর তিমিরহরণ একেবারে হাতে ধরে সবাইকে শেখাচ্ছে তার উপর কখন কি ভাবে পাস্ করবে, কি করে থ ঠেল্‌বে ইত্যাদি

ইত্যাদি একেবারে সড়গড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সারা স্কুল ভেঙ্গে পড়েছে দেখতে। মাঝে মাঝে ভিড়ের মধ্যে থেকে দু'চারটে মন্তব্য ভেসে আসছিল। সেগুলো মোটেই শ্রুতিসুখকর না হলেও সেগুলো যে তাদের শুনিয়ে শুনিয়েই বলা তাতে অসীম আর তিমিরহরণের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলনা। তিমির হরণ শুনল রাসবিহারী বলছে "আরে কোচই করুক, আর চেয়ারই করুক জেতা তো আর খাবলা খাবলা হরিনাম না! স্বীকার করি গতবছর তিমেটা স্কুলটিমের বেষ্ট ম্যান ছিল কিন্তু এবছর একটা বলও না ছুঁয়ে ও কি করে মাঠে নাবতে সাহস করে? তাও আবার আউটে! দমই পাবে না। হ্যাঃ!"

তিমির বলল—"শুনলি?"

অসীম উত্তর করল—"হ্যাঁ, যেতে দে। যা বলে বলুক না আমাদের তো কিছু এসে যাচ্ছে না।"

* * * *

বিদ্যাসাগর দারুণভাবে coaching আরম্ভ করে দিল। সকাল বিকাল দুবেলাই।

শনিবার দিন খেলা। সেদিন স্কুলে গিয়ে অসীম আর তিমিরহরণ দেখলো যে আজও বাদ যায়নি। এ পর্য্যন্ত রোজই বিদ্যাসাগর হাউস সম্বন্ধে একটা না একটা কিছু ক্লাস আরম্ভ হবার আগে বোর্ডে লেখা আছে দেখা যেতো কিন্তু আজকেরটা একটু বিভিন্ন রকমের অন্যান্য দিন হোত গদ্যে। আজ কিন্তু পদ্যে রাসবিহারীর কবিপ্রতিভা মূর্ত্ত হয়ে বোর্ডের গায়ে দেখা দিয়েছে—

"টিম্‌টিমে তিমে তায় মাঠভরে ছোটে
সারাস্কুল তালি দ্যায় স্ফূর্ত্তির চোটে।
দুম্ দাম্ টিপ্ টাপ্ ঐ স্যুট মারেরে,
থেকে থেকে ছুটে ছুটে হুঙ্কার ছাড়েরে।
ঐ হোথা coach করে ক্যাপ্টেন বাহাদুর,
তোর সাথে তিমেটা! আরে ছোঃ দূর দূর।
দ্যাখ্ দ্যাখ্ কি বাহার কি বা ভঙ্গিমে,
ঐ দ্যাখ ছুটে যায় টিম টিম তিমে।"

অসীম আর তিমিহরণ দু'জনেই পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে হেসে উঠল। অসীম একবার তিমিরের দিকে অর্থপূর্ণ ভাবে চেয়ে বোর্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। টেবিলের উপর থেকে চকটা তুলে নিয়ে রাসুর লেখা কবিতার নিচে লিখল—

"হেরে গিয়ে হায় হায় নাই মনে স্ফূর্ত্তি।"

তার পর চুপ করে দাঁড়িয়ে পরের লাইন কি লিখবে তাই ভাবতে লাগল। সারা ক্লাসের ছেলেদের বিশেষতঃ ভূদেব হাউসের ছেলেদের স্ফূর্ত্তির আর অন্ত নেই। বিদ্যা-

সাগরের ক্যাপ্টেন নিজ হাতে তাদের হারাব কথা লিখেছে! ভূদেব হাউসের পক্ষে এর চাইতে আনন্দের আর কি হতে পারে।

ঘণ্টা বেজে গেলো—অসীম তখনও বোর্ডের কাছে চক হাতে দাঁড়িয়ে। বিদ্যাসাগর হাউসের ছেলেরা ভাবছিল অসীম কি পাগল হয়ে গেল? তিমির কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়েই বসে ছিল। সে জানতো নিজের হাউসের পক্ষে অপমানকর কিছু নিশ্চয়ই অসীম লিখবে না।

ইংরাজীর মাষ্টার মশাই এসে ক্লাসে ঢুকলেন। অসীম তাড়াতাড়ি বোর্ডে লিখল—

"ভূদেবের রাম্ভু সেযে। ভ্যাবাচ্যাকা মূর্ত্তি।"

মাষ্টার মশাই ক্লাসে থাকা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর হাউস আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠল।

* * *

হলদে রঙের ইউনিফরম পরে বিদ্যাসাগর মাঠে নেবে পড়লো। ভূদেব আগেই নেবেছিলো খানিকক্ষণ প্র্যাকটিস করবার পর বল যখন সেণ্টারে রাখা হোল তখন বিদ্যাসাগরের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের চোখে জিৎবার জন্য যে একটা দৃঢ়তা ফুটে উঠেছিল তা দেখে হাউসমাষ্টার মোহিনী বাবু থেকে হেডমাষ্টার প্রভৃতি সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলো। ভূদেবের দিকে চেয়ে তারা দেখলেন শুধু এগারোটা উপেক্ষা ও ঘৃণা মাখানো মুখ। ভূদেব হাউস প্রথম সেণ্টার করলো। লেফ্‌টইন্ বলটাকে লেফ্‌ট আউটকে দিয়ে দিল। আউট লাইন ধরে ছুটতে ছুটতে centre করলো। কোত্থেকে অসীম লাফিয়ে উঠে একটা সুন্দর হেড করে বলটা লেফ্‌টহাফ সুকুমারের কাছে দিয়ে দিল সুকুমার ছুটতে ছুটতে লেফ্‌ট আউট তিমির হরণের কাছে দিয়ে দিল। তিমির হরণ ঐখান থেকেই রাইট আউট [ফার্ষ্ট ক্লাসের নলিনকে পাস্ করে দিল। নলিন সবে বলটা ধরেছে এমন সময় ভূদেবের রাইট হাফ কোথা থেকে ঝড়ের মত ছুটে এসে বলটাকে সোজা মেরে দিল। আবার বিদ্যাসাগরের গোলের কাছে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো। এই গোলমালের ভিতর দিয়ে কোন ফাঁকে ভূদেবের লেফ্‌টইন্ গোলের কোণা ঘেঁষে বলটাকে মেরে দিল। চারিদিকে রব উঠল—'গোল' 'গোল'

বিদ্যাসাগরের সেণ্টার ফরওয়ার্ড ফার্ষ্টক্লাসের নীহার লেফ্‌টইন্ বিপাশকে দিয়ে দিল, বিপাশ ভূদেবের রাইট ইন্‌কে কাটিয়েই রাইটহাফের মাথার উপর দিয়ে তিমির হরণকে পাস্ করলো। তিমির লাইন দিয়ে ছুটতে ছুটতে একেবারে কোনার কাছে চলে গেলো তারপর সেখান থেকে উচু করে বলটা তুলে গোলের সামনে ফেলে দিল। ভূদেবের লেফ্‌ট ব্যাক এসে মারবার আগেই অসীম কোত্থেকে ছুটে এসে একেবারে বুলেটের মতো এক সট করে বলটাকে গোলের ভেতর ঢুকিয়ে দিল।

আবার বল সেণ্টারে এলো।

হাফটাইম—

ভূদেব হাউসের ছেলেরা মিলে সুর করে রাসবিহারী বিরচিত গান ধরলো—

"টিমটিমেট্রিমে তায় মাঠ ভরে ছোটে
সারাস্কুল তালি দ্যায় স্ফূর্ত্তির চোটে
দুম দাম টিপ টাপ ঐ সুট মারে রে
থেকে থেকে ছুটে ছুটে হুঙ্কার ছাড়েরে
ইত্যাদি…"

গান শেষ হতেই বিদ্যাসাগর আরম্ভ করলো একই সুরে একেবারে সঙ্গে সঙ্গে

"হেরে গিয়ে হায় হায় নাই কোন স্ফূর্ত্তি
ভূদেবের রাম্নু সেযে ভ্যাবাচ্যাকা মূর্ত্তি।"

ভূদেব গান ধরলো—

"ঐ দেখ ভাই বিদ্যাসাগর
হারছে রে ভাই হারছে
ভূদেব সনে ফুটবলেতে
তারা কি ভাই পারছে?"

জবাব এলো আরও জোর গলায়

"কিপ্টে ভূদেব চিঙড়িখেকো
'নাইকো কোন সন্দ তায়'
ঐ দেখ না ধুঁকছে কেমন
রাখতে নারে বলটী পা'য়।"

রেফ্রীর হুইসল্ এর সঙ্গে সঙ্গে গানও থেমে গেলো।

আবার ছুটোছুটী, দৌড়াদৌড়ি। বল একবার এর পায় পর মূহূর্ত্তেই ওর পায়। এমনি ঝটাপটির মাঝে বিদ্যাসাগরের নলিন তিমিরহরণের কাছ থেকে একটা অতি সুন্দর পাস্ পেয়ে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চট্ করে তুলে গোলে ঢুকিয়ে দিল। আবার চারিদিকে 'গোল' 'গোল' রব উঠল।

ভূদেব সেণ্টার পেয়ে বিদ্যাসাগরকে একেবারে চেপে ধরলো।

রেফ্রীর হুইসল্ খেলার সমাপ্তি ঘোষনা করল। বিদ্যাসাগর ভূদেবকে ২—১ গোলে হারিয়ে দিল।

আসছে মঙ্গলবার তাদের খেলা পড়েছে মানগঞ্জ টাউনক্লাবের সঙ্গে। নোটীশে দেখলাম ভূদেব হাউসের বিপক্ষে যারা খেলছিল তারাই খেলছে। সেকেণ্ডক্লাস এখনও চুপ করে বসে আছে। অসীম বলেছে "সেকেণ্ডক্লাস নিশ্চয়ই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ফিরে আসবে, আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।"

আশা করি তাই যেন হয় আর গ্রেট ইণ্ডিয়ান শিল্ড জিতে বিদ্যাসাগর যেন তার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারে।

———

স্কাউটিং

——শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সেনগুপ্ত

আমার মনে হয় ভারতবর্ষের প্রত্যেক ছেলেই নিজ মাতৃভূমিকে কোন না কোন রকমে সাহায্য করতে ইচ্ছুক।

তার পক্ষে দেশকে সাহায্য করবার একটী উপায় আছে আর সেটি হচ্ছে স্কাউট হওয়া।

"Scout" এই কথাটার আসল মানে ধরলে যা বোঝায় তা হচ্ছে এই—যুদ্ধের সময় খুব চালাক একজন সৈন্যকে বেছে নিয়ে তাকে আগে আগে পাঠিয়ে দেওয়া হত শত্রুর খোঁজে আর সে খোঁজ খবর নিয়ে এসে সেনাপতিকে বলত—এই ছিল স্কাউটের কর্ত্তব্য।

কিন্তু এই যুদ্ধের স্কাউট ছাড়াও 'শান্তি স্কাউট' আছে। শান্তির সময় যে সব কাজে সেই রকমই সামর্থ্য দরকার হয় সে সব কাজ যারা করে তারাই 'শান্তি স্কাউট'। ইংরাজীতে একেই 'Peace Scouts' বলে।

আমাদের দেশের ফ্রন্টিয়ারস্ এর লোকেরা, নর্থ আমেরিকার ট্র্যাপরস্‌রা (Trappers), মধ্য আফ্রিকার শীকারীরা এরা সবাই 'Peace Scouts'এরা সবাই খাঁটী মানুষ। যেখানে সেখানে যখন তখন যাওয়া, বনে জঙ্গলে থাকা, মাটীর উপর সামান্য চিহ্ন দেখে সমস্ত ব্যাপারটা বোঝা এ সবই তারা পারে।

কি করে নিজের স্বাস্থ্যের উপর লক্ষ্য রাখতে হয়, কি করে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, কি করে পরস্পরের সাহায্য করতে হয় তা তাদের চাইতে কেউই বোধ হয় ভাল জানে না। তারা প্রাণটা হাতের মুঠোয় নিয়ে ঘুরে বেড়াতেই অভ্যস্থ আর দেশের জন্য দরকার হলে সেই প্রাণত্যাগ করতে কিছুমাত্র ও কুন্ঠিত হয় না।

তারা নিজের ব্যক্তিগত সুখ শান্তি সবই ত্যাগ করতে পারে কর্ত্তব্যের খাতিরে। এ সব তারা স্ফূর্ত্তির জন্য করে না—এ তারা রাজার জন্য করে, দেশের জন্য দশের জন্য করে, মনিবের জন্য করে।

এ রকম জীবন বড় সুখের, বড় আনন্দের, কিন্তু ইচ্ছা করলেই এই রকম জীবন কেউ ভোগ করতে পারে না, এ রকম ভাবে জীবন যাপন করতেহলে তাকে আগে থাকতে তৈরী হয়ে আসতে হবে। যারা ছেলেবেলায় স্কাউটিং শিখেছে তারাই এ প্রণালীর জীবন যাত্রায় জয়যুক্ত হতে পারে।

তোমার পরবর্ত্তী জীবনে যে রকম ভাবেই তুমি কাটাও না কেন—তুমি সৈন্যই হও আর গদীতে ঠেসান দিয়ে বসে আড়ৎদারই হও ছোটবেলায় স্কাউটিংএর সময় যা শিখেছে তা কাজে আসবেই।

সেই জন্যই কি করে তুমি স্কাউটিং শিখতে পার তা একে একে জানাব।

স্কাউটরা কি করতে পারে তা Rudyard Kipling এর 'কিম' এর গল্পের মধ্যেই পাওয়া যায়। কিম্‌বল্ ও হারা (Kimball O' Hara) ওরফে কিম ভারতবর্ষে নিযুক্ত

এক Irish Regiment এর এক Sergeant এর ছেলে। ছোটবেলায়ই কিম মা ও বাবাকে হারায়। তাই সে তার মাসীর সঙ্গে ভারতবর্ষেই থাকতো। তার মাসীর অবস্থা ভাল ছিল না—কাজে কাজেই কিম ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে বেশী মিশতে পারেনি, দেশীয় ছেলেদের সঙ্গে খেলাধূলা করে কিম্ ইয়োরোপীয় আচার ব্যবহারের চাইতে দেশীয় আচার ব্যবহারের সঙ্গেই বেশী পরিচিত ছিল।

আসল স্কাউট অর্থে যা বোঝায় কিম ছিল তাই। চট্ করে কিছু লক্ষ্য করা, দু'টী ঘটনার সাহায্যে কোন রহস্য ভেদ করা তো তার কাছে কিছুই নয়! শুধু যে কিম তাই করতে পারতো তা নয়—সে সকলের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করতে পারতো, তার অমায়িক ব্যবহারে সে সকলেরই বিশ্বাসভাজন হয়েছিল। এই সমস্ত গুণের অধিকারী হওয়ার দরুণ সে এমন সমস্ত বিপদআপদ অতিক্রম করেছিল যে সমস্ত বিপদ আপদের প্রত্যেকটী কাহিনী এক একটী রোমাঞ্চকর গল্প হতে পারে।

কিমের আসল এ্যাডভেঞ্চার প্রথম আরম্ভ হোল এক তিব্বতী পুরোহিত অর্থাৎ লামার সঙ্গে বন্ধুত্ব থেকে। তখন কিম নিতান্তই ছোট। সেই লামার সঙ্গে কিম বেড়িয়ে পড়লো উত্তর ভারত ভ্রমণ করতে। তারপরে তার বন্ধুত্ব হোল আর একজন লোকের সঙ্গে লোকটী ছিল পুরোণো গয়না গাঁটী আর টুকিটাকি আশ্চর্য্য জিনিষ বিক্রেতা। Government Intelligence Department এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার দরুণ সেই কিমকে স্কাউটীং আর ডিটেক্‌টীভএর কাজ শিখিয়ে দিতে পেরেছিল।

তার পর কিম Government Intelligence Department এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক আফগান অশ্ববিক্রেতার সঙ্গে ভাব ঘুরে বেড়াল। একবার একটা দরকারী সংবাদ গোপনীয় ভাবে বয়ে দিয়ে কিম ঐ আফগানকে খুব সাহায্য করেছিল। আরেকবার আফগানটীকে খুন করবার জন্য কতকগুলি দেশীয়লোকের পরামর্শ শুনে ফেলে আফগানটীকে খুব বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

শেষকালে কিমকে গোয়েন্দা বিভাগের একজন সভ্য করে নেওয়া হোল আর তাকে একটা গোপনীয় চিহ্ন দেওয়া হোল—চিহ্নটা হোল গলায় পরবার একটা ব্যাজ, আর একটা Pass word দেওয়া হোল। স্কাউটদেরও নিজেদের চিহ্ন আছে—পরস্পরের সঙ্গে সংবাদ আদান প্রদানের জন্য!

এরপরেই কিম অ্যাড্‌ভেঞ্চারের পর অ্যাডভেঞ্চার করে বেড়াতে লাগলো। একবার ট্রেণে যেতে যেতে ক্ষতবিক্ষত শরীরে একজনকে যেতে দেখলো। পরে যখন কিম জানলো যে সে গোয়েন্দা বিভাগেরই একজন আর একটা গুরুতর সংবাদ নিয়ে যাচ্ছে তখন সে তার জীবন বিপন্ন জেনে তাকে ছদ্মবেশ পরিয়ে কাজের সুবিধা করে দিলো।

কিমের এ সমস্ত কাহিনী পড়লে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান হলে কি করে দেশের উপকার করা যায় তা খুব ভাল করেই জানা যায়।

চতুর্থ বয়স্কাউট ওয়ার্লড জাম্বুরী

বুডাপেষ্ট, গাডাল্লা ১৯৩৩

(Jamboree Bulletin)

Jamboree Plans :

Thirty-three countries have so far announced their intention of sending contingents to the Jamboree making a total of about 20,000 Scouts. The approximate numbers of a few of these contingents to date are—

America—500, Austria—700, Denmark—800, France—1,500, Great Britain (including Dominions and colonies)—4,000, Hungary—8,000, Poland—1,500, Russian Scouts (National Association)—8, Spain—5, Japan—3.

Jamboree Stercos :

Stercos of the badge of the World Jamboree will be supplied to those attending it. The badge depicts the Miraculous Deer of early Hungarian legends with the Fleur-de-lys super-imposed. The deer was reputed to lure the warriors of old to camping grounds rich and new.

Flying Camp :

A spcial and new feature of this Jamboree will be the flying camp situated about a mile form the Jamboree camp. The camp to this flying field will be two miles long and in charge of Mr. Stephen De Horthy, the eldest son of the Regent of Hungary.

Temperature :

The temperature in summer days at Gödöllo might be interesting and in August it will be,— 7 A.M.—65·48 Fahrenheit
2 P.M.—78·26 „
9 P.M.—64·76 „
Minimum—51·44 „
Maximum—83·66 „

(জাম্বুরী বুলেটিন)

ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩।

গাডাল্লাতে এবারকার জাম্বুরীর বন্দোবস্ত পূর্ণ উদ্যমেই চলেছে। স্কাউটদের জন্য তো অনেক রকম বন্দোবস্ত হয়েছে। আর যাঁরা স্কাউট নন তাঁদের ও কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ভুলে যান নি।

জাম্বুরী সম্বন্ধে সব খবর সকলকে জানান হচ্ছে বেতার যোগে। এ বিষয়ে বুডাপেষ্টেরে বেতারষ্টেসন যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। বড় বড় বিজ্ঞপ্তি পত্রে সারা পৃথিবীতে এদের কার্য্যাবলির তালিকা পাঠান হয়েছে আর একটী নূতন জিনিষ,—চিঠির খাম বন্ধ

করবার জন্য একরকম Stamp ছাপান হয়েছে—এগুলি বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে—গাডাল্লা জাম্বুরীর Organising Committee, Budapest এ পত্র লিখলেই তারা পাঠিয়ে দেন।

যাঁরা স্কাউট নন তাঁদের সব বিষয় ভাল বুঝতে সাহায্য করবার জন্য আবার সকলের সুবিধা হবার জন্য একটী পত্রিকা ইংরাজী, হাঙ্গেরী, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মান ও ইটালিয়ান এই পাঁচ ভাষায় ছাপান হয়েছে—এটীর ভার নিয়েছেন জাম্বুরীর কর্তৃপক্ষগণ আর হাঙ্গেরীয়ার ষ্টেট রেলওয়ে—এতে আরও থাকবে বুডাপেষ্টের দেখবার ও থাকবার জায়গায় বিবরণ—কম ভাড়ার সুবিধা—বেড়াবার বন্দোবস্ত ইত্যাদি।

বক্তৃতা—

বুডাপেষ্ট ব্রডকাষ্টিং ষ্টেসন জাম্বুরীর বিষয় নিয়ে কতকগুলি বক্তৃতার বন্দোবস্ত করেছিলেন

১০ই ফেব্রুয়ারী—ফরাসী ভাষায় ডক্টর এডগার নেগেল।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—পোলাণ্ড দেশীয় ভাষায় ডক্টর আলেক্স্ বোরসিক্‌জকি।

৪শে ফেব্রুয়ারী—জার্ম্মান ভাষায় ডক্টর এফ্, এম্ ডি মল্‌নার।

অভিনয়—

আমেরিকান স্কাউটরা "Mightier than the sword." নামক একটী নাটক অভিনয় করবার আয়োজন করেছে। স্কাউটদের ভ্রাতৃভাব প্রকাশ করাই নাটকটীর মূল উদ্দেশ্য। প্রায় সমস্ত জাতির স্কাউটদেরই পাদপ্রদীপ এর সামনে দেখা যাবে।

ক্যাম্পফায়ার—

Dr. Sven Kundsen হেডকোয়ার্টার্স এ জানিয়েছেন যে তিনি জাম্বুরীতে আসছেন।

১৯২৪ সালে কোপেনহেগানএ যে জাম্বুরী হয়েছিল Dr. Kundsen সেখানে ক্যাম্পফায়ারের উদ্যোক্তা ছিলেন। তারপর এযাবৎ তিনি আমেরিকায় একটা ছেলেদের পত্রিকার সম্পাদকতা করছিলেন। তিনি আমেরিকা থেকে জানিয়েছেন তার পত্রিকার পড়ুয়াদের মধ্যে কয়েক জনকে নিয়ে তিনি জাম্বুরীতে আস্‌ছেন। প্রথম দু'দিন এর ক্যাম্পফায়ারের ভার নিতে তিনি রাজী আছেন।

(জাম্বুরী প্রেস কমিশনারের পত্র)

হাঙ্গারী মার্চ্চ ১৯৩৩।

হাঙ্গেরিয়ান স্কাউটরা টুপীতে প্রত্যেকেই এক এক গোছা করে 'হাঙ্গেরিয়ান ঘাস' পরে। গত ওয়ার্ল্ড জাম্বুরীতে অন্যান্য দেশের স্কাউটরা স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ এই হাঙ্গেরিয়ান ঘাস অনেকেই এদেশের স্কাউটদের কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিল। 'হাঙ্গেরিয়ান ঘাস' এদেশের সমতল ভূমিতে জন্মায় আর দেখতে একরকম পাখীর পালকের মতন। এদেশে একে বলে

"Orphan Maiden's hair" অর্থাৎ "অনাথা কুমারীর কেশদাম"। বেশ কবিত্বময় নামটী ! না ?

আমাদের কেন্দ্রসঙ্ঘ ঐ "ঘাস" অথবা "কেশপাশ" প্রচুর পরিমাণে জোগাড় করতে লেগে গেছে। কারণ এদেশের স্কাউটরা জানে যে তাদের বিদেশী ভাইয়েরা অনাথা কুমারীর কেশ দাম"এর কিরকম ভক্ত। Szeeged, Debrecen, Nyiregyhaza, Keeskemit, Hagmasker প্রভৃতি প্রদেশ থেকেই ঘাস সংগ্রহ করা হচ্ছে।

হাঙ্গেরিয়ান ঘাস বা "এয়ার ভালিয়াহ্ লুহাই" ? সম্বন্ধে একটা কাহিনী আছে। কি করে ঐ ঘাসের নামকরণ হোল তাইই এই কাহিণী বিবৃত হয়েছে।

এক প্রকাণ্ড পাহাড়ের চূড়ায় একটা সুন্দর দূর্গ ছিল। সেই দূর্গে এক রাজা ছিলেন। নটা দেশ জুড়ে তিনি রাজত্ব করতেন।

সেই রাজার ছিল দুই মেয়ে। দুজনেই অপরূপ সুন্দরী ছিল কিন্তু বড় মেয়েটী ছিল কালো চুল আর ছোটটীর ছিল সোণালী রঙের চুল। আর বড় মেয়েটী ছিল রুক্ষ মেজাজের কিন্তু ছোট মেয়েটী ছিল কোমল আর দয়াল।

একদিন তো সেই রাজা শীকার কর্ত্তে গিয়ে এক হরিণের পেছেন ছুটতে ছুটতে পথ হারিয়ে ফেললেন। এদিকে ক্লান্তও হয়েছিলেন খুব। শেষকালে খুঁজতে খুঁজতে এক ঝরণার ধারে এসে বসে পড়লেন। এমন সময় তিনি শিশুর কান্না শুনতে গেলেন। খুঁজে দেখেন কি, একটী ফুটফুটে কচি মেয়ে একলা পড়ে রয়েছে। রাজাতো তাকে নিয়ে দেশে ফিরে এলেন দেশে ফিরে তার বাপমার কত খোঁজ করলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না। তার বাপমার খোঁজ পাওয়া গেল না। রাজা আর কি করেন। তিনি তাকে নিজের কাজেই রাখলেন আর তার নাম দিলেন "অরফেলিনা" (orphelina) সে রাজার আর দুই মেয়ের খেলার সাথী হয়ে, তাদের সাথেই লেখাপড়া শিখতে লাগলো। অরফেলিনার যখন আঠারো বছর বয়স হোল তখন তার রূপ রাজার অন্য দুই মেয়ের রূপকেও হার মানিয়ে দিল। তার দুধে আলতায় গোলা গায়ের রঙ্ কুচকুচে কালো চোখের এসব মিলিয়ে তাকে অপরূপ সুন্দরী করে তুলেছিল। কিন্তু তার সবচাইতে সুন্দর ছিল তার চুলগুলি। সোনার উপর প্রভাত সূর্য্যের রশ্মি পড়লে যে রকম দেখায় সেই রকম ছিল তার চুলগুলি। স্বচ্ছ সোণালী সিল্ক এর মতন চুলগুলি তার মাথাকে ঢেকে রেখেছিল, এদিকে ঐ তিনজন এর কথা শুনে দলে দলে রাজপুত্রেরা সব রাজার দেশে আসতে লাগল। রাজপুত্ররা রাজকন্যাদের ভালবাসা পাবার জন্য নানারকম ভাবে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু অন্য দুজনের চাইতে অরফেলিনার ভক্ত ছিল অনেক বেশী রাজপুত্রই। কিন্তু আরফেলিনা তাদের সবাইকেই প্রত্যাখান করতো কারণ সে জানতো যে তানাহলে তার অন্য দু'বোন মনে মনে আঘাত পাবে। সবচাইতে বড় বোন

অরফেলিনাকে একটুও দেখতে পারতো না কিন্তু ছোট বোন অরফেলিনার সাফল্যে আনন্দিত হোত।

শেষকালে পাশের এক রাজপুত্র ঐ তিন বোনের সৌন্দর্য্যের কথা শুনে তাদের দেখতে যেতে মনস্থ করল। রাজা তাকে আদর অভ্যর্থনা করে সব বন্দোবস্ত করে দিলেন আর তার আগমনের কারণ জানতে পেরে ঐ তিন, রাজকন্যার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এদিকে তাদের সৌন্দর্য্যে রাজপুত্র একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি ঠিকই করতে পারলেন না কে বেশী সুন্দর, কাজেই তিনি রাজকন্যাদের মাথার ওড়না খুলে চুল দেখাতে বললেন। অরফেলিনার অপরূপ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে রাজপুত্র রাজাকে বললেন যে অরফেলিনা যদি তার স্ত্রী হতে স্বীকার করে তবে অরফেলিনাকেই তিনি বিয়ে করবেন নতুবা আর কাউকে করবেন না। রাজার ছোট মেয়ে আনন্দে আপ্লুত হয়ে খুসীতে অরফেলিনাকে জড়িয়ে ধরলো কিন্তু বড় মেয়ে রাগে হিংসায় জর্জ্জরিত হয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেলো আর স্থির করলো যে এর প্রতিশোধ নিতেই হবে।

বিয়ের আগের দিন রাত্রে আরফেলিনা শোবার সময় যে পানীয় খেয়ে শোয় তা খেয়েই একেবারে ঘুমে ঢলে পড়লো কারণ বড় বোন লুকিয়ে সেই পানীয়ের মধ্যে অষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলো। এদিকে ঠিক মাঝ রাত্রে দুষ্টু বড় বোনটা গিয়ে একটা ধারালো কাঁচি দিয়ে কচ কচ করে অরফলিনার সমস্ত চুল কেটে দিলো।

পরদিন সকালে অরফেলিনা রাজপুত্রের দেওয়া সোনার আয়নায় মুখ দেখতে গিয়ে তার চুলের অবস্থা দেখে মনে এতো আঘাত পেলো যে সে মেঝের উপর নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলো। এদিকে খুঁজতে খুঁজতে সকলে এসে তাকে ঐ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলো কিন্তু ততক্ষণে তার প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

রাজপুত্র তার সঙ্গোসঙ্গি নিয়ে বিয়ে করতে এসে দুর্ঘটনা দেখে একেবারে মুষড়ে পড়লো। মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে সে চললো।

বনের মধ্যে ঝরণার ধারে যেখানে আঠারো বছর আগে আরফেলিনাকে রাজা কুড়িয়ে পেয়েছিলো সেইখানেই আরফেলিনার কবর তৈরী হোল।

এদিকে বড় রাজকন্যা তার কীর্ত্তি ধরা পড়ে যাবার ভয়ে অরফেলিনার সুন্দর চুলগুলি জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিলো। বাতাসে চুলগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো যেখানেই একগাছি চুল উড়ে এসে পড়েছিল সেখানেই অরফেলিনার চুলের মতো চকচকে এক এক গোছা ঘাস জন্মালো। যেখানে সমস্ত দেশ বাসীর প্রিয় অরফেলিনা ঘুমিয়ে ছিলো সেই কবরের উপরে সবচাইতে সুন্দর একগোছা ঘাস জন্মালো। এর থেকেই ঐ ঘাস জাতীয় ফুল বলে পরিচিত হয়েছে আর ঐ ঘাসের নাম হয়েছে Orphan Maidens Hair" "অর্থাৎ অনাথা কুমারীর কেশদাম"

চারগোয়েন্দার কাণ্ড

[কটিক]

গোড়ার কথা—রোজার গ্রেভিল ও জ্যাক ডল দুই বন্ধু। ঘটনাক্রমে তারা একটি বিরাট ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়ে যায়। রোজারের বাবার নাম হার্‌ফোর্ড গ্রেভিল। যুদ্ধের সময় তিনিই ছিলেন ব্রিটিশদের সব চেয়ে বড় গোয়েন্দা। তিনি যুদ্ধের পর পৃথিবীর আর তিনজন বিখ্যাত গোয়েন্দার সঙ্গে একটা পার্টি করেন। পল ভাইডক্ (বা বাও) একজন মস্তবড় জার্মান গোয়েন্দা, হেনরী লেরু—ফরাসী গোয়েন্দা, আর সেলডন ক্রন আমেরিকায় সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা। এরা চারজনে মিলে ঠিক করলেন যে যুদ্ধ করবার কোন অর্থই হয় না। মানুষ মানুষের টুটি চেপে ধর্‌বে। ভুলে যাবে যে চামড়ার রং যত বিভিন্ন হোক, তাদের সকলেরই উৎপত্তি সেই এক বিশ্বপিতা হতে, এ অসহ্য। তাই তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন যে ভবিষ্যতে তারা যুদ্ধ কর্‌বেন জগতে যাতে আর যুদ্ধের বিপক্ষে না লাগ্‌তে পারে তাঁরা তারই চেষ্টা কর্‌বেন।

একদিন গ্রেভিল জান্‌তে পারলেন যে স্পারলিং নামে একজন কামানবারুদওয়ালা গোপনে রাশি রাশি গোলাবারুদ তৈরী কর্‌ছে ও এক দেশকে অন্য দেশের বিপক্ষে লাগাবার চেষ্টা করছে।

গোয়েন্দারা একবার একত্র হয়ে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে এর বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ কর্‌তে হবেই। প্রথমবার স্পার্‌লিং হারলো কিন্তু গ্রেভিল হলেন অন্তর্ধান।

রোজার আর জ্যাক জান্‌তে পেলো যে গ্রেভিল স্পার্‌লিং এর হাতে পড়েছে, শুধু তার সাথে একবার দেখা করবার জন্য তারা স্পারলিং এর হাতে পড়লো।

স্পার্‌লিং এর আদেশে মিঃ গ্রেভিল রোজারকে একটা খাম দিলেন। এই খাম নিয়ে রোজার ও জ্যাক যেই ইটালী থেকে বেরুতে যাবে তক্ষুনি তাদের ধরা হবে। তারপরে এ প্রমাণ করতে খুব বেশী অসুবিধে হবে না যে তারা এ খাম মিঃ গ্রেভিলের কাছে পেয়েছে। মিঃ গ্রেভিল ইংরেজ গোয়েন্দা, কাজেই ইটালী ইংরেজদের উপর চটে এর জন্য টাকা চাইবে। হ্যাঁ, এদিকে ঠিক হয়েছে যে নকল ফ্যাসিষ্টদের দিয়ে গ্রেভিলকে গুলী করে মারা হবে। কাজেই ইংরেজরা চাইবে উল্টে টাকা। দু'দলে আরম্ভ হবে তুমুল যুদ্ধ তখন দুদলকেই স্পার্‌লিং এর কাছে থেকে অস্ত্র কিনতে হবে। ছেলেরা অতশত জানে না, তবে গ্রেভিল রোজারের হাতে একটা ছোট্ট কাগজ দিয়ে দিয়েছিলেন, তা'তে লেখা ছিল, ঐ দেশের পুলিশেরা আস্‌ছে, তাদের গাড়ীর আলো দেখা গেলেই আমাকে মেরে ফেল্‌বে। তাই রোজার ও জ্যাক তাদের থামাবার চেষ্টা কর্‌ছে। পথের পাশে একটা এ্যারোপ্লেন পড়ে ছিল, রোজার সেটা চালাবার চেষ্টা কর্‌ছে, সেটা পথে এসে পড়লেই পথ বন্ধ হ'বে।' জ্যাক ঢিল নিয়ে লাইট ভাঙ্গবে। তারপর—

এঞ্জিনের মোটর তক্ষুনি ষ্টার্ট হ'য়ে গেল। অসম্ভব বিকট শব্দে কান বধির হয়ে আসতে লাগলো। পাখাটা বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরতে লাগলো, এ্যারোপ্লেন মাটির উপর চলতে সুরু করে দিল।

গাছ, পাতা ঘাস, ডালপালা, সব চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে এ্যারোপ্লেন এগিয়ে চললো। রোজারের মুখে গিয়ে লাগতে লাগলো। রোজার পাশের এক ঝোপে ঢুকে পড়লো, এ্যারোপ্লেন তার পাশ দিয়ে যাবার সময় প্রায় তাকে ঘা দিতে দিতে গেল।

সোজা মাটির উপর সে শুয়ে পড়লো। সোঁ সোঁ করে এ্যারোপ্লেন তার পাশ দিয়ে যাবার সময় বেরিয়ে গেল। পাশের গাছপালা ভেঙ্গে নিজের রাস্তা পরিস্কার করে দৈত্যের মত যন্ত্রটা এগিয়ে চললো।

রাস্তার পাড়ে পৌছে হঠাৎ যেন একটু উপরের দিকে উঠলো তারপরেই চারিদিকে গাছের কাছে ধাক্কা খেয়ে এ্যারোপ্লেন রাস্তার উপর পড়ে রইলো। ঠিক এই সময়েই এসে পড়লো পুলিশের গাড়ী ব্রেক কসার শব্দে জায়গাটা মুখর হয়ে উঠলো। প্রায় ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই আবার গাড়ীর অন্য লাইটটাও কি লেগে গেল ভেঙ্গে ঝন্ ঝন্ ঝন্ করে।

হাঁপাতে হাঁপাতে রোজার ঝোপ ঝাড়ের ভিতর দিয়ে রাস্তার দিকে ছুটতে লাগলো। এ্যারোপ্লেন সমস্ত পথটা জুড়ে পড়ে আছে—বিরাট অদ্ভুত কদাকার এ্যারোপ্লেনের ধ্বংসাবশেষ—প্রেতমূর্ত্তি।

রোজার এ্যারোপ্লেনটার শেষ শব্দ শুনতে পেলো, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের চীৎকার। এরই মধ্যে দুজন গাড়ী থেকে নেমে এ্যারোপ্লেনের ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করছে। রোজারের আর বুঝতে বাকী রইল না যে এরা ভেবেছে সে এ্যারোপ্লেনটা হাওয়ার জন্যেই হোক, বা তেল ফুরিয়ে যাওয়ার দরুণই হোক এখানে নামতে বাধ্য হয়েছে। তাই তারা পাইলটকে খুজছে।

একজন পুলিশ এ্যারোপ্লেন চড়ে ভেতরে চেয়ে বললো যে কেউ নেই সবাই এর পরেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। রোজারের হৃৎপিণ্ডের কাঁপুনি বেড়ে গেল তিনগুণ। আঃ সে এদের চায় এখানে দেরী করাতে আর এরা নিজেরাই দেরী করছে। যত বেশীক্ষণ ধরে তারা এখানে খুজবে ততক্ষণ বেশী পাবে চারগোয়েন্দার দল তার বাবাকে উদ্ধার করবার সময়।

হঠাৎ আর পেছনের পাতা নড়ে উঠলো। চুপি চুপি কে বলল রোজার।

সে বুঝলো জ্যাক এসেছে। রোজার ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে একটা ভাঙ্গা ডালে হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল, গাছের পাতার শব্দ রাস্তায় একটা লোক শুনতে পেয়ে সকলকে সেদিকে ডাকতে লাগলো।

পুলিশেরা তাদের দিকে ছুটে এলো। তারা ভাবলো পাইলেট হয়তো ছটকে বাইরে গিয়ে পড়েছে। এখন সে 'শক' সেরে গেছে নড়ে চড়ে উঠেছে।

রোজার লাফিয়ে উঠে ছুটলো, জ্যাক তার পেছন পেছন। একটু দূরে গিয়ে তারা পেছন ফিরে দেখতে লাগল।

ইটালিয়ান পুলিশেরা এসে উপস্থিত হয়েছে, রোদে-পোড়া (Sun burnt) চামড়া, অদ্ভুত টুপি মাথায় আর হাতে টর্চ্চ। তারা ঝোপের পর ঝোপ খুজে চললো। কিন্তু কোথাও কাউকে খুঁজে পেলোনা।

রোজার আস্তে আস্তে বললো, 'ওরা ভেবেছে যে এ্যারোপ্লেনটা এই মাত্র নীচে নেমেছে। তাই ওরা পাইলটকে খুজছে।'

জ্যাক বলল 'বা বেশ চমৎকার ভাবে চালালে কিন্তু—তুমি।'

রোজার বল্‌ল 'তা আর এমন শক্তটা কি। কিন্তু আমার আর ভাই এখানে থাক্‌তে ভরসা হচ্ছে না, তার চাইতে চল আমরা দুর্গের দিকেই যাই।'

পুলিসেরা আবার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো, রোজার আর জ্যাক পথের পাশ দিয়ে যেতে লাগ্‌লো, তাদের কেউ দেখ্‌তে পেলো না। সামনের কয়েকটা গাছ পেরিয়েই সেই খোলা জায়গাটা যেখানে এ্যারোপ্লেনটা প্রথম নেমেছিল। গাছপালা, ঝোপঝাড়, পাহাড়ের আড়াল দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লো।

ভোর হয়ে আস্‌ছে। দূরের পাহাড়ের চূড়াগুলি, প্রথম কিরণপাতে ঝক্‌ ঝক্‌ কর্‌ছে, নিচের ঘোর অন্ধকার ফিকে হয়ে এলো, আকাশ ধূসর হ'য়ে উঠ্‌লো! দেখ্‌তে দেখ্‌তে আলো এসে পড়্‌লো।

রোজার জ্যাক, একটু আগে যে পথে পাগলের মত ছুটে এসেছিল, আবার সে পথেই শান্ত ভাবে চল্‌তে লাগ্‌লো। অবশ্য এবার আর ঠিক রাস্তার উপর উঠে চল্‌তে ভরসা পেলো না, তার পাশ দিয়ে বনের ভেতর দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লো।

সামনে দুর্গ। এখনও দুর্গের উপরের আঁধার কাটেনি। জ্যাক বল্‌লো, আমি কেবল ভাব্‌ছি 'উনি ভাল আছেন কি না' অর্থাৎ, গ্রেভিলের প্রাণ বেঁচেছে কি না। রোজার উত্তরে চুপ করে রইলো। কি-ই-বা সে বল্‌বে? তার মনে এখনও তার বাবার বিদায় সময়ের ছবি। তাঁর কথা এখনও তার কানে বাজ্‌ছে। তার মনে পড়্‌লো খুব ছোট বেলার কথা। তার বাবা তাকে কত আদরেই কাছে টেনে নিয়ে আদর করতেন। আর যদি আজ গিয়ে সে দেখে যে তার কথা বলা শেষ হয়েছে, যদি সে দেখে যে তার হাত পা জন্মের মত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে।

রোজারের বুকে যে কি রকম করতে লাগ্‌লো, তা বলা শক্ত, তার মনে হ'তে লাগ্‌লো, তার বুকে যেন কি একটা ঠেকেছে, তার গলা বন্ধ হয়ে আস্‌ছে, তার চোখের চারিদিকে জ্বালা করছে। সে নিজেকে আর চেপে রাখ্‌তে পার্‌লো না প্রাণপণে ছুটতে লাগ্‌লো কেবল মাত্র বিপদ থেকে দূরে যাবার জন্য, কেবল জানবার জন্য সত্যি সত্যি তার বাবার—। সে হঠাৎ তার সামনে একটা লোক পালাচ্ছে দেখে থমকে দাঁড়ালো।

জ্যাক বল্‌লো, 'দেখেছো, ঐ মারূনে ওয়ালা দলের একজন কেমন পাহাড়ের উপর হরিণের মত লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটেছে দেখেছ? নিশ্চয়ই মিঃ ভাইডফ ও মিঃ লেরু এসে পৌছোবেন।'

'কিম্বা মিঃ ক্রনের তাড়াও তো হ'তে পারে?' রোজার বল্‌লো 'চল শীগ্‌গির দেখি আসল ব্যাপারটা কি হয়েছে। যদি তারা—'

তার কথা আর শেষ হলো না, সামনেই তারা দেখ্‌লো, ক্লিনমেনকে। আর লম্বা দেহটি যেন ঐ হতভাগা দুর্গের পাঁজর দিয়ে তৈরী। অদ্ভুত ভাবে সে ছুটে চল্‌লো, এক লাফে রাস্তা পার হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে পিস্তল ছুঁড়লো। ছেলেরা দেখ্‌লো, তার পেছন পেছন, তাকে তাড়া ক'রে নিয়ে চলেছেন ভাইডফ।

গুলিটা ভাইডফের কান ঘেঁসে বেড়িয়ে গেল। তিনি ভ্রূক্ষেপও কর্‌লেন না। সামনের রাস্তা পার হয়ে ক্লিনমেন যে নীচু জায়গায় গিয়ে নেমেছে, পেছন পেছন তাড়া ক'রে গিয়ে নাম্‌লেন। কী তার অদ্ভুত গতি, চোখে মুখে একটা কী রকম ভাব। রোজার জ্যাক এক মুহূর্তে বুঝ্‌তে পার্‌লো, কেমন দলের মধ্যে তারা কাজ কর্‌ছে।

তারা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। কোন শব্দই আর শুনতে পেলো না, চারিদিকটা কী অসম্ভব রকম নিস্তব্ধ। তাদের সামনে দুর্গের প্রাকার থেকে আস্তে আস্তে কুয়াসা উপর দিকে উঠে যাচ্ছে!

কী হয়েছে তারা কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারছে না। সামনের মস্ত বড় বাড়ীটা যেন একটা বীভৎস কিছুর চিহ্ন, একটা ভীষণ যুদ্ধ, একটা অসম্ভব গণ্ডগোল, একটা পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র, আর তারা তারই সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাদের গা কেঁপে উঠ্‌লো।

তারা এগিয়ে চল্‌লো, একটু গিয়েই দেখ্‌লো, দুর্গ থেকে দু'জন লোক বেরিয়ে এলো। ভাল ক'রে চেয়ে তারা দেখ্‌লো, তাদের একজন হ'লেন মিঃ লেক, আর একজন—

'বাবা' রোজার দৌড়ে গিয়ে বাবাকে বল্‌ল। সে তার বাবাকে দেখ্‌ল, সেই লম্বা, চক্ষে সেই দীপ্তি, সাদা চুলে চমৎকার আভা, সমস্ত দেহে একটা জীবনের ছোঁয়াচ। সে ছুটে গিয়ে বল্‌ল, 'বাবা।'

বাবা হেসে বললেন, 'রোজার যে, বেশ ভালো তো আর কোন বিপদ হয়নি ?'

'হ্যাঁ বাবা, কিন্তু তোমার, তোমার—'

'আমার বাবা ওরা কিছুই করতে পারেনি।'

ব্যস্, একটা সেকহ্যাণ্ডও না। হেনরী লেক তাদের দু'জনকে দেখ্‌ছিলেন। রোজারএর চোখ দেখেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সে কি ভাব্‌ছে, কিন্তু অবাক হ'লেন তাদের সহ্য করবার শক্তি দেখে।

জ্যাক এতক্ষণে এসে পৌঁছেচে, গ্রেভিলের দিকে চেয়ে বল্‌লো, 'তা হ'লে ওরা আপনার কি করতে পারেনি ?'

হারফোর্ড গ্রেভিল মাথা নাড়্‌লেন। লেক বল্‌লেন, 'তোমরাই বাঁচিয়েছো বলতে গেলে। আমরা নিজের চোখে দেখ্‌লাম এ্যারোপ্লেন নিয়ে রাস্তায় পড়্‌লো। চমৎকার হয়েছিল।—তোমরা না হ'লে আমরা হয়তো কিছুই করতে পারতাম না।'

জ্যাক বল্‌ল, 'হ্যাঁ, ঐ এ্যারোপ্লেনটা হ'লো রোজারের বুদ্ধি, আমি ছিলাম ঢিল নিয়ে, একটা হেডলাইট ভেঙ্গে দিয়েছি।'

লেক বল্‌লেন, 'ঐ একই কথা, থামানোই হলো আসল কথা। গ্রেভিল আর দেরী নয়, পুলিশ এসে পড়্‌বার আগে চল গাড়ীতে ওঠা যাক।—চল।

লেক ছুটে চল্‌লেন, গ্রেভিল রোজারের হাত ধরে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'জিতা রহো, স্কাউট হওয়া সার্থক হয়েছে তোমার। ভাইডক লেক, ঠিক সময়ে এসেছিল বটে, কিন্তু তুমি যা করেছো, না না হ'লে—'

রোজারের বুক ফুলে উঠ্‌ল। বাবা ও'কে 'স্কাউট' বলেছেন আর স্কাউটিং কাজে লাগ্‌ছে। তা ছাড়া যুদ্ধের সময় 'স্কাউট' কি সবাই হতে পারে না ?—তাকে যেন ওঁদের চারজনের দলের মধ্যে নেওয়ার একটা সম্মতি সূচকবাণী।

সেই পাহাড়ের ছোট্ট রাস্তাটা দিয়ে তারা দৌড়ে চল্‌ল। পাশের একটা ঝোপ থেকে সেলডন ক্রনও এসে যোগ দিলেন। প্রায় আধমাইল এ রকম ভাবে চলে, একটা বাঁকের মুখে একটা গাড়ী তারা দেখ্‌তে পেলো।

গাড়ীটার পেছন থেকে ভাইডক এসে হাজির হলেন, হাত নেড়ে জানালেন যে ক্লিনমেন পালিয়েছে। তিনি গিয়ে ষ্টিয়ারিং হুইলের সামনে বসলেন, সকলে তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌লো। তারপর চল্‌লো গাড়ী—স্পিডোমিটারে দেখ্‌তে দেখ্‌তে উঠ্‌লো ১৫, ২০, ২৫, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৬৫ মাইল, সেই ছোট পথে ঝড়ের বেগে ছুটতে লাগলো মোটর গাড়ী। দশ মাইল যেন

চোখের পলকে তারা পিছনে ফেলে এলো। সামনের পথটা বেঁকে গিয়ে একটা গাছ পালা লুকানো একটা বাড়ীতে ঢুকলো।

পিছনের সিটে বসে ঝাঁকুনী খেয়ে খেয়ে রোজার ও জ্যাক গাড়ী চড়ার কেমন আরাম তা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু গাড়ী থেকে নেমে সে এক মিনিটও দেরী করলো না, সোজা ভাইডকের কাছে গিয়ে পকেট থেকে খামটা বের করে বল্ল, 'ভাইডক আমার উপর হুকুম আছে, এ খামখানা আপনার কাছে দেবার।'

'বা সুন্দর ছেলে।'

রোজার বলল, 'আমি একটা খবর মর্সকোডে পেয়েছিলাম, সেটা হলো—

1. R. F | our stars. QSZXQW APASQE ESMQSZ FIIZBQB CS.'

'বা তোমার তো বেশ মনে থাকে দেখছি। খবরটা আমার জন্যই পাঠানো হয়েছিল, এর মানে হল, 'কাগজগুলি সব রোমে সাবধানে পাঠিয়ে দাও—Return Papers Secretly Rome.

গ্রেভিল বললেন, 'তা হ'লে তাই ঠিক ?'

ব্যাঙ মশাই ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ।'

তারপরে আস্তে আস্তে বললেন, 'আর এই ফিরিয়ে দেওয়া কাজটাও আমাদের বাচ্চা বীরদেরই করতে হবে।'

অন্যরা সব তার দিকে চেয়ে রইল। (ক্রমশঃ)

ময়দানের খবর

এ বছরের লীগ

একজন লেখক কোনও একটী সাময়িক পত্রিকায় লিখেছেন—

"The morn her rosy steps
In the Eastern clines she strew,
And sowed the Earth with orient pearls.

We saw the morning brilliant in its hues and glorious in its reflecting replestiour. We saw the blazing noon as well ; fleshy in brilliance and redolent of genius. But just then there appeared a patch of cloud on the horizon. Did we see it ? Possibly yes ; probably not. The cloud gathered it grew and it threatened. Yet we heeded not. And there ? well, it broke and we were swept off our feet."

সকলেই বোধ হয় বুঝতে পেরেছো যে উপরে যে কথাগুলো লেখা হয়েছে তা বর্ত্তমানকালের ফুটবল খেলা সম্বন্ধেই। লেখক যে কিছুমাত্রও ভুল বলেছেন তাতো আমার

মনে হয় না। কারণ আজকালকার ফুলবলখেলার হুরবস্থা কারও তো আর অজানা নেই এমনদিনও ছিল যখন ফুটবল খেলায় বাঙ্গালীদের সমকক্ষ খুব কমই ছিল। ১৯১১ সালে যেবার শিল্ড পেলো সেবারের কথা ছেড়ে দিলেও আভা ফেরৎ বাঙ্গালীদলের কথা ফুটবল খেলার ও দেখার যারা ভক্ত তাদের ভালো করেই জানা আছে।

এককালে বাঙলা দেশ ফুটবল খেলার রাজা ছিল। ভারতের অন্যান্য দেশ বাঙলা দেশের কাছ থেকেই ফুটবল খেলা শিখেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ বাঙ্গালীরা তাদের থেকে খারাপ খেলছে। খারাপ খেলছে বললাম এই জন্য বাঙলা দেশে ফুটবল লীগ খেলবার জন্য বাঙ্গালীদলের মধে অন্য প্রদেশের খেলোয়াড় কি পরিমাণে আমদানী হচ্ছে তা দেখে স্বভাবতঃই ঐ কথা মনে হয়।

ইষ্ট বেঙ্গলের সেণ্টার হাফ নূরমহম্মদ বাঙ্গালী নয়, জলিল মজিদ, সেলিম কেউ বাঙ্গালী নয় অথচ তারাই ঐ দলের ভালো ভালো খেলোয়াড়, কালীঘাটের সেণ্টারহাফ অখিল আহ্‌মেদ দিল্লী থেকে এসেছে। মোহন বাগানের সেণ্টারহাফ্ আব্দুল হামিদ করাচীর Sandemanian টীম থেকে বঙলা দেশে এসেছে বাঙ্গালী দলের হয়ে ফুটবল খেলতে।

সামাদের কথাই ধরা যাক্। প্রথম যখন সামাদ এলো তখন কোনও দলই তাকে পোঁছেনি। কিন্তু আজকাল প্রত্যেকটী বাঙ্গালী দল সামাদকে নিজেদের দলে খেলাবার জন্য লালায়িত;

কিন্তু কেন এই রকম বিদেশী খেলোয়াড় আমদানী করে বাঙ্গালীকে, বাঙ্গলা দেশে ফুটবল খেলতে হয়! একদিন ছিল যখন বাঙ্গালী ফুটবলের রাজা ছিল এখন—এখন বাঙ্গালী কেউ নয়। তাহলেও বাঙ্গালী আমরা, ফুটবল খেলার নামে আমাদের প্রাণ নেচে ওঠে, তাই বিকালে হ'তে না হতেই মাঠের দিকে ছুটী যেমনি করে গ্রাম্য বধূ সাঁঝের বেলায় ঘরে জল থাকলেও জল ফেলে দিয়ে জল নতুন করে আনতে যায়। তারা যে কারণে জল আনতে যায় আমরাও সেই কারণেই মাঠে গিয়ে হাজির হই ঐ যে আমাদের নেশা।

এবারও মৌতাতের সময় যখন হোল তখন মাঠের দিকে ছুটলাম ১লা মে। কিংস্ রয়্যাল রাইফ্‌ল্‌কে হারিয়ে দিল মোহন বাগান ১—০ গোলে সেদিন মোহনবাগানের খেলা তেতো ভালো হয়নি হাওড়ার দূর্ভাগ্য! কাষ্টমস্ এর কাছে হেরে গেলো। কাষ্টমস্এর খেলা এতো ভালো হোল যে মনে হতে লাগল কাষ্টম্‌স্ হকি তো নিয়েছেই একচেটিয়া করে ফুটবলেও বুঝি চ্যাম্পিয়ন হয়। তারপর ডারহাম্‌স্ হারলো এ্যারিয়ন্‌স্ এর কাছে ১—০ গোল। আর স্পোর্টিং ইউনিয়ন করলো ক্যালকাটার সঙ্গে ড্র ১—১। তারপর ইষ্টবেঙ্গল কাষ্টম্‌স্এর কাছে হারলো ২—০ গোলে। এই শোচনীয় পরাজয়ে

ইষ্টবেঙ্গলের দুঃখের স্থান রইলো না। স্পোর্টিং ইউনিয়ন আবার ড্র করলো এবার মোহন বাগানের সঙ্গে ০—০।

কে আর আর হারতে লাগলো। বছরের প্রথমে লীগ খেলার আগে অবধি সকলের ধারণা ছিল যে কে আর আর এরলীগ পাবার সম্ভাবনা খুবই বেশী কিন্তু ডারহাম্‌স্, মোহন বাগান ইষ্টবেঙ্গল প্রভৃতির কাছে হেরে গিয়ে আর ড্যালহাউসি, হওড়া ইউনিয়ন এর সঙ্গে ড্র রেখে কে আর আর অবস্থা একটু খারাপ হয়ে পড়েছে। কিন্তু ক্যালকাটা, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, কাষ্টম্‌স্ আর কালিঘাটকে হারিয়ে ওদের লীগ পাবার সম্ভাবনা এখনও সুদূর পরাহত নয়।

কাষ্টম্‌স্‌এর প্রথমদিকে খেলা দেখে তারাই যে নির্ঘাৎ লীগ চ্যাম্পিয়ন হবে তা অনেকেরই মনে বদ্ধমূল হয়ে পড়েছিল। কারণ হাওড়া ইউনিয়ন, ইষ্টবেঙ্গল, এরিয়ান্‌স্ ক্যালকাটা প্রভৃতিকে হারিয়ে দিয়ে কাষ্টম্‌স্ বেশ সুবিধাই করে নিয়েছিল। কিন্তু কে কে আর আর, ড্যালহাউসি, প্রভৃতির কাছে হেরে গিয়েই লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া সম্বন্ধে তাদের নিশ্চয়তা কমে গেলো।

কালীঘাট প্রথমদিনেই ডালহাউসির কাছে হেরে মুছড়ে পড়েছিল কিন্তু তারপরেই ইষ্টবেঙ্গল, এরিয়ান্‌স্, ক্যালকাটা হাওড়াইউনিয়ন, মোহনবাগানকে হারাতে অরম্ভ করলো মাঝে শুধু একটি ড্র করেছিলো—কাষ্টম্‌স্ এর সঙ্গে। কিন্তু শেষের দিকে, ডারহাম্‌স্ আর কে আর আর এর সঙ্গে হেরে গেলো।

গতবার খারাপ করলেও ড্যালহাউসি এ বছর খুবই ভালো খেলছে। প্রথম দিনই কালিঘাটকে ১—০ গোলে হারিয়ে দিয়ে প্রথম বিভাগে থাকার যোগ্যতা প্রমাণ করেছে, ডারহাম্‌স প্রভৃতির কাছে। ড্র রেখেছে কে আর আর, প্রভৃতির জিতেছে কষ্টম্‌স ক্যালকাটা প্রভৃতির কাছে খেলার বাকী বিবরণী আসছে মাসে সম্পূর্ণ ভাবে দেবার ইচ্ছা রইল।

তোমরা বোধ হয় জান যে লীগের প্রথমার্দ্ধ শেষ হলে একটা চ্যারিটী ম্যাচ খেলা হয়। প্রথমে ঠিক হয়েছিল যে খেলাটা Civil vs. Military হবে। খেলোয়াড় বাছাই করাও হয়ে গিয়েছিল কিন্তু আই এফ্ এ কর্তৃপক্ষ কোনও কারণে Civil vs Military বদলে India vs Gt. Britain খেলার বন্দোবস্ত করেন।

India—

সন্তোষ দত্ত (স্পোর্টিং ইউনিয়ন) গোষ্ঠ পাল (মোহন বাগান, ক্যাপ্টেন) ছোনে মজুমদার (এরিয়ানস) নাসিম (স্পোর্টিং) ডেভিস (কাষ্টাম্‌স) আব্দুলহামিদ (মোহনবাগান) সামাদ (ই বি আর) সি ম্যান (কাষ্টাম্‌স) কে ভট্টাচার্য্য (মোহনবাগান) দুলাল (ইষ্টবেঙ্গল)।

উদার

—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মুনিব। তুমি একটা মাতব্বর, যোগ্য, বিবেচক,
খ্যাতি তোমার কান্দি হ'তে মোল্লা বাড়ী তক্।
তোমার যেমন গুণের গৌরব, এমন খুবই কম্—

ভৃত্য। হেইড্ডা আপনার দোয়া বাবু, খোদার কসম্।

মুনিব। চরের মইধ্যে তোমার নামে এক ঠ্যাঙ্গে সব খাড়া,
দুই হাতে সব ঠুক্‌বে সেলাম ভইর‍্যা তোমার পাড়া,
কাজে কর্ম্মে তোমায় ডাক্, অম্‌নি তুমি হাজির,—

ভৃত্য। হেইবার কর্ত্তা দিছিলাম্‌না ঠ্যাং বাইঙ্গ্যা নূরমাঝির।

মুনিব। পাঁচের কাজে ঠিকই তোমার হাত দু'খানি পাকা,
খুঁইতর মধ্যে একখানি পা' একটুখানি বাঁকা'।
তবু হেইডায় নাইক ক্ষতি, বুঝা শক্ত ভারি, —

ভৃত্য। হেইদিন কর্ত্তা কাইজ্জার চরে পায় লাগছিল ভারি।

মুনিব। শান্ত, শিষ্ট, ঠাণ্ডা আরো তুমি উদার বড়,
দায়ে পড়া গোলমালেতে আপনি আস্তা পরো,
আদর কইর‍্যা ভিন্ন রাখ্যা সুখে রাখলা ভাই,...

ভৃত্য। দাওয়াই ছিলাম্ হেপল, কিন্তু লাডি মারি নাই।

মুনিব ও ভৃত্য।———আরে হঃ হঃ।

জামালপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুল—স্কাউট প্রদর্শনী (Display)

বিগত ৩রা মে অপরাহ্ন সাড়ে চারি ঘটীকায় জামালপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুলের বাৎসরিক স্কাউট প্রদর্শনী (Display) মহা ধুমধামে স্কুল প্রাঙ্গনে সম্পন্ন হইয়াছে। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, এস্ ত্রিবেদী, আই, সি, এস্, মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মিসেস ত্রিবেদী এবং সরকারী কার্য্যোপলক্ষে সমাগত ময়মনসিংহের এডিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ই, বি, এইচ্ বেকার, আই সি, এস, মহোদয় এই আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া স্কাউট দিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। স্কুলের ছাত্রদের অভিভাবক, সরকারী কর্ম্মচারী এবং সহরের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ সকলেই অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত স্কাউটদের এই ক্রীড়া কৌতুকে যোগদান করায় অনুষ্ঠানটী আশাতীত রূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

সর্ব্ব প্রথমেই ফটো তোলা হয়। তাহার পর স্কাউটেরা নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয় গণকে তাহাদের যথোচিত অভিনন্দন দ্বারা অভ্যর্থনা জানাইয়া খেলাধুলা আরম্ভ করে। সাইকেল ষ্ট্রেচারে করিয়া আহত ব্যাক্তিকে কিরূপে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠান যায় তাহা দেখান হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ফার্ষ্ট এড, কেরিকেচার, বালকদের সার্কাস, পিরামিড্ বিল্ডিং, সেতু নির্ম্মাণ এবং চেয়ার নট্ দ্বারা সংজ্ঞাহীন ব্যাক্তিকে কিরূপে উপর হইতে নীচে অথবা নীচ হইতে উপরে তোলা যায় তাহা দেখান হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে স্কাউট কর্ত্তৃক তাহাদের নানা রকম yell দ্বারা মাননীয় সভাপতি এবং ভদ্রমহোদয় গণকে সম্ভাষণান্তে খেলাধুলার পরিসমাপ্তি হয়।

মালদহ

এ বছরের স্কাউট ক্যাম্প হয়েছিল সদরে। অন্যান্য বছরে মফঃস্বলে হওয়ায় সহরবাসীরা স্কাউট-ক্যাম্পের দর্শনীয় জিনিষগুলি দেখে আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। কিন্তু এবার তা সবাই উপভোগ করতে পেরেছে। সহরের ৩টা স্কুলের আর মফঃস্বলের প্রায় সব কয়টা স্কুলের স্কাউটরা বছরের শেষে এই ক্যাম্পে যোগদান করে কয়েকদিনের জন্য অনাবিল আনন্দ উপভোগ করে।

তাঁবু ফেলা হয়েছিল জেলা স্কুলের মাঠে। নিকটেই খরস্রোতা নদী। সামনে খোলা মাঠ— স্কাউটা বেশ আরামেই এ কটা দিন কাটিয়েছিল। সবশুদ্ধ প্রায় ৩০০ স্কাউট ও কাব ক্যাম্পে যোগ দেয়। আর তাদের জন্ম প্রায় ৩০টী তাঁবু খাটান হয়েছিল। বেশ সুন্দর লাগছিল দেখ্‌তে, সারি সারি সবুজ মাঠের বুকের উপরে দাঁড়িয়ে আছে; পাশে ঠিক সেই রকমই সারি সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেকগুলো উঁচু উঁচু গাছ আর মাঠের মধ্যে স্কাউটদের খেলাধূলা, দৌড়ঝাঁপ;—৬ই মার্চ্চ থেকে ১০ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত স্কাউটরা ক্যাম্প করেছিল।

স্কাউট ক্যাম্পের ভার ছিল ডিষ্ট্রীক্ট স্কাউটমাষ্টার কিরণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপর। তা ছাড়া স্কাউট ক্লাবের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বি, বি, ঘোষ মহাশয়, সেরিকাল্‌চার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু, ডিষ্ট্রীক্ট এঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, কোয়ার্টার মাষ্টার শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ দাস, স্কাউটার শ্রীযুক্ত রঘুনাথ প্রামাণিক মহাশয়েরা ক্যাম্পের সাফল্যের জন্ম প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন এবং ক্যাম্পের সফলতার মূলে ছিল তাঁদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, বিরাট উদ্যম ও আন্তরিক সহানুভূতি। স্থানীয় অক্রুরমণি বিদ্যালয়ের সহকারী স্কাউটমাষ্টার ও শ্রীযুক্ত সত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সহকারী রসদ সরবরাহদার অর্থাৎ Assistant Quartermaster ছিলেন। এবার আমাদের কয়েকজন পুরাণ স্কাউটও আমাদের সঙ্গে থেকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

নিম্নলিখিত ট্রুপ ও প্যাকগুলি এই ক্যাম্পে যোগদান করে—

(১) জিলা স্কুল ট্রুপ ও প্যাক;
(২) অক্রুরমণি করোনেশন ইন্‌ষ্টিটিউশন ট্রুপ প্যাক
(৩) সুজাপুর ট্রুপ ও প্যাক;
(৪) নঘরিয়া ট্রুপ;
(৫) ভোলানাথ ট্রুপ
(৬) চাঁচল ট্রুপ
(৭) কানসাট ট্রুপ
(৮) নবাবগঞ্জ ট্রুপ
(৯) আড়াইডাঙ্গা ট্রুপ
(১০) চৌকি নিত্যানন্দ ইন্‌ষ্টিটিউশন্ ট্রুপ;
(১১) মডেল মাদ্রাসা প্যাক
(১২) শিবগঞ্জ প্যাক
(১৩) মিল্‌কি প্যাক
(১৪) রতুয়া প্যাক
(১৫) ইনায়েৎপুর প্যাক।

ক্যাম্প পরিদর্শনে অনেক গণ্যমান্য মহিলা ও ভদ্রলোক এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে রাজসাহী ডিবিসনের ইন্‌স্‌পেক্টার্ খান বাহাদুর তসদ্দক আহম্মদ মহাশয়ও একজন। ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও আমাদের প্রেসিডেণ্ট মিঃ জে, এন, তালুকদার ক্যাম্পে উপস্থিত থেকে খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন। ডিষ্ট্রীক্ট কমিশনার Mr. M. O. Carter ৬ই মার্চ্চ থেকে ৮ই পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে থেকে ক্যাম্পের সকল কাজেই যোগদান করে আমাদের উৎসাহ দিতেন; কিন্তু একটা বিশেষ সরকারী কাজের জন্ম ৮ই তারিখে বিকালে তাঁকে রংপুর ফিরে যেতে হয়েছিল।

৮ই তারিখ বেলা প্রায় ৩টার সময় স্কাউটদের স্পোর্টস্ হয়। মাঠে বিস্তর লোকের ভিড় হয়েছিল। ট্রুপদের flat race, pole jump, cycle race, stilt race ইত্যাদি ও প্যাকদের flat race, blind fold race, skipping, wheel barrow race, four legged race ইত্যাদি নানারকমের খেলা হয়েছিল। তারপর পুরস্কার দেওয়া হয়। সভাপতি হয়েছিলেন মাননীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সেদিন সন্ধ্যার সময় আর তার পরদিন সকালে স্কাউটরা পিরামিড বিল্‌ডিং এবং সাইকেলের নানারকম কসরৎ দেখিয়েছিল।

পরদিন "ফাষ্ট এড" পরীক্ষায় জিলা স্কুল ট্রুপ প্রথম স্থান অধিকার ক'রে "Peddie Ambulance Shield" পায়। তিন বৎসর পর পর এই শীল্ড পাওয়াতে এবার তারা 'Champion' হল। জিলা

স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য ছেলেদের "ফার্ষ্ট এড্" শিখিয়েছিলেন। তিনিই এর জন্য বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

৭ই এবং ৯ই এই দু'দিন "ক্যাম্পফায়ার" হয়েছিল। বহু ভদ্রলোক ও ক্যাম্পফায়ার দেখ্তে এসেছিলো। বঙ্গীয় স্কাউট সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত এন্, এন্, বোস্ মহাশয়ের উৎসাহবাণী প্রথম ক্যাম্প-ফায়ারে পড়িয়ে শোনান হয়েছিল। পুরস্কার ও ব্যাজ অনেক স্কাউট ও কাবই পেয়েছেন এতে মালদহের স্কাউটদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার পরিচয় পাওয়া যায়। বড়ই আনন্দের বিষয় এইবার প্রথম জিলা ট্রুপ হতে ২জন ও অক্রুরমণি ট্রুপ হ'তে একজন, ফার্ষ্টক্লাস স্কাউট হয়েছে।

পরিশেষে এই ক্যাম্প প্রসঙ্গে একটী বিষয়ের উল্লেখ না করে শেষ করলে সত্যের আপলাপ করা হয় ও কর্ত্তব্য হীনতার পরিচয় দেওয়া সেটা হ'চ্ছে জিলাস্কুলের সহকারী শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তারকা ও গ্রহনক্ষত্রাদি সম্বন্ধে এবং প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্বন্ধে দুইদিন ধরে স্কাউটদের কাছে বক্তৃতা। এই বক্তৃতায় অনেক জিনিষ স্কাউটরা শিখেছে সন্দেহ নাই। তাঁর বক্তৃতা বেশ সরস ও চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। পরোপকার ব্রতে ব্রতী মোক্ষদাবাবুর এই স্বার্থশূন্য অথচ কষ্টসাধ্য ব্রতবরণ স্বেচ্ছা প্রণোদিত। মালদহের স্কাউট কর্ত্তৃপক্ষও মোক্ষদা বাবুর এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের জন্য তাঁকে স্কাউট নিয়মে সম্মানিত করেছেন। মোক্ষদাবাবুকে তাঁরা একটি 'Thanks Badge' উপহার দিয়'ছেন। তাঁকে সম্মানিত করে মালদহ বয়স্কাউটস লোক্যাল এ্যাসাসিয়েসন বস্তুতঃ নিজেদেরই সম্মানিত করেছে।

এই সংখ্যায় যাত্রী দশম বৎসরে পদার্পণ করিল। ভগবানের এ অসীম দয়া যে যাত্রী নার আদর্শ বজায় রেখে এতদিন পর্য্যন্ত নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছে। তাই গ্রে তাঁকে স্মরণ করে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আর স্কাউটব্রতাবলম্বী লব মঙ্গল প্রার্থনা করি। সঙ্গে সঙ্গে এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি যেন তাঁরই মঙ্গল র দ্বারা চালিত হয়ে, তাঁরই ইঙ্গিতে, আমাদের এই সাধের যাত্রী আরও একটি বৎসর ার লক্ষ্য পথে এগিয়ে চলতে পারে।

* * * *

গত বৎসর প্রতি মাসে যথা সময়ে আমরা যাত্রী গ্রাহকদের হাতে পৌঁছে দিতে ান ছিলাম, আর সাধ্যমত যাত্রার উন্নতি সাধন করবার চেষ্টা করেছিলাম। কতদূর াতা লাভ করেছিলাম তা তাঁরাই বল্‌তে পারেন। যাত্রীর আদর ও উপকারিতা যাতে ারোত্তর বৃদ্ধি পায় সে জন্য এ বৎসর পূর্ব্ব হতে তার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। আশা যাত্রীর শুভানুধ্যায়ী গ্রাহকেরা এ বৎসরের জন্যও গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হয়ে আমাদের চেষ্টার সহায়তা করবেন:

* * * *

গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের শেষে যে স্কাউট সংখ্যা গণনা করা হয় তাতে দেখা যে বাংলা দেশে স্কাউট সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। আরও বিশেষ আনন্দের বিষয় অনেকগুলি ট্রুপ যাদের কাজ কর্ম্ম ইতি মধ্যে বন্ধ ছিল তারা আবার নূতন উদ্যমে তাদের াকলাপ সুরু করেছে। যারা এখনও তা পারেনি তাঁরা শীঘ্রই কার্য্যারম্ভের জন্য ব্যবস্থা ছেন। তাছাড়া অনেক স্কুলেই যেখানে স্কাউটিং আন্দোলন এ পর্য্যন্ত ছিল না সেখানে পক্ষেরা এর অনুষ্ঠানের জন্য আয়োজন করছেন। এই উৎসাহ ও চেষ্টা বড়ই সুখের।

দেশে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য বর্ত্তমান থাকলে গঠন-মূলক কার্য্য করা বড়ই দুরূহ। প্রধান কারণ যে ছেলেদের মন সে সময় স্থির থাকে না, তারা কোনও কাজে ধীরভাবে ানিবেশ করতে চায় না। অথচ ছেলেদের স্বভাব তারা চুপ্ করে বসে থাকতে পারে না,

তারা কাজ চায়, নূতন নূতন জিনিস শিখতে চায়, তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ চায়, তাতেই তাদের আনন্দ। স্কাউটিং আন্দোলনের বিশেষত্ব এই যে এর শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে ছেলেদের এই স্ফূর্ত্তি, আকাঙ্ক্ষা ও শক্তি উপলব্ধি করবার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তাই আজ এই আন্দোলনের এই অভাবনীয় জগদ্ব্যাপী প্রসার। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে স্বদেশীর যে হাওয়া ওঠে সেই হাওয়ার অজুহাতে স্কাউটিং আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করা হয় যে স্কাউটিং বিদেশী জিনিস, অতএব ওটা বর্জ্জনীয়। এ রকম একটা ঝড় যখন ওঠে, দেখা যায় যে তখন সাময়িক উত্তেজনায় জ্ঞানী ব্যক্তিরও বিচার করবার শক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়, মানুষ গা ঢেলে দিয়ে স্রোতে ভেসে যায়। আর সেই সুযোগে কুটবুদ্ধি লোকেরা নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অসত্য প্রচারের সহায়তা করে। সে সময় নিজেকে রক্ষা করবার একমাত্র উপায় মাথা নীচু করে ঝড় বয়ে যেতে দেওয়া। যার খুঁটির জোর আছে, যার ভিত্তি সত্যের উপর স্থাপিত, তার উচ্ছেদ অসম্ভব। ঝড়ের বেগ প্রশমিত হলে স্বাভাবিক বিচার শক্তির পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে আবার সে উঁচু হয়ে দাঁড়াবে। স্কাউটিং আন্দোলনের এই যে নূতন করে সাড়া পড়েছে এটা তার অন্তর্নিহিত শক্তিরই পরিচয় দেয়। যা সত্য ও সুন্দর তার মৃত্যু নাই, সে নিজের বলে বলীয়ান হয়ে এগিয়ে চলে। ছেলেরাও তাই স্কাউটিং ছাড়তে পারে না।

স্বীকার করি যে এই স্কাউটিং আন্দোলনের সৃষ্টিকর্ত্তা একজন বিদেশী মনিষী আর কতকটা বিদেশীভাব এর মধ্যে বর্ত্তমান কিন্তু এ তার বর্জ্জনের কারণ হতে পারে না, কারণ স্বদেশীর অর্থ ও উদ্দেশ্য যদি তাই-ই হয় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় তুলে দিয়ে আমাদের পূরাতন সেই টোলের ব্যবস্থা করতে হয় এমন কি বিদ্যুৎ আলোকের পরিবর্ত্তে ঘরে ঘরে আবার তৈল প্রদীপ জ্বালতে হয়। এ অবস্থা কল্পনা করতেও সাহস হয় না। সকল জাতিরই একটা নিজস্ব কিছু গুণ বা লক্ষণ আছে আর সেটা বজায় রাখা দরকার, এটা সর্ব্ববাদীসম্মত কারণ তাই তার প্রাণ। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানব জাতির চিন্তা ও গবেষণার ফলে যা কিছু নূতন জিনিস, শিক্ষাপ্রণালি বা কার্য্যকরী শক্তির, আবিস্কার হবে সে এ পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে হউক না কেন, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তবেই আমরা সজীব থাকব আর উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারব। পুরাণোকে জড়িয়ে ধরে যদি আমরা নিজের ঘরের মধ্যে স্বয়ম্ভু হয়ে বসে থাকি তা হলে জগতের কাছে আমরা হেয় ও ঘৃণিত তো হবই পরন্তু আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বিদেশীকে নিজস্ব অর্থাৎ স্বদেশী করে নিয়ে নিজের কাজে লাগাতে হবে। জাতির জীবনে এই নূতনকে খাপ খাইয়ে নিজের উপযোগী করে নেবার ক্ষমতাথাকা চাই, তাঁহলেই আমরা মাথা তুলে চল্‌তে পারব।

কিন্তু যে আন্দোলনই হউক না কেন তার কর্ম্মীদের মধ্যে সে আন্দোলনের উপর আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই। কপটতা তার মধ্যে থাকবে না। তাহলেই তার উন্নতি অনিবার্য্য, শত বাধা বিঘ্ন তার গতিরোধ করতে পারে না। জগতের ইতিহাসে এর উদাহরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। আমরা তাই চাই যে আমাদের স্কাউটাররা যেন কোনও রকমে বিচলিত না হন, বিশ্বাস না হারান। ছেলেরা তাদের মুখপানে চেয়ে আছে, তাদের আদর্শ ও নেতৃত্ব তারা চায়। তারা যদি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন তারা তাদের পথানুগমন করতে প্রস্তুত। যদি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে সরলমনে তারা কাজ করেন তাহলে বাংলা দেশে স্কাউটিং আন্দোলনের আরও বিস্তৃত প্রসার অবশ্যম্ভাবী।
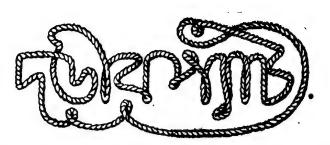
এর আগেই আমরা অনেক রকমের দড়ির গেরো বাঁধতে শিখেছি, কিন্তু রীফ্, নট্ শীট্‌বেণ্ড, ক্লোভ্ হিচ প্রভৃতি কয়েকটি ছাড়া আরোও অনেক রকমের দড়ির প্যাঁচ আছে। সেইগুলি সম্বন্ধে এবার বলব। 'পাইওনিয়ার' (Pioneers' badge) 'ফায়ারম্যান' (Fire-man's badge) প্রভৃতির ব্যাজ পেতে গেলে ওগুলির বেশী দরকার হবে; যেমন ধর স্কোয়ার ল্যাশিং (Square lashing) ডায়গোনাল ল্যাশিং (Diagonal lashing) ইত্যাদি। কিন্তু আমি বলি ও ব্যাজ পাও আর নাই পাও গেরোগুলা শিখে রাখতে দোষ কি? কখন যে কি কাজে তাকে তুমি লাগাতে পারো জান না। আচ্ছা, আমরা প্রথমে আরম্ভ করব বোলিন্ (Bowline); কিন্তু সাধারণ বোলিন নয়, এটা হচ্ছে রানিং বোলিন (Running Bowline).

১। রানিং বোলিন (Running Bowline)। সাধারণ বোলিন গেরোর মজা হচ্ছে সেটা দড়ির যেখানে বাঁধা হয়েছে সেখান থেকে সরবে না কিন্তু রানিং বোলিনের গেরো যেখানে বাঁধা আছে সেইখানেই ঠিক থাকবে কেবল বোলিনের লুপটি (loop) দড়ির
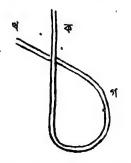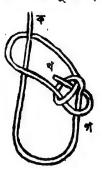
অপর দিকটাকে ঘুরে আসবে (ছবি দেখ)। দড়ির 'ক' মুখটি (Standing part) ঠিক রেখে 'খ' মুখটি (running end) 'ক' এর চারদিকে ঘুরে এসে তারপর 'গ' চিহ্নিত স্থানে বোলিন হবে। তাহলেই বোলিন গেরোর সঙ্গে আর একটি ফাঁসের মতন (ইংরাজিতে যাকে বলে Noose)

২। "বোলিন্ অন্ এ বাইট্" (Bowline on a bight)। চেয়ার হিচ্ (Chair Hitch) দিয়ে যেমন কোন লোককে ওপর থেকে নিচে ঝুলিয়ে নামান যায়, তেমনি এই ধরণের বোলিন দিয়েও মানুষকে খুব সহজে ওপর থেকে নিচে নামান যায়। 'চেয়ার হিচের' চেয়ে এটার গেরো আরও শক্ত।

১ নং
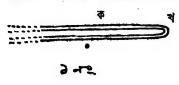
প্রথমে দড়িটার দুটো মুখ এক করে নিতে হবে (একজনকে ওপর থেকে নিচে নামাতে হলে দড়িটা যে বেশ বড় আর শক্ত হওয়া উচিৎ সেটা বলাই বাহুল্য)। তারপর দড়ির যে দিকটা ঘুরে এসেছে অর্থাৎ মুখ দু'টির অপর দিকে "ক" চিহ্নিত স্থানে বোলিন বাঁধতে হবে।

২ নং
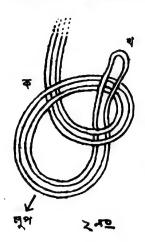
"খ" চিহ্নিত দড়ির দিকটি (ইংরাজিতে "bight" বলে) ফাঁক করে সমস্ত গেরোটি তার ভিতর দিয়ে চালিয়ে দিয়ে লুপ্‌টি (loop) জোরে টেনে দিতে হবে। এটি সহজে করতে হলে এই রকম ভাবে করতে হবে। প্রথমে "খ" এর দু'টা দড়ি ফাঁক করে ডান হাতটি তার মধ্যে চালিয়ে দিতে হবে। তারপর সমস্ত লুপ ও ফাঁসটি শুদ্ধ 'খ' এর দু'টা দড়ির ভিতর দিয়ে বার করে নিতে হবে। তা'হলে "খ"টি ঘুরে গিয়ে ৩নং ছবির মতন দাঁড়াবে।

যখন কোন লোককে ওপর থেকে নামাতে হবে তাকে 'লুপের' দুটা দড়ির ভিতর গলিয়ে দিয়ে চেয়ারে বসার মতন করে বসিয়ে দিতে হবে। খোলা মুখের একটা দড়ি ওপরে ক'য়েক জনে মিলে ধরে আস্তে আস্তে ছেড়ে নামাতে হবে। আর একটা দড়ির মুখ নিচে কয়েক জনে ধরে টেনে রাখবে যাতে যাকে নামান হচ্ছে সে যেন দেওয়ালে ধাক্কা না খায়।

৩ নং
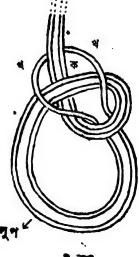
Mr. N. N. Bhose's address at a School Groop Display.

Anglo-Guzrati School 10-6-1933.

Ladies & Gentlemen and brother scouts I must thank you all at the outset for the honour you have done to me by asking me to preside at this very pleasing function this evening. I had been here at this school on previous occasions and it has always given me very great pleasure to be in the midst of such enthusiastic workers whose earnestness and sincerity of purpose always acted as a source of inspiration.

I suppose the reason why I have been selected to preside at this function is my association with the scout movement. I remember it was seventeen years ago that I was attracted to this movement as I felt there was a lot in it which could do a great deal good to our boys. As years have rolled on since each successive year has deepened my faith in the movement as one fraught with immense possbilities for the good of our boys and the country at large.

You have seen the demonstrations given by the boys and I am sure you all enjoyed them, but one thing you must have noticed also that the boys who took part in them enjoyed them just as much as we did. That is the beauty of scouting. The boys take to it naturally, there is no compulsion or artificiality about it. What the boys have shown to you this evening are only some of the activities which have been introduced in scouting along with various others as means for the intellectual and physical development of the boys. They appeal to the boys and allow full scope for the exercise of his faculties.

I believe you will agree with me that the real purpose of education is to produce God-fearing, healthy, prosperous and happy citizens. Unfortunately however, the system of education in vogue in our schools does not take us very far in that direction. Attempts are being made to improve the conditions of things but still the three viz. Reading, Writing and Arithmetic are the main factors in the school syllabus. There is hardly any attempt to give the boys character, but that is after all the essential thing for the future success of a boy in life. Scouting has accordingly stepped in to supplement the school education and act as a corrective where it suffers from palpable defects.

Through healthy out-door life and open air games, simple exercises and knowledge of the elementary laws of health scouting tries to give the boy health and physical fitness. Happiness again can only be found through self-elimination and service for others. coupled with a firm faith in God, the creator. From the very moment a boy joins up as a scout he is asked to do a daily good turn and he is taught such practical things like First-Aid, Life saving etc., which would enable him to be of real service to others. He is brought in contact with nature through Camp life and nature study (stars, plants, animals, birds etc.) so that through nature he may realise the presence of God, permeating

the whole universe. These supply him with a broader outlook of life. Then there is the system of awarding Proficiency Badges in various subjects which interest the boys. That helps to develop his intelligence and at the same time find out his vocation in life. There is besides the system of grouping boys into patrols each working under its leader and learning to govern themselves through their Court of Honour, the Executive Committee., That trains them to ideas of discipline and responsibility.

This is the brief outline as to how we work in Scouting and what we aim at viz. to create Healthy, Happy and useful citizens worthy of our great heritage. The Scoutmaster is there to give the lead and be their hero and ideal. The movement has made wonderful progress during the space of the last 24 years We have now 39 lacks of scouts spread all over the face of the earth and the movement has been taken up by all the nations of the world.

I am thankful to the authorities of the school for the encouragement that the movement is receiving in their hands and I wish the troop and pack here all future success.

I thank you all ladies and gentlemen once more for the opportunity that you have given me to be with you here again and to witness such splendid performances for which the boys deserve our best congratulations.

News & Notes.

Gallantry : It is very interesting to hear of the pluck and courage of the Rovers of the Nizamat Crew, Murshidabad when fire broke out in a village near the town on the other side of the river Ganges. Rovermate Paikor Hossein heard of the fire and with his rovers swam across. They removed the 'chals' from the neighbouring cottages to prevent the fire spreading and Paikor Hossein inspite of all the dangers to himself entered a burning hut and dragged out two children just a moment before the blazing roof fell in. The children were saved. Hossein deserves appreciation from us all and we hope proper recognition for his gallantry will be made.

Annual Display of the Jamalpur Govt. School Troop : The scouts of the Jamalpur Govt. School troop put up a display on the 3rd of May 1933. Mr. R. S. Trivedi, I. C. S. the District Magistrate was the president on the cocasion. A group photograph was taken and the programme consisted of firstaid demonstrations, Bridge-building, caricature Yells, pyramid building and other circus displays. Amongst those present were Mrs. R. S. Trivedi, Mr. E. B. H. Baker and other official and non-official gentlemen of the town. The display was a great success and everybody enjoyed the function.

Warrants : New warrants have been issued to—

Mr. K. Ahmed, C. M.	1st Jalpaiguri Zilla School Pack
Mr. Birendra Nath Pal, C. M.	11th/I Cal. (The Cal. Tr. & Model School) Pack
Mr. S. K. Ahmed, G. C. M.	1st Hooghly St. Johns School Group
Mr. Khitish Ch. Munsi, S. M.	R. M. A. Academy Troop, Pabna
Mr. K. W. R. O'reilly	District Commissioner, Khargpur Association.

Chapra C. M. S. : A conference of village teachers was held at Chapra in Nadia district from the 25th to the 26th of May 1933. Rev. F. Ryrie, M.A. the principal of the Training College at Chapra takes great interest in scouting and on his invitation our D. C. M. of the Third Calcutta Local Association Mr. N. Majumdar went up to Chapra and taught the teachers cubgames. His visit was much appreciated and the teachers enjoyed the games immensely.

Wood Badge Courses : Scouters who desire to go through the Wood Badge Courses (both scout & cub) Part I. theoretical test, may have the studies from the Headquarters or from the Deputy Campchiefs.

It is expected that the practical course (Part II) will be held sometime in next winter.

NOTICE.

BOY SCOUTS INTERNATIONAL BUREAU.

23, Buckingham Palace Road,
London. S. W. I.
March 15th, 1933.

Circular No. 8 of 1933.

My dear Colleague,

I write to warn you against the activities of two globe trotters—

ANDY BELLUSH,
BASILIC SINKIEVICZ

These two men are engaged on a trip around the world and are trying to pay their expenses by the sale of postcards etc.

They have no scout passport or other credentials to show that they are in any way connected with the Scout Movement and no assistance should be given to them as 'scouts.'

They were last seen in Brazil.

Believe me,
Yours very sincerely,
Sd/- Hubert Martin
Director.

দশম বর্ষ] শ্রাবণ—১৩৪০ [দ্বিতীয় সংখ্যা

"কাজল আঁখির জল"

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সেন গুপ্ত

সজল মেঘের কাজল আঁখির জলে
আমার বুকে সুরের মালা দোলে ;
দোদুল দোলায় উছল আমার প্রাণ
সুর মিলিয়ে গাইছে সে কোন গান
বর্ষা ধারার ঝিরি-ঝিরির সাথে
মেঘলা কালো আজ বরষার প্রাতে।

নৃত্য পাগল ময়ুর ময়ুরী
'ছন্দ' তাদের বর্ষা ঝিরি-ঝিরি ;
মেঘের পানে তাকিয়ে অনিমেষে
কি বলেবা বঁধুরি উদ্দেশে !
ঠমক মেরে চমক দিয়ে যায়,
চোখের ঠারে ভুরুটী ভোলায়।

জীবন পথের শ্রান্ত পথিক আমি
বরষা প্রাতে আজ সহসা থামি,
বর্ষা ধারার উদাস করা গানে
হারিয়ে গেলাম আপনারি মাঝখানে।

ভেসে যাওয়া মেঘের পানে চেয়ে
শ্রাবণ আমার নামল দুচোখ বেয়ে,—

"রঙ্ চঙে ঐ প্রজাপতির মতো
মনের সুখে খেলছে অবিরত
ইচ্ছা করে ওদের সাথেই ভেসে,
যাইনা চলে সুদূর কোনও দেশে
শোক ও তাপের বালাই যেথায় নাই
স্ফূর্তি শুধু, স্ফূর্তি সেথায় ভাই।"

"ওদের মতোই ধরার বুকের পরে
বিলিয়ে দেবো জীবন পরের তরে—
তখন যেন স্বার্থপরের মতো
ত্যাগে আমি হইনাকো কুণ্ঠিত।
চাতক পাখী চাইবে যখন জল
আমার ধারা ঝরবে অবিরল
মোর ধারাতেই তৃষ্ণা যেন তার
যায় মিটিয়ে; রয়না যেন আর।"

আকাশ বেয়ে বাদল ধারা ঝরে,
আমের বনে, বকুল বনের 'পরে:
সবুজ ঢাকা কোমল গায়ে গায়ে
বনবিতানে তরুর ছায়ে ছায়ে—
শিশুর মাথে মায়ের আশীষ মত
ঝির-ঝিরিয়ে ঝরছে অবিরত
যেথায় তাকাই সেথাই দেখি ভাই
বর্ষা ধারার ক্লান্তি কোথাও নাই।

মেঘলা দিনের আধো অন্ধকারে
ডাক দিয়ে যায় কখন চুপিসাড়ে,
"ওরে আমার শ্রান্ত কবি বাইরে ছুটে চল"
সে যে আমার সজল মেঘের কাজল আঁখির জল।

সর্প-রহস্য

[ক্লারেন্স মিলি]

[লেখক ইচ্ছা করিয়াই এই গল্পে কতকগুলি সামঞ্জস্যহীন ভুল রাখিয়া দিয়াছেন, পাঠকদের চোখে পড়ে কিনা দেখিবার জন্য। ভুলগুলি অতি মারাত্মক কিন্তু লেখকের বাহাদুরীতে তাহাদের অনেকগুলিই চক্ষে পড়িবে না। পাঠকেরা যদি ভুলগুলি ধরিতে পারেন, তাহা লিখিয়া পাঠাইয়া দিবেন, ইহা হইতে বোঝা যাইবে পাঠকদের মধ্যে কয়জন keen-eyed critic আছেন।]

অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার পর ভিসম্যান এণ্ড বার্ক কোম্পানীর রিসেপশান রুমে টেলিফোন যন্ত্র ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। মিস্ কলিন্স্ এই আফিসে সপ্তাহখানেক হইল নিযুক্ত হইয়াছেন—তিনি টেলিফোনের রিসিভার কর্ণে তুলিয়া নারীকণ্ঠে শুনিতে পাইলেন যে মিঃ বার্ককে প্রয়োজন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই কণ্ঠস্বর, সাধারণ নারীর এত গভীর কণ্ঠস্বর হয় না, ইহাতে কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল।

ভুলবশতঃ মিস্ কলিনস্ মিঃ ভিসম্যানের ঘরের বোতাম টিপিলে ভিসম্যান উত্তর দিলেন "হ্যালো"।

মিস্ কলিন্স্ তখন বলিলেন, "এ ফোন আসিতেছে মিঃ বার্কের জন্য, আমি ভুল করিয়া আপনার কামরায় যোগ করিয়াছি কিছু মনে করিবেন না।

এই বলিয়া তিনি মিঃ বার্কের কামরায় কনেক্সন দিলেন। কনেক্সন ঠিক হইয়াছে কিনা বুঝিবার জন্য তিনি যন্ত্রটিকে কানে চাপিয়া ধরাতে নিম্নলিখিত কথোপকথন শুনিতে পাইলেন।

"মিঃ বার্ক?"

"হাঁ, আমিই মিঃ বার্ক। আপনি কে?"

"আপনার জন্য একটি নূতন সন্ধান আছে, অতি সুখবর। আমি এভেলেভ।"

"এই সন্ধানের জন্য কত লাগিবে?"

"পনের শত।"

"পনের শত বড় বেশী মনে হইতেছে"

"না দেখিলে আপনি বুঝিবেন যে আমি অর্দ্ধমূল্যেরও কমে আপনাকে ছাড়িতেছি।"

"আচ্ছা বেশ! আজই সন্ধ্যায় বা রাত্রে এ বিষয়ে কথবোর্ত্তা বলিব।"

"কয়টার সময়?"

"এগারটা নাগাদ।"

"কোথায়? সেই পুরাতন স্থানেই তো?"

"হাঁ।"

"আচ্ছা মিঃ বার্ক, যথাসময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হ'ব। নমস্কার।"

রিসিভার রাখিবার "টুং" করিয়া শব্দ মিস্ কলিনসের কাণে আসিল। আশঙ্কায় তাঁর গাল লাল হইয়া উঠিল, এভাবে অন্যের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করা উচিত হয় নাই। তাড়াতাড়ি তিনি ব্যস্ত হইয়া নিজের যন্ত্রটিকে যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন তাহার একটু পরেই মিঃ বার্ক তাঁহার কামরা হইতে বাহির হইয়া দালান দিয়া মস্‌মস্ শব্দে চলিয়া গেলেন।

মিঃ বার্ক আফিসে ফিরিলেন না, তিনি সোজাসুজি ব্যাঙ্কে গিয়া নগদ পনের শত ডলার উঠাইয়া লইলেন। তাহার পর ডিরেক্টরদের মিটিংএ যোগ দিয়াছিলেন। এই সভা পাঁচটার সময় ভাঙ্গিল। শোনা যায় তিনি সহরে কোন হোটেলে নৈশ ভোজন করিয়া বোধ হয় চলচ্চিত্র দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি বাড়ী হইতে রাত্রেই বাহির হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহার বিছানা খালি পড়িয়াছিল। এই ঘটনার পর কেহ তাঁহাকে জীবিত অবস্থায় দেখে নাই।

দিন দুই পরে মিঃ বার্কের ফ্ল্যাটএর (flat) বাড়ীওয়ালা মিঃ মেলাস্ শঙ্কিতচিত্তে পুলিশে খবর দিলেন। মিঃ বার্কের অনুপস্থিতি তাঁহাকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল। আজ দশ বৎসর হইল বার্ক মেলাসের বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন, কিন্তু একদিনের জন্যও বার্ক বিনাকারণে, না বলিয়া অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্তও বাহিরে থাকেন নাই, কিন্তু দুদিন হইয়া গিয়াছে তবুও তাঁহার ফিরিবার কোন লক্ষণ নাই। কার্য্যপ্রসঙ্গে যখন তাঁহাকে দুএকদিনের জন্য বাহিরে যাইতে হইত, তিনি সর্ব্বদাই বাড়ীওয়ালার কাছে সংবাদ দিয়া যাইতেন, তাঁহার প্রবাসের ঠিকানা জানাইতেও ভুলিতেন না।

নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির বিষয় জিজ্ঞাসা করায় মিঃ মেলাস পুলিশের নিকট এজাহার দেন যে, তিনি মিঃ বার্ককে দশ বৎসরের উপর হইল জানেন। বার্কের বয়স বেশী নহে, তিনি অবিবাহিত এবং যতদূর মিঃ মেলাস জানিতেন, বার্কের কোন আত্মীয় স্বজন ছিল না। বার্কের মূল ব্যবসায় ছিল হীরক বিক্রয় করা। সকলের মুখে শোনা যায় তিনি নাকি সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মিঃ ফ্রেড্রিক ভিসম্যান নামক এক ব্যক্তির সহিত যৌথ কারবার খুলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইলেও ফেড্রিক তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন না।

মিঃ মেলাস যতদূর জানিতেন ভিসম্যান একজন জার্ম্মাণ—কেমিকেল ইঞ্জি-নিয়ারিং তাঁর পেশা। কিন্তু গত যুদ্ধের সময় তিনি তাঁহার সামাজিক উচ্চস্থান হইতে বঞ্চিত হইয়া অবশেষে কোন এষ্টেটের এজেন্ট হ'ন। মিঃ মেলাস জানিতেন যে বার্ক সময়ে অসময়ে ভিসম্যানকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতেন—কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বার্ককে ফেড্রিকের অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিতে রাজী নহেন। বার্কের সহিত তাঁহার যতটুকু আলাপ, ভিসম্যানেরও সেইরূপ।

গত কয় বৎসর ধরিয়া মিঃ বার্ক প্রেততত্ত্ব (spiritualogy) লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলেন, এবং সেই সম্পর্কে কয়েকজন মিডিয়মের (medium) সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। মিঃ মেলাস অবশ্য বার্কের এই বাতিকে যোগদান করেন নাই এবং বার্কের প্রেততত্ত্ব গবেষণা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু জানিতেন না।

ঘটনাটি পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং গোয়েন্দা বিভাগের ধুরন্ধর ডিটেক্‌টিভ রেমণ্ডএর উপর এই কেসটির ভার পড়িল। পরদিন সকালে ইন্‌স্পেকসনের সময় একথা জানান হইলে লুইস নামক একটি পুলিশ বলিল যে তিনদিন পূর্ব্বে রাত্রিকালে সহরতলীর শেষ সীমানায় বিটে যাইবার সময় সে একটি লোককে হন হন করিয়া যাইতে দেখিয়াছিল. তাহার আকৃতি অনেকটা মেলাস কর্ত্তৃক বার্কের বর্ণনার সহিত মিলে। লুইস যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারই অদূরে রাস্তা হইতে কিছু তফাতে অবস্থিত একটি ফাঁকা বাড়ীতে সে সেই ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল। একে গভীর রাত্রি, তাহাতে বাড়ীখানি অনেকদিন যাবং খালি পড়িয়াছিল বলিয়া লুইসের মনে তখনই খট্‌কা লাগিয়াছিল। সে বাড়ীটির চারিপাশে বারকতক ঘুরিয়া নীচের ঘর হইতে একটি ক্ষীণ আলোর রেখা আসিতেছে দেখিয়া ভাবিল, বোধ হয় ইদানীং নূতন ভাড়াটে আসিয়াছে দু একদিনের মধ্যে। তাহার কিছু পরেই মনে হইল যেন সেই বাড়ীটির ভিতর কেহ গোঙ্গাইতেছে—তাহার পরেই একটু চাপা চীৎকার এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে দ্রুত পদবিক্ষেপের শব্দ—কেহ যেন পালাইতেছে। সে আবার ফিরিয়া অধিকতর মনোযোগের সহিত স্থানটি পরীক্ষা করিল, কিন্তু কোন সন্ধানই মিলিল না—বাড়ীটি অন্ধকারের মধ্যে একটা বিরাট দৈত্যের মত দণ্ডায়মান, সাড়াশব্দ নাই। তাহার মধ্যে কোন জনপ্রাণীর অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া গেল না। বাড়ীটির চতুর্দ্দিকের একটি দরজা জানালাও খোলা ছিল না, ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ ও বাহিরের দরজায় বড় তালা লাগান, কোনপ্রকার আলোর রেখা দেখা গেল না। রাত্রে লুইস ঘটনাটিকে চক্ষু ও অনুভূতির ভ্রান্তি বলিয়া মনে স্থান দেয় নাই কিন্তু প্রাতে সেই বাড়ীর লনে (Lawnএ) ভিসম্যান ও বার্ক কোম্পানীর কয়েকটি ভিজিটিং কার্ড দেখিতে পাইয়া কিছু আশ্চর্য্য হইল। তাহার পর সে থানায় বদলির সময় হাজিরা দিতে আসিয়া, বার্কের নিরুদ্দেশ কাহিনী শুনিয়া ভাবিল গত রাত্রের ঘটনার সহিত এই রহস্যের কোন যোগাযোগ থাকিতে পারে। খোঁজ করিয়া জানা গেল যে উক্ত সম্পত্তি মেসার্স ভিস্‌ম্যান এণ্ড বার্ক কোংএর তত্ত্বাবধানে ছিল।

দুই

ডিটেক্‌টিভ রেমণ্ডের পরামর্শ অনুসারে, তিনি ও লুইস, ভিসম্যানের আফিস হইতে সেই বাড়ীটার চাবি সংগ্রহ করিয়া এই রহস্য ভেদের জন্য বাহির হইলেন। দিনের বেলায় চাবি দিয়া বাড়ী খুলিয়া রেমণ্ড বাড়ীর ভিতর ঢুকিলেন।

বাড়ীটি সুচারুরূপে নির্ম্মিত কিন্তু অপব্যবহার ও অপব্যবহারের অনেক চিহ্নই বাড়ীটির গায়ে ছিল। দরজা জানালা প্রচুর, খড়খড়িগুলি খুব ঘেঁসাঘেঁসিভাবে বসান হইয়াছে। দরজা খুলিয়া তাঁহারা সম্মুখে একটি সেকেলে ধরণের অপ্রশস্ত দালান দেখিলেন। ডানধার হইতে একটি সিঁড়ি দিয়া উপরের তলায় যাওয়া যায়। সিঁড়ির বাঁধারে একতলার ঘরগুলি। বসবাসের অভাবে সর্ব্বস্থানে দু'ইঞ্চি পুরু ধূলা জমিলেও আসবাবপত্রের অভাব নাই বাড়ীতে।

মিঃ রেমণ্ড ডানধারের দরজাটি খুলিয়া ভিতরে গিয়া অন্ধকার ঘরটির খড়খড়ির ফাঁকের আবছায়া আলোকে ঘরটির চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া বুঝিলেন এটি বসিবার ঘর (Drawing room) এখানে ওখানে কয়েকটি আরামকেদারা ও দুইটি ছোট গোল টেবিল। একটি টেবিলের উপর সম্পূর্ণ নূতন একটি রিডিং ল্যাম্প। ঘরটির বাম পার্শ্বে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার স্থান, কিছু কিছু সরঞ্জামও রহিয়াছে দেখা গেল। ঘরটির অপরাংশ একটি লম্বা পার্টিসান দ্বারা বিভক্ত, তাহার পিছনেই পুরু পর্দ্দার অন্তরালে একটি দরজা। এই দরজাটির মধ্য দিয়া লোকে যেন দেখিতে না পায় এই ভাবে একটা প্রকাণ্ড চামড়ার চেয়ার পড়িয়াছিল ও তাহার সম্মুখে কিছু দূরে পড়িয়াছিল একটা স্তূপাকৃতি বস্তু। লুইস গিয়া জানলার একটি খড়খড়ি খুলিলে, তাঁহারা দুইজনে চামড়ার চেয়ারটি সরাইয়া সেই কুণ্ডলীকৃত বস্তুটিকে পরীক্ষা করিবার জন্য কাছে গিয়া দেখিলেন একটি মাংসপিণ্ডবৎ নরমূর্ত্তি। পিণ্ডটিকে অনেকক্ষণ পরীক্ষার পর বুঝা গেল যে ইহা বার্কের মৃত দেহ!

গোয়েন্দাগিরির বিশেষত্ব হইতেছে যে ব্যাপারটা যতই সহজ হউক না কেন, আসামীকে বাহির করা, অসহজ হইয়া দাঁড়ায়। এক্ষেত্রেও হইল তাহাই। বার্কের নিকট যাহা কিছু টাকাকড়ি ও বহুমূল্য দ্রব্য ছিল, সমস্তই নেওয়া হইয়াছিল পকেট ফাঁক, তাঁহার সমস্ত মহামূল্য রত্ন অপহৃত হইয়াছিল। কিন্তু একটি ঘড়ি ও নোটবুক তাঁহার পকেট হইতে বাহির হইল বোধ হয় চোর বা চোরেরা অবহেলাভরে লয় নাই। সহজেই বোঝা গেল যে একটা বড় ডাকাতি হইয়া গিয়াছে সুতরাং কেসটির ভার ডিষ্ট্রীক্ট এটর্নীর উপর পড়িল এবং লাসটিকে পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠান হইল।

তিন

সপ্তাহখানেক পরে অটপ্সি সার্জ্জন (autopsy surgeon) ডাক্তার ওয়ার্ড বার্কের দেহ পোষ্টমর্টেম্ করিয়া যে তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা একটি কাগজে টাইপ করাইয়া লইয়া ডিষ্ট্রীক্ট এটর্নী, ফোরসিথের কামরায় প্রবেশ করিলেন।

তিনি রিপোর্টটি ডিষ্ট্রীক্ট এটর্নীর ডেস্কের উপর রাখিয়া, হতাশ ভাবে একটি কেদারায় বসিয়া কপালের স্বেদ মুছিতে লাগিলেন। ফোরসিথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পেয়েছেন আপনি!"

তিনি কহিলেন "কিছুই নয়"।

"তাহলে কি তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়ে--"

ডাক্তার ওয়ার্ড একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যাস্ত ভাবে একবার গোঁফে তাও দিয়া বলিলেন, "কি ভাবে মৃত্যু হয়েছে তা যদি জানতেই পারতাম—"

—"তার মানে ?"

—"তার মানে যে এ মৃত্যুর কোন কারণ পাওয়া যাচ্ছে না। এইটুকু বলতে পারি যে বার্ক মারা গিয়েছে।"

—"কিন্তু লোকে তো বিনা কারণে মারা যায় না!"

—"সেটা আপনিও জানেন, আমিও জানি, কিন্তু ঐখানেই তো গোলমাল। কিন্তু আমি যদি সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়া একথা বলি তবে আমার কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না, আমাকে হাস্যাস্পদ হতে হবে। কিন্তু কি করব ? কোন উপায় নাই।"

"দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন নাই তো!"

"না। প্রায় দশবারোবার লেন্সের সাহায্যে লাসের সমস্ত অংশ পরীক্ষা করা সত্বেও একটিও আঁচড় দেখা যায় নাই।"

"দম বন্ধ ?..."

"না দম বন্ধ হয়ে মরলে যে সব জিনিষ দেখা যায়, তার একটাও পাওয়া যায় নাই। ভাইটাল অর্গান (vital organ) স্বাস্থ্যবান। বিষ প্রয়োগের আশঙ্কা হওয়ায় আমি তার পরীক্ষাও বাদ দেই নাই কিন্তু কিছুই পাওয়া গেলনা। এরকম কেস্ একটাও আমি দেখি নাই।"

এটর্নী সাহেব বলিলেন "তবে কি হার্টফেল ?"

"না। অত সুস্থ্য ও সবল হার্ট আমি খুবই কম দেখেছি। আমার মনে হয় হঠাৎ একটা সক (shock) পাওয়ার ফলেই এই মৃত্যু হয়েছে।"

"কিন্তু একজন সবল ও বীর্য্যবান পুরুষের পক্ষে, সকে মৃত্যু কি রকম অদ্ভুত! আচ্ছা আপনার কি মনে হয় তিনি কিছু দেখেছিলেন কি ? ভূত টুত ?"

এটর্নী সাহেব একটু শ্লেষের সঙ্গেই কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার ওয়ার্ড কহিলেন "না এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা ছেলেখেলা নয়। এর কোন কারণ আমি ভেবে উঠতে পারিনি, তা যদি পারতাম তা হলে এখানে বসে এভাবে হাহুতাশ করতাম না। আমার মনে হয় অতর্কিতে কোন ভয় পেলে মানুষ মারা যেতে পারে। যাইহোক আমি এইটুকু বলছি, আমায় যদি ক্রশ করা হয় আমি সত্যি কথা বলতে কুণ্ঠিত হব না যে আমি জানি না; তাতে লোক হাসে হাসুক।"

ডাক্তারের সহিত ফোরসিথের যখন কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সেই সময় একজন মক্কেল লব্ধপ্রতিষ্ঠ নবীন এটর্নী মিঃ ক্লড রাগলসের আফিসে প্রবেশ করিলেন। মিঃ রাগলস্ এর খ্যাতি ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছিল।

মক্কেলটির বয়স অল্প বলিয়া মনে হয়, চক্ষু দুইটী ফন্দিতে ভরা ও চেহারা ছিপছিপে তাঁহার মুখের আয়তন ক্ষুদ্র, আরও ক্ষুদ্র দুইটি চক্ষু সতর্ক চাতুরীতে পূর্ণ। মুখখানি যেন সব সময়ই শ্লেষের হাসিতে ভরা। ভাবটা এই যে সে জগতবাসীর নির্ব্বুদ্ধিতার সুবিধা লইয়া, তাহাদিগকে হাতের মুঠায় রাখিয়াছে। যাহাহউক আগন্তুক সোজাসুজি রাগলসের ডেস্কের সম্মুখে গিয়া, অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন, "আপনার জন্য একটি কেস আছে মহাশয়।"

রাগলস্ মুখ তুলিয়া চাহিলেন। এই শ্রেণীর মক্কেলদের কার্য্যসূত্রে প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝিয়া লইবার মতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন অনুরূপ। আগন্তুককে আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া তিনি তাঁহাকে তাঁহার আগমন হেতু পরিষ্কার করিয়া বলিতে বলিলেন।

মক্কেল টুপিটি হাতে লইয়া একটি চেয়ারে বসিয়া অবজ্ঞাভরা সতর্ক দৃষ্টিতে নিমেষের মধ্যে ঘরটিকে দেখিয়া লইয়া বলিলেন "ব্যাপার হচ্ছে, আমি একটি স্ত্রীলোকের কাছে তিন হাজার ডলার পাই। আপনি যদি আদায় করে দিতে পারেন তো অর্দ্ধেক আমার, অর্দ্ধেক আপনার, বুঝলেন!"

"কিন্তু কে এই স্ত্রীলোকটী?"

"এডেলেড।"

"এডেলেড আবার কে?

"তা আমি কি করে জানব? এইটুকু বলতে পারি যে সে একজন ("psychic marvel") মনস্তত্ত্ববিদ, না ঠিক তাও নয়। সে আপনার নাম বয়স, কোত্থেকে আপনি আসছেন, আপনার শত্রু মিত্র, ভূত ভবিষ্যতের কথা বিনা প্রশ্নে বলে দিতে পারে, বুঝলেন?"

"আচ্ছা তা নয় হোল, কিন্তু আপনার কাছ থেকে সে তিন হাজার ডলার নিল কেন এবং কি করে?"

মক্কেল কহিল—"কেন! আমি তাকে কতকগুলি হীরে জহরৎ দিয়েছি, তার বদলে সে আমায় প্রথম কিস্তিতে বারশ দিতে চেয়েছিল, বলেছিল বাকী পরে দেবে। কিন্তু এখন মহাবিপদ হয়েছে—সে আমায় এক ফার্দ্দিংও দেয় নি, আবার হীরেগুলোও দেবেনা বলছে। একি অন্যায় বলুন দিকি?"

"তাহলে আপনি বলতে চান, যে সে যাতে দিতে বাধ্য হয়, এমন কোন্ ব্যবস্থা করতে!"

[ক্রমশঃ]

শ্রীঅমিয়কুমার রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক অনূদিত।

চার গোয়েন্দার কাণ্ড

[কটিক]

লেরুর কথা শেষ হ'তে না হ'তেই তুজনে এক সঙ্গে চমকে উঠ্‌লেন। তিনটে আলো জ্বলে উঠেছে।

তার দিকে চেয়ে লেরু বল্‌লো, 'রোম'।—হাতে মাইক্রোফোন তুলে নিল, একটা সুইচ টিপে দিল, বল্‌ল, 'কি খবর দেখি!'

ফরাসী ভাষায় একটার পরে আর একটা কথা লাউডস্পীকারের ভেতর দিয়ে যেন ছুটোছুটি করে বেরুতে লাগ্‌ল।

'Italian war office থেকে খুব জরুরী কাগজপত্র চুরি গেছে। যুদ্ধের সময় কি কি ভাবে সৈন্য সামন্ত রসদপত্র জোগাড় করতে পারা যায় এ তারই একটা স্কিম। কাজেই কাগজপত্রগুলি খুব দরকারী;—খুব সাবধানে এই সব কাগজপত্র পাহারা দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু তা চুরি হয়ে গেছে—কানাঘুসা শোনা যাচ্ছে যে একজন ইংরেজ এই কাগজগুলি নিয়েছে।

ব্যাঙ্ চেয়ার ছেড়ে লেরুর কাছে এসে দাঁড়ালো। লেরু আরও কয়েকটা প্রশ্ন করে লাউডস্পীকার বন্ধ করে দিল।

ভাইডফ বল্‌ল, 'স্পারলিং! এর পেছনে হ'লো স্পারলিং। গ্রেভিলকে নিয়েই কিছু একটা ষড়যন্ত্র গড়ে উঠ্‌ছে। দেখি, ক্রুন কি বলে।'

তুজনে তারপর চুপ করে বসে রইলো, তুঘণ্টা চলে গেল, নতুন কোন খবরও এলো না, তাঁরাও কারও কাছে কোন নতুন আদেশ পাঠালেন না। সময় কাটতে লাগ্‌লো।

তাঁরা সেই মাটির নীচের কবরের মত ঘর থেকে, অদৃশ্য তারের মত চারিদিকে এক বিরাট জাল ছড়িয়ে দিয়েছেন। দেখা যাক এই জালে কি কি ধরা পড়ে! সেলডন্ ক্রুন বাইরে গেছেন, তাঁরা তাঁর কাছ থেকে নতুন কোন খবরের প্রতীক্ষা কর্‌ছিলেন।

একবার তাঁদের ডাক পড়েছিলো, কিন্তু খবর খুবই সামান্য 'ছেলেদের নিয়ে বন্ধ গাড়ী দক্ষিণদিকে ছুটে চলেছে।'

রাত বারোটা বেজে চল্‌লো, হঠাৎ একটা কাঁটা নড়ে উঠল, ব্যাঙ্ লাফিয়ে তার জায়গায় বস্‌লেন, ক্রুন—ক্রুন কথা কইতে আরম্ভ করেছেন।

'রোম থেকে ঐ কাগজপত্রের খবর পেয়েছো তো? স্পারলিং-এর হাতে গেছে সবগুলিই। সে এবারে কি করবে জানো? প্রমাণ কর্‌বে গ্রেভিল নিজের দেশের জন্য এই কাগজগুলি চুরি করেছিল। কিন্তু ঠিক কেমন ভাবে যে সমস্ত ব্যাপারটা সাজাবে বোঝা বড় শক্ত। গ্রেভিল যে কোথায় আছে জানা যাচ্ছে না, আমি তার খোঁজে আছি, আশা করি আজকের মধ্যেই তার খবর জানাতে পার্‌বো।—কিছু খবর আছে?'

তাঁরা রোজার আর জ্যাকের কথা বল্‌লেন।

ক্রুন বল্‌লেন, 'তুখোর ছেলে যা হোক।—তা বাপু তোমরা চোখ রেখো। গ্রেভিলের আবার ঐ একমাত্র ছেলে—'

আবার সেই চুপ করে বসে থাকা। মধ্যে মধ্যে টেলিফোনের টং টং, আলোর মুচ্‌কী হাসি, কাঁটার ব্যস্ততা, সমস্ত ঘরে একটা রহস্য-মাখানো থম্‌থমে স্তব্ধতা।

খবর এলো ছেলেদের নিয়ে একখানা এ্যারোপ্লেন দক্ষিণ দিকে ছুটে চলেছে, ডোভার থেকে ব্যাঙ্ কা'কে যেন কি বল্‌লেন, সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের সীমান্ত থেকে একখানা এ্যারোপ্লেন উড়ে হাওয়ায় ভেসে পড়্‌লো।

ব্যাঙ্ বল্‌লো, তাদের নিশ্চয়ই কোন কিছু মতলব আছে হে। ছেলেদেরও জড়াচ্ছে এর মধ্যে, ওদের দিয়েও কোন একটা গণ্ডগোল বাধাবে বলেই তো মনে হচ্ছে। বুঝছো তো, স্পারলিংএর হাতে এখন দুই ছেলে, এক বাবা আর রয়েছে কতগুলি দরকারী কাগজপত্র, এ যে দু'য়ে দু'য়ে চার বাপু আমি এমনিই বুঝতে পারছি। না, এ একটা বিশ্রী ব্যাপারই করে তুল্‌লো তো।

লেক্স কিছু বল্‌লেন না, ভাইডফ, তার চেয়ারে গিয়ে পা তুলে, চোখ বুজে বসে বসে ভাবতে লাগ্‌লেন।

বাইরে রাত কেটে, দিন এলো, দিন প্রায় ফুরিয়ে গেল, এই কবর-গুহার লোকেরা তার কোন খবরই পেলে না, চুপ করে ভাবতে লাগলো কি করা যায়। যে এ্যারোপ্লেন থেকে তাদের কাছে খবর আনা উচিত ছিল, তার ও কোন পাত্তা নেই, আর এর মানে কি তাতো সকলেই জানে। একই স্পারলিংএর লোকেরা তাকে মেরে ফেলেছে, কিম্বা তার এ্যারোপ্লেন খারাপ করে দিয়েছে। লেক্স এ ভয়ই করছিলেন।

রাত এলো, তার কালো আঁচল দিল জগতের কোলে ছড়িয়ে, চপল হাওয়ার স্পর্শে জাগলো তারার দল, চাঁদ, আর পথে পথে দালানে দালানে, জাগলো আলোর মালা, আলোর পরে আলো! কর্ম্মক্লান্ত মানবেরা আনন্দে মেতে উঠলো, আরম্ভ হ'লো নাচ গান, খাওয়া কিন্তু সেই অন্ধকার ঘরে বসে যাঁরা প্রাণপণে জগতের এই নিশ্চিন্ত শান্তি রক্ষার জন্য চেষ্টা করছেন, তাঁদের কোন খোঁজই কেউ পেলেনা।

ক্রন কেমন করে গ্রেভিলের খোঁজে খোঁজে ঘুরছে, রাশি রাশি চর কেমনভাবে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে সংবাদ সঞ্চয়ন করছে, সেই এ্যারোপ্লেন থেকেও তো কোন খবর আস্‌ছে না?—ক্রনেরও কোন খবর নেই কেন?—তারা কি কর্‌চে?—স্পার্‌লিংই কি তবে জয়ী হবে, একটা বিরাট মিথ্যার বিরুদ্ধে তারা যে বিরাট অভিযান আরম্ভ করেছে, তা কি ব্যর্থ হবে? জগতে মানুষের যে জাতিভেদ নেই, মানুষ যে মানুষের ভাই, যখন সত্যিকারের ডাক, প্রার্থনা যখন আসে তখন মানুষ যে মানুষকে উপেক্ষা কর্‌তে পারে না, এ তো যুদ্ধের পরে আর কারও জান্‌তে বাকী নেই!

'সবার উপরে মানুষ সত্য' এ কথাটাই যে জগতের বড় কথা, তাইতো তারা প্রমাণ কর্‌তে চায়, কিন্তু তা কি পারবেন তাঁরা? তাঁরা কি পারবেন, সমস্ত জগতকে একতাসূত্রে বাঁধতে পারবেন?—না স্পার্‌লিং, ঐ শয়তান স্পার্‌লিং আবার এই পৃথিবীর বুকে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেবে?

হঠাৎ তাঁদের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়্‌লো। ক্রনের কাছ থেকে খবর এলো—

'গ্রেভিল ক্রেনোডায়। শীগ্‌গির হাওয়ায় ভেসে পড়, বাকী সব এরোপ্লেনে জানবে! আর দেরী করোনা—এক্ষুণি।'

এগারো

—বৃদ্ধার কেরামতি—

সেলডন ক্রন ছেলেদের বাইরে থাক্‌তে ইঙ্গিত কর্‌লেন। কেবল চার গোয়েন্দা বাড়ীটার ভিতরে ঢুক্‌লেন; পরামর্শই করবার জন্য না কারও সঙ্গে দেখা করবার জন্য তা ঠিক বোঝা গেল না।

জ্যাক তাদের পথের দিকে চেয়ে বল্‌লো, 'বাপরে, কি ওস্তাদ ড্রাইভার আমাদের মিঃ ভাইড্‌ফ।' তার চোখের সামনে সেই ছোট রাস্তার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া মোটর গাড়ীটা ভেসে উঠলো।

রোজার বল্‌লো, 'হ্যাঁ, বেড়ানো হয়েছে বটে। ভাল কথা, কাগজগুলি আমাদেরই রোমে ফিরিয়ে দিয়ে আস্‌তে হবে—শুনেছো?'

জ্যাক তার দিকে চেয়ে বল্‌লো, 'শুনলেম তো, তবু কাগজগুলি মনে হয় খুবই দরকারী, কাজেই আমাদের বরাত অত প্রসন্ন হবে মনে ক'রো না।'

তারা জান্‌তো না যে তারা ভাইডফের হাতে যে কাগজগুলি তুলে দিল, তা কত দরকারী। স্পারলিং যদি তার মতলব মত কাজ কর্‌তে পার্‌তো, তা হ'লে এতদিনে সমস্ত জগতে একটা প্রলয় কাণ্ড বেধে যেতো।

রোজার আস্তে আস্তে বল্‌লো, 'রোম থেকে কাগজগুলি আনা হয়েছে। আবার যদি এদের রোমেই ফিরিয়ে দিয়ে আস্‌তে হয়, তা হ'লে আমার তো মাথায় যাচ্ছে না কি ক'রে ওঁদের একজনের থেকে আমরা বেশী ভালো ভাবে ফিরিয়ে দিয়ে আস্‌তে পার্‌বো।'

জ্যাক বল্‌লো, 'ওঁদের বোধ হয় অনেক কাজ।'

পাশে একটা পাথরের বেঞ্চি ছিল, তারা সেই বেঞ্চিতে বসে পড়ে সামনের প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে রইলো। তাদের মনে হ'ল, তাদের সাম্‌নে পৃথিবী যেন মাটির নীচে চলে গেছে, আবার দূরে গিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাহাড় শ্রেণী।

ভোর হয়ে এসেছে, প্রভাত কিরণ এসে পাহাড়ের চূড়াগুলি রাঙিয়ে তুল্‌লো সোনালী রঙে, পিছনের মহাশূন্যতার সঙ্গে তার কি চমৎকার সাদৃশ্য। আলোর বিকাশ গভীর অন্ধকারের স্পর্শনে।

জ্যাক বল্‌লো, 'ভারী মজা লাগছে রোজার।—আচ্ছা, কাল এমন সময়ে কোথায় ছিলাম। উঃ কী তাড়াতাড়ি একটির পর আর একটী ঘটনা ঘট্‌ছে, হিসেব রাখবারও ত ফুরসুৎ নেই।

রোজার বল্‌লো, 'আমি বরঞ্চ কাল এমন সময়ে কোথায় থাক্‌বো তাই ভাবছি। মনে হচ্ছে, এবারে গাড়ী করে সোজা বাড়ী। যাক্, বাবার যে কিছু হয়নি, এই ভাগ্যি বল্‌তে হবে।

জ্যাক বলল, 'হাঁ, অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছেন। তুমি—

ছোট বাড়ীটার ক্ষুদে দরজাটা খুলে গেল, পল ভাইডফ বেরিয়ে তাদের দিকে আস্‌তে লাগ্‌লেন। তিনি তাঁর হাতের খামটার উপর আঙ্গুল দিয়ে টোকা মার্‌তে মার্‌তে আস্তে আস্তে তাদের দিকে আস্‌তে লাগ্‌লেন।

তাদের সামনে দাঁড়িয়ে কোনরকম ভূমিকা না ক'রে বল্‌লেন,—

'এই বাড়ীর পিছনে একটা রাস্তা আছে, সেটা ধরে বরাবর চলে গেলে Tizzano গাঁয়ের রেল ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছুবে। সেখানে দেখ্‌বে একদল লোক একটা বাইসাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তোমাদের দেখে বল্‌বে, 'Aventeri তার মানে হ'ল 'গত পরশ' এটা একটা ইটালীয়ান কথা, আমাদের দলের লোকদের চিনবার জন্য আমরা এ কথাটা কাজে লাগাই। তোমরা তার উত্তরে বল্‌বে 'dopodomari' অর্থাৎ 'আগামী পরশ'। বল কি বল্‌বে।'

ব্যাঙমশাইয়েব চোখ দুটো যেন পাথর দিয়ে তৈরী। ছেলেরা গুপ্তকথাগুলি আলাদা আলাদা বল্‌লো। ভাইডফ তাঁর হেঁড়ে গলায় বলে চল্‌লেন,—

'সেই লোকটি তোমাদের রোমে যাবার টিকিট ও কিছু টাকা দেবে তোমরা ষ্টেশনে ঢুকে রোমের যে গাড়ী জেনোয়াতে বদ্‌লে নিতে হয়, সে গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে দেখবে। এই গাড়ীতে গেলে তোমরা রোম পৌঁছুবে বিকেলে ছ'টা বাজতে দশ মিনিট থাকতে। বুঝেছো ?—খুব ভাল করে শোন, কারণ এ আবার বলবার সময় নেই।'

দু'জনেই তারা মাথা নাড়্‌লো ও কান খাড়া করে শুনতে লাগ্‌লো।

'বেশ! রোমে পৌঁছে তোমরা ৩৫নং ট্রামগাড়ী নেবে। গাড়ী যেই Via Labicana ঘুরবে ঠিক সেই মোড়ের মাথায় নেবে কলোসিয়মের দিকে যেতে থাকবে। ভেতরে ঢোকবার অনেকগুলি পথ আছে। তার মধ্যে একটার সাম্‌নে দেখবে একটা পাথর অন্য দুখানা পাথরের উপর পড়ে আছে।

সেখানে এককানওয়ালা একটা ভিখারী দেখ্‌তে পাবে। তার কাছে গিয়ে গুপ্ত কথাটা বলবে যদি সে উত্তর দেয়, অর্থাৎ বলে dopodomari, তা হ'লে তার কাছে এই খামখানা দিয়ে দেবে। সে যদি ওখানে না থাকে তবে কলোসিয়মে অন্য খবরের জন্য অপেক্ষা করবে, কিন্তু এই খাম সেই এককানওয়ালা ভিক্ষুক ছাড়া আর কাউকে দেবে না।'

ভাইডফ থামলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'বুঝেছো' ছেলেরা মাথা নাড়্‌লো, তিনি আঙ্গুল দিয়ে বাড়ীর পেছনটা দেখিয়ে বল্‌লেন, 'জিতা রহো' তারপর রোজারের হাতে খামখানা দিয়ে ঘুরে আবার বাড়ীর দিকে হাঁটতে লাগ্‌লেন।

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তারা তার দিকে চেয়ে রইলো, তারপর বাড়ীটা ঘুরে পেছন দিকে রওনা হ'ল। বাড়ীটার ঠিক পেছনে একটা ছোট্ট সুপুরি বাগান। তারই কোল থেকে আরম্ভ হয়েছে ছোট্ট সরু একটা রাস্তা। রাস্তাটা আস্তে আস্তে উপরে উঠে সামনের ঝোপগুলির ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তারা সেই পথ ধরে তাড়াতাড়ি ছুট্‌তে লাগ্‌লো ঝোপগুলি পার হয়ে সেই আঁকা বাঁকা পথ ধরে তারা বরাবর ছুটে চল্‌লো, এক এক জায়গায় পথটা কী সরু! একজনই অতি কষ্টে চলতে পারে, মনে হয়, বুঝি, এক্ষুনি নীচের বিরাট গহ্বরে পড়ে যাবে। কুয়াসায় ঢাকা গাছপালাগুলির বুকে একটা পাখী উড়ছে। মহাশূন্যতার মধ্যে সে একটা আতঙ্ক জাগিয়ে তোলা। চারিদিক কি নিস্তব্ধ, পাখীগুলি পর্য্যন্ত যেন জাগ্‌তে ভুলে গেছে। গাছপালা সব মৌন, স্থির, কী একটা অসম্ভব ব্যাপারের জন্য নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে। সামনের প্রান্তরের বুকে ছোট্ট একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে, তার পাশ দিয়ে একটা মস্ত বড় সাপের মত রেল লাইনগুলি সোনার আলোকে ঝক্ ঝক্ করছে।

জ্যাক বল্‌লো, 'ঐ বোধ হয় Tizzano।'

রোজার বল্‌লো, 'হ্যাঁ, জ্যাক, আমার বাবার হয়ে একটা কাজ করছি, রোমে যাচ্ছি, আমি যে এখনও বুঝে উঠ্‌তে পারছিনে।'

জ্যাক, সামনের সরু পথটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে বল্‌লো, 'আর বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে সকাল বেলা কিছুই খাওয়া হয়নি। আর ভাইডফ তার উপরে গাদাখানেক জল গিলিয়ে দিলে বাপ্‌রে, ট্রামগাড়ীর নম্বর পর্য্যন্ত।'

রোজার বল্‌লো, 'হুঁ', কিন্তু দাঁড়ালে হবেনা ভাই, মনে রেখো তাঁরা বিশ্বাস ক'রে আমাদের উপর এ কাজটা করতে দিয়েছেন। শীগ্‌গির চল, ট্রেন ধরতে হবে তো।

[ক্রমশঃ]

সান্ধ্য-তারা

—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

ওগো সান্ধ্যগগন তারকা।
ঝিকি ঝিকি জ্বলে' ধিকি ধিকি ধিকি
গগন পটে এ কি আঁকা?

ললিত-মলয়-মারুত পরশি
জেগে ওঠে যবে সুধাংশু রূপসী,
অমনি রূপের বিজুলি বিকসি
উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখা
হাস মিটি মিটি একা।

চন্দ্র কিরণ মোহন আননে
চেয়ে থাক বল কিসের কারণে
ভরে' সারা নিশি কি সুখ স্বপনে
(রহ) নীল নভ কোলে আঁকা
কেন হেথা জেগে থাকা?

পুরীর পথে

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন

ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানে বাস করি। সুতরাং পরিবারস্থ সকলেরই শরীর শীর্ণ ও রক্তশূন্য, উদর প্লীহাপুষ্ট ও চক্ষু দীপ্তিহীন। তাই ডাক্তারগণ অবশেষে উপদেশ দিলেন তাঁহাদের সঙ্গে ইন্‌জেক্‌সনে (injection) এর (transaction বন্ধ করিয়া vacationটা কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে কাটাইতে। মফঃস্বল সহরে থাকি; সুতরাং অভিজ্ঞতা হিসাবে অনেকটা কূপমণ্ডুকেরই মত আমরা। সেইজন্য 'বাড়ীমুখো বাঙ্গালী' প্রবাদটা প্রচলিত থাকিলেও আমার মনটা সর্ব্বদা 'বাহির মুখেই' উঁকি মারিতেছিল। তাই চিকিৎসক মহাশয়গণের উপদেশ 'আদেশ' মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম ও ৺দুর্গাপূজার ষষ্ঠীর দিন 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম ভুবনেশ্বরের মুখে।

কলিকাতায় পৌঁছিয়াই শুনিতে পাইলাম, হাওড়ার হাওয়া বড় খারাপ যাত্রীরা দিনরাত্রি 'স্পেশাল' গাড়ী ভর্ত্তি হইয়া যাইতেছে; তবুও waiting roomএ room নাই। প্রমাদ গণিলাম। 'কাচ্চা বাচ্চা' লইয়া পাটের গাঁইটের মত বোঝাই হইয়া যাওয়ায় মুস্কিল, আবার ক্যাল্‌কাটাতেই বা কাল কাটান যায় কত। কিন্তু উপায় নাই ভাবিয়া চিন্তিয়া বাধ্য হইয়াই দুর্গোৎসবের কয়েকটা দিন চিরমহোৎসবপূর্ণ কলিকাতায় থাকিয়া, অবশেষে ১১ই অক্টোবর সশরীরে ও স-পোঁটলা-পুটলী হাওড়ায় রওনা হইলাম।

রাত্রি প্রায় পৌনে ৯টায় আমাদের মোটর হাওড়া ষ্টেসনে পৌঁছিতেই খাকিজামা পরিহিত "কুলি" নামধারী, পরসেবাব্রতে দীক্ষিত, নিদ্রালসহীন দুইটী যন্ত্র ত্রস্তে মালপত্র নামাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ গাড়ীতে যাইব। কিন্তু পুরী এক্‌স্‌প্রেসের নাম শুনিতেই চমকিয়া উঠিয়া জানাইল, আর মাত্র ৩ মিনিট সময় আছে, গাড়ী ছাড়িবার। আমার এক ভ্রাতুষ্পুত্র আমার সঙ্গেই আসিয়াছিল—ষ্টেসনে সাহায্য করিতে, এবং মোটর সম্পূর্ণ থামিবার পূর্ব্বেই লাফাইয়া নামিয়া সে টিকিট ঘরের দিকে দৌড় দিয়াছিল। সুতরাং আমরা আর বৃথা কাল বিলম্ব না করিয়া, কুলি যন্ত্র দ্বারা চালিত হইয়া, কতকটা ধাক্কা খাইয়া, কতকটা গড়াইয়া, platformএ ঢুকিলাম। ভ্রাতষ্পুত্রটী এই সময় আমাদের সঙ্গে আসিয়া জুটিল, টিকিট ও মালের রসিদ লইয়া। ট্রেনের নিকট আসিয়া পৌঁছিতেই উহা ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। সুতরাং "জেনানা কম্‌পার্টমেণ্ট"কে 'আধা জেনানা আধা

গুড্‌স্ কম্‌পার্টমেণ্টে' পরিণত করিয়া, জেনানা গাড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী গাড়ীতে অচেনা দলে যোগদান করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ছাড়িয়া, কুলি ও ভ্রাতুষ্পুত্রটীর সম্মুখ হইতে আমাদিগকে সরাইয়া লইয়া চলিল। রুগ্নদেহে আমরাও এক একটী মোটের মতই হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। সুতরাং কুলি দুইটি ক্ষিপ্রকারিতার সহিত এতগুলি মোট তুলিয়া দিয়া যে উপকারটা যন্ত্রের মত করিয়া গেল, তাহার প্রকৃত মূল্য ঐ দুই—তিন আনার পয়সা হইতে পারে কি না, একবার চিন্তা করিতে বাধ্য হইলাম।

গাড়ীতে স্থান সঙ্কুলান মোটেই ছিল না· একেবারে 'প্যাক্‌ড্ আপ্'। তথাপি নিজের শরীরটাকে স্পঞ্জের মত যতটা সঙ্কুচিত করা যায়, তাহাতে ক্রুটি না করিয়া, কোনও প্রকারে দুইটী ভদ্রলোকের মাঝখানে 'অ্যাটেন্‌সান্ পজিস্যান' 'উপবেশন' নামক কার্য্যের নাম রক্ষা করিলাম—কোন পার্শ্বে একটু কাৎ হইবার বা আরামে হেলান দিবার উপায় নাই! এ যেন শাস্তি গ্রহণ। মনে হইল, ছোটবেলায় পল্লীগ্রামে লোকমুখে শুনিয়াছিলাম একটা কথা,—"জগন্নাথ যেন মনে পড়ে, পথ যেন মনে পড়ে না।" তবে কি এই রকম করিয়াই আবহমান কাল সকলকে এই পথে যাইতে হইয়াছে?

আধিক্য স্বল্পতা আনয়ন করে। অধিক চিন্তা কর; শীঘ্রই মন অবসাদগ্রস্ত হইবে। অধিক পরিশ্রম কর; শীঘ্রই শরীর পরিশ্রমে বিমুখ হইবে। তাই, ট্রেণে উঠিবার সময় দৌড়াদৌড়ির অধিক শ্রম ও এই প্রকার নানা চিন্তা শীঘ্রই নিদ্রাদেবীকে আহ্বান করিল, এবং আমার শরীর ও মন ক্রমে শ্রমবিমুখ ও চিন্তাশূন্য হইয়া পড়িল।

(২)

ঘুমের ঘোরে কিরূপে ঝিমাইয়া ছিলাম, বা ঢুলিয়া কাহার উপর পড়িয়া গিয়া তজ্জন্য কাহার নিকট হইতে একটা ধাক্কা খাইয়াছিলাম এবং কাহার চক্ষের বিরক্তিব্যঞ্জক দৃষ্টি 'নিদ্রালসনয়নে' দেখিয়াছিলাম, তাহা অবশ্যই কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন না। যাহা হউক গাড়ীটা একটু বেগে ঝাঁকুনি দিয়া থামিয়া যাওয়ায়, কিছুক্ষণের জন্য নিদ্রাদেবী অব্যাহতি দান করিলেন। দেখিলাম, বেশ বড় একটা ষ্টেসনে পৌঁছিয়াছি। নাম পড়িলাম খড়্গপুর। ষ্টেসনটী দেখিয়া মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল! ষ্টেসনঘরের যে অংশটী আমাদের সম্মুখে রহিল, তাহাকে ষ্টেসন না বলিয়া লতাকুঞ্জ বলিলেই ভাল হয়। ফটকের উভয় পার্শ্ব বাহিয়া অতি সুদৃশ্য সবুজ লতা সমস্ত দেওয়াল আচ্ছাদন করিয়া ছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। তাহার মাঝে মাঝে স্তবকে স্তবকে পুষ্পরাজী দোদুল্যমান। পার্শ্বেই সারি দিয়া টবে করিয়া কিসের যেন ছোট ছোট চারা রাখা হইয়াছে। মাঝে মাঝে আলোক স্তম্ভ হইতে আলোকরশ্মি চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিয়া অন্ধকারের সহিত লুকোচুরি খেলিতেছে। দূরে বৃক্ষতলে কিছু অন্ধকার দর্শকের মত জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া, তাহাদের খেলা দেখিতেছে। তাহাদের চঞ্চল গতি সমস্ত platformটাকে যেন রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। চারিদিকে শান্ত নিস্তব্ধতা–মনকে ভাবনায় অশান্ত করিয়া তুলে। মধ্যে

মধ্যে মিঠাই জল ইত্যাদির বাহক ফেরিওয়ালাগণের অদ্ভুত ক্লান্ত চীৎকার সেই নিস্তব্ধতা ক্ষণেকের জন্য ভঙ্গ করিয়া পরক্ষণেই উহার গভীরতা দ্বিগুণিত করিয়া দিতেছে। কিয়দ্দূরে উগ্রমূর্ত্তি workshop অহিফেন সেবী পশুরাজের মত মুদিত নেত্রে যেন বিশ্রাম করিতেছে তাহরে বিশাল দেহ স্থির, নিস্পন্দ। ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবিশিষ্ট আমার চক্ষে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ষ্টেসনের এই সৌন্দর্য্য অতুলনীয় বলিয়া বোধ হইল।

পুনরায় গাড়ী ছাড়িয়া, স্নেহময়ী মাতার মত ঘুম পাড়াইবার জন্য আমাদিগকে দোলাইতে দোলাইতে লইয়া চলিল। নিশাদেবীর অঙ্গের বেনারসী শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে জ্যোৎস্নার চক্‌মকি ও আঁধারের ছায়াপাতের মাধুর্য্য দেখিতে দেখিতে পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলাম।

আবার যখন চক্ষু মেলিলাম, তখন দেখি, খড়্গপুরের মতই সুদৃশ্য লতাকুঞ্জ বিশিষ্ট আর একটী বড় ষ্টেসনে—"কটকএ"—গাড়ী থামিল। শরৎকালের শেষ রাত্রি :— সকলের শরীর শীতে শির্ শির্ করিতেছিল। বাহিরে কুয়াসা বেশ জমাট বাঁধিতেছিল। সেই জন্য তখন খাবার ওয়ালাদের বহর আর দেখিলাম না তবে মহিষের শিঙের খেল্‌না ওয়ালা, কট্‌কী শাড়ীওয়ালা ও 'বৈতরণী' নামক নিকটবর্ত্তী ষ্টেসনের কাঁসার বাসন ওয়ালাদের হাঁকাহাঁকি বেশ চলিতে লাগিল। ষ্টেসনের স্বল্পালোকে দেখিলাম, ষ্টেসনের বাহিরে খানদুই "রিক্‌শা গাড়ী" ও "শ্যামপু" (?) এই শেষ রাত্রিতেও জাগিয়া আছে।

তিন সুরের সুমধুর বংশীধ্বনি করিয়া (ঈষ্টার্ণ-বেঙ্গল রেলওয়ের মত কর্ণপথ বিদারণ কারী ধ্বনি নহে) ট্রেণ পুনরায় ছাড়িয়া দিল। দূরে দিক্‌চক্রবালে সুউচ্চ পর্ব্বত মাঝে মাঝে মেঘের রূপ ধরিয়া পাহারাওয়ালাদের মত নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে। ইহা ছাড়া আর বিশেষ কিছু প্রত্যক্ষভূত হইল না। ক্রমে কয়েকটা বেশ বড় বড় নদীর পুলের উপর দিয়া ট্রেণ পার হইয়া গেল। একটী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, উহারা স্বনাম-ধন্যা মহানদীর কন্যা, দৌহিত্রী ইত্যাদি। ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিল : কিন্তু কুয়াসা তখন নিবিড় হইয়াছে, চন্দ্রেরও চক্ষু বোধ হয় আলস্যে অর্দ্ধমুদিত। তাই ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। ট্রেণ ছুটিয়া চলিল। *

[ক্রমশঃ]

* বিলম্বে মুদ্রিত।

স্কাউটিং ও আউটিং

[কটিক]

স্কাউটিং এর বিদঘুটে 'স্ক'-টাকে বাদ দিলে বাকী থাকে আউটিং—সুন্দর সাদাসিধে কথাটি, কোন বাহুল্য নেই। সত্যিকারের দাম যাদের থাকে, তাদের আভরণও দরকার হয় খুবই কম। আমাদের আউটিং এর ও তাই।

স্কাউটিং জিনিষটাকে দু'ভাগে ভাগ ক'রে ফেল্‌তে পারা যায়।—স্কাউটিং

স—সেবাব্রত (আইন ও প্রতিজ্ঞা)

ক—কর্ত্তব্য (প্রতিজ্ঞা)

আর আউটিং—আউটিং—ই।

আমাদের এ দুভাগের কোন ভাগকেই ভুললে চলবেনা। আমাদের স্কাউটিং হলো এই দুই ভাগ নিয়ে, আর এই দুই ভাগের ভিতর দিয়েই আমাদের সমস্ত শিক্ষা গড়ে উঠে। আমাদের দেশে স্কাউটাররা কয়েকদিন পরে বলেন যে, স্কাউটিংএ সত্যিকারের বিশেষ কিছু নেই, তার কারণ তাঁরা ভুলে যান এর দু'ভাগের কথাই, তারা ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন, ফার্ষ্টক্লাশ, সেকেণ্ডক্লাশ ব্যাজ গুলি নিয়ে। ভুলে যান এই ব্যাজের পেছনে আসল জিনিষ কি রয়েছে। তাই তাঁরা শাঁসের খোঁজ পাননা, খোলা নিয়ে হাহুতাশ করেন। সত্যিকারের সৌন্দর্য্য থাকে অন্তরে, তাই স্কাউটিংএর অন্তঃস্থল অবধি যাঁদের দৃষ্টি পৌছেছে তাঁরা এর উপর বিমুখ হন না, নিত্য নতুন রসের সন্ধান পেয়ে মুগ্ধ হ'ন।

Wilson সাহেবও (Gilwill এর Campchief) এই ভয়ই করছিলেন, তাই তিনি লিখেছিলেন, 'There is a real danger of scouting degenerating into something quite useless, unless the two vital factors are kept constantly in mind—The ideal of the Law & Promise & the spirit of Romance & adventure.

আমাদের হয়েছে ও তাই, আমরা ভুলে গেছি,

আইন ও প্রতিজ্ঞা- চরিত্র গঠন ও সেবাব্রতের পত্তন করে।

আউটিং—হাতের কাজ ও সবল সুস্থ শরীরের পত্তন করে।

ভুলে গেলে চল্‌বেনা।

S. stands for service (সেবাব্রত) }
C. „ for character (চরিত্র) } [আইন ও প্রতিজ্ঞা]

& Let Outing be Simply Outing—[হাতের কাজ ও স্বাস্থ্য]

S. আর C. সম্বন্ধে অনেকে অনেকবার বলেছেন, কিন্তু আউটিং সম্বন্ধে এদেশে খুব কম কথাই শুন্‌তে পাই। তার একটা কারণ সকলের কাছেই শুন্‌তে পাই, যে আমাদের দেশে ওসব হয়না, আউটিং ও রাস্তায় রাস্তায় খেলা (wide games) এখানে সাধারণ Troop Programme এর সঙ্গে কিছুতেই খাপ খাওয়ানো যায়না। আমি আমার কয়েকজন বন্ধুর (Scouter) কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম; তাঁদের মধ্যে কেউই wide games ক্যাম্প ছাড়া চেষ্টা করেননি। আমি তাই experiment করতে নামলাম। যদিও Chief Scout বলেছেন যে Scoutদের নিয়ে Scoutmaster কখনও experiment করতে পারবেন না, তাঁর Programme তিনি করবেন বেশ ভেবে তা'তে সন্দেহের যেন স্থান না থাকে। কিন্তু আমি থাম্‌তে পারলাম না আরম্ভ করলাম experiment—দেখলাম, সত্যি সত্যি ছেলেরা বেশ আনন্দ পায়, wide game এ আর সত্যি সত্যি যদি Troopএর মত ক'রে তাকে মানিয়ে নেওয়া যায় (adapt) তা হ'লে আর কোন রকম অসুবিধেই বড় হয় না, কাজেই আমাদের দেশে ও সব চলেনা বল্‌লে আমি আর বিশ্বাস করছিনে। শুধু যে বিশ্বাসই করছিনে তা নয়, যাঁরা ছেলেদের Outing ও wide games প্রায়ই না করাচ্ছেন, তাঁরা ঠিক Scouting for Boysএর মতে Scouting করছেন না বলে তাঁদের দোষী করছি। তবে হাঁ যদি আউটিং S. F. B.র মত আরম্ভ করেন তবে দেখ্‌বেন, দলের দু'একজন ছেলে Troop ছেড়ে চলে যাবে। চেষ্টা করবেন তাদের আন্‌তে, তারা হয়তো আস্‌বেনা, তা দেখে দম্‌লে চল্‌বেনা, সেই ছেলেরা হ'লো abnormal তাদের প্রাণে স্বাভাবিক ছেলেদের আনন্দ নেই, উৎসাহ নেই, উদ্যম নেই অর্থাৎ যা ছিল সব অনভ্যাসে মরে গিয়েছে, তাঁদের কুঁড়িই শুকিয়ে গেছে, এখন শত জল ঢাল্‌লেও ফুল আর ফুটবেনা যদি ফোটে তবে হবে সে exception আর exception proves the Rule.

ট্রুপ লগ বুক

——শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সেন গুপ্ত
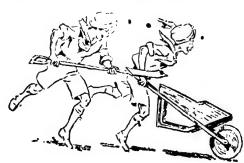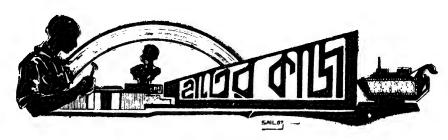
ট্রুপ মানে বোঝাতে যাব না সবাই জানো বলে। Log মানে কাঠের গুড়ি আর বুক মানে তো বই। তা হ'লে সবটার মানে হয় "ট্রুপ এর কাঠের গুড়ির বই", সে আবার কি? ডিক্স্‌নারী খুললে Logএর আরও একটা অর্থ দেখতে পাবে সেটা হচ্ছে 'জাহাজের গতির হিসাব' বা 'জাহাজের গতিমাপক যন্ত্রবিশেষ' আরও দেখবে যে Log book মানে যে পুস্তকে জাহাজের গতির হিসাব রাখা হয়, তাহলেই দেখতে পাচ্ছ যে Log book তো কাঠের গুড়ির বই নয়ই উপরন্তু একেবারে হিসাবের খাতা (শুধু আয় ব্যয়ের নয় অন্যান্য বিষয়েরও) ট্রুপের Progress বা গতি যাতে লিখে রাখা হয় তাকেই বলে ট্রুপ লগ বুক। জাহাজে যেমন সব জিনিষেরই কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় প্রত্যেক ট্রুপের সেই রকম troop activitiesএর রেকর্ড রাখা উচিত। একটা বইয়ের মধ্যে, ছবি, ফটোগ্রাফ প্রভৃতি দিয়ে বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে, সুন্দর গোটা গোটা করে লিখে রাখতে হবে। আগেই বলেছি প্রত্যেক ট্রুপেরই থাকা চাই। তাতে ট্রুপের ঘটনা গুলির বেশ একটা ধারাবাহিক বিবরণী পাওয়া যায়।

এতক্ষণ তো গেল গোড়ার কথা, "ট্রুপলগ" জিনিষটা কি তারই কথা। এখন বলবো কি রকম ভাবে 'ট্রুপলগ' লিখতে হয়, চালাতে হয় ইত্যাদি। প্রথমে ধরা যাক 'লগ'এর পরিচালনা সম্বন্ধে।—

যার সাহিত্যের দিকে ঝোক আছে, লেখা টেখা এক আধটু আসে, ট্রুপের মধ্য থেকে সেই রকম একটা ছেলেকে বেছে নিয়ে "লগ"এর সম্পাদনার ভার দিতে হবে। এবার আবার বাছাই করতে হবে যার হাতের লেখা সুন্দর সেই রকম ছেলেকে। তার উপর ভার পড়বে "লগবুক"এ লেখার। তারপর ট্রুপের মধ্যে ফটোগ্রাফার, আর্টিষ্ট ইত্যাদি বেছে নিতে হবে।

'ব্যস্ এই তো গেল কর্ম্মীরা' এই বলে আর সবাই যে ফাঁকি দেবে তা চলবে না। তার কারণ প্রত্যেক পেট্রোলের উপর ভার দেওয়া হবে article লেখবার। যেমন ধর

ট্রুপে চারটে পেট্রোল আছে। এক এক সপ্তাহের রিপোর্ট বা বিবরণী এক এক পেট্রোল দেবে। ছবি টবি যা করাতে হয় যতদূর সম্ভব তারা নিজেদের পেট্রোলের ছেলেদের দিয়ে করিয়ে নেবে বাকী গুলি সম্পাদক ট্রুপের আর্টিষ্টকে দিয়ে আঁকিয়ে নেবে। এখন দেখা যাক্ কি করে লিখতে হবে। প্রথমতঃ লেখাগুলো সম্পাদক বেছে নিয়ে পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন (অবশ্য যেখানে প্রয়োজন) করে নেবে, তার পর কোথায় কোন ছবি যাবে কি হেডিং হবে, বিশেষ আরটিকলএর শেষে বা গোড়ায় কি ছবি যাবে (যাত্রী দেখলেই কোথায় কি রকম ছবি দেওয়া দরকার—তা বুঝতে পারবে) তা ঠিক করে দেবে। তারপর সম্পাদক সব ভার বুঝিয়ে দেবে লগবুকএ যে আঁকবে তার কাছে। আর্টিষ্ট সব ছবিটবি এঁকে, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি লাগিয়ে সম্পাদকের কাছে ফেরৎ দেবে। হ্যাঁ একটা কথা কোথায় কোন ছবি যাবে, কি ছবি যাবে তা সম্পাদক ঠিক করবে আর্টিষ্ট এর সঙ্গে পরামর্শ করে।

যাক আর্টিষ্টএর কাছ থেকে যখন ফিরে আসবে তখন সম্পাদক সেটা দেবেন লেখকের কাছে। লেখক কোথায় কোনটা লিখতে হবে তা জেনে নিয়ে বেশ সুন্দর করে গোটা গোটা অক্ষরে লিখতে আরম্ভ করবে। এতক্ষণ লেখা শেষ হলে আবার আর্টিষ্টের কাছে যাবে প্রবন্ধের শেষে যে সমস্ত ছবি যাবে এবং এবং অন্যান্য আরও বাকী যে সমস্ত ছবি যাবে তা আঁকবার জন্য।

এতক্ষণ যা বললাম এটাতো গেল general managementএর কথা। এবার কি রকম জিনিষ লিখতে হয় তা বলব।

প্রথমতঃ মাসের প্রথম দিনের ট্রুপ মিটিংয়ের খুব ছোট একটি বিবরণী। ট্রুপ মিটিংয়ের সময় কোনও একটা বিশেষ ঘটনা বা হাস্যকর ঘটনা। কোথায় আউটিং বা ক্যাম্প হলে তার সম্বন্ধে খুব ভালো একটা প্রবন্ধ। সেই প্রবন্ধএর মধ্যে থাকবে হাস্যকর ঘটনাবলী যেমন ধর—রবীণকে একটা ষাঁড় তাড়া করেছে কিম্বা স্কাউটমাষ্টার পোড়া মাংস খেয়ে কি বলেছিলেন তা লেখা যেতে পারে। ক্যাম্প এর ম্যাপ, দৃশ্যাবলী ইত্যাদি, কার্টুন অর্থাৎ ব্যঙ্গচিত্র এই সব দিতে হবে। সম্পাদকের আরও একটা কাজ করা উচিৎ সেটা হচ্চে স্কাউটমাষ্টারের কাছ থেকে খরচ পত্রের হিসাব, খাবার দাবারএর কথা ইত্যাদি সব সংগ্রহ করতে হবে। তারপর সব সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিকঠাক করে, লেখক এর হাতে দিতে হবে। একটা কথা মনে রেখো সর্ব্বদাই—ক্যাম্প, আউটিং, বা ট্রুপমিটিংয়ের বিবরণী লিখতে গেলে কোথায় কোথায় কি কি ভুল হয়েছিল তা, লিখতে কখনো ভুলো না কিন্তু! কারণ তাতে আসছে বারে আর সেই ভুল গুলো হবে না।—

Humour যখন লিখবে তখন সত্যি সত্যিই Humour হওয়া চাই, কাউকে কখনো আঘাত দেবে না আর কারো সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে তার অনুমতি নিয়ে লেখাই ভালো যদিও লগবুক হওয়া উচিত নিরপেক্ষ আর স্পষ্টবাদী।

এই তো গেল প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে। এবার যে বই বা খাতায় লেখা হবে সেই বই বা খাতা কি রকম হওয়া উচিত তাই বলব। প্রথমতঃ অনেকগুলি ভাল কাগজ নিতে হবে (১০"×৬" হলেই ভাল হয়।) সেইগুলোর এক ধারে এক ইঞ্চি জায়গা বাদ দিয়ে ভাজ করতে হবে। সেই এক ইঞ্চি জায়গায় দু'টো ফুটো করতে হবে। মোটকথা loose leaf খাতা যে রকম হয় সেই রকম হবে আর কি! তার পর একটা মলাট দিতে হবে চামড়ার হলেই ভালো হয়। তার পর মলাটের উপর ছবি বা কাজ কি করে করতে হবে, ফিতা দিয়ে কি করে বাঁধতে হবে তা পাশের ছবিটা দেখলেই বোঝা যাবে। মোট কথা বেশ দেখতে সুন্দর হয় এমনিভাবে করতে হবে।

মলাট প্রভৃতি, বই বা খাতার কাজ করবে ট্রুপের হাতের কাজ করনেওয়ালা (Handicraft man) অবশ্য সম্পাদক আর আর্টিষ্টএর direction নিয়ে।

আশা করি বুঝতে পেরেছো ট্রুপ লগ বুক জিনিষটা কি আর কি করেই বা তা চালাতে হয়, ট্রুপ হেড কোয়ার্টার্স এ ট্রুপলগ একটী অমূল্য সম্পত্তি, কারণ তাতে ট্রুপের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়, শুধু তাই নয় আগে আগে যে সমস্ত ভুলটুল হয়েছিল পরের বার তা শোধরানো যায়।

আর একটা কথা নিশ্চয়ই তোমাদের বলে দিতে হবে না যে একটা বই বা খাতা ফুরিয়ে গেলে আর একটা বই বা খাতা আরম্ভ করতে ভুল যেন না হয়। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বলে দেই। এক বছর বা ছ মাস অন্তর একটা করে বই বদলালেই ভাল হয়। কারণ তাতে কোনও বিশেষ সময়ের ঘটনাবলী জানবার দরকার হলে চট করে পাওয়া যায়, খুঁজে মরতে হয় না।

বেশ কয়েক বছর পরে যখন তোমরা Rovers হবে কিম্বা আরও পরে যখন Scoutmasters হবে কিম্বা তারও পরে যখন তোমার ছেলেরা ঐ ট্রুপেরই স্কাউট হবে তখন ট্রুপ হেড্ কোয়ার্টার্স এ সারি সারি ট্রুপ লগের, volumeগুলি তোমার কাছে তো বটেই ছেলেদের কাছেও, কি রকম interesting হবে।

কাজেই এক্ষণি পেট্রোল লীডারকে বলে এসো যাতে পরের Court of honourএ লগবুক চালানো ঠিক হয়ে যায়।

শেষকালে একটা কথা বলে আমি থামবো সেটা হচ্ছে এই,—সম্পাদক, আর্টিষ্ট, প্রভৃতি নির্ব্বাচন করা হয় যেন সমস্ত ট্রুপের ভোট নিয়ে।

এবার এই অবধিই থাক। পরে আবার যখন "হাতের কাজ" সম্বন্ধে বলব তখনকার বিষয় হবে ট্রুপের নিজস্ব একটি পত্রিকা চালানো বা ক্যাম্পে গিয়ে ক্যাম্পফায়ারে

পড়ে শোনাবার জন্য ক্যাম্পের দৈনিক পত্রিকা। ক্যাম্পের দৈনিক পত্রিকার কথায় একটা কথা মনে পড়লো, বলি—

একবার একটা ক্যাম্পে তিনটে পত্রিকা বেরিয়েছিল (অবশ্য ক্যাম্পটা হয়েছিল অনেকগুলি ট্রুপের একসঙ্গে) পত্রিকা ক'টির নাম,—ক্যাম্পবার্ত্তা, বাঁটলো আর ভীমের গদা। নাম দেখেই বুঝতে পারছো জিনিষটা কি রকম মজার! থাক আর বলবো না। পরের "হাতের কাজ" পড়লেই সব জানতে পারবে।

কাবেদের বৈঠক

[ম্যাও]

"কটিক" গত বছরে কাবেদের বইয়ে অনেক কিছুই বলেছেন তোমাদের। এ মাসের বৈঠকে আমরা গুড টার্ণ (good turn) সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কোরব। একটি কাবকে

একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম "তুমি কাব হয়েছ কেন?" সে আমায় উত্তর দিয়েছিল, "ভাল লাগে বলে।" আমি তাকে আবার প্রশ্ন করেছিলাম যে কি তার ভাল লাগে কাবিংএ। সে উত্তর দিয়েছিল দৌড়াদৌড়ি করতে, লাফাতে, চেঁচাতে, প্যাকের—নানা রকম খেলা খেলতে, কাগজের বাড়ী তৈরী করতে, ক্যাম্পে যেতে, নতুন নতুন জিনিষ আবিস্কার করে আকেলাকে বলতে, টিকিট জমাতে, গাছ পালা, পশু পাখীর বিষয় জান্তে আর জংলি নাচগুলো নাচতে। আর ভাল লাগে সব চেয়ে আকেলার কাছে গল্প শুনতে আর রোজ গুডটার্ণ করতে একটা করে।
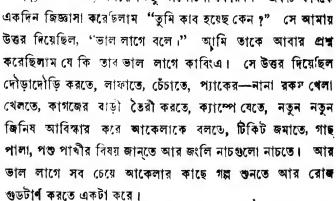
কিন্তু ভাবি সত্যিই কি পরের উপকার করে আনন্দ পাওয়া যায়? বোধ হয় যায়। কারণ এতে একটা তৃপ্তি পাওয়া যায় যে আমি কাব রোজ একটা করে ভাল কাজ করতেই হবে। সেণ্ট জর্জ্জের গল্প তোমরা জান নিশ্চয়—সেকালের নাইটদের কি সুন্দর জীবন ছিল বলত? সেণ্ট জর্জ্জের মতন রাক্ষস মারা রোজ সম্ভব না হলেও একটা লোক তেষ্টার সময় এক গেলাস জল চাইলে নিশ্চয়ই দিতে পারি। সে কালের নাইটরা শুধু শিশু আর স্ত্রীলোকদের উপকার করতেন, কিন্তু আমরা সকলেরই উপকার করব, কি ছেলে, কি বুড়ো।

সব চেয়ে মজা হচ্ছে, 'অন্যের উপকার' নিয়ে বেশী মাথা আমরা ঘামাইনা, কারণ আজ আমরা যেটাকে মনে করি "অন্যের উপকার করা" কাল সেটা মনে হয় কর্ত্তব্য।

এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা অন্যের উপকার করি তাকে কৃতার্থ করবার জন্য নয়, নিজে উপকৃত হব বলে।

তোমরা জানো কর্ণ ছিলেন মস্ত বীর ও দয়ালু। যে যা চাইত তিনি তাকে তাই দিতেন। একদিন এক ব্রাহ্মণ এসে তাঁর ছেলে বৃষকেতুকে খেতে চাইলেন। কর্ণ বাবা হয়েও ছেলেকে দিতে রাজী হয়েছিলেন আর বালক বৃষকেতুও হাসিমুখে বলেছিল, "ব্রাহ্মণ দেবতা, তাঁর তৃপ্তির জন্য যদি আমার দেহটা দরকার হয়, আমি নিজেকে ধন্য মনে কোর্‌ব।" এ রকম বড় দরের উপকার করবার সুযোগ হয় তো আমাদের নাও হতে পারে, কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে আমরা অনেকরকমে ভাল কাজ করতে পারি। বৃষকেতুকে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন ভগবান নিজে ব্রাহ্মণ সেজে। আমাদের ঘরের দরজায় ভগবান হয়তো একটা ভিখিরি সেজেও আসতে পারেন, কিন্তু আমরা কি তাঁকে ফিরিয়ে দেব? কখনই নয়।

তাই বলছিলাম কেউ যদি তোমায় একটা কাজ করতে বলে, না বোলো না যদি সম্ভব হয়। তোমরা বলবে কি ধরণের কাজ, কিন্তু কাজের কি আর অন্ত আছে? কেউ তোমায় একটা চিঠি ফেলতে দিলে সেটা ফেলে দেওয়া কিংবা কাছাকাছি কোথাও একটা জিনিষ ব'য়ে নিয়ে যাওয়া (যেমন পার্সেল), ট্রামে কিংবা বাসে ভীড়ের সময় নিজে উঠে দাঁড়িয়ে কাউকে জায়গা ছেড়ে দেওয়া, কাউকে রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া, বৃষ্টির দিনে বাড়ীতে কাউকে আশ্রয় দেওয়া ইত্যাদি হচ্ছে কাজের নমুনা।

কিছুর প্রত্যাশায় যদি আমরা উপকার করি কারুর, তাহলে সে উপকারের দাম যায় কমে। মনে কর তুমি কারুর parcel বয়ে দিলে কিংবা একটা ট্যাক্সি (Taxi) ডেকে দিলে কাউকে, তখন তিনি যদি তোমায় কোনও পুরস্কার দিতে চান তবে তুমি তাঁকে নমস্কার করে বলবে—"অনেক ধন্যবাদ, আমি উলফ কাব, উপকার করে আমি আনন্দ পাই, এর জন্য আমি কোন টাকা নিতে পারি না। আপনাকে যে একটু সাহায্য করতে পেরেছি তার জন্য আমি ধন্য।" সে ক্ষেত্রে তুমি যদি পয়সা কি অন্য কিছু নাও তাহলে সেটা আর good turn থাকে না, সেটা হয়ে যায় দোকানদারী—দোকান-দার যেমন তার জিনিষের জন্য দাম নেয়।

অনেকে আছে, একটা good turn করে সেটা সকলকে বলে বাহাদুরী নেয়—কিন্তু গুডটার্ণ করে কাউকে জানাতে হয় না।

যখন ইস্কুলে পড়তাম তখন একটি ছেলে পড়তো আমাদের সঙ্গে। তার নাম হচ্ছে "শান্তি,"। শান্তি একদিন ভবানীপুরে ট্রাম রাস্তায় একজন ভদ্রলোকের পকেট থেকে একগোছা দশটাকার নোট পড়ে যেতে দেখে, দূর থেকে দৌড়ে এসে কুড়িয়ে নেয়, ভদ্রলোক ততক্ষণে অনেকদূরে চলে গিয়েছিলেন। শান্তি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে খুঁজে ভদ্রলোককে বার করে, তাঁকে নোটের গোছা ফেরৎ দেয়, ভদ্রলোক

খুসী হয়ে তাকে একটি ঘড়ি পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন, শাস্তি তা নেয় নি। যদি কিছু পাবারই ইচ্ছে থাকত তাহলে সে কখনও টাকা ফিরিয়ে দিত না। এই হচ্ছে সত্যিকারের উপকার করা। চীফ স্কাউট তাঁর Wolf Cub's Hand bookএ একজায়গায় বলেছেন,—"একদিন আমার বন্ধু এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় একটা গুণ্ডা হঠাৎ এসে তাঁর পেটে সজোরে ঘুঁসি মেরে, তাঁর সোনার ঘড়ি কেড়ে নিয়ে দৌড় দিল। একটি বয়স্কাউট চোরটাকে পালাতে দেখে, একা তার পিছু নিল। সে চোরটাকে ধরতে পারে নি, কিন্তু ঘড়িটি ফিরে পেয়েছিল। ছেলেটিকে ওরকম ভাবে পিছু নিতে দেখে চোরটির ভয় হোল, পাছে সে চোরাইমাল শুদ্ধ ধরা পড়ে যায়, তাই সে পথের মাঝে ঘড়িটা ফেলে দিয়ে পালাল। স্কাউটটি ঘড়িটা কুড়িয়ে নিল, চোর ধরতে না পেরে সে ফিরে এসে আমার বন্ধুকে ঘড়িটা তো ফিরিয়ে দিলই, আবার একটা গাড়ী ডেকে তাঁকে পৌঁছেও দিল বাড়ীতে—ভদ্রলোক পেটে বড় আঘাত পেয়েছিলেন। ছেলেটি তার নিজের পরিচয় দেয় নি। আমার বন্ধু আমায় ছেলেটির খোঁজ করতে বলেছিলেন, আমি আজও ছেলেটিকে বের করতে পারিনি।"

এই রকমভাবেই স্কাউটরা পরোপকার করে, কাবেরাও। Good turn হচ্ছে ভাত খাওয়ার মতন একটা জিনিষ। কি স্কাউট কি কাব সকলেরই স্কার্ফের তলার দিকে একটা গেরো দেখা যায়, এটা বাঁধা শক্ত নয়। অনেকে ভাবেন ভাল দেখাবার জন্য গেরোটা বাঁধা হয়। গেরোটা বাঁধার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে গেরোটা বার বার ভাল কাজ করবার কথাই মনে করিয়ে দেয়—তাই গেরোটির নাম হচ্ছে "গুডটার্ণ নট।" একটি ভাল কাজ করলে গেরোটি খোলা হয় সেদিনকার মতন।

(সামনের মাসে আর এক দফা বেরুবে, পড়তে ভুলো না।)

— শ্রীবিনয় ঘোষ
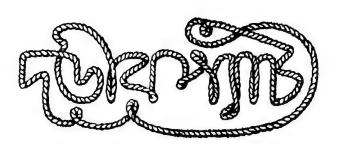
টিম্বার হিচ (Timber Hitch)—টেণ্ডারফুটে যে কয়টি গেরো বাঁধতে শিখতে হয়, তার ভিতর 'টিম্বার হিচ্' একটি। এটা ঠিক অন্য দড়ি বাঁধার মতন গেরো নয়। কোন শক্ত খুঁটিতে দড়ির একটা মুখ শুধু আটকে রাখবার জন্য "টিম্বার হিচ্" দরকার হয়। প্রথমে খুঁটিটার চারধারে দড়িটা একবার জড়িয়ে নিয়ে আসতে হবে। তারপর দড়ির একটা মুখ আরেক দিকটাকে জড়িয়ে এসে নিজের চারধারেই কতকগুলি পাকখাইয়ে দিতে হবে। তারপর টেনে শক্ত করে বসিয়ে দিলেই হবে। 'স্কোয়ার ল্যাশিং' (Square lashing) 'ডায়াগোনাল ল্যাশিং' (Diagonal lashing) প্রভৃতি আরম্ভ করবার সময় দড়ির একটা মুখ শক্ত করে রাখবার জন্য টিম্বার হিচ্ দরকার হয়।
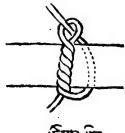
টিম্বার হিচ্

"টিম্বার হিচ্" ও "হাফ হিচ" বেঁধে শক্ত ও মোটা কোন জিনিষ, যেমন ধর গাছের গুঁড়ি, মোটা মোটা কাঠ ইত্যাদি টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। (হাফ হিচ্ কাকে বলে ছবিটি দেখলেই বুঝতে পারবে)

টিম্বার হিচ্ ও হাফ্ হিচ্
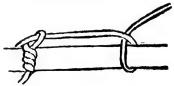
"ড্র হিচ্" (Draw Hitch)—এই গেরোটির মজা হচ্ছে দড়ির একটা দিক ধরে টানলেই গে'রোটি খুলে যাবে, কিন্তু অপর দিকটি টানলে কিছুতেই খুলবে না। সেই জন্যে তাড়া তাড়ি খুলে ফেলতে হলে এই গেরো বাঁধাই সুবিধা কিংবা হয়ত দড়ির একটা মুখ হাতের কাছে আছে অথচ গেরোটি হাতের নাগালের বাইরে, হাত দিয়ে খুলতে পারা যাবে না তখন "ড্র হিচ"ই সব চেয়ে সুবিধা যেমন ধর গাছ থেকে দড়ি বেয়ে নেমে এসে তারপর দড়িটা খুলে ফেলতে হবে, কিংবা হয়ত 'ট্রেসল্ ব্রীজ'

১ নং

(Trestle bridge) তৈয়ার করে 'ড্রু হিচ্' দিয়ে 'ট্রেস্‌ল্' দুটি গায় গায় ফেলে দিয়ে তারপর দড়ি খুলে নিতে হবে—তখন একটা মুখ ধরে টান্‌লেই গেরো খুলে যাবে।

২য় বাইট্
খ ক
২নং
ড্রু হিচ্

আচ্ছা, স্কাউট লাঠিটাতে কি করে বাঁধতে পারা যায় দেখা যাক্। প্রথমে ১নং ছবির মতন লাঠিটার পিছনে দড়িটাকে মুড়ে ধরতে হবে। তারপর দড়ির 'ক' মুখটিকেও মুড়ে ('লুপ' কিংবা 'বাইট' (bight) করে) 'বাইটে'র ভিতরে চালিয়ে দিতে হবে (২নং ছবি)। 'খ' মুখটি তখন টানলেই ওপরের দড়িগুলি শক্ত হয়ে বসে যাবে। এবারে 'খ' মুখটিকে মুড়ে ওপরে দ্বিতীয় যে 'বাইট'টি হল, লাঠির সাম্‌নে দিয়ে গিয়ে তার ভিতর যাবে (৩নং ছবি)। তখন 'ক' মুখটি ধরে টানলে ওপরের দড়িগুলি আবার শক্ত হয়ে বসে যাবে। তা'হলেই শেষ,—'খ' মুখটি হ'ল আল্‌গা মুখ। ঐটা ধরে টান্‌লেই সমস্ত গেরো খুলে যাবে কিন্তু 'ক' মুখটি ধরে হাজার টানাটানি করলেও গেরো কিছুতে খুল্‌বে না।

৩নং
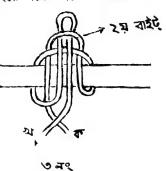
Boy Scouts International Bureau.

25, Buckingham Palace Road,
London. S. W. 1.

May 22, 1933.

Circular No. 14 of 1933.

My dear Colleague,

I am requested by the Boy Scouts of America to inform you that

EUGENE C. RESSENCOURT.

of Chicago, Illinois, who was formerly an American Scout, is travelling round the world and that most unfavourable reports have been received respecting him. He was last seen at Samoa and was deported from there.

Ressencourt is not now a member of the Boy Scouts of America and no recognition or assistance whatever should be given to him.

Believe me,
Yours sincerely,
Sd/-Hubert Martin.
DIRECTOR.

The Secret of Baden Powell.

A humorist has written in his memoirs ; ' When I was a child I wanted to run. I was told, ' You'll fall.' I wanted to climb trees. I was told, 'Don't climb, you will make your trousers dirty.' I wanted to fish for tadpoles. I was prevented from doing this by people saying, 'It is disgusting.' When I felt that I must cry, I was told, 'You will burst our ears.' When I threw stones I was stopped. 'A well-behaved boy does not do that.' If I took a tool from the tool-box, I was told, 'Put it down, you will hurt yourself.' So many times and so well was I told that I thought in order to be a real boy I should have to begin by being a little girl."

Why is it, then, that for so long a time moral education has heen entirely of a repressive and prohibitory nature ? Why do so many of those youthful and delightful characteristic to which every normal boy wants to give expression, why do they remain worthless to a boy because independent and spontaneous expression of youth is forbidden him ?

Undoubtedly it is because certain of their manifestations offend or disgust the grown-ups. Also because parents and those responsible for the bringing up of children know quite well that not every childish desire can be encouraged. The reaction against this method which denied everything was the greater extent of liberty demanded for the child and youth, and a kind of glorifed worship of being just natural. "Nothing should be forbidden," we have heard stated , every thing a child wants to do well, he should be allowed to do it, That is what he will term liberty. The grown-up should disappear entirely from the child's horizon."

The Scout method takes a middle course between the pessimism of certain learned people who aver that everything that a child does naturally is bad, and they say it is a question of "breaking his will," and the optimism of Roussian, who was the source and inspiration of an untrammelled education a method which has lately been justified by some educationalists.

At the very foundation of the Scout System there are some fundamental ideas which are worthy of notice and careful thought by every parent, whether or not they have children attached to the Boy Scout Movement.

(1) Actions, good or bad, of the child, are a means made use of by his personality in order to satisfy some inclinations which are very often neither good nor bad, **but are just necessary to his development.**

(2) To say that one must forbid some action just because it is "bad" (and this, however, often means ' unbearable" to grown ups) is to allow his natural inclinations to be made no use of, which, to all appearances, **means the abandoning of some possible way of enriching the mind and sometimes even causing dangerous and painful repression.**

(3) In order to form character in a child, one must make use of his own natural inclinations by suggesting to him some good and useful actions **before** some accident or example has been able to make him find gratification in bad and mischievous conduct.

(4) The most effectual way of correcting in a child an objectionable habit or a weakness in his character is to substitute for the action one reproves a useful action carried out just as naturally, thanks to the interest he takes in doing something fresh, and which will give equal or even greater pleasure to him.

In its unexpected form of a geometric theorem, this last statement hides a practice which savours neither of pedantry nor mechansim—a practice, on the contrary, which has its origin in a close proximity with the life of the youth : it is the method of Baden Powell, the founder of "Scouting."

An example will assist in making one understand in what way the method of the Scouts plays its part.

Example :—A boy throws some stones at a street lamp. The 'Repressionist' says, "To destroy street lamps is very naughty, and because of this society is annoyed and must retaliate"—prosecution, punishment etc., sometimes by hauling the youth before the magistrate at the Juvenile Court. (One does not wish to say that the community is wrong in protecting itself, but has its method any education value ?)

The "incentive" says, "The boy had not the least desire to do anything wicked' ; what he did wish was, 'to throw stones at something which attracted him,' or, to be nearer the mark, 'he wished to try and exercise his skill."

The Chief Scout : "This boy shows a wish to exercise his skill : that is splendid. We must see that he avoids doing anything silly, but at the same time we must be very careful not to allow this desire to do something to become stifled and so lose the educational possibilities it suggests. We must suggest that he does something else instead."

Scout Activity :—"Make this boy play a ball game, and so his inclination to do something finds an outlet in an exercise which is orderly, organised, polite, useful, etc., etc."

This example is small, intentionally so, but it is just the same in the most complicated cases that give rise to the desire of youth to "Kick over the traces."

Boys are curious. That fact can lead them to being rash. Scouting leads them on to make collections of and researches into natural history.

They love adventures. There is danger in questionable reading, absurd tricks and wild pranks. Scouting offers them the great game of imagining they are explorers.

There is a desire to form themselves into gangs, and the influence of the whole opinion of the gang on each of its members is disquieting, because from it arises the suggestiveness of youth. Scouting will organise the gang for them (the patrol) and will draw up for it a very full programme of activities, so that there will be no need to attempt to do anything else.

The tendency to admire (or to imitate) a friend who is older, or the hero of one's dreams, is great, and can lead to some grievous indiscretions.

Scouting presents as a friend the "Chief," and for a hero the "Knight." Boys long to play tricks. Well, suggest to them to "do a good turn every day" —that is to say, to play tricks on people by means of good turns.

Youth is particularly attracted by what is romantic, by secret signs, passwords, conventional languages and alphabets, weird traditions: they are capable of a wonderful loyalty to a brotherhood. This can be recognised by a brotherhood of young offenders.

Thus the Scout Movement has created for them the "Brotherhood of Scouts."

There are salutes, tests to undergo, oaths of honour, uniform badges and, above all, the "Scout Law," which is, as we moderns understand it, "the code of the Knight."

Perhaps from experience it is discovered that the same propensity when left to itself, has made a gang of stray sheep or of lawless young people, but with a preconcieved plan and with an ideal before it can be the most powerful means in forming character.

This ideal is the creation of Baden Powell (or, as Pierre Bovet says, "his genius"), not to have wondered at everything there is about the boy, but to have recognised his whole-hearted desire for many of the good things of life, that he forgets those that are not so good and loses his relish for the bad ones.*

J. Guerin Desjardins.

Notes & News

The 25th Anniversary of the Boy Scouts: 1933 is the 25th Anniversary of the Boy Scout movement, there will be reunions of many of the troops which were started when "scouting for Boys" first appeared in 1908 and in addition a commemorative camp fire shelter has been erected at Gilwell Park.

Mr. John Buchan: Mr. John Buchan M. P. is the Lord High commissioner to the General Assembly of the church of Scotland. It is interesting to read what he had said to the scouts of the South Midlothian Boy Scouts in their 1933 Rally. "I think," he said, "Boy Scouts almost is the most hopeful movement of our time. It is the most wholesome counteractive to the dullness of life in a great industrial country. It provides the code of wise ideals which, if followed will produce the best kind of citizens. Above all it has in it that touch of romance, without which youth and indeed life itself would be a dismal business. It is an education for business. It is an education for citizenship; and it is an education in the art of extracting happiness and profit from life".

* From the "Jamboree."

Mr. J. S. Wilson's Visit to India : Mr. J. S. Wilson, camp chief Scout Training centre, Gilwell Park, London is expeated to visit India during the cold weather of 1933 arriving Bombay on or about the 10th of November. He will Four round India visiting the important Provincial and State Headquarters. Bengal is prowed of the fact that Mr. Wilson is one of the pioneers of Scout movement in the province and in calcutta. (Gen. Headquarters notice No. 93.

All India Training Camps : During the visit of Mr. Wilson it is proposed to run three All India Training camps for Scouters, one in connection with cub work, one in connection with Scout work and the third in connection with Rover work. The place & provisional dates will be notified later on. (Gen. Headquarters notice No. 93.)

Display by Malda troops and packs :—On the 26th of May the cubs & scouts of the Malda Association put up a display at the A. C. Institution premisses In the abseence of Mr. J. N. Talukdar I. C. S. Rai Bahadur Panchanan Majumder was the president on the occasion. An interesting programme was followed which included scout games, fireman's liftrecitations and dances etc which were all very much appreciated by those present there.

The following Rover crews of Calcutta held their week end outings :—

6th/II Cal. Rover crew—at Port canning near Dimond Harbour.

1st/III Cal. Rover Crew—at Dhakuria by the Lake on 3rd June. Their Dist. Commissioner was pleased to meet them one day and speak to them on Rovering.

1st/III Cal. Troop—Six scouts of the 1st/III Cal. troop went out to Khardale on a week-end. They took shelter at the residence of the Bengali poet Mr. Kanti ch. Ghose,—a beautifule bungalow by the river Ganges. The poet was pleased to entertain the scouts and his hospitality was very inviting.

Scout show by the Anglo Guzarati School troop & pack.—The Scouts and Cubs of the Anglo Guzrati School, Calcutta, put up a display of scout stunts on this 10th & 11th of June 1933 at theri Headquarters in Pollock Street. There was an exhibition of handicrafts also. The function on both the days proved a tremendous success and the group had been able to raise a decent sum for their group fund. (First Cal. News sheet)

Cub Matsers Camp :—The Cubmasters Training Camp was held from 23rd to 27th June 1933. Due to the inclement weather the camp was held at St. Andrews Hostel, 32/6, Beadon street Calcutta. There were altogether 42 in camp fairly distributed in all the districts of Bengal.

Scout Masters Camp :—The next training Camp for Scoutmasters will be held in next October. Applications for it should be made to the Provincial Secretary, Boy Scouts Association. 5, Govt. Place, North, Calcutta.

Scouters' Club, Calcutta : A meeting of the Scouters' club was held on the 18th of June 1933 at the second Cal. Assn. Headquarters. The scouters entertained Mr. A. M. J. Ahmed who proceeded to Hungary to join the world Jamboree at Godollo innext August. The afternoon was spent delightfully with Mr. N. N. Bhose in the clair. A very interesting programme was followed which included the flute band that the several scouts of second Calcutta have formed.

Javanese Tourists :—Four Javanese tourists, a scoutmaster, a scout and two guides of the National Scouts Association, Java are touring round the world on Cycle and they arrived at Calcutta in the third week of June. They were received by the Scouters Club at its meeting held on the 18th June 1933.

Fourth Boy Scouts World Jamboree.

Budapest, Godollo, 1933.

We are pleased to announce that Mr. A. M. T. Ahmed left Calcutta on Sunday the 9th July 1933 enroute to Godollo in Hungary. It is understood that there will be a preliminary camp of the Indian contingent at Bombay and the steamer that takes them to Marsellies left Bombay on the 13th of July, 1933.

His Excellency the Chief Scout for Bengal has been pleased to send the following letter to the Jamboree Camp Chief through Mr. Ahmed.

* * * *

Government House,
Calcutta, 4th July, 1933.

Dear Chief,

As Chief Scout for Bengal I wish the World Jamboree at Godollo every success. May this great gathering of scouts strengthen the bond of International Good-Will and help to establish the Spirit of Brotherhood the world over.

Yours sincerely,
Sd/- John Anderson
Chief Scout for Bengal.

To
The Camp Chief,
Jamboree Camp,
Godollo, Budapest.

দশম বর্ষ]　　ভাদ্র—১৩৪০　　[তৃতীয় সংখ্যা

যাত্রী

——শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়

ওগো যাত্রী বন্ধু মোর, ওগো মুশাফির,
তোমার বিপুল সঙ্ঘে
সঙ্গী করি লহ তুমি বীর।
আজি মোর জাগাও বিবেক
তোমার মোহন মন্ত্রে কর মোর যোগ্য অভিষেক।

ক্ষুধাক্লান্ত শ্রান্ত দেহে নাহি ছিলো আশা,
জীর্ণ ম্লান শুষ্ক মুখে
বদ্ধ ছিলো বুভুক্ষিত ভাষা,
কেহ মোর করেনি সম্মান,
শ্রদ্ধাহীন উপেক্ষায় করে গেছে লক্ষ অপমান!
অতর্কিতে স্পর্শে তব চিনেছি আপনা,
তুমিই দিয়েছ মোরে শান্তির প্রলেপ সাথে অপূর্ব্ব সান্ত্বনা!

সঙ্গীত মূর্চ্ছনা তব জাগালো বিস্ময়,
প্রীতির স্বর্গীয় তানে,
পূর্ণ করি সুর তান লয়,

ডেকে নিলো বঞ্চিত মানবে,
পরাণের পুণ্যপীঠে আলিঙ্গন মিলনআহবে,
উদ্‌গ্রীব শ্রবণে তার পেয়েছি সন্ধান,
অকুণ্ঠ আনন্দ পথে আজি মোর শুভ অভিযান।

নাহি আর বাধা বন্ধ ভেদের প্রাকার,
মুক্তি তীর্থ পুণ্য স্নানে,
সুপ্ত আত্মা জেগেছে আমার।
খুলিয়াছে জ্ঞানের নয়ন,
বিশ্বসেবার ধর্ম্মে কর্ম্মযোগ করিতে সাধন,
যে দীক্ষা দিয়েছো তুমি, হে বন্ধু আমার,
অটল প্রতিজ্ঞা রূপে মর্ম্মে মোর থাক্ অনিবার।

সর্প-রহস্য

[ক্লারেন্স মিলি]

(গত মাসের পর)

'না না আমি আপনাকে ওসব করতে বলছি না, কোর্টের কোন হাঙ্গামার মধ্যে আমি যেতে রাজী নই। কোর্টের সাহায্য না নিয়েই, বোধ হয় কাজ হাঁসিল করা যাবে।"

মিঃ রাগলস্ বলিলেন 'তা'হলে তো কোন ভাবনাই নেই তা আপনার নামটা জানতে পারি কি ?"

"আপনি আমায় মিলার বলে ডাকতে পারেন।"

"আপনার নাম কি মিলার ?"

"হাঁ, আচ্ছা মিলার নামটা বেশ সুন্দর ? না ! আপনি কি বলেন ?"

"বেশ, মিঃ মিলার আপনি এ হীরেগুলি কোথায় পেলেন ?"

রাগলস এর এই প্রশ্নে আগন্তুক একটু ভড়কাইয়া গেলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন "তাতে আপনার দরকার কি ? আমি তাকে হীরে দিয়েছি, তাকে চুক্তিবদ্ধ করে। সে যদি তা অস্বীকার না করে, তবে সে আমার প্রাপ্য দিতে বাধ্য। এর বেশী কিছু জানবার দরকার নেই আপনার।"

"কিন্তু মনে করুন এডেলেড যদি খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করে, তবে কি বোলব ?"

"সে নিশ্চয়ই সে সব কথা তুলবে না। আচ্ছা, আপনি কাগজে বার্কের মৃত্যু-সংবাদ শুনেছেন বোধ হয় ?"

মিঃ রাগলস মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন।

"আপনি তার কাছে শুধু বার্কের নাম বলবেন, তাহলেই দেখবেন সে সোজাসুজি সব কথা বলবে।"

"আপনি কি মনে করেন বার্কের মৃত্যুর সঙ্গে এই ভদ্র মহিলার কোন সম্বন্ধ আছে ?"

"আমি কিছুই মনে করি না। আপনাকে যা বললাম সেই অনুসারে কাজ করলে দেখবেন টাকা আদায় সহজ হবে।"

মক্কেলটি চলিয়া গেলে, সেই অদ্ভুত মহিলাটির সহিত সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিবার পূর্ব্বে, তিনি বন্ধু রেমণ্ডের কাছে এই অদ্ভুত মক্কেলের কথা বিস্তারিত ভাবে বলা শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। বন্ধু গোয়েন্দা রেমণ্ডের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি এডেলেডকে দুইদিন পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চিঠি লিখিলেন।

চার

নির্দ্দিষ্ট দিনে, যথাসময়ে এক ভদ্রমহিলা রাগলসের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মনে হয় বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হইবে এবং কালে যে তিনি সুন্দরী ছিলেন তা এখনও বোঝা যায় তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও মুখের লাবণ্য হইতে।

"আপনি কি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন ?"

রাগলসের কাণে যেন একটি ম্যাণ্ডোলিনের গম্ভীর ও গীটারের করুণ স্বর ভাসিয়া আসিল। এরূপ গভীর ও মিষ্ট কণ্ঠস্বর পূর্ব্বে রাগলস শোনেন নাই, কহিলেন—

"বসুন দয়া করে, যদি কিছু মনে না করেন।"

তিনি আসন গ্রহণ করিয়া প্রশ্নের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

"আচ্ছা আপনি কি মিঃ মিলার নামে কাউকে জানেন ?"

"আপনি কার কথা বলছেন বুঝেছি।"

"সে কি আপনার কাছে বিক্রয়ের জন্য কোন হীরে জহরৎ দিয়েছিল ?"

তিনি উত্তর না দিয়া বসিয়া রহিলেন।

"মিঃ মিলার হীরে কয়টি উদ্ধারের জন্য আমার উপর ভার দিয়েছেন।"

"আমার কাছে তার হীরে নেই।"

"তা হ'লে তার বদলি টাকা দিন।"

"আমার কাছে হীরেও নেই, টাকাও নেই। সে কথা তো আমি তাকে কম করে দশবার বলেছি। আপনি কি জানেন যে হীরেগুলি চোরাই মাল ?"

"আমিও ভেবেছিলাম তাই—কিন্তু বর্ত্তমানে আমি জানতে চাই যে সেগুলি আবার চুরি হয়েছে কি না।"

ক্রোধে অপমানে ভদ্রমহিলার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল, কাঁপিতে কাঁপিতে

বলিলেন, "যা খুসী বল্‌তে পারেন আপনি। মোট কথা হীরেগুলি হারিয়ে গেছে, সেগুলো কোথায় তা আমি জানি না।"

"কি করে হারাল সেগুলো ?"

"এর বেশী উত্তর দিতে আমি নারাজ। মিলার যদি চায়, তো কোর্টের সাহায্য নিয়ে যা খুসী করতে পারে আমার বিরুদ্ধে, তাতে আমার যায় আসে না।"

ভদ্রমহিলা দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে রাগলস্ ডাকিলেন "রেমণ্ড" ! ডাকিবামাত্রই রেমণ্ড আসিয়া দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইলেন। ভদ্রমহিলা বাধা পাইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, একেবারেই নাবালক দেখছি, আচ্ছা আপনাদের সাজান খেলার শেষ কতদূরে দেখা যাক্। আপনাদের ভদ্রতা আর স্পর্দ্ধা দেখে অবাক হয়ে যাই। একজন ভদ্রমহিলাকে বাড়ীর মধ্যে অবরুদ্ধ করাটা যাদের কাছে নীতিবিরুদ্ধ নয়, তারা আবার আইনের বাহাদুরী দেখায়, তারাই আবার ন্যায়-বিচারক! পথ ছেড়ে দিন ভাল চান তো।"

রেমণ্ড তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া ডাকিলেন, "মিস্ কলিন্‌স্, একটু এদিকে এসে দেখুন তো এ ভদ্রমহিলাকে সনাক্ত করতে পারেন কি না।" রেমণ্ডের কাঁধের পিছনে মিস কলিন্‌স্‌কে দেখা গেল, তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"হাঁ, ইনিই তিনি। এঁর কণ্ঠস্বর আমি জীবনেও ভুল্‌তে পারবো না। এঁর কণ্ঠস্বরই আমি টেলিফোনে শুনেছিলাম।

এডেলেড বলিলেন—"কৈ, এ তরুণীটাকে তো আমি জীবনেও দেখিনি।"

রাগলস বলিলেন, "আসুন আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই। এঁর নাম মিস্ কলিন্‌স্, ইনি স্বর্গগত মিঃ বার্কের ষ্টেনোগ্রাফার ছিলেন।"

"বার্ক" এই কথাটির উচ্চারণ যাদুমন্ত্রের ন্যায় কাজ করিল। ভদ্রমহিলার অভিনীত গাম্ভীর্য্যের মুখোস খসিয়া পড়িল। তাঁহার মনের প্রকৃত ছবিটি প্রকাশিত হইল। তিনি ধপ করিয়া একটি কেদারায় বসিয়া পড়িলেন। দৃষ্টিতে তাঁর ফুটিয়া উঠিল একটি হতাশার ছবি, ভীতিবহুল চক্ষে তিনি কক্ষস্থিত সকলের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তারপর নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—"আপনারা কি চান আমার কাছ থেকে ?"

রেমণ্ড গম্ভীরভাবে বলিলেন—"চাই খাঁটি সত্য কথা। আপনি কি এই হীরেগুলি মিঃ বার্কের কাছে বিক্রয়ের জন্য নেন নি ? বার্ক কি আপনার মাল গ্রহণের একজন বড় খরিদ্দার ছিলেন না ?"

সেই ভাবেই ভদ্রমহিলা বলিলেন—"হাঁ"।

"আপনি বিক্রয়ের জন্য কি কি নিয়ে গিয়েছিলেন, আমি তার একটা বিবরণ চাই।"

"তিনটে আংটি, একটা রুবি, তিনটে হীরে, একগুচ্ছ ওপাল, মুক্তো আর হীরে বসান একটি ব্রেসলেট, স্যাফায়ার ও হীরকখচিত একটি গলার হার ও একটি হীরার পেনডেণ্ট।"

"আপনি মিঃ বার্কের সঙ্গে সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করেছিলেন এবং মিঃ বার্ক তাঁর কথা রেখেছিলেন। তারপর কি হোল ?"

ভদ্রমহিলা হঠাৎ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাতরস্বরে কাঁদিয়া ফেলিলেন—যেন সহসা ভয়ানক ভয় পাইয়াছেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"আমি জানি না। ভগবান সাক্ষী আছেন আমি জানি না।"

রেমণ্ড একটু নরমভাবে বলিলেন—"অত অস্থির হবেন না, আপনি কি দেখেছেন তাই বলুন।"

ভদ্রমহিলা নিজেকে একটু সামলাইয়া বলিলেন—"এ কথা আমি সেদিন রাত্রেই বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু কেউ আমায় বিশ্বাস কোরত না। তাঁর মৃত্যুতে আমার কিছুমাত্র হাত নেই। আমি- আমি তাঁর একটি কেশাগ্রও স্পর্শ করি নাই। মিঃ বার্ক আমার অনেক উপকার করেছেন বন্ধুভাবে, এজন্য, আমি তাঁকে সন্তানের মত স্নেহ করিতাম। তাঁ'র মৃত্যুর পর এ কয়দিন আমি শয্যাশায়ী ছিলাম।

রেমণ্ড বলিলেন—"সে বাড়ী পদার্পণ করার পর যা যা হয়েছিল, যা দেখেছিলেন বলুন।"

"আমি সেখানে ঠিক ১১টার সময় গিয়েছিলাম। সম্মুখদ্বার খোলা ছিল। আমি বসবার ঘরে গেলাম। ঘরের কোণে তখন আগুন জলছিল, জানালার প্রত্যেকটি খড়্‌খড়ি বন্ধ ছিল, ঘরে আলো জ্বালা ছিল। আমি ভেবেছিলাম যে বার্ক আগেই এসেছিল, কোথায় গেছে হয় ত দু এক মিনিটের জন্য। আমি আসার দু' এক মুহূর্ত্ত পরেই বার্ক ঘরে ঢুকলেন, আমাকে দেখে একটু আশ্চয্য হয়ে তিনি বল্‌লেন—"কি আশ্চর্য্য তুমি এখানে ? ঢুকলে কি করে ?" আমি বল্‌লাম—"দরজা তো খোলাই ছিল।"

কিছুক্ষণ চুপ করে বার্ক বল্‌লেন, "কি এনেছ দেখি।" আমি পাথরগুলি তাঁর হাতে দিলাম, তিনি সেগুলিকে নিয়ে আমার মুখোমুখি একটি চেয়ারে বসলেন—ঠিক পর্দ্দাটার সামনে। রিডিংল্যাম্পের তীব্র আলোকে তিনি একটি আতস কাঁচ দিয়ে পাকা জহুরীর মতন রত্নগুলিকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর যেন কিছু—একটা কিছু যা আমি জানি না...

তিনি বলিতে বলিতে আবার অভিভূত হইয়া পড়িলেন, মুখে তার ভয় ও আতঙ্কের ভাব দেখা গেল। তিনি দুহাতে মুখ ঢাকিয়া সোফাতে বসিয়া রহিলেন, কোন কথা কহিলেন না।*

[ক্রমশঃ]

---

* শ্রীঅমিয়কুমার রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক অনূদিত।

কাবেদের বৈঠক

[ম্যাঙ্]

আকেলার কথা মেনে চলব কেন?

"মুগলির কথা"য় তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ, কি রকম করে একদল নেকড়ে আকেলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে সাজা পেয়েছিল। মুগলি একদিন বালুর কথা অমান্য করে গিয়েছিল বাঁদরদের সঙ্গে মিশতে, তার জন্য তাকে অনুতাপও করতে হয়েছিল শেষে; যাদের সে অমান্য করেছিল, সেই বাঘেরা আর বালুইতো শেষ পর্য্যন্ত মুগলিকে উদ্ধার করল। জঙ্গলে কাবেরা যেমন আকেলার বাধ্য আমরাও আমাদের আকেলার বাধ্য হব।

আমরা মানুষ হয়েও বাচ্ছা নেকড়ে। এখন কথা হচ্ছে আকেলার কথা আমরা কেন মেনে চল্‌ব। প্রথমতঃ দেখ প্যাকের আকেলা, বালু বা বাঘেরা এত পরিশ্রম করছেন তোমাদের জন্য—এর জন্য তাঁরা পয়সা পান না। তোমাদের মঙ্গলের জন্য তাঁরা এ পবিত্র ব্রত গ্রহণ করেছেন। সত্যিই তাঁরা তোমাদের কত ভালবাসেন ভেবে দেখ। তাঁরা এত পরিশ্রম করছেন তোমাদের একটু আনন্দ দেবার জন্য, তোমাদের ভবিষ্যতে ভাল স্কাউট করে তোলবার জন্য—তার বদলে তাঁরা কিছুই চান না তোমাদের কাছে, চান শুধু বাধ্যতা। আকেলা তোমাদের বন্ধু—বাবা মা তোমাদের জন্য যেমন ভাবেন, তাঁরও তেমনি তোমাদের জন্য ভাবনার অন্ত নেই। তোমাদের আনন্দ দেবার জন্য আকেলা কতই না নতুন নতুন খেলা বার করেন বুদ্ধি খাটিয়ে, কত সুন্দর সুন্দর গল্প বলেন, কত জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যান, কত নতুন জিনিষ শেখান। ক্যাম্পে যখন থাক, তখন আকেলা সকলকে কত যত্ন করে স্নান করান, খাওয়ান, তা যারা ক্যাম্পে গিয়েছ তারা জান।

আকেলা তোমাদের জন্য এত করেন, তোমাদের ভালবাসেন বলে—তোমাদের ভালবেসে তিনি তৃপ্তি পান—আনন্দ পান। তোমরা কি তাঁকে সে আনন্দটুকু দেবে না? তোমরা যদি অবাধ্য হও আকেলা দুঃখ পান মনে। তিনি যেমন তোমাদের সুখী করেন, তোমাদেরও চেষ্টা করা উচিত তাঁকে সুখী করতে—সেটুকু তোমরা পার তাঁর কথা মেনে চলে। তোমরা যদি লক্ষ্মী ছেলের মত বাধ্য হয়ে তাঁর কাজের সহায়তা কর, তবে তাঁর কাজে অনেক সুবিধে হয়, তিনি আরও বেশী করে তোমাদের আনন্দ দিতে পারেন। তোমরা যদি গোলমাল কর, তাহলে গোলমাল থামাতেই আকেলার সময় যায় অনেক, কাজেই বেশী খেলাবার সময় থাকে না।

অনেক সময় তোমরা খামাখা আকেলাকে বিরক্ত কর। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে আকেলার কাছে নালিশ না করে, যাতে ঝগড়া না হয় এমনিভাবে যদি তোমরা চল তবে কত সুবিধা হয় আকেলার, আর তোমাদের মধ্যেও একটা মধুর ভালবাসার সম্বন্ধ থাকে।

তোমরা জান যে তিনবার প্যাক প্যাক প্যাক বলে ডাকলে, এক সঙ্গে "প্যা—্যা—্যা—ক" বলে বৃহৎ মণ্ডলী করতে হয়। জানা সত্ত্বেও তোমাদের "প্যা—্যা—ক" বলা এক সঙ্গে হয় না অনেক সময়, কেউ আগে বল, কেউ পরে বল। সকলে এক সঙ্গে "প্যাক" বলে ছুটে এসে হাত ধরে 'ব্রাউনটিপ' যেমন বলেছিলেন, তেমনিভাবে গোল হয়ে দাঁড়াবে*। তারপর গ্রাণ্ড হাউল। গ্র্যাণ্ড হাউলটা খুব ভাল ভাবে করা চাই, কারণ গ্র্যাণ্ড হাউলের মধ্য দিয়ে তুমি আকেলাকে বলছ যে তুমি তোমার প্রতিজ্ঞানুযায়ী কাজ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। প্রতিজ্ঞা একটা পবিত্র জিনিষ, সুতরাং গ্রাণ্ড হাউলও পবিত্র তাই এটাকে করতে হবে সমস্বরে প্রাণের ভিতর থেকে, যাতে তোমাদের এ প্রতিজ্ঞার প্রতিধ্বনি শুনে আকেলার প্রাণের স্পন্দন বেড়ে যায় আনন্দে—আর সেটা গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত সবার বড় মহান আকেলার আসনকে টলিয়ে দেয়।

এবার এরপর যেদিন প্যাকের খেলা থাকবে, গ্রাণ্ড হাউলটা ভাল করা চাই কিন্তু একসঙ্গে, তাতেই বোঝা যাবে তোমরা আকেলাকে কতটা ভালবাস ও ভক্তি কর।

(সামনের মাসে আর এক দফা)

এ মাসের জঙ্গলি আইন

["কাবেরা নিজেদের খেয়ালে কিছু করে না।"]

---

* গত বছরের চৈত্র মাসের 'যাত্রী'তে "ব্রাউনটিপ" লিখিত "সামান্য বিষয়ে তৎপরতা" দ্রষ্টব্য।

পুরীর পথে

—— শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

গাড়ী যখন 'মাঞ্চেশ্বর' ষ্টেসন ছাড়াইল, তখন বুঝিলাম, যে ভুবনেশ্বরে ত্রিভুবনেশ্বর "ভুবনেশ্বর" মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন, তাহা সন্নিকটবর্ত্তী। মিনিট দুই'এর মধ্যেই গাড়ী থামিয়া গেল—ভাঙ্গা গলায় শুনিলাম, 'ভুবনেশ্বর'। তাড়াতাড়ি platformএ নামিয়া পড়িয়া, জেনানা কম্পার্টমেণ্ট হইতে জেনানা, বিছানা ইত্যাদি নামাইয়া ফেলিলাম। কুলি একটাও দেখিলাম না, সুতরাং নিজেকেই সমস্ত জিনিষ নামাইতে হইল। এই সময় কলিকাতার Electric Supply Corporationএর একজন Inspector বাবু আমাকে খুবই সাহায্য করিলেন—তিনিও এখানেই নামিলেন। রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে চারটা। বেশ শীত পড়িয়াছে। সুতরাং গায়ে র‍্যাপার ও মাথায় রুমাল জড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, কুলি না পাইলে platformএর বাহিরে জিনিষগুলি লইয়া যাইব কিরূপে। যাহা হউক ট্রেণ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে একটি কুলি আসিয়া ঠেলাগাড়ীতে মালগুলি লইয়া platformএর বাহিরে আনিল। দেখিলাম, অনেক গরুর গাড়ী সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমরা একখানা দখল করিলাম ও কম্বল বাহির করিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া নগ্নদেহ গাড়োয়ানকে সত্বর রওনা হইতে হুকুম করিয়া দিলাম।

এই স্থানে গাড়ীর একটু বর্ণনার প্রয়োজন মনে করি। গাড়ীতে ২।১ খানা কাঠের তক্তা ছাড়া উপরের প্রায় সমস্তভাগই বাঁশের। ছই খুবই অপরিসর ও বাঁশ এবং শুকনা পাতায় তৈয়ারী। উহার পিছনদিকে একটা ঢাকনা বাঁধা—তাহাও শুষ্ক তালপত্রের। কাঠের চাকা দুইটা গাড়ীর কলেবরের তুলনায় ও আমাদের দেশের গাড়ীর হিসাবে অসম্ভব রকমের বড় এবং লোহার 'বেড়' দেওয়া। গরুগুলি সাধারণতঃ ক্ষুদ্রকায় ও শান্ত প্রকৃতি, কিন্তু গাড়ী টানিবার সময় উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে সমর্থ।

কিয়দ্দূর গাড়ী চলিলে পর, উষা দেবী কুয়াসার ঘোমটা ফেলিয়া দিলেন অমনি তাহার হাসিতে চারিদিকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দেখিলাম, একস্থানে কতকগুলি লোক রাস্তার ধারে জমা হইয়া আছে। মনে বড় ভয় হইল ডাকাত নয়ত? সর্ব্বস্ব অপহরণ

করিবার জন্যই হয়ত বা অপেক্ষা করিতেছে। যাহা হউক, নিকটে যাইয়া দেখিলাম পাণ্ডার দল যাত্রীর জন্য কুয়াশার মধ্যে ষ্টেসনে না যাইয়া পথিমধ্যে অপেক্ষা করিতেছে। নিকটে যাইতেই "মহাশয়ের নাম?" "বাড়ী কোথায়?" "কোন গ্রামে?" "ঐ গ্রামের অমুককে চেনেন?" "তার পিতা অমুক, পিতামহ অমুক, প্রপিতামহ অমুক, বৃদ্ধ প্রপিতামহ অমুক," ইত্যাদি বাক্য-স্রোত চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহাদের সকলেই শিকার অন্বেষণে একসঙ্গে ব্যস্ত। যাহা হউক তাহাদের কোলাহলের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গাড়ী অগ্রসর হইতে লাগিল। আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তাদের মধ্যে নিরীহ, বাচালতায় বিমুখ অথচ কর্ম্মঠ এক যুবককে পাণ্ডা ঠিক করিয়া ফেলিলাম। পরে বুঝিতে পারিয়াছি, আমার এই মনোনয়ন অতি সুন্দর হইয়াছিল। যাহাহউক, এই মনোনয়নের পর তাহাদের কোলাহল প্রশমিত হইল এবং অবশিষ্ট পথ নির্ব্বিঘ্নে পার্শ্বস্থ উচ্চনীচ পার্ব্বত্য মাঠের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অতিক্রম করিলাম।

ভুবনেশ্বর ষ্টেসন হইতে ভুবনেশ্বর proper প্রায় একক্রোশ পথ। এটা একটা গ্রাম হইলেও, যেখান হইতে ইহার সহুরে ভাব আরম্ভ হইয়াছে সেখানে আসিয়াই দেখিলাম 'স্বাস্থ্যনিবাস' (Sanitarium) অট্টালিকা দ্বাররক্ষীর ন্যায় রক্ষিত। শুনিলাম ইহা নামেই কেবল Sanitarium, কার্য্যতঃ নয়! আর একটু অগ্রসর হইয়া, একটা পুলের উপর দিয়া, পার্ব্বত্য ঝরণার একটা ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ অতিক্রম করিয়া মোড় ঘুরিতেই গাড়ী, 'বিন্দু সরোবর' নামক প্রসিদ্ধ বৃহৎ জলাশয়ের পার্শ্বে উপনীত হইল। পরে দেখিয়াছি ঐ ঝরণার জলপ্রবাহ এই জলাশয়কে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিতে সহায়তা করিতেছে। সরোবরের এক পার্শ্ব দিয়া লোক ও গাড়ী যাইবার পথ। তাহা হইতে অনেকটা দূরে, সরোবরের ঠিক মাঝখানে নিম্ন প্রাচীরবেষ্টিত একটি মন্দির। কথিত আছে, ব্যাসদেব এই মন্দিরে তপস্যা করিয়া সিদ্ধ হন। মনে হইল, এই মনোরম শান্তিপূর্ণ স্থান তপস্যারই যোগ্য বটে। এই সরোবরের নাম সম্বন্ধে দুইটী প্রবাদ আছে:—কেহ বলেন ব্যাসদেব ভারতের সমস্ত তীর্থ হইতে পুণ্য সলিলের বিন্দু সমূহ আনিয়া একত্র করিয়া এই সরোবর রচনা করেন; আবার কেহ কেহ বলেন, ব্যাসদেব এই সরোবরের জলরাশি হইতে কিঞ্চিৎ হাতে লইয়া সর্ব্ব প্রথম জানিতে পারেন, বিন্দু জল লইয়া উহা সৃষ্ট এবং এই অভিজ্ঞতাই নাকি atomic theoryর মূল ভিত্তি। সে যাহাহউক, পরে একদিন এই সরোবরে স্নান করিতে নামিয়া, ইহার জল সবুজ বর্ণ বিন্দু বিন্দু শৈবালে একেবারে পরিপূর্ণ দেখিয়া, আমি মনে মনে বলিয়াছিলাম, ইহার নাম করণ ঠিকই হইয়াছে।

সরোবরের পার্শ্ব দিয়া গাড়ী চলিতে চলিতে যখন লোকাল বোর্ডের ক্ষুদ্র অফিস ঘরের সম্মুখে আসিল, তখন সেখান হইতে সরোবরের মধ্যে ব্যাসদেবের মন্দিরের প্রাচীরে উপবিষ্ট কাক ও বকের শ্রেণী ও জল মধ্যে তাদের প্রতিবিম্ব বড়ই চিত্তাকর্ষক বোধ হইল। গাড়ীর চাকা দুইটা আর কয়েকপাক ঘুরিতেই পাশাপাশি দুইটী সুবৃহৎ ত্রিতল ধরমশালার

সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। পূজারছুটীভোগী যাত্রীর দলে তখন উহা মশ্‌গুল্। তাহার সম্মুখে, পার্শ্বে, এমন কি, বারান্দায় পর্য্যন্ত নানাবিধ দ্রব্যের দোকান কতকগুলি স্থায়ী, আর কতকগুলি অস্থায়ী। তাহাদের সম্মুখে স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা মাছির মত ভন ভন করিয়া ছুটাছুটি করিয়া ব্যস্ততার পরিচয় দিতেছে। কেহ কেহ বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া সিক্ত বস্ত্রে শীতে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে, উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র জপ করিতে করিতে, নিজ কক্ষে ফিরিতেছে। কেহ কেহ মস্তকে তৈল ঘর্ষণ করিতে করিতে বিন্দুসরোবরের তীরে যাইতেছে, কেহ স্নানান্তে সর্ব্বাঙ্গে তিলক ছাপ অঙ্কিত করিয়া "বাবা ভুবনেশ্বর"এর পূজা দিবার উদ্দেশ্যে পাণ্ডার নির্দ্দেশ মত পুষ্প ও বিল্বপত্রের সজ্জা ক্রয় করিতেছে, কেহবা রন্ধনের জন্য ইন্ধন, কদলী পত্র, মৃৎপাত্র ইত্যাদি অগ্নিমূল্যে ক্রয় করিতেছে। কতকগুলি স্ত্রীলোক অতি সস্তা কাঁসার বাসনের দোকানে দর কসাকসি করিতে করিতে সুর তারায় চড়াইতেছে। ছেলেদের দল মুড়ি ও মিঠাইয়ের দোকানে লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে; তাহাদের কেহ কেহ বা সুতার তৈয়ারী সুদৃশ্য পাখী কিনিতে ব্যস্ত। মোটের উপর, স্থানটী বেশ গম্‌গম্ করিতেছে। কিন্তু তাহার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, উড়িয়ার রাজ্য হইলেও যে দুই খানি দোকান সব চেয়ে বড়, তাহা পশ্চিমা সত্বাধিকারীর। গাড়ী আর একটু অগ্রসর হইয়া মিঠায়ের দোকানের সম্মুখে আসিতেই, একজন দোকানি কতদিনের পরিচিত বন্ধুর মত লাফাইয়া গাড়ীর নিকট আসিয়া, "এই যে বাবু এলেন? বেশ, বেশ, ছেলেপিলে সব ভাল ত? কি খোকা, এই ঠোঙ্গাটা নিয়ে যাও; বাসায় যেয়েই ত আর রান্না হবে না; জল খেয়ো। কোথায় বাসা নিলেন? না, তা নয়, দাম যখন খুসী দেবেন না হয় বিকেল বেলাই পাব; তাতে কি? খোকাদের কোন কষ্ট না হ'লেই হোল।" ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া দিল যেন কত নিকট আত্মীয়। ছেলের চক্ষু দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, "উড়িয়াটা" উড়িয়া গিয়া উহার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছে কার্য্যতঃ পরেও তাহাই দেখিয়াছি, প্রত্যহই বেড়াইয়া ফিরিবার পথে ঐ দোকানের সহিত সামান্য কিছুর জন্যও সম্বন্ধ না রাখিলে উদ্ধার থাকিত না।

গাড়ী আর একটু গড়াইয়া বাবা ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখীন হইল। দূর হইতে অনেকগুলি চূড়াই দেখিতে পাইতেছিলাম; কারণ এখানে মন্দিরের অভাব নাই যেদিকে তাকান যায়, সেই দিকেই মন্দির। কিন্তু কোন্‌টী বাবা ভুবনেশ্বরের তাহা এতক্ষণে চিনিলাম। মস্তক স্বতঃই নত হইয়া আসিল। মন্দিরের বর্ণনা পরে করিব, কিন্তু উহার দ্বারদেশ দেখিয়া কলিকতার ফোর্টউইলিয়মের কথা মনে পড়িল রাস্তা হইতে ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে যাইতে হয়। যাহা হউক মন্দিরের বামদিকে থানা রাখিয়া ও দক্ষিণে নাতিবৃহৎ হাটখোলা ছাড়িয়া অগ্রসর হইলাম। এই হাট সপ্তাহে দুইদিন বসে। নারিকেল, বেগুন, পান, ছোট ছোট কচু, মূলা ও শুকনা মাছ এত প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয় যে, আমি তাহা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলাম।

আর একটু অগ্রসর হইয়া, 'পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ আফিস' ছাড়াইয়া, অবশেষে বাসায় পৌছিলাম। বাসাটীর নাম 'কুঠিয়া হাউস্।' অবস্থান হিসাবে এই বাসাটী বড়ই সুন্দর। ঘরগুলি পূব দুয়ারী। সম্মুখে সুবিস্তীর্ণ মাঠ ভেকের মত লাফাইয়া লাফাইয়া উঁচুনীচু হইতে হইতে বহুদূর চলিয়া গিয়াছে, তাহাও আবার সবুজ ঘাসের গালিচায় ঢাকা। মাঝখানে একটা শীণকায় পার্ব্বত্য নদীর শ্বেতবর্ণ জল রেখা গালিচার অঙ্কিত রেখার মতই প্রতীয়মান হইতেছে। মাঠের প্রান্তে ধূসর বর্ণের 'ধবলগিরি' পাহাড় এত নিকটে বলিয়া বোধ হয় যে তাহার ঢালু অংশগুলি, তাহাতে উৎপন্ন ছোট গাছগুলি ও শীর্ষদেশের ভগ্ন মন্দিরটী বেশ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। এমন কি পাহাড়ের ধূসরবর্ণ পর্য্যন্ত দুপ্রহরে দেখা যায়! পূর্ব্বে, পশ্চিমে, দক্ষিণে খোলা মাঠের প্রান্তে অনেকগুলি পাহাড় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দৃশ্যটী অতীব রমনীয় কিন্তু এইরূপ দৃশ্যের মধ্যবর্ত্তী হইলেও, এই 'কুঠিয়া হাউসে' আসিয়া পৌছিয়াই কুণ্ঠা বোধ করিতে লাগিলাম। কারণ, ইহাকে প্রকৃত পক্ষে 'ব্যারাক' বলা চলে। মোট ৭টা কুঠুরী, ও ভিতরে তাহার জন্য পৃথক্ পৃথক্ রান্নাঘর সুতরাং পৃথক্ ভাবেই প্রত্যেকটি ঘর ভাড়া দেয়া হয়। আমি যখন গেলাম তখন অন্যান্য ঘরে যে সকল ভদ্রলোক বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা কেহই সপরিবারে ছিলেন না। সুতরাং এইরূপ বাসায় আমার পরিজনদিগকে একেবারে বোবা হইয়া থাকিতে হইবে ভাবিয়া ঠিক করিলাম, আর একটা বাসা পাইলেই চলিয়া যাইব।

তিনদিন পাণ্ডার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে একটা ছোট বাসা মিলিল যদিও স্বাস্থ্য হিসাবে খুব ভাল নয়, তথাপি আমার পক্ষে উপযোগী। সুতরাং সেখানে আশ্রয় লইলাম দালান একেবারে নূতন। সেইজন্যই আমি ইহা বেশী পছন্দ করিলাম; কারণ এখানকার প্রায় বাসাতেই শীতকালে পুরী ফেরতা যক্ষ্মার রোগীরা আশ্রয় লইয়া থাকে বলিয়া শুনা যায়। পরে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম যে কথাটা ঠিক। যাহাহউক, বাসাটীর পশ্চাতে অতি নিকটে একটী ক্ষুদ্র বাঁধান জলাশয় নাম নলকুণ্ড। ইহার নাম হইতেই এই স্থানটীকেও নলকুণ্ড বলা হয়। কেহ কেহ বলিলেন, এই স্থানে নলরাজা অবগাহন করিয়াছিলেন; আবার কেহ কেহ বলিলেন, ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে জল, নলদ্বারা এই জলাশয়ে আসিয়া পড়ে বলিয়া, ইহার নাম নলকুণ্ড। সে যাহা হউক, ইহার উত্তর পাড়ে আমার বাসা এবং দক্ষিণ পাড়ের উচ্চ পতিত জমিটী পাণ্ডাগণ ও নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোকগণ এরূপ নিশ্চিন্ত মনে পায়খানারূপে ব্যবহার করে যে, ইহাকে 'নলকুণ্ড' না বলিয়া 'মলকুণ্ড' বলিতে আমার বিশেষ ইচ্ছা হইয়াছিল। একদিন এই ইচ্ছা প্রকাশও করিয়াছিলাম, কিন্তু সঙ্গীগণ, "বাবা ভুবনেশ্বরের মন্দিরের কাছে এরূপ বলিতে নাই" ইত্যাদি বলায় চুপ করিয়া গিয়াছিলাম। এই প্রসঙ্গে একটা কথার উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। দেশে বাড়ীতে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহাতে আমি ঠিকানা দিয়া

ছিলাম,—"নলকুণ্ড। ম্যানেজার বাবুর বাসা।" কিন্তু তাহার উত্তরে যে পত্র আসিল, তাহাতে ঠিকানা লিখা হইয়াছিল,—"শ্রীযুক্ত নলকুণ্ড ম্যানেজার মহাশয়ের বাসা।"

বাসায় ঠিক হইয়া বসিবার পর জীবনযাপনপ্রণালী অনেকটা এক ঘেয়ে হইয়া উঠিল। এখানে নাকি অতি প্রত্যুষে ও বৈকালে ভ্রমণ স্বাস্থের পক্ষে হিতকর। তাই অন্যের দেখাদেখি প্রাতে (প্রত্যুষে নয় ; কারণ আমার হতভাগা ঘুম কোনও দিনই প্রত্যুষে আমাকে ছাড়ে না) ভ্রমণ করিতে বাহির হইতাম। ৮টার সময় বাসায় ফিরিবার পথে বাজারটা সারিয়া আসিলে, পাকের জোগাড় হইত। আহারান্তে দুপ্রহরে অপরিহার্য্য নিদ্রা। পুনরায় বৈকালে বাহির হইয়া সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত ভ্রমণ। তাহার পর আহার ও নিদ্রা।

এখানে চতুর্দ্দিকে প্রচুর খোলামাঠ পড়িয়া থাকিলেও, ভ্রমণের উপযুক্ত প্রধানতঃ ৩টা রাস্তা আছে। একটা আমার বাসার সম্মুখ দিয়া চলিয়া, মাঠ ও রেল লাইন পার হইয়া খণ্ডগিরি, উদয় গিরি পাহাড় পর্য্যন্ত গিয়াছে, ইহার নাম খণ্ডগিরি রোড্। দ্বিতীয়টী থানার পার্শ্ব দিয়া যাইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া পূর্ব্ববর্ণিত "ধবলগিরি" পাহাড় এবং পুরী পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহার নাম পুরীরোড্। তৃতীয়টী, Sanitariumএর সম্মুখ দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে মাঠের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। ইহার নাম আমাদের অজ্ঞাত। আমরা এই ৩টী রাস্তাতেই সাধারণতঃ বেড়াইতাম। ইহাদের মধ্যে 'পুরী রোড্' ভিন্ন অন্য দুইটার বিশেষত্ব এই যে, রাস্তার ধারে অসংখ্য নাক্সভমিকা (Nux Vomica) বৃক্ষ। ইহাকে চলতি কথায় 'কুচ্‌লে গাছ' বলে— দেখিতে অনেকটা আমাদের পিটুলীগাছের মত, ফলও সেইরূপ ; কেবল পাকিলে লাল হয়। অনেকের মতে উক্ত গাছের বাতাস স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম উপকারী। আমরাও সেই জন্য ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে অনেক সময় ঐ বৃক্ষগুলির তলে বসিয়া থাকিতাম অথবা উহাদের নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতাম। (ক্রমশঃ)

ক্যাম্প্‌ফায়ারের তালে তালে

[ম্যাঙ্‌ ও কটিক]

প্রথমতঃ সকলকে গোল হয়ে দাঁড়াতে হবে কোমরে হাত দিয়ে, তারপর একসঙ্গে ডানদিকে ও বাঁদিকে হেলেদুলে বল্‌তে হবে "আমরা বাবুদের বাগানের গাছ,
সখের প্রাণী মোরা নেই কোন কাজ।"

এটা তিনবার করতে হবে। তারপর আকেলা বা দলপতি মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলবেন,—

"ঝড় আসছে।" (গম্ভীরভাবে)। সকলে—"তাই নাকি"

"ঝড় আসছে" (একটু জোরে) সকলে—'তাই নাকি" (একটু জোরে)

"ঝড় আসছে (খুব জোরে)—"তাই নাকি" (সজোরে)

দলপতি—' তোমাদের নাম কি ?" সকলে একে একে একটা করে ফলের গাছের নাম বলবে তিনবার করে (মাথার উপর একটা হাত নেড়ে)। নাম বলবার সময় একটু সুর করে বলতে হবে যেমন—সা সা সা, রে রে রে, গা, গা, গা ইত্যাদি (যথা আম আম আম, কলা কলা কলা, লিচু লিচু লিচু, আপেল আপেল আপেল ইত্যাদি) এবার ঝড় আসবে, অমনি সকলে হাত দুটো কাঁধের পাশে বিছিয়ে বোঁ করে তিনপাক ঘুরে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে মুখে বাতাসের মত "সোঁ, সোঁ" আওয়াজ করতে হবে। এখন যে গাছগুলি বড় যেমন আম, তাল, কাঁঠাল ইত্যাদি মড় মড় শব্দ করে মাটিতে পড়ে যাবে, তাই দেখে ছোট গাছদের (যেমন আনারস ইত্যাদি) অর্দ্ধেক বলচে "পড়ল কারা", বাকী অর্দ্ধেক বলবে "আম, জাম, কাঁঠাল, তাল ইত্যাদি।" তারপর সব ছোট আর মাঝারি গাছ মিলে বলবে "পড়েছে, বড় বাড় হয়েছিল।" এখন যারা পড়েছে তারা কাতরস্বরে বলবে—বেড়েছিনু আমরা—অতি ছোট তোমরা।

এবার একটি ছাগল এসে সব ছোট গাছ মুড়িয়ে খেয়ে যাবে। তারপর আসবেন বনদেবতা—তাঁর স্পর্শের গুণে গাছগুলি সব বেঁচে উঠে হবে ফুলপরী। ফুলপরীরা নতুন প্রাণ পেয়ে আনন্দে বনদেবতাকে ঘিরে হাত ধরাধরি করে এই গানটি গাইবে নেচে নেচে।

(গানের সুর "চিলের রাজা র‍্যাণ যখন" এর মতন)

অতি বড় হয়ো না ভাই ঝড়ে উড়ে যাবে
অতি ছোট হলে পরে ছাগলেতে খাবে।
মুড়িয়ে মোদের খাবে না কেউ, ঝড়েও না আর পড়ি—
বনদেবের কৃপায় সবাই, আজকে ফুলপরী।

কাবেদের গান

(ম্যাও্)

("চিলের রাজা র‍্যাণ যখন" এর মতন সুর।)

পরিস্কার হওরে ভাই, দেখতে লাগে খাসা,
নোংরা যেথায়, জানবে সেথায় বাঁধবে রোগে বাসা।
ভুলেও কভু ফেলোনা ভাই, পথে কলার খোসা,
ভর দুপুরে রোদে ঘুরে, খেওনা কভু শশা।
কমলালেবুর ছিবড়ে কিংবা বোম্বাই আমের আঁটি,
হেথায় সেথায় ফেললে পড়ে, সব হয়ে যায় মাটি।
ছেঁড়া জুতো, নোংরা কাপড়, কিংবা বোতল ভাঙ্গা,
দইয়ের ভাঁড়, টুকরো কাগজ কিংবা মুড়ির ঠোঙা,
ঘরের মেঝেয়, পথের ধারে ছড়াও যদি ভাই,
বাড়ীর লোকের, পুষ্পিকদাদার দুখের সীমা নাই।
বাইরের ঘরে, পথের ধারের নোংরা মলা যত,
মনের যত আবিলতা, হোকনা অপগত।
ঘর দোর আর জামা কাপড় রাখতে হয় ফিটফাট,
ঝকঝকিয়ে রাখতে যে হয় সভাশৈলর মাঠ।
নির্ম্মলতা, পবিত্রতা—একই কথা ভাই,
পবিত্রতা সেরা ধর্ম্ম—এর যে বড় নাই।

চার গোয়েন্দার কাণ্ড

[কটিক]

গত-মাসের পর——

তারা আবার পথ ধরে চল্‌লো। তারা যে চার গোয়েন্দার হ'য়ে কাজ করছে, তাদের উপর যে মস্ত বড় দায়িত্ব, তা কি তারা ভুলতে পারে, তাদের কাজ ঠিক মত করা চাই-ই।

এতো তাড়াতাড়ি করে যে সমস্ত ব্যাপারটী কি ক'রে ঠিক করা হলো, তা তারা বুঝতে পারলো না, কিন্তু তাদের কী-ই বা দরকার অত শত বুঝে। তাদের কাজ হ'লো, তাদের উপর যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে, তা সম্পূর্ণ করা।

তাদের গাঁয়ে পৌঁছুতে প্রায় ঘণ্টা খানেক লাগলো। গাঁয়ের লোকেরা তখনও ওঠেনি, সামনেই টিনের একটা চালাঘর, সেটাই ষ্টেশনঘরের কাজ চালাচ্ছে। দূরে একটা ইঞ্জিনের সিটি শোনা গেল।

সিটির শব্দে তাদের যেন আবার ভালো করে তাদের কাজের কথা মনে করিয়ে দিল, জোরে তারা ছুটতে লাগলো। ষ্টেশনের কাছাকাছি গিয়ে দেখল, একটী লোক ঢোকবার মুখে একটা বাইসাইকেলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চেহারা দেখলে মনে হয় ভদ্রলোক জার্ম্মান। মাথায় ছাত্রদের লম্বা টুপি, পিঠে হ্যাভারস্যাক, পরণে স্কাউটদের মত প্যান্ট, সাইকেলে হেলান দিয়ে মুগ্ধ নেত্রে ঐ দূরের পাহাড় শ্রেণীর দিকে তাকিয়ে আছে।

ছেলেরা তার দিকে এগিয়ে এলো, প্রায় কাছাকাছি আস্‌তেই তারা শুনতে পেলো সে বিড়বিড় করে বল্‌ছে 'Avantieri'

রোজার আস্তে আস্তে বল্‌ল, 'Dopodomani'

ছাত্র ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি সাইকেল নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর যে প' দিয়ে তারা এসেছে সে পথ দিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'তে রোজারের হাতে কিছু টাকা আর দুটো নীল রংয়ের টিকিট দিল।

রোজার ও জ্যাক প্ল্যাটফর্ম্মে উঠে গেল, ফিরেও তাকালোনা। ভদ্রলোক সাইকেলে উঠে খুব আস্তে আস্তে প্যাড্‌ করতে করতে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

ষ্টেশনটার চারিদিকে কোন বেড়া কিম্বা ঐ ধরণের কিছু নাই, ছেলেরা অনায়াসেই ভিতরে ঢুকে গেল। প্রায় জন বারো লোক ষ্টেশনে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছিল, কিন্তু কেউ কারও দিকে চেয়েও দেখে না।

টিকিটগুলি একবার দেখেই রোজার বুঝতে পারলো যে তাদের ফার্ষ্টক্লাশ টিকিট কাটা হয়েছে। গাড়ী এসে পড়েছিল, তারা নিজেদের গাড়ী বেছে নিয়ে উঠে পড়্‌ল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই হু-স্‌স করে গাড়ী ছেড়ে দিল, আর আরম্ভ হ'লো তাদের অভিযান।

তারাও জেনোয়াতে এসে পৌঁছুল, সঙ্গে সঙ্গে এক্‌সপ্রেস গাড়ীখানা এসে ষ্টেশনে ঢুক্‌লো। তাদের গাড়ীতে উঠতে কোনই কষ্ট হ'লোনা, তাদের মনে হ'ল, রেলওয়ের একজন কর্ম্মচারী যেন তাদেরই খুঁজে বেড়াচ্ছিল, কারণ, তক্ষুণি তাদের নিয়ে একটা খালি কামরায় বসিয়ে দিল। একটু পরেই একজন বেয়ারা এসে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করলো, তারা কিছু খাবে কি না।

জ্যাক বল্‌লো, যে হ্যাঁ তারা খাবে। তারপর তারা গাড়ীর দেয়াল টেনে যে টেবিল তৈরী করলো তাতে বসে যে খানা সে দিন খেলো, জীবনে তারা তত ভাল আর চমৎকার খাবার খায়নি। রোজার তার টাকা থেকে দাম চুকিয়ে দিল।

এর পরে জেগে থাকা তাদের পক্ষে আর সহজ হ'লোনা। কাল সারারাত তারা জেগে কাটিয়েছে—শুধু কি জাগা? পরিশ্রমটাও তো তাদের কম করতে হয়নি।

তারা বেশ আরামেই ঘুমোল, গাড়ী পিসা হয়ে রোমের দিকে সবেগে ছুটলো। আবার খাবার সময় তাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল, আর একবার খেয়ে তারা জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে রোমের দিকে এগোতে লাগ্‌ল।

রোম! রোম, সেই বিখ্যাত রোম, বিরাট বিরাট স্তম্ভ, মনুমেন্ট, বাড়ী ঘর সম্পদ পৃথিবীর ইতিহাসের এক চিরন্তন বিস্ময়—রোম!

তারা রোমে নেমে রাস্তায় বেরুতেই দেখলো সামনে ৩৫ নং ট্রামগাড়ী ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে।

জ্যাক বল্‌ল, 'ঐযে!' তারপর তারা চল্‌লো, ঐ গাড়ীর পেছন পেছন।

গাড়ীতে উঠে কাঠের একটা সিটে তারা বসে পড়লো কিন্তু এই কি রোম, সেই

বড় বড় ভাঙ্গা বাড়ী কোথায়? মাইলের পর মাইল পেরিয়ে এলো, হটাৎ একটা বাঁক ঘুরেই কলোসিয়ম—রোম ইতিহাসের বিরাট কীর্ত্তি।

কণ্ডাক্টর বল্‌লো, La bi-cana.

তারা রাস্তায় নেবে পড়লো, বাপরে কি ধুলো! তারপর বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো সেই প্রকাণ্ড কীর্ত্তির দিকে। মস্ত বড় একটা ইঁটসুঁড়কীর কাজ, একটার পর একটা খিলান, ক্রমে উপর দিকে উঠে গেছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে গাছপালা জন্মেছে, আর পাথরগুলি এত বছরের জলঝড়ঝাপটায় বসন্তের মত দাগ করে বসে আছে।

একদিকে ছায়া পড়েছে, ঐ অত বড় জিনিষের ছায়া, বাঁ দিকে কলোসিয়ম একটী পাহাড়ের ঘাড়ে গিয়ে চড়েছে। তারা অবাক হয়ে এর দিকে চেয়ে রইলো, এই কলোসিয়ম! স্কুলে তারা এরই কথা পড়েছে। এরই ঐ মস্ত মস্ত দরজা গুলি দিয়ে এককালে সিংহরা সব গেছে, হতভাগ্য বন্দীদের সাথে যুদ্ধ করতে।

উপরকার খিলানগুলিতে কতগুলি খালি জায়গা তাতে এককালে সুন্দর সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি ছিল, আর অন্যদিকে, নিরোব মূর্ত্তি, প্রায় মাটি থেকে শ' খানেক ফুট উপরে।

জ্যাক, রোজার আস্তে আস্তে কলোসিয়মের দিকে এগোতে লাগ্‌লো। দূর থেকে এর কাছে মোটরগাড়ীগুলি আর মানুষগুলি কী ছোটই না দেখায়।

রোজার বল্‌ল, 'একটা পাথর—আর এক কান ওয়ালা ভিখারী।'

সামনের জায়গাটা পেরিয়ে তারা দেখলো সত্যি সত্যি একটা পাথর অন্য দুখানা পাথরের উপর পড়ে আছে, কিন্তু আর কারোও তো চিহ্নমাত্র নেই।

তারা পাথরটার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। উঃ সেই কোন যুগের এই পাথরটা, কত পুরণো, তার উপর কি যেন একটা খোদাই করে লেখা, কত হাজার হাজার বছর আগে কে লিখেছে কে জানে, কিন্তু তাদের এ সব ভাববার সময় নেই।

জ্যাক বল্‌ল, 'ভাইডফ বুড়ো বলেছিলেন যে কেউ যদি না থাকে তবে অ মরা নতুন খবর কিছু পাবো। যদি—'

তার কথা আর শেষ হ'লোনা, একটা খিলানের ভেতর দিয়ে একটা বুড়ী একঝুড়ি কমলালেবু নিয়ে বেড়িয়ে এলো। তার লেবুগুলি একটা নীল রংয়ের কাপড় দিয়ে ঢাকা। পরণে তার নানা রংয়ের কম্বলের টুকরা দিয়ে তৈরী একটা পোষাক, একখানা সাদা কাপড় তার মুখ অবধি উঠে এসেছে বোঝবার জো নেই তার চেহারাখানা কেমন।

বুড়ী হাঁটছিলো খুব আস্তে আস্তে কিন্তু বরাবর যে তাদের দিকেই আস্‌ছিলো তাতে কোন ভুলই নেই। তাদের কাছ দিয়ে যেতে যেতে ইতালী ভাষায় অনেক কথা বল্‌লো। তার মধ্যে একটী কথা মাত্র তারা বুঝ্‌তে পার্‌লো।

'avantieri'

রোজার খুব ভালো করে দেখ্‌ল, বৃদ্ধার মাথা নড়বড় কর্‌ছে, হাত পা কাঁপছে।

বুড়ী আবার বল্‌লো, 'Avantieri'

রোজার বল্‌লো, 'Dopodomani'

রোজারের মনে হ'ল বুড়ী চল্‌তে চল্‌তে যেন তার পাশে হাত দিয়ে তাকে ছুঁয়ে গেল, সে তাড়াতাড়ি হাত নামিয়ে দিল। বুড়ী হাতে একটী ছোট্ট কাগজ গুঁজে আবার আর একটি খিলানের দিকে চলে গেল।

রোজার চারাদিকে চেয়ে কাগজ খানা খুলে ফেল্‌লো, কাগজটী সেই আগের মত রহস্যময় ভাসায় লেখা

2. LE/— -- — —. KBEBW PEXOTS XCPCYD OTSLBY SLXSRE SBBDEJX SMLFBB SEJTBC TTPSTM OTKKPS VPXERE JTST.

রোজার বল্‌লো, 'জ্যাক শীগ্‌গির পেন্সিল! কাগজ পেন্সিল নাও।' সে পকেট থেকে গোয়েন্দার মুখের ছবি, আর কোডকার্ডগুলি বের কর্‌লো।

জ্যাক বল্‌ল, 'হু, দু'নম্বর কার্ড, বাঁ চোখে...বেশ, বলো।

তারা সেই পড়ে যাওয়া প্রস্তরটির উপর বসে পড়ে আস্তে আস্তে বের কর্‌লো—

"Go to via Tiberina—number Four, First—"

তারা যতক্ষণে এতোটা অবধি এসেছে, ততক্ষণে বৃদ্ধা অদৃশ্য হয়ে গেছে। এবারে সে কলোসিয়মের অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। একটা আঁধার ঘেরা খিলানের নীচে ক্যামেরা ও গাইড বই হাতে একজন পরিব্রাজকের সাথে ধাক্কা লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা তার হাতে ভোরে ভাইডফ রোজারের কাছে যে খামটী দিয়েছিল তা দিল। মিনিট খানেক আগে রোজারের পকেট থেকে সে চিঠিটা তুলে নিয়েছে। [ক্রমশঃ]

[আসছে মাসের যাত্রীতে থাকবে আর একটা কার্ড। সেটাও গোয়েন্দার মুখের ছবি আর তার সঙ্গে থাকবে আরও কতকগুলি ছোট ছোট কার্ড। 'চার গোয়েন্দার কাণ্ড'তে যে সমস্ত খবর রহস্যময় ভাষায় লেখা থাকে তা ঐ কার্ডগুলোর সাহায্যে অতি সহজেই বের করা যাবে। আবার ঐ কার্ডের সাহায্যে 'message' সংক্রান্ত নানারকম খেলাও করা যায়। কি করে রহস্যময় ভাষায় লেখা খবরের আসল অর্থ উদ্ধার করতে হয় আর কি করেই বা খেলাধূলা করা যায় তা কার্ডের সঙ্গেই দেওয়া থাকবে। কাজেই আসছে মাসের যাত্রী কিনতে ভুলো না কিন্তু।]

ভ্রম সংশোধন—গত মাসের 'চার গোয়েন্দার কাণ্ড'তে একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গিয়েছে গ্রাহক গ্রাহিকারা যদি নিজেরা সেটা যে যার কপিতে সংশোধন করে নেয় তাহলে বড় ভাল হয়। ভুলটা হচ্ছে এই—গতবার চার গোয়েন্দার কাণ্ড যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে সেখান থেকে আড়াই পৃষ্ঠা পরে এগারো পরিচ্ছেদের ঠিক উপর পর্য্যন্ত ছাপা হয়ে গিয়েছে, কাজেই ওটুকু আবার ছাপান ভুল হয়েছে। ঐ অংশটুকু কালী দিয়ে কেটে দিলেই হবে।

তালের সৃষ্টি

——শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

আগের দিনে গানের সাথে তান্ লয় কি মান্
কোনোটাই লাগ্‌তো নাকো গানে দিতে টান্।
গায়ক শুধু গেয়েই যেত একঘেয়েমি সুরে,
যখন তখন শু'য়ে, বসে, রাতে, দু'পহরে।
শুন্‌তো যা'রা তা'রা কেবল বাহার দিত কসে',
গায়ক শুধু গেয়েই যেত আপন মনে বসে'।
ষাঁড়ের থেকে গানের টানের জন্ম,—খাঁটি গুড়
গাধার থেকে গলা সাধার, শেয়াল থেকে সুর।
একদিন এক বড় গায়ক ভাদ্রমাসে যান্,

আচ্ছা!

তাল গাছেরই নীচটী দিয়ে গানে দিয়ে টান্
হঠাৎ যেথায় গানের কাছে মান্‌টী হবে মিঠে
ঝপাৎ করে একটী তাল যে পড়লো তাহার পিঠে।
ব্যথা পেয়ে থেমে সেথায় আছ্‌ড়ে নিয়ে তারে
ছোব্‌ড়া ফেলে খেয়ে বলে "মিঠা মন্দ নারে!"
সময় বুঝে পড়েছিল গানের মাঝে তাল
সেদিন হ'তে গানে তালে মিত্র চিরকাল।
গায়ক তখন গানের সাথে তালকে জুড়ে লয়
তালের সঙ্গে মানের ক্রমে হোল পরিচয়।
এইরূপেতে তাল গাছেরই হ'য়ে শুভদৃষ্টি
সোমবারেতে হয়ে গেল গীমে তালের সৃষ্টি।
গায়ক যেথায় থেমেছিল সেই জায়গাটা ভাই
'সোম'কে দিল ;—তালের শেষে 'সোম'কে দেখি তাই।

———

গোড়ার কথা

*[ভাবী স্কাউটমাষ্টার ও রোভারদের জন্য]

Chief Scout বলেছেন, "Scouting is a big game", স্কাউটিং মস্ত বড় খেলা। নতুন স্কাউটমাষ্টারদের সুবিধার জন্য আমি কয়েকটা কথা বল্‌ব। সময়ের পরিবর্ত্তন ও যুগপ্রগতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে সব দেশীয় Educationistরা আমাদের এই আন্দোলনটিতে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন, আমাদের কার্য্যপদ্ধতি নাকি তাঁদের পছন্দ হয়ে। যতদিন যাচ্ছে দেশে নতুন নতুন Troop হচ্ছে চারধারে, দলে দলে নতুন স্কাউটাররা এসে একাজে যোগ দিয়ে, আন্দোলনটিকে সুপ্রচলিত করছেন উৎসাহের সঙ্গে। সেজন্য তাঁদের ধন্যবাদ।

প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে যে স্কাউটিং মুখের বুলি নয়, স্কাউটিং হচ্ছে হাতে কলমে করবার জিনিষ। শুধু বই পড়ে স্কাউটিং শেখা যায় না। স্কাউটদের "ক্লাসরুম" শুধু কলম, কালি, দেরাজ আর টেবিলেই পূর্ণ থাকে না। তাকে পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায় পথে ঘাটে, প্রকৃতির গাছপালা আর সবুজ মখমল বিছানো মাঠে। এখন স্কাউটিং জিনিষটা কি? চীফ বলেছেন স্কাউটিংকে—"The work and attributes of backwoodsmen explorers and frontiersmen"; এই কথাটিকে মনে রেখে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। আজকাল বাজারে স্কাউট-সাহিত্যের অনেক বই ভারতবর্ষীয় নানা ভাষায় অনুদিত হয়েছে, বইগুলি কাজেও লাগে। কিন্তু স্কাউটিং যেন ক্লাবরুমের বুলি ও পুঁথিগত বিদ্যায় পরিণত না হয়—সে ক্ষেত্রে স্কাউটিং না বলে অন্য নাম দেওয়াই ভাল।

সুতরাং আমি বইয়ের তালিকা খুব বেশী দেব না। প্রথমে খুব বেশী বই পড়লেও, কিছু লাভ হয় না। নতুন স্কাউটারদের জন্য আমি মাত্র পাঁচটি বইয়ের নাম উল্লেখ কোরব—প্রথম হচ্ছে চীফ স্কাউট লিখিত "স্কাউটিং ফর বয়েজ ইন ইণ্ডিয়া", দ্বিতীয় "ইণ্ডিয়ান স্কাউট রুলস্"। তৃতীয় ও চতুর্থ হচ্ছে শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু লিখিত "ছেলেদের খেলা" এবং টেণ্ডারফুট শিক্ষা ও পঞ্চম হচ্ছে রবার্ট ইয়ংএর "স্কাউট ষ্টেটস্" এসব বইগুলিই প্রাদেশিক কেন্দ্রে পাওয়া যায়।

এ প্রবন্ধ লেখবার সময় আমি ধরে নিয়েছি যে আপনারা প্রথমোক্ত বইদুটি পড়েছেন—বিশেষ করে প্রথমটি, কারণ এই বইটিকে ভিত্তি করেই আমাদের কার্য্যপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত। প্রথম বইটিতে চীফ যে ভূমিকাটি লিখেছেন এবং "Explanation of Scouting" এ দুটির দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

---

* ১ম—৩য় কলিকাতা ক্রুর একটি সভায়, উক্ত ক্রুর সেক্রেটারী কর্ত্তৃক কথিত।

• যে নীতি অনুসারে স্কাউটিংএর কাজ চলে তার প্রধান হচ্ছে যে ছেলেদের চিন্তা-ধারার অনুশীলন করা এবং মুখে উপদেশ না দিয়ে কার্য্যদ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া (to educate himself actively instead of being passively instructed).

এ আদর্শটি বর্ত্তমানকালের সেরা শিক্ষাবিদরাও (educationists) মেনে নিয়েছেন। বাহ্যভাবে জ্ঞান বিতরণ করলে চল্‌বে না, ছাত্রেরা যা ভালবাসে ও বোঝে তাই দিয়ে তার অন্তরটিকে শিক্ষিত করে তুল্‌তে হবে। এ কথাটা খুবই সত্য এবং ততোধিক পুরাতন কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেউ শিক্ষার এ প্রথাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেননি Dane Beard, Colonal Setton ও Baden Powellএর আগে।

আপনারা জানেন যে আমরা অনেকগুলি ছেলেকে নিয়ে Troop গড়ে তুলি। Troopকে কয়েকটা দলে বিভক্ত করে এক একটা দলকে বলি (Patrol, মোটর গাড়ীর Petrol নয়)। তাদের মধ্যে বেপরওয়া, চটপটে অথচ শৃঙ্খলাবদ্ধ, ভ্রাতৃভাব জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা। এজন্য তাদের একরকম পোষাক পরাণ হয়, এই uniform তাদের একতাসূত্রে বেঁধে দেয় আবার এই পেট্রলপ্রথা তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আকাঙ্ক্ষা ও sportsmanship জাগিয়ে দেয়। এক এক দলের একজন করে সর্দ্দার করে দেওয়া হয় (Patrol leader)—পেট্রল প্রথার দ্বারা তারা তাদেরই একজনের কাছে আনুগত্য স্বীকার করে।

আমাদের শিক্ষাপ্রণালী চার ভাগে বিভক্ত :—

১। চরিত্রগঠন (Individual character training)—ছেলেদের ব্যক্তিগত গুণসকল জানবার জন্য, অনেকগুলি ব্যাজের বন্দোবস্ত আছে। Badge workএর মধ্য দিয়ে কার কিসে ঝোঁক তা বোঝা যায়, আর সেই অনুসারে তার ভবিষ্যৎজীবন গড়ে ওঠে।

২। হাতের কাজ ও সখ (Handicraft and hobbies)—প্রত্যেকেরই জীবনে একটা না একটা সখ বা বাতিক থাকে,যেমন টিকিট জমানো, প্রজাপতি ধরা,জীবজন্তু পোষা, ঘোড়ায় চড়া, তরোয়াল খেলা, ছবি তোলা ইত্যাদি। মানুষ যদি একটা Hobby নিয়ে থাকে তাহলে সংসারের প্রলোভন জয় করা সহজসাধ্য হয়—তার Hobby নিয়ে সে এতই ব্যস্ত থাকে যে সাংসারিক প্রলোভনের দিকে নজর দেবার অবকাশ তার থাকে না। ছেলেদের হাত সর্ব্বদা চঞ্চল, তারা কিছু করে বাহাদুরী নিতে চায়, ফলে অসাবধানতায় জিনিষপত্র ভাঙ্গা কিংবা কাঁচি দিয়ে কাগজ কেটে ঘর নোংরা করে। সেই কাঁচি আর কাগজ দিয়ে সে যদি কাগজের ঘর বাড়ী তৈরী করতে শেখে, তাহলে ঘরও নোংরা হয়না আর একটি জিনিষ তৈরী করে তার মনও আত্মতৃপ্তিতে ভরে যায়। ছেলেদের ক্ষমতা ও পছন্দ অনুসারে হাতের কাজ অনেক ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। দরকার হলে ছেলেরা পড়বার shelf তৈরী, ইলেট্রিকের লাইন মেরামত, জামা সেলাই প্রভৃতি নিজেই করতে পারে।

৩। সেবা (Service)—এম্বুলেন্স, ফার্ষ্ট এড্, জীবন রক্ষা প্রভৃতিতে কর্ম্মপটুতা স্কাউটদের বিশেষত্ব। পরোপকারিতা, বিপদে লোককে সাহায্য করা, রোজ একটা ভাল কাজ করা—এসবের মধ্য দিয়ে ছেলেদের সেবাবৃত্তিকে জাগিয়ে দেওয়া হয়।

৪। স্বাস্থ্য (Physical health)—নানারকম খেলাধুলা ও ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে ছেলেদের দেহ মনকে সুগঠিত করা হয়।

জাতীয়তার দিক থেকে লক্ষ্য আমাদের একটিমাত্র—ছেলেদের ভবিষ্যতে ভাল নাগরিকে পরিণত করা। আমরা মিলিটারী নই, কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা দলভুক্ত নই, আমরা সবার—সবাই আমাদের। স্কাউটিং সামাজিক আন্দোলন, এখানে রাজনীতির কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। আমাদের method ধনী, নির্ধন, সহরবাসী, গ্রামবাসী সকলের উপরই খাটে। Gilcraftএর কথায় বল্‌তে গেলে :—

"The appeal is universal and the results if fairly applied infallible."

বাহ্যদৃষ্টিতে অনেকে স্কাউটিংএর কার্য্যপ্রণালীকে খুব শক্ত মনে করে ভড়্‌কে যান বা পিছু হটে যান, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি খুব সহজ ও আনন্দের কাজ। এ পথের নতুন পথিকরা পুরাতন যাত্রীর কাছে যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি পাবেন ছেলেরা এ বিষয়ে আপনাদের অজ্ঞাতসারেই অনেক সাহায্য করবে।

স্কাউটমাষ্টারকে সবজান্তা বা অতিমানব হতে হবে না। আসল কথা হচ্ছে ছেলেদের ভালবাসতে শিখতে হবে। তাঁকে হতে হবে এমন একটি লোক, ছেলেদের ঠিক মনের মতন। এজন্য boy spirit থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়তঃ ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ছেলেদের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই। স্কাউটমাষ্টারকে প্রত্যেকটি ছেলের বিশ্বাস উৎপাদন করতে হবে। স্কাউটমাষ্টারের এমন একটি ব্যক্তিত্ব থাকা চাই যে ছেলেরা তার অনুগত হয়ে তারা আনন্দ পাবে।

সব জিনিস আমরা ছেলেদের দৃষ্টিতে দেখতে না পারি, তবে স্কাউটমাষ্টার হিসাবে আমাদের সাফল্য সুদূরপরাহত। Statesmanএ Scout's Cornerএ Akela বলেছেন—"The role of commanding officer is bound to fail. The S. M. is simply the gang boss ready to lead in every escapade and take a hand in all the fun that's going—in short to be an elder brother." নিন্দুকরা যাই বলুক না কেন, to cultivate boyish nature is not a difficult thing.

নতুন স্কাউটমাষ্টার বা ইন্‌ষ্ট্রাক্টারকে সব দিক দিয়ে নিজের দৃষ্টান্তকে ছেলেদের সাম্‌নে রাখতে হবে সর্ব্বদা। স্কাউটের কাছে তাঁকে Hero হতে হবে। স্কাউটমাষ্টারের হাবভাব, কার্য্যকলাপ অজ্ঞাতসারেই ছেলেদের মনে ছাপ মেরে দেয়। আবার বলছি ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত ও প্রভাব ছাড়া ছেলেদের কখনও বশ করা যায় না। আজকের মতন এইখানেই ইতি। আপনাদের ধন্যবাদ

লীগ আর শিল্ড

এ বছরের লীগ খেলা হয়েছে দারুণ। লীগে এ রকম সময়ও গিয়েছে যখন পাঁচটা দলেরই সমান সমান পয়েন্ট,—কে প্রথম হয় কে দ্বিতীয় হয় কিছু বলা যায়নি। তবে "থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়!" যা হয়ে থাকে! History repeats itself কাজেই ও কি আর অন্যথা হবার যো আছে। তাই এবারও লীগের শেষে দেখা গেলো ডারহাম্‌স্—প্রথম, ইষ্টবেঙ্গল—দ্বিতীয় ইত্যাদি।

এবার সকলেরই বড় আশা হয়েছিল, কালীঘাট, ইষ্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এই তিনটের মধ্যেই একটা এবার প্রথম হবে কিন্তু যা হবার নয় তাই কি কথনো হয়? তাই ইন্দ্রদেব পাঠালেন বর্ষারাণীকে—আর তিনি ষড়যন্ত্র করে খেলোয়াড়দের মিতালী পাতিয়ে দিলেন মাটির সঙ্গে আর ঝগড়া বাধিয়ে দিলেন চামড়ার বলটার সঙ্গে ফলে হোল কি খেলোয়াড়রা যেতে চায় মাটির বুকে আর বলটি যেতে চায় খেলোয়াড়ের কাছ থেকে কাজেই লীগের শেষাশেষি বিপক্ষ গোলের কাছে বল গেলেই গো—ও—হা—হা শোনা যায় অর্থাৎ কি না গো—ও—ও—ল আর অর্দ্ধেক চেঁচিয়েই 'আহা' 'আহা' করে দর্শক বেচারীদের মনস্তাপের সীমা থাকে না। যাকগে যা বলছিলাম। প্রতি বৎসরই যখন এই অবস্থা তখন আর বিশেষ করে এই বছরের জন্য দুঃখ করে কি হবে' "হতে হতে হোল না" এ কথা তো প্রতি বৎসরই শোনা যায়, তাই লীগ সম্বন্ধে আর কিছু বল্‌লাম না।

এই তো গেলো লীগের কথা এবার শিল্ডের কথা আরম্ভ করা যাক্। শিল্ডের খেলা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে শিল্ড সম্বন্ধে আগে কিছু বলে নিতে হয়। সম্পাদকমশায় নাকি আমায় অল্প কয়েক পাতার বেশী ছাড়তে পারবেন না। তাই ছবি টবি দিয়ে লিখবার জায়গা থাকে খুবই কম তাই অল্পের মধ্যে শিল্ড সম্বন্ধে দু'চারটে জ্ঞাতব্য তথ্য তোমাদের জানিয়ে দেবো। শিল্ডএর খেলা প্রথম আরম্ভ হয় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে, ট্রেডস কাপ ও ডুরাণ্ড কাপ তার চাইতেও আগে আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু তা হলে কি হবে! আই, এফ, এ, শিল্ড ও দুটোর চাইতেও জনপ্রিয় আর খেলোয়াড়দের মধ্যে লোভনীয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ট্রেড্‌স্ এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক প্রদত্ত ট্রেড্‌স্ কাপএর খেলা আরম্ভ হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ড্যাল-হাউসি ক্লাবের এ, আর, ব্রাউস আর বি, আর লিণ্ডসে, ক্যালকাটা ক্লাবের মিঃ ওয়াটসন, আর শোভাবাজার ক্লাবের মিঃ এন, সর্ব্বাধিকারী এই চারজনের সম্মিলিত চেষ্টায় ১,০০০৲ টাকা উঠলো একটা শিল্ডএর জন্য। ১৮৯৩ সাল থেকে আই, এফ, ও শিল্ডের খেলা আরম্ভ হোল।

প্রথম বছরে খরচ কমাবার জন্য কতকগুলো খেলা Lucknowতে হোল, কতকগুলো হোল কলকাতায়। Lucknowর থেকে জিতলো Royal Irish Regiment আর কলকাতা থেকে জিতলো 5th Western Division Royal Artillery. Dalhousie মাঠে এই দু'দলের খেলা হোল কারণ তখন একমাত্র ড্যালহাউসি গ্রাউণ্ডই ছিল। Royal Irish Rifles জিতে গেল এক গোলে।

১৯১৩ সালে একটা কাপ ওর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হোল Runners up cup বলে গতবার Seaforth Highlander (Holder—1930)কে হারিয়ে শিল্ড পেয়েছিল Essex Regiment (২—১) গোলে।

বড়ই দুঃখের কথা যে শিল্ডে বাঙ্গালীরা মোটই সুবিধা করতে পারে না। এ বছরের খেলা নিয়ে এ পর্য্যন্ত চারবার মাত্র বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা Semifin lএ উঠেছে। তার ভিতর একবার শিল্ড পেয়েছে, একবার Runners up Cup পেয়েছে।

সম্পাদক মশায়ের ভয়ে আর কিছু লেখা গেলোনা তাই এইখানেই ইতি করবো।

আন্তর্জ্জাতিক খেলা—বড়ই সুখের কথা যে এবারও আন্তর্জ্জাতিক খেলায় ভারতীয় দল জয়লাভ করেছে এক গোলে। লীগের সমস্ত দল থেকে বাছাই করা ভারতীয় খেলোয়াড় আর ইংরাজদের মধ্যে একটা খেলা হয়, তাতে যে টাকা ওঠে তা কোনও সদনুষ্ঠানে দান করা হয়। এবারও ঐ খেলা দেখতে খুব ভিড় হয়েছিল।

খেলোয়াড়গণ

ভারতীয়

গোল—পি, ব্যানার্জ্জি (হাওড়া ইউনিয়ন)

ব্যাক—গোষ্ঠ পাল (মোহনবাগান, ক্যাপ্‌টেন), ছোনে মজুমদার (এরিয়ান্‌স্‌)

হাফ ব্যাক—আবদুল হামিদ (মোহনবাগান), নূর মহম্মদ (ইষ্ট বেঙ্গল), নাসিম (স্পোর্টিং ইউনিয়ন)

ফরওয়ার্ড—সামাদ (ই, বি, আর), রসিদ (মহমেডান), নন্দ রায়চৌধুরী (কালীঘাট), করুণা ভট্টাচার্য্য(মোহনবাগান), পল্টু গাঙ্গুলী (এরিয়ান্‌স্‌)।

নেপালী ও ভুটিয়া

——শ্রীপ্রণবেশ কাঞ্জিলাল

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া নেপাল হইতে বহুসংখ্যক নেপালী আসিয়া দার্জ্জিলিংএ বাস করিয়াছে। তাহারা অবশ্যই মঙ্গোলিয়ান ছাঁচের নহে, অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকায়, কিন্তু অত্যন্ত বলিষ্ঠ, এবং সহিষ্ণুতা ও শ্রমনিপুণতা গুণে চিরপ্রসিদ্ধ। সহস্র সহস্র নেপালী, রেলওয়ে ও তৎপ্রদেশস্থ সমস্ত চা-বাগানে শিল্পী ও শ্রমজীবীর কার্য্য করিয়া থাকে। নেপালীরা আঁটাসাঁটা কোট পরে, কিন্তু তাহাদের পায়জামা বড়ই বিচিত্র। হাঁটুর উপরের দিকটা খুব ঢিলা, কিন্তু নীচের দিকটা একেবারে আঁটা। মাথাতে ছোট ছোট "টাইট্" ক্যাপ পরে।

প্রায় সকলেই কোমরবন্ধ হইতে তাহাদের জাতীয় অস্ত্র "কুকরি" বা এক প্রকার বাঁকান ছুরি ঝুলাইয়া রাখে। কুকরি তাহাদের নিত্য সহচর—স্বদেশে বিদেশে, সম্পদে বিপদে বন্ধু।

গৃহস্থালীর কার্য্য হইতে মহিষাদি হত্যা পর্য্যন্ত সমস্তই ইহার দ্বারা সাধিত হয়। কুকরীর এক আঘাতেই কোন কোন বলিষ্ঠ নেপালী মহিষের গলদেশ ছিন্ন করিতে পারে, এইরূপ শুনিয়াছি নেপালীরা স্বভাবতঃ মৃগয়াপ্রিয়।

নেপালী রমণীগণ উত্তম ছাঁটকাট বিশিষ্ট জ্যাকেট্ ও পেটিকোট পরিধান করে, এবং প্রায় সকলেরই হাতে এক একটী বাহারি রুমাল থাকে। ইহারা অত্যন্ত অলঙ্কারপ্রিয়, কিন্তু অলঙ্কারের ন্যায় ফুলের আদরও ইহাদের নিকট কম নহে। কবরী ও কেশদাম বিবিধ বিচিত্র কুসুমে ভূষিত করিয়া, এবং সর্ব্বাঙ্গে নানা অলঙ্কার পরিয়া নেপালী রমণী আপনাকে বড় গরবিনী মনে করে।

নেপাল বীরের জন্মভূমি। ইংরেজের গুর্খাসৈন্য জগতে অদ্বিতীয়। শৌর্য্যে, বীর্য্যে, রণপাণ্ডিত্যে কোনও জাতির কোনও সেনা ইহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারে না। শত শত রণক্ষেত্রে গুর্খারা ইহার পরিচয় দিয়াছে। নৈপালে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু নেপালীরা প্রধানতঃ শৈব বা শাক্ত। পশুপতিনাথ হিন্দুর এক প্রধান তীর্থ। এখনও প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র হিন্দু তীর্থযাত্রীর "হর হর বোম্" ধ্বনিতে নেপালের গিরিশৃঙ্গ প্রতিধ্বনিত হয়।

ভুটিয়া নামক আর এক জাতীয় পার্ব্বত্য অধিবাসী দার্জ্জিলিংএর চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাই দ্বারবান, চাপরাসী, বেহারা, জল তুলিবার কুলি প্রভৃতির বিবিধ শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া থাকে। ইহারা ভুটানের অধিবাসী নহে, বা ভুটান হইতেও

আসে নাই। ভুটানবাসীদিগকে "ভুটানি" বলিয়া থাকে, অথবা "ধর্ম্ম জাতিও" বলা হয়। তাহাদের অধিপতি "লালটুপি" বৌদ্ধলামা সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু বলিয়া "ধর্ম্মরাজা" নামে অভিহিত হন। ভুটিয়াদের অনেকগুলি শাখা আছে ; তন্মধ্যে তিব্বতী ভুটিয়ারাই সব চেয়ে ভাল। ইহাদের ভাষাকে তিব্বতী ভাষা বলা যাইতে পারে। ইহারা খুব দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী হইয়া থাকে। সিকিম ভুটিয়া বা অর্হংগণ অত্যন্ত কলহপ্রিয় ও দুষ্ট-প্রকৃতি।

ভুটিয়ারা অত্যন্ত নোংরা। তাহারা একটা লম্বা ঢিলে পশমী চোগা পরে, এবং সেই চোগা কোমরে একটা পেটি দিয়া আঁটিয়া, সেই পেটি হইতে একটা লম্বা ছুরি ঝুলাইয়া রাখে। পোষাকের উপর দিকের একটা থলির ভিতর তাহাদের সর্ব্বস্ব পুরিয়া রাখে, মায় পচা শুঁটকি মাছ ও মাংস। সুতরাং তাঁহারা যেখান দিয়া চলিয়া যান, বা উপবেশন করেন, তাহার চতুর্দ্দিকে শতহস্ত পরিমিত স্থান অপূর্ব্ব সৌরভে আমোদিত হয় ; কোন্ মন্দার কানন হইতে এই স্বর্গীয় সুবাস আসিতেছে, তাহা জানিবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হয়। ইহাদের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই বিবিধ অলঙ্কার পরিয়া থাকে। বড় বড় রূপার মাদুলি, সোনার পদক, এক এক সের ওজনের ইয়ারিং, কাঁচকড়ার প্রবাল, স্ফটিক, টাবকুইজ, পান্না প্রভৃতি বিবিধ রত্ন ধারণ করে। ভুটিয়ারা খুব দীর্ঘাকৃতি হইয়া থাকে। ভারবহনে ইহাদের সমকক্ষ কেহ নাই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সিন্দুক, পেটিকা বা বস্তার নীচে দিয়া একটা চামড়ার পেটি ঘুরাইয়া পিঠের উপরে ফেলে আর সেই পেটির উপরের দিকটা কপালের উপর কসিয়া বাঁধিয়া লইয়া, সেই সমস্ত ভার সহ অবলীলাক্রমে বড় বড় পাহাড় পার হয়। এমন কি, ৬।৭ মণ পর্য্যন্ত উহারা এইরূপে সহজে বহন করিতে পারে। ইহারা জঙ্গলের মধ্যে অনেক গরু ও মহিষ পুষিয়া থাকে, এবং দারজিলিং এ দুগ্ধ ও মাখম সরবরাহ করে। কিন্তু সেই দুগ্ধ পান করা অতীব দুরূহ ব্যাপার, কারণ যে, বাঁশের মোটা মোটা চোঙ্গার ভিতর করিয়া দুগ্ধ আনীত হয়, তাহা কস্মিনকালে পরিষ্কৃত বা মার্জ্জিত হয় না ; সুতরাং তাহার ভিতরে যে দুগ্ধ রক্ষিত হয়, তাহার সুবাসিত "বোঁটকা" গন্ধে শুভ অন্নপ্রাশনের অন্ন না হউক সদ্যোভুক্ত অন্ন যে পাকস্থলীতে এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না—ইহা শপথ করিয়া বলিতে পারি।

ভুটিয়াদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচুর পরিমাণে প্রচলিত। ইহাদের আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, অতি কদর্য্য। বিবাহবন্ধন সম্পূর্ণ শিথিল। ইহারা অত্যন্ত মদ্যপায়ী। বৌদ্ধধর্ম্ম অত্যন্ত বিকৃত ভাবে প্রচলিত। প্রার্থনা চক্র ঘোরানই ধর্ম্মের চরম। ভূত, প্রেত প্রভৃতি অপদেবতাকে দূরে রাখিবার জন্য লম্বা লম্বা বাঁশ বাড়ীর চারিপাশে পুতিয়া, সেই সব পতাকার উপর হরেক রকম মন্ত্রের ছাপ মারা থাকে—বাতাসে পত পত রবে সেই পতাকা উড়িতে থাকিলেই তাহারা নিশ্চিন্ত, ভূত প্রেত আর তাহাদের ত্রিসীমানায় আসিতে পারিবে না। ইহারা তিব্বতের সহিত বিবিধ বাণিজ্য দ্রব্যের আদান প্রদান

করিয়া থাকে। তিব্বতী ভুটিয়াগণের বুটজুতা দেখিয়া অন্য ভুটিয়াগণ পৃথক করা যায়। বুটজুতার তলা খুব পুরু, এবং এক প্রকার মোটা "ফেল্ট" এ তৈয়ারী, অনেকটা চীনেরা যেরূপ পরে, সেইরূপ। Feltএ নির্ম্মিত টুপিও পরে। ইউরোপ যখন feltএর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাহার বহুশতাব্দী পূর্ব্বে সেই অসভ্য যুগেই ভুটিয়াদের মধ্যে feltএর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। মেয়েরা দীর্ঘ বেণী ধারণ করে। ইহারা কোমল প্রকৃতি, ভুটানবাসীগণের ন্যায় কলহপ্রিয় ও উগ্র স্বভাব নহে। ভুটিয়া রমণীদের মধ্যে প্রকৃত সুন্দরী বিরল নহে। সে সুন্দরী কোনও কবির মানসজাতা ভুবনমোহিনী তিলোত্তমা বা উর্ব্বশী না হইতে পারে, তাহার বিকচ পঙ্কজমুখে 'শ্রুতি পরশিত' ও সলাজলোচন খঞ্জন গঞ্জন না হইতে পারে, তাহার ঢল ঢল লাবণ্যের জল দু'কূল ভাসাইয়া বহিয়া যায় না—গমনে গজেন্দ্রও লজ্জা পায় না, অশ্রুতেও মুক্তা ঝরে না, কিন্তু তথাপি বন-কুসুমেরও কি একটা বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য নাই? প্রস্ফুটিত অরণ্যকুসুমের স্নিগ্ধ মধুর শোভায় কি পার্ব্বত্যভূমি উজ্জ্বল হয় না? সে পার্ব্বত্য কুসুম আপনিই অযতনে, হেলায় ফুটিয়া, আপনার রূপে আপনি বিভোর থাকিয়া আপনিই ঝরিয়া পড়ে।

ফিরবার তরে উদাস মাঝিরে—

———শ্রীবীরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়

গান—সুর ভাটীয়ালী

মাঝি তোর কোন গাঁয়েতে বাস
রে মাঝি তোর কোন গাঁয়েতে বাস?
তুই উজান বেলায় পাল ছাইর‍্যা রে এ-এ
মাঝি কোন খানেতে যাস।
ও মাঝি বেলা যে আর নাই
তোর ব্যাটা ব্যেটি ভাবতাছে ত তাই।
ওরে তুঁহার ভাটী লাগবার আর ত দেরি নাই
মাঝি চল্‌রে অখন
ঘরে ফির‍্যা যাই।
মাঝি তুই ঘরে ফির‍্যা চল্
চল্‌রে তুই অখনে ঘরে ফির‍্যা চল।
আজানের ডাকে সাড়া দেরে এ-এ
নইলে জীবন হইবো বিফল।

স্কাউটিং ও আউটিং

[কটিক]

স্কাউটিং যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তখন এই বাইরে যাওয়াটাই ছিল বড় জিনিস, Chief Scout লিখেছেন, "By the term 'Scouting' is meant the work and attributes of backwoodsmen, explorers and frontiersmen." এই তিন

দলের এক দলও ঘরে বসে থাকে না, শীকারীরা ঘোরে বনে বনে, পর্য্যটকরা দেশে দেশে, আর সীমান্তের লোকেরা পাহাড়ে পাহাড়ে। কাজেই তাদের গুণগুলি শিক্ষা দিতে হ'লে ঘরে বসে থাকলে চলেনা।

আপনারা বল্‌বেন যে, ছেলেরা যদি এতো ভালবাস্‌বে বাইরে যাওয়াটা তবে Scout-masterরা তাদের বাইরে নেন না কেন? আপনারা বল্‌বেন, আসলে ছেলেরাই বাইরে যেতে চায় না, তাই এই অবস্থা। কিন্তু সত্যি সত্যি যাঁরা ছেলেদের বেশ ভালো ক'রে পরীক্ষা করেছেন, তাঁরা হয়তো দেখেছেন যে, যে সব ট্রুপে এমনি প্যারেডের দিনে বেশীর ভাগ ছেলের টিকিই দেখা যায় না, তারা র‍্যালি কিম্বা আউটিং-এর দিনে এসে ঠিক হাজির হয়। আর যাদের ট্রুপে বেশীর ভাগ ছেলেই প্যারেডের দিন আসে, তারা স্কাউটমাষ্টারকে আউটিং-এর জন্য তাগাদা দিয়ে দিয়ে প্রাণান্ত করে তোলে। কাজেই ছেলেরা বাইরে যেতে চায় না একথা বলে আর যাকেই প্রবোধ দেওয়া যাক না কেন, নিজেকে বোঝানো যায়না। তা হ'লে আমরা ক্লাবরুমে স্কাউটিং করি কেন? তার প্রধান কারণ হ'লো এখানে স্কাউটিং করানো খুব সহজ; যেমন, ঘরের মধ্যে বসে শেখান যায় 'গেরো বাঁধা' (knotting), প্রাথমিক প্রতিবিধান (First Aid), আর বক্তৃতা, তা ছাড়া অন্যান্য কোন কাজই—Second Class বা First Class-এর—ক্লাবরুমে সম্ভব নয়, তাই শক্ত জিনিষগুলি শেখাতে হয় না। বক্তৃতা দেওয়া সহজ, আর প্রাথমিক প্রতিবিধানের জন্য তো St. Johnএর বই-ই রয়েছে। ছেলেরা আসে, গল্প করে চলে যায়, ফলে সাধারণ লোকের কাছে স্কাউটিং হয়ে পড়ে একটি আড্ডার জায়গা। অবশ্য আড্ডার আমাদের কিছু দরকার নেই বল্‌তে পারিনে। (আড্ডা কথাটা অবশ্য খুব খারাপ ভাবে ব্যবহার করছিনে।) আড্ডা বল্‌তে বুঝি একটা ঘর, যেখানে সকলে এসে মিলতে পারে। এ রকম একটা জায়গা থাকা দরকার। প্রথম কাজ হয়, ছেলেরা ঘরটাকে সাজাতে গিয়ে অনেক কিছু নতুন বিষয় শেখে আর সব চেয়ে

উপকারিতা হ'লো এর Environmentএ—আবহাওয়ায়। Hall বলেছেন, ছেলেদিগকে প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দেও, কেবল Environment-এর উপর নজর রেখো। কাজেই এই Environment-এর জন্য ক্লাবরুম মিটিং দরকার। কিন্তু ঘরে বসে বসে একেবারে 'কুনো' হয়ে গেলে আর লাভ রইলো কি?

এবারে Scouts and Employment সম্বন্ধে Scouter-এর সম্পাদক লিখেছেন যে এই unemployment-এর গোড়ার কারণ ছেলেদের ক্ষমতার অভাব। শুধু তাই নয়, ক্রমেই unemployed রা unemployable হয়ে পড়ে। তাই আমাদের চেষ্টা হবে, to improve the practical quality of our troop and crew programmes so that our **Scouts become real backwoodsmen**—capable of taking advantage of all opportunities in the prevailing economic and social conditions.' কাজেই আর আমাদের চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। তাদের backwoodsmen করে তুলতে হবে।

বিলিতি বইয়ে প্রায়ই দেখা যায়, যে তাদের 'সহুরে' ট্রুপগুলি মাঠ ঘাট পায়না, কাজেই বাইরে যাবার সুযোগ পায় না। আমাদের ক'লকাতা ছাড়া আর কোন জায়গারই স্কাউটমাষ্টারদের এ কথা বলা উচিত নয়। এই ঢাকার কথাই ধরুন না কেন, ক'লকাতার পরেই তো বাংলা দেশে এর স্থান, কিন্তু এখানকার একজন কমিশনার প্রমাণ ক'রে গেছেন যে ঢাকায়ও Wide Games খেলতে পারা যায়। তিনি জঙ্গলে (দু'মাইলের মধ্যে) গিয়ে তাঁর মেমকে লুকিয়ে রেখে আসতেন, তারপর চিহ্ন (scout sign) দিয়ে দিতেন, বলতেন তাঁর মেম চুরি হয়েছে, ছেলেরা খুঁজে বের করতো। কাজেই আমাদের হয়না বলে নিরাশ হবার সময় এখনও আসেনি। আর ক'লকাতায় কি করে আমরা Wide Games খেলি পরে বলবো।

কাজেই ছেলেদের যদি সত্যি সত্যি স্কাউট ক'রে তুলতে হয়, তা হ'লে, তাদের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। বাইরে নিয়ে যাবার কারণ প্রধানতঃ বলতে পারা যায় তিনটি—

(১) ছেলেদের ভালো লাগে বলে
(২) ব্যাজের পরীক্ষায় দরকার বলে
(৩) আত্মবিশ্বাস বাড়ায় বলে

এইবারে এর এক একটা ক'রে নেওয়া যাক।

ছেলেদের ভালো লাগা—আপনারা গোড়ায়ই বলবেন, আমরা চাই ছেলেদের মানুষ করতে, তাদের চরিত্রের যে সব দোষ তা তাড়িয়ে দিয়ে ভালো গুণের পত্তন করতে, ছেলেদের কি ভালো লাগবে, তা দেখলে তো আর আমাদের চলে না। রোগীর মুখে তেতো লাগতে পারে, কিন্তু ম্যালেরিয়া হ'লে কুইনাইন খেতেই হবে। যাঁরা একথা বলবেন, সুখের বিষয় তাঁরা দলে পুরু নন, তাঁদের আমি আর কিছু বলতে চাইনে, তাঁরা যেন, Scouting For Boys এর গোড়ার দিকটা আর একবার দেখেন, দেখবেন—The

Principle on which Scouting works is that the **boy's ideas are studied,** and he is **encouraged to educate himself instead of being instructed.** এই কথাটাই Chief Scout Aids to Scoutmastershipএ বাড়িয়ে বলেছেন—

1. His (Scoutmaster's) work **is** merely to **give to the boys the ambition and desire to learn** for himself.
2. That is done by suggesting to him activities **which attract him,** and which then teach him by failing to work, till he, by experience, does them right.

তারপর Badge সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়েও Chief Scout বলেছেন—

The object of offering so many as we do at an elementary standard is to **draw out** the boys of every type to try their hands at various kinds of work, and the watchful Scoutmaster can very quickly **recognise the particular bent of each boy** and encourage it accordingly.

এ সব কথাই আর এক জায়গায় ছোট করে বলা হয়েছে যে, আমাদের শিক্ষার ধারা তিনটী কথায় বল্‌তে পারা যায় discover, develop, guide. ছেলের কি ভালো লাগে তা বের করুন, তাকেই বাড়িয়ে তুলুন, আর যাতে তা কুপথে না যায় তারই চেষ্টা করুন। ছোট ছেলেকে দেখুন, তারা চায় গণ্ডগোল কর্‌তে, এই বের করলেন (discover) এখন ভাবুন, দেখবেন গণ্ডগোল ক'রে তারা আনন্দ পায়, ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলে তাদের মনের সুখ নষ্ট হবে, কাজেই এই গণ্ডগোল করাকেই develop কর্‌লেন 'Grand Howl' আর yell-এর মধ্য দিয়ে। তারপর এই স্বরকে সংযত ক'রে guide কর্‌লেন গানের দিকে। যাতে লোকে হ'তো বিরক্ত, দু'বছরে সে গুণটা বদলে গিয়ে লোককে কর্‌তে লাগ্‌লো মুগ্ধ।

কাজেই ছেলেদের কি ভালো লাগে না লাগে তার দিকে আমাদের দৃষ্টি না দিয়ে উপায় নেই। আর আমি আগে প্রমাণ কর্‌তে চেষ্টা করেছি, যে সত্যি সত্যি ছেলেরা বায়স্কোপ, থিয়েটার, সার্কাসের থেকে ক্যাম্পের নামে নেচে উঠে বেশী।

দেখা যাক, তাদের কাছে এই wide games কেন ভালো লাগে। মনস্তত্ত্ববিদগণ বলেন যে স্কাউট বয়সী ছেলে is not a desk animal. He is not a sitting-down animal, neither is he a pacifist **nor a believer in 'safety first',** nor a bookworm, nor a philosopher. He is a **boy**—God bless him—full to the brim of fun and fight and hunger and dancing and mischief and noise and observation and excitement' এবং 'Is not the boy **right**, after all, in maintaining his **Own Code of justice and achievement and adventure ?** আর এই বাইরে যাওয়া,wide games প্রভৃতিতে তারা খুঁজে পায় romance, adventure, fun, excitement. তারা চায় গোলমাল কর্‌তে, তারা চায় নতুন কিছু কর্‌তে, তারা জান্‌তে

চায় তাদের কাছে নিষিদ্ধ, ঐ পাহাড়ের, বনের বুকে বুকে কি জ্ঞান লুকিয়ে আছে ; তারা জানতে চায়, ঐ তারার মালা আকাশ থেকে কি বার্ত্তা পাঠায় ; কি খবর থাকে পাখীর গানে গানে, হাওয়ার চলচঞ্চল গতির তালে তালে, তা তারা জানবার জন্য আকুল হয়। তারা অবাক হয়, ভাবে, খোঁজে, দেখে, কিছু বোঝেনা উপরের ঐ বিরাট আকাশ, নীচের ঐ সুন্দর মাঠ এর মধ্যে তারা আপনাকে বিলিয়ে দিতে চায় তখন Two little Savages এর Yan এর মত তার কাছেও হয়—

"The wind and sky and ground are full of thrill. There was clamour everywhere, but never a wind. There was stirring within and without. There was incentive in the yelping of the wild geese but it was only tumult, for he could not **understand why he was so stirred.** There was voices that he could not hear, messages that he could not read, all was confusion of tongues. **He longed only to get away** (from home) 'If only I could get away. If ! if ! —oh, God !' he stammered in torment of inexpression, and then would gasp and fling himself down on some bank, and bite the twigs that chanced within reach and tremble and wonder at himself......Every tree and thicket had a voice, a long ditch full of water had many that called to him... ..He crawled again and again to the ditch and watched and waited. এ অবস্থা শুধু Yan এর নয়, যারা গ্রামে ছিলেন, তাঁরা একবার নিজেদের ছেলেবেলার কথা ভেবে দেখুন—'বউ কথা কও' পাখী দেখবার জন্য কত দুপুর আমরা বনে বনে কাটিয়েছি। কাজেই, আজ আমাদের সময় এসেছে—to become the students, and to **study** the marvellous boy-life, which we are at present trying vainly to crush and repress.

কাজেই ছেলেদের ভালো লাগেনা বলে যেন আর বসে থাকবেন না। আপনাদের যে আনন্দ থেকে গুরুমহাশয়রা বঞ্চিত করেছেন, ছেলেদের দিয়ে দিন তা সুদশুদ্ধ। তাদের প্রাণের আনন্দে বাঙলা দেশ আবার হাসুক। ছেলেদের কি ভালো লাগেনা জানেন ? তাদের ভালো লাগেনা চর্ব্বিতচর্ব্বন, একই জিনিস বারে বারে শুনতে তাদের ভালো লাগেনা। ছেলেরা নতুনত্ব চায়। তা দেওয়াও খুব বেশী শক্ত নয়, অতি পুরাতনকেও যদি নতুন রকমে তাদের কাছে দেওয়া যায় তা হলেই তারা খুসী। Gilcraft সত্যিই বলেছেন,—

Boys crave for and need, variety, and everytime a fresh setting is given to an attack and defence game it becomes a fresh game. সেজন্য দরকার একটু খাটুনি, একটু বুদ্ধি খাটানো,—দরকার একটু কল্পনাশক্তি।

Chief Scout এ সম্বন্ধে বলেছেন, To stand on the right footing for getting the best out of your boys you must see things with their eyes. To you the orchard must, as it is with them, be Sherwood Forest with Robin Hood and his Merry Men in the background, the fishing harbour must be the Spanish Main with its pirate and privateers ; even the town common may be a prairie teeming with buffalloes and Red Indians or the narrow stream a mountain gorge where lived the bandits or the bears.

কাজেই ছেলেদের উপেক্ষা করবার উপায় নেই।

Punctuality and Politeness

If punctuality is the politeness of Kings, it is also especially that of young people. A very important person with many engagements may sometimes make a youngster wait, but a Scout should not do so with a brother Scout, and still less with a leader or a person older than himself. You often hear of Scoutmasters who complain of the lack of punctuality of their boys and of District and County instructors and committee secretaries who regret that the people they have to deal with are not more punctual and precise. It is very important to teach your boys exactness and punctuality not only in order to simplify the work of the leaders, but especially to form habits in the boys, which will be of great use to them straight away, and especially later on.

One who has the reputation of always being on the spot up to time, of doing exactly what is asked of him, and of doing it at once, will gain a great advantage over one who is always late and whom one has constantly to watch, supervise and repeat orders to.

Punctuality and précision gain time-much time, both for him who waits for us and who should not have to wait, and for ourselves also ; in order to arrive exactly at the right time, we must learn to organise our day, our work and our pleasures, so that we do not lose a minute.

Unpunctuality is a sign of personal unconcern combined with a certain despising of others and of their rights.

To teach our Scouts to be punctual and precise is the duty of the leaders, even if these qualities do not have the attraction to the Scouts that other qualities have, and do not appeal to them as much as do happiness, loyalty, or even the winning of a point for their patrols.

The Method.—

(a) Begin yourself by always giving exact dates and hours. Avoid making appointments "about seven o'clock." or "between seven and eight" ; say 7 P. M. exactly, neither before nor after.

(b) Insist that your Scouts are there. At the meeting, assemble the troop at the exact time fixed for the rendezvous. Leave one minute after, ready to explain the game or the exercise some 500 yards further on. Call the patrol leaders together before the Scouts arrive to get done with administrative questions without making any one wait.

Leave a leader to collect those who are late and to make them understand their mistake. Or better, leave only a note.

You will stop in a week or two all lateness, for then your Scouts will not be able to make the usual excuse "There's no need to hurry, we never get off till ten minutes after the time that has been arranged."

If the Scoutmaster gives a rendezvous at the end of a game, or during an exercise, insist that the patrols arrive at the exact time. Go off again without

waiting for those who are late, or hide yourselves and let them 'look silly' for a few minutes. Make them explain afterwards why they were late. In the majority of cases, it will be easy to show them that they have lingered about, or have stopped somewhere, or that there has been some confusion, or that the orders of the Patrol Leader were badly carried out.

Always stress the point that punctuality is before everything a question of politeness to the Scoutmaster and to the other Scouts who are waiting.

A short time ago I was present at the setting out of a troop. The time of meeting was fixed for 2. 15 P. M. The Scoutmaster arrived himself at 2. 17 P. M. smiling and not at all hurried. He called up the Patrol Leaders discussed payments, absences, etc. The boys amused themselves well or badly and naturally rather badly...than well, a great noise, ragging about, etc. From time to time others arrived one by one, as smiling and unhurried as their leader. At last the troop had all arrived, well after 2-30 P. M. and with a cunning slackness. They went off. I stayed behind and collected a last Scout who was much surprised to find the place empty, because usually everybody was still there a good half hour after the time of rendezvous.

I leave you to guess what educative value such methods have. Happily schools act as a corrective.

(c) Be a good example yourself. In your correspondence with those above you and those below you, answer their letters inside 24 hours, send information asked for as soon as you can ; if you cannot answer at once for some very good reason, send a line so that your correspondent knows that you are doing the necessary.

Give clear and precise orders and instructions. This will clear your thoughts and make you reflect before speaking, and will make your thoughts clear to yourself before you express them. It will also form in your boys the habit of exactness in their thoughts and their words.

Keep strictly to the orders given for the day, even if you have to make them rather indefinite. If you have to give up keeping a particular appointment, explain why to your boys, so that they will know that it is not because you have made a mistake in calculating the time ; and also that it is not due to slackness.

If you cannot rely on your memory, make a note of what you have to do, with the last date on which it must be done, and do not strike it off until you have done it. Don't have a list of letters which you have not answered ; don't wait till the last minute to send in your returns or your reports.

If you know that you are going to be late, let the man, who has to wait, know. Write, telephone, or send a message and make your excuses afterwards. And never arrive after the delay, smiling and shrugging your shoulders.

(d) For the leaders ; see that all the orders and all the instructions you give are carried out properly. If any one asks you for some information, or to do something, or to send a report, make a note of it with the date, and don't strike it out until the report has been sent in, or until you have done the job or given information. Worry your Scouts until they have got into the way of acting

as you act, until they clearly understand that it is useless to lag behind or to wait, and that you will not give them any peace until they do things as you want them to be done.

Such training is not the work of one day. It is not by continually talking about punctuality that you will get it carried out, but by never allowing any opportunity, however small, to pass without insisting on exactness in time and work, without pointing out to the boys the importance and usefulness of it all. They w'll think you are as annoying as the rain, stupid even sometimes, and perhaps will make you feel that you are. But what does it matter ; they will only be too grateful to you later on, when they understand that the habits which you have instilled into them are ever so much more useful to them in the struggles of life than knowing how to shout some complicated yell, or even how to distinguish a red fir tree from a white one,

F. L. Z. Lausanne.

Notes & News

Boy Scouts Display :—On the occasion of the visit of Mr. E. C. Gibson, C. I. E., I. C. S., Agent to the Governor General of India, Eastern States, the Scouts and Rovers of the State gave a ground display of Scout events before a large crowd of guests and spectators on 20th July last. Owing to a slight indisposition of H. H. Sankar Pratap Deo Singh Bahadur, the Ruling Chief and the Chief Scout of the State who could only be present for a while, Kumar Gourendra Pratap Deo Sing assisted by two Calcutta Scouters Messrs. Satta Bose and Benoy Ghose took Charge of the function.

On arrival at the Polo Ground, the A. G. G. who was accompanied by Rajkumar Nursing Protap Singh Deo, the Prime Minister, was received by Kumar Gourendra Protap. The Prime Minister then presented the two Calcutta Scouters to Mr. Gibson.

The Kumar having blown his whistle, the Scouts from all corners of the ground rushed out shouting their Patrol calls and approached the arena to receive the Chief Guest, where they took their stand in the Horse-shoe formation. The Union Jack was then unfurled by Mr. Gibson followed by a general inspection when the State Band in attendance played a suitable tune. The Chief Guest was then greeted in the Scout fashion with a chorus of welcome. At the Camp fire where the boys sang "He is a jolly good fellow", Mr. Gibson congratulated them on their smart turn out and abilities, and expressed great satisfaction on the success of the show. The programme consisting of a variety of items lasted for about two hours and terminated with the Band playing "God Save the King."

Among the distinguished guests present were, the Raja of Boudh, the Prime Minister, the Judicial Minister, the Commissioner of Police, the Assistant Commissioner, the Private Secretary to His Highness, Mrs. Leslie, the Head Master of the local School, the Forest officer and other.

[Dhenkanal State 24. 7. 33]

Cornwell Scout : Eric Smith a 13 year-old Boy Scout of the 15th N. W. Leeds Group has been awarded the Cornwell Scout Decoration for "Courage, capability and character" by Lord Baden Powell of Gilwell, the Chief Scout, who personally presented the award to Smith at the All-Yorkshire Scout Rally at Pontefract on 8th July.

Smith was accidentally kicked while playing football and he had to be in hospital with knee trouble and underwent operation. Later on his case became serious and doctors operated on him several times. He was in the infirmary and other hospitals for 8 months but all the time he showed wonderful spirit and never complained of his trouble in spite of the painful dressings etc. Eric has not been able to straighten his legs and he wheels to his troop meetings regularly on a spinal chair.

Jamboree News.

Ceylon Scouts' Paris Exhibition : The Ceylon Boy Scouts Contingent to the Fourth World Jamboree, 20 strong, arrived in Paris on the 19th July and with the help of French Scouts, and British Rover Scouts they gave one day a special Ceylon Boy Scout Gala, "The Spices of the East." There was an Art Exhibition representating the work of Ceylon's leading artists, replicas of famous temples and pillars, collection of curios etc. There were national dances with native music and historical pageants also.

Chief Scout's Visits : His Excellency the Governor Chief Scout for Bengal visited several places during his recent tour in the Province and he was much pleased to see what the Scouts are doing in different centres.

At Dacca : The Chief Scout inspected the Dacca Boy Scouts and the Girl Guides at Govt. House on 14th July. The Scouts were in charge of their popular Dist. Commissioner Mr. A. N. Sen, Barrister-at-law. Mr. Sen in his speech said that he hoped that under the leadership of their Chief they would be able to infuse the youth of Eastern Bengal with the true scout spirit. His Excellency was pleased to see the smart turn-out of the scouts and gave a donation of Rs. 200/- to the Association. The Provincial Commissioner also attended.

At Mymensingh : The Chief Scout visited Mymensingh and a parade of the Scouts was held on the 17th July at the Alexandra Castle before His Excellency, the Girl Guides also attended the function. His Excellency inspected the troops and took keen interest in the games and stunts put up by them. He also spoke very highly of the Mymensingh Scouts and said that he saw the very best types in them.

Bell Cup Competition in Swimming, Life-saving and Diving :

The competition was held on Saturday the 29th July 1933 at Cornwallis Square Tank amongst the three Cal. Local Assn. troops. The 1st/I Calcutta stood first and won the cup.

Mr. J. S. Wilson, Camp Chief : It is probable that the Camp Chief will visit Calcutta in the beginning of January 1934.

Scouters' Training Camp : A Scoutmasters' Training Camp will be held from the 21st to 31st of October 1933 at Dhakuria near Calcutta.

Late Mr. J. M. Sen Gupta : It was an extremely shocking news when Bengal heard that their leader in the political life Mr. J. M. Sen Gupta passed away all on a sudden on the 22nd of July 1933 at Ranchi. He had suffered too long for the cause of his fellow countrymen and Bengal will never be too ungrateful to pay tribute to his memory. As a Barrister-at-law in the Cal. High Court he was known to every body and then as the chief citizen of Calcutta to which he was elected for five successive years he claimed the respect of every party and won the heart of his people. He had implicit faith in Scouting and he allowed his two sons to be Scouts and take the training of true citizenship.

He was cremated at the Keoratala Burning Ghat, Calcutta. The Scouts and Rovers of the 2nd and 3rd Calcutta Associations were present there, helped the crowd and rendered first-aid to many who were injured on the occasion.

Further News about the Jamboree.

The Oversea Contingents : The largest Oversea Contingent to the World Jamboree comes from Australia, 85 strong. Next in order of size comes India, 72 of whose Scouts left Bombay on the Castalia on July 13th. There will be 19 Scouts from Ceylon and 60 from Jamaica, 65 from south Africa.

Patrol Activities : Two special non-competitive activities are being arranged by the Hungarian authorities and they are offering Souvenirs for the participants. One is a 24 hour patrol hike over a distance of about 18 miles. The other is a patrol Obstacle Hunt which will last about three hours and in which patrols will have to overcome obstacles which will test their scouting skill.

Hungary Scout Linguists : The Hungarian Boy Scouts have made great strides towards overcoming the language difficulties at the Jamboree. A series of special language courses for Scouts has just concluded, and now 300 Boy Scouts and Guides, who speak 13 languages between them, will be at the disposal of foreign scouts who go in to Budapest from Godollo on sight-seeing trips.

(L. EYE)

XOXOXOX
-()-()-
/-/-/-/
O O O.O
O-O-O-O

CLUE CARD No. 3

MARS
HORUS
SATURN
VENUS
ZEUS
THEMIS
ARTEMIS
JUPITER
MINERVA

(LIPS)

(L. EYE)

CLUE CARD No. 2

CHALET
HEXAGON
MAZE
OPTICAL
MASTER
CHARIOT
SWORD
HAWK
QUIVER

(LIPS)

(L. EYE)

A . . A
B . . B
C . . C
D . . D
E . . E
F . . F
G . . G
H . . H
I . . I

CLUE CARD No. 1

SUNDAY
THURSDAY
FRIDAY
MARCH
APRIL
JUNE
JULY
DAY
NIGHT

(LIPS)

(R. EYE)

N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S

CLUE CARD

BRIG
BARQUE
SUBMARINE
YAWL
KETCH
DINGHY
PUNT
YACHT
FOCASTLE

(LIPS)

(R. EYE)

* (O
* * * *
(((
O O O O
* ((*
* O O *
(* * (
O * * O
(* (*

CLUE CARD No. 1

FAKIR
THUNDER
GHOST
WEIRD
SHRIEK
HOWL
QUAKE
SHIVER
TEARS

(LIPS)

(R. EYE)

• O O O O
• • O O O •
• • • O O
• • • • O
• • • • •
O • • • •
O O • • •
O O O • •
O O O O •

CLUE CARD No. 2

HYACINTH
GERANIUM
PANSY
COWSLIP
PINK
VIOLET
MARIGOLD
TULIP
VIOLA

(LIPS)

(R. EYE)

1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9

CLUE CARD No. 3

STARLING
MAGPIE
PLOVER
HERON
CRANE
SNIPE
PELICAN
FALCON
SWIFT

(LIPS)

দশম বর্ষ] আশ্বিন—১৩৪০ [চতুর্থ সংখ্যা

পূজার স্কাউটিং

পূজায় সকলেই প্রায় চলে যাচ্ছ, কেউ বা দার্জ্জিলিং, কেউ বা শিলং কেউ বা সিমলা। যেখানেই যাওনা কেন, ভুলে যেন যেওনা যে তুমি স্কাউট। স্কাউট হওয়া মানে খুব সহজ ব্যাপার নয়। সব সময়ে যেন মনে থাকে যে তুমি একটা প্রতিজ্ঞা করেছো, প্রাণ দিয়ে তা তোমার রাখতে হবে। জানতো হাকিম নড়েতো হুকুম নড়ে না। লোকের কথা ঠিক না রইলে তার আর কোন দাম থাকে না। আর মনে রেখো এ প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য তুমি চীফ স্কাউটের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কারণ তোমার যদি কোন কাজের কেউ নিন্দা করে তবে সে নিন্দা তাকেও লাগবে। কাজেই পূজার ছুটিতে যেখানেই যাও, স্কাউটিংর কথা ভুলে-যেয়োনা।

সব চেয়ে বেশী ক'রে মনে করিয়ে দিতে চাই স্কাউটদের এগারো নম্বর আইনটা। (যা এমনিতে হয় না) সেটা হলো, 'স্কাউটেরা বোকা নয়।' এটা সব সময় মনে রাখতে চেষ্টা ক'রবে। সব সময়ে মনে রেখে, স্কাউট নিজের জন্য সব চিন্তা ক'রে ঠিক ক'রে ফেলে, আর একবার ঠিক ক'রে ফেল্‌লে যে যা সত্য বলে জানে তার থেকে একটুও বিচ্যুত হয় না। পূজায় নতুন দেশে গিয়ে একথাগুলি ভুলে যেয়োনা। ভুলে যেয়োনা স্কাউট্ আইন।

বিশ্বাস যোগ্য, অনুগত পর-উপকারী
বিশ্বপ্রেমিক বিনয়ী আর জীবে দয়াবান্,
বাধ্য, হাস্যময় ও ধনে মিতব্যয়ী
বাক্যে, কাজে মনে পূত মলয় সমান।

চার গোয়েন্দার কাণ্ড

বারো

[কটিক]

কালো বোতাম

মস্ত বড় ঘর। দুই দিকে দুইটি মস্ত মস্ত জানালা, মাকড়সার জালের মত তার বুনন, তার ভেতর দিয়ে আলো এসে ভেতরে ঢুকছে। একদিকের দেয়াল গোল হয়ে বেঁকে গেছে, তার উপরে এনামেলের কাঁটা ঘুরছে। ছোট ছোট আলো আর অদ্ভুত অদ্ভুত নম্বরে সমস্ত দেয়ালটা ভর্তি। এক একবার জ্বল্‌ছে, এক একবার নিভ্‌ছে, কাঁটাগুলি বোঁ ক'রে ঘুরে ঘুরে আবার থেমে স্থির হয়ে যাচ্ছে। তার সামনে একটা লোক একটা উঁচু বেদীর উপর বসে বসে সেই দেয়ালের যন্ত্রপাঁতিগুলি পরিচালনা কর্‌ছে।

লোকটীর সামনে একটা ডেস্ক, উপরটা কাঁচের আর চারদিকে ঘিরে ব্যাটারী, বোতাম, আর সুইচ। তার কনুইয়ের কাছে একটা ছোট মাইক্রোফোন, আর তার সামনে টেবিলের অন্যদিকে টেলিভিসন যন্ত্রের একটা পর্দা, লোকটী উদগ্রীব ভাবে তার দিকে চেয়ে রয়েছে।

এই লোকটীই স্পার্‌লিং।

এই ঘরটীই হ'লো তার ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল। এই ঘর থেকেই তার যুদ্ধ লাগাবার সব মতলব সে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। এখান থেকেই সে তার অসংখ্য অনুচরদের কাজ

করায়। যুদ্ধ, একটা যুদ্ধ লাগানোই তার জীবনের একমাত্র মূলমন্ত্র। তবে সে মস্ত বড় লোক হ'তে পারবে। সকলকে তার কাছ থেকেই গোলাগুলি বারুদ সব কিনতে হবে।

ছোট্ট রোগা বেঁটে মানুষটি। তার মাথা যেন শরীরকে বাড়তে দেয়নি। কী অদ্ভুত বুদ্ধি! কপালের নীচে গভীর, ক্রুর, স্থির চক্ষু দুটো।

চুপ করে সে বসে, সামনের টেলিভিসন যন্ত্রের পর্দ্দার দিকে চেয়ে রইলো। তাতে তার কারখানার ছবি পড়েছে। কর্ম্মচারীদের উপর আর জোর খাটছে না, সকলে বিদ্রোহ করছে। পাহারাদাররা এঁটে উঠতে পারছে না।

দুদিকের মস্ত মস্ত যন্ত্রগুলির মাঝখান দিয়ে লোকেরা ছুটাছুটি করছে, এখানে সেখানে দু'একজন মৃতের মত স্থির হ'য়ে পড়ে আছে। একজায়গায় স্পার্লিং-এর জন চারেক সৈন্য পড়ে রয়েছে। কর্ম্মচারীরা সব দলে দলে অন্যদিকের মস্ত বড় দরজাটার দিকে যাচ্ছিল।

দরজাটা ম্যাসিন ঘুরিয়ে বন্ধ ক'রে দেওয়া হচ্ছিল, আর তারা প্রাণপনে চেষ্টা করছিল তাকে খোলা রাখতে। আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। মজুরেরা আর একবার পিছিয়ে পড়লো।

স্পারলিং বললো, 'পনেরো নম্বর।'

মজুরেরা এবারে হাতের কাছে যে যা পাচ্ছে তা দিয়েই প্রচণ্ড ভাবে দরজার উপর আঘাত করছে। উপরের গ্যালারীতে উঠবার একটা সিঁড়ি ছিল, তারা সেটাকে নিয়েই ঠকাঠক করে দরজায় মারতে লাগলো। কিন্তু দরজার একটুও ক্ষতি হ'লো না।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই গ্যালারীতে ১৫ নং দলের দেখা পাওয়া গেল, তারা গ্যালারী থেকে নেমে এলো। কিন্তু এই উন্মত্ত মজুরদের সঙ্গে পেরে উঠলো না, তারা হাতের কাছে যা পেলো তাই নিয়ে প্রবল ভাবে আক্রমণ করলো। স্পারলিং এক মনে সমস্ত দৃশ্যটা দেখতে লাগলো, আর একবার তার মুখ নড়ে উঠলো। সে বললা, 'গ্যাস।' এক মিনিট চুপ, তার পর ছাদের গর্ত্ত দিয়ে যেন কুয়াসা নেমে এলো। হাওয়ায় ফুলে ফুলে উঠে সমস্ত ঘরটা ভরে ফেললো, তার পর আস্তে আস্তে নীচের দিকে নামতে লাগলো। সামনের দৃশ্যটা আবছায়া ভাব

কি হয়ে গেছে

রোজার গ্রেভিস ও জ্যাক ডেলস দুই বন্ধু। ঘটনাক্রমে তারা একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়ে যায়। রোজারের বাবা হ'লেন বিখ্যাত ব্রিটিশ গোয়েন্দা হ্যারফোর্ড গ্রেভিস। তিনি জার্ম্মাণ গোয়েন্দা পল্স ভাইডফ (ব্যাণ্ড), ফরাসী গোয়েন্দা হেনরী লেরুর আর আমেরিকান গোয়েন্দা সেলডন ক্রুপের সঙ্গে ঠিক করলেন যে ভবিষ্যতে তাঁরা পৃথিবীতে যাতে আর কোন যুদ্ধ না লাগতে পারে তার জন্য চেষ্টা করবেন। সে জন্যই তাদের সঙ্গে গোলা-বারুদওয়ালা স্পারলিং-এর সংঘাত লাগলো। স্পারলিং ইটালী সরকারের কতগুলি দরকারী কাগজপত্র চুরি করেছিল গোয়েন্দারা তা উদ্ধার ক'রে রোজার আর জ্যাককে দিয়ে রোমে পাঠিয়েছেন। সেখানে এককানওয়ালা এক ভিখারীর সঙ্গে তাদের দেখা হওয়ার কথা ছিল। তার বদলে তাদের দেখা হ'লো, এক বৃদ্ধার সঙ্গে তারা তার নির্দ্দেশমত চলতে আরম্ভ করেছে। এই বারে পড়ে যাও।

হয়ে গেল, কিন্তু তার ভেতর দিয়েও সে দেখতে পেলো যে লোকেরা মুখ ঢেকে মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে বসে পড়ছে আর এ দিকে বড় দরজাটা খুলে গেল, বীভৎস মুখোসপরা সৈন্যের দল তার ভেতর দিয়ে শেকল নিয়ে ঢুকলো।

স্পার্লিং আবার বল্‌ল, 'ছ'জন দলপতিদের গুলী করে মেরে ফেল।'

বলে একটা সুইচ টিপে দিল, পর্দ্দাটা আবার কালো হয়ে গেল, স্পার্লিং পেছন দিকে মুখ করে তার পিছনের লোকটার দিকে তাকালো। সে ক্লীনমেন।

স্পার্লিং বল্‌ল, "আমি যা বলেছিলাম তাই হ'লো। সত্যি তোমার কাজ হাঁসিল করতে না পারাটা আমাদেরই কলঙ্ক। গ্রেভিল আর তার দলের লোকেরা সত্যি সত্যিই চালাক—ভারী চালাক। ক্লীনমেন আমার মনে হয়, এখন আর তাদের বাঁচিয়ে রাখবার কোন মানে হয় না, তাদের একেবারে শেষ করাই হ'লো আমাদের একমাত্র কাজ।"

ক্লীনমেন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

স্পারলিংএর সামনে একটা আলো জ্বলে উঠল, সে একটা বোতাম টিপতে টিপতে বল্‌ল, "আমার মনে হয় এবার আমি তাদের হাতে পেয়েছি। অন্ততঃ আমার বন্দোবস্ত মত ওদের চুপ ক'রে থাকা ছাড়া আর উপায় নেই।"

সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিসন্ পর্দ্দাটার তলার একটা লাউডস্পীকার থেকে খবর এলো—

'K M. হেনরী লেরু যে তরঙ্গান্তরে খবর পাঠাতেন সে তরঙ্গান্তর আমরা ধরেছি। আমরা আমাদের দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র ঠিক করে রেখেছি, এবারে ধর্‌তে পারলেই ঠিক বেরিয়ে পড়্‌বে কোথায় ওরা আছে। আপনি ওদের কিছু বল্‌বেন কি ?'

'হ্যাঁ শীগ্‌গির ওদের বেতারে ডাক। ভাল কথা, রোমের সঙ্গে এখনও তোমার যোগ আছে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ছেলেদের ঠিক মত নিয়ে চলেছি।'

• 'এক্ষুনি প্ল্যানে তারা কোথায় আছে দেখাও, আর লেরুকে ডা'ক।'

তার কথার সঙ্গে সঙ্গে তার টেবিলের একটা কোন আলোকিত হয়ে উঠল, তার উপর রোমের রাস্তার একটা সুন্দর প্ল্যান আঁকা। এক কোনে কলোসিয়ম আঁকা, সেখান থেকে একটা লাল সুতার মত জিনিষ রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে। আস্তে আস্তে একটু একটু ক'রে বড় হচ্ছে, জ্যাক, রোজার যেমন একটু একটু ক'রে এগোচ্ছে, তেমনি ঐ ছোট লাল সুতার মত আলো বেড়ে যাচ্ছে।

স্পার্‌লিং ক্লীনমেনের দিকে চেয়ে বল্‌ল, দেখেছো ? বেশ জিনিষটি ; না ? দেখ, দেখ, Piazza Venoto পার হয়ে চল্‌লো, বাঃ—

লাউডস্পীকার থেকে একটা শব্দ ভেসে এলো -

'Allo allo allo ?' (হ্যালোঃ)

স্পার্‌লিং খুব আস্তে আস্তে বল্‌লো, "কে মঁসিয়ে লেরু ? আমার গলার স্বর চিন্‌তে পেরেছেন ?"

'স্পারলিং।'

'হাঁ, হারফোর্ড গ্রেভিল আপনার সঙ্গে আছেন তাকে একটু ডেকে দিন না।'

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে হারফোর্ড গ্রেভিলের গলা শুনতে পাওয়া গেল, "আমাকে কিছু বল্‌তে চাও, স্পার্‌লিং !"

"হু, তুমি বড় জ্বালাতন ক'রে তুলেছো, ঐ কাগজগুলি দিয়ে যে প্ল্যান করা হ'লো, তা তোমার জন্যই ঠিক মত খাটাতে পার্‌লাম না। একবার তোমায় বাপু সাবধান ক'রে দিয়েছি, এবারে তোমাকে শেষ করে দেব।"

"সে তোমার ক্ষমতার বাইরে স্পার্‌লিং।"

'বাইরে ! হুঁ, তোমরা বোধ হয় জানো না যে তোমাদের থেকে আমি একটু বেশী জানি। যেমন ধর, আমি জানি যে তোমার ছেলে এখন চার নম্বর Via Tibenira তে চলেছে। ঠিক এই মুহূর্ত্তে তারা Corso Nazio পার হয়ে চলে গেল। •

'আর, আর একটা কথা তোমাদের আগেই বলে দেওয়া ভাল, যদি একবার সেই বাড়ীতে ঢোকে তা হ'লে আর প্রাণ নিয়ে তারা বেরিয়ে আসবে না। যদি না, তোমরা আমরা পেছনে আর লাগবে না, এমন কথা আমায় বল। দু'বার আমায় হারিয়েছ গ্রেভিল, কিন্তু তৃতীয় বার পারবে না।'

এক মুহূর্ত্ত চুপ করে স্পার্‌লিং আবার বললো, 'এই মুহূর্ত্তে ছেলেরা Pontico Tibenira পার হচ্ছে। এক মিনিটের মধ্যে তারা বাড়ীতে ঢুক্‌বে।

মিঃ গ্রেভিল বল্‌লেন, 'আমাদের ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করোনা স্প্যার্‌লিং।

মিঃ গ্রেভিল, লেরু আর ক্রুণ ছিলেন লেরুর প্যারীর সেই কারখানায়। সেখান থেকে তাঁরা কথা বলছিলেন।

স্পারলিং বল্লো, আমি ধাপ্পা দিইনা গ্রেভিল। আমি সত্যি বলছি, তোমাদের অনেক খবরই আমার জানা। আর তোমাদের সেই এক কানওয়ালা ভিখারী আমার হাতে এখন। আমি আবার তোমাদের সাবধান ক'রে দিচ্ছি, যদি ছেলেরা একবার সে বাড়ীতে ঢোকে তা হ'লে আর আমারও সাধ্য থাকবে না তাদের রক্ষা করবার, আমার হুকুম আমিও আবার ফিরিয়ে নিতে পারিনে।'

'গ্রেভিল, তারা Portico-র অর্দ্ধেক অবধি ঢুকেছে, অর্থাৎ মৃত্যুর মুখে প্রায় ঢুকে পড়েছে, যদি না—'

গ্রেভিল বল্লেন, 'স্পার্লিং, তুমি কিছুই করতে পারবে না। আর, আর মনে রেখো এরকম ভাবে আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না। আর আমরা মরবার আগে তোমাকেও জ্যান্ত রেখে যাবোনা। ঐ ছেলেরা—

'হাঁ, তুমি আরও প্রমাণ চাও না? তবে শোন, ছেলেদের কাছে এখন তোমাদের দেওয়া খামটাও নেই, তোমার দেওয়া খবর দেবার সময় এক বৃদ্ধা তোমার ছেলের পকেট থেকে তুলে নিয়েছে। আর সেই বৃদ্ধা আমার লোক।'

স্পার্লিং সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো, তার সরু একটা আঙ্গুল দিয়ে ম্যাপের রাস্তার উপর দাগ কেটে বল্ল।

'গ্রেভিল, এবার তারা Via Tiberina-র কোণে।'

'শয়তান, যদি তুমি ছেলেদের কিছু কর—'

'তারা প্রায় বাড়ীতে ঢুকে পড়লো' গ্রেভিল শীগ্‌গীর, শীগ্‌গীর। গ্রেভিল, তুমি কি, তোমার ছেলেকে তুমি প্রাণের থেকে বেশী ভাল বাস আর তার বন্ধু যার উপর তোমার কোন দাবী নেই, এদের দু'জনকে বলি দেবে, গ্রেভিল, শীগ্‌গীর এখনও সময় আছে, এখনও আমার একটা কথায় তারা বাঁচতে পারে, আর মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড সময় আছে।'

'স্পার্লিং' তুমি তাদের ছুঁতেও সাহস করবেনা।'

'গ্রেভিল তারা বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে, ঢোকবার আগে একটু ভেবে নিচ্ছে। এই তোমার শেষ—'

গ্রেভিল বল্লেন, 'স্পার্লিং একদিন আমরা মুখোমুখি দাঁড়াবো। সে দিন এর বিচার হবে।'

স্পার্লিংএর চোখ ছোট হয়ে এলো, গলার স্বর বেড়ে গেল, বল্ল, কি? তুমি, তা হ'লে এসুযোগ নেবেনা? তা হ'লে, তা হ'লে তারা মরবে।'

সে কালো বোতামটা সজোরে টিপে দিল।

[ক্রমশঃ]

ম্যানেজারী

[শ্রীতপেন বসু]

সে কি কথা পরিমল
কবিতাই লেখোনি ?
কটিকেরে ডাকো দেখি,
গল্পটা দেখেনি।
ওই দিকে ওই যায়
জ্যোতি বুঝি ? শোননা ;
ক'টি পাতা বাকী আছে
বসে বসে গোণনা।
ক' পাতা ?—সাড়ে সাত ?
লিখে দাও লিখে দাও।
ম্যাও যে হে! বেশ বেশ,
কাব-বই দিয়ে যাও।
এই এই দরোয়ান,
—কাশী বুঝি নাম তার ?
উপরেতে দিয়ে এস,
খালি আছে হাত কার ?
ভুল যেন করেনাকো।
—দু' পাতায় লেখা ?
ম্যাও ভায়া এই করে,
শোনেনাক কথাটা।
কি বল্‌লে ? অর্ডার ?
এত ভুল বাপরে,
প্রেসে উঠে বসে আছে ?
একী পরিতাপরে।
প্রুফে ছিল ? থাক বাপু
অত কি হে পারা যায়,
এই কটা ঠিক্ কর,
তা না হ'লে মান যায়।
কি বল্‌লে ?—হবে নাকো ?
হাজারের ধাক্কা,
এই বারে ছেড়ে দিয়ে
যেতে হবে মক্কা,
প্রেসের ভূত বাপু
চাপিয়াছে স্কন্ধে ;—
মামা, কাকা দাদা দিদি
ঘোরে যবে বন্ধে,
আমি হেথা বসে বসে
কালী ঝুল করি সার,
তবু হায় সব ঠিক
থাকেনাকো কোন বার।
এ বারের ছবি কোথা ?
কোথা গেল লেখা সব ?
গাদা গাদা ভুল কেন ?
কেন শুধু কলরব ?
এই সব ভেবে ভেবে
মাথা থাকে ঠিক কি ?
কেবা জানে হবে কি না
সব ক'টা বিক্রী ?
'যাহা থাকে বরাতেতে'
তাই বাপু মানিলাম,
আর বাবা পারিনেকো,
এই বারে থামিলাম।

গোয়েন্দার মুখের ছবি

এ মাসে আর্ট পেপারে ছেপে গোয়েন্দার মুখের ছবি দেওয়া হ'লো। গত বৎসরেও আর একবার দেওয়া হয়েছিল ; সেবারে clue card মাত্র ছিল একটি, এবারে আরও তিনটি দেওয়া হ'লো। 'চার গোয়েন্দার কাণ্ড' যারা পড়েছো তারা নিশ্চয়ই জানো যে গোয়েন্দারা একটা অদ্ভুত প্রথায় খবর পাঠাতো। প্রথাটা খুবই সহজ। তোমরা যদি আমার কথামত গোয়েন্দার মুখের ছবি ও কার্ডগুলি ঠিক করে নাও। তবে আর কোন অসুবিধা হবে না। গোড়ায় যাত্রী থেকে আর্ট পেপারটা আলগা করে নাও, এবারে clue card ও গোয়েন্দার মুখের ছবি আলাদা আলাদা করে কেটে নাও। কাটবার সময় একটু লক্ষ্য রাখবে যাতে clue card-এর ভিতর না কাঁচি ঢুকে যায়। Clue card No. 1, No. 2, No. 3 দেখলে, দেখবে যে এই cardগুলির দুদিকে ছাপা, একদিকের উপরে R. Eye, আর একদিকে L. Eye. লেখা কাজেই এগুলি কাটবার সময় একটু সাবধান হওয়া দরকার। সব চেয়ে সুবিধার হ'লো খালি clue card লেখা কার্ডটা দাগে দাগে প্রথম কেটে নেওয়া, তারপর সেটাকে clue card No. 1, No. 2, No. 3-র উপর ফেলে outlineটা, পেন্সিল দিয়ে এঁকে নিয়ে সেই দাগে দাগে কেটে ফেলা, তা হ'লে সবগুলি clue card-ই ঠিক মাপমত হবে। এইবারে গোয়েন্দার মুখটিকে ঠিক করতে হবে। লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে গোয়েন্দার মুখে ও দুই চোখে দু'টা সরু সরু সাদা দাগ আছে, এর উপর ব্লেড কিম্বা, ছুরি দিয়ে দাগ দিলে, এক চোখে দু'টো ক'রে ও মুখে দুটো slit বা সরু ছ্যাঁদা পাবে। এইবারে clue card নাও, নিয়ে মুখের পেছন থেকে ডান চোখের তলার slit দিয়ে R. Eye দিকটা সামনে চালিয়ে দাও, সামনে এলে পর, উপরের slitটা দিয়ে পেছনে চালিয়ে দাও। ঠিকমত করতে পারলে দেখবে গোয়েন্দার ডান চোখের মধ্যে একটা লেখা বেরিয়েছে মাত্র তা ছাড়া clue card এর সমস্তটাই গোয়েন্দর ছবির পেছনে আছে। ঠিক এরকমভাবে LIPS লেখা দিকটা মুখে চালিয়ে দাও। এবারে গোড়ায় উপরের slitটা দিয়ে ঢোকাতে হবে। এখন ভাল করে দেখলে দেখতে পাবে যে চোখের এক একটা লেখা, যেমন তুমি card-টা উপরে নীচে ঠেসে বদলাচ্ছো সঙ্গে সঙ্গে মুখে একটা ক'রে শব্দ বদলে যাচ্ছে। যেমন চোখে যখন বেরিয়েছে N, মুখে BRIG, চোখে যখন NE মুখে তখন SUBMARINE. মুখে যে শব্দটা বেরোয় সেটা হ'লো clue word. এই শব্দটার উপরই সমস্ত জিনিষটা নির্ভর করে।

ধর, আমরা গত মাসের 'চার গোয়েন্দার কাণ্ডে'র খবরটা বের করবো। খবরটা ছিল—2. LE/ — — — —

KBEBWX PEPOTS XCPCYD OTSLBY SLXSRE SBBDEJX SMLFBB SEJTBC TTPSTM OTKKPS VPXERE JTST

2 মানে clue card No. 2 কাজেই clue card No. 2 নাও, LE. লেখা আছে কাছে L. Eye দিকটা বাঁ চোখে ঠিক ক'রে ও LIPS লেখা দিকটা মুখে ঠিক ক'রে ঢুকিয়ে কার্ডটা লাগাও। এইবারে টেনে টেনে বাঁ চোখে নিয়ে আসে — — — — মুখে বেরুল QUIVER. তা হ'লে আমাদের clue word হ'লো Quiver. এই বার আমাদের ABCD............Z এই ভাবে লিখ্‌তে হবে—

Q U I V E R A B C D F G H
Z V X W T S P O N M L K J

দেখেছো প্রথমে QUIVER লিখে তারপর ABCD পর পর লিখে গেছি, দু' লাইনে প্রত্যেক লাইনে ১৩টা করে Letter আছে কোন Letter দু'বার করে লেখা হয়নি অর্থাৎ Q, U, I, V, E, R দ্বিতীয়বার লিখবার সময় বাদ দেওয়া হয়েছে। এবারে—

KBEBW-এর জন্য লিখ্‌বো ঠিক এর উল্‌টো Letterগুলি, যেমন K-এর বদলে লিখবো G, B-এর বদলে O, এই ভাবে সমস্ত খবরটা লিখে গেলে পাই—

GOTOVI ATIBER INANUM BERFOU RFIRST ROOMTHI RDFLOO RTHEON EEARED BEGGAR WAITST HERE

ঠিক করে সাজালে দাঁড়ায়—

GO TO VIA TIBERINA NUMBER FOUR FIRST ROOM THIRD FLOOR THE ONE EARED BEGGAR WAITS THERE.

ধর তোমরা ঠিক কর্‌লে, clue card No. 3র R.E. ধরে, Pelican clue word ধরে খবর পাঠাবে—JATRI IS A JOLLY GOOD PAPER.

তাহলে লিখতে হবে—

3. R. E/777777

KUNDW WBUKG XXEQG GRZUZ YD

কেন, নিজেরাই বের কর।

এই clue card দিয়ে অনেক Wide Games খেল্‌তে পার্‌বে। Message Relay খেল্‌তে পার্‌বে। আর Tracking-এ massage দিতে পারবে। তা ছাড়া চার গোয়েন্দারা ভবিষ্যতে যে সব খবর পাঠাবে তাতো জান্‌তে পার্‌বেই।

সর্প-রহস্য

। ক্লারেন্স মিলি ।

(তিন মাসের পর)

রেমণ্ড বলিলেন—"থামলেন কেন বলে যান, কি দেখলেন তারপর ?"

তিনি আবার আরম্ভ করিলেন—"একটা কিছু যেন পর্দ্দার পিছন থেকে বেরিয়ে এল, কি তা আমি জানি না। সেটা ক্রমশঃ কাছে এসে ঠিক তাঁর মুখের সাম্‌নে ঝুঁকে দাঁড়াল। তিনি মুখ তুলেই সেটার দিকে তাকিয়ে চীৎকার করতে গেলেন কিন্তু পারলেন না, তাঁর দেহ চেয়ারের উপর থেকে পড়ে গেল, তিনি মারা গেলেন। ভয়ে আমার নড়বারও শক্তি ছিল না তখন। তারপর আমি চীৎকার করে দৌড় দিলাম। আমি যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছিলাম, একটা বাতিও জ্বলছিল না, সমড় স্থানটিকে গোরস্থানের মত ভয়াবহ মনে হোল।"

"আচ্ছা যে জিনিষটা বেরিয়ে এল, দেখতে কি রকম ছিল ?"

"আমি তা বলতে পারি না সঠিক। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম সাপ, কিন্তু সেটার কোন মাথা ছিল না। সেটা একটা ডেভিলফিস (Devilfish) এর লেজের মতন ঘুরপাক খাচ্ছিল, বার্কের মুখের উপর ফণাধারী সাপের মতন দুলছিল। সমস্ত জিনিষটা নিমেষের মধ্যে হয়ে গেল। আমি এত ভয় পেয়েছিলাম যে আমি কি দেখলাম, তা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করবার ক্ষমতা আমার নেই—কিন্তু সেটা এখনও আমার চোখের সামনে ভাস্‌ছে, ভুলতে পারবো না।"

একটু ইতঃস্ততঃ করিয়া মিঃ রেমণ্ড বলিলেন—"কিন্তু সে হীরে জহরৎগুলির কি হোল ?"

"তিনি যখন পড়ে গেলেন, সেগুলি তাঁর হাতেই ছিল। পরে বোধ হয় সেগুলো কার্পেটের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল এ কাজ যদি ডাকাতদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে তারাই সেগুলো হাত করেছে।"

"আপনি কি সেগুলো উদ্ধার করবার কোন চেষ্টা করেছেন ?"

"কে, আমি ? না আমি কোনই চেষ্টা করিনি।"

আগের কথা

ভিসম্যান এণ্ড বার্ক কোম্পানীর মালিক মিঃ বার্ক ও ভিসম্যান। বার্কের বাড়ীওয়ালার নাম মিঃ মেলাস। ভিসম্যান একজন রসায়নিক ছিলেন, পরে তিনি বার্কের সঙ্গে যৌথ কারবার খোলেন। বার্ক অল্প দামে হীরে জহরত কিনে বেশী দামে বেচতেন, এডেলেড নামে একটি স্ত্রীলোক তাঁকে এসব চোরাইমাল মাঝে মাঝে যোগাত। একদিন এডেলেড বার্ককে আফিসে ফোন করে জানাল যে নতুন "মালের" সন্ধান আছে, অতএব বার্ক যেন গুপ্ত আডডায় দেখা করেন যথা সময়ে। বার্কের অফিসের তরুণী কর্ম্মচারী মিস্ কলিনস্ ভুল বশতঃ বার্কের ফোনের ভিসম্যানের ঘরে কনেক্সন দেন। পরে অবশ্য বার্কের কামরায় যোগ করে দেন। এই ফোন শুনে ব্যার্ক কিছু টাকা নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যান, এর পর তাঁকে কেউ আর দেখেনি। মেলাস পুলিশে খবর দেন। লুইস নামে একটি পুলিশ একদিন রাত্রিতে বিটে যাবার পথে একটা ফাঁকা বাড়ীতে বার্কের মতন একটি লোককে ঢুকতে দেখে, তার পরই একটা চাপা চীৎকার তার কানে যায়। পরদিন সে থানায় একথা জানালে, গোয়েন্দা রেমণ্ড সেই বাড়ীটা সার্চ্চ করতে গিয়ে বসবার ঘরে বার্কের মৃতদেহ আবিস্কার করেন। মৃতদেহ পরীক্ষার ভার পড়ল ডাঃ ওয়ার্ডের উপর। লাস পরীক্ষায় কিছুই পাওয়া গেল না।

রেমণ্ডের বন্ধু এটর্নী রাগলসের কাছে মিলার নামে একটি মক্কেল এসে বলে যে এডেলেড নামে একটি স্ত্রীলোক, তার অনেক হীরে নিয়ে টাকা দিচ্ছে না। রেমণ্ড রাগলসের মুখে একথা শুনে এডেলেডকে ডেকে পাঠাতে বলেন। এডেলেড এলে রেমণ্ড জেরা করে জানলেন যে মিলারের হীরে ডাকাতে নিয়ে পালিয়েছে। তারপর :—]

"আপনি কি চান না যে এ রহস্যটি উদ্‌ঘাটিত হয় ও আসামীরা উপযুক্ত সাজা পায় ?"

"নিশ্চয়ই, আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটা সম্ভব আমি আপনাদের সাহায্য করতে রাজী আছি।"

রেমণ্ড একটু ভাবিয়া বলিলেন—"আপনি হারান রত্নগুলোর জন্য বিজ্ঞাপন দিন। আপনি সংক্ষেপে সে-গুলির বিবরণ দেবেন, আর শুধু লিখবেন যে সেগুলি হারিয়ে গেছে। বিজ্ঞাপনের নীচে লিখে দেবেন যে, যে কেহ সেগুলি ফিরিয়ে দিলে, তাকে বিনা বাক্যব্যয়ে তিন হাজার ডলার দেওয়া হবে। আজ শনিবার, যদি কালকের সকালের সংখ্যাতেই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনটি বের হয়, তা হলে আশা করা যায় মঙ্গলবারের মধ্যেই ফল পাওয়া যাবে। আপনার কাছে এই বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কোন চিঠি কিংবা সংবাদ এলে তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাবেন।"

একটু হাসিয়া এডেলেড (Adelaide) কহিলেন—"আপনার ইচ্ছা অনুসারেই কাজ হবে।"

পাঁচ

রেমণ্ড যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই হইল। বিজ্ঞাপনের ফল মঙ্গলবারের আগে পাওয়া গেল। সেদিন বৈকালে আমাদের গোয়েন্দাপ্রবর তাঁর তরুণ বন্ধু রাগলসের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন "ওহে, দেখ যা ভেবেছিলাম, তাই হয়েছে। এই দেখ, ঘণ্টা খানেক আগে এডেলেড এইটে পেয়েছে।"

রাগলস বন্ধুর হস্ত হইতে লেফাপাটি লইলেন—তাহার উপর স্থানীয় পোষ্ট অফিসের ছাপ ছিল। চিঠিটি টাইপ করা। শুধু লেখা ছিল :—

"যদি তোমার রত্ন ফিরে চাও তবে তিন হাজার ডলার নিয়ে মঙ্গলবার মাঝরাত্রে ৪২৯নং লার্চ্চ ষ্ট্রীটে আসবে। সঙ্গে যেন কেউ না থাকে। প্রতারণার চেষ্টা করলে 'প্রাণদণ্ড'। রত্নগুলি সেখানে পাবে।"

রাগলস উত্তেজিত হইয়া বলিলেন "কি আশ্চর্য্য! এই বাড়ীতেই যে ব্যার্কের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গোয়েন্দা বন্ধু বলিলেন "এতো সোজা কথা। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, হয় এর পিছনে কিছু আছে যা আমরা জানিনা, না হলে এ একেবারে কাঁচা হাতের—কাজ। যাইহোক, আজ রাত্রে আমরা এর একটা চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হব—তাতে হয় রহস্য জয়ী হবে, নয়তো রেমণ্ডের বুদ্ধি বলের প্রচার হবে। যা হোক, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?"

"নিশ্চয়ই, এ সুযোগ ছাড়তে আছে?"

"বহুৎ আচ্ছা। তাহলে প্রধান কেন্দ্রে আটটার সময় এসো। একটু অন্ধকার হলেই আমি বাড়ীটি পাহারার জন্য সসস্ত্র কয়েকজন গুপ্তচরকে নিযুক্ত কেরব। সন্ধ্যার সময় তুমি আর আমি ভিতরে গিয়ে লুকিয়ে অপেক্ষা কোরব। এডেলেড, কথা মতন রাত বারটার সময় আসবে।"

ছয়

আমাদের ডিটেক্‌টিভ, তাঁর বন্ধুসহ যতই বাড়ীটির নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন ততই কনকনে শীতের হাওয়া, ওভারকোট থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে কাঁপাইয়া দিতে লাগিল। তাঁহারা পিছন দিক দিয়া বাড়ীর ফটকে ঢুকিলেন, ঘনঘন বৃক্ষশ্রেণী ও গুল্ম তাঁহাদিগকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছিল। তাঁহারা যতই নিকটে আসিতে লাগিলেন বাড়ীটি আরও রহস্যময় ও পৈশাচিক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ফটক পার হইয়া একবার ঘুরিয়া তাঁহারা সম্মুখ দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন, চাবি রমণ্ডের কাছেই ছিল। তাঁহারা হল ঘর ছাড়াইয়া, হত্যাকাণ্ডের রহস্যময় খাসমহল ড্রয়িংরুমে চলিলেন। টুঁ শব্দটি না করিয়া তাঁহারা সে ঘর ত্যাগ করিয়া পরদা সরাইয়া একটি বড় কামরায় প্রবেশ করিলেন—ঘরটি বড় বটে, কিন্তু ধূলা বালির পরিমান আরও বেশী। সেই ঘরের অপরদিকে আর একটি পর্দ্দাযুক্ত দরজা, ডান ও বাঁধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুস্তকাধার, অপর কোণে একটি পিয়ানো। ঘরের মধ্যস্থলে একটি পড়িবার মেজ, ও কয়েকটি কেদারা ছিল। রেমণ্ড একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই ঘরটির ছবি মনে আঁকিয়া লইলেন, বলিলেন "না, এখানে লুকোবার সুবিধে হবে না, তার চেয়ে চল হলের দিকে।" এই বলিয়া তিনি অন্যমনস্ক ভাবে পাশের দরজাটি ঠেলিলেন—দরজাটি অর্গল বদ্ধ ছিল না, খুলিয়া গেল, সামনেই সিঁড়ির নীচে একটি কাবোর্ড (Cupboard), তারা দু'পা পিছাইয়া গেলেন।

"র‍্যাগলস কহিলেন—সিঁড়ি দিয়ে উপরে যাওয়ার বোধ হয় এই একমাত্র দরজা।

"রাগলসের উত্তরে রেমণ্ড বলিলেন "না, পিয়ানোর পিছনে আর একটি দরজা আছে।

কিন্তু আমরা যদি সেখানে লুকোই তবে আসবার পর স্থান পরিবর্ত্তনের ফলে, আমাদের উপস্থিতি ধরা পড়ে যেতে পারে।"

"আচ্ছা, ঐ বড় জানলাটার কোনে লুকোলে কিরকম হয়?"

"বিশেষ সুবিধে হবে না, কারণ আলো জ্বললেই আমাদের ছায়া কাঁচের উপর পড়বে। তার চেয়ে সিঁড়ির কোনের ঘুটঘুটে অন্ধকারে, কাবোর্ডের পিছনেই লুকিয়ে থাকা যাক, কিন্তু জায়গাটা আমার মনের মতন নয়। যাহোক ক'টা বেজেছে?"

রাগলস কহিলেন—"ন'টা"।

"এখনও তিন ঘণ্টা আছে। এসো আমরা লুকিয়ে পড়ি, কাবোর্ডের ভিতরটা ফাঁকা আছে। তাড়াতাড়ি লুকোনই ভাল, কারণ তারা কখন আসবে তার কিছুই ঠিক নেই।"

তাহারা অন্ধকারে কাবোর্ডের পিছনে পরস্পরকে জড়াইয়া সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এক একটি মুহূর্ত্ত যেন সুদীর্ঘ যুগ বলিয়া মনে হইল। অনেকক্ষণ বাদে রেমণ্ড ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ক'টা বেজেছে?"

রাগলস সাবধানে টর্চ্চের আলোয় দেখিলেন, বারটা বাজিতে পাঁচ মিনিট বাকী। রেমণ্ড ইসারায় চুপ করিতে বলিলেন। নৈশনিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া খুট করিয়া চাবি খোলার শব্দ শোনা গেল। একটু পরে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন কেহ যেন দরজা খুলিল। হল ঘরে খসখস শব্দ শোনা গেল। ক্রমে পাশের ঘরে পদধ্বনি স্পষ্ট হইল। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলিয়া উঠিয়া আবার নিবিয়া গেল। তা'রপর কিছুক্ষণ কোন সাড়াশব্দ মিলিল না।

ইহার কিছু পরে আবার খুটখাট শব্দ শোনা গেল। রাগলস কাবোর্ডের একটি ছিদ্র দিয়া রেমণ্ডের কাঁধের উপর দিয়া দেখিতে পাইলেন একটি অস্পষ্ট মূর্ত্তি।

মূর্ত্তিটি নড়িতেছিল। আবার অন্ধকার। কিন্তু তাঁহারা ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র সরানোর শব্দ শুনিতে পাইলেন। মনে হইল যেন ঘরটিকে কার্য্যের উপযোগী করিবার জন্য বিশেষ ভাবে সাজান হইল। রাগলসের মনে হইল কেহ যেন একটি কাগজের মোড়ক খুলিয়া কিছু বাহির করিল। সহসা রেমণ্ড রাগলসএর গা টিপিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিলেন—এবার সিঁড়ি দিয়া স্পষ্ট পদশব্দ শোনা গেল। দুজনেই বুঝিলেন এডেলেড্‌ আসিয়াছেন। মুহূর্ত্ত পরেই উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত সম্মুখের ঘরের সমস্তই দেখা গেল। রাগলস উত্তেজনায় অর্দ্ধমত্ত হইয়া গেলেন। রেমণ্ড ইচ্ছা করিয়াই কাবোর্ডের দরজা সশব্দে সরাইয়া রাগলসের বিশাল দেহকে কোনরকমে কোলে টানিয়া পাশের জানলা দিয়া বাহিরে লাফ দিলেন। লাফ দিবার সময় তিনি চকিতে দেখিতে পাইলেন একটি মুখোসধারী ব্যক্তি হাতে কাগজে মোড়া কি যেন একটা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে রেমণ্ডকৃত শব্দে মূর্ত্তিটি ফিরিয়া দাঁড়াইল। লাফানোর ফলে জানলার শার্সি

ভাঙ্গিয়া ঝনঝন শব্দে পড়িয়া গেল। মাটিতে পড়িয়াই রেমণ্ড চীৎকার করিলেন "এ্যডেলস্ত পালাও, প্রাণ নিয়ে এখনই এবাড়ী ছেড়ে পালাও।"

পাগলের মতন রেমণ্ড মুহূর্ত্তের মধ্যে পায়ের কাছে ইঁট পাটকেল জড় করিয়া জানলাগুলি লক্ষ করিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় দমাদম ইঁট ছুড়িতে লাগিলেন ও বিনা বাক্যব্যয়ে রাগলসকেও ঐরূপ করিতে বলিলেন।

জানলার প্রত্যেকটি কাঁচ ভাঙ্গা হইলে রেমণ্ড রুমাল দিয়া কপাল মুছিলেন।

ইতিমধ্যে অন্ধকারে রেমণ্ড নিযুক্ত কর্ম্মচারীগণ আসিয়া বাড়ীটা ঘিরিয়া ফেলিল। রেমণ্ড তাঁহাদিগকে সামান্য তফাতে থাকিয়া অপেক্ষা করিতে বলিলেন। তাহারা মনিবের হুকুম তামিল করিল।

ভাঙ্গা জানলার মধ্য দিয়া নৈশ বাতাস হু হু করিয়া বহিতে লাগিল কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার, গৃহ মধ্যে কাহারও সারা শব্দ পাওয়া গেল না।

তাঁহারা ভাবলেন একি ভৌতিক কাণ্ড নাকি? রাগলস জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রেমণ্ডের দিকে চাহিলেন। রেমণ্ড সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন।

সাত

অনেকক্ষণ পরে রেমণ্ড বলিলেন—"এবার বাড়ীর ভিতরে যাওয়া যাক, রাগলস্ তুমি কি আমার সঙ্গে আস্‌বে?" এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে পিস্তলটি বাহির করিয়া, সম্মুখ দুয়ার দিয়া প্রবেশ করিলেন, রাগলস কম্পিত বক্ষে রেমণ্ডকে অনুসরণ করিলেন।

দৃঢ়মুষ্টিতে পিস্তল ধরিয়া রেমণ্ড খাসমহলে প্রবেশ করিয়া বাতি জ্বালিলেন—ঘরের মেজের উপর একটি নিস্পন্দ প্রাণহীন দেহ পড়িয়াছিল। রেমণ্ড নীচু হইয়া টর্চ্চের আলোকে দেখিলেন দেহটি ভিসম্যানের। আশ্চর্য্য! এই ভিসম্যানই তো বার্কের ব্যবসায়ের অংশীদার ছিল।

মৃত ব্যক্তির পাশে কালো মুখোসটি পড়িয়াছিল, কাছেই হত্যাকাণ্ডের পৈশাচিক যন্ত্রটি ছিল—বেগতিক দেখিয়া, পলায়নের কোন উপায় না পাইয়া, উইসম্যান নিজ উদ্ভাবিত মৃত্যুবাণ দ্বারা নিজেদেরই মৃত্যু ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। যন্ত্রটি আর কিছুই নহে—

একটী ভ্যাল্‌ভ্ (valve) যুক্ত গ্যাসট্যাঙ্ক (gas tank), তাহার মুখে বাগানে জল দিবার একটি লম্বা রবারের পাইপ। পাইপটিকে খাড়া রাখিবার জন্য একটি লৌহ দণ্ড ছিল, অপরাপাশে একটি দড়ি বাঁধিয়া সেটিকে ঘুরান যাইত, তাই হঠাৎ মস্তকহীন সর্প বলিয়া মনে হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

অনুবাদক—শ্রীঅমিয়কুমার রায় চৌধুরী।

—

ফায়ারম্যানস্ ড্র্যাগ

ফায়ারম্যানস্ লিফ্‌ট

অগ্নি নির্ব্বাণ
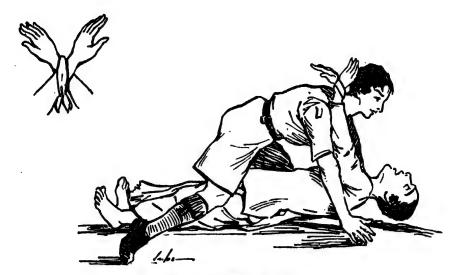
পথে মাঠে, ঘাটে, ঘরে কখন কত রকম যে কি বিপদ হ'তে পারে তার ইয়ত্তা নাই। স্কাউটদের তাই এই শিক্ষা দেওয়া হয় যে তারা সকল সময় নিজেকে, পাড়াপ্রতিবাসীকে এই সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত থাকবে। স্কাউটদের মূল নীতিবাক্য "প্রস্তুত থাক"। অনেক সময় দেখা গেছে যে সামান্য কোন বিপদে কি করা উচিৎ সেটা জানা না থাকাতে মানুষের কত বিষম ক্ষতি হয়েছে। আমাদের দেশের ছেলেরা স্কুল কলেজে নানারকম অঙ্কের কূট প্রশ্ন থেকে আরম্ভ করে দর্শনের জটিল সমস্যার সমাধান পর্য্যন্ত শেখে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তারা জলে ডোবা মানুষকে কি করে বাঁচাতে পারা যায় কিংবা পাড়ার কোন বাড়ীতে আগুন লাগলে তা কি করে নিবিয়ে ফেলা যায়, এ শিক্ষা পায় না।

সহরে অগ্নি নির্ব্বাণের যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। কোথাও আগুন লাগলে রাস্তার লাল রঙ্গের "Fire Alarm" বাক্সের কাঁচ ভেঙ্গে হাতল ঘুরিয়ে দিলেই দমকল ছুটে আসবে। বাড়ী থেকেও টেলিফোনে খবর দেওয়া যায়। দমকলের লোকেরা এসে রাস্তার হাইড্রেন্টে পাইপ লাগিয়ে জল দিয়ে আগুন নিবিয়ে দিয়ে যাবে। তারা আহত-সেবায় অভিজ্ঞ আর তার সকল সরঞ্জাম তাদের সঙ্গেই থাকে। কিন্তু বাংলার গ্রামে ত আর এ সুবিধা নাই, কাজেই আমাদের নিজেদেরই হাতে এ কার্য্যের ভার নিতে হবে। এর শিক্ষার দরকার।

আগুন লাগলে কি কি করা উচিত :—

ক। প্রথমেই কর্ম্মীর দরকার। কাজেই আগুন দেখতে পেলেই (১) সর্ব্বপ্রথমে পাড়ার লোকজনকে ডাকতে হবে। তাদের জড় করে কলসী, বালতি, দা, কুড়ুল, লাঠি, দড়ী সঙ্গে করে নিয়ে সেখানে দৌড়ে যেতে হবে। কে যাবে আর কে কি নিয়ে যাবে আগে থাকতে ঠিক করা থাকলে কাজের যথেষ্ট সুবিধা হয়। সময় নষ্ট হয় না। লোক-জনদের ডাকবারও একটা সঙ্কেত থাকবে—যেমন তিনবার শঙ্খধ্বনি। অনেক সময় দেখা গেছে যে আগুনের কাছে গিয়ে জিনিষপত্র যোগাড় করতে অত্যধিক সময় নষ্ট হয়, ইতিমধ্যে যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে যায়। একটি ঘটনা স্মরণ করলে এখনও মনে বড় দুঃখ হয়। ট্রেণিং ক্যাম্পের নিকটস্থানেই গ্রামে আগুন লাগে। ক্যাম্প থেকে সকলেই ছুটে আগুন নেবাতে যায়। হাতে দু'একজন খালি লাঠিই নিয়ে গেছল। দুপুরবেলা বাড়ীতে কেবল মেয়েরা ছিল, তারা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদছিল। প্রতিবাসীদের কাছ থেকে দা কিংবা কুড়ুল চাওয়াতে তারা বললে "কেন বাছা তোমরা কষ্ট করছ, যাকনা পুড়ে"। পরস্পর

শক্রতাই এই অদ্ভুত উক্তির কারণ পরে জেনেছিলাম। কিন্তু গ্রামে এ রকম মনের ভাব যে বিরল তা নয়। কাজেই বলছিলাম যে তৈরী হয়ে যাওয়াই ভাল।

(২) সেখানে পৌঁছে দেখতে হবে যে আগুন যেন ছড়িয়ে না পড়ে, আশপাশের বাড়ী ঘর দোরে না লাগে, আর বেশী ক্ষতি না হয়। তার ব্যবস্থা প্রথমেই করতে হবে।

(৩) তারপর জল দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এ দুটা কাজ একসঙ্গে করতে পারলেই ভাল কারণ চেষ্টা করতে হবে যাতে কোনও রকমে সময় যেন অযথা নষ্ট না হয়। কাজ যদি ভাগ করা থাকে তা'হলে এটা খুবই সম্ভব। অনেক সময় দেখা গেছে যে ঘরে আগুন লাগলে যারা জানেনা তারা তাড়াতাড়ি ঘরের জানালা খুলে দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেটা করা মোটেই উচিৎ নয়, কারণ তাতে ভিতরের আগুন বাইরে এসে ছড়িয়ে পড়া সম্ভব। হাওয়া পেলেই আগুন বেশী জ্বলে। গ্রামে পুকুরের অভাব নেই, আর কোথায় কি পুকুর আছে সকলেরই জানা থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী পুকুর থেকে জল আন্‌তে হবে। এই জল আনার জন্য কলসী কিংবা বালতির দরকার। যত বেশী থাকে ততই ভাল।

সুশৃঙ্খলে ও দ্রুতবেগে জল আনবার জন্য Bucket Drill বড় সুন্দর জিনিস। পুকুর পাড় থেকে বাড়ী পর্য্যন্ত ছেলেরা মুখোমুখি দু'লাইনে দাঁড়িয়ে যাবে। এক লাইন দিয়ে জলভরা কলসীগুলি যেতে থাকবে আর অন্য লাইন দিয়ে খালি কলসীগুলি ফিরে আসবে। যদি বেশীক্ষণ জল ঢালার আবশ্যক হয়, তাহ'লে যারা জল ভর্ত্তি করছে, জল ঢালছে আর লাইনে যারা ভর্ত্তি কলসীগুলো পার করছে, এসব ছেলেদের বদলে দিতে হবে। খালি কলসী যারা দিচ্ছিল তারা এ সব কাজ নেবে।

অনেক সময় দেখা যায়, আগুন অনেকটা নিবে যাওয়া সত্বেও জায়গায় জায়গায় তখনও আগুন দপ্ দপ্ করে জ্বল্‌ছে ; সে সব আগুন লাঠি দিয়ে পিটে নিবিয়ে দিতে হবে।

খ। তেল কিংবা পেট্রোল জ্বলে উঠলে জল দিয়ে আগুন নেবান চলে না। সে ক্ষেত্রে সব চেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে বালি কিংবা মাটি চাপা দেওয়া। লক্ষ্য করে থাকবে যে অনেক ষ্টেশনে বালতি করে জল ও বালি দুই-ই ভর্ত্তি করে রাখা হয়—এটা ওই কারণেই। এ ছাড়া আজকাল আগুন নেবাবার জন্য অনেক রকম কল বেরিয়েছে, যেমন বেঙ্গল কেমিক্যেলের "ফায়ার কিং"। সেগুলি ছোটখাট জিনিস, সকল জায়গাতেই রাখা যায় আর তার ব্যবহার প্রণালীও সোজা।

আর একটি কথা, সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় যে যখনই কোন দুর্ঘটনা ঘটে পাঁচ জন লোক সেখানে ভিড় করে এসে দাঁড়ায়। সে সব লোকদের নিয়ে কোন কাজ হয়না উপরন্তু তারা কাজের ব্যাঘাত করে, আর অনেক সময় ক্ষতিও করে। সেজন্য ভিড় জমেছে দেখলেই তাদের তফাতে সরিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। স্কাউটদের লাঠি এ বিষয়ে বিশেষ সহায়ক। কতকগুলি ছেলের উপর এ কার্য্যের ভার দিতে হবে। তারা পরস্পর

পরস্পরের লাঠি ধরে ভিড় ঠেলে রাখতে পারবে। লাঠির অভাবে পরস্পর হাত ধরে করা যায়।

গ। তারপর যদি কাপড় চোপড়ে আগুন লাগে তখন কি করবে? সাধারণতঃ লজ্জার জন্য লোকে কাপড় খুলে ফেলে দিতে চায় না, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা, অথচ ভয়ে কি করব ঠিক করতে না পেরে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে। ফল হয়, হাওয়া লেগে আগুন তাতে আরও বেশী জ্বলতে থাকে। কাজেই ছুটাছুটি করা মোটেই উচিৎ নয়,—নিষেধ করবে। যদি প্রয়োজন হয় জোর করে তাকে শুইয়ে ফেলতে হবে। তখন তাকে কম্বল, গরম ওভারকোট কিংবা কোন রকম গরম কাপড় দিয়ে চাপা দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে মাটিতে গড়িয়ে দিতে হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে আগুনটাকে চাপড়াতে হবে। হাওয়া না পেলেই আগুন নিবে যাবে। এমন কি যদি কোন কিছু আবরণ না পাওয়া যায় তখন তাকে অমনি মাটিতে আস্তে আস্তে গড়িয়ে দিলে আগুন নিবে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। তুলার চেয়ে পশমে আগুন দেরিতে ধরে, এটা মনে রাখতে হবে। এই প্রথাগুলি জানা থাকলে সাহায্যের দরকার হয় না, নিজে নিজেই আগুন নেবান যায়।

ঘ। এখন দেখতে হবে যে যদি প্রজ্বলিত কুটিরের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় কোনও লোক থাকে তাকে কি করে বার করে আনা যায়——

(১) ঘরের ভিতর ধোঁয়াতে বেশীক্ষণ বদ্ধ থাকলে অজ্ঞান হয়ে যাবার সম্ভাবনা অধিক, সে অবস্থায় মানুষকে কি করে বাইরে আনতে হবে। প্রথমতঃ যে ঘরের ভিতর ঢুকে আনতে যাবে তাকে সাবধান হয়েই কাজ করতে হবে। দূষিত গ্যাস কিংবা ধোঁয়ায় যাতে তার দম বন্ধ না হয় সে জন্য তাকে নাকে মুখে একটা ভিজে কাপড়, গামছা, বা রুমাল বেঁধে নিতে হবে, তারপর সে যতটা সম্ভব নিচু হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকবে। কারণ, গ্যাস কিংবা ধোঁয়া উপর দিকেই থাকে, মাটির কাছে অন্ততঃ অপেক্ষাকৃত কম, কাজেই সে ও অসুবিধা থেকে অনেকটা নিস্কৃতি পাবে। এরপর অজ্ঞান লোকটিকে চিৎ করে শুইয়ে তার কব্জির কাছে হাতদু'টো হাতকড়ার মতন রুমাল, গামছা বা দড়ী দিয়ে বাঁধবে। বেঁধে তার হাত দু'টির ভিতর নিজের মাথা গলিয়ে দিয়ে তাকে টেনে বার করে নিয়ে আসবে।

এই সঙ্গে কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে এ সময় একজন সঙ্গীর দরকার। ঘরে ঢোকবার সময় নিজের কোমরে একটা লম্বা ধুতি, চাদর কি দড়ি বেধে ঢুকলে যদি সে নিজেই অজ্ঞান হয়ে যায় তা হলে তাকে অপর লোকটি টেনে আনতে পারবে।

(২) সাধারণতঃ অজ্ঞান অবস্থায় মানুষকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হলে ষ্ট্রেচারের (Stretcher) দরকার। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে ষ্ট্রেচার ব্যবহার করা যায় না কিংবা এও হয় যে অতি শীঘ্র কাজ করা দরকার, আর একলা একজন মানুষকে কাঁধে তুলে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে "ফায়ারম্যানস্ লিফ্‌ট" (Fireman's Lift)

৩

ব্যবহার করলে যথেষ্ট সুবিধা হয়। Fire Brigade এর লোকেরা এই ভাবেই অজ্ঞান লোকদের বহন করে নিয়ে যায় বলেই এই প্রথার এই নাম দেওয়া হয়েছে।

অজ্ঞান লোকটিকে প্রথমে ধীরে ধীরে উপুড় করে শুইয়ে দিতে হবে। উপুড় করবার সময় প্রথমে পা দু'টা জোড়া করে দিতে হবে আর হাত দু'টা দু'পাশে লম্বা করে গায়ে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। তারপর মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে নিজের ডান হাতটা তার ডান বুকের কাছে রেখে বাঁ হাত দিয়ে তার বাঁ দিকটা তুলে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে উপুড় করে দিতে হবে। এখন ওই রকম ভাবে বসেই দু'টো বগলের কাছে দু'হাত দিয়ে ধরে তাকে টেনে তুলে নিজের বুকে ঠেস দিয়ে দাঁড় করাবে। তারপর আবার দু'হাত দিয়ে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে তাকে নিয়ে সোজা হয় দাঁড়াতে হবে। তখন নিজের মাথাটাকে নিচু করে আর ডান কাঁধটাকে তার কোমরের কাছে এনে বাঁ হাত দিয়ে তার ডান হাতের কব্জি ধরতে হবে আর ডান হাতটা তার দু'পায়ের মাঝখান দিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে আটকে রেখে ঘাড়ের ওপর তুলে নিতে হবে।

স্ত্রীলোকের বেলা হাতটা দু'পায়ের ওপর দিয়েই যাবে। এখন তাকে ঘাড়ের ওপর তুলাভাবে ঝুলিয়ে অতি সহজে এমন কি দু'হাত ছেড়ে দিয়ে অনায়াসে বহে নিয়ে যাওয়া যেতে পারবে। নামাবার সময়ও অমনি ফেলে দিলে চলবে না। প্রথমে বাঁ পাটা বাড়িয়ে দিতে হবে তারপর বাঁ হাতটা তার পিঠের ওপর রেখে ডান হাত দিয়ে তার দু'টো পা জড়িয়ে ধরতে হবে। এখন আস্তে আস্তে নিচু হয়ে আর সঙ্গে সঙ্গে ওর পা দু'টো পিছন দিকে টেনে নিয়ে সাবধানে কাঁধ থেকে নিচে নামিয়ে দিতে হবে। অভ্যাসের ফলে জিনিসটি সহজ হয়ে যায়।

৬। আর জানা দরকার যে পুড়ে গেলে, ঝলসে গেলে কিংবা ফোস্কা পড়লে তার চিকিৎসার জন্য কি করা উচিৎ। এখানে আর সে বিষয় কিছু বলা হল না। St. John Ambulance এর "First Aid to the Injured" আর শ্রীসুধীর চন্দ্র মজুমদারের "প্রাথমিক প্রতিবিধানে" বিস্তৃত ভাবে এর ব্যবস্থা দেওয়া আছে। আশা করি এ কার্য্যে ব্রতী যারা তারা সেগুলি পড়ে নেবেন।

ক্যাম্পফায়ারের তালে তালে

——পাগ্‌লা গারদে

দুই জন ছেলে দরকার।

একজন (তৃতীয় কেউ) বল্‌বে যে এক ভদ্রলোক পাগ্‌লা গারদ দেখতে গেছেন। এ ঘর থেকে সে ঘর যাচ্ছেন, এখান থেকে সেখানে।

প্রথম ছেলেটি এক জায়গায় পায়চারী করছিল, সেই ভদ্রলোক (দ্বিতীয় ছেলে) এসে তার দিকে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে চেয়ে থেকে কি প্রশ্ন করতে আরম্ভ কর্‌লো।

২য়। এরা বেশ ভালো ব্যবহার করে ?

১ম। হ্যাঁ।

২য়। বেশ খেতে টেতে দ্যায় ?

১ম। হ্যাঁ।

২য়। তোমাকে মধ্যে মধ্যে ছেড়ে দ্যায় তো ?

১ম। হ্যাঁ।

২য়। এখানে কি অনেক দিন ধরে আছো ?

১ম। হ্যাঁ।

২য়। তোমার বাবা মা আছে তো ?

১ম। হ্যাঁ।

২য়। ভাই আছে ?

১ম। হ্যাঁ।

২য়। তিনি কি এখানে পাঠিয়েছেন ?

১ম। না।

২য়। বোন আছে ?

১ম। হ্যাঁ।

২য়। তিনিই বুঝি পাঠিয়েছেন ?

১ম। না।

২য়। তা হ'লে কি কাউকে হত্যা করেছো ?

১ম। না।

২য়। পুলিশে পাঠিয়েছে ?

১ম। না।

২য়। তা হ'লে কি ক'রে, তুমি এখানে এলে ?

১ম। কেন ট্রেনে ? আমি এখানকার অধ্যক্ষ।

'পাল্লা দিয়ে চল্"

গান-সুর ভাটীয়ালী

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়।

তোরা পাল্লা দিয়ে চল্
(রে-ভাই) তোরা পাল্লা দিয়ে চল্।
দুনিয়ার সব জাতের সাথে মিসে মিলে,
গুণটি তাদের বেছে নিয়ে মন্দটিরে পাছে ফেলে,
তোরা পাল্লা দিয়ে চল্
(রে-ভাই) তোরা পাল্লা দিয়ে চল্।
ভাইরে তোরা হিংসা দ্বেষের কথা ভুলে
নীচ জাতিরে ভাইয়ের মতন নিয়ে তুলে কোলে
তোরা পাল্লা দিয়ে চল্
(রে-ভাই) তোরা পাল্লা দিয়ে চল্।

সহজ পন্থা

বাবু। দেখ, কলেজ খুলে এল। এবার থেকে ছ'টায় উঠ্‌তে হবে।

চাকর। তা আর শক্তটা কি? এই এলার্ম ঘড়িতে আমি ছ'টায় এলার্ম দিয়ে দিলুম। যদি নেহাত না পড়ে, তবে হাত দিয়ে একটু ঠেলে দেবেন।

ছোটলোক

গোপাল। মা, আমাদের নতুন মাষ্টার মশাই এক নম্বরের ছোট লোক।

মা। ছিঃ, এরকম ক'রে বল্‌তে নেই।

গোপাল। না মা সত্যি বল্‌ছি। এই দেখনা আমার ছুরি দিয়ে পেন্সিল কেটে আমার খাতাতেই লিখ্‌লেন BAD.

বরাত

কর্ত্তা। কিন্তু আপনাদের ফোন কর্‌লুম, আমার Calling Bellটা সারিয়ে দিয়ে যেতে; কই এলেন না তো।

ওভারসিয়ার। এসেছিলতো। বল্‌লে যে 'টিপুন' টিপে কোন সাড়াই পেলনা।

খোসামোদ

এড্‌মিরাল (পরীক্ষার্থীর প্রতি)। বেশ, এবারে তিনজন বিখ্যাত এড্‌মিরালের নাম বল।

পরীক্ষার্থী। ড্রেক, নেলসন, আর আজ্ঞে—আপনার নামটা—?

সম্বন্ধ

মাষ্টার। দেখ সব জিনিষেরই অন্য একটা জিনিষের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। যেমন যেখানে মাটি আছে, গাছ ও সেখানে পাবে। যেখানে গাছ, সেখানেই পাখী। আচ্ছা, এবারে কে বল্‌তে পারে মাছের সঙ্গে কার সম্বন্ধ থাক্‌তে পারে?

ছাত্র। বঁড়্‌শী, স্যর।

শরৎ

——শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সেন গুপ্ত

শরৎ এলো—ধানের ক্ষেতে, কাশের বনে। আকাশে, ধরায় সব জায়গায়ই একটা তাজা প্রাণের রঙ নিয়ে সে হেসে ধরার অধিবাসীদের কাছে আনন্দের পশরা খুলে বস্‌লো। শিউলিবালা শরৎএর কোমল হাতের কোমল পরশ পেয়ে চোখ মেলে হেসে উঠলো কাশ-গুলো বাতাসের দোলায় থেকে থেকে নেচে গেলো। সোণালী ধানের ক্ষেতে শরৎ-সূর্য্যের সোণার আভা চিক্ চিক্ করতে লাগলো। শরৎ এলো—ফুল ফুটিয়ে, মন দুলিয়ে, দিক হাসিয়ে।

ঐ যে ঘাসের পরে পায়ে চলার একটা দাগ দেখা যাচ্ছে সেই পথটা দিয়ে ছোট্ট মেয়েটি নাচতে নাচতে চলে গেলো। ডাকলুম, ফিরেও চাইলে না। ঐ পায়ে চলার পথটা বেয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। এ পাশে গ্রামটার ভেতর থেকে এঁকে বেঁকে বেড়িয়ে এসেছে, আমার ঘরের সামনে দিয়ে আবার দূরের নদীর ঘাটে গিয়ে মিশেছে। পথটার দু'পাশে এখানে ওখানে কতগুলো ঘেসোফুল ফুটে রয়েছে। ওরাও কি শরৎ রাণীর বন্দনা গাইতে এসেছে?

কমল তার কোমল পাপড়ি মেলে হাসি হাসি মুখে চাইলে। ভোমরা এসে গুণ-গুণিয়ে প্রেমের গুঞ্জরণে বনতল ভরিয়ে দিলে। আনন্দে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে।

নতুন সবুজ পাতাগুলো প্রভাতের আলোয় গাছের গায়ে ঝক্‌ঝক করে উঠল। দিঘীর ঘাটের নতুন শ্যাঁওলা আর গ্রামের মেয়ের মন ভরে উঠলো আনন্দে। সাদা সাদা মেঘগুলো সব নেচে নেচে ভেসে বেড়াতে লাগলো। দিঘীর জলে তারই ছায়া হেসে উঠলো।

শরৎ রাণীর অভ্যর্থনার বন্দনা গাইবার ভার প্রকৃতির উপর। প্রকৃতি মধুর হাসি হেসে শরৎকে বরণ করে নিলে শিউলি ঢাকা পথে, মেঘের মুকুট মাথায় দিয়ে কাশের বনে, ধানের ক্ষেতের ভেতর দিয়ে ধরার বুকে।

শরৎ এলো, চুল এলিয়ে, মালা দুলিয়ে, মন ভুলিয়ে।

পেট্রোল লিডার

——শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায়।

[কোর্ট-অব-অনারের অধিবেশন—সভ্যরা সকলেই উপস্থিত। অন্যান্য কার্য্যাবলীর পর—]

সুইফ্‌ট্‌-লিডার্‌—আচ্ছা স্যার, গত সপ্তাহে তো আপনি আমাদের পেট্রোল-লিডারদের বিষয় কতই না বলেছেন। বলেছেন আমরাই ট্রুপের সব, আমাদেরই সব দায়িত্ব, আরও কত কি! বলেছেন আমরাই নেতা। কিন্তু Paradeএর দিন তো কেবল আপনি অথবা সুধীর দা'ই (সহঃ-স্কাউট-মাষ্টার) সব কাজে নেতৃত্ব করেন। আমরা তো কিছুই করিনা।

স্কাঃ মাঃ—তার মানেই তুমি জান্‌তে চাইছ কখন তোমরা নিজেদের পদানুযায়ী নেতৃত্ব কর্ব্বে? "পদানুযায়ী" কেননা পি-এলএর পদানুযায়ী নেতৃত্ব চলে পেট্রোলের উপরেই ট্রুপের উপরে নয়। কোন কোন স্কা-মা পি-এলএর উপরই উক্ত ভার অর্পণ করেন। তোমার প্রশ্নের সোজা, ছোট এবং বিশদ উত্তর হচ্ছে—"সর্ব্বদাই"। খেলার সময় তোমরা তোমাদের দলের Captain হযে নেতৃত্ব কচ্ছ। কাজের সময় তোমরা তোমাদের দলের কাজের পরিদর্শন কর্ব্বে এবং দরকার হলে উপদেশ দেবে। তোমরা সাধারণতঃ আরও নেতৃত্বের সুবিধে পাও কোর্ট-অব-অনারের সভ্য হয়ে, তোমাদের "পেট্রোল" কাউন্সিলের সভাপতি হয়ে, প্রত্যেক Parade dayর programmeএর আলোচনা কর্ত্তে পেরে এবং নিজের নিজের দলের মধ্যে প্রতিযোগিতার প্রতিষ্ঠাতা এবং কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে। পেট্রোল কাউন্সিলের বিষয় আর একদিন বোলব।

আজকাল Imperial Headquartersএর Chief Scoutএর তৈরী একরকম Patrol Report Form পাওয়া যাচ্ছে। এইগুলি খুবই দরকারী আর দামও কম। দরকারী বল্লাম এই হিসাবে যে Form পি-এলদের Leadershipএ অনেক সাহায্য করে। এই Formএ প্রত্যেক সপ্তাহে পি-এলকে লিখে সই করে দিতে হয়। নিম্নলিখিত জিনিষগুলিই এই Formএর সব চেয়ে দরকারী বিষয়ঃ—

১। ছেলেরা Paradeএ উপস্থিত অথবা অনুপস্থিত।

২।. তাহারা অন্ততঃ চারটি স্কাউট ব্যায়াম করে কি না।

৩। স্বাস্থ্য রক্ষার সাধারণ নিয়ম মানে কি না।

সেই সঙ্গে আর একটি দিলে বোধ হয় ভাল হয়।

সকলে—সেটা কি স্যার?

স্কা মা—সেটা হচ্ছে প্রতিজ্ঞা অভ্যাস (Promise Practice) করে কি না।

হাউণ্ড-লিডার—হ্যাঁ খুব দরকারীই বটে।

স্কা-মা—এই সমস্ত ছোটখাট বিষয় ছেড়ে দিয়েও পি-এলএর অমন অনেক কায়দা আছে যাতে তার নিজের ব্যক্তিত্ব ছেলেদের কাছে বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই ধরনা কেন, তুমি যদি তোমার প্রেট্রোলের প্রত্যেক ছেলের অভিভাবকের সঙ্গে চেনা করতে পার এবং প্রত্যেক ছেলে কোথায় খেলে, কাদের সঙ্গে খেলে, কি খেলতে ভালবাসে, জীবনটি কোন পথে চালাতে চায় এই সব জানতে পার তবে তোমার অনেকখানি ব্যক্তিত্ব বেড়ে যায়। তবে এই সম্বন্ধে আমি এক কাজ কর্ত্তে বলি; তোমরা, অর্থাৎ পি-এলরা তোমাদের Note Bookএর ছয় কি সাতখানা পৃষ্ঠা নষ্ট কর। কারণ ঐ সব পাতায় একটা কাজ কর্ত্তে হবে। কি কর্ত্তে হবে শোন:—প্রত্যেক পাতার উপরে তোমার পেট্রোলের এক একটি ছেলের নাম লিখবে। তার তলায় তার অভিভাবকের নাম, তাঁর সঙ্গে ছেলের সম্বন্ধ, ছেলের ঠিকানা, বয়স এবং উচ্চতা লিখতে হবে। তার তলায় তাদের প্রত্যেকের Hobby কি তাই লিখবে তারপর তার ভবিষ্যতের উদ্দেশ্য কি ঠিক করেছে এবং ঐ উদ্দেশ্যের সাফল্য কি ভাবে আনতে চায় তাই লিখবে। তারপর লিখবে তার সম্বন্ধে তোমার ধারণা এবং তারপরেই তোমার কর্ত্তব্য। শেষে লিখবে মতামত। কর্ত্তব্য এবং ধারণা খুব ভেবে চিন্তে লিখতে হবে। এখন এইগুলি লিখে প্রত্যেক meetingএর দিনই একবার করে দেখে আসবে। তবেই আশা করা যায় তোমাদর পেট্রোল নিশ্চয়ই উন্নতি কর্ব্বে।

সুইফ্‌ট্ সেকেণ্ড—স্যার, খাতায় কি রকম লিখতে হবে একবার বোর্ডে দেখিয়ে দিন না।

স্কা-মা—বেশ! দেখ

নাম—কমল।
অভিভাবক—মাতুল শ্রীচচ্চজ।
উচ্চতা—...ফুট্
ঠিকানা—১৫নং পফব ষ্ট্রীট
বয়স—১৫ বৎসর
Hobby—টিকিট জমান। কাঠের কাজ।
উদ্দেশ্য—স্থপতিবিদ্যাবিশারদ। ছবি আঁকা
উপায়—উচ্চশিক্ষা এবং পুস্তক।
ধারণা—অধিকক্ষণ কাজেই কোন মন নাই।
মতামত—ভয়ানক লাজুক।
কর্ত্তব্য—কাজের ভার দেওয়া এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান ভ্রমণ।

কালু-লিডার—আচ্ছা স্যার, এ সব করে হবে কি?

স্কা-মা—বুঝতে পার্লে না ? আচ্ছা শোন—অভিভাবক, ঠিকানা ইত্যাদির দরকার চিঠিপত্র পাঠান, কোন লোক খবর চাইলে তাকে দেওয়া অসময়ে দরকার হ'লে বাড়ী চেনা এবং তোমার ব্যক্তিত্ব বাড়ান। বয়স, উচ্চতা ইত্যাদি রাখিতে হয় অনেক দরকারের জন্য। ধর তোমার পেট্রোলের সুকমল বিরেণের চেয়ে তিন ইঞ্চি লম্বা। কিন্তু বয়সে তিন বছরের ছোট। সুতরাং বিশেষ কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার লম্বা বিরেনকে না দিয়ে সুকোমলকে দেওয়াই ভাল। যে যত বেশী ভাল পি-এল, সে তত বেশী কিছু রাখে—যেমন বিঘতের দৈর্ঘ্য, ওজন, পায়ের মাপ ইত্যাদি। তারপর আসে Hobby অর্থাৎ "খোস-খেয়াল"। মানুষকে যথার্থ মানুষ তৈরী কর্ত্তে—যা স্কাউটিংএর উদ্দেশ্য—Hobby অনেক কিছুই সাহায্য করে। ছেলেদের Hobby জানবে তাদের সাহায্য কর্ব্বার জন্য। যেমন ধর, তুমি ডাক-টিকিট জমাও না আর তোমার দলের অমিয় জমায়। এখন তুমি একখানা টিকিট পেলে ফেলে না দিয়ে অমিয়কে সাহায্য কর্ব্বে। তারপর আসে জীবনের উদ্দেশ্য। এটা খুবই সাবধানে দেখবে।

ষ্টফ্-লিডার—আচ্ছা স্যার, ছেলেরা যদি উদ্দেশ্য বল্‌তে রাজী না হয় ?

স্কা-মা—প্রথমে তো ছেলেরা রাজী হবেই না। কিন্তু তোমাকে সেই ছেলের সঙ্গে এমনভাবে মিশতে হবে যেন সে তোমাকে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ভেবে সব বলে ফেলে। তবে অবশ্য এমনভাবে মিশবে যাতে Scout নিয়মাবলীর ব্যাঘাত না হয়।

হাউণ্ড-লিডার—এ কর্লে সে বলবে ?

স্কা-মা—হ্যাঁ। যাক্ সে কথা—যা বল্‌ছিলুম শোন। এখন ধর তোমার পেট্রোলের বিশানের ইচ্ছা যে বড় হয়ে সে একজন স্থপতিবিদ্যাবিশারদ (Architect) হবে এবং সে হতে চায় বড় বড় বই পড়ে। তুমি কি ভাবে সাহায্য কর্ব্বে বল দেখি ? ধর, তোমরা ডায়মণ্ডহারবারে ক্যাম্প করতে গেছ। একদিন "পুরাতন দুর্গ" দেখতে গেলে। সেখানে যেয়ে বিশানকে জিজ্ঞাসা কর্লে,—"আচ্ছা বিশাণ বলতো, এই কেল্লাটার গঠনপ্রণালীতে এমন কি ভুল আছে, যার জন্য আজ এটা পরিত্যক্ত।" এই জিজ্ঞাসার মধ্যে যেন কোনও রকম ঠাট্টা না থাকে। সে যেন বোঝে যে তুমি ভাল জান না এ বিষয়ে। তাহলেই সে সে মাথা খাটিয়ে সেই Architectএর ভুল বের করবার চেষ্টা কর্ব্বে। এই রকম আরও কত উপয়ে সাহায্য কর্ত্তে পার—যদি একটু বুদ্ধি খাটাও। তারপর তোমার ধারণা এবং কর্ত্তব্য লেখার ভার সম্পূর্ণ তোমার হাতে। তবে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমি তোমাদের কাছে সাহায্য কর্ত্তে পারি—অবশ্য যদি দরকার হয়। তারপর ধর ছেলেটি যদি লাজুক হয় তবে তাকেই Troopএর Spirol Wheelএর প্রথম দেবে। এই রকম ভাবলে তোমরাই অতি সহজে কর্ত্তব্য ঠিক কর্ত্তে পার্ব্বে।

যাক্, এখন বুঝলে তো কেন আমি ওসব লিখতে বলেছিলাম।

সকলে—হ্যাঁ স্যার।

স্কা-মা--আমি তোমাদের ব্যক্তিত্ব বাড়াবার কথা বলতে কোথায় এসে পড়েছি দেখ। তোমাদের নেতৃত্ব এবং ব্যক্তিত্ব বাড়াবার উপায় চারিদিকে অসংখ্য ছড়ান পড়ে রয়েছে। যেমন ধর, কলিকাতায় কোনও এক সিংহ পেট্রোলের লিডার তার ছেলেদের চিড়িয়াখানা থেকে সিংহের ডাক অভ্যাস করিয়ে আসতে পারে। কোনও এক সুইফট্ পি-এল মিউজিয়াম থেকে সুইফট্ পাখী দেখে আসতে পারে। পাড়াগাঁয়ের কোনও পেঃ লিঃ বর্ষার দিনে তার ছেলেদের নিয়ে রাস্তার পাশে খাল কেটে, অথবা ইট ফেলে অথবা গাছের টুকরা ফেলে লোকের যাতায়াতের সুবিধার জন্য চেষ্টা কর্ত্তে পারে।

আরও কত উপায় আছে। একটু ভাবলেই নিজেরা সব ঠিক করে নিতে পার্ব্বে। বাইরে শোন সব ছেলেরা এসে গেছে। পাঁচটাও বেজেছে। নিজের নিজের কোণে inspectionএর জন্য পেট্রোল নিয়ে দাঁড়াও গিয়ে। আমি যাচ্ছি। ওকি! চলে যাচ্ছ যে? প্রার্থনা হলো কই? প্রার্থনাটা শেষ করে ভাল মনে যাবে।

মেঘলা বেলা

——শ্রীহরিশিবর মুখোপাধ্যায়।

চকিত ভৃঙ্গ মঞ্জু মালতী-মুকুলে,
স্তব্ধ পাখীর সুধা-সঙ্গীত-লহরী,
পল্লব পথে নবঘননীল দুকূলে
সরম-মুদিতা বধূ উঠে ভয়ে শিহরি'!
ঝর-ঝর ধারা— মর মর তরু লতিকা,
আকুল কণ্ঠে ডাহুক ফুকারে সরসে,
মৃগমদবাসে পুষ্পিত নীপ-বীথিকা,
স্মিত তরুদল কামিনীকুসুম-বরনে।
স্থলকমলের করুণ কোমল নয়নে
অমিয়-হাসিটি বিকশে নবীন স্বপনে!

নব-মেঘপটে তাই কি নিমেষে নিমেষে,
অতি উজ্জ্বল বিদ্যুত-রেখা আঁকিয়া,
চাহিছ লিখিতে রূপ-রস-রাগ আবেশে
সুন্দর-গীতি মনের মাধুরী মাখিয়া?
চিরঝঙ্কার উঠিছে না বুঝি ছন্দে?
অসীম মাধুরী ফুটে না অমৃত কিরণে?
তাই বন্দিনা বিবশা বাসনা-বন্ধে
কাঁদ একাকিনী ব্যর্থ সাধন স্মরণে?
গীতিরূপে যবে সে সুধামাধুরী ফুটিবে,
এক সঙ্গীতে বিশ্ব মাতিয়া উঠিবে!

কাবেদের বৈঠক

———ম্যাঙ্গুএর চিঠি

ভাই র‍্যাণু, কি মজা! পূজার ছুটি এসে গেল দেখতে দেখতে। সত্যি তোমাদের কি আনন্দ হচ্ছে না? আমার তো খুব আনন্দ হচ্ছে; যদি জিজ্ঞেস কর কেন, তার উত্তরে

আমি বলব, পড়াশোনা আর ভাল করে প্যাকের খেলার সুবিধে, সময় পাব বলে। তোমরা বলবে, এতো পুরাণো কথা। তা বলবো কি করে ছুটিটা কাটাব সেই ভাবনার আনন্দে আমি এতই অধীর হয়েছি, যে তোমাদের তা' না বলে পারছি না—সত্যি বলছি নইলে পেট ফেঁপে মরব শেষকালে। তবে আমার মতলবটা শোন।

ছুটিতে আমি ঠিক করেছি একটা পিজবোর্ডের বাড়ী তৈরী করে ফেলব, প্যাকের অন্য ছেলেরাও শাসিয়ে রেখেছে যে তারা কেউ দেশলাইয়ের বাক্সের দেরাজ, কেউবা একটা ছবি এঁকে আকেলাকে দেখাবে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কে প্রথম হয়। তোমরা আকেলাকে কিছু করে দেখাবে না?

জামার বোতামটা ছিঁড়ে গেছে, জুতোটা নোংরা হয়ে গেছে, ইনস্‌পেক্‌সনে আকেলা নম্বর কাটেন। সত্যি ভারী দুঃখ হয় আমার, যদি আমার নোংরামির জন্য আমার সিক্স হারে। মার বয়স হয়েছে চোখে ভাল' দেখেন না, আর ঘর সংসারের কাজ করে একটু জিরোন, তখন যদি আমি বোতাম লাগিয়ে দিতে বলি, মার সে বিশ্রামটুকুও হয় না। আমি ঠিক করেছি এবার থেকে বোতাম লাগান, জামা গুছিয়ে রাখা, জুতো বুরুষ করা সব নিজেই কোরব। তোমরাও বোধ হয় তাই করবে না? শুধু স্কিপিংএর জন্য আমার প্রথম তারকা মিলছে না, ছুটিতে খুব ভাল স্কিপ করতে শিখে নেব। ফালতু সময়ে "টেণ্ডারপ্যাড" আর "মুগলির" কথা বই দুটো পড়ে ফেলব আর একবার। বইদুটো ভারী সুন্দর, যতবার পড়ি ততই নতুন মনে হয়। আচ্ছা, তোমরা আর একবার পড়ে দেখো, তা হলেই প্রমাণ হবে আমার কথা সত্যি কি না।

আমাদের সিক্সার কি ঠিক করেছে জান? সে বলেছে, আমরা সকলে মিলে একটা ছোট বাগান কোরব আমাদের সিক্সের। আচ্ছা, তোমার বাড়ীর সামনেটা লম্বা ঘাসে আর ঝোপে যদি ভরে যায়, তাহ'লে তুমি যদি সেটা সাফ করে, একটু ইঁটের কেয়ারী

দিয়ে, দু-চারটে গাছ পুঁতে জায়গাটাকে মানুষের মত করতে পার, তবে বাড়ীর রূপ খুলে যায়, মনেও একটা আনন্দ হয়। মনে কর, খেলার মাঠটাকে সাজাতে হবে। প্যাকে যদি চারটে সিক্স থাকে তবে চারটে কোন বেছে নিয়ে, এক একটা সিক্সের ছোট খাট বাগান করলে বেশ হয়। তুমি কি বল ? যে যেখানে ভাল গাছ পেলে, ম'ন কর কেউ একটা বেলফুল গাছের ডাল, কেউ গোলাপের কলম, কেউ রজনীগন্ধার চারা সূর্যমুখীর চারা, গাঁদার ডাল জোগাড় করে এনে নিজের সিক্সের বাগানটিকে সুন্দর করে তুলতে পার। বাগান করা খুব সোজা। তুমি জান না বুঝি ? আচ্ছা শোন বলে দিচ্ছি, কাউকে বোলোনা কিন্তু।

মাপ জোপ করে একটা চৌকোনা জমি নিয়ে সেটার উপরের ঘাস, পাতা এ সব পরিস্কার করে জমিটাকে খুঁড়ে দুচার দিন ফেলে রেখে দিতে হবে। রোদে জমিটা বেশ ঝরঝরে হলে, কাঁকড়গুলো বেছে ফেলে, উপরে জল ছিটিয়ে দিতে হবে। জমিটা তৈরী হলে বীজ পুঁতে দেবে, কিংবা ডাল বসিয়ে দেবে। সাবধান যখন সবে গাছ বেরুচ্ছে, তখন খুব বেশী জল দিওনা, তাহলে সব চারা গাছ মরে যাবে।

সহজ বাগান করবার উপায় হচ্ছে গরমের দিনে সূর্যমুখী (দোপাটি) আর শীতের দিনে গাঁদা গাছ করা। আরও দুটো গাছের নাম করছি, সেগুলি সহজেই পাওয়া যায়— কৃষ্ণকলি ও ক্যালা। কৃষ্ণকলির ফুল লাল, সাদা হলদে এবং তিনরঙেরও হয়। ক্যালা-গাছ একবার হলে, একটা থেকে অনেক হয়—ক্যালাফুল অনেক রঙের হয়। জান না তো ? নাঃ তোমায় বোলব না, আচ্ছা বলেই ফেলি, হাজার হলেও অনেক দিনের বন্ধু তো তুমি! আমি কি ঠিক করেছি জান ? পূজার সময় কয়েকটা গুড্ টার্ণ করে ফেলব। কি করে বলতো ? আরে তাও জান না ?

বিজয়া দশমীর দিন অনেক উড়োন তুবড়ী, পটকা, ছুঁচোবাজী প্রভৃতি ছোঁড়া হয়। সাবধানে না ছুঁড়লে, অনেক সময় আগুণ লেগে যায়—আমি তখন কি কোরব জান ? ছুটে গিয়ে সবার কাছের দমকল ডাকবার কাঁটা ঘুরিয়ে দেব কাঁচ ভেঙ্গে। তুমি দেখেছ বোধ হয় রাস্তায় একরকম লোহার লাল বাক্সের মত থাকে, তাতে একটা গোল কাঁচের উপর লেখা থাকে, "আগুণ লাগিলে, কাঁচ ভাঙ্গিয়া হাতল ঘুরাও।"

আচ্ছা, ঠাকুর দেখতে যাবার পথে যদি তোমার পায়ে কাঁচ ফোটে ভারী কষ্ট হয় না ? যদি অন্য কারুর পায়ে ফোটে তারও কষ্ট হয় নিশ্চয়। কাজেই পথে ঘাটে কাঁচ দেখলে যদি সেটাকে ড্রেনে কিংবা পথের বাইরে ফেলে দি, তবে, তোমার, আমার কিংবা অন্য কারুর পায়ে ফুটবে না।

বিজয়া দশমীর দিন সকলে সবার বাড়ী বাড়ী গিয়ে নমস্কার, আর কোলাকুলি করে। আমার কিন্তু ভারী ভাল লাগে এ প্রথাটা। ওপাড়ার বোসেদের ছেলে অরুণের সঙ্গে আমার অনেক দিন হোল ঝগড়া হয়েছে, এবার কিন্তু আমি ঝগড়া মিটিয়ে নেবই। বিজয়ার

দিন সবার সঙ্গে হেসে কথা বলতে হয়। এই বছরকার দিনে কারুর সঙ্গে অসদ্ভাব রাখতে নেই। বিজয়ার দিন যাকে যা দেবে, তা ফিরে পাবে নিশ্চয়ই, যদি ভালবাসা দাও তবে, ভালবাসা ফিরে পাবে আরও বেশী করে।

তবে শোন কত গরীব লোকের ছেলেই হয়তো পুজোর সময় আমোদ করতে পারবে না। তাদের সঙ্গে একটু খেলে কিম্বা নিজের বাড়ী থেকে দু'চারটে খেলনা এনে তাকে দাও তাহ'লে তার কত স্ফূর্ত্তি হবে! তোমার নিজেরও কম হবে না। পূজার দিন যদি গরীব কোনও ছেলেকে ডেকে এনে খাওয়াও তা হলেই তোমার মনে কি রকম আনন্দ হবে বলতো ঐ ছেলেটির আনন্দ দেখে।

ইতি "ম্যাণ্ড"।
কলিকাতা।

ধাঁধা

—— শ্রীশীতল কুমার সরকার

১। ত্রিবর্ণে রচিত আমি, বাস মোর জলে ;
চালিত আমায় করে কতই কৌশলে।
দেশ ও বিদেশ হতে তোমাদের তরে,
কতই জিনিষ আনি মোর বুকে করে
শেষেতে প্রথম পাবে প্রথমেতে শেষ,
হায় মধ্যম মোরে পাইয়াছে বেশ।
বলিতে পার কি কেহ কিবা নাম মোর ?
তবেই বুঝিব আছে বুদ্ধির জোর।

২। ত্রিবর্ণে গঠিত আমি দেখেছ সকলে,
ঘুরিয়া বেড়াই আমি দেয়ালে পাঁচিলে।
প্রথম ও তৃতীয় মিলি চলে যায় জলে,
প্রথম, দ্বিতীয় যায় কলসীর তলে,
কেবা আমি ? কোথা থাকি করেছো কি স্থির ?
দেখিব কত বা দৌড় তোমার বুদ্ধির।

"হচ্ছে কেন— ?"

—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মিত্র

শ্যামবাজারের বিষ্ণুচরণ তার যে ছিল খুড়ো
বয়সটা তাঁর খুব বেশী নয় একটু কেবল বুড়ো।
সকালবেলায় উঠে সেদিন 'নিউজ পেপার' নিয়ে,
তামাক দিতে বলে' বসেন বাইরের ঘরে গিয়ে।
এমন সময় পুত্র এলেন, সাথে এলো কন্যা,
প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে' ব'ইয়ে দিলে বন্যা।
বলে বাবা—"এরোপেলেন কেমন ক'রে ওড়ে ?"
"কাটা ঘায়ে ওষুধ দিলে কেমন করে' জোড়ে ?"
"জলের মধ্যে জাহাজ ওরা কেমন করে চালায় ?"
"কালী পূজোর রাত্তিরেতে তুবড়ী কেন জ্বালায় ?"
"জলের মধ্যে ডুবে গেলে লোকে তো যায় মরে"
"তারি মধ্যে দিন রাত্তির মাছ ঘোরে কি করে ?"
"ছানা তৈরী কি করে' হয় দুধে নেবু দিলে ?"
"শুক্তির ভেতর মুক্তো, বাবা, কেমন করে' মেলে ?"
"ডাবের ভেতর অত জল বা কোথা দিয়ে ঢোকে ?"
"গণেশের যে হাতীর মাথা কেউ দেখেছে চোখে ?"
"মানুষের বা রক্ত পেলে বাঘ কেন হয় খুসী ?"
"খুসী কেন হয়রে গরু যদি বা পায় ভুষি ?"
"ডিমের মধ্যে বাচ্ছা পাখী কেমন করে' রয় ?"
"দুই আর দুইয়ে, যোগ করলে চারই কেন হয় ?"
এই বারেতে খুড়ো মশাই একটু খানি কেশে
কাগজখানি নামিয়ে রেখে একটুখানি হেসে
বলেন তিনি ছেলেমেয়েয় "শোনরে টে'পী ভুতো—
হয় বলেই হচ্ছে এসব নইলে কি আর হোতো ?"

———

Notes & News.

Training Camps :

The following Training Camps have been arranged to be held in October 1933.

Scoutmasters Training Camp for Beginners

1st—10th October 1933 at Suri (Birbhum)

Do 21st—31st October 1933 at Dhakuria near Calcutta

Mr. J. S. Wilsob, Camp Chief—

The dates for the visit of the Camp Chief have been provisionally fixed. He will be arriving in Calcutta on the 3rd of January 1934 and leave on the 9th.

The Training courses that he will run has been arranged as follows :—

25th Nov. to 12th December 1933 at Bombay.

3rd to 22nd February 1934 at Lahore.

The details for these courses will be issued later on.

Wood Badge Studies :

The studies for the Part I Cub, Scout and Rover Wood Badges can be had from the D. C. Cs. or from the Provincial Headquarters.

Public Duties :

On the occasion of the Solar eclipse on 12th August the Rovers of the 2nd and 3rd Calcutta Associations helped the public and the pilgrims at the river bathing ghats at Calcutta and Kalighat. There was a tremendous rush at the different bathing places in the ganges and the Rovers had to keep themselves engaged from 8 O'clock till 2 O'clock in the noon in helping the public in all possible ways.

Ross Shield in Ambulance :

The competition for the Ross Memorial challenge Shield in first Aid amongst the troops of the Second Calcutta Local Association was held on Saturday the 26th August 1933. 11th/II Calcutta (S. C. C. School) troop won the Shield.

New Troops & Packs :

The following new troops and packs have been registered :—

24th/I Calcutta, Anglo Gujrati School pack C. M. Raj Narayan Agarwala.

The Nimtita 3rd Pack, G. D. Institution ... C. M. Jatish Ch. Dutta Burma.

Second Nr. Murshidabad (Open) Pack. ... C. M. Byomkesh Ghosh.

1st Kalna Mission M. E. School Pack. ... C. M. Charu Biswas.

Kalna Raj School Pack. ... C. M. Madhu Sudan Biswas.

Sir Rajendra H. E. School Second Pack, Bhabla ... C. M. Radhika Mohon Bagchi.

Rajshahi Madrasha Pack ... C. M. Serajud Dahr.

Suri M. E. School Pack ... C. M.

Warrants.

The following warrants have been issued since July 1933—

Mr. K. G. Morshed I. C. S.	—	Dist. Commisioner, Faridpur.
„ C. R. Martin	—	Scoutmaster, 8th/1 Cal. St. Thomas' School troop.
„ B. K. Mukerji	—	Dist. Commissioner, South Nadia.
„ Harkaraj Victor	—	Asst. Scoutmaster, 6th Kalimpong Troop.
„ Nani Gopal Majumdar	—	Dist. Cubmaster, Third Calcutta.
„ Barnabas Mondle	—	Scoutmaster, 1st Chapra, C. M. S. troop.
„ Reuben Molla	—	Asst. Scoutmaster Do
„ Niranjan Kazi	—	Cubmaster 1st Chapra, C. M. S. Pack.
„ Radhika Mohon Bagchi	—	Scoutmaster, Sir Rajendra H. E. School 2nd troop, Bhabla.

দশম বর্ষ]　　　কার্ত্তিক—১৩৪০　　　[৫ম সংখ্যা

হাসির ছটা

—— — শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

কোন দরদী মেঘের ফাঁকে এমন মধুর হাসি ছড়ায়,
কে যেন তা'র পরশ পেয়ে সোহাগভরে ভুঁয়ে লুটায়।
হাসি খেলে মেঘের কোণে
হাসি খেলে তড়িৎ সনে,
নদীর কোণে উপবনে,
আপন মনে খেলে বেড়ায়।
ঝিকিমিকি সোণার আলো
হেরে মন, প্রাণ জুড়া'লো,
পিছনে তা'র মেঘের কালো
কালোর সনে আলো মিশায়।

———

চার গোয়েন্দার কাণ্ড

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—কটিক।

তেরো

কাণকাটা ভিখারী

রোমের Via Tiberinaর একটা লম্বা ধরনের দালান। রোজার ও জ্যাক এই দালানের সামনে দাঁড়িয়ে একবার বাড়ীটাকে ভালো ক'রে দেখে নিল। লম্বা লম্বা জানালার কাঁচগুলি খোলা, সামনে একটা লোহার বারান্দা।

লোহার উপর মরচে পড়েছে, বাড়ীটার জায়গায় জায়গায় হল্‌দে প্ল্যাষ্টার পড়ে গিয়েছে, তার ভিতর দিয়ে বিশ্রী ইঁটগুলি যেন দাঁত বের করে হাস্‌ছে।

রাস্তার ঠিক্ পাশ থেকে এই ধরণের আরও অনেক বাড়ী বরাবর উপর দিকে উঠে গেছে। দু'এ৭টা বারান্দায় কাঁথা বালিশ, বা পোষাক রোদ্দুরে দেওয়া হয়েছে, দু'এক জায়গায় কাঠের বাক্সে, বা মাটির পাত্রে ছোট ছোট গাছ হয়েছে। রাস্তার শেষ প্রান্ত দিয়ে বিখ্যাত টাইবার নদী চলে গেছে।

রোজার বল্‌ল 'এই সেই বাড়ী।' তারপর কাগজটা খুলে দেখলো লেখা—

'ভায়া টিবারিনাতে যাও চার নম্বর বাড়ী। চারতলায় প্রথম ঘর। এক কানওয়ালা ভিখারী ওখানে থাকে।

জ্যাক তাদের সামনের খোলা দরজাটা দিয়ে ভেতরে চাইতে, চাইতে, বল্‌ল জায়গাটা তো বড় সুবিধার ঠেক্‌ছে নাহে। দরজাটার দুধারে বাড়ীগুলির নম্বর, ভেতরে যেন কে গান গাইছে।

রোজার বল্‌ল, 'তা হোক, চল।'

তারা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়্‌লো। হাওয়া বেশ গরম গরম, আর উপরের একটা ছোট জানালা দিয়ে আলো এসে দূরের একটা সিঁড়ি একটু আলো ক'রে তুলেছিল। তারা সেই সিঁড়ির দিকে যেতে পথে একটা খোলা ঘর থেকে গানের সুরে বেড়িয়ে আসছে দেখলো উকি দিয়ে দেখ্‌লো, একজন ইটালীয়ান, একটা চেয়ার সারাচ্ছে, আর গান গাইছে। তারা তার ঘরের পাশ দিয়ে চলে যাবার সঙ্গে তার মুখ হাসিতে ভরে গেল, কিন্তু তার গান থাম্‌লো না।

কান পেতে সে কাঠের সিঁড়ির উপর তাদের পায়ের শব্দ শুন্‌তে লাগ্‌লো গান গাইতে গাইতে ঘুরে কোণের দিকে চাইলো, একটা কমলা রংয়ের আলো জ্বলে উঠেছে। এ আলো জ্বলার কারণ হ'লো স্পারলিং, স্পারলিং এর কালো বোতাম এ কমলা রংয়ের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে।

গান থামিয়ে সে সামনের দরজার বাইরে চলে গেল, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডান হাত তুলে ডান গাল, চুলকাতে লাগ্‌ল।

খানিক দূরে একটা লোক একটা মদের পিঁপের উপর বসেছিল, সে তক্ষুণি উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাত দিয়ে ডান গাল চুলকাতে লাগ্‌লো। Via Tiberina এর কোণে একজন লোক দাঁড়িয়েছিল, সে এবারে উঠে সঙ্কেতটী কর্‌লো, সঙ্গে সঙ্গে মোড় থেকে একখানা এম্বুলেন্স গাড়ী সোঁ সোঁ ক'রে এসে চার নম্বর বাড়ীর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। চার জন সাদা পোষাক পরা এ্যাম্বুলেন্সের লোক দুখানা ষ্ট্রেচার নিয়ে হলে ঢুকে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর তারা সেই গালেদার ইটালীয়নের সঙ্গে সেই অন্ধকার রাস্তায় খাঁড় হাতে অপেক্ষা করতে লাগ্‌ল।

রোজার ও জ্যাক এতক্ষণে চারতলায় উঠে গেছে। ছোট সিঁড়িটা, বারান্দার অন্য দিক দিয়ে আরও উপরের তলায় সিঁড়ি সব উঠে গেছে। সামনেই একটা ছোট রাস্তার মত বারান্দা।

জ্যাক সামনের দরজাটার দিকে ইঙ্গিত ক'রে বল্‌ল, 'এই বোধ হয় সেই ঘর—চারতলায় প্রথম ঘর।'

রোজার বল্‌ল, এককানওয়ালা ভিক্ষুক এখানে থাকে। ভদ্রলোককে একবার দেখা যাক্‌, চল।'

দরজায় কয়েকবার আঘাত ক'রে দরজাটা ঠেলে খুলে ফেল্‌লো, তার পেছন পেছন জ্যাকও ঘরের ভিতর ঢুক্‌লো। কিন্তু ঘরের অর্দ্ধেক গিয়ে তারা ভয়ে বিস্ময়ে হিম হয়ে গেল।

সে মুহূর্ত্তে তাদের কাছে পৃথিবীটা বড় বেশী স্থির হয়ে গেছে বলে মনে হ'ল। তাদের কাছে মনে হ'ল বাইরের গণ্ডগোল যেন এখানে ঢুক্‌তে গিয়ে একেবারে থমক স্তব্ধ হয়ে গেছে। সামনের অবাক করা দৃশ্যটা তার কাছে এতই অসহনীয় এতই অভাবনীয় যে তার বাক্‌রোধ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

মেঝের ঠিক মাঝখানে সেই এককানওয়ালা ভিক্ষুক সে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে, এক হাতে মেঝের কার্পেটের ছেঁড়া টুক্‌রা।

ঘরে জিনিষপত্র খুব সামান্যই ছিল, এক কোণে একটা অপরিষ্কার বিছানা। তা ছাড়া আর বিশেষ কোন জিনিষপত্র ঘরে নেই, কেবল জানালার কাছে, যেখান দিয়ে বাইরে থেকে আলো ঘরে ঢুক্‌তো সেইখানে একটা হুকে একটা পাখীর খাঁচা ঝোলানো— তার ভেতরে একটা পাখী অস্থিরভাবে চীৎকার করছিল, আর ডানা ছড়িয়ে শব্দ করছিল। তার সেই শব্দে রোজার জ্যাক যেন প্রাণ ফিরে পেল। তারা মেঝের দেহটার কাছে ছুটে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের পেছনে দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। চমকে তারা পেছন ফিরে দেখ্‌লো দরজার পেছন দিয়ে সেই ভবঘুরে লোকটা। তার সারা গায়ের শক্তি যেন ফুটে বেরুচ্ছে, সে একটু ঝুঁকে তাদের দিকে একটা পিস্তল ধরে দাঁড়ালো ওঃ কি ভীষণ তার চোখ দুটো।

বন্ধুদ্বয় তার আর সেই ভিখারীর মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। এর কী অর্থ, পল ডাইডফের সমস্ত প্ল্যান কি ভেস্তে গেল? এ তো স্পারলিংএর লোক? এ কি তা হ'লে এদের মেরে ফেল্‌বে? কি এর মতলব? জান্‌লাটা দিয়ে এক ফালি সোণার রৌদ্র এসে পিস্তলটাকে ঝক্‌ঝকে করে তুল্‌লো।—কী—কী করবে এ?

রোজার অবাক হয়ে বল্‌লো, এ এর মানে কি?

লোকটা কোন উত্তর দিল না। ডান হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিল যে এখন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই। সংহার তার মূর্ত্তি, শয়তানের মত কার্য্যকলাপ, বীভৎস তার চোখ দুটো, কাণটা সে একদিকে হেলিয়ে কি যেন শুন্‌ছে, কিন্তু সেই ভীষণ চোখদুটো আর পিস্তলের মুখটা তাদের দিক থেকে একবারও অন্য দিকে যায়নি।

হঠাৎ দরজায় একটা শব্দ হ'লো, লোকটা পাশে সরে গিয়ে এমনভাবে দাঁড়ালো যাতে দরজার লোককে ও তাদের একসঙ্গে সে মার্‌তে পারে।

দরজা দিয়ে ঢুক্‌লো সেই বুড়ী। তার হাতে এখন আর নেবুর ঝুড়ি নেই।

ভবঘুরে তাকে দেখে অবাক্ হয়ে বল্‌ল, "Che Cosa lh obbisogna?"

বৃদ্ধা বিড়বিড় করে কি বল্‌তে বল্‌তে হাতের লাঠির উপর ঠক ঠক কর্‌তে কর্‌তে তার দিকে এগোতে লাগ্‌লো।

•রোজার আর জ্যাকের হৃৎপিণ্ড ভীষণ বেগে চল্‌তে লাগলো, তারা জীবনে যত বায়স্কোপ দেখেছে, এতো রহস্যময়, এত বিপদসঙ্কুল, এত ঘটনাবহুল আর কোনটাই দেখেনি, এ যেন সত্য ঘটনা নয়, এ যেন বইয়ে পড়া ঘটনা তারা পর্দ্দার উপরে দেখ্‌ছে, তারা যেন এ বিশাল যুদ্ধের বাইরে। তারা বিস্মিতভাবে অবাক হয়ে বৃদ্ধাকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। দু মিনিটের মধ্যে তাদের জীবনে দু'টি আজব ঘটনা ঘটে গেছে, দেখা যাক্ এবারে কি ঘটে।

লোকটা আবার বল্‌ল, 'Che Cosa—'সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা সবলে তার উপর লাফিয়ে পড়্‌লো, এক হাতে তার হাত থেকে পিস্তল ছিনিয়ে নিয়ে অন্য হাতের লাঠির মাথা দিয়ে 'ভবঘুরের' ঠিক কানের উপরে বাড়ি মারলো, কী ব্যাপার হ'লো বোঝবার আগেই ভবঘুরেও মেজেতে গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌লো।

বৃদ্ধা বল্‌লো, 'শীগ্‌গির আমার সঙ্গে চল।'

এবারে আর তাদের ভুল হ'লো না। পল ভাইডফ একটানে মাথার টুপিটা খুলে ফেল্‌লেন, গা থেকে বৃদ্ধার পোষাক খসে পড়্‌লো, পা থেকে পড়ে গেল জুতো। তিনি একবার মেজের লোকটার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, 'চল।'

দরজাটা খুলে সামনের বারান্দা দিয়ে সকলের শেষের ঘরটার গিয়ে উঠ্‌লেন। তার জানালা খুলে আর একটা বারান্দায় গিয়ে পড়্‌লেন, তারই এক কোন দিয়ে একটা গোল সিঁড়ি। ভাইডফ পাগলের মত সেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন রোজার জ্যাককেও যেন একরকম বেগের নেশায় টেনে নিয়ে বেড়িয়ে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বড় সিড়িতে পায়ের শব্দ হ'তে আরম্ভ করলো দু'জোড়া এ্যাম্বুলেন্সের লোক উপরে উঠ্‌ছে!

নীচে পড়েই সামনের আঙ্গিনাটা পার হয়ে একটা ছোট রাস্তা তারই শেষ প্রান্তে একটা মোটার গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল, পল ভাইডফ ছেলেদের ঠেলে তুলে দিয়ে নিজেও চড়ে বসলেন, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী তীরের বেগে ছুটলো। ড্রাইভারকে কোন হুকুমও করতে হ'লো না।

পল ভাইডফ, বস্‌বার সিটের পেছনের খানিকটা চামড়া সরিয়ে ফেল্‌লেন, ভেতর থেকে বেরুল একটা বেতার যন্ত্র। সামনের ডায়েলটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হঠাৎ মাইক্রোফোনটা রোজারের মুখের কাছে দিয়ে বল্‌লেন, 'শীগ্‌গির কথা আরম্ভ কর। তোমার বাবা।'

রোজার বল্‌ল, কে বাবা?

গ্রেভিল বল্‌লেন, রোজার কে তুমি?

রোজার বল্ল—'হ্যাঁ বাবা আমি, মিঃ ভাইডফ আর জ্যাক, এই গাড়ী করে যাচ্ছি।' মিঃ গ্রেভিল যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লেন, কি বল্‌লেন রোজার বুঝ্‌তে পার্‌লো না।

[ক্রমশঃ]

পথিক

[স্যাণ্ড্]

চলেছ পথিক অচেনা পথে গাহি নব জয়গান।
ঢালিয়া অশ্রু পথ ধুয়ে চল তুলিয়া প্রাণের তান।
চলেছ ঝড়ের রাতে কেউ নাই তব সাথে
সম্মুখে বিজলী, আঁধার পশারি, ডেকে যায় ইসারায়,
ভীমরোলে আজি মত্ত আকাশ, পথ নাহি দেখা যায়।
তবু নির্ভীক চলেছ পথিক, জ্বালিয়ে বুকের দীপ,
ঘন কুয়াসায় ঘন বরষায়,
মধু ফাল্গুনের উতরোল পরে
ছড়ায়ে কুন্দনীপ।
কার তরে মহাযাত্রী,
জয়যাত্রার অভিযান তব ভেদিয়া গভীর রাত্রি ?
কেন এত আয়োজন, কিবা তব প্রয়োজন,
যুঝিবারে ক্রুর প্রকৃতির সাথে—
বিপদ-বজ্র লয়ে সদা মাথে ?
দূরে, দূরে—আরও দূরে—
শুনিয়াছ কার সঙ্গীত, বীর।
বিপর্য্যয়ের সুরে,
ঐ দূরে দেখা যায়—
প্রকৃতির ভালে প্রলয়ের আলো
তবু নাহি তব ভয়।
কোন বলে মহাবলী চলেছ বিপদ দলি
যুগ যুগ ধরি হিয়ার মাঝারে করি "তাঁর" সন্ধান!
পেলে কি নতুন প্রাণ ?
তরুণ পথিক, জাননাকো তুমি, কোথায় ফুরাবে পথ,
কবে যে তোমার সাধনার রথী আনিবে বিজয় রথ।
পথের নাহিক শেষ, তবু নাই কোন ক্লেশ,
মুখের ঐ তব ধৈর্য্যের হাসি করেছে বিশ্বজয়—
ভক্ত তুমি যে উদ্ধত দেবে হারায়েছ নিশ্চয়।

———

পার্ব্বত্যজাতি

——— প্রণবেশ কাঞ্জিলাল

শিলিগুড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর পর্ব্বত অধিরোহণকালে পথি মধ্যে বিচরণশীল বিবিধ পার্ব্বত্যজাতির আকৃতি ও গঠন পথিকের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে আকর্ষণ করে। তাহাদিগকে দেখিলেই সমতল দেশবাসীগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও বিভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

মেশি।

প্রথমেই শিলিগুড়িতে "মেচি" বা "মেশি" নামক এক বিশিষ্ট পার্ব্বত্যজাতি দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। ইহারা কেলে পর্ব্বতের তলদেশে তেরাই ভূমিতেই বাস করে। দেহের গঠন সুস্পষ্ট মঙ্গোলিয়ান। ইহাদের মধ্যে একটী সম্প্রদায় আছে নাম "বোদা," এবং অপরটীর নাম "ধিমল"। দুই দলে বস্তুতঃ কোনও পার্থক্য নাই—কেবল ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাস করে, এই মাত্র। মেচিরা অত্যন্ত নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় জাতি, চাষবাস করিয়া এবং অরণ্যজাত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করে। পার্ব্বত্য তেরাই প্রদেশের ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপের বিষয় বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন কিন্তু মেচিদের নিকট ম্যালেরিয়ার প্রবল বীর্য্য পরাহত। ইহারা অক্ষত ও নীরোগদেহে তথায় বাস করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহারা দূরে চা বাগানে যাইয়া কার্য্য করিবার সময় দলে দলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু সেই আবিল জঙ্গলের মধ্যে স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে বাস করে।

প্রকৃতির সহিত সহস্র সহস্র বৎসর অবিরত দ্বন্দ্ব করিয়া তাহারা অন্যান্য অরণ্য-জন্তুর ন্যায় এই সংরক্ষণী শক্তি লাভ করিয়া থাকিবে। মেশিরা খর্ব্বাকৃতি হইলেও বিশেষ বলিষ্ঠ যদিও মুখের পাণ্ডু হরিদ্রাবর্ণ দেখিলে প্রথমে রুগ্ন ও দুর্ব্বল বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারা প্রধানতঃ তুলা, সরিষা প্রভৃতির চাষ করে, এবং জঙ্গলী ঘাস ও বাঁশের দ্বারা সুন্দর সুন্দর কুটীর নির্ম্মান করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের চরকায় সূতা কাটিয়া বস্ত্র বয়নাদি করে, এবং পরিচ্ছদ প্রভৃতি রঞ্জিত করে। ভুট্টা বিচি হইতে "ময়োয়া" নামক এক প্রকার মদ প্রস্তুত করিয়া প্রভূত পরিমাণে তাহা পান করিয়া আমোদ ও স্ফূর্ত্তি করে। কিন্তু এই মদের বিশেষ মাদকতা শক্তি নাই। স্ত্রীলোকেরা কানে ও নাকে ছোট রূপার * আংটি ও হাতে মোটা ও ভারি মিশ্র ধাতুর বালা পরে। ভাতই ইহাদের প্রধান খাদ্য—তৈল, লবন ও লঙ্কা প্রভৃতি সহযোগে অন্ন পাক করিয়া তাহাই খায়। ইহাদিগকে সর্ব্বভুক্ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বন্যশূকর, মহিষ, ভাল্লুক, সজারু ও বেঁজি প্রভৃতি কোনও জন্তুরই মাংস ইহাদের অপ্রিয় নহে। মাছও যে না খায়, তাহা নয়; তবে পচা হইলেই ইহাদের নিকট

---

* দুংড়ি।

বিশেষ প্রিয় ও উপাদেয়। মেশিদের ধর্ম্ম একরূপ প্রকৃতি পূজা বলিলেও চলে। ইহারা সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা প্রভৃতির পূজা করে। তন্মধ্যে নদীকেই ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভক্তি করে। কতকগুলি গৃহ-দেবতাও আছে তাহাদের নিকট দুগ্ধ, মধু, শুষ্ক অন্ন, ডিম্ব, পুষ্প, ফল প্রভৃতির নৈবেদ্য দিয়া পূজা করে, এবং কখনও কখনও শূকর, ছাগল ও কুক্কুট বলি দেয়। ক্ষেত্র হইতে শস্য ভার নিরাপদে গৃহে আনীত হইলে, ইহারা খুব উৎসব ও আনন্দের সহিত দেবতার পূজা দেয়। ইহাদের পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে এক দল কেবল ভূত প্রেত ছাড়াইতে ব্যস্ত। পরিণত বয়স্ক না হইলে ইহারা বিবাহ করে না—বরের বয়স কুড়ি হইতে পঁচিশ বৎসর, এবং কন্যার বয়স পনর হইতে কুড়ি। কন্যার পিতাকে ১০৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত পন দিয়া বর কন্যারত্ন লাভ করিতে পারে; কিন্তু সেই টাকা নগদ দিতে অক্ষম হইলে জামাতা শ্বশুরালয়ে খাটিয়া সেই টাকা শোধ দেয়। বিবাহের আচার ও পদ্ধতির মধ্যে, প্রধানতঃ একটী কুক্কুট এবং একটী কুক্কুটী বলি দিতে হয়। বর, কুক্কুটটী এবং কন্যা কুক্কুটীটী হস্তে ধারণ করিয়া থাকে, এবং পুরোহিত সবলে এক ছুরিকাঘাতে উভয় কুক্কুটেরই গলদেশ ছিন্ন করিয়া ফেলিলে যে যে দিকে রক্তধারা ছুটিয়া পড়িবে, তাহা দেখিয়া দম্পতীর ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখ স্থিরীকৃত হয়। মৃত ব্যক্তির প্রতি ইহারা আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, এবং নীরবে গাম্ভীর্য্যের সহিত শব প্রোথিত করিয়া সমাধি স্থলে বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড প্রতিষ্ঠিত করিয়া মৃতের স্মৃতি জাগ্রত রাখে।

"বোভারদের জন্য"

ছোট ছেলেমেয়েরা মিথ্যা কথা বলে কেন?

—শ্রীঅমিয়কুমার রায় চৌধুরী।

মানুষের মনের ধারণাগুলি চিত্তপটে লিপিবদ্ধ হয় জ্ঞানের ক্রমবিকাশের সহিত। বড় হইলে যদিও বিবেচনাশক্তিদ্বারা ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করা যায়, তথাপি মনস্তত্ত্ববিদদের মতে বাল্যে মানুষের মনে যে সকল চিন্তা রেখাপাত করে, তাহারা একেবারে মুছিয়া যায় না, অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় থাকে। এইজন্য মানুষ শৈশবে যেরূপ আবহাওয়া ও শিক্ষার মধ্য দিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহার রুচি ও সংস্কারও সেই অনুসারে পরবর্ত্তী জীবনে লক্ষিত হয়। অবশ্য মানুষের চেষ্টার অসাধ্য নাই, তাই এ সকল অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারের গ্রাস হইতে আপনাকে উদ্ধার করাও অসম্ভব নহে।

শৈশবে মৌলিক চিন্তাধারার বিকাশের পূর্ব্বে, মানুষ পরনির্ভর ও অনুকরণশীল থাকে অত্যধিক মাত্রায়। শৈশবে আমাদের চিত্ত অতি কল্পনাপ্রবণ থাকে, সে সময়ে

রূপকথার চরিত্রকেও বাস্তব বলিয়া মনে হয়। শিশুদের কল্পনাশক্তি এতদূর যে তাহাদের চক্ষে অসম্ভবও সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

শিশুর মধ্যে খানিকটা অতিরিক্ত চাঞ্চল্য ও আগ্রহ থাকে (some extra inquisitiveness and energy) -এই দুটিকে তাহারা সুযোগ পাইলেই কাজে লাগাইতে চেষ্টা করে এবং এই extra energyকে কাজে লাগাইতে গিয়া তাহারা অনেক ফ্যাসাদ বাধাইয়া বসে। মা তরকারী কুটিতে কুটিতে একটু অন্যত্র গেলেই শিশু তরকারী কাটিবার সুযোগটুকু ছাড়েনা, ফলে সে নির্ঘাত বঁটিতে হাত কাটিয়া বসে। দিদি সেলাই করিতেছেন, অতএব তাহাকে সেলাই করিতেই হইবে, দিদি যদি সূঁচ সুতা না দেন তবে সে গোপনে সূঁচ সুতা সংগ্রহ করিয়া সেলাই করিতে গিয়া হয় সূঁচটি ভাঙ্গে না হয় নিজের হাতে ফুটায়। এই যে গোপনতার আশ্রয় সে লয়, তাহা যে দিদিকে বা মাকে প্রতারিত করিবার জন্য তাহা নহে, ইহার একমাত্র কারণ এই বাহাদুরী পাইবার ইচ্ছা—সে ভাবে হঠাৎ সকলকে তাহার সেলাই দেখাইয়া সে আশ্চর্য্য করিয়া দিবে। ছেলেমেয়েরা এমন অনেক কাজ করে যাহার অর্থ তাহারা নিজেরা জানে না, কিন্তু তবুও সহজ অনুকরণবৃত্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া অনেক অকাজই তাহাদের করা চাই—ইহা দূষণীয় নহে, বয়সের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই শিশুসুলভ চপলতাকে দমন করিতে গেলে ফল হয় বিপরীত, তাহা পরে দেখিবেন।

ছেলেমেয়েরা মিথ্যা কথা বলিবে বলিয়া মিথ্যা কথা বলে না। মিথ্যা কথা বলিলে আমার লাভ হইবে, মিথ্যা কথা না বলিলে আমার বিপদ, এ চিন্তা বাল্যে মনেই আসে না—তবুও তাহারা অহেতুক অজস্র মিথ্যা কথা বলে। ইহার কারণ ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় তাহারা নির্দ্দোষ। কতকগুলি উদাহরণ দিলেই ইহা বুঝা যাইবে। ছোটবেলা এক দিন এক ভদ্রলোক আমার পিতার সাক্ষাতের জন্য আসিয়াছিলেন, আমি তখন খেলায় ব্যস্ত ছিলাম। বাবা বাড়ী আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম না। ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন, আমি একটা বাহাদুরী করিয়াছি বলিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলাম। পিতা কিন্তু বাড়ীতেই ছিলেন, মিথ্যা কথা বলার জন্য তিনি আমাকে প্রহার করিলেন। বড় হইলে ভাবিয়া দেখিয়াছি যে এই মিথ্যা কথাটি বলার মূলে দুইটি কারণ ছিল, প্রথম খেলায় ব্যস্ত থাকার জন্য অন্যমনস্কতা ও দ্বিতীয় সহজ অনুকরণবৃত্তি, কারণ বাবাকে কাজের জন্য বাহিরে বাহিরেই কাটাইতে হইত। তাঁহার কাছে কেহ আসিলে বাড়ীর লোকে "বাবু বাড়ী নাই" এই কথা কয়টী বলিত।

বড়রা রসিকতা ও চালাকী করিয়া অনেক সময় মিথ্যা কথা বলেন, কিন্তু ছেলেমেয়েরা যদি চালাকী করিয়া মিথ্যা কথা বলে তবে তাহা নিতান্ত অশোভন হয়। ভয় আর একটি কারণ। অসাবধানতাবশঃ একটি শিশু একটি কাঁচের ফুলদানী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে অস্বীকার করিল। হয়তো তাহার মিথ্যা কথা

বলিবার কোন অভিপ্রায় ছিল না, হয়তো সে সত্য বলিবার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তাহার মনের গোপন কোণে যে প্রহারের ভয় অর্দ্ধজাগ্রত (subconscious) অবস্থায় ছিল, তাহাই তাহার মুখ দিয়া বাহির করিয়াছে "না"। অকৃতকার্য্যতার লজ্জা আর একটি প্রধান কারণ। ইস্কুলের পরীক্ষায় একটি অঙ্ক ভুল হইলে স্বভাবতঃই বালকদের মনে একটু আপনার প্রতি ধিক্কার জাগে, কিন্তু সে ভাবটিকে সে সাধারণের কাছে ব্যক্ত করিতে রাজী নহে, তাই তাহার দুর্ব্বলতার কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই সে তাহা ঢাকিতে ব্যস্ত হয়।

শিশুরা অভিমান করিয়া অনেক সময় মিথ্যা কথা বলে। মায়ের উপর অভিমান করিয়া অনেক সময় শিশুরা রাগ করিয়া খায়না, জিজ্ঞাসা করিলে বলে ক্ষুধা নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হয়তো ক্ষুধার জ্বালায় সে অস্থির, তবু সে ভাবটিকে দমন করিয়া রাখে একটি জিনিষের আশায়—কখন মা আসিয়া একটি চুমা দিয়া আদর করিয়া বলিবেন, খোকনমণি! মার উপর বড় রাগ হয়েছে না? মা আর এ রকম দুষ্টু হবে না।" একটু আদরে সব অভিমান ভাসিয়া যায়।

ছেলেমেয়েরা রাত্রে প্রায়ই না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে, ঘুম ভাঙ্গাইলে সে নিদ্রালস চক্ষে বলিয়া বসে পেটের অসুখ করিয়াছে বা ক্ষুধা নাই—কিন্তু আসল কথা হইতেছে যে নিদ্রার ব্যাঘাতটুকু সে পছন্দ করেনা।

অত্যধিক কল্পনা ও সংস্কার অনেক সময় শিশুচিত্তের প্রভূত অকল্যাণ সাধন করে। আমার বেশ মনে আছে, একবার আমি ঝির সহিত ঘোড়দৌড় দেখিতে গিয়াছিলাম, ফিরিয়া আসিলে দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখে এলে?" আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, "হাতী, ঘোড়া, বাঁদর, বাঘ আরও কত কি", দিদি তো হাসিয়াই আকুল। দিদিকে হাসিতে দেখিয়া আমি বলিলাম, "হ্যাঁ দিদি।" দিদি যতবার ব'লেন এ সব দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব, আমি ততই বলি হাঁ। সকল গবেষণার আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে, নিজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান হইতেই ইহা লিপিবদ্ধ করিলাম। আমি নিজেই দেখেছি। এখন ভাবিয়া দেখি আমার কল্পনাপ্রবণ শিশুচিত্তই ছিল এ মিথ্যা কথার কারণ, অতিরঞ্জন কল্পনার নামান্তর মাত্র। একদিন দিদি আমায় একটি গল্প বলিয়াছিলেন, তাহাতে হাতী বাঁদর ইত্যাদির উল্লেখ করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক আগ্রহের আতিশয্যে আমি বলিয়াছিলাম, "সত্যি দিদি?" আমাকে ভুলাইবার জন্য দিদি বলিয়াছিলেন, "হাঁ"। মনে হয় দিদির এই গল্পই আমার অতিরঞ্জিত কাহিনীর কারণ ছিল।

একদিন আমি ঘুমাইবার সময় মাকে বড় জ্বালাতন করিতেছিলাম৹ বলিয়া মা বলিয়াছিলেন—"এক্ষুণি গোরস্থানে ফেলে দেব, সাহেব ভূতে খেয়ে ফেলবে।" (বলিয়া রাখা ভাল আমার বাড়ীর কাছে একটি কবরখানা আছে)। আর একদিন আমার এক বন্ধুর ঠাকুমা একটি গল্পে আমায় বলেছিলেন নিমগাছে ভূত থাকে। আমাদের বাড়ী আসিবার পথে একটা নিমগাছ পড়িত। সন্ধ্যার পর খেলিয়া ফিরিবার সময়, নিমগাছের

তলা দিয়া যাইতে আমার গা ছম্‌ছম্ করিত, অন্ধকারে গাছের পাতা নড়িলে মনে হইত ঐ বুঝি ভূতের হাত নড়িতেছে। নিমগাছটির কাছে আসিয়া আমি উর্দ্ধশ্বাসে চোখ বুজিয়া দৌড় দিতাম, নিমগাছ পার হইয়া সভয়ে চক্ষু খুলিতাম। একদিন চোখ বুজিয়া দৌড়াইবার সময় নিমের একটি পল্লব খসিয়া আমার কাঁধে পড়িয়াছিল, আমি সশব্দে কাঁদিয়া উঠিয়াছিলাম। সেই সময়ে আমার এক দাদা রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, আমাকে কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়াইতে দেখিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন কি হইয়াছে। আমি বলিলাম, আমায় ভূতে তাড়া করিয়াছিল, ধরিতে না পারিয়া গাছের ডাল ছুঁড়িয়া আমায় মারিয়াছে। আমি বাড়ীতে গিয়া সকলের কাছে এ কথা তো বলিয়া ছিলামই, উপরন্তু ভূতের কাল্পনিক চেহারার বর্ণনাও দিয়াছিলাম। কেহই আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না, বরং মিথ্যা কথা বলিবার জন্য বকিলেন। কিন্তু তাহার পর অনেক বছর পর পর্য্যন্তও আমার ধারণা ছিল যে আমি মিথ্যা বলি নাই।

জগতে শিশুমনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু গবেষণা চলিয়াছে। সংক্ষেপে ছেলে-মেয়েদের মিথ্যা কথা বলিবার কয়েকটি কারণ বলিলাম। শিশুমনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার বেশী জ্ঞান নাই তথাপি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এ কয়টি কথা লিখিলাম।

——

বিচিত্রা

মস্ত বড় পরিবারঃ—

মিঃ জাবেজ ক্রাডক সস্ত্রীক উইম্বলের নেপিয়ার রোডে থাকেন। বর্ত্তমানে তাঁদের পাঁচটি ছেলে, তিনটি নাতি, তিরাশি জন নাতনী ও উনত্রিশ জন নাতি আছে। তাঁদের ১২০টি বংশধরই লণ্ডনেই থাকে।

*

রাতারাতি বড়লোকঃ—

Texasএর একজন নিগ্রো চাষা তার কাজ থেকে অবসর নিয়েছে। লাঙ্গল চষতে চষতে একদিন সে একঘড়া স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছে, তার দাম ১০০ পাউণ্ড হবে।

*

রবারের পাখাঃ—

জার্ম্মানিতে কাঠের কিংবা টিনের বদলে Electricfanএ রবারের ব্লেড ব্যবহার করা

হচ্ছে। এতে টেবিল পাখার বাইরের তারের আবরণটা কোনই দরকার হবে না।. পাখা কোন রকমে গায়ে লাগলেও গুরুতর আঘাত পাবার সম্ভাবনা নেই।

* * *

প্রথম পোষ্টকার্ড ঃ—

ডাঃ হেরম্যান নামে একজন অষ্ট্রিয়ানের চেষ্টায় পোষ্টকার্ড প্রথা প্রচলিত হয়।

* * *

সবচেয়ে ভারীমানুষ ঃ—

ফিলাডেলফিয়াবাসী মিঃ জোরাগগিও বর্ত্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী মানুষ। তাঁর ওজন ১১মণ, ২৬সের। ইনি প্রসিদ্ধ মুষ্টিযোদ্ধা।

* * *

শিক্ষিতের সংখ্যা ঃ—

এবারের আদমসুমারীতে প্রকাশ যে বাংলা দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা একজন বেড়েছে।

শ্রীযুক্তা এ্যাণি বেসান্ত ঃ

আমরা দুঃখের সঙ্গে পাঠকবর্গকে জানাচ্ছি ভারতবর্ষে ব্রতীবালক আন্দোলনের জন্মদাত্রী Mrs Aney Beasant কিছুদিন আগে পরলোক গমন করেছেন। স্বর্গ থেকে তিনি নিশ্চয়ই দেখছেন যে, ভারতের প্রত্যেকটি ছেলেকে উপযুক্ত নাগরিকে পরিণত করবার জন্য যে বীজ বপন করেছিলেন, তা এখন বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়েছে। শুধু বয়স্কাউট আন্দোলন নয়, ভারতের রাজনৈতিক জীবনের নেতৃ ছিলেন একদিন তিনি। এই ইংরাজ মহিলার অপূর্ব্ব তেজ ও চরিত্রবল সকলকেই মুগ্ধ করেছিল। অন্যায় তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তিনি মস্ত বড় socialist ছিলেন। তাঁর মত বুদ্ধিমতী Theosophist খুব কমই আছে। তাঁর দর্শন সম্বন্ধীয় বইগুলি Classic হিসাবে সমাদর পেয়েছে জগতের সর্ব্বত্রই। শ্রীযুক্তা বেসান্তের মৃত্যুতে শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র জগৎ একটি মহীয়সী প্রতিভা হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। মানুষের ক্ষমতা আর কতটুকু, প্রাণের আকুল আগ্রহ ও ভালবাসা দিয়েও সে তার প্রিয়জনকে ধরে রাখতে পারে না। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের কেবল শোক করলেই চলবে না। যে মহৎ আদর্শ তিনি রেখে গেছেন, তার মর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা সব স্কাউটেরই করা উচিত। তাঁর আত্মার সম্মানের জন্য প্রত্যেক লোকাল এসোসিয়েসনের একটি শোকপ্রকাশসূচক র‍্যালী করা উচিত।

———

রোগী—ডাক্তার সাহেব আজ আমার বুকটা ধড়-ফড় করছে।

ডাক্তার—কেন হে, আবার কি হল! হঠাৎ কি কিছু মন্দ খবর পেয়েছ নাকি?

রোগী—আপনার বিলটা পেয়েছি।

* * *

স্কাউট—(সকাল বেলা চা খেতে খেতে) বাবা, আজ আমার গুডটার্ণ হয়েগেছে।

বাবা—এরই মধ্যে, কি করলি?

ছেলে—বুড়ো নরেন বাবু সকালের ট্রেনেই কলকাতায় যাবেন ঠিক করেছিলেন কিন্তু তিনি ভয় পাচ্ছিলেন যে হয়ত ট্রেন পাবেন না তাই আমি কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়েছিলুম আর তিনি ঠিক সময়েই ষ্টেশণে পৌঁছে গেছলেন।

* * *

একটি ছেলে বাগানে পেয়ারা চুরি করতে গিয়ে মালির হাতে ধরা পড়ে যায়। সে তাকে পুলিসে দিয়েছে। পাদরি অবৈতনিক হাকিমের কাছে তার বিচার হচ্ছে। অল্পবয়স্ক ছেলে আর তার এই প্রথম অপরাধ শুনে তিনি তাকে ছেড়ে দেবেন স্থির করলেন। হুকুম দেবার আগে তিনি তাকে সৎউপদেশ দিবার জন্য বললেন "ভবিষ্যতে আর কখন এরকম প্রলোভনে পড় না। শয়তানের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করবে"

ছেলে—হ্যাঁ হুজুর আমিত তাই চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু আমি বেড়া ডিঙ্গাবার আগেই সে আমায় ধরে ফেলেছিল।

* * *

এখানে কি আপনারা ছোট ছেলেদের টিকিট নেন?

পাঁচের নিচে নিই না।

বেশ, আমি তিনটিকে খালি সঙ্গে এনেছি।

* * *

ডাইং ক্লিনিংএর খরিদ্দার—আপনারাতো বেশ লোক, জামাটা হারিয়ে দিলেন আবার তার জন্যে দাম ধরেছেন?

দোকানদার—আজ্ঞে, ওটা হারাবার আগেই কাচা হয়ে গিছল।

* * *

স্বামী—(রাস্তায় মোটরে ধাক্কা লাগার পর বাড়িতে ফিরেছেন) দেখত আজকে ড্রাইভারটাত আমাকে মেরেই ফেলেছিল। এখনই আমি ওকে জবাব দেবো।

স্ত্রী—আহা ও গরিব মানুষ আবার যদি করে তখন নয় দিও।

"হেসে নাও দুদিন বইতো নয়"

————শ্রীঅমিয় সেন

সাবধানী ছেলে

ছাত্র—স্যার আমি যা করিনি তার জন্যে কি আমার শাস্তি হবে ?

শিক্ষক—নাঃ তা হবে কেন।

ছাত্র—স্যার আমি আজ পড়া করিনি।

অন্যার্থ

শম্ভু—কিহে শিবু খুব যে খদ্দর চাপিয়েছো ?

শিবু—এইতো ভাই মহাত্মার সঙ্গে বিলেত যাবার চেষ্টায় আছি।

শম্ভু—কিন্তু মহত্মার ছাগলতো জোগাড় হয়ে গেছে ?

আপত্তি ছিল না

স্ত্রী—হ্যাঁগা তুমি নাকি আমার বাবার টাকার জন্যে আমায় বিয়ে ক'রেছো ?

স্বামী—নাঃ, ওই টাকা আর কারুর বাবার কাছে থাকলে তাকেই বিয়ে কোরতাম।

হাসি কান্না

প্রৌঢ় সঞ্জীব বাবু গাঁয়ের মোড়ল বিশেষ। আপদে বিপদে গাঁয়ের লোকেরা তাঁর কাছে ছুটে আসে। চাষ ক'রতে ক'রতে সে দিন কয়েকজন চাষা মাঠের মাঝখানে মানুষের মুখের মত একটা পাথর পায়। পাথরটা নিয়ে ছুটতে ছুটতে তারা সঞ্জীব বাবুর কাছে এসে হাজির। সঞ্জীব বাবু পাথরটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ সেটির পানে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ তাকাবার পর তার চোখ দিয়ে দর দর করে জল বেরুতে লাগলো। একটু পরেই তিনি একটু হাস্য কোরলেন। মূর্খ চাষারাতো ভয়েই অস্থির। ভাবে সকাল বেলায় না জানি কি অন্যায় কাজই করে ফেলেছি। সাহস করে একজন প্রশ্ন কোরলো "বাবু আপনি এই কাঁদছিলেন আবার এখুনি হাঁসছেন কিছুতো বুঝতে পারছি না বাবু"। বাবু তখন ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ কোরলেন—ওরে কাঁদছি আমি তোদের কথা ভেবে। ভাবছি এরপর তোরা কোথায় যাবি। আমি আর কদিন ? কিন্তু তারপর ? আপদে বিপদে তোরা, কার কাছে ছুটে যাবি ? আর হাঁসছি এই ভেবে যে পাথরটা যে কি তা আমিও বুঝতে পারিনি।

মগ্ন ত্রাণ

(পল্লীমঙ্গলের সৌজন্যে)

——শ্রীতপেন্দ্র নাথ বসু

"দশবার গঙ্গা পার হই", "আমার মতন সাঁতার কাটতে কে পারে" বলে অনেকে বড়াই করে কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করবার দরকার হলে তাঁরাই আবার সরে পড়েন। এ বড় দুঃখের কথা। কিন্তু ঠিক যে এটা সাহসের অভাবে হয় তা মনে হয় না। নিজের উপর সে বিশ্বাস নাই যে ঝাপটে ধরলেও ছাড়িয়ে নিতে পারব, তাই প্রাণের আশঙ্কা করে মানুষ ভিরু হযে যায়। না জেনে শুনে অন্যের জীবন রক্ষার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়লে অনেক সময়ে নিজের জীবনই বিপদগ্রস্ত হয়, বিপন্নের উদ্ধার হয় না আর এ হঠকারীতার ফলে একটির জায়গায় দু'টি প্রাণ বিনাশ হয়। জলমগ্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করবার কতকগুলি সহজ নিয়ম আছে। সাঁতার শেখবার সঙ্গে সঙ্গে যদি সকলেই এগুলি শিখে রাখেন, এই বৈজ্ঞানিক প্রণালিগুলি আয়ত্ত করে নেন, তা'হলে জলে কাউকে বিপদগ্রস্ত দেখলে নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাকে উদ্ধার করতে পারবেন।

ব্যায়াম হিসাবে সাঁতার উচ্চস্থান অধিকার করে। শারীরিক পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে স্ফূর্ত্তি এনে দেয়। কিন্তু সাঁতারের প্রধান উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা। আর এক মহান উদ্দেশ্য অপরের জীবন রক্ষা। তাই প্রত্যেক স্কাউটের কর্ত্তব্য যে সে সাঁতার শিখবে আর রক্ষা করবার প্রণালিগুলিও আয়ত্ত করে রাখবে।

সাধারণতঃ এই কয়টি প্রণালি জানা থাকলে, শুধু কিন্তু জানা নয় অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত থাকলে, বিশেষ উপকারে আসবে। এই সংক্রান্তে প্রত্যেক রক্ষাকারীকে এই কয়টি কথা সকল সময়ে বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে,—

(১) বিপন্ন ব্যক্তির মুখ সকল সময়ে জলের বাহিরে রাখতে হবে তাতে যদি নিজের মুখ জলের ভিতর যায় তাও সহ্য করতে হবে।

(২) হ্যাঁচকা দেওয়া, ধাক্কামারা কি ধ্বস্তাধ্বস্তি কিংবা টানাটানি করা এ সব যত না হয় ততই ভাল। কারণ তা না হলেই বিপন্ন ব্যক্তির উদ্ধারকারীর প্রতি বিশ্বাস জন্মাবে আর যদি সে সহজভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে তাহলে তার মৃত্যু ভয় দূর হয়ে গিয়ে সে আর অযথা ধ্বস্তাধ্বস্তি করবেনা, উদ্ধারকারীর উপর আত্মনির্ভর করবে। তখন নিয়মিত পা চালিয়ে তাকে টেনে নিয়ে যেতে পারা যাবে।

(৩) জলের ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার সময় বিপন্ন ব্যক্তির কনুই দু'টো শরীর থেকে যথেষ্ট পরিমাণে ফাঁক করে রাখতে হবে। তাহলে তার বুক চিতিয়ে থাকবে আর ফুসফুসদ্বয় হাওয়ায় পূর্ণ হয়ে ফুলে উঠে তাকে ভাসিয়ে রাখবার সুবিধা করবে।

(৪) নিজে কখনও উতলা হবে না। ধীর ভাবে, শক্তির অপচয় না করে পা চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে অনেকক্ষণ যোঝবার ক্ষমতা থাকে।

প্রথম প্রণালী—

(নিম্নের ছবিগুলিতে উদ্ধারকারীকে স্কাউট পোষাক পরান হয়েছে)

যদি বিপন্নব্যক্তি কোনও রকম গোলমাল না করে, শান্ত অবস্থায় থাকে, তাহলে তাকে প্রথমে চিৎ করে নিতে হবে তারপর তার মুখের দু'পাশে হাত দিয়ে, নিজে চিৎ হয় তাকে সামনে রেখে পিছু সাঁতার দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে। সমস্তক্ষণই তার মুখ জলের বাহিরে রাখতে হবে। এ বিষয় আগে যা বলা হয়েছে সে সব কথা মনে রাখতে হবে।

দ্বিতীয় প্রণালী—

যদি কিন্তু বিপন্নব্যক্তি হাঁকপাক করে কিংবা জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করে তাহলে তাকে ঘুরিয়ে চিৎ করে দিতে হবে তারপর তার কনুইয়ের ওপর হাত দু'টো শক্ত করে ধরে ফেলতে হবে। তখন ওপরকার হাত কাঁধের সঙ্গে সমান করে টেনে রেখে পিছু সাঁতার দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে। এই রকম করে ধরলে বিপন্ন ব্যক্তি আয়ত্তের মধ্যে থাকবে, ঘুরতে কিংবা জাপটে ধরতে পারবে না। যতটা সম্ভব পা দু'টো ওপর দিকে ঠেলে রেখে বিপন্ন ব্যক্তির শরীরটাকে জলের উপরিভাগের সঙ্গে সমতল ভাবে রাখতে চেষ্টা করতে হবে।

তৃতীয় প্রণালী—

আবার অনেক সময় বিপন্নব্যক্তি বড়ই গোলমাল করতে থাকে। তার আশঙ্কা হয় যে তাকে বুঝি ডুবিয়ে দিচ্ছে সেজন্য সে হাত পা ছোঁড়ে এমন কি মারধোরও করতে থাকে তখন আর তার হাত ধরা যায় না কিংবা ধরতে গেলেও ফস্কে যায়। সে ক্ষেত্রে তার বগলের নিচে দিয়ে হাত দু'টো চালিয়ে দিয়ে হয় তার বুকের ওপর রাখতে হবে, না হয় ওপর দিকে করে তার হাত দু'টো শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে হবে আর আগের মতন হাত দু'টো বাইরের দিকে ফাঁক করে দিতে

হবে, যাতে সে আর কোনও রকম কিছু করতে না পারে। এরপর টেনে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে।

সকল সময়েই উদ্ধারকারীদের অবস্থা বুঝে বুদ্ধি খাটিয়ে কখন কোন প্রণালীটি ব্যবহার করতে হবে ঠিক করে নিতে হবে। তারপর স্রোতের কি টানের বিরুদ্ধে যেতে চেষ্টা করে বৃথা শক্তি নষ্ট করবে না। স্রোতের সঙ্গেই ভেসে কি সাঁতরে গিয়ে ক্রমশঃ পাড়ে পৌঁছতে চেষ্টা করবে কিংবা নৌকা অথবা সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করবে।

চতুর্থ প্রণালী—

এমনিও আবার কখন কখন হয় যে যে সাঁতার জানে সেও ক্লান্ত হয়ে গিয়ে কিংবা হঠাৎ তার শির টেনে ধরার দরুণ সে আর যেতে পারে না। তখন তার সাহায্য দরকার। সে ক্ষেত্রে সেই বিপন্ন ব্যক্তি তার হাত দুটো লম্বা করে উদ্ধারকারীর কাঁধের ওপর দিয়ে চিৎ হয়ে থাকবে। সে নিজে থাকবে ওপরে আর হাত পা তার মুক্ত থাকার দরুণ সে বুক সাঁতার কেটে তাকে ঠেলে নিয়ে যাবে।

চলিত কথায় বলে "ডোববার সময় লোকে খড়ের কুটোও আঁকড়ে ধরে।" অনেক সময় তাই বিপন্ন ব্যক্তি কাউকে কাছে আসতে দেখলেই তাকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করে। যদি ধরে ফেলে তখন কি করে নিজেকে মুক্ত করতে হবে সে প্রথাগুলিও জানা বিশেষ দরকার।

১। প্রথমে যদি কব্জি ধরে, তাহলে দু'টো হাতই বিপন্নব্যক্তির বুড়ো আঙ্গুলের উল্টা দিকে, শরীরের বারদিকে, একসঙ্গে ঝটকা মেরে ঘুরিয়ে কাঁধের সঙ্গে এক লাইন আনতে হবে। তখন তাকে কব্জি ছেড়ে দিতেই হবে, যদি না দেয় তাহলে তার বুড়ো আঙ্গুলের হাড় সরে যাবে।

২। যদি বিপন্নব্যক্তি গলা জড়িয়ে ধরে তাহলে লম্বা নিশ্বাস টেনে বিপন্নব্যক্তির উপর ঝুঁকে পড়ে একটা হাত দিয়ে তার কোমরটার কাছে ধরতে হবে আর অন্য হাত

দিয়ে তার নাকটা দু'আঙ্গুলের মধ্যে টিপে ধরে আর মুখের হাঁটা হাতের চেটো দিয়ে বন্ধ করে যতদূর সম্ভব জোর করে ঠেলে নেবে। দম বন্ধ হলেই সে ছেড়ে দিতে বাধ্য।

৩। যদি হাত দু'টো শুদ্ধ নিয়ে শরীরটাকে জাপটে ধরে সে ক্ষেত্রে বাঁ হাতটা দিয়ে বিপন্নব্যক্তির ডান কাঁধটা এরকম করে ধরতে হবে যাতে তাকে নিচের দিকে টেনে নাবাতে পারা যায়, আর ডান হাত তার চিবুকের তলায় ধরবে তারপর ডান হাঁটু তুলে তার তলপেটে জোরে ঠেলবে। এখন বাঁ হাত দিয়ে টেনে ডান হাত দিয়ে ঠেললেই সে তার বাঁধন ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।

জলমগ্ন ব্যক্তিকে তীরে আনবার পর অনেক সময় মৃত বলেই মনে হয় কিন্তু অল্প সময় জলের মধ্যে থাকলে কেবল নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, মৃত্যু হয় না। সে জন্য

যতক্ষণ না চিকিৎসক এসে তার মৃত্যু হয়েছে বলেন ততক্ষণ তার শ্বাস প্রশ্বাস ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করতে হবে। প্রথমেই তাকে উপুড় করে শুইয়ে দিতে হবে। মুখ পাশে করা থাকবে। তারপর তার দেহের পাশে হাঁটুগেড়ে বসে কোমরের একটু ওপর দিকে আঙ্গুল ছড়িয়ে করতল দু'টো রাখতে হবে। বুড়ো আঙ্গুল দু'টো শিরদাঁড়ার দুপাশে প্রায় ঠেকাঠেকি হয়ে থাকবে। শেষের পাঁজরা পর্য্যন্ত আঙ্গুল ছড়ান থাকবে। এবার সামনের দিকে ঝুঁকে, তাকে জখম না করে, সমান ভাবে জোর করে নীচের দিকে চাপ দিতে হবে তারপর হাতদু'টি না সরিয়ে, পিছনে হেলে চাপটা আলগা করে দিতে হবে। এইরকম না থেমে একবার চাপ একবার আলগা দিতে হবে। তিন সেকেণ্ড চাপ আর দু'সেকেণ্ড আলগা অর্থাৎ মিনিটে অন্ততঃ ১২ বার এই রকম করতে হবে। এতে ফুসফুস একবার ফুলে উঠবে আবার কুঁচকে যাবে তার ফলে নিশ্বাস প্রশ্বাস ফিরে আসবে। যতক্ষণ না নিশ্বাস প্রশ্বাস সাধারণভাবে চলতে থাকে ততক্ষণ করা দরকার। তারপর তাকে চিৎ করে শুইয়ে তার শরীরের রক্ত চলাচল আর উত্তাপ বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে। এই ভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চারণকে Artificial Respiration বা "কৃত্রিম শ্বাস সঞ্চারণ" বলে।

স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস ফিরে এলে পর রোগীকে এই ভাবে পরিচর্য্যা করতে হবে—

হাত পা গামছা, ধুতি বা কোনও রকম গরম কাপড় দিয়ে চেপে উপর দিকে ঠেলে রগড়াতে হবে ;

হাত পা ভাল করে পুঁছে দিতে হবে আর ভিজে কাপড় চোপড় বদলে শুখ্‌নো কাপড় পরাতে হবে। যতক্ষণ না তা হচ্ছে ততক্ষণ কম্বল কি অন্য গরম কাপড় চাপা দিতে হবে। তারপরও কিন্তু কম্বলের ভিতরে কিংবা শুখ্‌নো কাপড়ের উপর দিয়ে হাত পা ঘসতে হবে। শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি করবার জন্য পেটে, বগলে, উরুতে, পায়ের চেটোয় সেঁক দিতে হবে।

গলাধঃকরণ করবার ক্ষমতা ফিরে এলে পর অল্প গরম জল, কফি, চা, দুধ কিংবা ব্র্যাণ্ডি জলে মিশিয়ে মাঝে মাঝে খাওয়াতে হবে। আর বিছানায় শুইয়ে দিয়ে যাতে ঘুমিয়ে পড়ে তার চেষ্টা করতে হবে।

একটি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে এরকম বিপদ হলেই নিকটস্থ চিকিৎসককে তৎক্ষণাৎ ডেকে আনতে হবে।

ট্র্যাকিং

——শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায়

Tracking হচ্ছে মানুষ অথবা জন্তুর পরিত্যক্ত চিহ্নগুলির পাঠোদ্ধার করা এবং ঐ পাঠোদ্ধারের দ্বারা তাদের অনুসরণ করতে সমর্থ হওয়া এবং ঐ সকল চিহ্নের সাহায্যে তাদের বিষয় অনেক কিছু জানা। সাধারণের নিকট যে সমস্ত বিষয় অতি তুচ্ছ, একজন ভাল Tracker সেই বিষয়েই নিজের নজর এবং বুদ্ধিকে আকৃষ্ট করে নূতন এবং অপরিসীম জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়। সুতরাং এই Tracker এর নিকট এমন জিনিষও সরস হয়ে ওঠে যা সাধারণের নিকট সম্পূর্ণ নিরস ও অর্থ হীন।

আমরা সাধারণতঃ যখন রাস্তা দিয়ে কোনও দরকারী কাজে যাই তখন আমাদের উদ্দেশ্য থাকে নির্দ্ধারিত স্থানে পৌছান। সুতরাং 'এতখানি যেতে হবে' ভেবে রাস্তাগুলিকে মনে হয় নিরস এবং অন্যায় রকম দীর্ঘ। আচ্ছা এখন Trackerএর মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে সেই সব রাস্তায়ই আর একবার চলদেখি।

ঐ দেখ, আমাদের সামনে একটা মোটা চাকার দাগ পরে রয়েছে। আচ্ছা, ওটা কি আমাদের বলে দিচ্ছে, যে এই মাত্র এই রাস্তা দিয়ে কোনও গোলাবাড়ীর একটা মালবাহী শকট চলে গেছে। এখন হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে যে শকটটি খালি ছিল না মালে ভর্ত্তি ছিল ; এবং যদি মালই থাকে তবে সে মালটা কি ? এই প্রশ্নের প্রথমাংশের সমাধান এক মুহূর্ত্তেই হয়ে যায় মাটির উপর চাকার দাগ দেখে। এ স্থলে দেখতে পারছ

যে গাড়ীর চাকাটা অনেকখানি বসে গেছে—সুতরাং ওটা মালে ভর্ত্তি ছিল। চল আরও খানিকটা এগিয়ে যাই। ঐ দেখ! চাকার আঁকাবাঁকা দাগগুলিও বলছে যে মালের ভারে ক্লান্ত বলদেই গাড়ী টেনে নিয়ে গেছে! এখন দেখ গাড়ীতে কি মাল ছিল। আমি বলবো খড়, কারণ—ঐ দেখ ঐ নিচু বটগাছটার নিচের ডালে এখনও কয়েকটা খড় লেগে আছে। ওগুলি নিশ্চয়ই শকটের উপরের গাঁটের খড়। ঐ গাড়ীর সঙ্গে একজন গাড়োয়ান বাঁ দিকের গরুটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। আমার এ কথার নির্ভুলতা বোধ হয় গাড়োয়ানের পায়ের দাগ থেকেই বুঝতে পাচ্ছ। তারপর ঐ দেখ তার বাঁ পাশে তিনটে দেশলাইএর কাঠি—দু'টা তো ধরেই নিবে গেছে আর বাকিটার প্রায় অর্দ্ধেক ধরেছে। সুতরাং যখন সে দেশলাই জ্বালায় তখন জোরে বাতাস হচ্ছিল। আচ্ছা লোকটা কি ধরিয়েছিল ঐ কাঠি দিয়ে। খানিকটা এগিয়ে চল যদি কিছু বুঝতে পারি। আরে এই দেখ আধখাওয়া একটুকরা বিড়ি পড়ে রয়েছে। আবার দেখ বিড়ির যে দিক্‌টা মুখে থাকে সেটা আবার লাল। সুতরাং লোকটা পান ও বিড়ি দুইই খায়। তারপর ঐ দেখ কি খানিকটা বিশ্রী গয়ার লোকটার পথে পরে রয়েছে। ঐ দেখ আবার গয়ার। লোকটা নিশ্চয়ই বুড়ো এবং ছেলেবেলা থেকেই বিড়ির নেশা আরম্ভ করেছে; তা' না হ'লে বিড়ি খাবার পরই ঐ রকম কাশি হয় না। এখন ও সব যাক্। বলতো কতক্ষণ আগে এই রাস্তা দিয়ে শকটটি গেছে! বলতে পারলে না? আচ্ছা প্রথমেই দেখ গরুর পায়ের দাগ আর গাড়ীর চাকার দাগ খুব নুতন বলেই মনে হচ্ছে। সুতরাং শকটটি খুব বেশী সময় হ'ল এই রাস্তা দিয়ে যায় নি। তা ছাড়া তোমাদের বোধ হয় মনে আছে যে আধঘণ্টা আগে একটু বৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ রাস্তার সবই ভিজে। কিন্তু ঐ দেখ শকট থেকে রাস্তায় পড়া কয়েকটা খড়। দেখ দেখি ও গুলো শুক্‌নো না ভিজে! না এতে ভিজের নাম গন্ধও নেই। সুতরাং শকটটি বৃষ্টি হবার পর এই রাস্তা দিয়ে গেছে। আর তার গতি নিশ্চয়ই ঘণ্টায় তিন মাইলের বেশী হতে পারে না এটা বোধ হয় তোমরা সাধারণ জ্ঞানেই বুঝেছ। তাহলে ব্যাপারটি দাঁড়ায় এই রকম——

প্রায় আধঘণ্টা আগে একটি খড়ে বোঝাই গরুরগাড়ী এই রাস্তা দিয়ে প্রায় তিন মাইল বেগে তার বুড়ো বিড়িখোর বাঁ দিকে নিয়ে চলে গেছে। সুতরাং শকটটি এখন এখান থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে হতে পারে।

আমরা এখন চার মাইল বেগে হাঁটছি। সুতরাং আমরা শকটটিকে ঘণ্টায় একমাইল এগিয়ে যাচ্ছি। সুতরাং কমবেশী দেড়ঘণ্টার মধ্যে আমরা শকটটিকে ধর্ত্তে পার্ব্ব আশা করা যায়। চল, এগিয়ে গিয়ে আমরা গাড়ীটাকে ধরে আমাদের ধারণা প্রমাণ করি।

হ্যাঁ, ঐ দেখ আমার পূর্ব্ববর্ণিত শকটটি যাচ্ছে। কেমন হে, মিলেছে তো?

আমি এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি থেকেই Trackingএর কয়েকটি সাধারণ জিনিষের কথা বলেছি মাত্র। চেষ্টা কর্লে বালকের পায়ের দাগ দেখেই তার বয়স বলে দিতে পারা যায়

অথবা গরুর পায়ের দাগ দেখেই ওটা কোন জাতের তাও হয়তো বলতে কষ্ট হয় না। এ জিনিষটা অভ্যাসের উপরেই নির্ভর করে।

এরই সাহায্যে শীকারীরা শীকারের অবস্থান সহজেই খুঁজে নিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করেন। কোনও পুরাতন শীকারীকে কোনও অপরিচিত ভূখণ্ডে ছেড়ে দিয়ে এলেও সে পায়ের দেখেই সেখানকার জীব জন্তুর বিষয় অনায়াসে সবই বলে দিতে পারেন। ঐ সব পদচিহ্ন তাঁদের কাছে বইএর খোলা পাতার মতই মনে হয়। শীকারীরা পায়ের ছাপ দেখে তাদের কাছে গিয়ে আবার নিজের পায়ের ছাপ দেখে নিজের জায়গায় ফিরে আসেন।

Tracking আমাদের প্রত্যেক বিষয়ে—বিষয়টি যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন—লক্ষ্য কর্ত্তে বাধ্য করে। সুতরাং tracking আমাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ভবিষ্যৎ বিবেচনা শক্তি, এবং সতর্ক দৃষ্টি বাড়িয়ে তোলে। দ্বিতীয়তঃ trackingএ প্রত্যেক বিষয়টিকেও ঘৃণা না করে, তা কেন হচ্ছে এবং কোথা থেকে তা হ'চ্ছে, তাঁ'র খোঁজ নিতে আমরা উৎসাহিত হয়ে উঠি। সুতরাং trackingএর সঙ্গে সঙ্গে কারণ দর্শাবার গুণটি আপনা থেকেই বাড়িয়ে তুলি। সর্ব্বশেষে এই tracking অসংখ্য good-turn কর্ত্তে সাহায্য করে। তোমরা বোধ হয় Scouting for Boysএর রাখাল ছেলে Robert Hindmarsh এবং খুনি ডাকাতটার গল্প পড়েছ। Scotlandএর পাহাড় থেকে ভেড়া নিয়ে ফেরবার সময় পথে গুহার মধ্যে ডাকাতটাকে দেখে তার পায়ের জুতোর হারানো পেরেকগুলির অবস্থান যদি সে এক দৃষ্টিতেই ভালভাবে দেখে নিয়ে পুলিশকে সাহায্য না কর্ত্তো তবে কি আর ঐ দাগীটাকে তারা অত শীঘ্র হাতে পেত? একবার ভেবে দেখ দেখি তুমি যদি Hindmarshএর পরিবর্ত্তে থাকতে তবে কি ঐ রকম করে ডাকাত ধর্ত্তে পার্ত্তে? কি বলছ—পার্ত্তে না। বোধ হয় অভ্যাস কর্ত্তে থাকলে তুমিও Hindmarsh এর মতই হ'তে পার। সুতরাং নূতন trackerদের প্রতি একমাত্র উপদেশ—চেষ্টা কর! অভ্যাস কর! যা পেয়েছ চিন্তা কর!*

---

* ইংরাজী থেকে।

স্কিপিং

——ম্যাঙ্

এবার কিছু স্কিপিং সম্বন্ধে বলব। অনেক কাবেরই ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে skipping,—এই স্কিপিং এর জন্যই শুধু অনেকের প্রথম তারা পেতে দেরী হয়। স্বীকার করি প্রথম তারাতে স্কিপিংই সব চেয়ে কঠিন। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে হয় যে স্কিপিং এর বদলে তিরিশবার কানধরে ওঠবস করলেও যদি হোত তো তাতেই রাজী হয়ে যেতাম স্কিপিং এর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য। কিন্তু মামীর গোঁফও গজাবেনা, কাজেই মামী কখনও মামা হবেনা, তাকে মামীই থাকতে হবে। স্কিপিংকে তাই বাদ দেওয়া চলেনা। যারা স্কিপ করতে না পেরে অস্থির হয়ে হাহুতাশ করে তাদের আমি দুটো কথা বলব। প্রথম হচ্ছে যে স্কিপ করতে হলে, সে সময় দেহ ও মনের সংযোগ থাকা চাই। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে এ জিনিষটা শিখতে হলে নিরাশ না হয়ে এর পিছনে লেগে থাকা চাই। সত্যই যদি সাধনা থাকে তবে সিদ্ধ হতে বাধ্য।

অন্য সকলে স্কিপ করছে সামনে আর আমি পারছিনা, এ চিন্তাটা সকলেরই মনে হয়—কিন্তু লজ্জার কিছু নেই, যারা তোমার চোখের সামনে ফড়িঙের মতন তড়াক তড়াক করে স্কিপ করছে তারা একদিনে পারেনি, অনেকদিন লেগেছে। আচ্ছা! ভয়ানক রেগে যাচ্ছ বুঝতে পারছি। মনে মনে ভাবছ এ লোকটার এত উপদেশ না দিলেও চোলত। তাই আর ভূমিকা না করে সহজ কয়েকটা উপায় বাতলে দিয়ে চম্পট লাগাব।

বাড়ীতে বোধ হয় দেখেছ মা যখন খোকনকে ঘুম পাড়ানি গান শোনান, তখন গানের তালে তালে তাঁর একটা হাঁটু নড়তে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে খোকনের কপালে তিনি হাত দিয়ে চাপড়াতে থাকেন। স্কিপিংটাও এইরকম—স্কিপ করতে হলে মনে একটা সুর থাকা চাই, তারই তালে তালে নাচলে কাজও সহজ হয় মনেও ফুর্ত্তি আসে।

তাহলে দেখছ সুরের সঙ্গে তাল এসে পড়ছে। আর তালের সঙ্গে সময় এসে পড়ছে। সময় আর সুর এদুটোই আসল জিনিস। মনে মনে এক দুই তিন গুণবে আর

সঙ্গে সঙ্গে লাফ দেবে দড়ির উপর। এইরকম একটা সুরে লাফালে বেশ হয় "ধিন ধিন ধিন, ধিনতা ধিনা ধিন"। আচ্ছা তুমি জোড়া পায়ে লাফাতে পার? প্রথমে পায়ের ডগার ভর করে কয়েকবার নাচতো। হ্যাঁ এবার, ঐ দেখ আকেলা বলছেন ১। এক দুই তিন, এক দুই তিন······আর ব্রাউনটিপ তালে তালে স্কিপ করছে। বেশ করে দেখ—তার লাফানোর মধ্যে একটা ছন্দ রয়েছে ঘুম পাড়ানির গানের মতন। দেখে দেখে এই জিনিষটাকে বুঝতে চেষ্টা কর। হয়েছে?

২। এবার লাফাবার দড়ির একটা দিক তুমি হাত দিয়ে ধর আর একটা দিক ব্রাউনটিপকে ধরতে দাও। তোমাদের লাফাতে হবেনা। এবার আকেলার এক দুই তিন, এক দুই তিন, বলার সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে দড়িটাকে শুধু ঘোরাতে হবে। মনে হয় সোজা, কিন্তু তালে তালে দড়ি ঘোরানো প্রথমে একটু শক্ত মনে হবে। আচ্ছা, এই রকম তালে তালে ঘোরান অভ্যাস হয়ে গেলে তোমায় আর এক কাজ করতে হবে।

৩। কাজটা খুবই সোজা। এবার দড়ি ছেড়ে দিয়ে, খালি হাতে, আকেলার এক দুই তিন, এক দুই তিন বলার তালে তালে পা সোজা রেখে লাফাতে হবে, ঠিক একটা রবারের বলের মতন। এটা বেশ ভাল করে অভ্যাস কর। এটা একা নিজে মনে মনে এক দুই তিন গুণেও তালে তালে লাফ দিয়ে করতে পার—এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। তোমার তাল কাটছে কিনা, নিজেই বুঝতে পারবে, এইটে হচ্ছে সব চেয়ে মজার কথা।

৪। এবার দুহাতে দড়ি নিয়ে স্কিপ করতে চেষ্টা করো। সাবধান, হাতের কুনুই কিন্তু নড়বে না দড়ি ঘোরাবার সময়—কুনুই থেকে কাঁধ পর্য্যন্ত হাতের অংশটুকু সোজা রাখতে চেষ্টা কোরো—তাবলে তোমার আড়ষ্ঠ হয়ে করতে হবে না। আগে যেগুলি বলা হয়েছ, সেগুলি যদি অভ্যাস থাকে, তাহলে সত্যি সত্যি স্কিপ করতে খুব কষ্ট হবে না। বেশী বড় দড়ি নিও না, তাহলে পায়ে জড়িয়ে পড়ে যাবার ভয় আছে।

[চার নম্বরটা করবার আগে, দু'জন ছেলেকে দড়ি ঘোরাতে ব'লে, দড়ির সঙ্গে সঙ্গে লাফালে জিনিসটা আরও সহজ হয়।]

প্রথমেই তোমার ভাল হবে না, দু'চারবার হলেই আটকে যাবে, কিন্তু অভ্যাস করলে একমাসের মধ্যে তুমি একশো দু'শোবার চাই কি তার চেয়ে বেশীবারও স্কিপ করতে পারবে। অন্যদের হাসি দেখে ভড়কে যেওনা, তাদেরও একদিন তোমার মত অবস্থা হয়েছিল, হয়তো তোমার চেয়ে আরও মন্দ।

সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে, সুর জ্ঞান না থাকলে দড়িটা ঠিক পায়ের সামনে আসবার আগেই অনেকে লাফ দেয়, কাজেই আটকে গিয়ে আছাড় খায়। গোড়া থেকে অধৈর্য্য না হয়ে পরলে আছাড়ও খেতে হয় না, শেখাও যায় ভাল রকমে। একবার ভাল করে শিখলে তুমি ইচ্ছামত চেষ্টা করলেই পিছন দিয়ে স্কিপ, আর একজনকে স্কিপ, "cross arm skip" সবই করতে পারবে।

Notes & News

Cubmasters' Camp at Chapra (Nadia).

A Cubmasters' Training Camp was held at Chapra (Bangaljhi, Nadia) from the 9th to 12th October 1933. The C. M. S. Mission runs a training school for Village Teachers there. Altogether 25 of them took the training. Messrs Kali Ghose and Benoy Ghose from the Provincial Headquarters were pleased to conduct the Course with the help of Rev. Mr. F. Ryrie and Rev. Mr. G. F. Cranswick the Group Scoutmaster of the Chapra C. M. S. School Group.

Troop camps : The following troops held their camps during the holidays—

14th/III Calcutta Troop—at Madhupur,

9th/I Calcutta Group—at Madhupur,

Chapra C. M. S. School Group—at Plassey near Murshidabad. The Scouts paid a visit to Murshidabad one day and they were very cordially received by the Nijamat Rover crew there.

Hiking : The 1st/III Calcutta Rover crew went out on a hike following the road through Tollygunge on 8th October 1933. They had covered nearly 24 miles and some splendid outdoor works were done. They had a visit to the cinema studios at Tollygunge.

The 10th/II Calcutta Group went out on a hike to Chandanagore on 29th September 1933.

All-India Ambulance Competition :

The All-India competition in First Aid under the auspices of the St. John Ambulance Association will be held on the 15th, 16th and 17th of January 1934. This time Calcutta is fixed to be the venue for the competition There is a shield for the Scouts and any troop desiring to compete for it may communicate with the Hony. Secretary, St. John Ambulance Association, possess 5, Govt. Place (Nr.) Calcutta. Scouts who enter for this competition will have to possess St. Johns Junnior certificates. Special arrangements will be made for the visiting scouts for their stay at Calcutta and other facilities will also be offered to them.

Annual Display of the 10th II Calcutta Group :

The Annual Display of the Group was held on the 17th of September 1933. Rai Bahadur Kasiswar Chakraborty presided over the function. Several scout stunts including Bridge-building and other physical jerks accompained by music were performed. The Bugle band of the Second Calcutta Association was in in attendance.

We are glad to note that the 10th/II Calcutta Rover crew, the 2nd/II troop and the 27th/II troop did splendid service during the Durga Poojah held at Baghbazar. Acharya P. C. Roy was very pleased to see the scouts doing such useful work for the public.

KELVIN HALL DISPLAY

It is very pleasing to note that our Ex-Dist. Commissioner of the First Calcutta Local Association, Mr. A. Robertson who is at present staying at Glasgow in Scotland has joined the Scout Association there as one of their Commissioners. We know how keenly interested was he in Scouting here at Calcutta. He was one of our oldest Scouters and even now while staying thousand miles away he still remembers his Scout friends here.

The Glasgow Scout Council have organised a Display which will be held in 1934 and Mr. Robertson has sent to the Headquarters phamplets for this Kelvin Hall Display, for so it is described, for our information. There will be an exhibition of handicrafts and it will really be a very good thing, as Mr. Robertson suggests, if we could have for this Display, work of any kind made by Indian boys sent out to them. The Glasgow Association is prepared to pay for the expenses. In connection with the Display there will also be a World Friendship stall and Scouters and Scouts who are likely to be in Scotland may come in touch with the Association there.

The Boy Scouts Association.

(India and Burma Branch.)

General Headquarters Notice.

No. 95.

Dated New Delhi, September 28, 1933.

446. *The Camp Chief's visit to India.*—The Camp Chief's Tour programme in India will be as under :—

Tour Programme for Mr. J. S. Willson, Camp Chief.

10th November	Arrive Bombay.	21.40.
11th to 16th	Halt.	
17th November	Leave Bombay Central.	21.40.
18th November.	Arrive Delhi.	21.18.
19th to 22nd.	Halt. (Inspect Delhi Association from 20th to 22nd).	
23rd November.	Leave Delhi.	18.05.
24th November.	Arrive Nagpur.	19.15.
26th Nov. to 17th December.	Halt. The Three Training Camps.	
19th December.	Leave Nagpur.	20.05
21st December.	Arrive Mysore. (Bangalore).	
22nd to 25th.	Halt Mysore—Bangalore.	

26th December.	Leave Bangalore.	7.40.
	Arrive Madras.	14.10.
27th Dec. to 1st Jan.	Halt.	
2nd January.	Leave Madras.	20.00.
4th January.	Arrive Calcutta.	10.15.
5th to 8th.	Halt.	
9th January.	Leave Calcutta.	13.06.
10th January.	Arrive Assam (at Amingaon)	5.45.
11th to 16th.	Halt.	
17th January.	Leave Assam (from Amingaon).	20.01.
19th January.	Arrive Patna.	455.
20th to 24th.	Halt.	
25th January.	Leave Patna.	5.01.
	Arrived Allahabad.	11.00.
26th to 31st.	Halt.	
1st February.	Leave Allahabod.	11.16.
2nd February.	Arrive Lahore.	7.55.
3rd to 8th.	Halt.	
9th February.	Leave Lahore.	2.10
	Arrive Peshawar, N. W. F. P.	20.55.
10th to 14th.	Halt.	
15th February.	Leave Peshawar.	22.25.
16th February.	Arrive Delhi.	4.40.

Provinces, which have not already drawn up a programme for the Camp Chief, are requested to do so at an early date and to send a copy to general Headquarters, so as to reach Delhi before the 20th October, 1933.

The Camp Chief will conduct three Training Camps for Scouters in India, one for those engaged in Cub work, one for those engaged in Scout work and one for those doing Rover work. These will be open only to those actively connected with a Group or with a section of a Group and to those engaged in organising work. No part-timers will be allowed.

The Camps will be held in the Central Provinces, either at Panchmari or at Nagpur, between the 26th November and the 17th December 1933.

The Cub course will be from the 16th November to 2nd December.

The Scout course will be from the 2nd December to 13th December.

The Rover course will be from the 13th December to 17th December.

The following articles of equipment are compulsory :—Correct Scout kit, at least two sets (including the Scout staff) ; change of ordinary clothing ; bedding (blankets essential) ; toilet requisites ; plate and mug ; hurricane lantern and the following Scout books :—

For those attending the Cub Course :—

The Wolf Cub's Handbook.
The Policy, Organisation and Rules.
A Book of Cub Games.

For those attending the Scout course :—

Scouting for Boys in India.
Policy, Organisation and Rules.
A Book of Scout Games.
The Patrol System.

For those attending the Rover course :—

Scouting for Boys in India.
Rovering to Success
Policy, Organisation and Rules.

Note books and pencils will be provided free of charge.

Cub Course, Rs. 10-0-0.
Scout Course, Rs. 17-8-0.
Rover Course, Rs. 8-0-0.

Half the camp fee should be remitted along with the application form. This amount will not be returned, if the applicant, after admission, does not attend the course.

Applications should be forwarded through the Provincial or State Commissioner, stating full name, age, educational qualifications, profession, Scout experience and service in the Movement, together with half the camp fee, and should reach the General Headquarters, New Delhi, not later than the 31st October, 1933.

E. C. MIEVILLE,
Secretary to the Chief Scout for India.

Scouting and Imagination.

Methods of education do not always play their fitting part when dealing with the imagination. There are some who mistrust and taboo it just as others taboo and disparage the memory. On the contrary, one of the virtues of Scouting is that it has realised how very much the teacher can get from the imagination, so very alert among many children, and what benefit can accrue by developing and encouraging it particularly among those who are least endowed.

There are, however, two stages, two halting places, determined by the age of the children, and these must be very clearly distinguished.

The junior branch of Scouting known "Wolf Cubs" consists of young Scouts from eight to eleven years old. A widespread error among teachers consists in setting sufficient value oniy on the reasoning ability, even among children of that age, and ignoring in its favour all other gifts.

One cannot get a child with no outlook on life to reason, and so one must even at this stage begin to supply nourishment to his reasoning powers by "cramming" the brain, as it is said. In order to do that, if one wishes carefully to follow the dictates of nature, appeal must first be made to his gifts of observation, secondly to his memory, and thirdly to his imagination. These facts are completely understood by Scoutmasters, and right at the beginning by their Chief, Lord Baden Powell, the founder and Chief of the Movement.

Then, again, the Wolf Cubs are encouraged to think that they really are little wolves, living in the jungle like those portrayed by Rudyard Kipling, and living there with the same happy, adventurous and innocent life. Around them are the other inhabitants of the jungle Baloo the bear, Kaa the snake, Bagheera the panther guardians of the law, and seeking after the general well-being in all its different aspects ; Shere Khan the tiger, Tabique the jackal, without forgetting the Banderlogs who personify all the various aspects of evil. The chief of the Wolf Cubs is a "Mother Wolf," who tells them endless tales from history, makes them join in games full of spirit and imagination, always inspired by the spirit of the jungle, and by means of these game and historical tales helps on their practical, true and rational education.

The law of the Wolf Cubs consists of two conditions : (1) A Cub gives in to the old wolves. (2) A Cub never gives in to himself.

Besides this, each Pack creates for itself a badge, a shout, a peculiar cry which more or less gives expression to its temperament and its hopes. The Pack forms a group round a "to tem-pole" a symbol of its unity and universal honour.

In brief, the Cub finds himself deep in the throes of what appears to be imagination, but actually he is surrounded by moral and human realities.

Under the pretence of the animal he represents and whose influence permeates his whole being, he learns unity of purpose, devotion, brotherly feeling, obedience, a general explanation of all things.

All these harmonise very well. The mind of the child is so led on that he is at the same time a wolf and a man, himself and some one else, and that the two are only one. Furthermore, has not the imagination of man often made for itself similar pleasing resemblances ? Is it not by this way when looked at in this light that the fables and the theatre originated ?

The child has, moreover, an unconquerable antipathy to going out into real society, where he feels himself badly out of place, and if one does not find it for him, thinks for himself of an imaginary country into which he thinks he can escape, for the want of something better to do. One calls to remembrance Meipe, a country of whose existence there was no doubt in the mind of Andre Maurois. This is not an exceptional case. I have known of a little girl who had invented a similar country where she used to go each day and to which she even once took her father, and which she called "Alfagate." She used to speak of it without detracting from its loveliness and all that took place there.

It is this need of escape which corresponds to the life of the Cub in the jungle. But it is (as in the case of Alfagate and Meipe) an artificial escape, the child knowing quite well how to keep a hold on the reins which harness him to reality even in those moments when he may seem to be more or less detached from it. It is this mental tendency so curious but het so natural (so easy to excite in every case when it does not arise sponteneously) that the Scoutmaster has used so very much to his advantage.

When the Cub grows up he is transferred from the "Pack" to the "Troop" where he will remain from twelve to sixteen years of age, the call to imagination still persisting, but it no longer presents itself to him in such a childish manner. The boy of this age is not quite so easy to convince. He is in the same predicament as the little girl when she commences to neglect her doll, but the faculty of living in day dreams, the thirst for the mythical, and the need of escape from everyday happenings have not altogether left him. Far from it. These desires become more cultured, they mature from day to day and often become more conscious. Two principal rudiments enter into his game.

First, the Scout is invited to think of himself as the far distant descendant of the knights of yore. The idea of chivalry, very little changed, scarcely modernised, grows on him. The "Legend of the Ages" should be his beside book, and God knows what pasturage Eviradnus or the little King of Gallicia offers to the imagination of the growing youth that the present emptiness of the age or the anima have not blunted.

The Second item of the "Scout Law" says very distinctly the Scout is loyal and chivalrous : other parts breathe the same spirit, particularly that which recommends that at least one good turn should be done each day.

I do not deny that it requires a considerable effort of imagination to find an opportunity each day or even a motive for this good turn : still it is necessary to

be ready for any such eventuality, and to change it until it becomes second nature to interpret fully a great may of the facts of our daily life which are passed over by the majority of children, and even grown-ups, or remain, if one may say so, void of any real meaning. But, above all, the young Scout without in any way losing touch with the world of reality, lives with enthusiasm and with faith, as if he were the representative of an ancient ideal which has fallen into disuse, and which he resuscitates and brings to life. This semimaginary personality puts himself in his own mind on a higher plane.

In the games programme, on the other hand, in outings, in camp in all that outside activity where he employs so valuably and to the full limit of his power all those forces of youth, the Scout, by another stetch of imaginatian, lives an adventurous existence and becomes, as it were, the very pioneer and explorer himself. The country where he is fighting is no longer Meipe or Alfagate : It is some unexplored land which had no need to be definite, where, organised in the woods, the common, etc., the games are full of imagination. The Troop can be divided into two different sections : for example, one section represents savages, and with them it is a question of discovering the den or upsetting plans others are those who set out to clear a piece of untilled land and who advance among the snares and obstacles with the prudence and craftiness of Apaches. In this game, as in all similar ones, it is the "Chief" who first agrees to the scheme of the game and who controls its performance : there is no limit to his methods. It can be seen with what eagerness young people and even their elders grasp this opportunity of using their imagination, which is just what they want, and with what enthusiasm and how seriously each one plays the part which has been given to him. It is Mayne Reid in motion, but a Mayne Reid resuscitated by the noble deeds of Sherlock Holmes, and how many of those teaching games, games of exploration methodically under-taken can be of educational value, can be quickly discovered by seeing how much one is helped by them. They develop, above all, the capability for observation, the spirit of discipline and initiative and the sense of individuality. Try to obtain the same results without associating the means of doing so with Scouting ideas. I mean without transforming the game into this kind of romance in which the child imagines himself to be playing a part so naturally becomes willing dupe, you will see what a fiasco will arise. You will perhaps get some fun out of it, but you will not be working for the real refinement of the boy's true personality.

After all, Scout education takes very judicious notice of all the natural impulses, all the spontaneous inclinations of the child. Among the very first of these inclinations is the one to change the actual and to enrich and enliven it with everything that imagination ean add to it by whatever is pleasing and exciting. The child is always more or less a dreamer. That is, when he gets his notions of an ideal at any rate, during tbe first period of his moral development. It is not a question of suppressing or disproving of this desire so lively,

so fertile : it is not a question of condemning it in the name of I know what philosophic and pedantic "reasoning."

It is necessary, on the other hand, however, to exploit it in directing it and drawing from it all that is possible as rsgards usefulness and training.

This is what Scouting does in continuing to give to the Cub a kind of enchantment according to his ability and taste to benefit by it : to the Scout, older and not so ingenuous, but none the less smitter with the gifts of imagination, a kind of tale of adventure when his very best instincts shine forth from a background of imagination.

From it the appreciation of the real loses nothing, the gain from it is much.

Rene Waltz.

JAMBOREE.

The Boy Scouts Association Victorian Branch
Melbouurne Centenary Jamboree
Melbourne. Victoria. Australia.

The Chief Commissioner,
The Boy Scouts Association,
Calcutta, India.

30th August, 1933.

Dear Sir,

Towards the end of the year 1934 the State of Victoria, Australia, and its Capital City, Melbourne, will be celebrating its 100th Anniversary of its founding and settlement. To Mark the occasion, it is intended to hold many joyous celebrations extending over many months and representing all phases of our National Life.

For our part, as Boy Scouts, we have proposed to hold a great Jamboree for all Nations who can find it convenient to take part. This suggestion has received the unanimous approval of the International Conference held at Godollo, Hungary, 1933.

The Chief Scout of the World, Lord Baden-Powell of Gilwell has intimated his intention to attend if at all possible. We are hoping to have at least 15,000 Scouts at the Jamboree.

The dates of the Great Camp have been fixed tentatively as December 28th, 1934 to January 7th, 1935. This camp will probably be concluded with a hike for two days through the beautiful Dandenong Ranges, finishing at the Scout Camping Grounds at Gilwell park, Gembrook. Provision will be made for Visiting scouts to inspect leading manufactures of Melbourne, Sight seeing after the Jamboree will also be arranged.

We extend a hearty invitation to your Association to send a contingent of your Scouts to participate with us on this joyous occasion.

Yours fraternally,
Sd/-illegible.
Chief Commissioner

দশম বর্ষ]　　অগ্রহায়ণ—১৩৪০　　[৬ষ্ঠ সংখ্যা

স্কাউট জীবন

দিনের শেষে চিন্তা এসে কহিল আমার কানে,
স্কাউট জীবন কিসের এবং কী-ই বা তাহার মানে।
শান্তি সেনা জীব জগতের তরুণ স্কাউটগণ,
বিশ্ব হিতে করছে সদা আপন জীবন পন।
জগৎ এবার তাদের কথা শুনিবে পেতে কান,
বিশ্বাসেরই আধার তারা রাখবে তাদের মান।
রাজা এবং রাজার রাজা প্রভু ভৃত্য সনে,
প্রাণ বিনিময় করছে তারা শ্রদ্ধা পূত মনে।
অসহায়ের সহায় তারা, বন্ধু তারা জানি,
দুর্ব্বলেরে দেয় বাড়ায়ে সবল হস্ত খানি।
দূরকে তারা নিকট করে, পরকে করে ভাই,
কাফ্রী-স্কচে ভারত চীনে প্রভেদ তাদের নাই।
ভাষা বিহীন পশু পাখী করছে সদা আশা,
তারাই দেবে তাদের ওগো একটু ভালবাসা।
পিতা মাতার আজ্ঞাবহ সঞ্চয়ী ও ধীর,
হাস্য মাখা মুখ খানি তার দুঃখে সুখে স্থির।

কর্ম্মে কথায় চিন্তাতে তার সরল সাদা প্রাণ,
তারাই গাহে জগৎ জুড়ে ঘুম ভাঙানো গান।
পুষ্প কোমল শয্যা নহে খোলা মাঠের মাটি,
জীবন তাদের মুক্ত করে করছে সোনা খাঁটি।
লাঠি ভাঁজা, নট বাঁধা আর খেলার মাঠের ড্রিল,
এসব সনে মনের সদা রাখতে হবে মিল।
এই যে বাঁধন এই পতাকা ওজন এদের ভারী,
স্কাউট মোরা জীবন দিয়ে বইতে যেন পারি॥

শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়, বি, এ, বি, টি,
ট্রেনিং ক্যাম্প,
ঢাকুরিয়া।

পুরীর পথে

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই স্থানের মাটি সম্পূর্ণ প্রস্তর নয়। মাটি খুঁড়িলেই পাথর বাহির হয়। উহা তখন বাটালি ও হাতুড়ীর দ্বারা চৌকোণ করিয়া বড় বড় ইটের মত কাটিয়া লইয়া, তাহার

দ্বারা দালান অথবা দেওয়াল তৈয়ারী করা হয়। কিন্তু এই পাথর দেখিলে বোধ হয়, ইহা পাথর নয়, লাল মাটির ড্যালা। যাহা হউক, ইহা অত্যন্ত ভারী; একখানা পাথরের ইট এত ভারী যে ৪ জন লোক দড়াদড়ি দিয়া ঝুলাইয়া ২টা বাঁশের সাহায্যে কার্য্যস্থলে উহা লইয়া যায়। এই পাথর একখানার উপর আর একখানা সাজাইয়াই এখানকার অধিকাংশ বাগান বা মাঠের দেওয়াল তৈয়ারী করা হয়। চুণ সুর্‌কী দ্বারা তাহাদিগকে আঁটিবার প্রয়োজন হয় না। এই সকল ইট সস্তা বলিয়া এখানকার অধিকাংশ বাসাই দালান এবং রাস্তা সবগুলিই পাকা—লাল ইটের টুকরা দিয়া তৈয়ারী। দেখিলাম রাস্তা পাকা করিবার জন্য আমাদের দেশের মত এখানে কোন কষ্ট করিতে হয় না, কিছু মাটির অর্থাৎ পাথরের ড্যালা কাটিয়া আনিয়া ফেলিয়া দুরমুস করিয়া দিলেই হইল এবং এইজন্য রাস্তায় এত লাল ধূলি হয় যে অল্প একটু বেড়াইলেই কাপড়ে বেশ লাল পাড়ের সৃষ্টি হয় এবং চটি পায়ে অথবা খালি পায়ে বাহির হইলে পায়ের পার্শ্ব ও তলদেশ রঞ্জিত হইয়া উঠে। এখানে ধোপা যদি ৩৪ দিন পর পর কাপড় ধুইয়া না দিত, তাহা হইলে সকলকেই হয় ত রঙ্গীন কাপড় পরিয়া থাকিতে হইত। ধোপাকে ধন্যবাদ।

ডাল চাউল এখানে পাওয়া মুস্কিল—প্রায় সব চাউলই কঙ্করে পূর্ণ। তবে খাঁটি গব্য ঘৃত, বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল, তাল মিছরি, সুজি, ময়দা প্রভৃতি প্রচুর সস্তাদরে পাওয়া যায়। মিঠাইয়ের মধ্যে পানতোয়া ভাল হয়; বাতাসা বা আমাদের দেশী মিছরি পাওয়া যায় না। তরিতরকারী অত্যন্ত মহার্ঘ। খাঁটি দুধ পাওয়া দুষ্কর। মাছ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়—তাহাও মহার্ঘ এবং একরকম কাড়াকাড়ি করিয়াই লইতে হয়। তবে ডিম ও মাংস খুবই পাওয়া যায়।

অধিবাসীরা সাধারণতঃ খুব দরিদ্র এবং সেই জন্য ভিখারীর সংখ্যা অধিক। দুইটী পয়সা দিলেই একজন একটা মোট্ লইয়া এক মাইল যাইতে রাজি হয়। কুলী মজুরের সংখ্যাও অনেক। আবার অন্যান্য তীর্থস্থানের মত ঠকের সংখ্যাও কম নয়।

যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই কেবল পুরাতন মন্দির। কোনটী, এখনও বিগ্রহে পূর্ণ, আবার কোন কোনটী কুগ্রহে পতিত হইবার জন্য শূন্য। বিন্দু সরোবরের পাড় দিয়া একটু গেলেই দক্ষিণে একটী গলি পাওয়া যায়—নাম, কোটি তীর্থ রোড্। এই রাস্তায় কিছুদূর গেলেই দেখা যায়, পূর্ব্ববর্ণিত ঝরণার জলপ্রবাহের একটি শাখা বিস্তৃত হইয়া অতি বেগে আর একটা পুলের নীচ দিয়া কতকগুলি শস্যক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ধোপারা এই স্থানে কাপড় কাচিয়া থাকে। আর একটু গেলেই একটী মন্দির ও তৎসংলগ্ন একটা কুণ্ড বা পুষ্করিণী। কথিত আছে, এই তীর্থে স্নান করিলে কোটি তীর্থে স্নানের ফল পাওয়া যাইত। সেই জন্যই এই রাস্তার নাম কোটি তীর্থ রোড। কিন্তু এখন এই রাস্তার উভয় পার্শ্বের মাঠে সাধারণ লোকে মলত্যাগের এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে যে, "কোটি তীর্থ" অবশেষে "কৌটি তীর্থ?" অর্থাৎ "কোথায় তীর্থ?" হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে একটা ক্ষীণ জলস্রোত—সাধারণতঃ লাফ দিয়া পার হইতে হয়। তবে সময় সময় উহা শুকাইয়া যায়, আবার সময় সময় একটু অধিক বিস্তৃত হয়, তখন আর লাফ দিয়া পার হওয়া যায় না। পূর্ব্ববর্ণিত ঝরণাস্রোতের ইহাই অপর শাখা—তিন চারিখানি শস্যক্ষেত্রকে উর্ব্বরা করিয়া অবশেষে মাঠে যাইয়া পড়িতেছে। কৃষকগণ আবশ্যকমত এই স্রোতের মুখে বাঁধ দিয়া ক্ষেত্র শুষ্ক করে, আবার আবশ্যকমত বাঁধ কাটিয়া দিয়া, প্রথম শাখাটীতে বাঁধ দিয়া, ক্ষেত্রে অধিক জল গ্রহণ করে।

এই রাস্তার শেষে গৌরীকুণ্ড বা কেদারকুণ্ড। এই কুণ্ডটীই ভুবনেশ্বরের প্রাণ। সারি সারি ৪টা বাঁধান জলাশয় নলদ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। প্রথম কুণ্ডটাকে 'দুধ-কুণ্ড' বলে। এইস্থানে অনবরত নীচে হইতে ঝরণার জল উঠিতেছে। এই জল ডিস্‌পেপ-সিয়ার পক্ষে খুব উপকারী। উক্ত রোগের অনেক কঠিন রোগীকেও আমাদের সম্মুখে কেবল এই জলপান করিয়াই সারিয়া যাইতে দেখিলাম। আমার স্ত্রীও ঐ রোগের কবলে পড়িয়াছিলেন কিন্তু এখন বেশ সুস্থ হইয়া আসিয়াছেন। এখানে কাহাকেও নামিতে বা মাটীর কলস নামাইতে দেয় না বালতীর দ্বারা জল তুলিয়া লইয়া কলস পূর্ণ করিতে হয়। ভুবনেশ্বরের প্রায় সকলেই এই জলপান করে। এই জল একটা নল দ্বারা কেদারেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে বহু নিম্নে অবস্থিত "কেদারেশ্বরের" শিবলিঙ্গের সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়া অন্যদিকে বাহির হইয়া গিয়া, দ্বিতীয় চৌবাচ্চায়, এবং তথা হইতে অন্য একটী নল দ্বারা তৃতীয় চৌবাচ্চায় পড়িতেছে। এই চৌবাচ্চাটাই বৃহৎ। এখানে সকলে স্নান করে। জল অতি স্নিগ্ধ ও ঈষৎ ঘোলা। তথা হইতে আর একটী নল দ্বারা উহা চতুর্থ ক্ষুদ্র জলাশয়ে প্রবেশ করে। এটা গায়ে অথবা কাপড়ে সাবান দিবার স্থান। কিন্তু এই জলাশয়টী অত্যন্ত অপরিষ্কার থাকার জন্য অধিকাংশ লোক কাপড় কাচিতে হইলে বা গায়ে সাবান দিতে হইলে কোটিতীর্থের জলাশয়ই ব্যবহার করে। এই চতুর্থ জলাশয় হইতে

জল মাঝে মাঝে নলদ্বারা মাঠে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। দেখিলাম এই জলপ্রবাহের বিরাম না থাকার জন্য এখানে কৃষিকার্য্যের বেশ সুবিধা।

আমাদের বাসার নিকটেই একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। কিন্তু অধিকাংশ লোক ষ্টেসনে যাইবার রাস্তায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্থাপিত দাতব্য ঔষধালয় হইতেই ঔষধ লইয়া থাকে। কারণ, এই মঠের সাধু বা "মহারাজ"দিগকে এখানকার লোকেরা অত্যন্ত সম্মান করে ও ভক্তি করে। একজন মহারাজের নিকট হইতেই আমি শুনিয়াছি, ইহার কারণ, তাঁহারা আপদে বিপদে তাহাদিকে ঔষধ, পথ্য, অর্থ ইত্যাদির দ্বারা সাহায্য করেন বলিয়া তাহারা মনে করে তাঁহারা খুব বড় লোক। এই বিশাল মঠের বাহিরে একটি ছোট দালান, তাহাই ঔষধালয়। দুইজন মহারাজ হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক ঔষধের ব্যবস্থা করেন। ভিতরে একটি দুইতলা ও দুইটী একতলা অট্টালিকা। দ্বিতল অট্টালিকাটীর দ্বিতলে ২টী মাত্র প্রকোষ্ঠ। এ বাটীতে পরমহংসদেব ও মার ফটো আসনের উপর স্থাপিত, অপরটী তাঁহাদের শয়ন কক্ষ—দুইখানি খাট পাতা ও তাহাতে শয্যা বিস্তৃত। ইহার সম্মুখে বেশ বড় খোলা ছাদ। অমাবস্যা পূর্ণিমা, শনি ও মঙ্গলবারে এখানে ৺কালী কীর্ত্তন হয়। ইহার একতলে একটী হল ঘর ও ৪টী কুঠুরি। হল ঘরে বিস্তৃত 'ফরাশ' ও তাহার একপার্শ্বে তানপুরা, পাখোয়াজ, তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র। ৺কালী কীর্ত্তনের দিন এখানে কালীমূর্ত্তি সজ্জিত করিয়া রাখা হয়। ইহার এক পার্শ্বে একটী কক্ষে এক মহাপ্রভুর ফটো সজ্জিত। অপর তিনটী কক্ষ মহারাজদের বাসগৃহ। ইহার সংলগ্ন যে ২টী একতল অট্টালিকার কথা উল্লেখ করিলাম তাহার একটী ভাণ্ডার, বস্তা বস্তা চাউল ময়দা ইত্যাদিতে পূর্ণ, দ্বিতীয়টী মহারাজদিগের বাসগৃহ। ইহার বারান্দায় বেশ একটা বড় টেবিল ও তাহার চারিদিকে কয়েক খানা চেয়ার আছে এখানে মহারাজগণ চা পান করেন। তাঁহারা মোট ৬জন এখানে আছেন।

দ্বিতলের সম্মুখে প্রশস্ত উদ্যান নানাবিধ সুদৃশ্য পুষ্প ও বেগুন, কফি ইত্যাদিতে সুসজ্জিত। কয়েকজন মহারাজকে এই বাগানটীর বিশেষ যত্ন লইতে দেখিলাম। নিকটেই একটী বৃহৎ ইন্দারা আছে এবং তাহা হইতে পাম্প করিয়া উর্দ্ধে একটা জলাধারে জল উঠাইয়া, তথা হইতে পাইপ যোগে উদ্যান ও মঠের সর্ব্বত্র জল সরবরাহ করা হয়। এই ইন্দারার জলও অম্লের পক্ষে খুব উপকারী।

ভুবনেশ্বরী জীবনের একটানা ভাব ৪ দিন ভগ্ন করিয়া ছিলাম। একদিন ভুবনেশ্বর হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে 'কপিলেশ্বর' নামক স্থানের কপিলেশ্বরের মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। এখানে নাকি কপিল মুনি সাধনা করিয়াছিলেন। স্থানটী বেশ নির্জ্জন, মন্দিরটীও বেশ বড়। এখন ঐ মন্দিরে একটী শিবলিঙ্গ আছে এবং উহার পার্শ্বেই আর একটী মন্দিরে কালীমূর্ত্তি। তাহার পার্শ্বে আরও কতকগুলি মন্দিরে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি। ইহার সংলগ্ন পুষ্করিণীটীও বৃহৎ।

দ্বিতীয় দিন খণ্ডগিরি পাহাড়ে গিয়াছিলাম—প্রায় ৩ ক্রোশ গরুর গাড়ীতে—রাস্তার উভয় পার্শ্বে ২টী পাহাড়। রাস্তাটী একটী পাহাড়কে খণ্ডিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে। সেই জন্য দক্ষিণের অংশের নাম খণ্ডগিরি ও উত্তরের অংশের নাম উদয় গিরি। দ্বিতীয়টীর এরূপ নাম দিবার কারণ শুনিলাম এই পাহাড়ের উপর হইতে সূর্য্যোদয় বেশ সুন্দর দেখা যায়। উদয়গিরিতে অনেকগুলি ছোটবড় গুহা আছে, মুনি ঋষিরা পূর্ব্বে এখানে থাকিতেন। রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড়ের উপর উঠিয়া গিয়াছে—কোথাও জঙ্গলের পার্শ্ব দিয়া কোথাও গুহার মাথার উপর দিয়া। এই পাহাড়ে বেড়াইয়া বেশ আনন্দ পাইলাম। বালক বালিকার দল শিলা হইতে শিলান্তরে লম্ফঝম্ফ প্রদান করিয়া ছুটাছুটি করিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। সেখান হইতে নামিয়া খণ্ডগিরিতে উঠিলাম। এই পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্থানে বেশ একটী সুন্দর মন্দির। তাহার মধ্যে পরেশনাথের বিগ্রহ। মন্দিরের বাহিরে বাঁধান বেশ প্রশস্ত আঙ্গিনা—রেলিং দিয়া ঘেরা। কারণ সে স্থান হইতে কেহ পড়িয়া গেলে তাহাকে একেবারে চুরমার হইতে হইবে। আঙ্গিনার প্রবেশ পথে লেখা আছে, "এখানে জুতা খুলিয়া রাখুন।" বন্দোবস্ত বেশ ভাল দেখিলাম। তাহার নীচে কতকগুলি গুহা বিবিধ বিগ্রহে পূর্ণ। এই সকল স্থানে পয়সা দিয়া প্রণাম করিবার জন্য পাণ্ডারা জিদ করিতে লাগিল। তাহার পার্শ্বেই কয়েকটী জঙ্গল। একটা বাঘের গর্জনও সেখান হইতে শুনিতে পাইলাম। পাণ্ডা বলিল, একটা বাঘ আছে, মাঝে মাঝে আসে। তবে খুব বড় বড় সাপ এই পাহাড়ে অনেক আছে। পরে একদিন কতকগুলি লোক একটা সাপ মারিয়া দেখাইতে লইয়া আসিয়াছিল। অত বড় লম্বা ও মোটা সাপ আমি আর কোথাও দেখি নাই।

তৃতীয় দিন Sanitarium এর সম্মুখস্থ Nuxvomica বেষ্টিত রাস্তায় অনেকদূর গিয়াছিলাম। রাস্তার একদিকে একটী বড় বিষ্ণুমন্দির দেখিলাম, কিন্তু তাহা সাধারণ। তাহার নিকট অপরদিকে আর একটা দ্বিতল মন্দির। ইহাতে একটী শিবলিঙ্গ আছে। নাম মেঘেশ্বর। প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট শুনিলাম এই শিবলিঙ্গটী প্রথমে খুব ছোট ছিল। তখন মন্দিরও একতলা ছিল এবং তাহার দ্বারও একতলাতেই ছিল। ক্রমে এই শিবলিঙ্গের মস্তক ক্রমশই উচ্চ হইতে এত উপরে উঠিয়াছে যে মন্দিরটীকে দ্বিতল করিতে হইয়াছে। এবং এখন উহার প্রবেশ পথ দ্বিতলে করা হইয়াছে। এখনও উহা প্রতি বৎসরই বর্দ্ধিত হইতেছে। আমার দ্বিতলেই বারান্দা হইতে ঐ শিবলিঙ্গের দর্শন লাভ করিলাম। মনে পড়িল কাশীর তিলভাণ্ডেশ্বরের কথা সেখানেও শিবলিঙ্গ এইরূপই বর্দ্ধিত হইতেছে।

ষ্টেশন হইতে তরঙ্গায়িত মাঠের মধ্যে কিয়দ্দুর গেলে একস্থানে মাটির নীচে ছয়টী পাহাড়ের গুহা দেখিলাম। শুনিলাম, পঞ্চপাণ্ডব এই স্থানে আসিয়া কিছুদিন অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। ইহার নাম পাণ্ডব গুহা। গুহা গুলি বেশ প্রশস্ত। আরও দুইটী গুহা নিকটেই দেখিলাম। শুনিলাম, উহা তাঁহাদের ভাণ্ডার ছিল।

চতুর্থদিন গরুর গাড়ীতে পুরীরোড দিয়া উল্লিখিত ধবলগিরি দেখিতে গিয়াছিলাম। পথের উপর হইতে যখন দেখিলাম, তখন মনে হইল, পাঁচ মিনিটেই উহার নিকট পৌঁছিতে পারিব। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখিলাম প্রায় ৩ ঘণ্টা লাগিল। তখন মনে হইল শ্রীযুক্ত সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত "পালামৌ" নামক প্রবন্ধের কথা। এই পাহাড়ের উপর উঠিলে মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। ইহার বর্ণনা অসম্ভব। অর্দ্ধ-ধূসর অর্দ্ধ-কৃষ্ণ বৃহৎ শিলারাশির উপর দিয়া কোথাও হামাগুড়ি দিয়া, কোথাও হাত ধরাধরি করিয়া, কোথাও লম্ফ ঝম্ফ দিয়া উঠিতে এবং পাহাড়ের ঢালু গা বাহিয়া ধীরে ধীরে কাঁটাগাছ হইতে শরীর বাঁচাইয়া নামিয়া যাইতে যে কত আনন্দ পাইলাম তাহা বর্ণনাতীত। পাহাড়ের শীর্ষ হইতে পাদদেশে আমাদের গাড়ীখানা কত ছোট দেখাইতে লাগিল। নিম্ন হইতে গাড়োয়ান চীৎকার করিয়া যে কথা কহিতে লাগিল, তাহা কেমন পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল!—কিন্তু কিছুই বুঝা গেল না। তাহার পার্শ্ব দিয়া যে অনতি বৃহৎ স্রোতস্বিনী প্রবাহিত, তাহাকে কেমন সামান্য জলরেখা বলিয়া মনে হইতে লাগিল ও তাহার তীরের শস্যক্ষেত্র ঠিক মখমল বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। ইহার একটী অংশকে 'হাতী পাহাড়' বলে, কারণ তাহা এরূপ আকারের যে, মনে হয় যেন একটী হাতী শুঁড় দোলাইয়া, মাথা উঁচু করিয়া, কাণ সোজা করিয়া, পিঠ নীচে করিয়া বসিয়া আছে। অবিকল হাতীর অনুকরণ। আমার ছেলেটী এই স্থানে গিয়াই হাতীর ঘাড়ের উপর উঠিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। ইহার নীচেই একটী বৃহৎ শিলায় পালি ভাষায় প্রায় ২০।২৫ লাইন কি যেন লেখা আছে—ঐ ভাষা না জানায় পড়িতে পারিলাম না। সরকার বাহাদুর এই শিলালিপি রক্ষা করিবার জন্য, উহার সম্মুখে ২টী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর একটী ছাদ বসাইয়া দিয়াছেন। ইহার পার্শ্বেই কতকগুলি বেতের ঝোপ। যখন এই পাহাড় হইতে নামিতেছিলাম, তখন একটা বাঘের মৃদু আওয়াজ শোনা গেল। আর কোথায় যায়! বীরদর্পে সকলে ছুটিয়া গাড়ীর দিকে পলায়ন করিলাম। এই পাহাড়ের উপরে একটী জরাজীর্ণ মন্দির আছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাদদেশেও গুহার মধ্যে কয়েকটী বিগ্রহ আছে। তবে পূজা বোধ হয় বৎসরে ২।১ দিন হইয়া থাকে। এই স্থানে কতকগুলি পাথর কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম—নানা বর্ণের ও দেখিতে অতি সুন্দর।

বলিতে ভুলিয়াগিয়াছি,—মাঝে একদিন কতকগুলি আবশ্যকীয় দ্রব্য কিনিবার জন্য নিকটস্থ সহর 'কটকে' গিয়াছিলাম। ষ্টেসনটী চমৎকার, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তথা হইতে সহর প্রায় ১।।০ মাইল। ঘোড়াগাড়ী, রিক্সা, মটর, ক্যাম্পু অর্থাৎ একটী বলদে টানা গাড়ী ইত্যাদি সমস্তই পাওয়া যায়। সহরে বিদ্যুত আলোকের বন্দোবস্ত আছে। তথাপি সহরটী সেরূপ চিত্তাকর্ষক নহে। দোকান পাট যাহা কিছু আছে, সবই সাধারণ রকমের। কেবল রৌপ্য ও স্বর্ণের অলঙ্কারের দোকান কয়েকটী বড়। প্রথমতঃ একটী দোকানে গিয়াছিলাম—তাহা বাহুতর জুতার দোকান। জুতা কিনিবার

পর, আরও কি কি কিনিতে হইবে, তাহার 'লিষ্ট' পড়িতে আরম্ভ করিয়া 'কাঁচের বাসন বলিতেই দোকানী ভিতর হইতে উহা বাহির করিয়া আনিল। তারপর সোয়েটারও সেখানেই পাওয়া গেল। অতঃপর ক্রমশঃ মোজা, মেথিলেটেড্ স্পিরিট, এমন কি লজেন্স্ ও এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ পর্য্যন্ত সেই জুতার দোকান হইতে বাহির হইয়া পড়িল। আমি ত অবাক। ছেলেবেলায় যে "বড্লিয়ান্ লাইব্রেরীর" গল্প শুনিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়িল। জিনিষ পত্র সমস্তই মহার্ঘ। তবে সমগ্র সহরের মধ্যে কটক কলেজটী দেখিয়া খুসী হইলাম। ইহা ষ্টেসনের অতি নিকটে, সুসজ্জিত ডাক বাংলা, ডাকঘর ইত্যাদির কাছেই অবস্থিত। ট্রেন হইতে ইহার লেবরেটারিগুলি ও সুবৃহৎ অট্টালিকা বড় সুন্দর দেখায়।

তর্কের মহিমা

——শ্রীঅমিয় রায় চৌধুরী

আকবর মোগল সম্রাটদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। রাজাবিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মতন তাঁর রাজসভাতেও অনেক গুণী, তার্কিক, কবি, গায়ক ছিলেন। মোল্লা ডুপায়জা আকবরের সভার একজন প্রসিদ্ধ গুণী ছিলেন।

একদিন পারস্য দেশ থেকে একজন মৌলভি আকবরের সভায় এসে, পায়জার সঙ্গে বিচার-তর্ক করতে চাইল। আকবর সানন্দে সম্মতি দিলেন। সভা নিস্তব্ধ, কারুর মুখে রা নেই, তর্ক যুদ্ধ চলেছে, ভাষায় নয় সঙ্কেতে। মৌলভি একটা আঙ্গুল দেখালো, মোল্লা দেখাল দুটো আঙ্গুল। মৌলভি এবার তিনটে আঙ্গুল দেখাতে মোল্লা সাহেব দেখাল চারটে আঙ্গুল। মৌলভি এবার পাঁচটা আঙ্গুল দেখাল, মোল্লা তার উত্তর দিল একটা ঘুসি দেখিয়ে। মৌলভি সাহেব একটু থতমত খেয়ে কিছুক্ষণ বাদে পকেট থেকে একটা ডিম বার করে দেখাল। মোল্লা একটু মাথা চুলকে একটা পেঁয়াজ বার করে দেখাল।

তর্ক শেষ হলে সম্রাট আকবর মৌলভিকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি মোল্লাকে কি জিজ্ঞেস করেছিলেন, আর সে উত্তরে কি বলেছিল?

মৌলভি বলল আপনার মোল্লা পায়জা খুব চালাক লোক। কারণ আমি একটা আঙ্গুল দেখিয়ে তাকে বললাম ভগবান এক, সে আমায় দুটো আঙ্গুল দেখাল, তার মানে ভগবান আল্লা, ইহলোক পরলোক এ দুইয়ের মালিক। আমি তাকে তিনটে আঙ্গুল

দেখিয়ে বললাম যে মানুষের জীবনের তিনটি স্তর আছে, জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু। এর উত্তরে সে চারটে আঙ্গুল দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল যে চারটি জিনিসে আমাদের শরীর গঠিত, বায়ু, তাপ ক্ষিতি ও তেজ। পাঁচটা আঙ্গুল দেখিয়ে আমি সঙ্কেতে বললাম যে খোদার প্রিয় পাঁচ জন লোক ছিলেন, তার উত্তরে মোল্লা হাতমুঠো করে দেখাল অর্থাৎ সেই পঞ্চাবতারের সমস্ত শক্তির মূল ভগবান। আমি তাকে ডিম দেখালাম, তার মানে আকাশটা ডিমের খোলার মত একটা সীমাবদ্ধ। এর উত্তরে সে পেঁয়াজ দেখাল একটা, অর্থাৎ এর মানে হচ্ছে যে পৃথিবী পেঁয়াজের খোসার মতন কতকগুলি বিভিন্ন স্তরের পর স্তর দিয়ে গঠিত।

আকবর সাহ মোল্লাকে ডেকে পাঠাতে সে বলল এতো সোজা কথা জাঁহাপনা। সে একটা আঙ্গুল দেখাল, তার মানে, যে আমার একটা চোখ গেলে দেবে বলল, আমিও অমনি দুটো আঙ্গুল দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলাম যে ব্যাপার সুবিধের নয়, আমিও দুটো চোখ গেলে দেব তোমার। এর পর সে তিনটা আঙ্গুল দেখিয়ে বল্ল যে আমায় তিন লাথি মারবে। আমিও চারটে আঙ্গুল দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলাম যে আমি ছেড়ে কথা কই না, চারটে লাথি মারতে জানি। এর উত্তরে মৌলভি পাঁচ আঙ্গুল দেখিয়েছে, তার মানে একচড়ে গালে পাঁচ আঙ্গুলের দাগ বসিয়ে দেবে। আমি ও একটা ঘুসি দেখিয়ে বললাম যে এক ঘুসিতে তার থোঁতামুখ ভোঁতা করে দেব। ঘুসি দেখে সে একটু ভড়কে গিয়ে, ভয়ের চোটে আমায় একটা ডিম দেখাল, মানে ছেড়ে দিলে ডিমটা দেব খেতে। আমি দেখলাম যে সে যখন ভাব করছে তখন ঝগড়া করে আর কাজ নেই, তাই পেঁয়াজটা দেখালাম। তার মানে পেঁয়াজ দিয়ে ডিম খেতে বেশ লাগে।

দুজনের বুদ্ধির দৌড় দেখে আকবর শাহ প্রাণ খুলে হাসতে হাসতে দুজনকেই দশটা করে আসরফি দিলেন। এরকম তর্ক করলে মন্দ হয় না! রাতারাতি লোক হাসিয়ে পয়সা করা যায়।

চার গোয়েন্দার কাণ্ড

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গিয়ে খবরটা দেবে। তার জায়গায় আমি যাই। সেখান থেকে via Tiberinaতে গিয়ে দেখি চারিদিকে স্পারলিং এর লোক, এ খবরটা আমার জানা ছিল না। যাক শেষ অবধি খুব বেশী অসুবিধে হয়নি। হ্যাঁ, সেই কাগজগুলি জায়গাতেই পৌছে দেওয়া হয়েছে। আমি রোজারের পকেট থেকে কলোসিয়মেই তুলে নিয়েছিলাম।

রোজার তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিল, দেখলো সত্যি সত্যি খামখানা নেই। ভাইডফ তাদের হাতে কাগজখানা গুঁজে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানা তুলে নিয়েছিলেন। ভাগ্যিস্ ভাইডফ নিয়েছিলেন।

ভাইডফ বলে চল্‌লেন, 'তারা একটা এ্যম্বুলেস গাড়ী রেখেছে, দুটো ষ্ট্রেচার নিয়ে। মনে হয় দুটোই কাজে লাগ'ব। আমাদের এক কানওয়ালা বন্ধুকে কার্য্যেজিল—সেই ভবঘুরে—শেষ করেছে। আমিও কার্য্যেজিলকে কতক্ষণের জন্য শান্ত করেছি। আর আমি হুকুম দিয়েছি, তাকে যেন ধরে আমাদের স্পেসাল ট্রাইবুনেলের বিচারে পাঠানো হয়।'

রোজার জ্যাকের দিকে আর জ্যাক রোজারের দিকে চাইতে লাগলো। পল ভাইডফের কথা থেকে তারা অনেক কিছু নতুন জিনিষ জান্‌তে পেলো বটে, কিন্তু সত্যিকারের বিপদ যে তাদের কত বড় তা তারা ধারণাও করে উঠতে পার্‌লো না। ভাইডফ, বেতার যন্ত্রটী জায়গামত রেখে আমরা চামড়াখানাকে ঠিক করে রেখে সামনের দিকে চেয়ে রইলেন। মোটর ছুটে চল্‌লো।

রাস্তার পর রাস্তা তারা পার হয়ে চল্‌লো। রাস্তা পার হয়ে তারা সহরে গিয়ে পড়লো।

রোজার বল্‌লো, 'এটা সত্যি সত্যি আমাদের বোকামী—'

পল ভাইডফ, তাদের দিকে ঘুরে বল্‌লেন, 'এঁ্যা, বন্ধু, যা তোমাদের করতে বলা হয়েছিল, তোমরা ঠিক ঠিক সে রকম করেছো এতে আর রাগ করবার কি আছে? সত্যি কথা বল্‌তে, আমি তোমাদের উপর খুসীই হয়েছি।'

তারা তাঁর দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলো। জ্যাক বল্‌লো, 'ঐ যে সেই ভবঘুরে কার্য্যেজিলটা বোধ হয় আমাদের মেরেই ফেল্‌তো, ভাগ্যিস আপনি গিয়েছিলেন।

'হ্যাঁ, ঐ খানটায় একটু তাড়াতাড়ি বাজারেতে ধরেছিল, থাক শেষ অবধি——

ভাইডফ হঠাৎ থেমে গেলেন, ছেলেরা দেখলো গাড়ী পথ ছেড়ে মাঠ দিয়ে ছুটেছে। দূরে কতগুলি এ্যারোপ্লেন ঝক্ ঝক্ করছে। গাড়ীটা তারই একটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। ভাইডফ তাদের নামিয়ে সামনের বসবার জায়গায় ঠেলে দিয়ে নিজে পেছনে চালাবার জায়গায় বসলেন। ড্রাইভার পাখা ঘুরিয়ে ষ্টার্ট দিয়ে দিল। সোঁ ক'রে এ্যারোপ্লেন আকাশের বুকে ভেসে উঠলো।

চৌদ্দ

মৃত্যুগুহায়

প্যারীর রাত্রি। সমস্ত সহর আলোয় আলোময়, বায়স্কোপ, থিয়েটার দোকানদার সব। লোকে লোকারণ্য, সৌখিন লোকেরা ক্লাবে, বায়স্কোপে থিয়েটারে চলেছে। তারই মধ্যে মধ্যে প্যারী সহরের একদল লোক, সহরের চারিদিক থেকে একই দিকে আস্‌ছিল। সীন নদীর তীরে বিখ্যাত কবরখানা, আজ রাত্রির অন্ধকারে সহরের আলোর পাশাপাশি দেখায় কি ভীষণ! কিন্তু তারই পাশে পাশে আজ লোক এসে জুটতে লাগলো। কেউ কারও দিকে চায় না, কেউ কারও সঙ্গে কোন কথা বলে না, তিন চার জন করে এক একদল হয়ে এক এক কাজে লেগে গেল, একদল গিয়ে একটা দরজার লোহার বেড়া কাট্‌তে আরম্ভ কর্‌লো। আর একদল গিয়ে একটা ড্রেনের গর্ত্ত দিয়ে শেষে ড্রেন ধরে চল্‌তে লাগল। তৃতীয় দল গিয়ে পাহারাদারদের কাবু কর্‌লো। সকলেরই গন্তব্য স্থান এক কবরখানার গুপ্ত গুহায়।

চারিদিক দিয়ে সাসন লোকেরা কবরকে ঘিরে ফেল্‌ছিল, তখন কবরের মধ্যের গুপ্ত ঘরে একটা টেলিগ্রাফের কল বেতারের কম্পনে উদ্দাম ভাবে বাজছিল, সেলডন ক্রুন ঝুঁকে পড়ে টুকে নিচ্ছিলেন।

ক্রুন বল্‌লেন, 'গোয়েন্দার ছবি, গোয়েন্দার ছবি।'

গ্রেভিল ছবি কাগজ পেন্সিল নিয়ে তৈরী হলেন, ক্রুন বলে চল্‌লেন—

RE/777777 BZUDXW TOBHYT
UVNWCY BADDGA TRWTOE GATGT

গ্রেভিলের হাতের পেন্সিল কাগজের বুকে খস্ খস্ করে লিখে চল্‌লো, গ্রেভিল বল্‌লেন, 'হয়েছে।'

লেরু, একটা প্রকাণ্ড বেতার যন্ত্রের কাছে দাঁড়িয়ে এঁদের লক্ষ্য করছিলেন, তাঁর চোখ দুটো জ্বল্‌ছিল, মুখ স্থির।

এক কোণে ভাইডফ চুপ করে বসেছিলেন।

গ্রেভিল বল্‌লেন, 'এই যে স্পারলিংএর লোকেরা কাজ আরম্ভ করেছে। এই মুহূর্ত্তে আপনাদের চারিদিক দিয়ে ঘিরে ফেল্‌ছে।'

ভাইডফ বল্‌লেন, 'তা হ'লে আরম্ভ হয়ে গেছে?'

লেরু বল্‌লেন, 'তার মানে আমাদের মাত্র কয়েক মিনিট সময় আছে, এখন এর মধ্যে খবরটা এসে পৌছয় তবেই হয়, আর মহোদয়গণ এখানে আমাদের প্রাণের আশঙ্কা নেই।'

ব্রুন ধীরে ধীরে বল্‌লেন, 'হুঁ যদি না স্পারলিং সে খবর আগে না পেয়ে থাকে, ও তোমার যন্ত্রপাতিগুলি সব নষ্ট না করে দিয়ে থাকে।

লেরু হেসে, তিনি যে বড় টেবিলটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার বুকে সাতটা ছোট ছোট বেতার দেখিয়ে বল্‌লেন, 'রোজ এদের পরীক্ষা করা হয় ঠিক আছে কি না, আর কিছু খারাপ হয়ে গেলে, তা দেখাবার জন্য রয়েছে ঐ কাঁটাগুলি। এর এক একটা এখানে আসবার এক একটা পথের জন্য, সঙ্গের আলোগুলি জ্বলে উঠলেই বুঝতে পারবো কোনদিক থেকে তারা আস্‌ছে।'

গ্রেভিল বল্‌লেন, 'খবর পেলাম যে চারিদিক দিয়ে ঘিরে ওরা দাঁড়িয়ে আছে, যদি সাতটাই তোমার কাজে লাগাও হবে আমরা বার হবো কোন পথ দিয়ে?'

লেরু ঘাড় নেড়ে একটু হেসে বল্‌লেন, 'যতক্ষণ এখানে বসে খবর আমরা পাচ্ছি, ততক্ষণ বেরুবারই বা কি দরকার?'

ভাইডফ উঠে বল্‌লেন, 'ঠিক, ঠিক, লেরুর কথাই ঠিক। আমার Estvia সম্বন্ধে কথাটা যদি ঠিক হয়ে থাকে তা হ'লে খবর শীগ্‌গীরই আস্‌বে।' একবার সকলকার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, সমস্ত পৃথিবীর শান্তি এখন ঠিক একটা চুলের উপর ঝুল্‌ছে। যদি স্পারলিং এবার সফলকাম হয়, তবে আর রক্ষা নাই। কাজেই, বন্ধুগণ, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে হবে।

মহা যুদ্ধের সময় কতগুলি ছোট ছোট দেশের উদ্ভব হয়েছিল, Estvia তার মধ্যে একটা। যাদের রাজ্য এ ছিল, একদিক থেকে তারা কেমন একে আবার নিজেদের সাম্রাজ্যভুক্ত কর্‌বার চেষ্টা করছিল, ঠিক তেমনি অন্যদিকের দেশটা তৈরী ছিল এর স্বাধীনতা রক্ষায়।

সত্যি কথা বল্‌তে গেলে, রাজ্যটা একটুক্‌রা মাংসের মত দুইটা কুকুরের মাঝখানে পড়ে ছিল, কেউ অন্যটার ভয়ে তাকে ধরতে সাহস করছিল না, কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে অন্যটি ধর্‌বে সেই মুহূর্ত্তে যাতে তারাও টুঁটি চেপে ধর্‌তে পারে, তার জন্য তৈরী ছিল।

ঘরে সব চুপ—ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এই Estvi<r এর একটা খবর পাবার জন্য তাঁরা ব্যাস্ত হয়ে বসে আছেন।

ভাইডফ উঠে টেলিভিশন যন্ত্রটার সুইচ টিপে হাতল ঘুরিয়ে দিলেন। মৌচাকের মত পর্দ্দাটা তক্ষুণি আলোকিত হয়ে লঠলো। এক গাছের তক্তা দিয়ে তৈরী একটা ঘরের দৃশ্য ভেসে উঠলো। জানালায় মস্ত মস্ত লোহার গরাদ দরজায় ও তাই। চারিদিকের চমৎকার কারুকার্য্যের মধ্যে ঐ লোহার পাতগুলি যেন চাঁদের কলঙ্ক।

পর্দ্দায় ভেসে উঠলো রোজার ও জ্যাক। তারা একটা কাঠের ট্রে দেয়ালে টানিয়ে তাতে পেন্সিল দিয়ে গোল একটা দাগ দিয়ে নিয়েছে, তারপর, একটা রবারের ধনুক তৈরী ক'রে কাগজের তীরের মাথায় ভাঙ্গা নিব লাগিয়ে খুব লক্ষ্যবেঁধা খেল্‌ছিল।

ভাইডফ সুইচটা 'অফ' ক'রে দিয়ে বল্‌লেন, 'যাক, বেচারারা নেতিয়ে পড়েনি, সত্যি ভারী দুঃখের বিষয় যে ঐ ঘরে ওদের ক'টুকে রাখতে হয়েছে।'

ক্রন বল্‌লেন, 'কিন্তু উপায় তো নেই ভাইডফ। সত্যি গ্রেভিল, ছেলে দুটী চমৎকার, সাহসীও খুব। প্রায় হপ্তা খানেক হ'লো ,তারা ঐ ঘর ছেড়ে বেরুতে পারেনি কিন্তু তার জন্য বিশেষ কোন আপত্তি তাদের নেই।

গ্রেভিল বল্‌লেন, তারা নতুন কোন কাজের ভার পাবে আশা করছে বলেই চুপ আছে।'

ভাইডফ বল্‌লেন 'খুব শীগ্‌গিরই পাবে।'

আবার সব চুপ।

তাদের প্রত্যেকেই জানতেন যে তাঁদের চারদিক থেকে লোক আস্‌ছে স্পারলিংএর লোক 'তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'লো চারগোয়েন্দার চিহ্ন মাত্র না রাখা।

স্পারলিং এবার ঠিক করেছে যে তার যা প্ল্যান তাতে যেন না এবার চার গোয়েন্দা হাত দিতে পারে। আর এবারকার প্ল্যান তারই এমনি সাংঘাতিক যে যুদ্ধ এবার না বেধেই পারে না।

মিনিটের পর মিনিট চলে যেতে লাগলো, হঠাৎ কোনের একটা আলো জ্বলে উঠ্‌লো।

লেরু বল্‌লেন, 'হুঁ উপরের গ্যালারীতে কেউ ঢুকেছে, কিন্তু এখনও তারা কিছু করতে পারবে না।

সকলে অবাক হয়ে আলোটার দিকে চেয়ে রইলেন।

গ্রেভিল বল্‌লেন, এবারে বোতাম টিপে পথটা বন্ধ করে দাওনা কেন লেরু ?'

লেরু বল্‌লেন, 'তা হ'লে অন্যরাও জেনে যাবে বলে, আমি চাই সবগুলি এক সঙ্গে টিপতে, দেখি কি হয়।'

ক্রন বল্‌লেন 'কিন্তু কি করে তুমি বন্ধ কর ?'

'প্রত্যেকটিতেই একটি করে সুড়ঙ্গ আছে আমাদের ঘরের খুব কাছাকাছি, টিপে দিলেই সামনে আসা বন্ধ হয়ে যাবে।

গ্রেভিল বল্‌লেন, 'না পারবে কারণ তারা এজন্য তৈরী থাকবে না কি না। কাজেই গোড়ায় খানিকটা পিছিয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ গর্ত্তটি পথ আট্‌কে দেবে।'

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি আলো জ্বলে উঠ্‌লো, আর একটি, আর একটি আলো জ্বলে উঠ্‌লো, আর একটি আর একটি। এক কোনে টেলিগ্রাফের কলটা বেজে উঠ্‌লো।

ক্রুন লাফিয়ে বললেন, বল্‌ছি, গ্রেভিল লেখো।

গ্রেভিল বল্‌লেন, 'বেশ ভাইডফ মূর্ত্তি নিয়ে তৈরী থাকো।'

ZLE ??????? VCTXFJ DkTPAJ SMJDMV
ASTT NMATJF VJDPYE CPNAMQ
WAJDAM DNVTVV TVVTDT ATYDYL

ক্রুন একটা একটা করে শব্দ বল্‌তে লাগ্‌লেন, গ্রেভিল লিখ্‌তে লাগ্‌লেন, আর ভাইডফ বের করতে লাগ্‌লেন এর কি মানে হয়।

ভাইডফ হেসে বল্‌লেন, বন্ধু তা হ'লে আমিই সব এই দেখ বল্‌ছে স্পার্‌লিং Estviar কাজ আরম্ভ করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চম আলো জ্বলে উঠ্‌লো, লেরু বল্‌লেন 'শীগ্‌গির শীগ্‌গির তারা সব দিক দিয়ে এগোচ্ছে, শীগ্‌গির—প্রায় এসে পড়লো।'

সাতটা বোতামের উপর তাঁর হাত ঘুরতে লাগ্‌লো, আর একটা বেল ক্রমাগত বেজে চল্‌তে লাগ্‌ল, চারিদিককার নিস্তব্দতা দূর হয়ে লোকের পায়ের শব্দে ভরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

ক্রুন বলে চল্‌লেন গ্রেভিল লিখে চল্‌লেন ভাইডফ মানে বের করে চল্‌লেন।

ভাইডফ বল্‌লেন, ঠিক কি করবে বোঝা যাচ্ছেনা, তবে মনে হয় হত্যা করবে—'

ষষ্ঠ ও সপ্তম আলো জ্বলে উঠ্‌লো। একটা বেশ বড় ঘণ্টা খুব জোরে জোরে বাজতে লাগ্‌লো।

লেরু বল্‌লেন, 'ভাইডফ শীগ্‌গির এসো এইখানে একটা পথ আছে, এটাতে মুখ খুলে রাখতে হবে।

(ক্রমশঃ)

সুখচরে আউটিং

——স্কাউট রণেন্দ্র নাথ বসু—(বয়স ১২)

আমরা পূজার একটা দিন সুখচরে কাটাইয়াছিলাম, আমরা কিরূপে তাহা উপভোগ করিয়াছিলাম তাহাই বলিতেছি। ২৪শে সেপ্টেম্বর রবিবার দিন আমাদের যাইবার দিন নির্দ্ধারিত হইল। আমার যাইবার কোন ঠিকই ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত রবিবার সকালে তপেনদা (আমাদের স্কাউটমাষ্টার) আসিয়া আমার যাওয়া ঠিক করিলেন ও আমাকে

তুলিয়া লইলেন। আমদের যান ছিল লরি। আমরা সংখ্যায় প্রায় ২৮ জন ছিলাম। লিখিবার মত কোন ঘটনা পথে ঘটে নাই।

"ব্যারাকপুর ট্র্যাঙ্ক রোড" ধরিয়া আমাদের লরি সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমাদের কয়েকজন সাইকেলে সঙ্গী হইয়াছিল। তাহারা আমাদের অগ্রে যাইতে ছিল তাহাদের আমরা অতিক্রম করিলাম। একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমরা পুনরায় মিলিত হইলাম। সেখানকার রাস্তা আমাদের কলিকাতার রাস্তার ন্যায় উপাধি-ধারী নয়। অপরিচিত লোককে সেখানে গন্তব্য স্থানে পৌছিতে ক্লেশ পাইতে হয়। আমাদেরও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। যাহা হউক অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া আমরা "৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের বাগানবাটীতে উপনীত হইলাম। তাহা একটী স্কাউটের বাগান। পথে আমাদের লরির চাকা "পাঞ্চার" হইয়া গিয়াছিল। বাকী পথ আমরা হাঁটিয়া আসিয়াছিলাম। এই বাগানবাড়ী গঙ্গার ধারে। সেখানকার দৃশ্য অতি মনোরম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর আমরা প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিলাম। তাহার পর খেলা হইল। খেলাধুলার পর স্নানের পালা। তাহার পর মধ্যাহ্ন ভোজন। কিঞ্চিৎ শয়নের পর পুনরায় খেলা হইল। আমাদের লরির ৪।৪॥০ টার সময় আসিবার কথা ছিল। ৫॥০টা অবধি অপেক্ষা করিবার পর আমরা কয়েকটী ছেলেকে গাড়ীর খোঁজে পাঠাইলাম। তাহারা আসিয়া দুঃসংবাদ দিল যে গাড়ী আসে নাই। অগত্যা আমরা পদব্রজেই যাত্রা করিলাম। পথে কয়েক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। রাস্তা এত অন্ধকার যে দুই হাত দূরের লোককেও উত্তম রূপে দৃষ্টিগোচর হয় না। যাহা হউক আমরা অন্ধকার ভেদ করিয়া সোদপুর নামক ষ্টেশনে 'বিউগলের তালে তালে মার্চ্চ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমরা ষ্টেশনে পৌছিয়া আদেশ অনুযায়ী ষ্টেশনের ভিতরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এবং তপেনদা লরির খোঁজে বাহির হইলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর এক সঙ্গে মিলিত হইবার হুইসিল বাজিয়া উঠিল কারণ গাড়ী ঠিক হইয়াছিল। গাড়ী তখন Level crossing এর ওধারে ছিল। একটা ট্রেন আসিতেছিল বলিয়া আমরা ওধারে যাইতে পারিলাম না ট্রেনটী অতিক্রম করিবার পর গাড়ীই এ ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে একযোগে লরিটিকে আক্রমণ করিল। তাহাতে বাকী সাইকেলগুলি চালান হইল। সকলে প্রস্তুত হইলে পর গাড়ী ছাড়িল। অচিরেই আমরা আমাদের চির প্রিয় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাড়ীতে প্রায় ৮-১৫ মিনিটের সময় পৌছিলাম। হাতমুখ ধুইয়া কিঞ্চিৎ আহারের পর সেই দিন-কার কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ছোটদের গল্পবলা সম্বন্ধে দুটো কথা

——শ্রীঅমিয় সেন

ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ভয়ানক গল্প শুনতে ভালবাসে। তারা নানা রকম বীরত্বকাহিনীর, রাজারাণীর ও চোরডাকাতের গল্প খুব ভালবাসে। এই যেমন অচীন দেশের রাজপুত্র এসে রাক্ষসকে মেরে বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার ক'রলো—এ সব বীরত্ব কাহিনী তারা খুব উপভোগ করে ছোটরা কাল্পনিক রাজ্যে বাস করে। তাদের গল্পের ভিতর দিয়ে যে জিনিস শেখান যায় তা তাদের মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে যায়। সেই জন্য তাদের এমন এমন নীতিকথা পূর্ণ গল্প বল্‌তে হবে যাতে তাদের শিশুসুলভ মন সেগুলো সহজে উপলব্ধি করে তার সার মর্ম্মটা গ্রহণ করতে পারে। গল্প বলা শেষ হলে তাদের মুখ থেকেই গল্পের নীতিটা জেনে নিতে হয়। তারা যদি না বল্‌তে পারে তা হ'লে বুঝতে হবে তারা গল্পটা ভাল করে উপলব্ধি করতে পারেনি, সেটা হচ্ছে গল্প বলবার দোষ। গল্পটা তাদের কাছে এমন রস্‌কস্‌ করে বল্‌তে হবে যাতে তারা বেশ সহজে বুঝতে পারে। কোন গল্প তখনি বানিয়ে ছোটদের কাছে বল্‌তে নেই, তা তারা সহজেই ধরে ফেল্‌তে পারে, এবং মন দিয়ে শোনে না। সেই জন্য যে গল্পটা তাদের কাছে বল্‌তে হবে সেটা যেন আগে থেকে ভাল ক'রে জানা থাকে।

অনেক সময় দেখা যায় ছোটরা গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে, তার উত্তর তখনই দেওয়া উচিত নয়, তাতে গল্প বলার উৎসাহটা আগেকার মত থাকে না, আর তারাও প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে পরে কি হবে তা শুনবার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে না।

ছোটদের কখনও ভূতের গল্প বলতে নেই। তাতে তাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। কেবলই মনে হয় ঐ বুঝি ভূত। সন্ধ্যা হলে এ ঘর থেকে ও ঘরে যেতে পারে না। একটা কিছু ছায়া দেখলেই মনে হয় ঐ বুঝি ভূত এলো তার ঘাড় মট্‌কে খেতে। রাত্রে ভূতের স্বপ্ন দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

ভূত সম্বন্ধে আমার ধারণা ওটা কিছুই না শুধু মানুষের কল্পনা মাত্র। আর যদিই ভূত বলে কিছু থাকে, তা হলে তাকে ভয় করবার দরকার কি? আমার বিশ্বাস যদি তার কোন অনিষ্ট না করি তবে সেও আমার কোন অনিষ্ট করবে না। অনেক হিংস্র জীব জন্তু আছে তাদের কোন অনিষ্ট না করলে তারাও মানুষের কোন অনিষ্ট করে না। আমাদের যখন পরের উপকার ছাড়া অপকার করা নীতিবিরুদ্ধ তখন আর ভয়ের কোন কারণই থাকতে পারে না।

আসল কথা ছোটকাল থেকে যা অভ্যাস করা যায় বড় হলে তাই থেকে যায়। আমরা ছোটকাল থেকে ভূতকে ভয় করে আসছি তাই এখন বড় হয়েও ভূতের নামে আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সবই অভ্যাসের দোষ।

এখনকার ছোট ছেলে মেয়েদের যদি ভূতের ভয় না দেখানো যায়, তা হলে বড় হয়ে তাদের আর এ ভয় থাকবে না, সাহসও খুব বাড়বে।

অনেককে দেখা যায় ছোট ছেলেদের নানা রকম ভয় দেখিয়ে সহজে তাদের কোন খেয়াল বা দুর্দ্দান্তপানা থামিয়ে দেন। সেই থেকে তাদের মনে ভয় ঢোকে, বড় হয়েও সে ভয় আর যায় না, কাজেই তারা ভীরু ও দুর্ব্বল-চিত্ত হয়ে পড়ে। তাদের লাফালাফি দৌড়াদৌড়ি ও নানা রকম দুরন্তপানা ভয় দেখিয়ে একেবারে বন্ধ করে না দিয়ে বরং অন্য ভাবে চালনা করা উচিত। পৃথিবীর বড় বড় লোকের জীবন চরিত পড়লে দেখা যায় বাল্যকালে প্রায়ই তারা অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। মানুষের বাল্যকালই ভীষণ কাল। সমস্ত জীবনের মূল ভিত্তি গাঁথবার সময়। গোড়ার গাঁথুনিটা শক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এরাইত ভবিষ্যৎএর একমাত্র আশা ভরষা। এরা যাতে দেশের শ্রেষ্ঠ নগরবাসী হতে পারে তার জন্য একান্ত চেষ্টা বড়দের করা উচিত।

কাবেদের বৈঠক...

[ম্যাঙ্]

গতমাসে স্কিপিং সম্বন্ধে বলেছি। আচ্ছা এবার Book balancing বা মাথার উপর বই নিয়ে হাঁটা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কোরব। প্রথম তারকায় মাথার উপর কয়েকটা বই নিয়ে কিছুদূর যেতে হয়। একাজটা শক্ত মনে হয়, কিন্তু আমি কয়েকটা সহজ উপায় বাতলে দিচ্ছি। শেখবার সময় যে রকম বলছি অভ্যাস করলে পরে খুবই সোজা মনে হবে। কয়েকটা জিনিস মনে রাখতে হবে করবার আগে——

১। সোজা হয়ে চলতে হবে—কুঁজো হয়ে কিংবা এঁকে বেঁকে কিংবা মাথা নীচু করে যেওনা।

২। বইটাকে রাখতে হবে মাথার মাঝখানে—মাথা যদি কাৎ কর, বই যাবে পড়ে।

৩। সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে হাঁটবে—আড়ষ্ট হবার দরকার নেই, আড়ষ্ট হলে শরীর কাঁপে।

৪। মাথার বইটার কথা ভুলতে হবে—মনে কোরো মাথায় যেন কিছু নেই।

৫। কোন একটা দূরের জিনিসকে নজর করতে হবে—সোজাসুজি কোন একটা জিনিসে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সেটাকে লক্ষ করে এগিয়ে যাবে।

৬। এগুলি করবার আগে, প্রথমে বই মাথায় নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

৭। নিয়মিত অভ্যাস করতে হবে বাড়ীতে—(আয়নার সামনে হলে ভাল হয়)।

৮। প্রথমে একটি বই নিয়ে—অভ্যাস করা হলে, তারপর দুটো ও দুটোর পর তিনটে বই নিয়ে অভ্যাস করতে হবে।

* * * *

নটীং—আমেরিকা মস্ত বড় একটা মহাদেশ। আমেরিকায়নায়াগ্রা নামে একটা জল প্রপাত আছে সেখানে হাজার হাজার ফুট উঁচু থেকে জল ভীষণ শব্দ করে অনবরত পড়ছে। অনেকগুলো নদী এসে এই প্রপাতটিতে মিশেছে। শীতকালে যখন খুব ঠাণ্ডা পড়ে, নদীর জল জমে বরফ হয়ে যায়। এবারে শীতকালে একটি লোক তার স্ত্রী আর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বরফে জমা নদী হেঁটে পার হচ্ছিল ; এমন সময় হোল কি জান ? বরফের চাঁই ভাঙ্গতে আরম্ভ করল। মুহূর্ত্তের মধ্যে বাবা, মা, আর ছেলে, দেখল তারা তিনজনে তিন টুকরা বরফের চাঁইয়ের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে আর টুকরো গুলো জলে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলেছে। এত ঘন ঘন বরফের টুকরো ভেসে আসছে যে সাঁতার কাটাও অসম্ভব, বরফের চাঁইগুলো পরস্পর ধাক্কা লেগে চারিধারে ছিটকে পড়ছে। এই বরফের মধ্যে নৌকাও চালানো যায়না, আটকে যায়।

অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে তারা স্রোতের টানে ভেসে চললো ধীরে ধীরে। আর এক মাইল দূরেই প্রপাত আরম্ভ হয়েছে—সেখানে জল আর বরফ হাজার ফুট নীচে সশব্দে ছিটকে পড়ছে।

দেখতে দেখতে নদীর দুপাশে লোক জমে গেল, সকলেই বেচারাদের বিপদ বুঝল কিন্তু কি করতে পারে তারা এ বিপদে—অথচ আর কিছুক্ষণ বাদেই তারা প্রপাতের মুখে এসে পড়বে, তারপর……উঃ কি ভীষণ……হাজার ফিট নিচে জলের তোড়ের সঙ্গে পড়ে তারা চুরমার হয়ে যাবে……।

হাঁ একটা উপায় আছে বটে—কয়েকটা লোক ছুটলো খানিকটা দড়ি নিয়ে। প্রপাতের আগে একটা সাকো আছে ; তারা সেই পোলের উপর থেকে দড়ি ঝুলিয়ে দিল। যদি হতভাগ্যেরা দড়ি ধরে বাঁচতে পারে।

ছেলেটি প্রথমে ভাসতে ভাসতে এসে একটা দড়ি ধরল। কয়েকজন মিলে দড়িটা শুদ্ধ তাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করল। কিছু দূর তোলার পর, ছেলেটির হাত জ্বালা করতে লাগল, সে আর ধরে থাকতে পারল না, হাত ফসকে পড়ে গেল, সেই ঠাণ্ডা বরফ জলে। তারপর লোকটি এসে একটা দড়ি ধরে, তার স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্য আর একটা দড়ি দিয়ে তাকে বাঁধতে গেল, এমন সময়, স্রোতের টানে একটা মস্ত বরফের চাঁই এসে ধাক্কা দিল স্ত্রীর পায়ের নীচের বরফে। স্ত্রী পড়ে গেল, তাকে বাচাতে গিয়ে স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে ছিটকে পড়লো দু-হাজার ফিট নীচে।

কথায় আছে, "চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে"। কিন্তু সত্যিই ভাবা দরকার এই যে তিন জনের প্রাণ গেল, তাদের কি বাঁচান যেতো না? তুমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকতে তুমি কি করতে? কাঠ হয়ে কি তুমি তিনটে লোকের মরণ দেখতে, না বুদ্ধি খাটিয়ে কোন উপায় বার করতে? এই দুর্ঘটনার পর অনেকেই বলেছিল, কোন বয়স্কাউট থাকলে নিশ্চয়ই এ তিনটি প্রাণী রক্ষা পেত। এই দুর্ঘটনায় একটা জিনিষ লক্ষ্য করা উচিত, সেটা হচ্ছে দড়ির প্যাঁচ বা নটের উপকারিতা, যা নাকি সব স্কাউট আর কাবেরা জানে। সাধারণ লোকে যদি দড়ির গেরো বা প্যাঁচ জান্তো তাহলে তিনটি লোক এ রকমে বেঘোরে প্রাণ হারাতো না। সাঁকোর লোকেরা দড়ি ঝুলিয়ে ভালই করেছিল, তারা যদি দড়ির মুখে একটা কি দুটো করে ফাঁস (Loop) দিয়ে ঝুলিয়ে দিত, তাহলে লোক তিনটি বাঁচতো। বড়ই দুঃখের বিষয় যে নায়াগ্রার লোকরা দড়ির প্যাঁচ জানতো না। তোমরা কি দড়ির প্যাঁচ জান? যারা না জান, শিখে নাও। যদি কখনও এরকম দুর্ঘটনা হয়, তখন দড়ির প্যাঁচকে কাজে লাগাতে হবে। দড়ির প্যাঁচ শক্ত নয়, সহজেই শেখা যায়। আর একবার শিখে ফেলতে পারলে অন্যদেরও শেখাতে পারবে।

যে কখনও দড়ির প্যাঁচ বাঁধে নি, তার পক্ষে বইয়ের ছবি দেখে বোঝা একটু শক্ত হবে। কাজেই আকেলা কিংবা সিক্সারের কাছ থেকে, একবার বুঝে নিও কি করে গেরোগুলি বাঁধতে হয়। তোমাদের প্রথম তারকায় মাত্র চারটি দড়ির প্যাঁচ জানতে হয়; যথা—রিফনট, ক্লোভহিচ, সিটবেণ্ড ও ফিসারম্যানস্ বা বোলিন। অন্যগুলি বড় হলে স্কাউট হয়ে শিখবে।

(১) রিফনট—ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ও মোড়ক বাঁধবার জন্য রিফনট্ ব্যবহৃত হয়।

(২) সিট্‌বেণ্ড—একটা সরু ও একটা মোটা দড়ি জোড়া দেবার জন্য সিটবেণ্ডের ব্যবহার।

৩ ক্লোভহিচ—দড়ির একটা মুখ দিয়ে কোন জিনিসকে জড়িয়ে বাঁধা যায়। তাঁবু খাটাতে, মশারীর দড়ি বাঁধতে, কোন কিছু টেনে আনতে ক্লোভহিচ ব্যবহৃত হয়।

(৪) ফিসারম্যানস নট—ভিজা দড়ি জোড়া দিতে লাগে।

(৫) বোলিন কখনও খোলে না,বোলিন দিয়ে কাউকে উপর থেকে নিচে নামিয়ে দেওয়া যায় কিংবা নীচে থেকে উপরে তোলা যায়। নায়াগ্রার লোকরা বোলিন জানলে লোক তিনটি বাঁচতো।

* * * *

কাবেরা কাঁদে না।

নেকড়ে বাঘের ছবি তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ—একটু ভাল করে নজর করলেই দেখতে পাবে নেকড়েদের মুখের উপরে সব সময় যেন একটু হাসি লেগেই আছে। এমন কি কুকুরদের মুখেও একরকম হাসি দেখা যায়, শত হাঁপালেও। উঠপাখীর মুখেও একরকম হাসি দেখা যায়। রাত্তিরে চাঁদমামার হাসি মুখটি দেখতে বেশ, তাই লোকে কথায় বলে চাঁদের মতন মুখ। মুখখানি সব সময় হাসি হাসি থাকলে দেখতেও ভাল লাগে। কাজেই কাবেদের মুখখানি যেন সব সময়েই হাসিতে ভরা থাকে। তা বলে আমি একথা বলছিনা যে মানুষের কান্না পেতে পারে না। কখনও মুখ ভেটকে থাকবে না। যদি কখনও কান্না পায় চট করে মনে করে ফেলবে যে "কাবেরা কাঁদেনা।" কাবেরা সব সময়েই হাসি মুখে থাকে, সে যতই অসুবিধা যন্ত্রনা কষ্ট ও বিপদে পড়ুক না কেন।

খুব বেশী দিনের কথা নয়, তৃতীয় কলিকাতার পঞ্চম প্যাকের একটি কাবের পায়ে এক ইঞ্চি পরিমাণ একটি কাঁটা ঢুকে যায়। সে কাউকে কিছু না বলে এক কোনে বসে ছিল চুপ করে পা দিয়ে তার ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরুচ্ছিল, যন্ত্রণায় তার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, তবুও সে কাঁদেনি। তার আকেলা যখন কাঁটাটি সযত্নে

টেনে তুললেন সে একটু "উঃ" বলেছিল মাত্র। তার কাটায় টিংচার আয়োডিন দেবার সময় তার খুব জ্বালা করা সত্ত্বেও সে একটু চেঁচায়নি চোখ দিয়ে তার জল পড়ছে তবু তারমুখে হাসি "আমি যে উলফ কাব আমি কাঁদিনা।"

জাপানে খুব ভুমিকম্প হয় ঘন ঘন। ১৯২৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে একটা গুরুতর ভুমিকম্পের ফলে অনেক ঘর বাড়ী ধূলিসাৎ হয়ে যায়। নিরাশ্রয় লোকেরা মাঠে গিয়ে কোন রকমে রাত কাটিয়ে ছিল। কেউ কেউ অক্ষত দেহে ছিল কারুর বা হাত পা ভেঙ্গে গিয়েছিল এই দুর্ঘটনার ফলে। স্থানীয় পুরোহিত যখন আহতদের উদ্ধার করবার জন্য গেলেন হটাৎ একটা ক্ষীণ আওয়াজ তাঁর কানে এল। সেই শব্দ অনুসরণ করে তিনি ভাঙ্গা কড়ি বরগার নীচে একটি ছোট ছেলেকে দেখতে পেলেন। ছেলেটি বলল "পুরুৎমশায় আমি এইখানে। আর সকলে স্বর্গে গেছেন"। "আর সকলে" মানে তার মা বাবা দিদি সকলেই মারা গিয়াছেন। ছেলেটির নাম ফ্রাঙ্ক সিউরিংটন সে নয় বছরের একটি কাব ছিল—তার মত চালাক ছেলে সে অঞ্চলে আর ছিলনা। বেচারার চোট লেগে ছিল সাংঘাতিক ডানহাত আর বাঁ পা একেবারে থেঁতো হয়ে গিয়েছিল। তাকে ষ্ট্রেচার করে তোলবার সময় সে নিজেই একটু ঝাকুনি দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করল। মুখে তার যন্ত্রণার ছবি আঁকা থাকলেও সে কাঁদেনি; সে যে উলফ কাব। পরদিন সকালে ডাক্তার দেখতে এলে সে বল্ল—আমার জন্য ভাববেন না ডাক্তার বাবু আমার শেষ হয়ে এসেছে অন্যদের যত্ন করুন আপনি। কিছুক্ষণ পরেই সে মারা গিয়েছিল কিন্তু মুখে তার ছিল শান্ত হাসির ভাব।

আমরা খবরের কাগজ পড়ে দেশ বিদেশের কত কথা জানতে পারি। শিয়োনি পাহাড়ে নেকড়েদের কোন খবরের কাগজ ছিলনা, মাসে মাসে তাদের বাড়ীতে যাত্রীও যেতনা। তবুও তারা জঙ্গলের সব খবরই রাখত। চাকা যখন জঙ্গলে বেড়াত তখন কেউ তাকে টেলিফোন করে বিপদের কথা জানিয়ে দিতনা তবু সে খবর রাখত শত্রুরা কোথায় আছে। এই খবর জোগান প্রকৃতিদেবী নিজে তাঁর ফুল ফল পশুপাক্ষীর মধ্য দিয়ে। এসো প্রকৃতির খবরের কাগজ পড়া যাক একটু।

ঐ দেখ শিশিরে ভেজা সবুজ ঘাসের উপর কিসের দাগ পড়েছে, দেখেছ? একটা হাঁস তার বাচ্ছাদের সঙ্গে করে কিছুক্ষণ আগে ঐখান দিয়ে গেছে, এ তাদেরই পায়ের দাগ। ঐ দেখ ভিজে মাটির উপর মোরগ ভায়ার পায়ের দাগ কিরকম স্পষ্ট। বাদাম গাছ তলায় কতকগুলো ঠোকরাণ বাদাম পড়ে রয়েছে, রাত্তিরে বাদুড়ে খেয়েছে—দেয়ালের উপর পিপঁড়ের দল সার বেঁধে চলে চলে মাঠের মাঝে পায়ে চলা রাস্তার মত দাগ করে ফেলেছে, পথ চেনবার জন্য।

আরে কি মজা, প্রকৃতির ঝাড়ুদার কাকটা নাচতে নাচতে এসে মরা ইঁদুরটাকে সাফ করে দিল। ভুলো কুকুর বোধ হয় পুসিরাণীকে তাড়া করে ছিল, রাত্তিরে তাদের

পায়ের থাবা দেখা যাচ্ছে এখানে ওখানে একটা লোমের গোছাও পড়ে রয়েছে বেচারা পুসি। ফোঁটা ফোঁটা পড়ে যেটুকু জল জমেছে সেখানে চড়ুই ভায়া সপরিবারে স্নান করতে নেমেছেন আনন্দে সকলে কিচির মিচির করছে। একটা শালিখ পাখী বাসা বাঁধবার জন্য মুখে একটা খড়ের টুকরো নিয়ে চলেছে।

চল পুকুরের দিকে একটু ঘুরে আসি। সুয্যিমামা একটু হেসে গাছের ফাঁক দিয়ে যেই পদ্মর দিকে তাকালেন, অমনি তারা লজ্জায় ঢলে পড়লো পাঁপড়িগুলো গেল কুঁচকে, তারা আর মুখ দেখাবেনা। ঘোমটা দেওয়া বৌয়ের মত মুখ নীচু করেই থাকবে। সকাল বেলা দেবতার পূজা হবে, ফুলগুলি তাই আপনা হতেই ফুটে আছে, হাসি মুখে—ভাবটা আর কি এই যে দেবতার সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে তারা মস্তবড় একটা Good turn করবে। প্রকৃতির খবরের কাগজ আমাদের কাছে নিয়মিত ভাবেই আসে। গ্রীষ্ম আসবার আগে দখিন হাওয়া জানিয়ে দেয় তার আসবার কথা। পৃথিবীর গলা যখন শুকিয়ে যায় যায়—তেষ্টায় বর্ষা আগে দেয় জল। রাত্তিরে ব্যাঙেরা লাগায় কনসার্ট। শরৎ আসবে তাই গাছপালায় কে যেন এক পোঁচ সবুজ রং মাখিয়ে দেয় ফুলগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে ফুটে ওঠে, যেন লাটসাহেব আসবার আগে তাঁর বাড়ীটাকে চুনকাম করে, তাতে আসবাব পত্র দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মানুষ বুড়ো হলে তার দাঁত পড়ে যায়, মাথায় টাক হয়, শীতের ঝোঁকে গাছগুলো যেন ফোগলা টেকো বুড়ো হয়ে যায়, একটা পাতাও থাকেনা। সব ঝরে যায়। তারপর আসেন ঋতুরাজ বসন্ত, প্রকৃতি তাঁর দূত পাঠিয়ে দেন কোকিলকে। কোকিল এসে ডাক দেয় "কুহু" অমনি সোনার কাটির পরশে জেগে ওঠা রূপকথার রাজকন্যার মতন পৃথিবীর বুকে শিহরণ জেগে উঠে, গাছপালা আবার ফুলে ফলে ভরে যায়। সরস্বতী পূজা হবে, তাই বুঝি, বেলগাছে বেশী পাতা গজায়, গাঁদাগাছ হলদে রংয়ে ভরে যায়, আমগাছ ফুটিয়ে তোলে তার মুকুলগুলিকে। আমের মুকুল বড় হয়। পৃথিবীর এ সুখ আর একজনের সহ্য হয়না, আকাশের কোনে ভ্রুকুটি করে হটাৎ একদিন সে তেড়ে আসে তার কাল মূর্ত্তি নিয়ে সে যে কাল বৈশাখী। ছুটিরদিনে মাঝে মাঝে প্রকৃতির খবরের কাগজ পড়ে দেখবে ভারী আনন্দ হবে।

বিচিত্রা

শক্ত কাঠ ঃ—

ইয়েট (yate) নামে একরকম কাঠ অষ্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়। এই কাঠ সব চেয়ে মজবুত ও শক্ত। ভারবহণ ক্ষমতায় yate লোহার সমতুল্য।

বৃদ্ধ লোক ঃ—

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে বরোদার অন্তর্গত কিওয়ালি (Kiwali) গ্রামের সাধু কল্যানদাস রামদাসের বয়স সব চেয়ে বেশী। বয়স তাঁর ১৩০ বৎসর, গত ১২০ বৎসরের সমস্ত ঘটনা রামদাসের মনে আছে। সারা পৃথিবীর মধ্যে (Zaro Agha) জারো আগার বয়স সব চেয়ে বেশী। আগার বয়স ১৫৭ বৎসর।

ভেনিস ঃ—

ভেনিস নগরটী ৮০টী দ্বীপ নিয়ে গঠিত—চারশো সেতু এই সব দ্বীপের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। ভেনিসে রাস্তা নাই সবই, জলে পূর্ণ খাল ; গাড়ীর বদলে সেখানে চলাফেরা করে গণ্ডোলা নামে এক প্রকার সুদৃশ্য নৌকা। গণ্ডোলা চালকেরা চালাবার সময় আমাদের দেশের মাঝিদের মত গান ধরে বিশেষতঃ রাত্রিতে। এখানকার লোকরা চমৎকার গান গায়।

ডাক্তারের দর্শনী ঃ—

ডাক্তার সাউটার (Dr. Soutiar) নেপাল রাজপরিবারের একজনের অসুখের সময় তাঁকে দেখবার জন্য উড়োজাহাজে করে রাতারাতি পাড়ি দিয়েছিলেন। তিনি দর্শনী নিয়েছিলেন ২,০০০ পাউণ্ড। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই, কারণ ডাক্তার টমাস ডিমসডেল Catherine II ও তাঁর ছেলেকে টিকে দিতে রাশিয়ায় গিয়ে দর্শনী নিয়েছিলেন ১০,০০০ পাউণ্ড, তা'ছাড়াও তিনি যাবজ্জীবন বাৎসরিক ৫০০ পাউণ্ড জলপানি পেতেন। অন্ধ ডাক্তার গেল্ Bristol এর একটি ধনী খঞ্জ লোককে আরোগ্য করে ৫০,০০০ পাউণ্ড পেয়েছিলেন।

রং এর নাম ঃ—

গাঢ়তর তারতম্য অনুসারে ও অন্যান্য কারণে একই রং বিভিন্ন রকমের হতে পারে। এরকম নামকরন করতে আমেরিকানরা ওস্তাদ। দু একটা নাম দিচ্ছি। প্রথম সাদা বা white কতরকম হয় দেখা যাক,—skull white, egg white, old white, chinese white, paper white, lime white...ইত্যাদি। আমরা লাল যা বুঝি, ওরা বোঝে অন্য। ওদের মতে লাল হল scarlet ও crimson এর মাঝামাঝি একটী রং। লাল বা red কত রকম হয়—fruit red (raspberry red, red currant, strawberry red, watermelon etc), flower red (rose red, dahlia clour, nasturiune ইত্যাদি,)

তাছাড়া mulberry red, wine lees red, madders, geramiums ইত্যাদিরও অভাব নেই। সবুজ অনেক রকমের হয়। Green বা সবুজ :—olive green, jade green bottle green, myrtle green, bog green, chemical green, cortupillar green, cabbage green, sage green, laurel green, moss green প্রভৃতি উল্লেখ প্রায়ই হয়ে থাকে। কয়েকটা লাল বাদ পড়ে গেছে, যথা, pink red, maiden blush red, blood red, vermilon red, orange red ইত্যাদি। এবার দেখা যাক নীল কত রকমের হয়। নীল বা blue :—indigo, sky blue, navy, sea blue, azure blue, prussian blue, turnbull's blue ইত্যাদি "sunburn" ও "stained glass blue" এ নাম দুটি আমেরিকানদের দেওয়া। সম্প্রতি আমেরিকানরা একটা নতুন নাম বের করেছেন "sacred blue" বা পবিত্র নীল।

ক্যাসাবিয়ানকা

—শ্রীনরেশচন্দ্র মজুমদার।

প্রজ্বলিত পাটাতনে বন্ধু বান্ধব বিহীনে
দাড়ায়ে রয়েছে জনেক যুবা
চতুর্দ্দিকে তার প্রস্ফুটিত হাহাকার
মগারণের অগ্নি শিখা।
ফুল্লকান্তি হেন বিধাতা দিয়াছে যেন
বিজিত করিতে শত্রুদল
বীরত্বের আচরণ ধরেছে আপন মন
হয়েছে যদিও সুকোমল।
চতুর্দ্দিকে অগ্নিশিখা কিন্তু তার ভাগ্যে লেখা
টলিবেনা পিতৃ আজ্ঞা বিনে

কিন্তু হায় পিতা তার পৌঁচেছেন মৃত্যুদ্বার
আজ্ঞা তার পৌঁছিবেনা কানে।
হাঁকিল উচ্চৈঃস্বরে "পিতা বলহে মোরে
সময় কি হয়েছে অতীত"
কিন্তু হায় ভাগ্যহারা পাইল না কোন সারা
পিতা তার হয়েছে অতীত।
"পিতা—তব বাক্যস্বরে এখনও বলহ মোরে
ত্যজিতে কি পারি এ শ্মশান—"
প্রত্যুত্তরে বলিল হায় শুধু কিছু মধুময়
গুরু গম্ভীর কামন গর্জ্জন।
ভ্রূকুঞ্চিত অধঃমুখে নিঃশব্দে দাঁড়ায়ে দুখে,
কম্পিত তনুগুলি তার
কিন্তু তবু সেই স্থান ত্যজিল না মতিমান
পৌঁছিবে বীরত্বে মৃত্যুদ্বার।
হাঁকি পুনর্ব্বার কয় "পিতা রহিব নিশ্চয়
তব আজ্ঞা না করি লঙ্ঘন"
চতুর্দ্দিকে পুনঃ তার মাস্তুলাদি বস্ত্রে হায়
অগ্নি শিখা করিল বেষ্টন।
অট্টহাস্য আন্দোলনে অগ্নি উৎফুল্ল মনে
তরীতে ভরাল তার কায়
পতাকা করিল জয় বীর বৎস তবু হায়
রহিল উদীপ্ত সমবায়।
কামান গর্জ্জন স্বরে কে যেন শুধায় ওরে
বীর বৎস সে কোথায়?
বায়ুরেখা যত আছে সমুদ্রের আকেবাকে
সে কথা শুধাইল তায়।
সেখানে মাস্তুল আদি তার মত সম ভাগী
দিয়াছে যার যা আপন
কিন্তু সে দান তবু বিস্মৃতি ভুলিবে না কভু
গিয়াছে যে সুকোমল মন।

* Mrs. Hemans লিখিত 'Casabianca'র প্রতিচ্ছায়া।

Notes & News

Rajshahi Local Association :—Mr. O. M. Martin I. C. S., President of the Rajshahi Local Association has been transferred from the district. The Local Association loses in him a keen sympathiser and supporter of the movement. His Excellency the Governor Chief Scout for Bengal has been pleased to send him a letter of thanks for all that he has done to encourage the movement in the district. Mr. Martin has also been awarded a Gold Thanks Badge and this was presented to him at a special meeting held on the 19th November. A week before a scout rally and cam-pfire were held and the scouts and cubs were entertained to tea by Mr. Martin.

Naogaon Local Association :—We are very pleased to hear that a new local association has been formed at Naogaon. Mr. V. N. Rajan, I. C. S. will act as the Dist. Scout Commissioner for the area.

Scouters' Club :—The Scouters' Club at its meeting held on the 19th of November 1933 have remodelled its constitution. The membership is now thrown open to all the scouters of Bengal and a minimum annual subscription of Re. 1 has been fixed which would enable one to be member of the club and enjoy the privileges which it can offer.

Mr. A. M J. Ahmad :—Mr. Ahmad one of Bengal's representatives to the World Jamboree at Godollo in Hungary has returned to Calcutta. He has also completed his Part II Wood Badge Course at Gilwell.

The Scouters' Club, Calcutta, at its meeting held on 19th November 1933 gave him a hearty welcome. Mr. Ahmad narrated his experiences at the Jamboree. The souvenirs that he has brought from Hungary seemed to be very interesting. We were very pleased to hear from him that wherever the Indians went and specially in Hungary they received the most cordial welcome which was envied by all.

Permanent Training Camp-site :—Bengal will no longer be slow on the race with the other provinces. The Provincial Council has been able to find out a suitable place on the Jessore Road about 11 miles from Calcutta, for a permanent camp-site where the Scouter's Training Camps can be held. The scheme is well on its way to fulfillment and we hope to publish the details of it in the near future. This will no doubt remove a longfelt want of the movement in Bengal.

Training Camps :—The following training camps have been arranged :— Cubmasters' Beginners' Course—26th to 30th Jan. 1934. Scoutmasters' Beginners' Course—31st Jan. to 10th Feb. 1934.

We are hoping that the Camps will be held at the new permanent camp-site on the Jessore Road near Calcutta, the constructions of which may be completed by that time.

Mr. J. S. Wilson: Mr. J. S. Wilson, Camp Chief, Gilwell Park arrives in Calcutta on the 4th of January 1934 by Madras Mail. He will be staying here till the 9th of January. A reception is being arrangen for him and attempts are being made to show him how far scouting in the Province has advanced since he left Calcutta. His stay for the few days in Calcutta will be a busy one. The following provisional programme has been arranged for him,—

4th January 1934 (Thursday)

Morning :—Reception at the Howrah Station at 10. 15 (Madras Mail). Lunch at Government House 1. 20 p. m. Attend at the Home of the Scottish Church School Group (Second Calcutta Local Association) at 4, Cornwallis Square.

5th January (Friday)

Morning :—Inspect the new Camping site on Jessore Road (Provisional)

Afternoon :—Attend the Jackson shield Competition in First Aid and other Tests.

After dinner :—Meet the Scouters of the First Calcutta Local Association at Bishop's College, 224, Lower Circular Road.

6th January (Saturday).

Morning :—Attend a Combined Rally of the Calcutta Rovers at 7. 30 a. m.

Afternoon :—Attend the Jackson Shield Competition.

Evening :—Camp fire at the Camp by the Lakes at Dhakuria.

7th January (Sunday)

Attend the Scouters' Lunch, Great Eastern Hotel.

8th January (Monday)

Morning :—Visit the Calcutta Blind School troop and pack at Behala.

Evening :—Attend a Combined Rally of the Cubs. Reunion Dinner and Camp Fire of the old members of the Training Troops Bengal enrolled by the Camp Chief himself.

Debi Prosad H. E. School.

Dr. I. Mukerji's address at an Investiture ceremony, 13-9-33.

Hon'ble President, Organising Secretary, Bengal, Local Scout Secretary Mrs. Brown, and Gentlemen present

We are gathered here to-day to inaugurate the Investiture Ceremony of the Debi Prosad H. E. School. Our hearts wake up to-day to bid you welcome to this Institution, we feel, we are thus specially privileged to welcome, you, Sir, the Sub-divisional officer in the presidential chair, for the first time.

Secondly, my heart-felt thanks go up to the Provincial Organising Secretary and Rev. Brown, the secretary of the Barrackpore Local Association, who have all taken the trouble to come up here to encourage the local scout movement, knowing that the Troop activities of our villages had been almost at an ebb.

In all gratefulness, let us take the great name of Lord Baden Powell,...... whose likeness should be known by the Scouts,......who has introduced the great Scout system and has laid down a broad outline of this grand scheme. If I am allowed to speak freely, I have strong belief, firm faith in the efficiency of the Scout system, which is destined to evolve men of light and leading from the boys of the Grammar school. May God—bless our little Baden Powells, the future hopes of our country.

My thanks are no less due to our village elders, and the Headmaster, by whose sympathy and co-operation, a number of school boys have now turned out a fieldful of Boy scouts of Debi Prosad H. E. School.

I am glad to observe that the Scoutmaster is up and doing and I hope and trust that his honest labour in this directon will be crowned with success.

I once more thank Mr. R. A. Dutch, I. C. S., S. D. O., Barrackpore, and Mr. N. N. Bhose, Bar-at-law, Provincial Organising Secretary, Bengal, for the great honour you have done to us by making a new departure by personally presiding and presenting the Badges to our young hopefuls.

The boy scout troops of our villages look up to you as their Master and Messiah—for their inspiration, their guide,—nay for their very existence. Before your magnetic presence to-day, lo, the small children of the soil are moving—sparkling like veritable "children of light." O, bless once more our cubs and scouts with your fatherly smile and your helping hand,

---

A. M. J. AHMAD, DELEGATE FROM BENGAL TO THE INTERNATIONAL JAMBOREE.

দশম বর্ষ] পৌষ—১৩৪০ [৭ম সংখ্যা

--যাত্রী--

----শ্রীসুধাংশু রায়

কা'র লাগি এই কষ্ট সহ জীবন ভ'রে।

যাত্রী কহে,—যারা প্রেমিক তা'দের তরে॥

শুধাই তা'রে,—প্রেমিক তোমার কোথায় আছে।

যাত্রী বলে—ছড়িয়ে আছে বিশ্ব মাঝে॥

আমি বলি—সকল মানুষ প্রেমিক কি না।

যাত্রী কহে—জানিনাক, স্কাউট বিনা॥

আমি শুধাই - স্কাউট তোমার কি কাজ করে।

যাত্রী বলে—দেশের, দশের দুঃখীজনের সেবা করে॥

শুধাই—তবে আমি তোমার বিশ্বপ্রেমিক স্কাউট হ'ব।

যাত্রী কহে—তোমার তরে জীবন ভ'রে প্রেম বিলাব॥

চার গোয়েন্দার কাণ্ড

(কটিক)

মেঝের একখানা পাথর তাঁরা সরিয়ে ফেললেন। ক্রুণ বলে চল্‌লেন, গ্রেভিল লিখে চল্‌লেন,

—AZMAVY MVASJT CXJDPM VQOPTF VMDTAJ YDTFVY LVMPMN JDKPYW DAXOUT XJDMSJ ATQFMJ LVWPPM VVLWF"

লেরু লাফিয়ে টেবিলের কাছে গিয়ে বল্‌লেন, 'শীগ্‌গির ঐ ছোট্ট গর্ত্ত দিয়ে।'

গ্রেভিল কাগজগুলি সব একটানে হাতে করে নিলেন, একটানে ক্রুণ বেতার যন্ত্রটাকে চুরমার করে দিলেন। তারপর এক লাফে, সেই ছোট্ট গর্ত্তটার ভিতর দিয়ে একটা সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে লাগ্‌লেন, পেছন পেছন গেলেন গ্রেভিল। ভাইডফ, দু'হাতে সেই দেয়াল জোড়া বেতার যন্ত্রটা নামিয়ে এক আছাড়ে চুরমার করে ফেল্‌লেন, লেরু নষ্ট করলেন টেলিফোন যন্ত্রটাকে। ভাইডফও নেমে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে একহাতে সাতটা বোতাম আর অন্য হাতে একটা ডাণ্ডা টিপে দিয়ে লেরুও নেমে পড়লেন। নীচের এক টানে পাথরখানা আবার জা য়গায় ফিরে এল।

চারিদিক ঘিরে একটা প্রলয় কাণ্ড বেধে গেল। ঘরের প্রত্যেক কোণ থেকে সবুজ রঙের ধোঁয়া বেরিয়ে সমস্ত ঘরটা ভর্ত্তি করে ফেল্‌ল। সবগুলি পথ চীৎকারে ভরে উঠল, আর এরই মধ্যে একটা লোক যেন বেপরোয়া ভাবে চেঁচাতে লাগল।

কতক্ষণ সব চুপ।

তারপর ঘরের একদিক দিয়ে একটা অদ্ভুত মূর্ত্তি ঢুক্‌লো, চোখে বড় বড় গোলগোল চশমা, মুখে গ্যাস-মুখোস। সে হাত তুলে একটা বোঝা ঘরের ভিতর ছুঁড়ে পালিয়ে

গেল। সমস্ত ঘরখানা কেঁপে উঠ্‌লো। দেয়াল চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। ঘরের বাকী রইল কেবল কতগুলি ইঁট, সুড়কী, বালি।

কিন্তু এততেও কিছু হ'লোনা। স্পার্‌লিংএর লোকেরা এবারেও দেরী করে ফেলেছে।

পনেরো

এক দিনের রাজা

রোজার ও জ্যাক টেবিলের কাছে বসে বসে নম্বর গুণ্‌ছিল।

রোজার বল্‌ল, 'বিয়াল্লিশ। এইরে, জ্যাক তিন নম্বরে হেরে গেছি। আর একবার খেল্‌ব?'

'না ভাই, এবারে ঘুমোন যাক্‌।'

তারা দু'জনে দেয়ালের সঙ্গে যে দিকে বিছানা করা ছিল সে দিকে তাকাল। বিছানা মানে মাটির উপর তোষক, আর কম্বল পেতে বিছানা করা হয়েছে। তারই সাম্‌নে আর একটা ছোট টেবিলে কিছু কিছু খাবার। তারা দুপুরে খেয়ে যা বাকী ছিল তাই।

জ্যাক বল্‌ল, 'আমি একটু ভোজ-কাতুরে হয়ে উঠ্‌ছি। তাদের কি হয়েছে কে জানে? আজ চা-ও পেলাম না, রাত্রের খাবারও না। আচ্ছা ধর, যদি ওঁরা ভুলে গিয়ে থাকেন যে আমরা এখানে আছি কিম্বা যদি তাঁরা অন্য কোথাও চলে গিয়ে থাকেন?—তা হ'লে আমাদের উপোস করেই মরতে হবে।'

রোজার বল্‌ল, 'পাগল নাকি। তাঁরা কিছুতেই ভুলে যাবেন না। অন্ততঃ মিঃ ভাইডফ তো কিছুতেই নয়, এ বাজী রেখে বল্‌তে পারি।'

জ্যাক বল্‌ল, 'বেশ আছি, বন্দীর মত—না? বুঝতে পারছি না ব্যাপারখানা কি।'

রোম থেকে এসে অবধি তারা এ ঘরে আছে, যতরকমে পারে সময় কাটাবার চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই তারা বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছে না কেন তাদের এরকমভাবে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

রোজার কি যেন একটা বল্‌তে যাচ্ছিল, ঠিক এরকম সময়েই বাইরে তালা খোলার শব্দ হ'ল। তারা টেবিল ছেড়ে খোলা দরজার দিকে চেয়ে রইল। একে একে চার জন ঘরে ঢুকলেন।

ব্যাঙ্‌ ভদ্রলোক একটু হেসে বল্‌লেন, 'খবর কি ভায়ারা?' অন্য সকলের মত তারও পোষাকময় ধুলো, পায়ের বুট কাদায় ময়লা, কাঁধে কাদা, যেন কোন ছোট গর্ত দিয়ে কোন রকমে তিনি বেরিয়ে এসেছেন।

রোজার বল্‌লো, 'আপনাদের কি হয়েছে?'

ভাইডফ বল্লেন, 'কেন, আমাদের এ অবস্থা দেখে? অবশ্য আমাদের মত যদি তোমাদেরও প্যারীর তলা দিয়ে যেতে হ'ত তবে তোমরাও কিছু সুন্দর থাকতে না।'

অন্য কেউ কোন কথা বল্লেন না। রোজার আড়চোখে চেয়ে দেখলো যে তার বাবার মুখ ভারী গম্ভীর।

ক্রুণ দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন। তারপর চারজন এমন ভাবে ছেলেদের দিকে তাকাতে লাগ্‌লেন যে তারা ভয়ঙ্কর অস্বস্তি বোধ করতে লাগ্‌ল। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাদের মনে হ'তে লাগলো, তারা যেন কি একটা দোষ করেছে। শেষকালে জ্যাক আর থাকতে না পেরে বল্ল, 'আমরা ভাবছিলাম যে আপনারা বুঝি আমাদের ভুলে গেছেন। আমরা ঘুমুতে যাচ্ছিলাম।'

ব্যাঙ্ বল্লেন, 'দুঃখের বিষয় তোমরা বোধ হয় এ রাত্রে আর ঘুমুতে পাবে না। মনে হয় জোছ্‌নারাতে তোমাদের একটু এ্যারোপ্লেনে বেড়াতে হবে—বেশ মজার ;—নয়?' বলে তিনি একটু হাস্‌লেন।

জ্যাক বলে ফেল্‌ল, 'কোথায়?' তারপরেই মনে পড়লো, তাদের জিজ্ঞেস করবার কোনই অধিকার নেই, তারা কেবল কাজ করে যাবে, তাদের কেবল কাজেই অধিকার।

আবার সব চুপ, তাদের মনে হ'ল, জার্ম্মাণ ভদ্রলোককেই যেন তাদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য বলা হয়েছে, এমন কি রোজারের বাবা পর্য্যন্ত মুখ খুল্‌লেন না।

ভাইডফ বলে চল্‌লেন, 'এইমাত্র আমরা খবর পেলাম যে তোমাদের বয়সী দুইটী ছেলেকে হত্যা করা হবে। যদি দরকার হয়, তবে তোমরা কি তাদের জায়গায় প্রাণ দিতে পারবে? এ যদি সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য না হোত তা হ'লে আমরা তোমাদের বল্‌তাম না, কিন্তু পৃথিবীর শান্তির জন্য এ দরকার হয়ে পড়েছে।'

রোজার হাঁ ক'রে চেয়ে থেকে বল্‌লো, 'হত্যা!'

'এঁ্যা' বলে জ্যাক রোজারের দিকে চাইলো। রোজার চাইলো জ্যাকের দিকে।

চার গোয়েন্দা তাদের একদৃষ্টে দেখতে লাগ্‌লেন। কতক্ষণ চুপ, তারপর রোজার বল্‌লো, 'আমার, আমার কোন আপত্তি নেই।'

জ্যাক বল্‌লো, 'আমারও না।'

ভাইডফ হেসে বল্‌লেন, 'বাঃ এই তো চাই। তা হ'লে এক্ষুণি তোমাদের রওয়ানা হ'তে হবে। বাইরে একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, তাতে করে তোমরা Le Bue এ্যারো-ড্রোমে চলে যাও বাদবাকী সব নিজেরাই বুঝবে, আর কিছু বল্‌তে পারছিনে।'

তিনি দরজাটা খুলে জ্যাক রোজারকে বাইরে যাবার ইঙ্গিত করলেন।

ঠিক যেমন ভাবে তারা ছিল, ঠিক সেই বেশভূষায় তারা দরজার দিকে এগোতে লাগল। মিঃ গ্রেভিলের কাছাকাছি এসে রোজার বল্‌ল, 'আসি বাবা।'

'তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।' তার বাবা বল্‌লেন।

এক মুহূর্ত্ত পরে তারা দু'জন ভাইডফের পেছন পেছন বাইরের হলঘরের ভিতর দিয়ে রাস্তায় এসে পড়লো। ভাইডফ সামনের মোটর গাড়ীর দরজাটা খুলে দিলেন, ছেলেরা ভিতরে গিয়ে বস্‌ল। দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ঝড়ের বেগে ছুট্‌লো।

তারা জান্‌তো যে তারা প্যারীর সহরতলীতে থাক্‌তো, কিন্তু প্যারীর কিছুই তারা দেখেনি। এখনও কিছু দেখতে পেলোনা। দু'দিকে গাছওয়ালা এক রাস্তা দিয়ে তারা চল্‌লো, সারি সারি অন্ধকার বাড়ী দু-ধারে। হঠাৎ সামনে একটা যেন আলোর বন্যা ছুটে গেল। মোটর গাড়ীর হেড্‌লাইট দেখে কে যেন একটা সার্চ্চলাইট জ্বালিয়ে দিল। সামনে একটা মাঠের মাঝখানে একটা এ্যারোপ্লেন, তারা শুন্‌লো, ইঞ্জিনে ষ্টার্ট দেওয়া হয়েছে।

তাদের গাড়ী প্লেনখানার পাশে পৌছুতেই এক ভদ্রলোক দরজাটা খুলে দিলেন।

বল্‌লেন, 'লাফিয়ে উঠে পড়।'

তাদের সামনের পাইলটের জায়গায় এক ভদ্রলোক বসে, পেছনের দরজাটা খোলা। তারা পেছনে বসে পড়লো। তাদের কোলের দিকে একটা বাক্স এগিয়ে দিয়ে পাইলট ইঞ্জিনে মন দিলেন।

এ্যারোপ্লেন সামনে এগিয়ে চল্‌লো, তারপর আস্তে আস্তে বৃত্তাকারে উপরে উঠতে লাগল।

পর পর কতগুলি অদ্ভুত ঘটনায় পড়ে পড়ে তাদের কাছে হঠাৎ কিছু করাটা আর কিছু আজব ঠেকে না। তারা জানালা দিয়ে প্যারী সহরের আলো দেখতে পেলো, ইফেল টাওয়ার বিরাট মূর্ত্তি নিয়ে যেন প্যারী সহর পাহারা দিচ্ছে।

এ্যারোপ্লেন ক্রমেই উপরে উঠতে লাগলো। সাদা আলোগুলি ক্রমেই ক্ষুদ্রতর হয়ে আস্‌তে লাগলো। জ্যাক একটু ঝুঁকে পাইলটকে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'তাতো জানি না।'

তারা দেখলো, ভদ্রলোক জাতে ইংরেজ, মাথায় টুপি নেই, কিন্তু চুলে পাক ধরতে আরম্ভ করেছে। মুখখানা সুন্দর বলা চলে না, আর মুখে এমন একটা স্থিরপ্রতিজ্ঞ ভাব যে মনে হয় যুদ্ধবিগ্রহ তাঁর কাছে ছেলেখেলা।

তিনি বল্‌লেন, 'আমি বেতারে সব খবর পাবো। আমি প্রায় হাজার মাইলের আন্দাজ তেল নিয়েছি।' ছেলেরা দেখল, সত্যি সত্যি তাঁর দুই কানে দুইটা হেড্‌ফোন।

তারা অবাক হয়ে বল্‌লো, 'হাজার মাইলের?'

বিমান পোতের altimeter-এ তারা দেখ্‌লো যে তারা প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচুতে উঠে গেছে। এবারে বেশ বড় বৃত্ত নিয়ে চারিদিকে ঘুরতে লাগলো। পাইলটও যেন কান পেতে কি শুনতে লাগলেন। তারপরই হঠাৎ ম্যাপের দিকে চেয়ে একটু নেমে,

সোজা চল্‌তে লাগলেন। বোঝা গেল, কোথায় যাওয়া হচ্ছে, সে খবর তিনি পেয়েছেন।

জ্যাক বল্‌ল, 'কোথায় যাচ্ছি ?'

পাইলট ফিরে তার দিকে একবার তাকিয়ে বল্‌লেন, 'পৌছুলেই জান্‌তে পার্‌বে।'

আবার রহস্য। তারা একজন আর একজনের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

জ্যাক বল্‌লো, 'ভদ্রলোক প্রায় হাজার মাইলের কথা বল্‌চেন। তার মানেতো বুঝ-তেই পার্‌ছো। আমার কথা হ'লো, এ রকম ভাবে আমাদের না খাইয়ে তারা রাখচে এ সহ্য হয় না। সেই দুপুরে খেয়েছি।'

রোজার হাতের ঝুড়িটা দেখিয়ে বল্‌লো, 'দেখাযাক্‌, এতে কি আছে, খাবারই হয় তো।' খুলে সত্যি সত্যি দেখা গেল খাবার। একটা মুরগী রোষ্ট করা, কিছু পাঁউরুটী, কয়েকখানা স্যাণ্ডউইচ, কয়েকটা কলা, আলুসেদ্ধ, ছোলা, নেবু, আর চার বোতল সোডা।

জ্যাক বল্‌ল, 'এ নিশ্চয়ই ভাইডফের কাজ, বাস্তবিক চমৎকার ভদ্রলোক।'

তারপর তারা চুপ ক'রে খেতে লাগলো, মধ্যে মধ্যে পাইলটকেও খাবার দিতে লাগল। পাইলট ভদ্রলোক বেশ। তাদের সঙ্গে অনেক আলাপ কর্‌লেন কিন্তু তারা যে কোথায় যাচ্ছে সে কথাটা কিছুতেই বললেন না।

সময় যতই যেতে লাগল, জ্যাক রোজারের ঘুম পেতে লাগলো। শেষকালে সত্যি সত্যি তারা ঘুমিয়ে পড়লো। যখন উঠলো তখন পোতের জানালা দিয়ে ভেতরে আলো আস্‌ছে।

দু'জনে জেগে বাইরের দিকে চাইলো। ঠিক নীচে একটা হ্রদ, তারপরেই একটা বন। তারপরেই একটা বেশ বড় সহর, রেললাইনগুলি যেন তাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ধরেছে।

জ্যাক জিজ্ঞেস কর্‌ল, 'এ জায়গাটার নাম কি ?'

'বার্লিন।'

'বার্লিন!' বিস্ময়ে তারা বল্‌ল।

রোজার বল্‌ল, 'অর্থাৎ পাঁচশো মাইল। বেশ আছি, দিনকয়েক আগে রোম, কাল প্যারী, আজ বার্লিন। আঃ এই তো জীবন জ্যাক।'

জ্যাক বল্‌ল, 'বেশ লাগছে ?'

'হ্যাঁ, কেন তোমার ভাল লাগ্‌ছে না ?'

'কি করে লাগে বল ?—যদি তুমি জান্‌তে পাও যে এই এ্যারোপ্লেন চড়া মানে মৃত্যুর দিকে আর একটু এগিয়ে যাওয়া, তা হ'লে আরামটা কি খুব বেশী পাওয়া যায় ?'

এতক্ষণ অবধি এ সম্বন্ধে কোন কথাবার্ত্তাই হয়নি। এবারে খাবারের শেষটুকুন শেষ কর্‌তে কর্‌তে তারা এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা বল্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু তারা কতটুকুনই বা জানে, কাজেই কথা আর বেশীদূর এগোল না। কেবল তাদের চোখের সাম্‌নে ভাস্‌তে লাগল চার গোয়েন্দার চারটি মূর্ত্তি—স্থির, নির্ব্বাক্‌ মূর্ত্তি।

• উড়ে চল্‌লো তারা অনেকক্ষণ অবধি, একটার পর আর একটা সহর পার হয়ে তারা উড়ে চললো। শেষকালে একটা বনের কাছে একটা ছোট সহরের উপর এসে নীচের দিকে নাম্‌তে লাগলো।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এ্যারোপ্লেনখানা একটা মাঠে নেমে বনের দিকে খানিকটা এগিয়ে গেল। এঞ্জিন থামিয়ে পাইলট বেড়িয়ে এলেন, তাদেরও বেড়িয়ে আস্‌তে ইঙ্গিত করলেন। রোজার জ্যাক লাফিয়ে মাটিতে পড়লো। ঘাসের শিশির তখনও শুকায় নাই।

ভদ্রলোক একটি কথা না বলে গাছের ভেতর দিয়ে চল্‌তে লাগলেন, রোজার জ্যাকও তাঁর পেছন পেছন চল্‌লো। পথটা একটা অরক্ষিত বাগানের ভিতর দিয়ে গিয়ে সামনের একটা বাড়ীর দোর অবধি গেছে। ছেলেরা চারিদিকে ভালো করে দেখবারও সুযোগ পেলোনা, কারণ পাইলট ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা চাবি বের করে ঘরে ঢুক্‌লেন।

সেই দোর দিয়ে একটা ছোট রাস্তায় গিয়ে পড়তে হয়, তার অন্য দিকে আর একটা দরজা। এ দরজাটাও ভদ্রলোক খুললেন, তারপর বাইরে দাঁড়িয়ে তাদের ভেতরে যেতে ইঙ্গিত কর্‌লেন। ছেলেরা ঘরে ঢুক্‌লে তিনি বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

রোজার জ্যাক চেয়ে দেখল, তারা যেখানে এসে উঠেছে, সেটা একটা ঘর, বেশ বড় ঘর, তারই একধারে দুটো বেশ ভালো বিছানা। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল। তার উপর দুটো বড় রুটি, ডিম, মাংস, শাক সেদ্ধ এবং বেশ বড় দু গ্লাস দুধ।

জানালা দুটো বেশ মোটা লোহার পাত দিয়ে আটকানো তবে তার ভেতর দিয়ে আলো বেশ আসে। আরেক পাশে আর একটা টেবিল। তার উপর ঘরে বসে বসে খেলা যায় এমনি প্রায় বারোটা খেলা ; একটা এয়ারগান ও কয়েকটা ছোট ছোট গুলি।

রোজার চারিদিকে চাইতে চাইতে বল্‌ল, 'এযে দেখতে পাচ্ছি, আমাদের জন্যই ঠিক করা হয়েছে। অনেক বাজে বাজে খেলা আছে দেখতে পাচ্ছি। তারপর বন্দুকটা দেখতে দেখতে বল্‌লো, 'এটা জার্ম্মাণীতে তৈরী কিন্তু মনে হচ্ছে বেশ ভাল জিনিষ।'

জ্যাক বল্‌ল, 'আরও ক'দিন যে এ ঘরে বন্দী থাক্‌তে হবে, তাই ভাব্‌ছি।'

তা বলবার তাদের কোন উপায় ছিল না। তাদের সব চেয়ে আজব লাগছিল এই ব্যবস্থাটি। যেখানে যা দরকার, ঠিক সেখানে যে জিনিসটি তারা সর্ব্বত্র পাচ্ছে। কী অদ্ভুত, কী শক্তিশালী এই দল।

ক্ষিধেও তাদের বেশ পেয়েছিল, কাজেই খাবারগুলি উঠে যেতে বেশী দেরী হ'লো না। দুপুরে পাইলট আবার এসে খাবার দিয়ে গেলেন।

এ রকম ভাবে তিনদিন গেল। চারদিনের দিন দরজা খুলে ঢুকলেন ভাইডফ ও সেলডন ক্রুণ।

ব্যাঙ মশাই বললেন, 'কোন অসুবিধে হয়নি তোমাদের ? বেশ এবারে তোমাদের কাজ করবার সময় হ'য়েছে।'

ক্রুণ দরজাটা বন্ধ করে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভাইডফ তাঁদের দিকে এগিয়ে এলেন। জ্যাক যেন কি বলতে চাইলো, তিনি হাত দিয়ে বারণ করে বললেন।

'না না, যা কিছু বলবার তা আজ আমিই বলবো। তোমরা এখানে নামবার সময় কাছেই একটা ছোট সহর দেখেছিলে ?—বেশ। এই সহরটি হ'লো Estvia-এর রাজধানী। এই দেশ শাসন করে তোমাদের মতই দুটি ছোট ছোট ছেলে। অবশ্য তাদের একজন গার্জিয়ান আছেন, কিন্তু ছেলেরাই হ'লো আসল দেশের কর্ত্তা, আর দেশের সকলেই তাদের খুব ভালোবাসে।

'আজ সকালে তারা একটা উৎসব উপলক্ষে যাবে। তাদের যাবার পথে, কিম্বা টাউন হলে কিম্বা ফিরবার পথে, এক জায়গায় স্পারলিং তাদের মেরে ফেলবে। এই মারা ব্যাপারটা করবে পাশের দেশের পোষাক পরা একজন লোক। কাজেই Estvia যাবে ক্ষেপে, আরম্ভ হবে যুদ্ধ। বুঝতে পেরেছো ?'

তারা মাথা নাড়লো।

তিনি বলে চললেন, 'যদি আমরা সরকারকে জানাই তা হ'লে তারা ছেলে দুটীকে যেতে দেবেন না কিন্তু তাতে বেশী কিছু হবে না। স্পারলিং-এর সব চেয়ে সুবিধা যখন হবে তখন মারতে চেষ্টা করবে। কাজেই এটা এত দরকার যে তোমাদের তাদের জায়গা নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

'যদি তোমরা যাও, আমরা যদ্দূর সম্ভব তোমাদের বাঁচাতে চেষ্টা করবো কিন্তু বিপদও নেহাৎ কম নয়। যদি স্পারলিং সফলকাম হয় তা হ'লে তোমাদের বেশ ক্ষতি হবে কিন্তু তোমরা তো আর রাজপুত্র নও, কাজেই যুদ্ধ হবে না।

'কাজেই আমি পল ভাইডফ, তোমাদের জিজ্ঞেস করতে এসেছি, তোমরা তোমাদের এই আত্মবলিতে রাজী আছ কি না। পৃথিবীর শান্তির জন্য তোমাদের এ স্বার্থত্যাগ আমরা করতে বলছি। যদি তোমরা 'না' কর তবে তোমাদের খুব বেশী দোষ দিতে পারিনে। কিন্তু যদি হাঁ বল' তবে আমি, রোজারের বাবা, মিঃ ক্রুণ, আর মিঃ লেরু প্রাণ দিয়ে তোমাদের বাঁচাবার চেষ্টা করবো।'

তিনি চুপ করলেন।

রোজার বলল, 'আমরা তো প্যারীতেই বলেছি, আমরা আনন্দে এ আত্মদানে রাজী আছি।'

জ্যাক বললো, 'আমিও।'

ভাইড্‌ফের চোখ দুটো চক চক করে উঠলো। 'বাঃ এইতো চাই।' তিনি বললেন, 'তা হ'লে ঐ কথাই রইলো। এবারে একদিনের জন্য তোমরা রাজা হবে।'

জ্যাক একটু হেসে বিড়বিড় ক'রে বললো, 'আজ রাত্রে কি হবো তাই ভাবছি।'

[চলবে]

কঠিন

——শ্রীসুধাংশু রায়

আমার মনের একটী কথা কাউকে বলিনি।
কেমন করে কেমন হ'ল একটু ভুলিনি॥
কত যে পেয়েছি ব্যথা, বলব আজি সে সব কথা,
রুদ্ধ কবাট খুলব যাহা বল্লে খুলিনি।

নাম হ'ল তার সরলকুমার মোহন পুরে ধাম,
মস্ত বড় বাড়ী তাদের মস্ত মস্ত থাম,
একটী বড় থামের মাথায়, পায়রা দুটী বাসা পাতায়,
বছর বছর—কভু তা'রা জায়গা ভোলেনি।

ইচ্ছা হ'লে যখন তখন বিনা অপরাধে,
মই নিয়ে সব ছেলের দল ওঠে থামের মাথে,
থামের মাথে উঠে পরে, বাচ্চা তাদের ধ'রে ধ'রে,
পেটে পোরে— তবু তারা বাসা তোলেনি।

দুপুর বেলা সে দিন তখন ছেড়ে বই,
কজন ছেলে উঠল কিনা নিয়ে মই,
আমি বলি, "যাব চল," ছেলেগুলো হুমকী দিল
বল্লে, "তুই তো যাওয়ার মত আজও হলিনি।"

হয়ত তখন বাচ্চাগুলি মায়ের কোলে বসে,
মনের সুখে ঘুমাচ্ছিল বাবা হয়ত পাশে,
এমন সময় ছেলের দল, বল্লে, "ওরে চল্‌রে চল্"
ডেকেনেরে কমল, হীরেণ, সরল নলিনী।

বল্লাম আমি, "কোথায় যাবে, একটুখানি শোন,"
বল্লে তারা, "তোমার সাথে কার্য্য নাইক কোন,"
এই না বলে বেরিয়ে গেল, আমায় ফেলে চলে গেল,
আমি শুধু রইনু বসে, কিছুই ভুলিনি।

বাচ্চা তাদের ধরে এনে থামের তলে,
কাট্‌ল তারা, "জয়মা—মাগো কালী" বলে,
ছিটকে গেল মুণ্ডখানা, ছড়িয়ে গেল দুটী ডানা,
আনন্দেতে নাচ্‌ল সবে, একটু টলেনি।

পায়রা দুটী কাণ্ডখানা, উপর হতে দেখে,
ওড়ে তাদের মাথার উপর, কাঁদে ছেলের শোকে,
ছেলেগুলি মত্ত তখন, দুঃখ এদের বোঝে কখন,
আমার তখন চক্ষু দুটী ছলছলিনী
দেখাই তাদের একটুখানি অশ্রু ফেলিনি॥

বিচিত্রা

ব্যবহৃত ব্লেড বা কামাবার খুর অনেক সময় ঘরের মেজেতে, টেবিলের উপর পড়ে থাকে। এগুলি বড় বিপদজনক, কেটে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশী—তাই দাদার বা কাকার ব্যবহৃত ব্লেড পড়ে থাকতে দেখলে একটা ছোট বাক্সে কি কৌটায় তুলে রাখবে। দরকারের সময় এগুলি দিয়ে পেনসিল কাটতে পারবে কিংবা কাগজ কাটতে পারবে।

*　　　*　　　*

খেলতে গেলে সকলেরই অল্পবিস্তর চোট লাগে কি কেটে যায়। অনেক সময় এই কাটা কিংবা ছড়ার উপর যে আয়োডিন লাগান হয় তাহার দাগ জামা কাপড় নষ্ট করে দেয়। এরূপ দাগ উঠাতে হলে, কাপড়ের বা জামার দাগের স্থানটি প্রথমে ভিজিয়ে নিয়ে তার উপর একটু খাবার সোডা বা সোডি বাইকার্ব দিয়ে ঘসে ধুয়ে ফেলবে। দেখবে আইডিনের কোন দাগই থাকবে না।

*　　　*　　　*

কাপড়ের উপর থেকে তাজা কালির দাগ তুল্‌তে হলে, জায়গাটিকে খানিকটা দুধে ভিজিয়ে তার পর ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেল্‌লে দাগ উঠে যাবে। দুধের বদলে দাগের উপর একটু নুন ছড়িয়ে দিয়ে, লেবুর রস দিয়ে রগড়ে, ঠাণ্ডা জলে নিংড়ে ফেলে রোদ্দে শুকোতে দিলে দাগ মিলিয়ে যায়।

*　　　*　　　*

চামড়ার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসার দরুণ অনেক সময় তৈলাক্ত দাগ ধরে যায়। আধবোতল তিসির তেল নিয়ে ঠাণ্ডা করে তার সঙ্গে আধবোতল ভিনিগার মিশিয়ে সংমিশ্রণটিকে বোতলের মধ্যে নেড়ে বেশ করে মিলিয়ে ফেল্‌বে। এই জিনিসটি তৈরী হলে বোতলে করে ছিপি এঁটে রেখে দিতে হবে। দরকারের সময় তৈলাক্ত দাগ ওঠাবার জন্য এক টুক্‌রা গরম কাপড়ে কয়েক ফোঁটা ঢেলে, চামড়ার উপর ঘষতে হবে তার পর নরম কাপড় দিয়ে ঘষলে চামড়ার দাগ উঠে গিয়ে স্বাভাবিক রং ও উজ্জ্বলতা ফিরে আসবে।

*　　　*　　　*

Joseph Neicepore Neipco নামক এক ফরাসী রসায়নিক সর্ব্বপ্রথম ছবি তোলেন।

*　　　*　　　*

পিটার মিটার হোফার নামে এক অষ্ট্রিয়ান ছুতোর মিস্ত্রী প্রথম টাইপরাইটার নির্ম্মাণ করেন।

———

—খেলাধুলা—

রাজার দল—

এ খেলাটি কয়েকজন মিলে খেলতে হয়। ছেলেদের মধ্যে যারা অন্যদের চেয়ে লম্বা তাদের প্রহরী হতে হবে। প্রহরী দুজন খেলার জায়গার বা ঘরের ঠিক মাঝখানে গিয়ে, নিজেরা এক একটা নাম ঠিক করে পরস্পরকে কানে কানে বলবে—সাবধান, নাম বলবার সময় কেউ যেন না শোনে। নাম যা খুসী হতে পারে যেমন সোনা, রূপা, হীরে, মুক্তো, গোলাপ, পদ্ম ইত্যাদি। বাকী সকলে ততক্ষণে (লম্বা থেকে বেঁটে) পর পর দাঁড়াবে সামনের লোকের কাঁধে হাত দিয়ে (এক লাইনে)। প্রহরী দুজন পরস্পরের হাত ধরে, হাত দুটো যতদূর সম্ভব উপরে তুলে দেবে। এবার বাকীর দল এই হাতে তৈরী ফটকের নীচ দিয়ে গলে চলে যাবে এই ছড়াটি বলতে বলতে,——

"আমরা আসি তাই দুয়ার খোলে,
বন্ধ হয় রাজা চলে গেলে।—"

তাদের যাবার সময় শেষের দিকে প্রহরীরা হটাৎ হাত নাবিয়ে দিয়ে একটি ছোট ছেলেকে বন্দী করতে চেষ্টা করবে। যদি সময় বুঝে তাদের হাতের তলা দিয়ে গলে যেতে পারে, মাথা নীচু করে—তবে সে রক্ষা পাবে। সে যদি ধরা পড়ে প্রহরীরা তাকে ফিস্‌ফিস্ করে নিজেদের পাতানো নাম অনুসারে, জিজ্ঞাসা করে তুমি কি পছন্দ কর, সোনা না রূপো, না মুক্তো না হীরে··· বন্দী যদি সোনা (মনে কর) পছন্দ করে তাহলে সে যে প্রহরীর নাম সোনা তার পিছনে গিয়ে খেলা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রহরীর পিঠে হাত দিয়ে দাঁড়ায়। সে যদি রূপা পছন্দ করে তবে রূপার পিছনে গিয়ে দাঁড়াবে। তারপর প্রহরীরা আবার হাত তুলে ফটক করে দেবে আবার ছেলেরা ঘুরে এসে ফটকের তলা দিয়ে যাবে। এই রকমে যতক্ষণ পর্য্যন্ত রাজা আর তার দলের সকলে বন্দী না হয় খেলা চলতে

থাকে। এর পর অন্য দুটি ছেলেকে প্রহরী হতে হবে। খেলাটি বড় সুন্দর, ঠিক ভাবে খেলতে পারলে খুব মজা হয়।

রাজা ও রাণী ঃ—

যত কাব আছে সমান ভাবে দুভাগে বিভক্ত হয়ে—দুই পংক্তিতে মুখোমুখি বসতে হবে। মোট সংখ্যা কিন্তু জোড় হওয়া চাই, যেমন ছয়, আট, দশ কিংবা বারো। একটি দল হবে রাজার সহচর, অবশ্য দলের একজনকে রাজা হতে হবে। অপর দলটি হবে রাণীর দল, এবং দলে একজন রাণী থাকবে। রাজা তার দলের সকলের নম্বর ঠিক করে ফেলবে যেমন এক দুই তিন চার পাঁচ। রাণী ও তার দলের সকলের নম্বর ঠিক করে ফেলবে, কিন্তু রাজা ও রাণীর দলের নম্বর হবে বিভিন্ন। রাজার দলের লোকদের নম্বর যদি হয় এক দুই, তিন, চার, পাঁচ, তবে রাণীর সহচরীদের নম্বর হবে ছয়, সাত, আট, নয়, দশ। ব'লে রাখা ভাল যে দুদলের মাঝে খানিকটা ফাঁক থাকা চাই।

নম্বর ঠিক হয়ে গেলে, রাজা ও রাণী তাদের নির্দিষ্ট দল থেকে একজনের নম্বর ধরে ডাকবে। মনে কর রাজা ডাকল দুনম্বরকে—দুনম্বর অমনি উঠে দৌড় দিয়ে দুদলকে প্রদক্ষিণ করে নিজের জায়গায় এসে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে। রাজার নম্বর ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই রাণীও একটা নম্বর ধরে ডাকবেন, মনে কর আট নম্বর। আট নম্বর সহচরী অমনি দুনম্বর লোকের পিছনে তাড়া করে তাকে ছুঁতে চেষ্টা করবে। রাজার লোককে সে যদি ছুঁতে পারে তবে লোকটি খেলা থেকে বাতিল হবে সে দানের জন্য, অর্থাৎ সে হেরে যাবে।

এরপর আবার খেলা সুরু হয়। এবার যে যার জায়গায় যাবার পর রাণী প্রথমে নম্বর ডাকবে। মনে কর রাণী ডাকল দশ নম্বরকে, রাজা ডাকল চার নম্বরকে, তাহলে চার নম্বর দশ নম্বরকে ছুতে চেষ্টা করবে তার জায়গায় পৌঁছাবার আগে। রাজার লোক রাণীর লোককে ছুয়ে দিলে রাণীর লোকের হার হবে।

এ খেলায় প্রথমে এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয় ইত্যাদি নম্বর করে জোর নম্বরদের রাজার ও বিজোড় নম্বরদের রাণীর করলেও চলে।

"পদ্ম পিসি" 'কিগো বাছা" ঃ—

এ খেলাতে যত জন খুসী খেলা যায়। প্রথমে রাম দুই সাড়েতিন করে গুণে একজনকে চোর করতে হবে। যে চোর হোল তাকে হতে হবে পদ্ম পিসি। পদ্ম পিসির চোখ একটা রুমাল দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। চোখবাঁধা পদ্ম পিসিকে মাঝখানে রেখে বাকী সকলে হাত ধরাধরি করে ঘুরবে নিঃশব্দে। পদ্মপিসি হাত বাড়িয়ে আঙুল দেখালেই যে যেখানে আছে থেমে যেতে হবে। পদ্মপিসির আঙুলের সামনে যে মেয়ে থাকবে তাকে বলতে হবে—"পদ্মপিসি"। গলার আওয়াজ শুনে পদ্মপিসিকে বলতে হবে তার নাম কি—"কিগো বাছা, তোমার নাম অমুক"। পদ্মপিসি যদি ঠিক লোকের নাম বলতে পারে তাহলে সে খালাস পায় আর যার নাম বলা হয়েছে তাকে পদ্মপিসি হতে হয়। ঠিক

বলতে না পারলে, খেলা চলতে থাকে। তবে এক লোক তিনবার বলতে না পারলে, লোক বদল করাই ভাল।

"এক, দুই, তিন, চার—না" ঃ—

এ খেলাটি বর্ষার দিনে ঘরে বসে বেশ হয়। সকলকে গোল হয়ে বসতে হবে, নম্বর করে। নম্বর না করলেও চলে। খেলাটি খুব সোজা, কিন্তু একটু বুদ্ধির দরকার। সকলকে এক, দুই, তিন, চার···করে নম্বর বলে যেতে হবে, কিন্তু কতগুলি সংখ্যাতে "না" বলতে হবে। একটা সংখ্যা নাও পাঁচ। বেশ এইবার সকলে নম্বর বলে যাব,, পাঁচ বা যে সংখ্যায় পাঁচ যায় তার জায়গায় "না" বলতে হবে—যেমন পাঁচ, পঁচিশ, দশ, পনের, ত্রিশ ইত্যাদি। এই সব সংখ্যা উচ্চারণ যে করবে, তাকে খেলা থেকে বাদ দেওয়া হয়। শেষ পর্য্যন্ত যে ঠিক বলতে পারে তার জয় হয়।

পাঁচের বদলে যে কোন সংখ্যা বেছে নেওয়া যায়—সাত, আট, যা খুসী ; কিন্তু খেলার রীতি একই। সাতের বেলায় সাত, চোদ্দ, একুশ, আটাশ প্রভৃতি সংখ্যার বদলে "না" বলতে হবে। একই খেলায় দুটো সংখ্যায় না বলা যায়। স খ্যা দুটি যদি পাঁচ আর সাত হয় তবে পাঁচ, সাত, দশ, চৌদ্দ, পনের একুশ প্রভৃতি সংখ্যা উচ্চারণ করলে খেলা থেকে বাতিল করে দেওয়া হয়।

বাজনার সঙ্গে খেলা ঃ—

এটি বিলাতী খেলা। এ খেলায় একটা বাজনা দরকার, বাঁশী, বেহালা, পিয়ানো, হারমোনিয়ম প্রভৃতির যে কোন একটা হলেই চলে। এক জনকে চোর করে ঘরের বাইরে বের করে দেওয়া হয়। ঘরের ভিতরের লোকরা ঠিক করে চোর এসে একটা কিছু করবে বা ছোঁবে। ঠিক হবার পর চোরকে ভিতরে আসতে বলা হয়, সঙ্গে সঙ্গে বাজনা বাজতে থাকে। চোর যত সঠিক জিনিসের কাছে যায় বাজনা তত জোরে বাজতে থাকে। বাজনা শুনে আন্দাজে সে সঠিক জিনিসটি ছুঁতে চেষ্টা করে। এ কথা না বল্লেও চলে যে জিনিসটি থেকে যত দূরে যাবে বাজনা তত আস্তে আস্তে বাজবে। এই রকমে লোক বদলি করে খেলা চলতে থাকে।

মিহিজামীয়

('তিন-দুই' লিখিত)

১মা২য় কলিকাতা গ্রুপ এবার ডিসেম্বর মাসে মিহিজামে তাঁবু ফেলে এক সপ্তাহ কাটিয়ে এসেছে। আজকাল লোকের ভূগোল-জ্ঞান কমে আস্‌ছে, তাই বলে রাখি মিহি-জাম হচ্ছে সাঁওতাল পরগণার মধ্যে মধুপুর হ'তে দু' ষ্টেশন আগে। এখানে প্রচুর ধুলা কাঁকর, উঁচু নীচু জমী আছে ; আঁকা বাঁকা রাস্তা আছে গোটা দুই-তিন ; তিন চারটা ছোট ছোট টিলাও এধার ওধার ছড়ান আছে।

প্রতিবারকার মত এবার ও দলে তারা বেশ পুরু ছিল। মাথা গুন্‌তি তিন কুড়ির ধাক্কা। খোকা নেকড়েরা ঐ সঙ্গেই তাদের বাৎসরিক বেড়ানটাও সেরে নিয়েছিল। ভাগ্যে তারা ক'দিন আগে ফিরে এল, নইলে স্কাউট বাবাজিরা ফাঁফরে পড়তেন। উৎপাত কি কম! হোক্‌না খোকা, নেকড়ে ত বটে! বছর কতক বাদে ঐ ডানপিটেরাই দলে আস্‌বে, এই আতঙ্কেই অনেকের মুখ শুখাতে দেখেছি।

মিহিজামে কর্ত্তা ছিলেন এক নতুন জন ভারী দিলুখুশ্‌ লোক। সিসি'র (সিসি—টিসি নয়—C. C. বা ক্যাম্প চীফ্‌) আস্তানায় ঢুঁ দিলেই গরম চা বরাদ্দ ছিল। ফেরার মুখে খালি একদিন দিল্‌লগী হ'বার উপক্রম হ'য়েছিল।

ছোটকর্ত্তাই বাস্তবিক একা-একশ' ছিলেন। ডাণ্ডাগুলো বাদ দিলে তাঁবুগুলোর যে অবস্থা হয়, ছোটকর্ত্তা বাদে কাম্পেরও সেই অবস্থা হ'ত। বৎসরান্তে ছোটকর্ত্তাকে বড়কর্ত্তা রূপে দেখতে পাবার আশা রাখি।

রসদ দাদা বেশ 'দুদল বান্দা' ছিলেন। নেকড়ে-আমলে 'খাড়ী বনে ছিলেন—পরে খালি রসদ-দাদা। বেচারীর বড় আক্ষেপ, ভীমচাচা বিহনে অসম্পূর্ণই থেকে যেতে হ'ল। প্রতিদিনই সবাই একবার কল্‌কাতার দিকে তাকাত'—ভীমের গদাসহ আবির্ভাবের আশায়। কিন্তু তাঁর কি সব কাজ থাকাতে গৃহত্যাগ করে উঠতে পারেননি। 'গদার বদলে বেতরূপী হ্যাজিক্‌ খোকার হঠাৎ আগমন সকলকে পুলকিত ক'রেছিল।

'মাণিক জোড়ের' মিল, মিহিজামে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা মনে করতেন ছোটকর্ত্তাকে উৎসাহ দিয়েই তাঁদের কর্ত্তব্যের শেষ হয়েছে। অনুষ্ঠানে ছোট-কর্ত্তাকে বিশেষ সাহায্য না করলেও তাঁর গৃহস্থালীতে 'মাণিক-জোড়'কে বাদ দিলে চল্‌তই না। এক গোয়ালের বলে তাঁর সঙ্গে তাঁর জোড়-মন্ত্রীর মানিয়ে গিয়েছিল বেশ।

একটা জিনিস এবার মিহিজামে ধরা পড়েছে। আজকাল শ্রম-বিমুখ ছেলের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। আগের সঙ্গে তুলনায় রাঁধুনীরাও সংখ্যায় কমেছে। ফলে রান্না-খাওয়াটা বেশীর ভাগ দলেরই জুৎসই হয়নি। এক ব্যক্তি, বাঙালী সৌন্দর্য্য চর্চ্চা করে না, এ

কথার অযৌক্তিকতা প্রমাণ ক'রবার জন্য এক পুঁটলী প্রসাধন সামগ্রী এনে হাজির করে-ছিলেন। হাতের সৌন্দর্য্য নষ্ট হবার ভয়ে তিনি নাকি বাসনমাজার দিকে মোটে এগোতেন না। এই নিয়ে পি-এল্ এর সঙ্গে তাঁর বচসা লেগেই থাকৃত।

এবারে দেখলাম পাখীদের মান গিয়েছে। এক সময়ে পেট্রল ঠিক করবার সময় পাখীর নামই বেশী শোনা যেত; আজকাল সে রেওয়াজ গিয়েছে। পাঁচটা পেট্রল করা হয়েছিল; বাঘ, গণ্ডার, ষাঁড়, শেয়াল ও মহিষ, এই একসার তাঁবু ছিল, সিসি আর ছোটকর্ত্তার দুই তাঁবু দুই কিনারে ছিল।

তিনখানা ক'রে খবরের কাগজ রোজ রাত্তে বার হত। তার কোনটা যদি ভাল! দুদিনেই সব কটা একঘেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শেষের দিকে ক'দিন ক্যাম্পফায়ারটা খুব জ'মেছিল। আজকাল ছেলেদের হাস্‌বার ক্ষমতাও বোধ হয় কমে গিয়েছে।

স্থানীয় ভদ্রলোকদের (বেশীর ভাগই বেড়াতে আসা বাইরের লোক) উৎসাহের সীমা ছিল না। তাঁদের ব্যবহারে মনে হ'ত, সিনেমা-তামাসা-কোলাহল-মুখরিত সহর ছেড়ে এসে এই নির্জ্জন একঘেয়ে একটানা শান্তিতে তাঁরা হাঁফিয়ে উঠেছেন। ক্যাম্পের নূতনত্ব টুকু তাঁরা ষোল আনা উপভোগ ক'রে নিয়েছেন। অবশ্য ডানহাতের ব্যাপারে তাঁদের মনোযোগ ছেলেদের পক্ষে অতীব হিতকারী হয়েছিল। গ্রুপের একটি তরুণ অফি-সারের বাগদান সম্পর্কে ফেরার দিন প্রচুর আহারের ব্যবস্থা হয়েছিল।

[illegible]র বার ক্যাম্প হওয়া পর্য্যন্ত ছেলেদের কতগুলো জিনিস স্পষ্ট মনে থাকবে। যেমন,—

১। সিসির [illegible]
২। ছোটকর্ত্তার "রোল্-আপ্'।
৩। "আমি [illegible] হবার "অ'াই?"।
৪। [illegible] "প্রণমি তোমারে চলিব নাথ" গানটি।
৫। [illegible] দুর হাসি।
[illegible] "[illegible] গায়েতে করমর।"
৬। মাণিকজোড়ের মিল।
৭। কুন্‌কে-ষাঁড়।

ফেরার কিছু আগে ছোটকর্ত্তা যে প্রার্থনাটি করেছিলেন, সকলের মনেই তা জেগেছিল। মিহিজামের মাঠ আগের মতই পড়ে রইল, তারি মাঝে সাত দিন একজোটে বাসা বেঁধে পরস্পরের ব্যবহারে যে আবহাওয়াটুকু তৈরী হ'ল, তার মিঠে রেশটুকু নিয়ে ১মা২য় কল্‌কাতা গ্রুপের নাগরিক জীবন এক বছর চল্‌বে।

রাজারামপুর ক্যাম্প।

—শ্রীনরেশ চন্দ্র মজুমদার।

Scoutingএ অনেকদিন থেকেই আছি। সমস্ত বছরে যা কিছু শিখতে পারি তার চাইতে কিছু বেশী শেখা যায় ৭ দিন Campএ। এই আমার ধরনা। গত Good Fridayতে বাড়ীর তাড়নায় আমাকে Kurseong যেতে হয়ে ছিল। সুতরাং Ranchi Campএ যাওয়া আমার ভাগ্যে গেল না। এবার যখন December মাস এল তখন ভাবলাম আমার ট্রুপের Camp কোরবো। কিন্তু নুতন ট্রুপ বলে সম্ভবপর হয়ে উঠলো না। যখন শুনলাম 2nd Troop Camp করবার জন্য আমদের Troopকে নিমন্ত্রণ করেছে তখন সত্যই খুব স্ফুর্ত্তি হোল। বুঝলাম ভগবানের দয়া আছে। Camp Committeeর Meetingএ নিমন্ত্রন পেলাম] সময় মত উপস্থিত হলাম কিন্তু ভাগ্যদোষে হলাম Hony. Secretary। যদিও Ranchi Campএ যেতে পারিণি তবুও অদৃষ্টে আছে দূরে Camp তাই হোল। শ্রীযুক্ত নরেশ বোস মহাশয় আমাদের নিমন্ত্রন করলেন। সে যায়গাটি Rajarampur। ট্রেনে Lalgola ১৪৫ মাইল, সেখান থেকে ৪ ক্রোশ হাটতে হয় অবশ্য গরুর গাড়ী পাওয়া যায়। তিনি আমাদের সব বিষয় সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হলেন। সুতরাং Camp Committee বিনা বাক্যবয়ে Rajarampur যাবার জন্য স্থির করিল। কিন্তু যখন নরেশবাবু শুনলেন যে অনেক ছোট কাব যাবে তখন তিনি Rajarampur যাওয়ার বিরুদ্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। বল্লেন অনেক ছোট ছেলে আছে হাঁটতে পারবে না ইত্যাদি কত কি। তিনি Ichhapurএ যায়গা দেবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। একথায় কি আমরা কান দিই? কারণ আমরা Scout তার উপরে Ichhapur কলিকাতায় সামনে আর Rajarampur—কোন কথা না শুনে আমরা Rajarampur যাওয়া ঠিক করলাম। নরেশবাবু আমাদের সঙ্গে যেতে পারবেন না বলে খুব দুঃখ করলেন। কিন্তু আমরা সঙ্গী হারা হলাম না কারণ আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন নরেশবাবুর বন্ধু এবং আমাদের S. M. বিমলদার কাকা শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব চরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। অবশ্য একটা না স্বীকার করা আমাদের পক্ষে খুবই অন্যায় সে অপুর্ব্ববাবুর জন্যই আমাদের Rajarampur আসা সম্ভব হয়েছিল।

আমাদের সব জিনিস পত্র গুছিয়ে নিয়ে শনিবার ২৩শে ডিসেম্বর রাত্রি ১০টায় Sealdahতে উপস্থিত হলাম। সেখানে আমাদের আরও সঙ্গী জুটলো। নরেশবাবুর বাড়ীর কয়েকজন ছেলে এবং সুধীরবাবু আমাদের সঙ্গে চল্লেন। Scoutদের সঙ্গে তারা যাচ্ছেন। তাই Scoutদের মত সব Royal Classএ উঠলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় ট্রেন তার গন্তব্য পথে ধাবিত হোল। এক কামরার আমরা ২১ জন Scout এবং নরেশবাবুর বাড়ীর

১০ জন। Scoutদের প্রথা ট্রেনে রাত্তিরবেলা কাহাকেও ঝিমুতে দেওয়া হবে না। এবং আমাদের Sing Songএর দৌলতে গাড়ীর অনান্য যাত্রীরাও নিদ্রাদেবীর সম্বর্দ্ধনা করিতে পারলে না।

এই ভাবে সমস্ত রাত্রিটা কেটে গেল। ভোর ৫॥০ টার সময় Lalgolaতে পৌছিলাম। তখনও বেশ অন্ধকার। খুব শীত করতে লাগলো। ষ্টেশনে দুটো গাড়ীতে আমাদের মালপত্র উঠলো আর দুটোতে সুধীর বাবু এবং কয়েকজন তাদের ছোট ছেলে উঠে পড়লো। আমরা Scout Cubএ মিলে হাটতে আরম্ভ করলাম। কোন পাকা রাস্তা নেই। গরুগাড়ী তার রাস্তায় চল্লো আর আমরা Short cut করবার জন্য মাঠের উপর দিয়েই চল্লাম। প্রথম প্রথম বেশ লাগলো। ঝোপের পাশ দিয়ে ডোবার ধার দিয়ে বাড়ীর উঠোন দিয়ে আমরা মার্চ্চ করতে লাগলাম। কোথাও দুদিকে জঙ্গল। কোথাও শুধু মাঠ। কোথাও বাঁশ ঝোপ। প্রকৃতির কোলে কে যেন তাদের সুন্দর ভাবে একই সারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এই ভাবে আমরা শস্য শ্যামলা ধরণীর উপর দিয়ে চল্‌তে লাগলাম। জানতাম প্রকৃতি সুন্দর কিন্তু সেই প্রকৃতিই আবার মনকে খারাপ করে দিল যখন দেখলাম দুদিকে কেবল সরষে গাছ আর "সরষে-ফুল।" Campএ যেতে না যেতেই কুদৃষ্টী। এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো মাঠের উপর আর পা চলতে চায় না। অপূর্ব্ব বাবু আমাদের নানাভাবে উৎসাহ দিতে লাগলেন। Rajarampur পৌছে কিকি জিনিস খাওয়াবেন তার তালিকা শুনে আমাদের পদদ্বয় দ্বিগুণ উৎসাহে চলতে আরম্ভ করলো। এই ভাবে ২॥০ ঘণ্টা হাটবার পর Rajarampurএ পৌছিলাম।

সকলেরই অবস্থা সমান। অথচ যে একটু চা করে খাবো তারও উপায় নেই। আমরা Short cut করে ২॥০ ঘণ্টায় এলাম এবং গরুগাড়ী আসছে Long cutএ। তবে সুখের বিষয় ১ ঘণ্টা বাদেই গাড়ী এসে পৌছলো। এর মধ্যে আমাদের Patrol division হয়ে গেল এবং Morning Tea বাবদ ছানা, পক্ষী ডিম্ব আর চা পেটে পোড়লো। তারপর নবীন উদ্যমে যে যার কাজে লেগে গেল।

সেদিন একসঙ্গেই আমাদের খিচুরী আর তরকারী হোল। যখন খেয়ে উঠলাম তখন ৩॥০টে। ৫টার সময় Ration আর Cooking Utensils প্রত্যেক Patrolকে ভাগ করে দেওয়া হোল। রাত্রি ৮টায় রান্না শেষ হোল। যখন খাওয়া শেষ হোল তখন ৯টা। সকলেই খুব ক্লান্ত তাই কোন Campfire হোল না তবে একেবারে বাদ নয়, আধঘণ্টা Sing Song এর পরেই Lights Outএর Bugle বাজলো। অল্প সময়ের মধ্যেই সব নাক ডাকাতে আরম্ভ কোরলো।

অঘোর নিদ্রায় মগ্ন থেকে মাধবদার Bugle দিতে দেরী হোল Bugle বাজলো ৫-৫০ মিনিটে। তার একটু পরেই আবার বাঁশীর ডাক্—সব ছুটে এলো কি ব্যপার না নরেশদার Physical Jerk। ভয়ানক শীত। নরেশদার নিজেরই শীত করছে তার

উপর আবার তাকে Physical Jerk করাতে হবে। কোন মতে শেষ করেই নরেশদা একেবারে কম্বলের নিচে। বেচারী Scoutদের মুস্কিল। নরেশদার হাত থেকে রেহাই পেতে না পেতেই আবার মনোজদার Ration নেবার ভেঁপু বেজে উঠলো। ৭॥০টার মধ্যে চা শেষ করে ৮টার মধ্যে Inspection এবং ক্লাস আরম্ভ হোল। ৯॥০টায় আবার ভেঁপু Ration নেবার। ১১॥০টায় রান্না শেষ হোল। তারপর সবে মিলে গঙ্গার স্নান করতে রওনা হলাম। প্রথম শুনলাম রাস্তা পোয়াটাক কিন্তু গিয়ে দেখি কমপক্ষে ১॥০ মাইল। যাক স্নান করে ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া শেষ করে দেখি ১॥০টা। তারপর Spare time activityর পর ৩টায় Kitchen Inspection। ৪টায় Tea।

চা খাবার জন্য গিয়ে দেখি নরেশবাবুর সেজ ছেলে বীরুবাবু লাল জামা পরে বন্দুক আর একটা ছাগল নিয়ে যাচ্ছেন। বীরুবাবুর বয়েস বেশি নয়। ১৬।১৭ বৎসর হবে এর মধ্যেই তিনি কয়েকটা বাঘ মেরেছেন। আমিও অপুর্ব্ববাবুকে বলে তার সঙ্গে শীকারে চল্লাম। জমীদারবাবুর সঙ্গে যাচ্ছি। রাস্তার অনেকে সেলাম করলো। যদিও আমাকে নয় তথাপি আমার বুক ফুলে উঠলো। তিন চারটে গ্রাম পেরিয়ে বনের একধারে এসে পৌঁছিলাম। গরুরগাড়ী এক পাশে রাখা হোল। তাকে পাতা দিয়ে ঢেকে দিয়ে আমি, বীরুবাবু আর তার দারোয়ান তার মধ্যে বসলাম। ৩০ গজ দূরে ছাগলটাকে বাঁধা হোল। তখন ঠিক অন্ধকার। ছাগলটা ভয়ে চেঁচাতে আরম্ভ কোরলো।

[ক্রমশঃ]
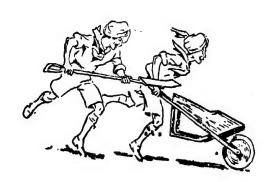
Notes & News

All India Training Camps at Pachmari :-

The Training camps under Mr. J. S. Wilson camp chief, Gilwell Park, England, were held at Pachmari from the 26th November to 17th December 1933 and we are very pleased to announce that the following scouters of Bengal who attended the courses have received their wood Badge Part II certificates—

Scouter Kali Ghose, Second Calcutta Assn.	...	Cub wood Badge
„ Monoj Khan Do		Do
„ N. G. Mozumder Third Calcutta Assn.	...	Do
„ Saroj Ghosh, Howrah Local Assn.	...	Scout & Rover Wood Badge
„ A. K. Ghosh, Third Calcutta Assn.	...	Rover Wood Badge
„ B. K. Biswas, Dacca Local Assn.	...	Scout Wood Badge
„ B. N. Niyogi, Asansol Lacal Assn.	...	Certificate of attendance at the Scout course only.

We hope that with the help of these successful scouters scouting in the Province will spread further with fresh impetus and the experience they have gained will be an asset to the movement here.

Medal of Merit :—His Excellency the chief scout of India has been pleased to award the Medal of Merit to several earnest workers of the movement amongst whom is Mr. C. H. Tyrell, Assistant Dist. Scout commissioner of Bombay. Perhaps the readers of Jatri are familiar with Mr. Tyrell. He was at one time Assistant Commissioner of the First Calcutta Local Association and is now known all over India as the Akela of the Statesman. We wish him a long life and prosperity so that he may continue to do good services to the Scout movement and earn more laurels.

All Bengal Jackson Shield Competition :-

The Jackson Shield Competitions were held this year on the 5th & 6th of January 1934. The First Calcutta, Wellesly Church Troop came out first and the Third Calcutta, Alipore Reformatory and Industrial Schools troop was the runners up. The competitions were held earlier this year owing to the visit of Mr. J. S. Wilson camp chief, Gilwell Park, England who came down to Calcutta on the 3rd of January 1934.

The details of the visit of the camp chief and the competitions will be given afterwards.

Mac Pherson Shield for Chinsura :—The Chinsura Local Association held their Annual competition in First Aid and sports on the 3rd of January 1934. This served as a preliminary heats to the Jackson Shield competition and the Angus troop which won the trophy represented the Association here in Calcutta. The Shield was presented to the Association by Mr. Pannalal Mukherjee of Uttarpara and has been named after their popular Dist. Commissioner Mr. D. Mac Pherson.

North Murshidabad Association Camp :—For the first time the North Murshidabad Association held tneir annual camp at Mobarak Manzil about three miles away fram the town. There were at the camp over 100 scouts from Jiagunge and Agimgunge. Some very useful scout activities were done. Mr. H. G. S. Bivar the Dist Scout commissioner personally took keen interest and stayed with the boys for the last three days. The camp was visited by Mr. N. N. Bhose, Mr. Mrs. K. C. De., Prince of Murshidabad, Raja Bahadur of Nashipur, Mr. & Mrs. S. K. Dey and some prominent gentlemen of the locality. One of the main features of the camp was the first class journey test. Scouts left the camp site by batches of six early in the morning and went round the outskirts of the town (they had to cross the river Ganges twice) and came back to camp in the afternoon. On the whole the camp was a great success. The rovers of the Nizamat crew and town crew did splendid service in organising and taking charge of the Quartermasters job in the camp. Messrs Benoy Ghose and Shibdas Chatterjee of Calcutta also stayed with the boys.

International Jamboree of Scouts.

(By Scouter A. M. J. Ahmad, Delegate from Bengal)

By demonstrating how nations widely differing in tradition culture, language, manners, customs, habits and tastes, could without losing their individualities, live and move and have their beings as brothers in one great family, the International Jamboree of Scouts proved the strength and solidarity, soundness and immensity, universality and adaptability of the Boy Scout Movement.

The Boy Scout Movement is one of those rare movements which can claim to have spread all over the world within the lifetime of the originator. In 1907 when the Movement took its birth in an experimental camp held in Brownsea Island, nobody could imagine that in less than a decade and a half it will assume an international importance, and will come to be regarded as the most potential organisation for youths of all countries. Soon after the foundations were laid in Great Britain, scouting began to spread in all civilised countries like a wild fire. This was inevitable because scouting principles were acceptable to all sensible men, and scouting practice appealed to the imagination of every young man irrespective of his country, class, or creed. Seeing the unbounded success of his movement in all countries, the originator, Sir (now Lord) Robert Baden Powell, realised that it could be a very powerful factor in establishing international

peace and good will. He therefore began to devise ways and means for co-ordinating the work of the movement in different countries, and in the year 1920 organised the first international gathering of scouts at Olympia in London This gathering was baptised as the First World Jamboree. The word 'Jamboree' is of South African origin, and means 'a great gathering'. South African words are frequent in scouting nomenclature, because it was in the course of the Boer War of 1902 that Baden-Powell (affectionately known as 'B. P' throughout the world) got his first inspirations for scouting as a practical system of physical, moral and mental training.

The Jamboree in London was the first organised attempt to give scouts. an opportunity to make friends beyond national borders. Its success was a source of great encouragement to all those who believed in the international possibilities of the Movement. It was subsequently decided that the Jamboree should as far as practicable be repeated every fourth year. Accordingly the Second International Jamboree was held at Copenhagen in Denmark in 1924, and was characterised by friendly contests in boxing, wrestling, swimming, life-saving, and various other scouting activities. The Third Jamboree was convened in 1929 at Birkenhead near Liverpool to celebrate the "coming of age" of the great fraternity. The fourth Jamboree took place in August last at Godollo about 18 miles from Budapest, the capital of Hungary. This Jamboree laid special stress on the latest achievements in campcraft in all parts of the world. It was attended by about 20,000 scouts drawn from 34 foreign nationalities, and about the same number though small was representative of all parts of the country including the native states. More than half the number was from Bombay and the Punjab. The Leader of the Indian Contingent was Mr. G. V. Beewoor, C. I. E., I. C. S., District Commissioner of Bombay Local Association.

Everyone who took part in the Jamboree had to wear a distinctive badge containing the figure of the miraculous stag of Hungarian legend. It symbolised not only the aspiration to "go forward and upward", but also a hazy realisation of far-off destiny. According to Hungarian tradition, Hunor and Magyar, the fore-fathers of the Hun and the Hungarian nations, reached an island of mythical Lake Meotis, with their suit of warriors, and settled down. The Huns, Hunor's progeny, were the first to set out to found a world-empire centred about Attila's castle in the Hungarian plains. When Attila died on his wedding night, his empire fell a victim to the feud raging between Aladar and Csaba. Only some three thousand Huns managed to survive in a corner in Transylvania. They were subsequently joined by their Hungarian brother nation some hundred years later, and settled down in Atilla's country. This old legend received a new meaning in 1933 when for two weeks a world-empire of scouts was established on the land of Attilla's empire.

The Jamboree camp ground at Godollo covered a picturesque wooded area of about 2100 **bighas** of land adjoining the Royal Summer Palace, and was connected with the metropolis by road and rail. Special trains were made to run

at short intervals, and visitors to camp were given large concessions. For two weeks Godollo had a fixed population of about 40,000, and a floating population of about a lakh a day. To arrange for the comfort and convenience of such a large number of campers and visitors was not an ordinary job. But whatever was necessary was done by scouts. They not only planned the new township, but also actually constructed and maintained it in an admirable manner, and afforded all modern amenities of life. The head of the Hungarian Government, known as the Regent, patronised all activities. Both he, Admiral Nicholas Horthy, as Chief Patorn of Hungarian Scouts Association, and the "B.-P" as Chief Scout of the World, were present in the camp. The latter was there for about two thirds of the Jamboree period.

The constructional work of the Jamboree was executed by about 300 scouts working for three months on an average of 2300 man-hours a day. The work was supervised by scoutmasters who by profession were engineers. Elaborate arrangements were made for water-supply, electric-supply, telephone, broadcasting, post and telegraph, theatre, cinema, etc. Police, Fire-brigade and Ambulance. Troops were formed with Rover Scouts to maintain order and security necessitated by enormous crowds of visitors coming and going daily. A Hospital was kept ready under the care of eminent medical men who also were scoutmasters. The Fire-brigade and the hospital were not however required to exercise their functions. A high class newspaper was also run by members of the Movement in four different languages Hungarian, French, German, and English. A Flying Camp was adjoined to the main camp, and consisted of 5 power planes and 15 gliders, manned by about 200 scouts; their displays included formation flights, passenger flights, and aerobatics. The main camp was divided into ten sub-camps representing the ten laws of Scouting, and each sub-camp gave special emphasis to the law that corresponded to its daily routine, camp decorations, and other manifestations, without neglecting the other nine laws. The Camp Chief was Count Paul Teleki, former Prime Minister of Hungary. India was in sub camp IX, and was therefore mostly thrifty. Each sub-camp consisted of different nationalities, and thus afforded maximum personal contact with one another. Hungarian scouts were sprinkled in all sub-camps. Separate portions were alloted to Sea Scouts as well as to deaf, dumb and disabled scouts who came from various countries to participate in the Jamboree. There were also about 300 Girl Guides who camped separately. The internal arrangements in the sub-camps were made by the contingents concerned who tried to impart to their own national atmosphere. While the contingents were responsible for sanitation within their own bounds, general sanitation was looked after by the sanitary section of Hungarian scouts. Difficulty of language was obviated by the local scouts who were trained to act as interpreters in almost all important languages, and whose services were available whenever and wherever required. Items of food though simple were substantial and plentiful. The only item which took some time for the foreign scouts to get accustomed to was "paprika", a kind of green and red pepper used

not only to give a hot flavour to a dish but also as vegetable! Cooking was of course done on patrol system, so that the degree of eatability of food depended on the degree of efficiency of each patrol in culinary art. In short, the way in which the entire camp was planned, constructed and maintained, reflected very great credit on the organising ability, technical efficiency, and self-reliance of members of the Boy Scout Movement.

The Jamboree was opened by Admiral Horthy, Chief patron of Hungarian Scouts, and the salute of all nations in the Great Marchpast was taken by "B.-P". Besides the display of campcraft, the programme included general displays, folk-dances, sports, Scout Veterans' Reunion, International Gilwell Reunion, Sea Scouts display on the Danube, Air Scouts Display, and so forth. There used to be camp-fires at three or four sub-camps every night, and successful items were repeated in other camp-fires, thus giving every sub-camp an opportunity to witness everything worth witnessing without upsetting camp arrangements about accommodation etc. India played an honourable part, She could have done still better if greater forethought were given to the organisation of details before her contingent left her shores, if the steamer that carried the main part of the contingent were not late by about three days, and if the Leader had acted more tactfully and utilised the services of "unattached scouters" to the fullest extent. It is a fact, however, that the Indians were the most popular figures throughout. India should be grateful to the Hungarians for the utmost interest shown by them in the Indians and Indian affairs. An element of romance was added to the Jamboree by India when one of her representatives, Mr. Mc Cay, celebrated his marriage there. His fiance flew from England to Budapest. One word which was uppermost on everybody's lips was "Change", for exchange of souveneir. In respect of such exchange, the climax was reached when a group of Hungarian scouts of very tender age approached the leader of Syrian contingent, and asked for the latter's camel in exchange for one of themselves! The boys seemed to be perfectly serious about their proposal!

The most noticeable thing in the Jamboree was the marvellous spirit of tolerance, brotherliness, peace and goodwill that permeated the whole atmosphere. What the senior League of Nations failed to achieve, its junior prototype succeeded admirably. While the former is unable to find agreement on any important matter, the latter has been an unrivalled picture of complete unanimity and concord.

What captured the imagination of foreign scouts most, was the sincerity, magnanimity, and spontaneous hospitality of the Hungarian nation as a whole. The hospitality shown by them, inspite of their acute economic distress and serious political limitations, exceeded everybody's wildest dreams. They made their guests feel that it would be difficult for any other nation to surpass them in hospitality.

The Jamboree was a great success in every way. It indicated beyond all shadow of doubt that the Boy Scout Movement will, like the white stag of Hungarian legend, always "go forward and upward" and expedite the establishment of universal peace and goodwill among mankind.

দশম বর্ষ] মাঘ—১৩৪০ [৮ম সংখ্যা

গান।

আবদুল হোসেন খান——

জগৎ সেরা দেশের রাণী আমার বাংলা দেশ
ফলে ফুলে সবুজ মাঠে মোহন তাহার বেশ।

(১)

(হেথায়) ডাহুক দয়েল কোকিল গাহে—
সবুজ শাখে রে,
বউ কথা, কও, পাখীর গানে
বধূ পাগল রে।

(২)

পল্লীবধূর নূপুর কাঁকন
ঘাটের পথে বাজে,
পথিক হেরে পথের মাঝে
ঘোমটা দেয় লাজে।

(৩)

(ও তার) লাল পেড়োয়া পাইরণ শাড়ির
আঁচল টেনে শিরে,
ঢেউ দিয়ে জল কলসী পুরে
ঘরোয়া কথার পরে।

(৪)

হেথায় সারি গে পাল তুলিয়ে
চলে নাইয়ার দল
তরুণ রবির সোনার আলোয়
উজল গাঙের জল।

(৫)

ঢেউয়ের তালে ভরা গাঙে
পদ্ম কুমুদ হাসে,
মরাল চলে হাজার হাজার
সুনীল জলে ভেসে।

(৬)

দেশ বিদেশে অন্ন যোগায়
মোদের দেশের চাষা
আরে রৌদ্র জলে ঘাটে মাঠে
নায়ক ধর্ম্ম নাশা।

(৭)

দিনের শেষে মাঠের চাষা
আপন ঘরে ফিরে;
ছেলে মেয়ে ভিড় করিয়ে
সোহাগ তারে করে।

(৮)

যেয়ে সুধায় বাবা তোমার
রাত হোল আজ যে
খোকা বলে গলায় ধরে
(বাবা) আমার নাটিম কিনে দে।

(৯)

(চাষা) খাওয়ার শেষে হুক্কা হাতে
'রাজা উজির' মারে,
খোকা খুকী গল্প শুনে
দিদির বুকে পড়ে

(১০)

স্বপন দেখে সোনা মানিক
পাখীর দেশে উড়ে
দানব মেরে রাজার ভাণ্ডার
(যোদ্ধা) নিজে দখল করে।

(১১)

ঘুমাও মোদের আশার খনি
শিশু বয়স ফাঁদে,
কাজের দিনে সাড়া দিও
দেশ মায়ের ডাকে ॥

চার গোয়েন্দার কাণ্ড

কটিক

স্পোল
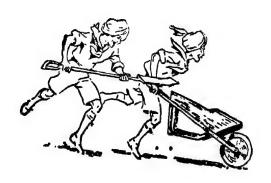
দামামা সংবাদ

পাহাড়ের ঠিক নীচেই হ'লো Estoia পিছনে সবুজ দেবদারু গাছ ; তার বুকে বিরাট স্তম্ভ। সহরটার বুক ভেদ ক'রে একটা নদী চলে গেছে, আকাশের নীল তার বুকে খেলা করে সেতুর বাঁধন তাকে মধ্যে মধ্যে তার গতির বেগে বাধা দিচ্ছে, কিন্তু আনন্দের তার শেষ নাই। সে চলেছে কল কল গান গেয়ে। সহর ছোট, কিন্তু তার রাজপথগুলি বেশ বড়, তারই একটায় সেদিন বাণ্ড ফেলা হয়েছে দু'দিকের বাড়ীগুলি ফুল, গাছ, নিশানে সাজানো হয়েছে।

সেই ভোর থেকেই রাস্তায় দু'দিকে লোক এসে জুটছে। সমস্ত সহরটা যেন তাদের রাজপুত্রকে সম্মান জানাবার জন্য উন্মত্ত। সোনার রৌদ্রে সমস্ত সহরটাকে দেখাচ্ছে যেন নতুন বধুর মত, কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এই সহরই হবে স্পারলিংএর ক্রূর বুদ্ধির পৈশাচিক লীলাক্ষেত্র।

এই রাস্তারই একপ্রান্তে মৃত্যু যুবরাজদের অপেক্ষা করছে, স্পারলিং এই আনন্দোৎসবের বদলে আয়োজন করেছে শোকসঙ্গীতের এই সুন্দর পতাকার পেছনে যেন কালো পতাকাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

১৯১৪ সালে যেমন কোন সংবাদ না দিয়েই মৃত্যু উঠেছিল মাথা চাড়া দিয়ে সারা পৃথিবীতে তেমনি আজও এই শান্তিপূর্ণ পৃথিবীতে এক বিরাট অশান্তি নিভৃতে লুকিয়ে আছে।

প্রাসাদের সামনে সিপাহীরা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। সামনের রাস্তা লোকে লোকারণ্য, তারই মধ্য দিয়ে একখানা মোটরকার প্রচণ্ড বেগে গিয়ে প্রাসাদের পেছনের মাঠে ঢুকলো। ভাইডফ, আর ব্রন এই গাড়ীতে ক'রে জ্যাক আর রোজারকে নিয়ে আস্‌ছেন। আজ তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ গুড টার্ণ, স্কাউটদের কাছে সব ভাই ভাই, তাই যে শয়তান ভাইকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আর যারা ভয় পাক না কেন, তারা পেছপাও হবে না।

গাড়ী আসা মাত্র ভাইডফ্ আঙ্গুল দিয়ে ঈঙ্গিত কর্‌লেন, ছেলেরা নেমে তাঁর পেছন পেছন চল্‌লো। ব্রুণ তাদের পেছন পেছন এসে দালানের এক পাশের একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো।

সামনের ছোট রাস্তাটা পার হয়ে তারা একটা দালানে এসে পড়লো তার পর আর একটা মেজেতে কার্পেট, মাথার উপরে কাঠের মস্ত মস্ত বরগা, দেওয়ালের গায়ে সুন্দর সুন্দর ছবি, কিন্তু কোথাও কেউ নেই। বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা দরজা খুলে ভাইডফ ছেলেদেব ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেও ঢুকলেন। তারা খানিকটা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। রাজপুত্রদের পোষাক কামরায় তারা এনেছে। বেশ মস্ত বড় ঘরটা বিরাট জানালা দিয়ে সামনের প্রাঙ্গনে দেখা যায়! আর উপরে প্রকাণ্ড বড় স্কাইলাইট (Skylight) দিয়ে সূর্য্যের আলো আস্‌ছে।

ঘরের শেষ প্রান্তে মস্ত মস্ত দরজা, আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নাই, কেবল দেয়ালের গায়ে গায়ে কয়েকটা কেদারা (Chair) একটু দূরে রাজপুত্ররা চমৎকার সবুজ পোষাক পর্‌ছে, তাদের সাহায্য করছে কালো পোষাক পরা দুজন লোক। সামনেই একটা টেবিলের ধারে মাথার হেলমেট (শিরস্ত্রান) প্রভৃতি নিয়ে আরও দুজন লোক অপেক্ষা কর্‌ছে।

ঘরের মাঝখানে হার্‌ফোর্ড গ্রেভিল আর লেরু দাঁড়িয়ে আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বল্‌ছেন। পরনে তার নীল পোষাক, বুকে যুদ্ধ বিজেতার মেডেল, হাতে একটা সৈনিকদের মুকুট। ইনিই হলেন ছেলেদের অভিভাবক। তাদের নামে ইনিই রাজকার্য্য চালান।

চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, ভয়ে তাঁর প্রাণ শুকিয়ে গেছে, তিনি অবাক হয়ে লেরুর কথা শুনছেন। রাজপুত্ররা ও অবাক হয়ে তাদের দিকে চেয়ে রয়েছে. হঠাৎ যে ব্যাপারটা হ'লো, এরাই বা কারো, কি ই বা তারা চায়, কিছুই যেন তারা বুঝে উঠ্‌তে পারছেনা।

ভাইডফ 'শীগগির'। বলে লেরুর দিকে এগিয়ে চল্‌লেন, ছেলেরাও পেছন পেছন চল্‌লো। ব্যাণ্ড্ দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন। ইংরাজীতে বল্‌লেন এই ছেলে দুটি আমাদের ভলান্‌টিয়ার, লেরু নিশ্চয়ই সব বুঝিয়ে বলেছে কেমন ? আর এখন তর্ক করবার সময় নেই

রাজপুত্ররা এ জায়গা ছেড়ে চলে গেলে, এক ঘণ্টায় সারা Estoiaএর কাঁদতে হবে, আর এক সপ্তাহে এর সীমান্তে কামান গর্জ্জন করে উঠ্‌বে, এ কথা মনে রাখবে।'

রাজপুত্রদের মৃত্যু যে কেবল Estoiaকেই দুঃখ দেবে তা নয়, সমস্ত য়ুরোপ জ্বলে উঠ্‌বে, প্রতেক দেশ অন্য দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে পৌঁছাবে, ফলে Estoia দেশ সৈন্যদের পায়ের নীচে ধ্বংস হয়ে যাবে।'

ভদ্রলোক বল্‌লেন, 'কিন্তু আমাদের তো পুলিশ, সৈনিক—'ব্যাঙ্‌ আর এক পা এগিয়ে গেলেন, তার ঘুসি পাকানো হাত নেড়ে নেড়ে বল্‌লেন, 'পুলিশ ? সৈনিক ?' কী করবে তারা ? কারণ এদের আমরা বাধা দিতে চাইনে। তাদের ধংস কর্‌তে চাই কেবল যদি তারা আজ এদের প্রাণনাশের চেষ্টা কর্‌তে পারে তবেই আমরা কৃতকার্য্য হবো। নয়তো এর থেকে সুবিধা তারা পরে খুঁজে বের কর্‌বে। মনে কর্‌বেন না, এ আপনাদের রাজপুত্র, দেশ বা আপনার জন্য আমরা করছি, এ কর্‌ছি সমস্ত পৃথিবীর জন্য। এবং যুদ্ধেই যথেষ্ট অশান্তি আমরা পৃথিবীতে এনেছি, আর কেন ?'

'কিন্তু মিঃ ভাইডফ, Estoiaএর পুলিশ—'

জার্ম্মান ভদ্রলোক আর এক পা এগিয়ে এলেন, চোখ দুটো তার রাগে জ্বলতে লাগ্‌লো বল্‌লেন, আপনি আমায় জানেন কি ? আমি ব্যাঙ্‌, বিখ্যাত ব্যাঙ—জানেন ? কৈ একে জানেন ?—ক্রুন, এমেরিকান গোয়েন্দা—গ্রেভিল—হেনরী লেরু আমরা কি খামাকাই ভাবি মনে করেন ? এই কয় বছর ধরে এই যে অক্লান্ত পরিশ্রম আমরা কর্‌ছি, এই যে ছেলে দুটি তাদের প্রাণ দেবার জন্য তৈরী হয়ে এসেছে, এসমস্তর কিছুই দাম নেই ? একি এত সস্তা ?'

সে শেষ দিকে যেন জন্তুর মত হুকুম করে চল্‌লো। লেক ফরাসী ভাষায় কি যেন বল্‌লেন, অভিভাবক ভদ্রলোক রাজপুত্রদের দিকে একবার চেয়ে ভাইডফকে বল্‌লেন, ভেবে দেখবার জন্য আরও খানিকটা সময় পেলে সুবিধা হ'তো, কিন্তু এ যখন তত ভালো করে বোঝবার সময় নেই আর আপনাদের প্ল্যানে দেখছি আমার কোন অসুবিধার আশঙ্কা নেই কাজেই আমি আপনাদের হাতে আত্মসমর্পন কর্‌ছি।

ভাইডফ জার্ম্মান ভাষায় কি ব'লে ঘুরে দাঁড়ালো। ছেলেদের ঠিক পিছনে একটি লোক রাপুত্রদের পোষাকের আর এক সেট নিয়ে তৈরী ছিল, ভাইডফ বল্‌লেন, 'ক্রুন গ্রেভিল, এদের তৈরী কর'।

তারা রোজার জ্যাকের কাছে ছুটে গেলেন, অভিবাবক, আর লেরু রাজপুত্রদের বুঝিয়ে বলবার জন্য এগিয়ে গেলেন। রোজার জ্যাকের হাত কাঁপতে লাগ্‌লো, তবু কি করে যে এত তাড়াতাড়ি পোষাক তারা বদ্‌লে ফেললো তা তারা নিজেরাই বল্‌তে পারে না।

মিঃ গ্রেভিল শিরস্ত্রানটি দেখিয়ে বল্লেন, 'রোজার এই হেলমেটটা দেখ্ছো ? এ তোমার মুখ বেশ ঢেকে দেবে। কাজেই সহজে কেউ ধরতে পারবে না। তা'ছাড়া আমি সব সময়ই তোমরা পাশে পাশে থাক্বো !

'টাউনহলে পৌঁছুলে লেরু যা বল্বেন তাই করবে, অবশ্য করবার কাজ খুব কমই আছে, সবই ঠিক করা আছে আর যদি কিছু হয়, তবে যে হুকুম দেওয়া হবে, বিনাবাক্যব্যয়ে তা পালন করবে। মনে থাক্বে কিনা বাক্যব্যয়ে ?'

রোজার মাথা নেড়ে বল্লো, 'হ্যাঁ বাবা।' পেতলের চেনটা গালে যেন একটা ঠাণ্ডা ছোঁয়াচ দিতে লাগ্লো, আর মাথার উপরকার হেলমেটটা এরকম ভাবে তাদের চোখের উপর এসে পড়তে লাগ্ল যে তার বাইরে কিছু দেখতে পাওয়াই মুস্কিল।

রোজার মাথাটা একদিকে একটু কাৎ করে রাজপুত্রদের দিকে চেয়ে দেখ্লো জ্যাক্ দেখ্তে হয়েছে যেমন লম্বা, তেমনি সুন্দর হেলমেট তার মুখকে এতো ঢেকে দিয়েছে যে কে বল্বে সে ঐ দু'জনের একজন নয়।

হঠাৎ সামনের প্রাঙ্গন থেকে একটা শিঙা বেজে উঠ্লো। গ্রেভিল রোজারের কাঁধে হাত দিয়ে বল্লেন, আমরা চল্লাম রোজার।'

তিনি, লেরু আর ক্রুনের সঙ্গে ছুটে বেড়িয়ে গেলেন। ভাইডফ তাদের কাছে এগিয়ে এসে বল্লেন, 'তোমরা সামনের এই বড় দরজা দিয়ে বাইরে যাও। এই ভদ্রলোক ঠিক তোমাদের পেছন থাকবেন। তারপর হলঘরের ভিতর দিয়ে গিয়ে সিড়ি বেয়ে নেবে গাড়ীতে উঠ্বে। গাড়ীতে এক ভদ্রলোক তোমাদের যা যা করতে বল্বেক তাই করবে—'

তিনি হঠাৎ থেকে গেলেন। শিঙা আবার বাজলো।

ব্যাঙ্ বল্লেন, 'হ্যাঁ' এই সব এইবারে হাঁটতে আরম্ভ কর। পাশাপাশি। হ্যাঁ।'

রোজার পরিস্কার বুঝ্তে পার্লো তার বুক ধড়ফড় করছে। অভিভাবক বেচারা বিষন্ন মুখে চলেছেন, বেচারা নিজেও কিছু করতে পারছেন না, ভাইডফকেও কিছু বলতে পারছেন না।

ছেলেরা কার্পেটের উপর দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে চল্ল। আস্তে আস্তে শিঙার শব্দ মিলিয়ে এলো।

হঠাৎ, জানালার কাছে একটা দামামা বেজে উঠ্লো। সাধারণ দামামার মত তার বাজনা নয়। মনে হয় এ বাজানোর মধ্যে অন্য কিছু মতলব আছে। সকলে থমকে থেমে গেল।

জ্যাক বল্ল, 'রোজার রোজার শুনছো এ যে সর্প।'

ব্যাঙ্ অদ্ভুত ভাবে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগ্লেন—দামামা খবর পাঠিয়ে চল্লো—

I· LE/B—B QDOVCG YIEYAU QAWVDC OYQ

দামামা থামলো।

ভাইডফ নিচু হয়ে জর্ম্মান ভাষায় আপন মনে কি যেন বল্‌লো, আর ঠোঁট দুটো ফেটে রাগে যেন রক্ত বেরুতে লাগ্‌লো। জলন্ত চোখ দুটো ঘরের চারদিকে ঘুরতে লাগ্‌লো তাকে দেখে মনে হয় হঠাৎ যেন একটা জাঁতাকলে তিনি আটকা পড়ে গেছেন তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

সতেরো

গোমা চারিটী

স্পার্‌লিং তার সেই জায়গাই বসে আছে। সামনে সেই গোলার দেয়াল, কিন্তু পয়েন্টারগুলি সব নির্ব্বাক।

দু'দিকের লম্বা জানালাগুলি দিয়ে আলো এসে তার ছোট্ট মুখখানিকে আলোকিত করে তুলেছে। দাঁত দিয়ে সে তার নীচের ঠোঁটখানাকে চেপে ধরেছে, তার বিদঘুটে মুখখানা বুকের উপর এসে পড়েছে, বড় কপালটার তলা থেকে চোখ দুটো যেন বেরুচ্ছে। চোখ তো চোখ নয়, যেন জীবন্ত দুই শয়তান, প্রত্যেকটি চাহনী যেন সর্ব্বনাশের নতুন রকমের প্রতিমূর্ত্তি॥ তার সামনের ডেস্কের উপর টেলিভিষণ যন্ত্রটা যেন ভস্ম হয়ে যাচ্ছে।

টেলিভিষণের পর্দ্দায় তার শয়তানীর কারখার একদিক দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। ঘরটার মাঝখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হুকে ঝোলান মস্ত মস্ত কামানের গোল গোল চোঙা, দেয়ালের গায়ে অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্র, আর তারই মধ্য দিয়ে রেললাইনের উপর দিয়ে যুদ্ধের নানারকম মালমশলা নিয়ে যাবার ট্রেন।

কারিগররা সব দলে দলে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটী দরজায় প্রত্যেক সিঁড়িতে স্পারলিংএর লোকরা অস্ত্র নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। সবাই কাজ বন্ধ করে একটা প্রকাণ্ড টেলিভিষণ পর্দ্দার দিকে তাকিয়ে আছে। পর্দ্দায় ছয়জন লোকের ছায়া, ছয়জন কর্ম্মচারী তাদেরই মত কারিগর, তাদের হাত পেছনে বাঁধা, চোখ বাঁধা একটা দেয়ালের সামনে তারা দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক তাদের সামনে ধূসর পোষাক পরা একদল সৈন্য বন্দুক নিয়ে তাদের গুলি করতে প্রস্তুত।

স্পার্‌লিংএর হাতের কাছের একটা লাউডস্পীকার থেকে থেকে কে বল্‌লো, ১৭নং ওয়ার্কসপ তৈরী।'

সেই ছোট্ট অদ্ভুত কর্ম্ম লোকটার সামনের ছবিটা বদলে গেল, তার সামনে এলো আর একটা ঘরের ছবি, এখানে দুটা সবমেরিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে দেখা যাচ্ছে। কারিগর বা এখানেও কাজ বন্ধ রেখে টেলিভিষণের পর্দ্দার দিকে তাকিয়ে আছে, এখানেও চারিদিকে শসস্ত্র পাহারা, এখানকার পর্দ্দায়ও সেই একই ছবি।

'তিন নম্বর সাবমেরিন কে তৈরী' করেছে স্পারলিংএর লাউডস্পীকার বল্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে ছবি আবার বদলালো।

বায়স্কোপের ছবির মত একটার পর একটা ছবি বদলে যেতে লাগ্‌লো। মেসিনের কারখানা, খাবার ঘর, এম্‌নি ক'রে একটার পর একটা নতুন জায়গা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সব জায়গায়ই কারিকরগা কাজ ছেড়ে সেই হতভাগ্য ছ'জনকে দেখ্‌ছে।

সবার শেষে স্পারলিংএর নিজের সামনেও সেই একই ছবি ভেসে উঠ্‌ল। আবার লাউডস্পীকার বল্‌ল, প্রত্যেক ওয়র্কসপ ও ডক দেখা হয়েছে সবাই তৈরী। ধূসর যোদ্ধার শেষ হুকুমের অপেক্ষা করছে।,

স্প্যারলিং হাত বাড়িয়ে পাশের একটা বোতাম টিপে দিল, সামনের ছবিটা সরে গিয়ে, একটা খাবার ঘরের ছবি ভেসে উঠ্‌লো। লোকরা সব খাবার ফেলে আর সকলের মত পর্দ্দার দিকে তাকিয়ে আছে।

স্পার্‌লিং আজ এই হতভাগ্যদের মৃত্যুর আগে সকলের কাছেই কিছু বল্‌তে চায় কিন্তু তার সামনে রাখতে চায় খাবার ঘরের এই কারিগর দিগকে। তার সামনে সেই সেই ঘরের টেলিভিসন পর্দ্দাটা পর্য্যন্ত ভেসে উঠ্‌লো, এমনকি, যে লাউডস্পীকার দিয়ে তার কথা ওদের কাছে পৌঁছুবে তাও অবধি সে দেখ্‌তে পেল।

সে একটার পর একটা মুখ দেখে চল্‌লো, ফরাসী, ইংরেজ, স্পেনিস, পর্ত্তুগীজ, পোল, জার্ম্মান, রাশিয়ান, ইটালিয়ান কেউ কেউ তখনও দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে পড়েনি কেউ কেউ কাজের চাপে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। এর প্রত্যেকটি লোককে এখ নে আনা হয়েছে কত আশা দিয়ে, কিন্তু এসে তারা পেয়েছে 'কত' 'বেতন' আর তাদের মিলেনি। তারা ছিল তাদের দেশের সেরা কারিগর, এখন—? কাজের তাদের কুশলতা বেড়ে গেছে বটে কিন্তু মনের শান্তি, দেহের স্বাস্থ, মস্তিকের বুদ্ধি গেছে নিঃশেষ হযে।

স্পার্‌লিংএর ঠোঁট নড়ে উঠ্‌লো। [চল্‌বে]

পেট্রল লীডার।

—শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায়।

পেট্রল সিষ্টেম্ কি?

[কোর্ট অব অনারের অধিবেশন - স্কাঃ মাঃ, সহঃ স্কাঃ মাঃ ও চারিজন পেট্‌ল লীডার্ উপস্থিত।]

স্কাঃ মাঃ—দেখ, গত চার সপ্তাহে আমি তোমাদের ট্রুপে পেট্রল সিষ্টেম্ স্থাপন করেছি। আজ তোমাদের কোর্ট-অব-অনার। প্রথমেই আজ তোমাদের জেনে নিতে

হবে কোর্ট-অব অনার কি ? কিন্তু তার আগেই আমি তোমাদের বোল্‌বো যে এই পেট্রল সিষ্টেম্ কি এবং এতে কি উপকার হয়।

সুইফট্-লিডার—সেই ভাল ; আমি একেবারেই এর পক্ষপাতী নয়। আমরা কেমন সকলেই একসঙ্গে ছিলাম আর আপনি কোত্থেকে এক অদ্ভুত কাণ্ড ক'রে আমাদের দলে দলে পৃথক করে দিলেন।

স্কাঃ মাঃ—বেশ। দেখ ১৯০৮ খৃঃ অব্দে যে "স্কাউটিং ফর্ বয়েজ" ছাপা হয়েছিল তার এক যায়গায় লেখা ছিল,—

In all cases I would strongly recommend the Patrol System, that is, small permanent groups, each under responsible charge of a leading boy, is a great step to success.

অন্য যায়গায় বিশ্বের স্কাউট গুরু B.-P. আবার বলেছেন,—

The Patrol System, as you know is putting your boys into permanent groups under the leadership of one of their own number—The Patrol Leader.

অর্থাৎ

Patrol System জিনিসটাহচ্ছে ট্রুপের ছেলেদের ছোট ছোট স্থায়ী দলে বিভক্ত করে ছেলেদেরই একজনের নেতৃত্বাধীনে রাখা ;—এই নেতারাই Patrol Leader.

স্কাউটিং-ফর-বয়েজের একাদশ সংস্করণে লেখা আছে,—

Scouts generally go about scouting in pairs, or sometimes singly ; if more go together they are called a Patrol.

অর্থাৎ

সাধারণতঃ স্কাউটেরা জোড়া জোড়া হয়ে স্কাউটিংএর কাজ করে ; কখনও বা একা একাই করে ; কিন্তু তারা যদি অনেকে একসঙ্গে কোন কাজ করে তবে তাদের সমষ্টিকে Patrol বলা হয়।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছো যে ছেলেদের দলে দলে ভাগ করে দিতে B.-P. প্রত্যেক জায়গায়ই জোর দিচ্ছেন। আরও কথা, পৃথিবীর মধ্যে যত স্কাউটার আছেন প্রায় প্রত্যেকের সাফল্যের মূলে এই Patrol System, এই রকম দলে দলে ছেলেদের ভাগ করে দিয়ে তাদের একতাবদ্ধ করা হচ্ছে তাদের দলের সঙ্গে। তারপর পেঃ-লিঃ দের হাতে কিছু কিছু কাজের ভার দিয়ে আমি খানিকটা সময় এদিক থেকে নিয়ে অন্য দিকে দিতে পারি।

কোকিল-লিডার—হ্যাঁ 'একের বোঝা দশের লাঠি।'

স্কাঃ মাঃ—তা বটে, কিন্তু এতে স্কাঃ মাঃ এর সময় বাঁচাতে যতটা সাহায্য করে তার চেয়ে বেশী করে ছেলেদের হাতে তাদের নিজেদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে। এবং এই নিজের নিজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়াই মানুষ তৈরী করবার শ্রেষ্ঠ উপায়গুলির অন্যতম।

* কোঃ লিঃ—আচ্ছা স্যার, আমাদের এই কোকিল কাঠঠোকরা এ সব নাম দিয়েছেন কেন ?

স্কাঃ মাঃ—কেন বলদিকিনি জিজ্ঞেস করছ, কেউ কিছু বলেছে নাকি ?

কোঃ লিঃ—(একটু লজ্জিত ভাবে) অনেকে ঠাট্টা করে, বলে এবার খাঁচায় পুরব, ছাতু খেতে দেব।

স্কাঃ মাঃ—তুমি কি বল্‌লে ?

কোঃ লিঃ—(নীরব)

স্কাঃ মাঃ—সহঃ স্কাঃ মাঃ যখন তোমাদের পেট্রলকে ডাকেন, তখন কি করে ডাকেন ?

কোঃ লিঃ—"কোকিল পেট্রল" বলে তারপর যা বলবার বলেন; কিংবা কোকিলের ডাক কুহুকুহু ডাকেন। আমরা দৌড়ে যাই আর তারপর ওঁর যা বলবার বলেন।

স্কাঃ মাঃ—আচ্ছা বলদিকিনি তোমার ওটা ভাল লাগে কি না ?

কোঃ লিঃ—আমার তো ভাল লাগে, আমরা পাখীর ঝাঁকের মতন উড়ে যাই।

স্কাঃ মাঃ—তোমাদের যদি সব নাম ধরে ডাকতে হ'ত তাহলেত আর ওরকমটা হ'ত না। ভাল লাগতো কি ?

কোঃ লিঃ—সে কি রকম শুনতে হতো, আর এ কোকিল বল্লেই আমরা সকলে আসি।

স্কাঃ মাঃ—তাহলে দেখ তোমাদের এই পাখীর নাম দেওয়াতে কতটা কাজ হচ্ছে। প্রথমতঃ তোমাদের কল্পনা শক্তিটা বাড়ান হচ্ছে। এই ইট্ পাটকেলের বাড়ী ঘর দোর থেকে বার করে নিয়ে গিয়ে তোমাদের স্বভাবের সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমাদের প্রাণ তাই চায়, তাই সকলের ভাল লাগে। তারপর এই তোমাদের পেট্রলের মধ্যে একটা একতা এনে দিচ্ছে। কোকিল বল্লেই তোমরা ছয় সাত জন। স্কাউটিং শিক্ষাপ্রণালী তাই পেট্রল বিভাগের উপরই স্থাপন করা হয়েছে।

কোঃ লিঃ—সে দিন স্যার যে চোখ বেঁধে খেলা হচ্ছিল সহঃ স্কাঃ মাঃ আমাদের শিখিয়ে দিলেন যে মাঝে মাঝে আমরা কোকিলের ডাক দেব তাহলে কেউ হারিয়ে যাব না।

স্কাঃ মাঃ—খেলধুলায় বেশ সুবিধা হয়। ধর তোমরা লুকিয়ে কোথাও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছ। যদি দলছাড়া হও তাহলে নাম ধরে ডাকলে সকলেই জানতে পারবে।

---

* নিম্নলিখিত অংশটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক বয়স্কাউট সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু বি, এ, (ক্যান্টাব) মহাশয়ের "টেণ্ডারফুট শিক্ষা" নামক পুস্তক হইতে।

কিন্তু যদি পেট্রলের ডাক দাও তাহলে অন্য কেউ বুঝতে পারবে না। অথচ তোমার পেট্রলের ছেলেরা ঠিক বুঝতে পারবে। সেই জন্য একটা নিয়ম হচ্ছে যে পেট্রলের যে নাম দেবে সেই পশু কিংবা পাখী সে দেশে থাকা চাই। তাহলে এখন আর লজ্জা করবে না তো! অপরে যে যা বলুক তুমি এর উদ্দেশ্যে কি বুঝলে তো?

"কোঃ লিঃ - হ্যাঁ স্যার।"

সুইফট লিডার— এবার কোর্ট-অব-অনার কি তাই বলুন্।

স্কাঃ মাঃ—কোর্ট অব-অনার কি এবং তাতে কি কর্ত্তে হয় তা তোমাদের বলবেন সহঃ স্কাঃ মাঃ সুধিরদা। আমার একটু কাজ আছে। আমি চল্লুম্। সুধীর এদের বুঝিয়ে দিও। গুড্ বাই।

কোর্ট-অব-অনার।

এ্যঃ স্কাঃ মাঃ—দেখ, কোর্ট্-অব্-অনার্ নানাভাবে গঠিত হতে পারে, কিন্তু যে ভাবেই গঠিত হউক না কেন জেনে রেখো যে এইটিই ট্রুপের মধ্যে সবচেয়ে দরকারী এবং ভাল। স্কাউটিং আরম্ভ হবার পরথেকেই এই জিনিসটি ক্রমাগত উন্নতির পথে চলেছে।

প্রথমে প্রত্যেক-ট্রুপেই Council of Honour বলে মাঝে মাঝে একটা সভা বসতো। এই সভা দোষীকে শাস্তি দিত আর সৎকে পুরস্কৃত কর্ত্তো। আর খুব বিশেষ দরকার হলে ট্রুপ সম্বন্ধে দু একটা ভালমন্দ আলোচনা কর্ত্তো। এই সভার সভ্য হতো স্থানীয় সহৃদয় লোকেরা, যদিও তাঁরা স্কাউটিং সম্বন্ধে কিছুই জানতো না।

কিছুদিন পরে স্কাঃ মাঃ রা দেখলেন যে ট্রুপের লিডারদের নিয়ে সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা কর্ল্লে কাজ আরও ভাল হয়। সুতরাং আর একটি সভা স্থাপন করা হ'ল। এ সভার সভ্য পেঃ লিঃ এবং সেকেণ্ড। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল যে দুই সভার কাজই প্রায় মিশে যাচ্ছে। তখন দুটোকে মিশিয়ে দিয়ে নাম দেওয়া হল, Court of Honour. এই সভার সভ্যরা সকলেই ট্রুপের স্কাউট। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা সভার জন্ম হল, Troop council. এই Troop councilএর সভ্য সংখ্যা Council of Honourএর সভ্য সংখ্যা থেকে কিছু বেরে গেল।

কোর্ট-অব্-অনার পেঃ লিঃ এবং সেকেণ্ডদের নিয়ে গঠিত হয়। আর স্কাঃ মাঃ রা এই সভার সভাপতি। আবার পেঃ লিঃ এবং কয়েকটি বাছাই সেকেণ্ড নিয়েও এই সভা হয়। কখনও কখনও এই সভায় কয়েকটি বিশিষ্ট বাছাই স্কাউটকেও নেওয়া যেতে পারে। স্কাঃ মাঃএর সভাপতি হওয়াই ভাল, কিন্তু কখনও কখনও কোনও উপযুক্ত দায়িত্বজ্ঞানি পেঃ লিঃ ও সভাপতি হতে পারে ;—অবশ্য যখন স্কাঃ মাঃ অনুপস্থিত থাকবেন। কিন্তু স্কাঃ মাঃএর সর্ব্বদাই স্মরণ থাকে যে Troopএর ভাল মন্দের জন্য কেবল মাত্র তিনিই সাধারণ এবং অভিবাবকদের কাছে সম্পূর্ণ দায়ী, সুতরাং তিনি প্রায় সব কোর্ট-অব অনারের অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন।

কোর্ট-অব অনারে দুই রকম শক্তি নিয়ে অধিবেশনে বসে কার্য্যকরী শক্তি এবং শাসন শক্তি। কার্যকারী সমিতি হিসাবে, অন্ততঃ পাঁচ মিনিটের জন্যেও এর সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক অধিবেশন হওয়া উচিত। এই অধিবেশনে ট্রূপের কার্য্যের ধারা নিদ্ধারিত হয়। কার্য্য বিবরণী রাখার জন্য কোনও একজন সভ্যকে সম্পাদক নিযুক্ত কর্ত্তে হয়। গতসপ্তাহের কার্য্য বিবরণী পড়া হয়ে গেলে লিডারেরা একে একে তাদের পেট্রলের সাপ্তাহিক সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দাখিল করবে। লিডারের অনুপস্থিতে তার সেকেণ্ড লিডারের লেখা রিপোর্ট দাখিল সভায় দাখিল করবে। তারপর এই সভা আগামী সপ্তাহের ব্যবস্থাদী, পেট্রল প্রতিযোগিতা, ক্যাম্প, আউটিং, ফুটবল, ব্যাজ পরীক্ষা, শিক্ষা, চাঁদা এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করবে। যদি স্কাঃ মাঃএর কিছু বলবার বা জানাবার থাকে তবে এই স্থানই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত। এই সভার যে কোনও সভ্য সভাকালে স্কাঃ মাঃকে যে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে অবশ্য স্কাউট নিয়মাবলী অক্ষুন্ন রেখে। স্বাধীন এবং প্রাণখোলা আলোচনা কোর্ট-অব-অনারে হওয়া উচিত। এই সভা ভিন্ন ছেলেদের যথার্থ ভাব এবং ইচ্ছা জানবার সহজ পথ স্কাঃ মাঃদের আর নেই।

কোন স্কাঃ মাঃ যদি বলেন যে যেহেতু তাঁর ট্রূপ সপ্তাহে একদিন মিলিত হয় সেই জন্যই কোর্ট-অব-অনারের অধিবেশনের সময় তাঁর নেই। এটি একটি মহাভুল। ধর ট্রূপের সভা রবিবারদিন সাড়ে চারটা থেকে সাড়ে ছয়টা পর্য্যন্ত হয়। তাহলে এখন থেকে ছেলেদের সওয়া ছয়টার সময় ছেড়ে দিয়ে পেঃ লিঃদের নিয়ে পনের মিনিটের জন্যও কোর্ট-অব-অনারের অধিবেশনে বসতে হবে।

হাউণ্ড লিডার—আচ্ছা সুধীরদা, এতো গেল আপনার কার্য্যকরী শক্তির কথা; আপনার শাসন শক্তি আচার কি? তাতো কিছু বল্লেন না!

এ্যাঃ স্কাঃ মাঃ—হ্যাঁ, এইবার ভাই বোলবো। যখন এই সভা শাসন শক্তি নিয়ে বসে তখন এর সভ্য বদলায় অথবা আগের মতনই থেকে যায়। কোনও কোনও সময়ে যখন এই সভা বসে তখন এর সভ্য থাকেন স্কাঃ মাঃ, এ্যাঃ স্কাঃ মাঃ এবং দুই একজন বাছা বাছা পেঃ লিঃ। যদি কোনও উচ্চপদস্থ স্কাউটের যেমন পেঃ লিঃ ট্রূপ লিডার ইত্যাদির বিচারের বন্দোবস্ত হয় তাহলে যেমন করেই হোক নিম্নপদস্থকে সেখান থেকে সরাতেই হবে। এই সভায় যা স্থির হবে তা সর্ব্ববাদিসম্মত হওয়া চাই।

সর্ব্বশেষে কোর্ট-অব-অনারের সবচেয়ে সুফল এই যে এই জিনিসটি পেট্রল সিষ্টেমকে তাজা রাখে এবং 'পেট্রল স্পিরিট্" জাগিয়ে তোলে। প্রত্যেক লিডারকেই বলা হয় যে সেই তার পেট্রলের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। কিন্তু এই দায়ীত্ব সে কোর্ট-অব-অনারে যতটা বুঝতে পারে এমন আর কখনও কোথাও বুঝতে পারে না। এখানে যে তাকে কেবল তার পেট্রলের সাপ্তাহিক রিপোর্টই দিতে হয় এমন নয়, তার পেট্রলের কোন্ ছেলের কোন্ দোষ, slackness এবং অনুপস্থিতির বিষয়ও এইখানে তাকে ব'লতে কর্ত্তে হয়। ধর তাকে

জিজ্ঞাসা করা হোল যে তার সেকেণ্ড অথবা অন্য কোনও স্কাউটের চার বছর Service হওয়া সত্ত্বেও সে কোনও Proficiency Badge পায়নি কেন ? অথবা তার পেট্রলের স্কাউট সুরেন, যার হাত পরশু ভেঙ্গে গেছে, সে এখন হাসপাতালে না বাড়ীতে? যদি হাসপাতালে থাকে তবে দেখা করবার সময় কি ? সে এখন কেমন আছে ? পেঃ লিঃএর এগুলির যথাযথ উত্তর দেওয়া চাই।

* * * *

আজ আমি একটা সাধারণ প্রোগ্রাম দেব। এই অনুসারেই সাধারণতঃ কাজ হবে।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণী পাঠ

২। কার্য্য বিচরণীর বাহিরের আলোচনা।

৩। প্রত্যেক পেট্রলের সাপ্তাহিক কার্য্যবিবরণী পাঠ।

৪। গত এবং ভবিষ্যৎ কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা।

৫। পাক্ষীক অথবা সাপ্তাহিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ।

৬। সাধারণ কার্য্য ও মতামত।

৭। সম্পাদকের বিবরণ ৮। প্রার্থনা ও শেষ।

পাঁচফোড়ন

—শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সেন গুপ্ত।

কেমন খেলা।

দু'জন ছেলে মুখোমুখী মাটীর উপর বসবে। দু'জনে খুব কাছাকাছি বসা চাই যেন দু'জনের হাঁটু খুব কাছাকাছি থাকে আর বুড়ো আঙ্গুল যেন লেগে থাকে, এবার হাঁটুর তলা দিয়ে একটা লাঠি দেবে আর সেই লাঠির তলা দিয়ে হাত দিয়ে হাঁটুর সামনে শক্ত করে নিজের একহাত অন্য হাত দিয়ে ধরে রাখবে। সঙ্কেত করলেই ঐ দু'জন ছেলে পরস্পরের পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে অপর জনকে ঠেলে ফেলে দিতে চেষ্টা করবে। যে আগে ফেলতে পারবে তারই জিত।

চোখের ধাঁধা।

একটা গোল রিঙ্ (Ring) কিছু দূরে রেখে দাও তারপর যে কোনও একজনকে একটা এঁকাবেঁকা লাঠি দিয়ে ঐ ringএর ভেতরে একচোখ বুজে ঢুকাতে বলো। দেখবে খুব কম ছেলেই পারবে। অবশ্য যাদের একচোখ কানা তারা সকলেই পারবে কারণ তারা একচোখে দেখতেই অভ্যস্ত।

ব্রেক না থাকলে!

আজকাল অনেকেই free wheel বাইসাইকেল ব্যবহার কর। ব্রেক না থাকলে বা খারাপ হয়ে গেলে উঁচু থেকে নীচে নামতে হলে খুবই অসুবিধা হয়। নীচের দিকে সাইকেল খুবই জোরে যেতে চায় তখন আবার pedalএ চাপ দিতে গেলেও ভয়ানক ঝাঁকুনি লাগে। এই ঝাঁকুনি বন্ধ করতে হলে ডান হাত পিছনে দিয়ে seatএর পিছনটা ধরে রাখবে। এই পন্থাটা এতো সুন্দর কাজ করে যে তুমি আশ্চর্য্য হয়ে যাবে।

ভাল্‌ভ্ রাবার টিউব।

ধরো তোমরা টুর করতে বেরিয়েছে। তখন তোমার যদি cycleএর valve Rubber tube নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বড়ই দুরবস্থা হয়। চাকায় কিছুতেই পাম্প থাকেনা। valveটা দুই একবার দেশলাইয়ের কাঠির আগুনের ভিতর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে, তাহলেই দেখবে তোমার টিউব একেবারে নূতনের মত হয়ে গেছে। সাবধান! বেশী গরম যেন করে ফেলো না তাহলে টিউবটা নষ্ট হয়ে যাবে।

শায়েস্তা!

সাউথ আফ্রিকায় চাঁটমারা ঘোড়া শায়েস্তা করার এক খুব সুবিধা জনক পন্থা আছে। গাড়ীর সঙ্গে ঘোড়ার লেজটা বেঁধে দিতে হয়। যখন পেছনের পা তুলে চাঁট মারতে যাবে লেজে টান পরে নিজেই ব্যথা পাবে। ঘোড়াটা যখন দেখবে যে চাঁট মারতে গেলেই নিজের লেজে ব্যথা পায় তখন নিশ্চয়ই ঐরকম অভ্যাস ছেড়ে দেবে।

নাইট্ পিক্‌নিক্

——শ্রীজ্যোৎস্না সেন

আমরা বোর্ডিংএ মাত্র তেরজন ছেলে। মানিকই সবচাইতে সিনিয়র।

একবার প্রতাপ বলে একটী সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলে তার জন্মদিনে আমাদের নেমন্তন্ন করলে। প্রিন্সিপাল মিঃ রায়কে জিজ্ঞেস না করে তো আর যাওয়া যায়না। তাকে বলতেই তিনি বেঁকে বসলেন। আমরা ভাবলাম কিছুতেই আর যাওয়া যাবে না। কাজেও ঠিক তাই হল। শত বোঝান সত্ত্বেও তিনি যেতে দিলেন না। এতে কার না রাগ হয় বলত! আমাদের ভয়ানক রাগ হয়ে গেল। ঠিক করলাম এর একটা বিহিত করতেই হবে।

সেদিন আবার টীচারদের লেকএ Night picnic করতে যাওয়ার কথা। স্কুলের পর আমরা ঠিক করলাম যে আমরাও Night picnic করব তবে কিনা লেক এ নয়, বোর্ডির এর মাঠে! আগের দিন আমরা মিউনিসিপ্যালী মার্কেটে গিয়েছিলুম। সেই জন্য অনেক কেক্ চকোলেট ইত্যাদি মজুত ছিল।

যাহোক্ সন্ধ্যার সময় আমরা Supper না খেয়ে সেই খাবারটা, জল, কতকগুলি সতরঞ্চি আর বালিস একজায়গায় রেখে দিলাম। কেউত আর দেখবে না। সবাই তখন লেক্ এ যাবার জন্যে ব্যস্ত। স্কুলে Mr. Sen এর duty থাকাতে তিনি ছাড়া আর সবাই চলে গেলে। আমাদেরও নাইট পিকনিক্ এর সময় হয়ে এল। কিন্তু আমাদের একটা মুস্কিল হল। Mr. Senএর ঘর ঠিক সামনের সিঁড়ির কাছে। সিঁড়ি দিয়ে গেলেই উনি দেখতে পাবেন আর আমাদের সব plan নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক করলাম যে অন্য সিঁড়ি দিয়ে নেবে গেলে কেউ টের পাবে না সব ঠিকঠাক করে আমরা ভাল মেয়ের মত শুয়ে পড়লাম। খানিক বাদে Mr. Sen এসে একবার দেখে গেলেন।

উঠে দেখি সব ঘুমিয়ে পড়েছে শুধু মানিকই দরজার সামনে দাড়িয়েই দেখছে। আমাকে উঠতে দেখে বললে "Mr. Senএর ঘরে লাইট নিবে গেছে ওদের সব তোল। এখনি যাওয়া ভাল। "আমরা সবাই না Night dressএর উপরে একটা করে কিমোনা এঁটে সমস্ত জিনিস পত্র নিয়ে নীচে গেলাম। সতরঞ্চি পেতে সবে খেতে আরম্ভ করেছি এমন সময় পায়ের শব্দ শুনে আমাদের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। সব জিনিস পত্র ফেলে ছুটে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম।

সেদিন সব টীচাররা ত প্রায় রাত দুটোর সময় ফিরে আসলেন। তারা আর বাড়ী না গিয়ে বোর্ডিংও যে খাট কয়টা খালি ছিল তাতেই শুয়ে পড়লেন। আমরা কিন্তু সব লক্ষ্মী ছেলের মত শুয়ে, দেখলে কেউ মনেও করবে না যে এরাই একটা কিছু করেছে।

পরদিন সকালে উঠতেই আমাদের হেডমাষ্টার Mr. Chatterjee আমাদের খুব করে বকতে লাগলেন। আমরা তো অবাক্! পরে বকুনি কিখুক্ষণ শুনবার পর জানলাম যে আমরা যখন কাল পায়ের শব্দ শুনে পালিয়ে এসে ছিলাম তখন মালী আর দারোয়ান রাত্রের আড্ডা শেষ করে ফুটপাথ থেকে নিজেদের ঘরের দিকে ফিরছিল। তারা আমাদের দুড়দুড় শব্দে দৌড়তে দেখে মাঠের মাঝে গিয়ে খাবারের টুকরাগুলা দেখতে পেয়েছিল সকাল বেলাই সে খবর তারা Mr. Chatterjeeর কানে পৌঁছে দিয়েছে। আমাদের এতো রাগ হচ্ছিল মালী আর দারোয়ানটার উপরে!

কি আর করি। বকুনিগুলি নির্ব্বিবাদে হজম করে যেতে হোল। Mr. Chatterjee মানিককেই সব চেয়ে বেশী বকলেন 'কারণ ও সব চাইতে সিনিয়র আর সেই জন্য সে আমাদের এই কাজটা করতে বারণও করতে পারত।

যাহোক্ পরদিন Mr. Ghosh এর Geography examination ছিল। আর উনি সুযোগ বুঝে বল্লেন যে আমরা Geographyতে একটি নম্বরও পাব না। আমরাও কি দুষ্টু কম। আমরাও blank paper দিয়ে দিলুম।

রাজারামপুর ক্যাম্প।

আমরা নিশব্দে বসে। বীরুবাবুর হাতে বন্দুক আর মোহন সিংহের হাতে Torch আমার হাতে কিছুই না। কথা বলা নিষেধ। ভয়ানক মশা কামড়াতে লাগলো। উপায় নেই নড়তে পারবো না। যন্ত্রনা সহ্য করে চুপ করে বসে রইলাম। চতুর্দ্দিকে নিস্তব্দ কেবল ছাগলের চিৎকার। এইভাবে মশার যন্ত্রনায় নিশব্দে ২ঘণ্টা কেটে গেল— কিন্তু বাঘের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মনের দুঃখে আমরা ফিরে এলাম। এসে দেখি সকলে খেতে বসেছে। কোন কথা না বলেই তাদের সঙ্গে খেতে বসে গেলাম। সকলেই "নরেশদার ব্যাঘ্র শীকার" বলে খেপাতে আরম্ভ কোরলো। উপায়হীন নিশব্দে সয়ে গেলাম। ৯টার সময় Campfire আরম্ভ হোল। আমাদের Camp Chief প্রতাপদা এসে Camfire open করলেন। ৯-৪৫ মিঃ শেষকরে আবার নিদ্রা দেবীর আরাধনা।

আমাদের Campএর Programme হিসেবে আরও দুদিন কেটে গেল। শেষদিন দুপুরে একটা Cricket খেলার ব্যবস্থা হোল বীরুবাবুরা সব নিয়ে গিয়েছিলেন। দুটো Team হোল Otuldar XI Vs বীরুবাবুর XI। অতুলদার দল প্রথম ব্যাট কোরলো। তারা সকলে মিলে করলো ৬৪ রাণ তার মধ্যে মাধবদা একাই ৩৯। বীরুবাবু এবং অতুলদার Bowlingএ কেহই দাঁরাতে পারলো না। তারপর বীরুবাবুর দল নামলো। মাধবদার প্রথম বলেই বীরুবাবুর পেটে লাগলো। তিনি চলে যেতে বাধ্য হলেন। পরে তিনি আবার নামলেন। কিন্তু অতুলদার Bowlingএ আর অশোকদা এবং নরেশদার Fieldingএ কিছুই করতে পারলেন না। তারা সকলে করলেন ৫১ রাণ। অতুলদার দলের জয় হোল। Scoutদের Afternoon Teaতে তাদের নিমন্ত্রণ করা হোল। ঠিক খেলার পর Tea খাওয়া।

তারপরদিন ফিরে যেতে হবে। সকাল থেকে যেযার জিনিস পত্র গুছুতে আরম্ভ করলো। সেদিন আর Patrol Cooking হোল না। Officerরা রান্না করলে। ৯৷৷০ সময় সকলে খেতে বোসলো। অপূর্ব্ব বাবু ও বীরু বাবুও সঙ্গে বোসলো। আর আমাদের খাওয়াতে Entertain করলেন সুধীর বাবু। তার নানারকমের কথায়, ভাবভঙ্গিতে আমাদের পেটে খিল ধরিয়ে দিলেন।

১০টার সময় গরুগাড়ীতে সব জিনিস তোলা হোল। ১০৷৷০টার সময় রওনা হলাম। অপূর্ব্ব বাবু আমাদের সঙ্গে এলেন। রওনা হবার আগে আমরা বীরু বাবু আর সুধীর বাবুকে একটা Scout yell দিলাম। তারপর আমাদের গান—

"It's a long long way to Rajarampur
It's a long long way we came
Goodbye, to our kind Host
Hope to meet you Again."

হবার পর গরুগাড়ীতে রওনা হলাম। তখন কেউ আর হাঁটতে চাইল না। সবই গরু-গাড়ীতে উঠলো। আবার সেই শস্য শ্যামল ক্ষেতে মধ্যে দিয়ে ষ্টেশনে ফিরে এলাম। ট্রেন আসতে ১ ঘণ্টা দেরী। অপূর্ব্ব বাবু আমাদের "পান্তুয়া Parade" করালেন। অপূর্ব্ব বাবু প্রত্যেক ষ্টেশনে খবর নিলেন কোথায় চা পাওয়া যাবে। এই প্রত্যেক ষ্টেশনে খবর করার পর Beldanga ষ্টেশনে আবার আমাদের "মিঠাই চা Parade" হোল। রাত্রি ৯টায় রাণাঘাট পৌছিলাম। সেখানে Rajaramporeএর শেষ সম্বল লুচি আর ফাউলের সদ্ব্যবহার হোল। রাত্রি ১১টার সময় Sealdahতে ফিরে এলাম। এক বাসে উঠে Sing Song করতে করতে আমরা ১২॥০ টায় যে যার বাড়ী ফিরে গেলাম।

আমাদের Campএর সাফল্যের জন্য আমরা কয়েকজনকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারলাম না। যদিও মনের ভক্তি ও শ্রদ্ধা কাগজে কলমে ব্যক্ত করা যায় না তথাপি তাদের নাম উল্লেখ না করা আমাদের খুবই অন্যায়। শ্রীযুক্ত নরেশ বোস মহাশয়, শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত সুধীর বাগচী মহাশয় এবং আমাদের সেই বীরু বাবুকে আমাদের মনের ভক্তি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তাদের উৎসাহে যেন আমাদের দৈনিক জীবন Campএর ন্যায় উপভোগ করতে পারি।

বাঘ বাঘ

কাবেদের জন্য— —শ্রীঅমিয় নাথ রায় চৌধুরী।

"মুগলির কথা" বোধ হয় তোমরা সকলেই পড়েছ। সেদিনের শৈলসভার গোলমাল আর মারপিটের পর যা হয়েছিল, এই গল্পে তাই থাকবে। যারা "মুগলির কথা" পড়নি তাদের জন্য গোড়ার কথা—মুগলি ছিল একটি কাঠুরের ছেলে। একদিন কেউ বাড়ী ছিলনা দেখে শেরখাঁ নামে একটা কেঁদো বাঘ মুগলিকে খেতে আসে কিন্তু আগুনে পা লাগায় চেঁচাতে চেঁচাতে পালিয়ে যায়। মুগলি তখন খুব ছোট। ওযাংগঙ্গার ধারে শিয়োনীপাহাড়ের নেকেড়েরা শিকারে বেরিয়েছিল সেদিন তারা মুগলিকে নিয়ে গিয়ে "মা নেকেড়ের" কাছে দেয়। মা নেকড়ে মুগলিকে মানুষ করে তুলল। একদিন শিয়োনী প্যাকের সভায় মুগলিকে নিয়ে হাজির করা হোল, কারণ সেও কাব, সেও শিকার শিখেছে। আকেলা ছিলেন বাঘেদের দলপতি, বালু শেখাতেন আইন বাঘেরা শেখাতেন শীকার। মুগলিকে প্যাকে ভর্ত্তি করা হবে কিনা এনিয়ে যখন বচসা চলছিল, শেরখাঁ এসে হাজির—বলল মুগলি তার প্রাপ্য। আকেলা, বাঘেরা আর বালু মুগলির পক্ষ অবলম্বন করলেন দেখে অন্য নেকড়েরাও মুগলিকে দলে নিতে রাজী হোল—শেরখাঁ বেগাতক দেখে গজগজ করতে করতে চলে গেল। ট্যাবকী ছিল একটা ভীতু শেয়াল, সে খালি লোকের তোষা-

মোদ করত আর লোকের মধ্যে ঝগড়া বাধাত কুপরামর্শ দিয়ে। শেরখাঁকে সে খালি কুমন্ত্রনা দিত। অন্য নেকেড়েদের কাছে গিয়ে সে বলল-আকেলা বুড়ো হয়েছে, ভাল শীকার করতে পারেন না, তোমরা শেরখাঁকে রাজা কর জঙ্গলের আর ঐ মানুষ কাব মুগলিটা কে মেরে ফেল। মুগলিকে মারা বড় কঠিন সে ছিল ভারী শীকারী আর চটপটে। ট্যাবকীর প্ররোচনায় একদিন বিদ্রোহী হলো কয়েকটা নেকড়ে আকেলার বিরুদ্ধে, সেদিন মুগলি লালফুল (আগুন) এনে আকেলাকে প্রাণে বাঁচিয়ে ছিল। আগুণকে বাঘরা বড় ভয় করে, মুগলি আগুন দিয়ে শেরখাঁ আর অন্য বিদ্রোহীদের পুড়িয়ে দিল আচ্ছা করে, তারা চীৎকার করতে করতে পালিয়ে গেল। তারপর—

মুগলি প্যাক ছেড়ে দিয়ে সেদিন রাত্তিরে যখন নেকড়েদের গুহা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল মনের দুঃখে, তার পা দুটি চলেছিল সমতল ভূমিতে মানুষের গাঁয়ের দিকে। জঙ্গল সে ছেড়ে চলে ছিল কারণ সে বুঝেছিল যে জঙ্গলে এখন তার শত্রু আছে। তাই সে দৌড়াতে দৌড়াতে প্রায় বিশ মাইল অতিক্রম করে এসে হাজির হোল একটা অচেনা দেশে। উপত্যকাটা ক্রমে একটা বিস্তৃত উচ্চভূমিতে পরিণত হয়েছিল, পাহাড়ে জমির মাঝে মাঝে দু একটা খাদ, তারই এক কোণে একটা ছোট গ্রাম দাঁড়িয়েছিল, অপর পাশে শিয়োনী-জঙ্গল উচু থেকে ক্রমে নীচু হয়ে এসে উপত্যকায় মিশেছিল। সমতল ভূমির এখানে ওখানে গরু, ভেড়া, মহিষ চরছে। কয়েকটা ছোট ছোট রাখালের ছেলে মুগলিকে দেখে চেঁচিয়ে পালিয়ে গেল, গ্রামের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

মুগলি হেঁটেই চলেছে ক্রমাগত, কারণ তার ক্ষিদে পেয়ে ছিল ভারী। সে যখন গ্রামে এসে পৌছাল গোধূলি নেমে এসেছিল এক ধাক্কায় সে গ্রামে ঢোকবার ফটকটা খুলে ভিতরে ঢুকল। জঙ্গলে থাকবার সময় কতদিন নেকেড়েদের সঙ্গে খাবারের সন্ধানে এখানে এসেছে। চারধারে বেড়া আর ফটকের তোড়জোড় দেখে সে ভাবলে "তাহলে মানুষেও জঙ্গলি দেশের বাসিন্দাদের ভয় করে।"

ফটকের ধারে সে থপ করে বসে পড়ল, কিছুক্ষণ বাদে একটা লোক তার কাছে আসলে সে দাঁড়িয়ে উঠে হাঁকরে মুখের ভিতর আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে তার ক্ষিদে পেয়েছে। লোকটা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তারদিকে চেয়ে একটা রাস্তা দিয়ে পাঁই পাঁই করে ছুটে ফিরে গিয়ে গাঁয়ের পুরোহিতকে ডাকলে। পুরোহিত সাদা কাপড় পরা, মোটা সোটা একটি লোক, কপালে সিন্দুর আর চন্দনের তিলক কাটা। পুরুৎঠাকুর ফটকের কাছে এলেন, সঙ্গে এলো একদল লোক প্রায় শ'খানেক হবে। তারা মহাউৎসাহে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছিল আর মুগলির দিকে আঙ্গুল দেখাচ্ছিল। মুগলি মনে মনে ভাবল— এমানুষগুলো ব্যাবহারও জানেনা। এরকম ব্যাবহার তো সেই বাঁদরের দলও করতে পারে। সে তার লম্বা চুল পিঠের উপর ফেলে মানুষগুলোর কাণ্ড কারখানা দেখতে লাগল।

পুরুৎমহাশয় বল্লেন—এতে ভয় পাবার কি আছে? দেখছনা ওর হাতে পায়ে নেকড়েদের কামড়ানোর দাগ রয়েছে! ও বোধ হয় নেকড়ের পালিত শিশু জঙ্গল থেকে পালিয়ে এসেছে।

একথা ঠিক যে নেকড়ের বাচ্ছাদের সঙ্গে খেলবার সময় অসাবধানতায় দু একটা দাঁত মুগলির হাতে পায়ে বসেছিল কিন্তু মুগলি সে গুলোকে কামড় বলেই ধরেনা, কারণ আসল কামড় যে কি চীজ তা সে জানে।

"আহা, আহা!" দু'তিনটি স্ত্রীলোক বলে উঠল, বেচারা অতটুকু ছেলেকে নেকড়েয় কামড়েছে। ছেলেটি দেখতে বেশ, চোখ দুটি জ্বল জ্বল করছে। কিন্তু মনে মেসুয়ার যে যে ছেলেকে বাঘে নিয়ে গিয়েছিল এ তারমত দেখতে।

"কৈ দেখি" বলে, একজন স্ত্রীলোক এগিয়ে এল, হাতে তার কয়েকটা তামার চুড়ী পায়ে মল। সে এল মুগলির হাতটা তার হাতের মধ্যে নিয়ে কি যেন দেখল, তারপর বলল—না এ নয়, কিন্তু চাউনিটা ঠিক আমার ছেলের মতন।

পুরুৎমশায় চালাক লোক, তিনি জানতেন যে মেসুয়া গ্রামের সবচেয়ে বড়লোকের স্ত্রী, তাই আকাশের দিকে একটু তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বল্লেন—জঙ্গল একটা নিয়েছিল একটা ফিরিয়েও দিল তেমনি। মেসুয়া বোন আমার ঘরে নিয়ে যা, মনে রাখিস এ বুড়ো পুরোহিতের দান।

মুগলি ভাবল— একটা ষাঁড়ের বদলে ওরা জঙ্গলে আমায় বাঁচিয়ে ছিল, এদের কথা বার্ত্তায় মনে হচ্ছে এরাও একটা কিছুর বদলে আমায় রাখছে। যাক গে, মানুষই যদি আমি হই আমায় মানুষের মতই থাকতে হবে।

ভীড় কমে গেলে স্ত্রীলোকটি মুগলিকে নিয়ে তার কুটিরে গেল, সেখানে লালরঙ্গের একটা খাটিয়া পাতা, নানারকম কাজ করা শস্য রাখবার একটা মাটির পাত্র আর গোটা ছয়েক তামার বাসন পত্র ছিল। ঘরে দুটো কুলঙ্গি একটাতে হিন্দুদের দেব মন্দির রয়েছে, অপরটিতে রয়েছে একটা আট আনা দামের আয়না।

এই আড্ডাটা ছিল গ্রামের ক্লাব গোছের, এখানে সর্দ্দার পাহারাওয়ালা নাপিত (যে নাকি গ্রামের সব খোস গল্প জানত), শিকারী বলদেও আরও অন্য সকলে এসে ধূমপান করত। গাছটার উপরের ডালে কতকগুলো বাঁদর মাঝে মাঝে কিচির মিচির লাগাত আর গোল রকটার তলায় থাকত একটা গোখরা সাপ। সাপটাকে লোকে দেবতার চেলা মনে করে রোজ দুধ কলা খেতে দিত, কাজেই সে বেশ সুখেই ছিল। গাছটাকে ঘিরে বুড়ো লোকগুলো গোল হয়ে বসে বড় বড় হুঁকোয় করে অনেক রাত পর্য্যন্ত তামাক খেত আর মানুষ দেবতা আর ভূতের বিষয় আশ্চার্য্য আশ্চর্য্য গল্প করত। বলদেও শিকারী মানুষ, সে জঙ্গলের গল্প বলত গল্প শুনতে শুনতে যারা বয়সে ছোট আশ্চর্য্যে তাদের চোখের মনি যেন ঠিকরে বার হবার জোগাড় হোত—তারা হাঁ করে গল্প শুনত। বেশীর ভাগ

গল্পই হোত জন্তু জানোয়ার সম্বন্ধে কারণ জঙ্গল ছিল তাদের গ্রামের পাশেই আর প্রায়ই শোনা যেত আজ একটা হরিণ কিংবা শুয়ার ক্ষেতের আল ভেঙ্গে দিয়ে গেছে কিংবা একটা বাঘ একটা ছেলে চুরী করে নিয়ে গেছে—এসব তো হর বকতই হোত।

মুগলি জঙ্গলের বিষয়ে কিছু জানত বলে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসত ফিক ফিক করে আর বলদেও একের পর এক তার আশ্চর্য্য গাঁজাখুরি গল্প বলে যেত, মুগলি মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে সায় দিত।

একদিন বলদেও বলছিল যে কি করে একটা বাঘ মেস্থুয়ার ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল আর সে বাঘটা নাকি বাঘ ভূত ছিল ; বাঘটার উপর নাকি একটা বুড়ো স্থদখোর মহাজনের ভূত ভর করে ছিল,—সে মারা গিয়েছিল অনেকদিন আগে। তারপর বলদেও বলল যে সে হলপ করে বলতে পারে যে পুরণদাস একবার মারপিটের সময় যখন তার দলিল পত্র জ্বলে গিয়েছিল, তার পায়ে বড় চোট লেগেছিল, আর সে স্বচক্ষে দেখেছে যে, যে বাঘটা মেস্থুয়ার ছেলেকে নিয়ে গিয়ে ছিল, সেও খুঁড়িয়ে চলে, তারও একটা পায়ে চোট আছে।

সঙ্গে সঙ্গে দাড়িওয়ালা বুড়োগুলো মাথা নড়ে বলত, সত্যি সত্যি—একথা সত্যি না হয়ে যায় না।

মুগলির মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল সমস্ত গল্পগুলোই কি এমনই গাঁজা খুড়ি? একটা বাঘ খুঁড়িয়ে চলে কারণ তার একটা পা খোঁড়া, একথা কেনা জানে। আর একটা স্থদখোরের আত্মা যে শেয়ালের চেয়েও ভীতু একটা জন্তুর উপর ভর করবে—এসব ছেলে ভোলান গল্প।

বলদেও আশ্চর্য্য হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, সর্দ্দার একবার মুগলির দিকে আড়-চোখে তাকাল। তারপর বলদেও বলল—এটা সেই জঙ্গলি ছেলেটা না? তুমি যদি অতই বাহাদুর বাপু তো যাওনা সেই বাঘের ছালটা এনে হাজির কর, খানওয়ারার রাজ-সরকার যে বাঘটি মারতে পারবে তাকে একশো টাকা পুরস্কার দেবেন বলেছেন। বুঝলে ফাজিল ছোকরা। বড়রা যখন কথা বলে তখন কথা বলতে হয় না।

মুগলি যাবার জন্য উঠবার আগে বলল সন্ধ্যে বেলা থেকেই তো শুনছি, কিন্তু একবার কি দুবার ছাড়া বলদেও জঙ্গলের বিষয় যা বলেছে সব মিথ্যা। কাজেই অন্যগুলোও যে সব বাজে গল্প নয়, তাই বা কে বলতে পারে? কি করে আমি ঐসব ভূত, দেবতা প্রভৃতির গল্প বিশ্বাস করি।

সর্দ্দার বললে—না: এছেলেটিকে সারাক্ষণ গরুরপালের কাছে রাখলেই ভাল হয়। বলদেও তখন মুগলির এই স্পষ্ট কথায় একটু আমতা আমতা করছিল।

ভারতবর্ষের সব গ্রামেই দেখা যায় যে কয়েকটী ছেলে গরু বাছুর নিয়ে সকালে চরাতে বের হয় আর ফেরে রাত্তিরে। এই গরু বাছুরের দল ইচ্ছে করলে তার চালককে

শিখে ফেলতে পারে সহজেই, কারণ চালক সাধারণতঃ হয় ছোট ছেলেরা হয়তো গরুর নাক পর্য্যন্তও লম্বা নয়, কিন্তু তারা করে না। ছেলেরা যতক্ষণ তাদের উপর নজর রাখে গরু মহিষের দল থাকে ঠিক নিরাপদ, কারণ তখন বাঘেও দল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে না তাদের সামনে থেকে। কিন্তু তারা (রাখাল ছেলেরা) যদি ফুল তুলতে কিংবা ফড়িং ধরতে ব্যাস্ত থাকে তাহলে মাঝে মাঝে দু'একটা জন্তু ছটকে যায় কিংবা বাঘের মুখে যায়। দলের মধ্যে সব চেয়ে বড় মহিষ রামের পিঠে চড়ে মুগলি খুব ভোরে গাঁয়ের পথ দিয়ে যাচ্ছিল আগে আগে আর এক দলের অন্য মহিষ গুলো আসছিল সার বেঁধে। সঙ্গের অন্য ছেলেদের মুগলি জলেরমত বুঝিয়ে দিল সেই তাদের দলপতি। সে একটা তেলালো বাঁশের লাঠি দিয়ে মহিষের পিঠে মারত আর তার সহচর কামিয়াকে বলত ওহে গরুবাছুর গুলো নজর রেখো বেশীদূরে যেও না, আমি মহিষগুলো চরাছি।

ভারতবর্ষের চরবার জায়গা সাধারণতঃ একচু উচু জমিতে, সমতল ভুমিতে চরতে মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যায় গরুগুলো। মহিষরা সাধারণতঃ ডোবা আর কাদাতেই থাকতে ভালবাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সমতল ভুমির যে জায়গায় ওয়াংগঙ্গা বহে গিয়েছিল জঙ্গলের কিনারা দিয়ে মুগলি তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল সেখানে তারপর তড়াক করে রামের পিঠ থেকে লাফ দিয়েই ছুটল একটা বাঁশঝাড়ের দিকে। সেখানে গ্রে ব্রাদার অপেক্ষা করছিল, মুগলিকে দেখে বল্‌ল—গত কয়েকদিন ধরে আমি তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করছি। মেলাই সঙখানা এনেছে যে, এসবের মানে কি? মুগলি বল্‌ল—কি আর করি ভাই, হুকুম মানতেই হবে। আমার উপর এই সব গরু ভয়সা দেখবার ভার পড়েছে। তারপর শেরখাঁর কি খবর?

"সে দেশে ফিরে এসেছে, অনেকদিন ধরে সে এখানে তোমার খোঁজে রয়েছে। এখন সে অন্যত্র গেছে, এখানে শিকার বড় মন্দা। কিন্তু সে বলেছে তোমায় মারবেই।

মুগলি বল্‌ল—বেশ, বেশ। তা' সে যতদিন না ফেরে তুমি ঐ পাহাড়ের উপর বসে থেকো, যাতে আমি গ্রাম থেকে বেরুলেই তোমায় দেখতে পাই। ফিরে এলে তুমি খাদের ধারের ঐ গাছের তলায় আমার জন্য অপেক্ষা কোরো তাহলে একদম অসাবধানে শেরখাঁর পেটে যাবার ভয় থাকবে না।

মেসুয়া তাকে অনেকটা দুধ আর রুটি খেতে দিয়ে তার মাথায় হাত দিয়ে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে মনে করল এই বুঝি তার হারাণো ছেলে, যাকে বাঘে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তাই সে ডাকল "নাথু, নাথু!" কিন্তু মুগলিকে দেখে মনেও হোল না যে এ নাম কখনো শুনেছে। "নাথু তোমার কি মনে নেই, যেদিন আমি তোমায়, এক জোড়া নতুন জুতা কিনে দিয়েছিলুম।" এই বলে সে মুগলির পায়ের তলায় হাত দিল। জঙ্গলিরাস্তায় চলাফেরা করে মুগলির পায়ের তলাটা এত শক্ত আর খরখরে হয়ে গিয়েছিল যে, সে যে কখনও জুতো পায় দিয়েছে তা মনে হয় না।

একটি দীর্ঘ শ্বাস ফেলে মেসুয়া বল্ল তুমি আমার নাথু হও আর নাই হও অনেকটা তার মতই দেখতে।

এর আগে কখনও ছাদওয়ালা ঘরে থাকেনি মুগলি ছটফট করতে লাগল; কিন্তু খড়ের চালের দিকে চেয়ে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এই ভেবে যে দরকার হলে চাল ভেঙ্গেও সে পালাতে পারে, তাছাড়া জানালাটার কোন ঝাঁপ ছিল না। সে মনে মনে ভাবল মানুষ হয়ে যদি মানুষের কথা বুঝতে না পারা যায়, তবে তেমন মানুষ হবে লাভ নেই, আমি এখানে বোকা বোবার মত বসে আছি, একটা মনুষ যদি জঙ্গলে যায় তারও দশা হবে এই রকম। তারা কি করে কথা বলে নিশ্চয়ই শিখতে হবে। মুগলি খুব ভাল অনুকরণ করতে পারত, তাই মেস্যুয়া যেই তাকে একটা কথা বলে, সে অমনি সেটা মুখস্ত করে নিতে লাগল। এই রকম ভাবে একদিনের মধ্যেই মুগলি অনেক কথা শিখে ফেলল।

ঘুমুবার সময়েই হোল মুস্কিল এই খোঁয়ারের মত বন্ধ ঘরে কিছুতেই তার ঘুম এলো না। জানলা টপকে সে বাইরে গিয়ে প্রকৃতির বিছানা ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। মেস্যুয়ার স্বামী, তাকে বল্ল ওগো দেখ, ওর জন্য অত ব্যাস্ত হয়ো না, এবং আগে ও কখনও বিছানায় শোয়নি, ওর বাইরে শুয়ে যদি ঘুম আসে তো ও বাইরেই ঘুমোক। আর ও যদি সত্যই আমাদের ছেলের বদলে এসে থাকে, ও পালাবে না।

মুগলি শুয়ে সবে চোখ বুজেছে, এমন সময় একটা ছাইরঙের নরম নাক তাকে ঠেলল, চোখ মেলে সে দেখল গ্রে ব্রাদার (মা নেকড়ের বড় ছেলে)। বলছে কি হে কুড়ি মাইল হেঁটে আমার এই কি পুরস্কার? তুমি কি রাতারাতি মনুষ হয়ে গেলে তবে! উঠে বোস ভায়া, একটা জরুরী খবর আছে।

মুগলি ব্যাস্তভাবে বলল জঙ্গলের সবাই ভাল আছে?

"লালফুলে যারা পুড়ে গিয়েছিল তারা বাদে আর সব ভাল আছে। শের খাঁ চলে গেছে অনেক দূরে, যতদিন না ঘা শুকিয়ে তার নতুন চামড়া গজায় সে ফিরবে না তবে সে বলেছে, সে তোমার হাড় চিবিয়ে ওয়াং গঙ্গার জলে ভাসাবে তবে তার নাম শের খাঁ।

মুগলি বলল এর উত্তর দুটো কথায় দেওয়া যায়। আমিও একটা প্রতিজ্ঞা করেছি। যাহোক, মোটের উপর খবর ভালই তাহলে। এই নতুন আবহাওয়ায় এসে বড় ক্লান্ত হয়েছি। যাক তুমি আমায় মাঝে মাঝে খপর দিও ভাই। গ্রেব্রাদার বল্ল তুমি ভুলবে না তো যে তুমি একদিন নেকড়ের দলে ছিলে। মুগলি বল্ল না কখনও ভুলব না। আমাদের গুহার সকলকে আমি ভাল বাসব আর মনে রাখব, কিন্তু এও মনে রাখব যে কয়েকজন নেকড়ে ভাই আমার প্যাক থেকে তাড়িয়েছে।

গ্রে ব্রাদার বলল এও তো হতে পারে আর একটা দল থেকেও তুমি বিতাড়িত হতে পার। বুঝলে ভায়া মানুষ মানুষই আর কিছু নয় – তাদের আবার কথা ? সে কথা তো পুকুরের ব্যাঙের কথা সামিল। আমি এদিকে আবার যখন আসব, গরু চরবার মাঠের কোনে ঐ বাঁশঝাড়ের পাশে তোমার জন্য অপেক্ষা কোরব।

সেদিন রাত্তিরের পর মাস তিনেক মুগলি গ্রামের ফটকের বাইরে যাবার সুযোগ পায়নি, কারণ এসময়টা সে মানুষের আচার ব্যবহার আর ভাবভঙ্গি শিখতেই ব্যস্ত ছিল। প্রথমে তাকে একটা কাপড় পরতে হোল, যদিও তার অসুবিধা হোত ভয়ানক। তারপর তাকে শিখতে হোল টাকাকড়ির হিসেব, এজিনিসটা কিছুতেই মুগলির মাথায় ঢুকত না। আর যদি লাঙ্গল চষার কথা বল, মুগলি ভেবেও পেত না যে একাজ করায় কোন দরকার আছে কিন্তু তবু তাকে করতে হোত।

তাকে সবচেয়ে বেশী বিরক্ত কোরত গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েগুলো। ভাগগিস জঙ্গলি আইনে কি করে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে হয় সে শিখেছিল, কারণ জঙ্গলে মেজাজ ঠিক রাখার উপরই জীবন আর খাবার নির্ভর কোরত ; সে কেন ঘুরি উড়াতে পারে না গুলি খেলতে পারে না কিংবা সে কেন থেকে থেকে দুএকটা বেফাঁস কথা বলে ফেলে, এই নিয়ে যখন ছেলেগুলো তাকে অযথা ক্ষেপাত তার ভারী রাগ হোত, কিন্তু সে জানত যে এই ল্যাংটা পুঁটকে পুঁটকে ছেলে ধরে আছাড়ে দুটুকরো করায় কোন বাহাদুরী নেই কিংবা লাভ নেই। তার নিজের জোর সম্বন্ধ কোন ধারণাই ছিল না। জঙ্গলে সে জানত যে অন্যান্য জন্তুদের তুলনায় সে দুর্ব্বল, কিন্তু গ্রামের লোকেরা বলত তার গায়ে ষাঁড়ের মতন শক্তি। ভয় বলে যে কোন জিনিস আছে, সে ধারণাও করতে পারত না, তাই গ্রামের পুরুতমশায় যখন তাকে বল্লেনে যে ভোগের থালা থেকে আম তুলে খেলে দেবতা উঠে যাবেন, সে তক্ষুনি বিগ্রহটিতে তুলে নিয়ে পুরুতের কাছে হাজির হয়ে বলল দেবতা রাগ করে কি করবে ? আসুক না সে রেগে, তার সঙ্গে আমি লড়াই কোরব। এ কেলেঙ্কারীটাকে পুরুতমশায় কোন রকমে চেপে গেলেন। মেসুয়া আর তার স্বামী দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্য অনেক টাকাকড়ি, খরচ কোরল। মানুষের মধ্যে যে জাতের পার্থক্য আছে মুগলি তা জানত না। কুমোরের গাধাটা যখন কাদার গর্ত্তের মধ্যে পড়ে যেত মুগলি সেটাকে ল্যাজ ধরে টেনে তুলত, আর খানিওয়ারা বাজারে বিক্রয় জন্য মাটির হাঁড়িকুড়িগুলো ভাল করে বেঁধে দিয়ে কুমোরদের সাহয্য কোরত। অন্যদের চোখে জিনিষটা বিসদৃশ ঠেকত ; কারণ কুমোর হোল নীচু জাতের লোক। এর জন্য পুরোহিত মুগলিকে বকতো, সে যখন তাঁকেও গাধার পিঠে চাপিয়ে দেবার ভয় দেখাল তখন তিনি মেসুয়ার স্বামীকে গিয়ে বল্লেন যে ছেলে বকে যাচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে একটা কাজে লাগিয়ে দেওয়া উচিত। কাজেই গাঁয়ের সর্দ্দার মুগলিকে ডেকে বলল যে কাল থেকেই তাকে মহিষ চড়াতে যেতে হবে। একাজে মুগলি হোল সবচেয়ে বেশী খুশী।

ডুমুর তলায় একটা বড় রকের উপর সন্ধ্যাবেলায় গ্রামের শ্রমিকদের আড্ডা বসত। সেদিন রাত্তিরে মুগলিও সেই আড্ডায় গিয়ে জমল, ভাবটা এই যে সেও আজ থেকে শ্রমিক।

মুগলি একটা ছায়ায় বসল জায়গা বেছে নিয়ে লাগাল ঘুম আর মহিষগুলো তার চারধারে চরতে লাগল। এই রকম দিনের পর দিন মুগলি মহিষ চরাতে আসে, আর গ্রে-ব্রাদারকে পাহাড়ে দেখে নিশ্চিন্ত হয় যে শেরখাঁ আসে নি।

শেষ একদিন সত্যি সত্যিই সে দেখল গ্রে ব্রাদার তার জায়গায় নেই, সে একটু হেসে মহিষের দলকে চালিয়ে নিয়ে গেল খাদের ধারে সেই গাছতলায়—গাছটায় লালছে সোনালী ফুলে ভরে গিয়েছিল। সেখানে গ্রে ব্রাদার বসে ছিল, তার পিঠের সব রোঁয়াগুলো খাড়া হয়ে উঠেছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল শের খাঁ মাসখানেক লুকিয়ে ছিল, যদি তুমি অসাবধান হও, কাল রাত্তিরে সে ট্যাবকীর সঙ্গে পাহাড়টপকে তোমার সন্ধানে এসেছে। মুগলি গম্ভীরভাবে বলল—শেরখাঁকে আমি "থোড়াই ডর" করি, কিন্তু যত নষ্টের গোড়া ঐ ট্যাবকী, মাথায় তার খেলে নতুন নতুন দুর্ব্বুদ্ধি।

তার ঠোঁট দুটো একটু চেঁটে গ্রে ব্রাদার বলল—কোন ভয় নেই ভায়া, আজ সকালে ট্যাবকীর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে ছিল। এখন সে তার বুদ্ধির হিসেব দিচ্ছে চিল, শকুনের কাছে, তার কাছ থেকে সব কথা জেনে গিয়ে আমি তার মাজা ভেঙ্গে দিয়েছি। শের খাঁ ঠিক করেছে যে আজ সন্ধ্যে বেলায় তোমায় ধরবার জন্য গ্রামের ফটকের কাছে লুকিয়ে থাকবে। এখন সে ওয়াঙ্‌গঙ্গার চরে ঘুমুচ্ছে।

ব্যাস্ত হয়ে মুগলি জিজ্ঞাসা করল সে কি আজ কিছু খেয়েছে না খালি পেটে আছে?

"সে সকালবেলায় একটা শূয়োর মেরে খেয়েছে—জলও খেয়েছে প্রচুর—তুমি তো জানই প্রতিশোধ নেবার জন্য শেরখাঁরমত পেটুক উপোষ করে থাকবার পাত্র নয়।"

"আঃ কি বোকা! একেবারে পোলা ব্যাঙের অধম! খেয়েছে আবার জলও পান করেছে—সে কি মনে করে তার ঘুম ভাঙ্গবার পর পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা ক'রব। সে এখন কোথায় শুয়ে আছে! আমরা যদি দশজনও থাকতাম তবে শুয়ে থাকতে থাকতেই ওকে সাবড়ে দিতাম। এই মহিষগুলো তাকে ঘিরে না ফেললে বোধ হয় গোঁতাতে রাজী হবেনা, আমি তো মহিষের ভাষা জানিনা। আচ্ছা যাতে মহিষগুলো তার গন্ধ পেয়ে ক্ষেপে যায় এমন বন্দোবস্ত করা যায়না?

"উঁহু, সে সাঁতরে গিয়ে অনেক দক্ষিণে শুয়েছে।"

"মনে হয় ট্যাবকীই তাকে এই বুদ্ধি দিয়েছে, নইলে তার মাথায় আর এ বুদ্ধি আসতেই পারেনা। ওয়াংগঙ্গার বড় চরাটা বোধ হয় এখান থেকে আধ মাইলের একটু বেশী হবে। আচ্ছা জঙ্গলের পিছন দিয়ে ঘুরিয়ে আমি এদের নিয়ে গিয়ে চরের কাছে তাড়া দিতে পারি কিন্তু অপরদিক দিয়ে শেরখাঁ পালাবে কাজেই ও মুখটাও বন্ধ করতে

হবে। আচ্ছা গ্রেব্রাদার এই গরু মহিষগুলোকে দুভাগ করে ফেললে হয় না? আমার একটু সাহায্য করনা ভাই।"

"না আমি পারবনা ভাল করে এ বিষয়ে আমার চেয়েও ওস্তাদ একজন সাহায্যকারী আছেন।" এই বলে গ্রেব্রাদার ছুটে গিয়ে একটা গর্ত্তে ঢুকে পড়ল কিছুক্ষণ বাদেই গর্ত্তর মুখ থেকে বেরুল একটা প্রকাণ্ড ছাইরঙের মাথা মুগলির কাছে খুবই চেনা। একটা প্রচণ্ড হুঙ্কার চারধার কেঁপে উঠল, দিনদুপুরে শিকারী নেকড়ের ডাক!

মুগলি আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে উঠল "আকেলা আকেলা! আমি জানতাম আপনি আমায় ভুলবেন না। আমাদের এখন একটা বড় কঠিন কাজ করতে হবে। এই জানোয়ার গুলোকে দুভাগে বিভক্ত করে দিন আকেলা! গরু আর বাছুরগুলোকে একদিকে রাখুন আর বাকী ষাড় আর মহিষগুলোকে রাখুন আর একটা দলে।"

দেখতে দেখতে দুটো নেকড়ে ছুটল চরকা বাজিরমত এর ফাঁকদিয়ে ওর ফাঁকদিয়ে ঘুরতে ঘুরতে তারা মুগলির কথামত দুটো দল করে ফেলল। ছটা আটটা লোক মিলেও এত চমৎকার ভাবে এত শীঘ্র কাজ করতে পারতো না।

আকেলা বল্লেন আর কি করতে হবে?

রামের পিঠে চেপে মুগলি বলল—ষাড়গুলোকে বাঁধার দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যান আকেলা, আর গ্রেব্রাদার তুমি ভাই গরুর দলকে খাদের ধার দিয়ে দিয়ে পাহাড়ের এমন জায়গায় দাঁড় করাও, যেখান থেকে গরুগুলো সহজেই লাফিয়ে গুঁতাতে আসতে পারে কিন্তু জায়গাটা এমন উচু হবে যে শেরখা লাফ দিয়ে পালাতে পারবেনা। আমরা এধার দিয়ে যতক্ষণ না পৌচাই ততক্ষণ তাদের সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখো।

সঙ্গে সঙ্গে আকেলা "ওয়া-য়া" বলে গর্জ্জন করলেন আর বলদগুলো লেজ খাড়া করে ছুটতে আরম্ভ করল। গ্রেব্রাদার গরুদের সামনে দাঁড়াতেই তারা তেড়ে এলো গুঁতোতে—অমনি সে দিল ছুট খাদের ধার দিয়ে, গরুগুলোও রোকের মাথায় ছুটল পিছু পিছু এদিকে আকেলা ষাড় আর মহিষের দলকে বাঁদিক দিয়ে তাড়া করে নিয়ে চল্লেন।

মুগলি বলল বেশ হয়েছে, আর একটু তাড়া দিলেই হবে। কিন্তু সাবধান আকেলা, ষাড়গুলো বেজায় চটেছে, গুঁতোতে পারে কিন্তু, একটু রয়ে সয়ে তাড়া দেবেন এবার। আচ্ছা আপনি কি আগে ভেবেছিলেন যে এই মহিষ আর গরুগুলো এত জোর ছুটতে পারে?

আকেলা একটু হেসে বল্লেন কাল আমি একলাই এদের একটীকে শিকার করেছি। যাক এবার কি আমি এদের জঙ্গলের দিকে নিয়ে যাব চড়ার কাছে "হাঁ! খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু রাম ভয়ানক রেগেছে, তার রাগ পড়তে দেবার আগেই তাকে দিয়ে একাজ করাতে হবে।

(ক্রমশঃ)

Notes & News

Cub Palaver—A Cub Palaver was held on Saturday, February 10th at Dhakuria. About 25 old wolves attended. The function started at 3 P. M. and was brought to a close at 7 30 P. M. after a grand Red-flower. Interesting talks were made by Mr. N. N. Bhose, Rev. R. W. Bryan and Dr. Amar Dev. This consisted many other items, viz. games, yells etc. Bones were supplied to the old wolves in the interval.

Sir P. C. Mitter—We are grieved to hear, the sudden and untimely death of the Hon'ble Sir P. C. Mitter, K. T., C. I. E., K. C. S. I., who was a member of the III Calcutta Local Association. Owing to heavy pressure of work, he could not possibly attend many of our functions, but his best sympathy was always with us. As a matter of fact he was a real lover of souting. We record with great sorrow, this loss to our movement.

Cubmasters' Camp—A Cubmasters training camp was held at the Dhakuria Camp site from 26th Jan. to 31st Jan.

Scoutmasters' Camp—A Scoutmasters' camp was held at the Dhakuria Camp site immediately after the Cubmasters camp from the 31st Jan. to 10th Feb. 34. There were all told 36 campers. The result was fairly well—6 First Class, and 25 Second Class.

Rovers' Camp—A short rover camp consisting of 18 Rovers was held at the camp site from 10th to 12th Feb. 34. Rovers from three different Associations of Calcutta attended. The Government Commercial Institute Crew —1st Calcutta, the Scottish Church College Crew—II Calcutta and the Ashutosh College Crew—III Calcutta. Mr. N. N. Bhose, D. C. C. was in charge of the Camp.

India Head Quarters New Rule Book—We are glad to note that the India Boy Scout Head Quarters has reduced the price of their rule book. This is surely a remarkable help to the scout movement. Price 4 As.

"B.-P.' s" Message to India.

Mr. J. S. Wilson, the Camp Chief of Gilwell Park, the Boy Scouts Association's training centre in the Epping Forest, is at present in India visiting the the Boy Scouts there. He has taken with him the following message from the Chief Scout, Lord Baden-Powell, to the Boy Scouts of India :—

"I have been watching eagerly the progress of Scouting in India, and though there has been extreme difficulty in the last few years, I felt confident that the staunch Scout spirit and loyalty of our Scouters would meet all obstacles, and am glad that that confidence has been more than realised. The Movement has gone steadily ahead everywhere and extended its influence even to the borders of far-away Tibet. It is over 12 years now since I paid my last vist to India There I was able to see many Scouts and Scouters and bring them all together,

so that they could all work for the welfare of the boyhood of that vast and important country.

Happy Memories. I have many very happy memories of that visit, and only wish it was now possible for me to repeat it and see for myself all the progress that has been made. It is obvious that after this lapse of time the whole machinery and organisation of Scouting will need some overhauling so as to make for more smooth and efficient working and in order that it can cope with changing conditions. In addition, the main difficulty in a fast growing Movement in so vast a country as India is to ensure that leaders are inspired with the right idea and have a complete grasp of the principles, methods and aims of our world-wide Scout brotherhood.

Camp Chief's Visit "For these reasons our Camp Chief is visiting India as my personal representative in order to lend a hand in putting the Scout machine in the best possible condition for the work that will be required of it in the future and to help you Scouters as much as he can by giving you the latest ideas in regard to Scouting that have been gathered from different parts of the world. His past knowledge of and experience in India place him in the position of being able to understand your difficulties and appreciate your successes better than any other man.

"Therefore I urge you, my brother Scouts, to utilise Mr. Wilson's services to the full while he is with you and I hope that inspired by what he can tell you, you will go forward with renewed confidence on our great work. The Scout Movement in India should aim at, firstly, the training up of a strong, cheery and useful manhood for India and, secondly, establishing a united national Association which will take a worthy place among the nations of the world in our great Scout brotherhood—a brotherhood of goodwill and service."

মিঃ জে, এস, উইলসন,
ক্যাম্প চিফ্‌, গিলওয়েল পার্ক।

দশম বর্ষ]   ফাল্গুন—১৩৪০   [৯ম সংখ্যা

স্রোতের ফুল

শ্রীবিমান কুমার ঘোষ—

স্রোতেরি ফুল আমি স্রোতেতে ভেসে যাই
জীবনে আর মোর কোন কি কাজ নাই ?
এ ঘাট হতে এসে ও ঘাটে যাই ভেসে
আমারে কোলে তুলে কেহ ত নেয় নাই।
প্রভাতে কোন দিনে বিকশি কোন দেশে,
বাতাসে দুলে ছিনু, গরবে হেসে হেসে
কে আসি কোথা হতে কঠিন দুটী হাতে
মায়েরি বুক হতে ছিনিয়ে নিল এসে।
রহিল কোথা পড়ে পাখীর মধু গান,
বাতাসে ভেসে গেল পাপিয়া কলতান,
দেবতা পূজা তরে আমারে নিল ঘরে,
নয়নে বারি ঝরে পরাণ্ আন্চান্।

ব্যথিতা পূজারিনী নিবেদি ব্যথা তার,
আমারে সঁপি দিল চরণে দেবতার,
তাহারি ব্যথাখানি হৃদয়ে বহি আনি
জানানু দেবতারে ঘুচিল গুরুভার।
তাহার পরদিন নূতন ফুল আনি
আবার দেবতারে পূজিল পূজারিণী,
স্রোতের মাঝে মোরে ভাসায়ে দিল ভোরে,
বুঝিতে পারিল না আমার ব্যথাখানি।
সেদিন হতে আমি স্রোতেতে ভেসে যাই,
আমার পানে কেহ ফিরিয়া চাহে নাই,
এ ঘাট পানে এলে ও ঘাটে দেয় ঠেলে,
জীবন ভরি শুধু লভিনু ব্যথাটাই।
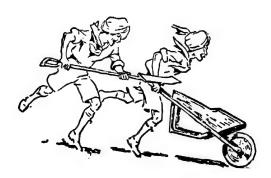
কড়া জমীদার

শ্রীসুধাংশু রায়——

রাজা বসে সভার মাঝে পারিষদ সব বসে আছে
হচ্ছে কথা আমোদ প্রমোদ নিয়ে
এবার পূজায় হবে ঘটা শ'তুচ্চার পড়বে পাঁঠা
খাবে সবে মাংস লুচী দিয়ে
কার যাত্রা আনা হবে কোন থিয়েটার বায়না পাবে
কখান মেডেল থাক্‌বে তা'তে ভাই
"তুদিন শুধু তুদিন সময় চাই।"

"কেরে এটা লক্ষীছাড়া দেখতে, যেন পাগল পারা
এমন সময় ক'রে জ্বালাতন
রে গয়াদীন দূর ক'রে দে বেতের তু'ঘা দাগ এঁকে দে
তা' না হ'লে ঠিক হবে না যাদু বাছাধন।"

"রক্ষা করু প্রভু মোরে যাব আমি সবই ছেড়ে
তুদিন শুধু তুদিন সময় চাই
হয়ত গিয়ে দেখব এখন পুত্র আমার নাই।"
"যা-যা ব্যাটা ওরে তুষ্ট সময় আমার মিছে নষ্ট
করিস্‌নাক বলে দিলাম তোরে।"

"দোহাই হুজুর দয়া করুন পুত্রকে মোর রক্ষা করুন
আশ্রয় দিন তু'টী দিনের তরে
সবে মাত্র পুত্র হায় এবার বুঝি যায়গো যায়
চক্ষু মুদে পড়ে আছে বেঁহুস হয়ে জ্বরে
তুটী দিনের সময় শুধু চাইছি জোড় করে।"

"নারে বাপু হ'বে নাক খাজনা দিতে পারিস্‌নাক'
সময় আবার চাহিস কিসের জোরে
খাজনা আমার আজ অবধি মিটিয়ে দিতে পারিস্ যদি
তবেই থাক্‌তে দিতে পারি তোরে।

তা' না হ'লে দূর হয়ে যা, খুঁজ্‌গে যেখা পাস্ জায়গা"

'ছাড়বনাক পা দুখানি দুদিন সময় চাই

কাটুন মারুন ছাড়বনাক করুন যা'চ্ছে'তাই ॥"

"আরে আরে করিস্ কিরে ছেড়ে দে পা শুন্‌ছি তোরে

বন্ধু সব যাওগো আজি সভা ভঙ্গ হ'ল

যাহার যাহা বল্‌বার আছে কালকে এসো আমার কাছে

ব্রাহ্মণের এই কাতরতায় স্ফূর্ত্তি নষ্ট হ'ল।

দেখ ব্রাহ্মণ বলি শোন খাজনা যদি নাহি গোন

কিছুতেই তো' থাক্‌তে আমি দিতে নারি হায়।"

"তবে বুঝি পুত্রটী মোর জন্মের মত যায়।

পয়সা আমি কোথায় পাব তোমার আজি খাজনা দিব

ওষুধ দেবার পয়সা যে মোর নাই

সাতাশ টাকা খাজনা তোমার কোথায় আজি জুট্‌বে আমার

হা ভগবান পুত্র বাঁচে কপালে মোর নাই।"

"কোথাকারের লক্ষ্মীছাড়া কেঁদেই আকুল হ'ল সারা

খাজনা বিনা একটী দিনও সময় নাহি দিব

ন্যাকামী আজ শুনছি নাক—পয়সা কোথায় পাব।

আচ্ছা তবে কাজ এক কর্ পঞ্চাশ টাকা এখন ধর্

মিটিয়ে দি'গে খাজনা আজি যাহা আছে বাকী

খাজনা দিয়ে বাকী টাকা ভাল করে ডাক্তার দেখা

দেখিস্ বাপু দেখাস্ যেন—দিস্‌না মোরে ফাঁকি

দরকার যদি আরও পড়ে আস্‌বি ছুটে শুন্‌ছিস্ ওরে—

আরেম'র কেঁদেই আকুল শুন্‌তে পাস্‌না কথা

ছুটে যা'না ভাল ভাল ডাক্তার পাবি যেথা ॥"

"টা হিয়েন ডা"

(ইংরেজি থেকে)

—শ্রীঅমিয়কুমার রায় চৌধুরী

তার নাম ছিল হ্যামাগুচি, গ্রামের মধ্যে তার সবচেয়ে বেশী প্রতিপত্তি ছিল। বয়সে প্রবীন বলে লোকেরা তাকে সর্দ্দার বলে মেনে নিয়েছিল। গ্রামের ছেলে বুড়ো সকলেই তাকে আদর করে "আজিসান" বলে ডাকতো। জাপানীরা দাদুকে আজিসান বলে। হ্যামাগুচি গ্রামের "চোজা" বা জমিদার, সবচেয়ে বড়লোক—কিন্তু তাহ'লে কি হবে, মনে তার অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিলনা। গ্রামের সকলকেই সে ভালবাসতো, তাদের বিপদে আপদে সাহায্য কোরত। কেউ কোনরকম গোলমাল কিংবা ঝগড়া করলে, সেই বিচার কোরত। তার সুবিচারে অপরাধীও শাস্তি মেনে নিত। মোট কথা গাঁয়ের জমিদার আর প্রজার মধ্যে কোন ভেদ ছিলনা।

জাপানে ভূমিকম্পের উপদ্রব বড় বেশী, তাই কেউ পাকা বাড়ী তৈরী করতে সাহস কোরত না। সাধারণ লোকে গোলপাতার ছাউনি দেওয়া, চেরী গাছ দিয়ে ঘেরা কাঠের ঘরে থাকত'। হ্যামাগুচির কুটিরটি ছিল একটা মালভূমির উপর, সমুদ্র থেকে বেশীদূরে নয়। তার গোলাভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা ছিল গরু, আর ছিল মস্ত বড় বড় ধান আর শস্যের ক্ষেত।

এবার গ্রামটির একটু বিবরণ দেওয়া দরকার। গ্রামটি ছিল একটা উপসাগরের তীরে,—জমি উঁচু থেকে ক্রমে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মত গোল হয়ে কেটে ঢালু হয়ে এসে মিশেছিল সমুদ্রের সঙ্গে। গ্রামে তিনশো লোক থাকতো।

সেবার ধান হয়েছিল খুব, গ্রামবাসীর আনন্দ তাই উথলে পড়ছিল। সেদিন নবান্ন উৎসব করতে তারা সকলে এক জায়গায় জড় হোল। হ্যামাগুচি বিশেষ কোন কারণে যোগ দিতে পারেনি। সে তার ছোট নাতি টাতিকে নিয়ে বাড়ীতে রইল। হ্যামাগুচি তার ঘরের দাওয়ায় একটা জলচৌকীর উপর গালে হাত দিয়ে বসে নীচের উৎসবের রোল শুনছিল। উৎসবের অভিনয়ে নানা রঙের বাতির ঝলক তার চোখে পড়ছিল। আর অনেক রঙের সুন্দর সুন্দর নিশান পতপত শব্দে হাওয়ায় উড়ছিল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কিন্তু হ্যামাগুচির কুটিরটি পাহাড়ের উপর উঁচুতে ছিল বলে, সূর্য্যের আলোর দু একটা ক্ষীণ রশ্মি তখনও এসে পৌঁচাচ্ছিল। সারাটাদিন গুমোট করে ছিল সন্ধ্যাবেলায় যদি বা একটু বাতাস বইতে সুরু হোল তাতে যেন আগুনের হল্কা মেশানো ছিল। হাওয়ার এরকম লক্ষণ ভূমিকম্পের পূর্ব্ব আভাষ। কিন্তু জাপানীরা অল্প সল্প ভূমিকম্পে অভ্যস্ত, কাজেই তারা অতটা গা করল না উৎসবেই মেতে রইল। হটাৎ ভাবী অদ্ভুত ভাবে যেন

সারা গ্রামটা কেঁপে উঠল। হ্যামাগুচির এত বয়স হয়েছে, সে কিন্তু আগে এরকম কাঁপন অনুভব করেনি। সে বুঝতে পারল যে প্রকৃতির কারখানায় একটা অদ্ভুত ব্যাপারের আয়োজন চলছে। সারা গ্রামটা কিছুক্ষণ কেঁপে থেমে গেল, তারপর আর কিছু হোলনা।

উৎসবকারীদের ভ্রূক্ষেপ নেই। হ্যামাগুচি চিন্তাকুল দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে আর একবার নীচের উৎসবকারীদের দিকে অস্থিরভাবে তাকাতে লাগল। যদিও দৃষ্টির সীমার বাইরে, তবুও সে বুঝতে পারল যে প্রকৃতির বুকে, সমুদ্রের মধ্যে একটা প্রলয়ের ক্ষিতি জেগে উঠেছে। অনেকদূরে, সমুদ্রের বুকের উপর একটা অস্পষ্ট কালো রেখা দেখা দিল। সমুদ্রের জল ক্ষ্যাপার মত কেঁপে উঠে গর্জ্জন করতে লাগল। উৎসবকারীরা তখন আনন্দে মত্ত, অন্যদিকে তাদের মন নেই। হ্যামাগুচির প্রাণ কেঁপে উঠল, সে ভাবতে লাগল কি করে এই তিনশো লোকের প্রাণ বাঁচান যায়। কিভাবে সে হঠাৎ ডেকে উঠল,—টাডা। একটা মশাল জ্বালিয়ে দিয়ে যাও তো। টাডা মশাল নিয়ে এল। হ্যামাগুচি মশালটা নিয়ে তার সদ্য কাটা ফসল আর বিচুলির রাশির কাছে গিয়ে আঁটির পর আঁটি জ্বালিয়ে দিতে লাগল। টাডা তো কেঁদেই আকুল, ভাবল দাদু পাগল হয়েছে। হ্যামাগুচি দেখল যে সমুদ্রের ঢেউ বাতাসের বিরুদ্ধে ছুটে চলেছে। আরও উৎসাহ সহকারে সে আগুন জ্বালাতে লাগল। সন্ধ্যার অন্ধকার ভেদ করে আগুনের ফুলকি আকাশকে রাঙ্গিয়ে তুলল। নীচের লোকরা দেখল যে তাদের দাদুর বাড়ীতে আগুন লেগেছে—উৎসব থেমে গেল, সকলে ছুটল মালভূমির দিকে তাড়াতাড়ি। হ্যামাগুচি দেখল ওষুধ ধরেছে, লোকেরদল পিঁপড়ের সারির মতন আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে ব্যাস্তভাবে ছুটে আসছে তারই বাড়ীর দিকে।

প্রথমদল এসেই আগুন নেবাবার চেষ্টা করল, কিন্তু হ্যামাগুচি তাদের বারণ কোরল। তার গম্ভীর মুখ দেখে কেউ সাহস করে কিছু জিজ্ঞাসাও করল না। টাডা কেঁদে কেঁদে সকলের কাচে বলতে লাগল—'দাদু পাগল হয়েছে, আমি নিজে দেখেছি দাদুকে খড়ের গাদায় আগুন লাগাতে। ততক্ষণে গ্রামের সকলেই প্রায় এসে হাজির ছিল, বাকী যারা ছিল একটু পরে তারাও এলো।

মন্দিরে ঘন ঘন বিপদ সূচক ঘণ্টা বেজে উঠল। হ্যামাগুচি কিন্তু চুপচাপ, শুধু আঙ্গুল দিয়ে সমুদ্রের দিকে দেখিয়ে দিল। গ্রামবাসীরা আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রইল। কারুর মুখে একটা টুঁ শব্দ নেই। চাঁদের আলোয় সবাই দেখতে পেল অনেক দূরে একটা অস্পষ্ট রেখা। রেখাটা ক্রমে আরও স্পষ্ট হোল। সমুদ্র যেন গুড়ি মেরে ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে লাগল। সকলে সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল—"টা হিয়েন ডা" (অর্থাৎ প্রলয়-প্লাবন) পর মুহূর্ত্তেই তাদের কোলাহলকে ছাপিয়ে ভীষণ গর্জ্জন করে সমুদ্র সবেগে জমির উপর আছড়ে পড়ল। পাহাড়টা থরথর করে কেঁপে উঠল, সকলে ভয়ে চোখ বুজল। চোখ খুলেই সকলে দেখে এ যেন কোন অজানা জায়গা নিম্নভূমি ভেসে গেছে, সেখানে ঘরবাড়ীর

কোন চিহ্ন নেই, মাঝে মাঝে দু'একটা ভাঙ্গা ঘরের চালা ভেসে যাচ্ছিল। তারপরে চুপচাপ, হঠাৎ ভীষণ গর্জ্জন করে সমুদ্র গ্রাম উজাড় করে তার নিজের গণ্ডীর মধ্যে ফিরে গেল। সমুদ্র তখন শান্ত, কেউ দেখলেও বুঝবেনা যে এই সমুদ্রই ক্ষ্যাপা কুকুরের মত তেড়ে এসেছিল।

এতক্ষণ বাদে হ্যামাগুচি কথা ব'লল—আমাকে তোমরা পাগল ভেবেছিলে না? গ্রামবাসীরা কৃতজ্ঞভাবে তার পায়ের সামনে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইল। টাডার মুখে হাঁসি ফুটে উঠল। হ্যামাগুচির সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল, কিন্তু বাঁচল তিনশো লোকের প্রাণ। গ্রামের লোকেরা হ্যামাগুচির স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি "সিণ্টো-মন্দির" গড়ে তুলল। জাপানে গেলে আজও এই মন্দির দেখতে পাবে।

—বিচিত্রা—

[শীলভদ্র]

কবি কামিনী রায়—বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি কামিনী রায় আর ইহ-লোকে নাই। সেকালের দিনে যখন দেশের লোক স্ত্রীশিক্ষাকে দোষনীয় মনে কোরত, সেই কুসংস্কারের যুগে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট হয়ে ছিলেন। ছোট ছেলে মেয়ে-দের তিনি খুব ভালবাসতেন; আমরাই ছোটবেলায় তাঁর কাছ থেকে কত গল্প শুনেছি, বড় হয়েও তাঁর সে স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়নি। মারা যাবার কিছুদিন আগেও তিনি বলে-ছিলেন—"অমিয় তোমাদের এই বয়স্কাউটদের আমার বড় ভাল লাগে। আচ্ছা, আমাদের ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে একটি 'প্যাক' খোলনা কেন?" ভগবানের কাছে আমরা তাঁর আত্মার কল্যানের জন্য প্রার্থনা করি।

*　　　*　　　*

রামমোহন রায় শতবার্ষিকী—নব্য ভারতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন যিনি, সেই মহাত্মা রামমোহন রায় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন ও ১৯৩৩শে তাঁর মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। তাই ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় মহা ধুমধাম সহকারে তাঁর শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের ছাত্র ছাত্রীরা এই ঘটনা উপলক্ষে কলিকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক প্রদর্শনী খুলে ছিলেন। এই একজিবিসন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল।

*　　　*　　　*

উইল্‌সন ক্যাম্প চীফ—উইল্‌সন সাহেবের ভারতে আগমনবার্ত্তা তোমরা গতমাসের যাত্রীতে পেয়েছ। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি কলিকাতার স্কাউটিং ক্লাবিং ও

রোভারিং দেখে খুসী হয়েছেন। প্রত্যেক সভায় আহুত হয়ে তিনি একটি কথা বিশেষভাবে বলেছেন। সেটি হচ্ছে—"ভারতে স্কাউটিংকে সফল করে তুলতে হলে, তাকে জাতীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

জ্যাকসন শীল্ড প্রতিযোগিতা—এবার নিখিল বঙ্গ স্কাউট প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে প্রথম কলিকাতা সংঙ্ঘের ওয়েলেসলি চার্চ্চ ট্রুপ। এই দল গতবারেও প্রথম হয়ে ছিল। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে, তৃতীয় কলিকাতা সংঙ্ঘের রিফরমেটারি স্কুল ট্রুপ। গতবারে সেকেণ্ড হয়েছিল কার সিয়ঙের ভিক্টোরিয়াস্কুল ট্রুপ। এবছর তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে, স্কটিস্ চার্চ্চ স্কুল ট্রুপ দ্বিতীয় কলিকাতা সংঙ্ঘের।

সেণ্টজন এ্যাম্বুলেন্স প্রতিযোগিতা—কিছুদিন আগে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের মাঠে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভারতব্যাপী প্রতিযোগিতার পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য হয়ে গেছে। বাংলার গভর্ণর ও প্রাদেশিক চীফ-স্কাউট মাননীয় স্যারজন আণ্ডারসন বাহাদুর পুরস্কার বিতরণ করেছিলেন। এতে অনেক স্কাউট ট্রুপ যোগ দিয়ে ছিল। গোয়ালিয়র পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থান থেকে স্কাউটরা যোগ দিতে এসেছিল। গোয়ালিয়রের দল স্কাউটদের মধ্যে প্রথম হয়েছে। পারিতোষিক বিতরণের দিন প্রথম তৃতীয় কলিকাতা ক্রুর রোভাররা একটি Cycle stretcher show দেখিয়েছিলেন। দর্শকবৃন্দ এই show দেখে খুব আনন্দিত হয়েছিলেন।

* * *

ভূমিকম্প—তোমরা সকলেই বাংলা ও বিহার ব্যাপী ভূমিকম্পের কথা জান, এবং খবরের কাগজে পড়েছ। বাংলার চেয়ে বিহার এই ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বেশী। মুঙ্গের, মজঃফরপুর, পাটনা, জামালপুর প্রভৃতি স্থান শ্মশানে পরিণত হয়েছে। বাড়ী ঘর সব ধূলিস্মাৎ হয়েছে। এই প্রচণ্ড শীতে হাজার হাজার নরনারী, ছেলেমেয়ে গৃহহারা ও বস্ত্রহীন হয়ে অনাহারে মারা গেছে ও যাচ্ছে। তোমাদের বিহারী ভাইদের দুর্দ্দিনে কি তোমরা চুপ করে থাকবে? প্রতি ট্রুপ থেকে যে যা পার একত্রে চাঁদা উঠিয়ে বিহারের ভাইবোনদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিও, যে কোন সাহায্য কেন্দ্রে। যাত্রীর অপিসে পাঠালেও চলবে।

চার গোয়েন্দার কাণ্ড

কর্টিক

স্পারলিং বলে চলল। পর্দার দিকে চেয়ে দেখে ছ'জন বিদ্রোহী। এই ছ'জন আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলো কাজেই এদের শাস্তি......মৃত্যু।

অনেকবার আমি তোমাকে বলেছি। অনেককেই শাস্তিও দিয়েছি নানাভাবে, কিন্তু আমার বলা বা শাস্তি তোমাদের কানে পৌঁছয়নি। কিন্তু এই—এইবারই আমি শেষ সাবধান করে দিচ্ছি।"

"কারখানার কাজের ভারী ক্ষতি হচ্ছে এই সব লোকের জন্য, বিশেষ করে এই ব্রিটিশদের জন্য, তাই আমি হুকুম দিয়ে দিয়েছি, এর পরে যে একটু মাথা তুলতে চাইবে আমার বিরুদ্ধে কিছু করতে চাইবে তার শাস্তি মৃত্যু। বন্দী করা হবেনা, সেখানেই কুকুরের মত গুলী করে মারা হবে।"

একটু থেমে বলল এইবার দেখ।

সামনের একটা সুইচ্ টিপে দিল, একটা নতুন মাইক্রোফোন মুখের সামনে তুলে নিয়ে বললো 'রেডি'।

গোলন্দাজের দল সোজা হয়ে দাঁড়াল।

"তুই।"

একসঙ্গে চব্বিশটা বন্দুক উপরে উঠে এলো।

"গুলী।"

বন্দুকের মুখ থেকে আগুন আর ধোঁয়া বেরিয়ে সাপের মত হতভাগ্য ছ'জনের দিকে এগিয়ে গেল। স্পারলিং একদৃষ্টে সেদিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলো তারপর এক হাতে সামনের সুইচ গুলি টিপে দিলে।

টেলিভিসন পর্দ্দাটার ছবি মিশে গেল, মাইক্রোফোনটা সরে গেল। স্পারলিং-এর সামনের দেয়ালের কাটাগুলি জীবন্ত হয়ে উঠল। স্পারলিং-এর ঠোঁটের কোণে ক্রূর হাসি ভেসে এলো। আবার আবার তার শয়তানীর কারখানার কাজ সুরু হয়েছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কারিগরদের সে খেলনার মত খেলিয়ে বেড়াচ্ছে। তার কাজ পুরাদমে এগিয়ে যাচ্ছে। Estvia Estviaতেই হবে তার কাজ সুরু, সেখানেই যে বীজ বপন করবে যুদ্ধের। হায় Estvia! হঠাৎ একটা ঘণ্টার মৃদু আওয়াজ হলো। তার চোখ দুটো জ্বলে উঠ্‌লো, ডেস্কের নীচের একটা বোতাম সে টিপে দিলে সঙ্গে সঙ্গে লাউডস্পীকার থেকে কথা ভেসে এলো, Estvia!

"বল"

'আমি রাজধানীর প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উপর থেকে কথা বল্‌ছি। ঠিক নীচেই রাজপ্রাসাদ। মিছিল প্রায় তৈরী আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রাজপুত্রেরা বেড়িয়ে পড়্‌বেন।'

'সব তৈরী?'

'সব তৈরী।'

'Red Cockader?'

'তারাও তৈরী। এখন তারা Aveune poleয়ে এসে পৌঁছেচে।—প্রাসাদ থেকে প্রায় আধমাইল দূরে।'

পাইলট বলে চল্‌ল "মিছিল সুরু হলেই আমরা নীচের দিকে নামবো। Red-Cockader এর এসে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রায় হাজার ফুট উপরে থাকবো। প্রথম টর্পেডো গাড়ীর একটু দূরে ফেলা হবে। Cockaderএর টর্পেডো পড়বার আগে ও কাটবার সময়ে পালাবে। দ্বিতীয়টা পার্‌বে, তারা চলে গেলে, আর পার্‌বে ঠিক গাড়ীর উপরে কিছুতেই এর ব্যতিক্রম হবেনা।"

'বেশ' স্পারলিং বল্‌লো। "কিন্তু কিছুতেই যতটুকুন দরকার তার থেকে নীচে নামবে না।

Red Cockader হ'লো Estvia আগে যাদের ছিল তাদের একটা গুপ্ত সমিতি। তাদের ইচ্ছা Estviaকে আবার তারা দখল করে, কিন্তু সমিতির মেম্বরদের কল্পনা থেকে উৎসাহ খুব বেশী ছিলনা। কাজেই তাদের থেকে ভয় পাবার বিশেষ কিছুই নাই।

স্পারলিং বলে চল্‌ল, বেশ যদি তোমরা এ দুটোকে ঘায়েল না করতে পার—

তার কথা আর শেষ হলনা। ক্রীং ক্রীং করে আর একটা ঘণ্টা বেজে উঠলো। স্পারলিং হাত বাড়িয়ে আর একটা সুইচ টিপে দিল। টেলিভিসন পর্দ্দার ক্লিনমেনের ছবি ভেসে উঠ্‌ল সে প্রাসাদের ছায়া দাঁড়িয়ে আছে।

সামনের লাউস্পীকার থেকে ক্লিনমেন কথা বলছে।

'হুঁ, কি খবর ?'

'চারজনেই এখানে আর—

'আঃ—"ক্লীনমেনের স্বরে বিস্ময়ে ভরে উঠ্‌ল। তার পরেই চীৎকার করে উঠ্‌ল' ক্লীনমেন ক্লীনমেন নিশ্চয়ই এ তোমার কীর্ত্তি।

'না কর্ত্তা।' কি করে যে তারা খবর পেয়েছে বল্‌তে পার্‌ছিনা। এই মাত্র খবর পেলাম, রাজপুত্রদের বদলে যাচ্ছে জ্যাক্‌ আর রোজার।

"আর যে খবর তুমি বল্‌ছো প্রাসাদের উপর থেকে—মূর্খ।"

"কিন্তু উপায় কি কর্ত্তা।"

Red Cockader দু'ভাগ কর। একদল প্রাসাদ আক্রমণ কর্‌বে আর একদল মিছিল। চার বোমার দুটো পড়বে প্রাসাদে, দুটো মিছিলে।—বুঝেছো ?

"আজ্ঞে হাঁ।"

"পাইলটদের, আমি বলে দেবোখন, বুঝেছো ?

আঠারো

বোমার কাজ

'দামামার শব্দ শুনে রোজার আ্যাক থমকে দাঁড়ালো। ব্যাঙের দিকে তাকিয়ে আর তাদের সংশয় রইলো না যে তিনি দেখ্‌তে সত্যিকারে ব্যাঙের মত।

পাথরের মত তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। কেবল চোখ দুটো চারদিকে ঘুর্‌তে লাগ্‌লো। সামনের একটা দরজা খুলে গেল, ভীষণ জোরে গ্রেভি ঢুকলেন, বল্‌লেন, 'শুনেছো ভাইডফ, শুনেছো ?'

'হ্যাঁ (Sparling Kurws our Plans) স্পারলিং আমাদের কথা জানে।'

গ্রেভিল 'হাঁপাতে দাঁপাতে বল্‌লেন' নিশ্চয়ই ক্লিনমেনের কাছে খবর গেছে, আর সে স্পারলিংকে জানিয়েছে।

হ্যাঁ বলে ব্যাঙ ঘুরে দাঁড়ালেন, রাজকুমারদের দিকে দেখিয়ে বল্‌লে, 'এদেরই থেতে হবে, কারণ যদি আক্রমণ হয়, তবে হবে এখানে।

গার্জ্জিয়ান ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাঁদের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, 'এর মানে ?'

ভাইডফ বল্‌লেন, বন্ধু, তোমরা একবার আমাদের বিশ্বাস কর। এই মাত্র খবর পেলাম মিছিলে কোন রকম গণ্ডগোল হবে না, আসল আক্রমণ হবে এখানে। আমাদের ছেলেরা এখানে থাকবে—রাজকুমার হয়ে, আমাদের ব্যবস্থাটা একটু পাল্টে গেল, এই যা এর থেকে বেশী বলবার আমার সময় নেই। আমি হাতজোড় করে বল্‌ছি, যদি দেশের প্রতি একটুকুও ভালোবাসা থাকে তবে আমি যা বল্‌ছি তাই করুন, যান, আর দেরী কর্‌বেন না।'

রাজপুত্ররা চলে গেল।

রোজার জ্যাকের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, 'আর তোমরা, ঐ, ঐখানে।' রোজার জ্যাক ছুটে বড় দরজাটার ঠিক উল্টো দিকের একটা কোনে গিয়ে দাঁড়ালো যে লোকটা তাদের পোষাক পরা ছিল, সে এসে সামনে দাঁড়ালো তার পাশে এসে দাঁড়ালেন, তাদের ঢেকে।

ছেলেরা অবাক হয়ে গেছে, তাদের হৃদপিণ্ড, উঠছিল পড়ছিল দ্রুত বেগে, জ্যাক রোজারের হাত ধর্‌লো, বল্‌ল, তাহ'লে আমরা যাচ্ছিনে। খুব জোর বেঁচে গেছি। বাইরে যা ভীড়, আমি হয়তো ধরা পড়ে যেতাম।'

রোজার বল্‌ল, 'কিন্তু পরে ?'

গ্রেভিল একটু পরেই ছেলেদের ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে বল্‌লেন, 'ভাইডফ, লেরু, ব্রুন এখানে থাক্‌বে আর সব ব্যবস্থা যেমন ছিল তেমনই থাকবে।'

ব্যাঙ্‌ বল্‌লেন, 'বেশ, তাহ'লে রাজপুত্রদের বাঁচাবার জন্য অন্ততঃ কয়েকজন লোক রইলো। আর ছেলেরা, ঐ কোন থেকে মোটেই নড়্‌বে না। বুঝ্‌লে ?'

বন্ধুদ্বয় মাথা নাড়্‌লো।

ব্যাঙ্‌ পোষাকওয়ালা লোকটার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, 'তোমার সঙ্গে আর দু'জন যারা কাজ করছিল, তাদের ডেকে এনে ঐ দেয়ালের কাছের দরজাগুলি পাহারায় দাঁড়িয়ে দাও দেখি।'

লোকটা বেরিয়ে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লেরু আর ব্রন এসে ঘরে ঢুকলেন।

লেরু বল্‌লেন, 'হু, কেউ খবরটা পৌঁছে দিয়ে গেছে। তা, ছেলেদের যেতে দাওনি তো।

ব্যাঙ বল্‌ল 'না তারা এখানেই আছে। কারণ যদি কিছু হয় তো হবে এখানেই তা ছাড়া—'

তার কথা আর শোনা গেল না। সামনের প্রাঙ্গনে একসঙ্গে অনেকগুলি বিউগল বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার, আনন্দধ্বনি।

প্রথমবার চীৎকার শেষ হয়ে গেলো, গ্রেভিল, ভালোই হোক্‌ তার মন্দই হোক্‌ ছেলেরা বেরিয়ে গেল।'

'হ্যাঁ।' ব্যাঙ বল্‌ল। 'এখন চুপ করে বসে থাকা ছাড়া আর উপায় নাই। কেবল ভাব্‌ছি, স্পারলিং এতো দেরীতে জান্‌তে পেরেছে, যদি না মতলব তার বদ্‌লাতে পারে তবে বিপদ কম্‌বে।'

'অর্থাৎ আর একবার চেষ্টা করবে।' গ্রেভিল বল্‌লেন।

'সেবার তার মতলব না জান্‌তে পার্‌লেই হবে আসল বিপদ।' ব্রুন বল্‌লেন।

ব্যাঙ্‌ বল্‌লেন, 'উপায় নেই হে ভয়ানক উপায় নেই। নাও দেয়্যালের পাশে দাঁড়িয়ে পড়, আমি সিঁড়ির উপর রইলাম।'

স্পারলিং এর পাইলট উপর থেকে মিছিলটাকে দেখ্‌ছিল। পেছনের লোকগুলির দিকে একবার চাইলো, সব তৈরী।

মিছিল Avenue pole—এতে এসে পৌছেচে। Red cockaderএর দল নীচে মহা কলরব আরম্ভ করে দিয়েছে। ঘুরে ঘুরে উপর থেকে এ্যারোপ্লেন নামতে লাগলো।

প্রাসাদের সামনে ও একদল Red cockader মহা কলরব সুরু করে দিল। দু'দলই পুলিশদের মারতে লাগ্‌লো। একদল যেতে লাগ্‌লো রাজকুমারের দিকে, আর একদল প্রাসাদের দিকে। চারিদিক এক বীভৎস চীৎকারে ভরে উঠ্‌লো।

রোজার বল্‌ল, 'ব্যাপার কি?'

একটা লোক ঘরে ঢুকে বলল, Red Cokcaderরা এসে পড়েছে, তারা ঘরে ঢুক্‌লো বলে. কিছুতেই রাখতে পারা যাচ্ছেনা।'

'তবু তবু—' ব্যাঙ বল্‌লো কিন্তু কথা আর তার শেষ হ'লো না, সহরের দিক থেকে একটা ভীষণ শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র আর্ত্তনাদ শোনা গেল।

ব্রন বল্‌ল, সর্ব্বনাশ হয়েছে। Avenue Poleএ বোমা ফেল্‌ছে। মিছিল মেরেছে তারা।'

ব্যাঙ বল্‌ল, 'উঃ কী ঠকানোটাই ঠকান।

Red cockaderরা সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বড় দরজাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো, হাতের কাছে যা পেলো ভেঙ্গে তছনছ করে দিল। বাইরে একটা এ্যারোপ্লেনের শব্দ হ'লো, ঠিক তার পরেই আঙ্গিনায় একটা বোমা ফাট্‌লো। ঠিক যেমন তাড়াতাড়ি Red cockder এর দল ঘরে ঢুকেছিলো, অন্তর্ধ্যান ও হ'লো তেমনি।

একমুহূর্ত্ত পরে ভীষণ এক শব্দে কান বন্ধ হয়ে উঠ্‌ল। ভাইডফ, ব্রুন সকলে মাটিতে শুয়ে পড়্‌লেন, ছেলেদের কাছে মনে হ'লো, একমিনিটে যেন, সমস্ত বড় ঘড়খানা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল।

চার নম্বর বোমা ঠিক ঘরের উপর এসে পড়েছে।

[চল্‌বে]

পুরাতন ডাইরী

(সত্য ঘটনা)

15th June 1927 —আমি হলাম স্কুলের 'B' Team এর Captain আমার সঙ্গে চালাকি ? হতে পারে মাষ্টার মহাশয়রা খাতির করে আমাকে Captain করেছেন হতে পারে Asst Headmaster মহাশয় আমার খুল্লতাত তাতে কি এখন ত আমিই Captain ? তাকে আমি Team এ নাম দিলাম না আর সে কিনা মাঠে সকলের সামনে জোর করে খেলতে নাবে ? অতদুর তার সাহস ? অগ্যতা Captain হয়ে আমাকে কিনা খেলা থেকে বসতে হোল ভদ্রতার খাতিরে। হতে পারে সে ভাল Player হতে পারে যে তার জন্য আমরা জিতেছি তা বলে সে আমি যে Captain আমার কথার অমান্য করে ? আচ্ছা কুচপরোয়া নেই। দেখে নোব সে কি রকমের ছেলে আর আমি কি রকম Captain আমার আত্মসম্মান আছেত হাজার হোক আমি Captain।

16th June 1927—যথা সময় স্কুলে গিয়ে প্রথমেই Game Teacher, আশোক বাবুর কাছে গেলাম। সব ব্যাপার তাকে বল্লাম যে সে Captainকে Insult করেছে। তিনি খালি উত্তর দিলেন "আচ্ছা আমি এর একটা প্রতিবিধান কোরবো ?"

20th June 1927—খেয়ে দেয়ে স্কুলে গেলাম। ক্লাস হচ্ছে কয়েক Periodয়র পর একটা Notice এল তার সারাংশ এই For behaving improperly towards the Captain, Master Bhupendra Mojumder, is herely, fined Rupees Five only ইতি Headmaster স্বয়ং, হা বাবা Towards the Captain তার জন্য ৫৲ জরিমানা, অমনি Captainএর ছাতি বেড়ে গেল। হাম Captain হায় যাকে তাকে Fine করতে হায়। চালাকি নেই হায় বাবা।

12th December 1927—স্কুলে গিয়ে দেখি মাষ্টারদের ঘরে খুব গল্প হচ্ছে। ঘণ্টা পড়ে গেল তবু কেউ পড়াবার নাম করেন না। ব্যাপার কি খোজ নিতে গেলাম। শুনলাম Asst Headmaster মহাশয় Headmaster হয়ে বদলি হয়েছেন। কাল তাকে চলে যেতে হবে। তাই মাষ্টার মহাশয়রা আজ তার সঙ্গে একটু গল্প করে নিচ্ছেন। তখন মনে হোল আমায় ওত চলে যেতে হবে কারণ তিনি যে আমারই খুল্লতাত।

13th December 1927—যথা সময় স্কুলে গেলাম। গিয়ে দেখি Hall ঘর খুব সাজান। অতগুলি Bench আর Chair একসঙ্গে কোন দিন চোখে পড়ে নাই। Gate ফুল দিয়ে সাজান। আজও স্কুল হবে না। ১২টার সময় Asst. Headmaster মহাশয়ের বিদায় অভিভাষন হইবে। তখন আমি Hostelএ অন্যান্য ছাত্রেরা আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। Hallএ ঢুকতেই দেখি একেবারে ভরপুর। সহরের অনেক গণ্যমান্যব্যক্তি বসে

আছেন। মাষ্টার মহাশয়রা সকলে এলেন তারপর Headmaster মহাশয় আর আমার খুল্লতাত। তাকে যেন একটু বিমর্ষ দেখলাম। আমার মন খারাপ হয়ে গেল। Hallএর এককোনে একা বসে রইলাম। অশোকবাবু আমাকে দেখতে পেয়ে ডেকে তার পাশে বসালেন। সভা আরম্ভ হোল সভাপতি হলেন Inspector of Schools আর তার পাশে বসে স্বয়ং খুল্লতাত। কত ছাত্রেরা কত মাষ্টার মহাশয়রা এবং কত গণ্যমান্য ব্যক্তি বক্তৃতা দিলেন। তারপর আমার খুল্লতাতের বক্তৃতা হোল। তারপর সভাপতির তিনি অনেক উপহার পেলেন। তারপর সভাভঙ্গ হোল। ছাত্রেরা তাকে ঘিরে দাঁড়াল আর আমি একেবারে Hostelএ।

৪টার সময় অশোকবাবু এসে আবার আমাকে ডেকে বল্লেন 'চল তুমি আমার সঙ্গে', কোন কথা না বলে বেরিয়ে পড়লাম তার সঙ্গে। তিনি আমাকে সোজা Hall ঘরে নিয়ে গেলেন। ঢুকতেই দেখি আমার সমপাঠি সব বন্ধুরা বসে আছে। অশোকবাবু একটা Chairএ বসালেন। এবার বুঝলাম যে এটা আমার বিদায় অভিভাবন। তখন আমার ছাতি ফুলে গেল গম্ভীর ভাবে বসে রইলাম। অভিনন্দনের পর দেখি তারা আমাকে একটা উপহার দিল। তাতে ছিল একটা Fountain Pen আর একটা মোড়া কাগজ উপহার খুলে দেখি কাগজে লেখা আছে আমার সমপাঠি সকলের নাম আর একখানি কবিতা—

"যত্ন করে খুজে খুজে
তোমায় নিতে হবে বুঝে
ভেঙ্গে দিতে হবে মোদের
নিরব ব্যাকুলতা।" (রবীন্দ্রনাথ)

আমার আর বাক্য বাহির হইল না। কেবল মনের কথা অশ্রুতে পরিণত হয়ে বাহির হইল। প্রত্যুত্তরে আমি কেবল বল্লাম—

"সুখে থেক মনে রেখ
দেখ যেন ভুলো না
দূরে আমি আছি আজ
লয়ে দুঃখ যতনা।"

আর কিছুই বাহির হইল না। সত্যই সেদিন আমার মনকে জয় করেছে সেই উপহার বাহক আমার প্রতিদ্বন্দ্বি স্বয়ং "ভূপেন্দ্রনাথ"।

মিঃ উইলসন্

মিঃ উইলসন সম্বন্ধে এত কথা যাত্রীতে বেড়িয়ে গেছে যে নতুন ক'রে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার নাই। তিনি অনেক দিন আগে কলিকাতায় প্রথম কলিকাতা সঙ্ঘের ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার ছিলেন, কাজেই সত্যি ক'রে বল্‌তে গেলে তিনি আমাদেরই লোক। যাহোক, কলিকাতায় থেকে বিলেত যাবার পর তিনি সেখানকার গিলওয়েল পার্কে যোগদান করেন। গিলওয়েল পার্ক হলো স্কাউটমাষ্টারদের শিক্ষা দেবার যায়গা। পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে স্কাউটিং শিখ্‌তে এখানে লোকেরা আসেন। আর উইলসন সাহেব হ'লেন সেই সেখানকার ক্যাম্প চীফ, অর্থাৎ বড়কর্ত্তা। ভারতবর্ষে এতকাল কোন নিখিল ভারত সঙ্ঘ ছিলনা, দু'য়েক বছর মাত্র হ'লো তার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, কি ক'রে এই সঙ্ঘটাকে সুগঠিত করতে পারা যায়, আর স্কাউটিং ভারতবর্ষে কিরকম চল্‌ছে তা দেখবার জন্য তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

ভারতবর্ষে এসে তিনি পাচমারীতে স্কাউট মাষ্টার কাবমাষ্টার ও রোভার স্কাউট লীডারদের জন্য তিনটি ট্রেনিং ক্যাম্প করেন। তা'তে ভারতবর্ষের নানা জায়গা থেকে স্কাউট মাষ্টাররা আসেন। বাংলা থেকে সবশুদ্ধ গিয়েছিলেন আটজন তারমধ্যে সাতজনই উড্‌ব্যাজ সার্টিফিকেট যে পেয়ে এসেছেন, তা তোমরা গেল মাসের Notes and News এই দেখেছো।

পাচমারী থেকে, মধ্যভারত, মান্দ্রাজ হ'য়ে উনি কলিকাতায় এসে পৌছান ৩রা জানুয়ারী তারিখে। পরদিন স্কটিশ চার্চ্চ স্কুল গ্রুপ দ্বিতীয় কলিকাতা সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ওঁকে অভ্যর্থনা করে। এঁদের কাব ও স্কাউটরা একটা ছোট খাট প্রদর্শনী করে, তিনি এদের কার্য্যকলাপে সন্তুষ্ট হ'ন। এঁদের পক্ষ থেকে ওঁকে একটা ছবি উপহার দেওয়া হয়।

এই সময়ে কলিকাতায় জ্যাকসন শিল্ড প্রতিযগিতা হচ্ছিল। তাই পরদিন দুপুরে তিনি ঢাকুরিয়া ক্যাম্পে পরিদর্শনে যান। বিকেলে উনি তৃতীয় কলিকাতা সঙ্ঘের স্কাউট প্রদর্শনীতে যান। সমস্ত স্কাউটরা ওঁকে একটা হুঙ্কার দিয়ে অভিনন্দন করে। তারপরে নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুক দেখান হয়। চতুর্দ্দশ ট্রুপের পক্ষ থেকে ক্যাম্পচীফকে একটি লাঠি উপহার দেওয়া হয়।

সেই দিন রাত্রেই উনি প্রথম কলিকাতা স্কাউটদের সঙ্গে স্কাউটিং সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা করেন। পরের কয়েকদিনের প্রোগ্রাম ছিল এরকম—

৬ই জানুয়ারী—

সকাল—কলিকাতা রোভার মুট

বিকাল—জ্যাকসন শিল্ড কম্পিটিশন

৭ই জানুয়ারী—

স্কাউটার্‌স্ লাঞ্চ

৮ই জানুয়ারী—

সকাল—জেলা হাইস্কুল ট্রুপ ও প্যাক পরিদর্শন ও বিষ্ণুপুর শিক্ষা সঙ্ঘ প্যাক ও ট্রুপ পরিদর্শন।

বিকাল—কলিকাতা কাবর‍্যালী।

রাত্রি—কলেজ ষ্ট্রীট Y. M. C. A. এতে বক্তৃতা।

২৪শে জানুয়ারী—

সন্ধ্যায়—কলিকাতা স্কাউটারদের মিটীং।

বাংলায় স্কাউটিং দেখে তিনি যা বলেছেন তা'তে মনে হয় যে তিনি কাবিং ও রোভারিং দেখে খুসী হয়েছেন। তবে রোভার্‌স্‌রা যে চেষ্টা করলে দেশের আরও কাজে লাগ্‌তে পারে, সে কথা উনি খুব ভালো করে বলেছেন। কিন্তু স্কাউটিং সম্বন্ধে ওঁর মত খুব ভালো ক'রে বোঝা না গেলেও এটুকু বোঝা গেল, যে উনি স্কাউটিং দেখে খুব বেশী খুসী হ'তে পারেননি। উনি বলেন বাংলায় ফাষ্ট'ক্লাস স্কাউটের এতো অভাবই তার প্রধান কারণ তিনি স্কাউটমাষ্টারদের বলেন যে ছেলে যতদিন না সেকেণ্ডক্লাস হয় ততদিন তার কাছে ফাষ্ট'ক্লাসের জিনিসগুলিকে নিষিদ্ধ পুঁথির মত তুলে রাখ্‌লে চল্‌বে না প্রত্যেকদিনই তাদের এই সব টেষ্টগুলির কিছু না কিছু শিক্ষা না দিলে স্কাউটরা যথার্থ আনন্দ কখনো পাবে না। ফাষ্ট'ক্লাস কথাটা শুনতে খুব বড় শোনায় বটে, আসলে এর এমন একটা টেষ্ট নাই যা নাকি সাধারণ ছেলের পক্ষে অসাধ্য। ছেলেদের মনে একটা ফাষ্ট'ক্লাস ভীতি ঢুকে গেছে, এটাকে তাড়াতে হবে।

ভারতের কোন কোন প্রদেশে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড থেকে স্কাউটিং প্রচলনের ব্যবস্থা হচ্ছে। কোন কোন জায়গায়স্কাউটরা গ্রামকে পুর্ণগঠিত করবার জন্য চেষ্টা করছে। কোন কোন জায়গায় লোক শিক্ষা, স্বাস্থ্য পথ ঘাট প্রভৃতির ভার নিয়েছে স্কাউটরা। ঠিক এমনি ভাবে যদি সত্যিকারের স্কাউট এর মূলমন্ত্র পরোপকার সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পরে তবেই দেশের লোকে এর উপকারিতা বুঝতে পারবে। এর প্রসারও বেড়ে যাবে।

———

Notes & News

New Warrants: Warrants have been issued to the following scouters :—

Ambicacharan Chuckarvartty	Cubmaster, New Kharagpur Pack
Syed Abu Mohammad	Asst. C. M. Do
Horace Christopes Fritchley	D. S. M 1st Calcutta Association
Do	G. S. M. 9th/I Cal. (Calcutta Boy's School Group.)
Solomon Abraham	A. S. M. 10th/I Calcutta Troop
Jacob Moses Cohen	A. S. M. Do
Narendra Nath Das Gupta	S. M. 1st Barisal Zilla School Troop
Sailes Chandra Ghose	S. M. 2nd Do Do
Sourendra Nath Dey	R. S. L. 5th/I Rover Crew
Syed Mohammad Hossain	A. S. M. 4th Dacca (Collegiate School) Troop

Australian Jamboree: The state of Victoria, Australia and its capital city, Melbourne, will be celebrating the 100th Anniveresary of its founding and settlement. To mark the occasion the Boy Scouts of the Common Wealth have decided to hold a Jamboree from Dec. 28th 1934—Jan. 7th 1935. Our chief (Lord Baden-Powell) will be present there himself. They are expecting at least 15,000 Scouts at the Jamboree. The preparations are being carried on vigorously. We hope to publish the charges etc., in due course.

World total still on the Increase: The total number of Scouts (at the close of the Scout year 1933) existing in the 48 countries recognised by the International committee was reported as 2,269,545 an increase of 230,198 on the world total for the previous year. There are 65,824 warranted Scoutmasters in actual work with Scout groups, showing an increase of 2,502.

New Troops and Packs:

28th/II Calcutta (Calcutta Muslim High School) Troop
31st/II Calcutta (Deshbandhu School) Troop
Moslem Orphanage Pack (Sir Salimullah Moslem Orphanage) Dacca.
Suri Practising Primary Pack, Birbhum.
5th/I Calcutta (Taltola High School) Group.

New appointment: Scouter Benoy Ghose, the popular Secy. of the Scouters' club has joined the Dhenkanal state as the state Organising Secretary. We wish him Good Scouting and every success in life.

Second Calcutta Association Rally: The Rally for the month of Feb. '34 was held at the Bengal Veterinary College Grounds on Saturday, the 24th Feb. 1934. The chief feature of the Rally was to invest a few Tenderfoots, P. L. Amar Sen of the 17th Troop was awarded with the Gold Cord. Our hearty thanks are due to Mr. A. D. MacGregor. I. V. S., Principal, B. V. College, Mr. Banerjee, the Gym. Instructor. Mr. Mukherjee, a professor of the College, showed his enthusiasm and keenness to become a scouter and we hope he will be roped in before long. The total number was 205 including the Scouters.

On Hygiene.

Brother Scouters,

It gives me great pleasure to talk a few words to you about Hygiene. It's a great previlage. Ever since I took up medical education I have constantly felt the need of a strong mass movement towards the direction of bettering the general health of our people and turning our country into a beautiful clean place to live in. And this thought has only been immensely stimulated after visiting some of the western countries and observing their standard of health and livings. I grasped it atonce with the intention of ventilating my thoughts to you so that it may through your medium gain firm foundation in the minds of our younger generation and later on develop into a mass movement. Gentlemen I know the subject I have broached upon is no longer an obscure or unknown idea to the intelligentia of my country but what disappoints and hurts me most is that the idea has not quite fired their imagination yet. Ignorance may be forgiven and remembered by outside tutoring but negligence is rectifiable only from within. And when one finds that even our educated people who knows all about the heavenly bliss of health and clanliness, do not observe its principles in their own homes or practice it themselves individually, what else can one then put it to but their negligence. I do wish at times that I had possessed a magic wand or the wander lamp of Aladin so that I could chase away every bit of filth and flea, dirt and ugliness from our country and our lives.

In this paper, I do not propose to go into any technical details as regards principles of Hygiene in general, but all I want to do is to fire your and through you our younger generation's imagination so strongly that in their life time they may really work the wonders of Aladin's magic lamp.

Of all the problems, Political, Social, Economical and many others, the miserable condition of our living and the deplorable state of our health, is to my mind the greatest and the evilest one we are faced with. We have in recent years seen great political upheaval, much social reforms and religious movements sponsored by our own public but have we ever seen anything similar to these movements for the bettering of our living, our own homes and health. I do not remember I do not even notice any appreciable dawning of conciousness to the fact that the muscle and the marrow of a nation, is the standard of health the people possess. Whatever noticeable change has taken place has been solely due to the effort of the Government. It is Government's duty towards the people to co-operate with their whole heart and soul—it becames more or less a case of spoonfeeding; and that way its bound to be very slow.

Just this last week we in Calcutta have seen a most excellent exhibition for the cause of Health welfare and it's promoters may feel justly proud, in its

suceess, judging from the crowds of people that visited it. But I am sure they would feel much more gratified if even a quarter of the number of visitors, could go back home and set on practicing what they learnt and assimulated in this exhibition. Lets reflect for a moment, why can not we do so ; I suggest that it is largely due to HABITS. HABITS of living, of eating, of dress and of our customs have been infused in us from our very childhood and thats why as grown ups even when we fully realise the terrible penalty we pay for such ill habits we cannot give them up. It has became a second nature with us. Lets not make the same mistakes ovre again and impart such habits as are based on superstitious or innumerable miserable social customs that are labelled as religion, to our younger generation who are just growing. Lets teach them instead to look upon their bodies as beautiful gifts of God to be taken care of and enjoy the highest bliss of life, and that is perfect health. Lets teach them how to behave in public, show consideration for the rest in company, and develop the habit of leading a more orderly and considerate life. This latter statement has a great bearing on public health. I will site a few instances to clarify the issue.

(1) Once in a cinema a young man,apparently a well educated person sitting in front of me kept on continuously spitting on the floor of the middle passage, regularly every 4/5 minutes I gently told him that it was not very healthy and fair to the others ; the result was that he started excercising his vocal oral and nasal muscles all the more vehemently every 2/3 munites. I cannot say that he suffered from dementia, he simply had never been taught in his childhood to have any consideration for others in public.

(2) A gentleman in pleaders plumes (—A B.L. is certainly a highly educated man) boarded the same bus with me near Sealdah court. He had a mouthful of beatle leaves (পান), which judging from the state of distension of his cheeks must have been well companded and juicy ; And when the tenison of this valuable juice inside his month became very great he naturally had to eject a part of it out (may be with reluctance) and in doing so in a habitual careless and slovenly manner, he soiled my clothes ; when I remonstrated he just callously remarked that was usual for me to expect these 'mishaps' in public vehicles and if I was so particular I should travel in a private car.

Gentleman you know as well as I do that such habits of slovenliness uncleanliness, gross want of aesthetic sense and love for beauty is simply rampant amongst our public ; educated's and illeterates are equally bad. Spitting in public, coughing and sneering over the neighbouring people, throwing about litters and bus tickets in the streets and thousand other abominable habits have such a firm hold on us that they have made us grow quite callous about them. And there lies the danger of such bad habits. Far more dangerous than the spread of disease etc., from such habits, is the danger of their making us lose completely all sense of beauty, consideration and decency and thus prevent for long time to come the dawning of that consciousness of joy for beauty health and of fellow feeling, of service and in fact even nationalism. Yes, nationalism

for no body will deny that the strength and soul of a nation lies in the standard of health and living of the people.

The Scouting movement is already a well organised body with such excellent ideals, and spirit of service and fellowfeeling that it should be compareitively easy task to infuse in the minds of the young boys the "Hygiene sense." We as cubbers know that we deal with boys of an age when the earliest moulding of their character and habits take place. We also know that their little minds catches an impression far more quicker than the adults; they also have a wealth of imagination which if stimulated in the direction of health and better living will produce excellent results. When they grow up their example I am sure will be followed by their illeterate fellow countrymen. If ignorance and illeteracy failed to stand in the way of the dawning of political consciousness in the mass mind as has been witnessed in recent years—it will not certainly prove an obstacle in the movement of better living and better health.

I admit that this problem has many sides which needs large funds and technical assistance. But a great deal can be done by ourselves without any overburdening expense. I know, we have to tackle the problems of water supply of housing, of occupational hygiene and prevention of offensive trades, of food and diet, of disposal of refuge and excreta and sevage, of prevention and stamping out of infectious diseases, of maternity and child welfare and many others. I cannot possibly include all these in the scope of this paper and neither do I wish to do so. Its mostly the Personal Hygiene I am talking about and many of the above problems can be greatly lightened by proper practice of personal Hygiene. I now propose to throw a few hints on this subject. Personal Hygiene mainly consists of

(1) Habits { of eating and drinking
(2) Clothing { of sleep
(3) Excercise { cleanliness
(4) Love of nature and beauty.

1) Habit, as you are all aware of, plays an important part in the preservation of health. It is readily formed—particularly in childhood—and eventually becames part and parcel of nature, making its erradication a matter of great difficulty. Thus it may prove either productive of much good or of irreparable evils as the case may be.

A. Regarding eating and drinking I like to mention a few words. Purpose of food is to supply the body with proper nutrition for the growth of muscle and bones and functioning of the vital organs. And yet we are so blissfully careless about the proper selection of our diery. My idea is that we eat more bulky food than nutritious. This means less nutrition but more wear and tear of tissues in order to eliminate larger waste products. All food can be classified into three big groups; Protenis, Carbohydrates and fats. They are all necessary for the maintance of our vital function and the growth of our body in definite proportions. And if this ratio is neglected it means deficiency in certain substance and over intake of others. In order to reach a perfection in diery this proportion

would vary in each individual case according to the age and sex, to the climate and work. But I can assure you that a true seeker of health, even if he be a lay person will easily be able to make out his own diet. For an average adult Indian of medium work 100 grms of P, 408 of C. H. & 116 of F is required and this can be had from a diet like this

Rice	8 oz.	Atta	6 oz.
Dal	4 oz.	Oil or Ghee or Butter	3 oz.
Fish	4 oz.	Vegetable	6 oz.
Milk	12 oz.		

Rice is a cheap food. That is why I have retained it; But its nutritive value is so poor that if we could discard it, it would be very much better for us.

Younger children require more protenis food for their proper growth as well as plenty of vitamins. In our country vitamin is found in pleantiful quantities in the large variety of green vegetables. But remember our cooking or using too much spices destroys these vitamins.

The following points are well worthwhile remembering.

(1) Always try and have a good appetite.

(2) Select your food according to your needs and be sure of its purity.

(3) Masticate well and do not swallow a mouthful unless it swallows itself.

(4) Eating in company is a great advantage. It prolongs the time of meal and keeps one cheerful.

B. Sleep is the only form of camplete periodical rest for both mind and body ; and it is most enjoyable if it is well earned. One should set apart the best ventilated room in the house to sleep in—, and make sure that there will be ample supply of air during this recouperative state. It is very amusing that even in warm climate like ours, people are afraid to open their windows at night for fear of catching chill. Prevent catching chill in cold weather by covering with a blanket or quilt but never shut out the air.

Teach the children to breathe in through their nose and this process adequately warm up the air for the lungs. If mouth breathing persists send the child to the local doctor—for probably he has obstruction at the back opening of his nose. In our country make sure to prevent mosquito bites.

Hours necesary for sleep vary according to age, sickness occupation &c. One of my professsors in London used to say "6 hours for a man, 7 hours for a woman ; 8 hours for a child ; 9 hours for a imbecile." In our climate we probably require a little more .

Mid day sleep in our country is very bad habit which must be thoroughly discouraged—specially for the young.

C. **Cleanliness**—The most important condition of healthful growth and devolepment is cleanleness. Dirty and filthy habits are not merley harmful but totaly antagonistic to our very existance. Cleanliness with regarding to food we

eat, water we drink, air we breathe and place we live in is imparctive for good health. And it is so simple to practise it only if habit to do so can be formed at early age.

Our children are discouraged to pay much attention to their persons ; we think it would make them vein. Instead we ought to teach them to look upon their bodies as a great gift of God, something to take good care of and cherish. We ought to teach them to keep their persons, teeth, mouth, skin and nails &c. clean and well kept by impressing on them the hygienic need for doing so.

We ought to teach them to keep their clothes and shoes, and their own belongings clean & tidy. We should initiate them in that fine game of Brownies and Boggarts metaphorically speaking and tell them that God only loves the little children who are nice and clean, and thus as they will grow older they themselve I am certain will realise the truth of the statement that cleanliness is next to Godliness.

They must also be taught to form clean and orderly habits in public and not throw about litters in public places. I noticed a very interesting game played by Cubs and Scouts in England. On a Sunday or Saturday afternoon they would go out in hundreds to clean up the country sides. And as they liked in groups in different directions they would pick up every scrap of paper and letter and in a couple of hours the Country Sides of England would become spotless.

Thats how they play the game of Brownie and Boggarts and set example for others to the habit of cleanliness.

I can not deal very completely on cleanliness because of the wide range it could cover. I leave it to your own imagination and active mind to think out and remedy many evil practices associated with want of cleanliness.

Clothing—Principle objects of clothing are :—

(1) To afford protection to the body against heat and cold.
(2) To assist in maintaining body heat.
(3) As a fashion and decoration.

In selecting a dress one should bear in mind that an ideal dress is one which in no way interferes with healthy action of skin, rapidly absorbs moisture from skin, and affords enough ventilation to the pores, and that does not have any constricting effect on the vital regions of the body neck and chest &c. are ought to suit ones dress according to ones work. Dhoti for example may be very good by itself but it certainly is very inconvinient and some times even dangeros for active work. Accidents in factories from dangling dhotis beiug caught in wheels have occured too often. Short and shirt is almost an ideal dress for warm climates.

Excercise—Excercise is absolutely essential for the different organs of the body to work easily and effectively ; it also affords play to the innumerable muscles of our body which otherwise would remain ungrown and powerless ; and the sense of security and wellbeing which a strong well developed body offers a person is appreciated only by those who possess it. I personally denounce physical jerks specially with the use of implements for Children till adolescence

Their movement inclines to be clumsy and hence wrong form of growth may take place. Running, playing about in the open, Cub games, & swimining gives them ample rhythmic and anatomical movement of their museles without actually boring them.

Love of Nature &c : It is very opportune that Prof. Zacariah has talked to you about this very subject. We have great many things to learn from nature and it is very intereting to study natures ways. Children again are the best pupils of this subject. they have an ingrain bias for nature. They would seek out birds nest, and the first lotous They would watch with great interest the work of bees in honey comb. They do all these by themselves but at time they are inclined to be destructive. And that spirit should be discouraged by pointing out to them the beauty in nature's constructive processes. Teach them love of plants and flowers and they will by themselves start gardening in the tiniest of spot of ground they can secure. They will soon be innitiated into the great game of nature study and love to enjoy, the sunshine and the wind the smell of the earth and the grass and thus will be born in their little minds appreciation of beauty, reverence for nature and God, consideration and feeling for fellow creatures and a wide outlook on life in general. They will learn to love all gods creature both the whole every grain of sand, love every leaf and every ray of light, love the anmials, the plants and each separate things and thus will they percieve the mystery and beauty of Gods creation.

Gentlemen, please forgive me if I have transgressed from my subject. I know I have and I know that I have given you very little information in direct relationship to hygiene. I have done so intentionally because I wanted to make you look at this problem from a different angle. I feel we ought to first have the spirit infused in us ; the working details are easily available.

So in conclusion I solemnly request you to infuse into cubbing the spirit of better health and better living. If Cubbing & Scouts movement did nothing but take up this cause of better health for the next generation it would have done the greatest service to the country. Each troop and pack ought not only to start practising these principles themselves but they could help a great deal by organising health weeks, cleaning up country sides and thus setting up examples before other. I am sure the Government health department and many private doctors will very gladly help such organisations with their professional knowledge and technical help. Thats the least we can do to start with but the radical cure will come only when we shall be able to dispel all superstitions and harmful social custom and base our lives on orderly reason and judgement. Rosy health, clean home and a clean hearth will bring peace & prosperity to our country in far greater quantity than we imagine and it will help us to realise religion and God far better than we do at present. I pause here, after thanking you for your patient hearing but I appeal to you again to act before its too late.

AMAR DEV
M. B. (Cal)., L. R. C. P. (Lond)., M. R. C. S. (Eng).
F. R. C. S. (Edin)., M. C. O. B. (Lond).,

MAHADEVPUR S M INSTITUTION SCOUT TROOP.

Sitting (from the right):—

Rai N. C. Rai Chowdhury Bahadur, Patron.

Mr. V. N. Rajan, I. C. S., S. D. O. & Scout-Commissioner.

Mr. K. M. Banerji, B. Sc., Scout-Master.

দশম বর্ষ]　　　চৈত্র—১৩৪০　　　[১০ম সংখ্যা

'শৈশব স্মৃতি'

——হেমেন্দ্র নারায়ণ সান্যাল

শৈশব হ'তে সে ছিল মোর খেলিবার সাথী
(সর্ব্বদা) সকলের মুখে গীত হত যার যশোগীতি
সুশীল সুধীর অতীব মহান শান্তমতি
শত্রুরাও যার গোপনে গাইত খ্যাতি
পাঠ্য বিষয় কোন দিন তার থাকেনিকো কিছু বাকি
ছুটির দিনে মোদের মত দিত না সে কভু ফাঁকি
ক্লাশে সে ছিল প্রথম ছাত্র তিরিশ জনের মাঝে
সবার শেষে বসেও আমি সাথী তার সব কাজে
যদি কোন দিন অক্ষম হতেম মোর ক্লাশের পড়ায়
শাস্তি হত মোর, গুরুমহাশয়ের হাতের কাণ মলায়
শাস্তিব্যথা ভারে যদি ম্লান হ'ত মম মুখ
স্নেহমাখা বাণী তার দূর করে দিত মোর দুখ
ক্লাশের মাঝে গুরুমহাশয়ের অগ্নি মূর্ত্তিখানি
পথে যেতে সাথীর স্নেহে ভুলে যেতাম আমি
ছুটীর পরে চলিতাম দোঁহে একসঙ্গে মিশে
মনে ভাবিতাম খেলিব এখন মোরা মনের হরষে ॥

"Himalay expedition
বিহার আজি হয় অবসান।"

——শ্রীসুধাংশু রায়

স্পর্দ্ধা তোদের এত বড় চাস্ ডিঙ্গাতে মোর আসন
চুপ ক'রে থাক্‌বনাক' কর্ব্ব এবার বেশ শাসন
কৈলাসে চুপ করে আছি সহ্য বুঝি হয় না আর
চাহিস্ মোরে ছাপিয়ে যেতে বেড়ে গেছে বড্ড বাড়্
যতই ফলাস্ বিদ্যা বুদ্ধি বিজ্ঞান তোদের হোকনা বড়
মোর ত্রিশূলের ছোট্ট ঘায়ে হয়ে যাবি সবাই দড়
জমীদারী আমার নিয়ে পড়ে আছি একখানে
আসিস্ হেথা মাপতে কিনা—পুত্‌বি নিশান মোর স্থানে
দাঁড়া তোদের কর্‌ছি ঠিক পাঠাই ভুমিকম্প জোর
এক মুহূর্ত্তে ধ্বংশ হবে বিংশ শতাব্দীর গর্ব্ব তোর
প্রলয় নাচন নাচব এবার হিমালয়ের তল ধরে
আস্‌ব ঘুরে দেখ্‌ব তোদের বিজ্ঞান আজি কি করে
ঘুচিয়ে দেব সকল আশা বুঝিয়ে দেব সত্য কিবা
দেখিয়ে দেব মিথ্যা গর্ব্ব সত্য যা তা দশের সেবা॥
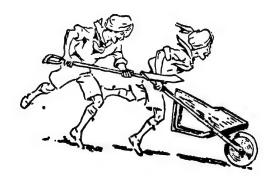
"হেসে নাও দুদিন বইতো নয়"

——শ্রীঅমিয় সেন।

গুপ্তকথা

ম্যাজিষ্ট্রেট—(চোরের প্রতি) তুমি অতগুলো লোকের ভিতরে কি করে—চুরি করলে?

চোর—কত দেবেন ?

ম্যাজিষ্ট্রেট—কি কত দেবো?

আজ্ঞে আমার এই ব্যবসার গুপ্তকথাটা শিখিয়ে দিলে।

শঠে শাঠ্য

আটা কিন্‌তে গিয়ে রাম দেখে দোকানী ওজনে কম দিচ্চে। রাম ব'ল্লে কিহে কম দিচ্ছো কেন ?

দোকানী ব'ললে তাতে কি হয়েছে কম বইতে হবে।

পয়সা দেবার সময় রাম একটী পয়সা কম দিল।

দোকানী বললে কি বাবু পয়সা যে একটা কম ?

রাম বললে তাতে কি হয়েছে কম গুণ্‌তে হবে।

একমুখে

বাবা—রুণু! স্কুল কেমন লাগলরে ?

রুণু—স্কুলটাত ভালই কিন্তু মাষ্টারমশাই ভাল না।

বাবা—কেন ? কিরকম ?

রুণু—তার কথার ঠিক নেই বাবা। এক একবার এক এক কথা বলেন।

এই যেমন ধর বললেন—দুই আর দুয়ে চার, আবার কিছুক্ষণ বাদেই বললেন কিনা তিন আর এক-এ চার।

কোনটা যে ঠিক তা আমি কিছুতেই ধরতে পারি না।

আবার টাকাও দিতে হবে ?

এক কৃপণ ভদ্রলোকের "মিউজিক্‌ কম্‌পিটিসন্‌" দেখে এসে গান শিখবার ভীষন সখ হোলো। একটা 'সেকেণ্ডহ্যাণ্ড' হারমানিয়ম্‌ কিনবার জন্য নানা জায়গা ঘুরে শেষকালে চোরাবাজারে এসে হাজির। অনেক দর কষাকষি করার পর সতের টাকা এক আনা দিয়ে ত এক হারমনিয়ম্‌ হ'লো। এখন শেখাবে কে ? ডাকো ওস্তাদ। ওস্তাদ এসে বল্লে "বেশ শিখিয়ে দেবো! কত দিতে পারবেন ?"

"কত আবার কি ?"

"আপনি কত দিতে রাজী আছেন তাই বলুন না ?"

"কত কি ? টাকা ? সে কি মশায়, বাজাতে দেবো আবার টাকাও দিতে হবে ? এ কি রকম জুলুম মশাই, দরকার নেই বাবা আমার গান শিখে। আপনি যেতে পারেন, নমস্কার।"

" 'ম'এর মহিমা, "

'ম'এর মহিমা কীর্ত্তনে দীন লেখকের এই প্রয়াস সর্ব্বাংশে অকিঞ্চিৎকর ও উপহাসের যোগ্য হইলেও আশা করি গুণগ্রাহী শ্রোতৃমণ্ডলী তাহার এই উদ্যমকে সপ্রশ্রয় দৃষ্টিতে দেখিবেন এবং শ্রুতি সুখকর না হইলেও বধির কর্ণে শুনিবেন না।

স্পর্শবর্ণের অন্ত্যবর্ণকে লইয়া কেন যে আমার এই প্রচেষ্টা তাহার উত্তরের জন্যও বেশী দূর যাইতে হইবে না। কারণ লেখকের নামের আদ্যক্ষর 'ম'। তার এই আকর্ষণ। সমগ্র স্পর্শবর্ণের ভার নিজ স্কন্ধে লইয়া 'ম' মহাশয়ের শেষ রক্ষা করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

হিন্দু শাস্ত্রমতে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও পালনকর্ত্তা যিনি তিনি নানা নামে পরিচিত। তিনি মাধব মধুসূদন তাই তাহার নাম স্মরণ করিয়া প্রবোধেরি অবতারণা করিলেও প্রলয়রূপী মহাদেবের নাম বিস্মৃত হইতে পারি না। প্রলয় সলিলে নিমগ্না ধরিত্রীকে উদ্ধার করিলেন ভগবান্ মৎস্যরূপে। প্রণবের অন্ত্যবর্ণও ঐ 'ম,' যদিও তাহা একেবারে অন্য নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বাধীনরূপে অর্থাৎ হলন্ত'ম্'।

নারদ কীর্ত্তনে মুগ্ধ মাধবের সুকুমার তনু দ্রবীভূত হইয়া যে মধুর ধারার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ত্রিধা বিভক্ত হইয়া একটি স্বর্গে মন্দাকিনী রূপে প্রবাহিতা। দ্বিতীয়া মকরবাহিনীরূপে মহাদেব জটাজাল হইতে মুক্তা—মর্ত্তে প্রবাহিতা জাহ্নবী রূপে। তৃতীয়া পাতালে ভগবতী রূপে।

সৃষ্টিকর্ত্তার বরপুত্র মনু মন্বন্তরে মালিক। তাঁহারই অপত্য মানব মর্ত্তের শ্রেষ্ঠ জীব। এই মানবের আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল যে অনুশাশনের দ্বারা তার নামও মনু সংহিতা। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে দুইটিকে 'ম' এর মহিমা ঘোষণা করিতে দেখি—মৎস্য ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ। শেষোক্ত পুরাণকার চণ্ডীতে দেখাইয়াছেন—সৃষ্টির আদিভূতা মহাশক্তি মাধ্যাকর্ষণী শক্তিরূপে দশদিকে সহস্র বার বিস্তার করিয়া মহামায়ায় অনন্ত কোটি জীবকে মহা নিদ্রার অভিভূত করিতেছেন আবার চৈতন্য দান করিয়া মহামায়াকে বশীভূত করিয়া সংসার মঞ্চে খেলাইতেছেন। তাঁহারই বিভূতি স্বরূপা মহালক্ষ্মী ও মহাবিদ্যা পার্শ্বচরী রূপে বিরাজিতা।

দেহ-তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে মাংস ও মেদ না হইলে দেহ থাকে না। আবার শুনি মধুকৈটভের মেদ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি তাই তার নাম মেদিনী। একাদশ ইন্দ্রিয়ের অন্যতম মন মানুষকে নানা পথে চালিত করিতেছে। মনীষি নিউটন আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণী শক্তি বিহনে সৃষ্টির কি অবস্থা হইত তাহাও বৈজ্ঞানিকের গবেষণার বিষয়। মরীচি মালী অভাবে মার্ত্তণ্ড মণ্ডলের যে কি অবস্থা ঘটিত তাহার বিচার ভার অপনাদেরই

হস্তে অর্পিত হইল। বুদ্ধিমান্ জীব মর্কট ডারুইলের মতে বর্ত্তমান মানব জাতির পিতামহ রূপে খ্যাতী লাভে প্রয়াসী।

ভারতের মহাকাব্য দ্বয়ে 'ম' এর প্রভাব কম নয়। রামায়ণের কবি দস্যু রত্নাকর 'মরা' 'মরা' জপ করিয়াই বাল্মীকি নামে খ্যাত হইলেন। রামায়ণের বর্ণিতা ঘটনা সমাবেশের নায়িকা সীতা দেবীর জন্মভূমি মিথিলায় তাই তিনি মৈথিলী। আবার বাংলার আদি শূর যজ্ঞার্থে ব্রাহ্মণ আনালেন অন্য কোথা থেকে নয়—সেই মিথিলা হ'তে। দ্বিতীয় মহাকাব্য মহাভারত মহামুনি ব্যাস রচনা ক'রলেন—তদ্বর্ণিত বংশের কত্রীরূপে মৎস্যগন্ধাকে কেন্দ্র করিয়া। সমুদ্র মন্থন কালে বাসুকি রজ্জু হইলেও মেরু পর্ব্বতই দন্ত হইয়াছিলেন এবং হলাহল পানে আর সকলে আশক্ত হ'লেও মহাদেব সানন্দে তাহা পান করেন।

সংসারের মায়া ছেদন কল্পে মহারাজ সুরথ মেধন মুনির শ্রীমুখে মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া মর্ত্তে মহামায়ার পূজা প্রবর্ত্তন করেন সেই সত্যযুগে। আবার দেখি রঘুনাথের ভক্ত পুরোহিত মদন মিশ্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রলেন রামানুজের নিকট। বাঙ্গলার মহাপ্রভু মাধবের প্রেমে আত্মহারা হ'য়ে মস্তক মুণ্ডন ক'রে মৃদঙ্গ বাদ্য সহকারে মধুর হরিনামে মাধাইকেও মন্ত্র শিষ্যে পরিণত ক'রলেন। এইত গেল সূক্ষ্মতত্ত্ব।

স্থূল তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখি চাকর ও মনিবের মধ্যে মনিবের শ্রেষ্ঠত্ব। মালিকের মালিকানায়, স্বত্ব শ্রেষ্ঠ মৌরশীতে, বৈষ্ণবের মালায়, শাক্তের মদে, রিপু মধ্যে মোহ, মদ, মাৎসর্য্যে 'ম' এর প্রভাব বড় কম নয়। মাসান্তে নগদ মাহিয়ানার লোভ না থাক্‌লে চাকুরীর উমেদারী কেউ ক'র্ত্ত কি না সন্দেহ। মালী গাছে জল দিলে ফুলও ফুটত না মালা পাওয়া যেতনা মোটা হওয়ার জন্য ময়দানেও কেউ যেতনা। মফঃস্বল না থাক্‌লে সদর লোপ পেত। মাঝি মাল্লা না থাক্‌লে পারাপার কর্ত্ত কে। মাল মশলা দিয়ে মজুর খাটিয়ে মজবুদ ক'রে গাঁথলেও মজুত টাকা না থাক্‌লে মালিকের ইমারতও মাটি সই হ'ত। মানিনীর মান ভঞ্জনের পালায় মানিনীর, ধন ও মানের মধ্যে মানের প্রাধান্য স্বীকার কর্ত্তেই হবে। গানের মহলায়, লাঠিয়ালের মহড়ায় সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় 'ম'.এর প্রকট মূর্ত্তি মহাল ও মণ্ডল না থাক্‌লে জমীদারের জমীদারী কোথায় থাক্‌ত? আবার মহাফেজ আলা না থাক্‌লে মুন্সীফ মুহুরী কি কর্ত্তেন? বিদ্যালয়ে মাষ্টার মহাশয়, মসী, মস্যাধার ছাত্র মণ্ডলীর মস্তিষ্ক ঘুর্ণিত করতে কিছুই কসুর করেন না আবার শাস্তি মধ্যে অঙ্গ বিশেষের মর্দ্দন মানের কম হানিকর নয়।

আদালতে গিয়ে দেখি 'ম'এর মহিমা বেশ বিরাজিত আইন ব্যবসায়ী দুই শ্রেণীর উকীল ও মোক্তার। ওঁদের দুই দলের ফাঁস রূপ ও সম্পত্তি নষ্টকারী পরিশেষে মনঃকষ্ট দায়ক মামলা মোকর্দ্দমায় ও সেই ফাঁসে আবদ্ধ মক্কেল, মুলতুবী খরচা ও মাঝে মাঝে সদাচরণের মুচলেখায় 'ম' এর মহিমা প্রত্যক্ষ রূপে সকলের ভাগ্যে না ঘটলেও দৃষ্টান্তের অভাব বোধ হয় কেউই বোধ ক'রবেন না। খাদ্য মধ্যে মধু, মর্ত্তমান কলা, মৎস্য, মাংস,

খান, মোণ্ডা বড় কম রুচিকর নয়। আবার মাংস মধ্যে মেষ মাংস নাকি অনেকেরই রসনায় জলসঞ্চার করিয়া থাকে। দোকানদারের মান দণ্ড অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষার বিষয় হ'য়ে দাড়ায়। দেবতাদের মধ্যে মদন ও অসুরদের মধ্যে মধু কেউই বড় কম যান না। হিন্দুর মন্দির, বৌদ্ধের মঠ ও মুসলমানের মস্‌জিদ একই পর্য্যায় ভুক্ত। আবার খৃষ্টানের মঙ্ক্ তাহার কর্ত্তা। মণিকারের পণ্যবীথিকায় মণিরূপে গৃহিণীর মনোহরণে, বিরহান্তে মিলন বেশে, জলযোগে মিষ্টিরূপে সর্ব্বোপরি হালুয়া করের দোকানে সুসজ্জিত মিঠাই অবলোকনে রসনাগ্রে জলসঞ্চারে 'ম' এর মহিমা অল্পবিস্তর সকলেই অনুভব ক'রেছেন। কাঠের রাজা মেহগিনী না থাক্‌লে বড় লোকের আলমারী, কোচ্, কেদারা কি ক'রে তৈরী হ'ত ? মালয় দ্বীপে সাগু না জন্মিলে ম্যালেরিয়া গ্রস্ত বাঙ্গালীর পথ্য কোথা থেকে আস্‌ত ? কথায় কথায় মাইরী শপথটিই বা কোথায় পাওয়া যেত ?

ভৌগলিক হিসেবে মেদিনীর দুই মেরু। মেরুদণ্ড না থাক্‌লে যেমন আমাদের তেম্‌নি পৃথিবীর ও বোধ হয় নড়্‌বার শক্তি থাক্‌ত না। মানস সরোবর, বাঙ্গালার সর্ব্বাপেক্ষা বড় জিলা ময়মন সিংহ, মাদ্রাজ প্রদেশ, স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ্, ইটালির মিলান, মক্কা, মদিনা, আফ্রিকার মোম্বালয়, মোজাম্বিক, আমেরিকার মণ্ট্রিলের নাম সকলেই শুনেছেন। মানসিংহ, মহীপাল, মহম্মদ, মাহ্‌মুদ সুলতান, মেরী, ম্যাকিয়ার ভেলী ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ইতিহাসকার মিন্‌হাজ উদ্দীন, জৈনের মিতাক্ষরা, মুসলমানে মুতক্ষরীণের নাম বোধ হয় আপনাদের অজ্ঞাত নয়।

বড় কথাটাই বলা হয়নি। তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি। যিনি আমাদের গর্ব্ভে ধারণ করিয়া স্নেহে পালন করেন সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী মা'রও আত্মক্ষর 'ম' এবং সাধারণতঃ আমরা যে গৃহে জন্ম গ্রহণ করি তাহাও মাতুল গৃহ যেখানে মজাও বেশী অথচ 'মা'রের বড় ভয় নেই। যার ফলে, শস্যে আমরা বর্দ্ধিত কলেবর হই সেও মাটি দ্বিতীয় জননী।

লেখক ও কবিদের মধ্যে দেখি ইংলণ্ডে মেকলে, মিল্টন, বাংলায় মদন মোহন তর্কালঙ্কার, মধুসূদন দত্ত, রাশিয়ার ম্যাকিসম গর্চ্চি, ফরাশীর মোপাশা বেশ আসর জমাইয়াছেন। বর্ত্তমান রাজনীতিকের মধ্যে ম্যাকডোনাল্ড, মুসোলিনী, মুস্তাফা কামাল পাশা রাজনৈতিক সমাজে মান সঞ্চার করিয়াছেন। আমাদের দেশের অগ্রগতির জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন ব, করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মোহনদাস গান্ধী, মতিলাল, মহম্মদ আলি 'ম' এরা মহিমার প্রতীক। বৈজ্ঞানিকের মধ্যে ম্যাডাম কুরির নাম সকলেরই জানা আছে।

আবার ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও তাঁদের গর্ভধারিণী গণের গোষ্ঠী বিচার কর্ত্তে গেলে সেই একই দৃশ্যের পুনরভিনয়। মহম্মদ, মহাবীর মেরী। বীর শ্রেষ্ঠ মেঘনাদ, বিদুষী মৈত্রেয়ী, দার্শনিক মিল, সংস্কৃত স্যাহিত্যের ইতিহাস লেখক ম্যাকস মূলার, ভারতের আইন সংগ্রাহক মেকলে, ভারতের পূর্ব্ব শাসন সংস্কারক মর্লিমিণ্টো ও অধুনা প্রচলিত শাসন সংস্কার কর্ত্তা

মণ্টেগু, বর্ত্তমান মহারাণী মেরী—ইহারা সকলেই "ম" বর্গের অন্ত্যবর্গে নাম গ্রহণ করিয়াছেন আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে অনাথ শরণ বিপদভঞ্জন মধুসূদনের নাম গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

সিগ্‌ন্যালিংএর মর্সকোড ও তাহার শিক্ষক শ্রদ্ধেয় মিত্র মহাশয় আহার্য্য সংগ্রাহক মোহনদাও তদীয় সহচর মনোজদাকে পাইয়া আমরা বিশেষ ধন্য হইয়াছি।

ব্যাট্‌কা বাবাজী

ব্যাট্‌কা! ব্যাট্‌কা। কোথায় হে ব্যাট্‌কা? আমি এখানে। একটু জল খাচ্ছি, বাবা। আরে হাঁ তা বুঝেছি, সব সময় খাওয়া নিয়েই থাকিস্ কি না! এত খেলে সংসার চল্‌বে কি ক'রে রে? আমার সংসারটা পয়মাল কর্‌তে বসেছিস। আজ্ঞে আমি আজকে না খেয়ে স্কুলে গিয়েছিলুম। এই মাত্র এসে একটু জল খেতে বসেছি। সর্ব্বনাশ! এক দিন না খেয়েই স্কুলে গেলেই বা, তাই বলে এসেই খেতে বস্‌তে হবে: আমি মনে করে-ছিলাম, এক সন্ধ্যা না খেয়ে স্কুলে গেলি, বুঝি খাওয়ার খরচটা বেঁচেই গেল কিন্তু দেখছি তার সুদে আসলে আদায় কর্‌তে বসেছিস্। আরে ব্যাটা, যদি ২।৪ দিন না খেয়েই থাক্‌লাম তবে আর আয় হবে কি ক'রে। এত দিন ধরে স্কুলে যাওয়া আসা করছিস্ আজ পর্য্যন্ত নিজের লাভ বা ক্ষতি কিছুই বুঝতে পারলি না। স্কুলে কি শিক্ষা করিস্। আবার বলিস্ যে আমরা স্কাউট খুব মিতব্যয়ী। শুনলাম তোর মামার কাছ থেকে ২০৲ কুড়ি টাকা নিয়ে স্কাউটের পোষাক কিনেছিস্। আরে বোকা যে টাকা দিয়ে পোষাক গুলো কিনেছিস্ সে টাকা হ'লে যে তোর চৌদ্দ পিড়ি গুজরিয়া যাইত। আজ্ঞে-আমি সে টাকা চেয়ে নিই নাই। মামা স্কাউটদের নিয়মাবলী দেখেই আমাকে স্কাউদের মধ্যে ভর্ত্তি ক'রে দিয়েছেন। আরে সেত তা দেবেই, "বাবার টাকা, আমার সালাম"। নিজের ত আর উপার্জ্জন করতে হয় না—কি না; ওর চৌদ্দ পুরুষের বাবা যে রেখেই গেছেন।

আরে ব্যাট্‌কা কাল্‌কে যে অতোগুলো পয়সা নিয়ে বাজারে গেলি, কি কি এনে-ছিস্ দেখি? এখনও খাচ্ছিস্ উঠ্‌তে পারলি না। (কাঁদ কাঁদ স্বরে) "না, রেখে দিয়েছি।" বাইরে আন্‌তে পার্‌লি না? না তোর মামার মত শাহেবের বাচ্ছা হ'য়ে গেলি। (বাইরে আসার পর) একটু তামাক সেজে আন্ দেখি। আজ্ঞে তামাক নেই। কি বলিস্ রে, তামাক নাই! কাল্‌কে বাজার থেকে তামাক আনিস্‌নে? আজ্ঞে, পয়সায় কুলায় নাই। বলিস্ কি। নেশা টেশা করেছিস্ নাকি? বাজারের জন্য দুইটী আনা পয়সা দিলাম, তবুও বল্‌ছিস্ তামাকের পয়সা হয়নি তবে তুই কি কিনে এনেছিস্? আজ্ঞে আদ পক্ক-

সার বেগুন, আদ্ পয়সার লবণ, আদ্ পয়সার গাছমরিজ আর আদ্ পয়সার তৈল। বলিস্ কিরে, আ—দ পয়সার তৈল এনেছিস্! আচ্ছা আর কি এনেছিস্? আজ্ঞে আর ২ পয়সা দিয়ে একটা ইলিশ মাছ এনেছি। কি! কি! ইলিশ-মাছ এনেছিস্। তুই আমাকে পাগল কর্‌বি দেখছি। আচ্ছা আজকে যেন পয়সা পেলি আর অমনি একটা ইলিশ মাছ কিনে ফেল্‌লি, কিন্তু যখন পয়সা থাক্‌বে না তখন কি কর্‌বি? আরে বোকা এমন মাছ কিন্‌তে হয় যার প্রতি গ্রাসে গ্রাসে মুড়ো খাওয়া যায়। তুই আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে বসেছিস্। তোর মাথায় তৈল কোথায় পেলিরে? আজ্ঞে নবীন খুলুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে মাথায় দিয়েছি। আজ যেন নবীন খুলু তোকে তৈল দিল, কাল কোথায় পাবিরে, এখনি নাপিত বাড়ী যা, মাথার ঝুটি কেটে নিয়ে আয়। যা যা এক্ষনি যা।

দত্ত মশায়! দত্ত মশায়—বাড়ী আছেন? কেরে বাপু এমন অসময়? আজ্ঞে আমি কানু পরামাণিক বাবু। কে? "আমি বাবু"। তুই বাবু না আমি বাবু রে? আমি বাবু, তুই আবার ক'বে হ'তে বাবু হলিরে? না বাবু তা নয়। আমি কানু পরামাণিক বাবু। কি জন্য এ অসময়ে? এ দিকে একটু দয়া করে আসুন। (আসিবার পর) কি মনে ক'রে এলি? কি মনে ক'রে আর আস্‌ব বাবু। আমার দুরবস্থার কথা আর বল্‌বেন না। কেন, কি হ'য়েছে? বল্‌তে কান্না পাচ্ছে বাবু। না খেতে পেয়ে আমার স্ত্রী কা'লকে মারা গেছে বাবু। বেশতো খরচা কিছু ক'মে গেছে। আর ছেলে মেয়েরাও না খেতে পেয়ে মারা যাবার উপক্রম হইয়াছে। দয়া ক'রে আমায় একটী টাকা হাওলাত দিন বাবু। একটী টা—কা—হাওলাত দিব। আজকে বৈকালে খাব কি তার যোগাড় নেই—তোমাকে টাকা হাওলাত দিব। যা টাকা টুকা হাওলাত হবে না। দোহাই বাবু আমাকে আট গণ্ডার পয়সা হাওলাত দিন বাবু নইলে একেবারে মারা যাব বাবু। আচ্ছা আট আনা পয়সা ধার দিতে পারি কিন্তু সে দিন যে চারি আনা পয়সা কর্জ্জ লইয়াছিলে সেটা সোধ করেছিস্? না বাবু সেটা ত শোধ করিতে পারি নাই। তাহা সুদে আসলে আট আনা হয়েছে। সেটা সোধ ক'রে দিয়ে আর আট আনা নিয়ে যা। দোহাই ভগবানের বাবু। আমাকে আর মার্‌বেন না বাবু। এই সোনার বালা জোড়া রেখে একটা টাকা করজ দিন বাবু। হ্যাঁ দেখি, দেখি, কিসের বালা? (দেখিবার পর) এর দাম জোড় আট আনা হ'বে। যাক তোর পুরাণ ধারটা শোধ হয়ে গেল। যা এখন আর বিরক্ত করিস্ না। যা, এখান হ'তে দূর হ। কে হে, কে আছ এখানে? ব্যাটাকে গলা ধাক্কা দিয়া এখান হ'তে বাহির করিয়া দাও ত। ভৃত্য আসিয়া অমনি তাহাকে বাহির করিয়া দিল। বেচারা কাঁদিতে কাঁদিতে চোখের জলে বুক ভাসাইয়া রিক্ত হস্তে বাড়ী ফিরিল ও মনে মনে ভগবানকে শাক্ষী রাখিল। এদিকে তার পুত্র বছির পরামাণিক ওরফে ব্যাটকা কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া ৫৲ পাঁচটী টাকা জমাইয়া ছিল সে তাহা তাহার পিতার হাতে দিল। তদ্দারা তার পিতা কোন মতে দিনাতিপাত করিতে লাগিল।

এদিকে দত্ত মশাই সোনার বালা জোড়া আত্মসাৎ করিয়া লইয়া নিজকে লাভবান মনে করিয়া পরম আহ্লাদে কাল কাটাইতে লাগিল। চৈত্র মাস বেলা দ্বিপ্রহর। হঠাৎ দত্তমশায়ের বাড়ীতে আগুণ। প্রবল বাতাসে দেখতে দেখতে দত্ত মশায়ের বাড়ী আগুণে ঘিরিয়া ফেলিল। কার সাধ্য সে আগুণের কাছে অগ্রসর হয়। দেখতে দেখতে চোখের পলকে দত্ত মশায়ের বাড়ী পুড়িয়া ভস্মিভূত হইয়া গেল। বোধ করি কানু পরামাণিকের দীর্ঘ নিশ্বাস ভগবান শুনিয়া ছিলেন।

মোঃ ছাদেক হোসেন তালুকদার
পেঃ—লিঃ
বগুড়া করোনেশন ট্রুপ।

— --- —

আকেলাদের কাছে

[কটিক]

Father wolf taught him his business and the meaning of things in the Jungle till every rustle in the grass, every breath of the warm night air, every note of the owls above his head every scratch of a bat's claws as it roosted for a while in a tree, and every splash of every little fish jumping in a pool, meant just as much to him as the work of his office means to a businessman. "Mowgli's brother".

আইন, প্রতিজ্ঞা, গ্র্যাণ্ড হাউল, অভিবাদন।

আইন

কাব, প্যাকে ভর্ত্তি হ'য়েই শুন্‌তে পায়, তাদের দু'টি আইন আছে। কোন্ আইন মেনে চল্‌তে হ'লে, গোড়ায় তা মনে রাখা দরকার, ছোট ছেলেরা বড় কিছু, শক্ত কিছু ধারণাও করতে পারেনা, মনেও রাখতে পারেনা। কাজেই তাদের জন্য হ'লো সহজ দু'টি মাত্র আইন। যেমন সহজ কথা, তেম্‌নি সহজ তার মানে।

কাবেরা বড়দের কথা মেনে চলে

কাবেরা নিজেদের খেয়ালে কিছু করেনা

ছেলেরা নিজেদের মনে মনে কতবার যে এই আইনগুলি আওড়ায় তার ঠিক নেই। ক্রমে এই আইন তাদের চরিত্রগত একটা ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়ায়। তারা প্যাকের কাউকে এই আইনের বিরুদ্ধে কিছু কর্‌তে দেখ্‌লে, তাকে তক্ষুনি মনে করিয়ে দেয়। ঠিক মত যদি তাদের এই আইন দু'টির ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া যায়, তা'হলে 'মেনে চল।' আর 'খেয়ালে কাজ না করা', পরে তাদের মনে করিয়ে দিতে হয়না। তারা কেবল মাত্র তাদের নয়, সকলের

কাজই এর মাপকাটিতে মাপতে সুরু ক'রে। পুরাণ আকেলারা তাদের কাবেদের কাছে কতবার যে এই আইন ভাঙ্গবার জন্য বকুনি খেয়েছে, তার আর অন্ত নেই। প্যাকে কোন কাজ আরম্ভ ক'রে তা ফেলে রাখবার জো নেই। তক্ষুনি, আঠারোটি কাব তেড়ে বল্‌বে 'কাবেরা যে কাজ আরম্ভ করে, তা শেষ না ক'রে ছাড়েনা।' তখন ছেড়ে দেওয়া কাজে আবার লাগতে হয়।

কাজেই সবার আগে শেখানো হ'লেও এ উপেক্ষার বিষয় নয়। চীফ স্কাউট বোকা নন, কিছু আরম্ভ করতে হ'লে যে তার ভিত্তিটা বেশ শক্ত হওয়া চাই, সে কথা ওঁর থেকে আর বোধ হয় কেউ ভালো করে জানেন না, তাই গোড়ায়ই তিনি ছেলেদের 'মেনে চলা' ও 'নিজের বিবেক' এর মতে কাজ করা শেখালেন। এছাড়া ছোট ছেলেদের উপর অন্য কোন বাঁধন দেবার দরকার নেই, হাজার হ'লেও তারা ছোট ছেলে, দিনভর তাদের যদি, এ করোনা, ও করোনা করা যায় তা হ'লে তাদের জীবন একটা 'না' 'না'-র উপর গড়ে উঠে। তাই ছেলেদের এই আইন মেনে চলা যখন স্বভাবগত হয় তখন তারা কাব দলের ব্যাজ পরে। ব্যাজ পাবার আগে তাদের আইন খুব ভালো ক'রে মেনে চল্‌তে অভ্যাস করতে হয়। আমাদের ভুলে গেলে চল্‌বে না যে আইনই হ'লো আমাদের কাব-শিক্ষার ভিত্তি।

আমরা যখন বুঝ্‌লাম যে আইনই হ'লো কাব জীবনের ভিত্তি, তখন এর শিক্ষা বিষয়েও আমাদের যথেষ্ট সাবধান হওয়া উচিত, ঠিক মত যত্ন নেওয়া উচিত, যাতে, ছেলেদের মনে, প্রাণে, জীবনে এ আইন দুটি ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পড়ে।

এই জন্যে সবার আগে দরকার একটা আবহাওয়া, প্যাক মিটিংএ এলেই যেন তাদের মন আপনা থেকে এর আইন কানুন জানবার জন্যে, মানবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। ছেলেরা ফুটবল মাঠে নেমে, ক্রিকেট খেলাবো বলে বায়না ধরে না, কারণ তারা জানে, ফুটবলের বল দিয়ে ফুটবলই খেলা চলে, আর এ খেলা খেল্‌তে হ'লে মান্‌তে হয় কতগুলি আইন। তাদের খেলেই আনন্দ, তার বিনিময়ে কয়েকটা আইন মানা তাদের কাছে কিছুই নয়। আমাদের দলেও তেম্‌নি, যদি তারা বুঝ্‌তে পারে যে প্যাকের একটা আলাদা আবহাওয়া, একটা বৈশিষ্ট, (Tradition) আছে, তা হ'লে আপনার অর্দ্ধেক কাজ এখানেই হয়ে গেল। এই আবহাওয়ার দুটি দিক আছে। একটি হ'লো আকেলার দিক, আকেলা যেন ভুলেও এমন কিছু না করেন, যাতে এ শিক্ষার মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হয়, আর একটা হ'লো কাবের দিক, কাবেরা যদি চঞ্চল থাকে, তালে তারা কিছুতেই কোন জিনিষ মনে রাখ্‌তে পারে না। তাদের মনটা যখন বেশ শান্ত হয়ে আস্‌বে, তখন তাদের কাছে এ বিষয় তোলাও সহজ আর তাতে কাজও হয় বেশী, ছোট ছেলেরা তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে গল্পের ভিতর দিয়ে। কেন জানেন? তার কারণ সেই একটা সময় যখন সে শান্ত থাকে, কাজেই যা শোনে, তাই তাদের মনে গাঁথা থাকে।

গোড়াতেই আর একটা কথা বলা দরকার। ছোট ছেলেদের কাছে, আইনের কথাগুলি খুব সহজ হ'লেও, বুঝ্‌তে পারা, ও কি ক'রে তা নিজের জীবনে লাগানো যাবে তা উপলব্ধি করা খুব সহজ নয়। সুতরাং প্রত্যেক ছেলে যাতে আইনের প্রত্যেকটি অংশ খুব ভালো ক'রে বুঝতে পারে তার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু একটা কথা ভুলে গেলে আমাদের চল্‌বে না। কথার মারপ্যাঁচে আমরা যেমন ওস্তাদ, ছোটরা তেমন নয়, তাই বোঝাতে বল্‌লে বোধ হয়, তারা পারবে না, কিন্তু তাদের যদি কাজের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা, কিম্বা অভিনয়ের ভিতর দিয়ে পরীক্ষা করা যায়, তা হ'লে সহজেই বুঝ্‌তে পার্‌বো যে তারা সত্যি সত্যি বুঝেছে কি না। এই শিক্ষা দেওয়া এবং এরকম ভাবে ছেলেদের লক্ষ্য করা খুব সহজ নয়, তাই এই আইন শেখানোর ভার সিক্সারতো দূরের কথা, সহকারীর হাতেও ছাড়া যুক্তি সিদ্ধ নয়। গোড়ার শিক্ষায় যত যত্ন নেবেন, কাবরা কাবিং জিনিষটা ততই ভালো বুঝ্‌তে পার্‌বে।

আর একটা জিনিষ গোড়াতেই ছেলেদের মনে ঢুকিয়ে দিতে হবে, যে ব্যাজ পেলেই টেণ্ডারপ্যাডের সব ভুল্‌তে পারা যায় না। সর্ব সময়ে কাবেদের সামনে আমাদের আইনের আদর্শ রাখ্‌তে হবে; বক্তৃতা ক'রে নয়, গল্প, অভিনয়ের মধ্য দিয়ে; নানা ভাবে, নানা কাজে আকেলার চোখ যেন সব সময়ই এদিকে থাকে যে আমার কাবরা আইন মেনে চল্‌বে, গোমড়া মুখে নয় হাসি মুখে; তারা আইন মানবে তাদের আকেলা দোষ নেবেন বলে নয়, মান্‌লে আনন্দ তাদের বাড়্‌বে বলে। সত্যি, দেখ্‌তে গেলে আমরা দেখ্‌তে পাই যে মেনে চলা দু'রকম হ'তে পারে

(ক) নিজের থেকে—চরিত্রগত

(খ) পরের ভয়ে

(খ)—র মত 'মেনে চলার' কোনই সার্থকতা নেই, কারণ চরিত্র গঠনই তো হ'লো আমাদের উদ্দেশ্য, যদি আইন দুটোই না তাদের চরিত্রগত গুণ করতে পার্‌লাম, তবে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হ'লো কি? (ক)-র মত মেনে চলা, অনেকটা আকেলার উপর নির্ভর করে। যদি তার চরিত্র, ব্যবহার, ভালোবাসার মত হয়, তা হ'লে ছেলেরা তাঁকে মান্‌তে আরম্ভ ক'রবে আপনা থেকেই। আর এখানেই এরকম 'মেনে চলার' পত্তন হয়।

ভালো করে দেখ্‌লে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, এই চরিত্রগত মেনে চলা আরম্ভ হয়, সিক্স থেকে। তাদের সিক্সারকে মেনে চল্‌তে হয়, সিক্সের জন্যে, তাদের নিজেদের জন্যে। তারা এ মানায় পায় প্রচুর আনন্দ। আমাদেরও আদর্শ হবে এ রকম মেনে চলা তদের মধ্যে আন্‌তে। জিনিষটি খুব সহজ নয়, কিন্তু অধ্যবসায়ের কাছে পরাভব সবারই।

গল্প ও অভিনয়ের ভিতর দিয়ে ছেলেদের মনে এর অর্থ সহজ ক'রে তুল্‌তে হবে। ছেলেরা খুব কল্পনাপ্রিয়; তাই গল্পের সঙ্গে সঙ্গে তারা গল্পের ছবি দেখে নিজেদের মনে মনে। তারপর তারা অভিনয় করবার সময় বাকীটুকু নিজেদের ভিতর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে।

আবার এ গল্প যদি নিজেদের বা জানা কোন প্যাক থেকে জোগাড় করতে পারেন তা হ'লে তাদের কাছে জিনিষটা আরও সহজ করে তুলতে পারবেন। মধ্যে মধ্যে তাদের নিজেদের তৈরী গল্প, (যা তারা প্যাকে এসে তৈরী করবে) অভিনয় করতে দেন, তা হ'লে জিনিষটা তাদের ভেতর থেকে গড়ে উঠবে।

এই সঙ্গে 'বালুর নাচের' কথা ভুললে চলবে না। সব সময় তাদের আইন মনে করিয়ে দেবার জন্যে এমন চমৎকার উপায় আর নেই।

প্রতিজ্ঞা

এর পরেই প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে। 'প্রতিজ্ঞা'; কত বড় কথা। লোকের পাকা কথা হ'লো প্রতিজ্ঞা। 'ধর্ম্ম, প্রেম, দেশপ্রীতি', লোককে প্রতিজ্ঞা করতে প্রবুদ্ধ করে। ধর্ম্ম, প্রেম, দেশপ্রীতি, সবই হৃদয়ের বৃদ্ধি প্রতিজ্ঞাও হৃদয়েরই জিনিষ। প্রতিজ্ঞা মুখস্থ করা কথা আউড়ে যাওয়া নয়। এর স্থান হ'লো হৃদয়ে। হৃদয় থেকে হয় প্রতিজ্ঞার জন্ম। এ কথাটা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। আর প্রত্যেক প্রতিজ্ঞাতেই দুজন দরকার হয়। কাজেই কাবেরা নিজেদের প্রাণে কাবিংয়ের আদর্শ উপলব্ধি করে আকেলার কাছে এই 'প্রতিজ্ঞা' করবে; বলবে নয়। এই কথাটা সবার আগে আমাদের বোঝা দরকার। আমরা যদি প্রতিজ্ঞাটি মুখস্থ করিয়েই তৃপ্ত হই, তা হ'লে ছেলেরা এর অর্থও বুঝবে না, প্রতিজ্ঞা করার দায়িত্ব সম্বন্ধেও কোন ধারণা হবে না, তা মেনে চলা তো দূরের কথা। তা ছাড়া, প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার আসল জিনিষ 'হৃদয়ে উৎপত্তি'—যাবে নষ্ট হয়ে; কাজেই তাদের প্রতিজ্ঞাটি ভুলে যেতে দেরী হবে না। কিন্তু যদি সত্যিকারের প্রতিজ্ঞাই তাদের করানো যায় তবে আইনের মত এও তার জীবনে হ'য়ে পড়ে বিশেষ একটা জিনিষ।

মুখস্থ ক'রে বলে যাওয়ার নামই প্রতিজ্ঞা করা নয়। একজন যখন আর একজনকে নিজের প্রাণ দিয়ে কোন কথা বিশ্বাস করতে বলে তখনই করে সে প্রতিজ্ঞা। এ ভাবটা কাবেদের কাছে সহজ হ'য়ে উঠলেই তাদের একটা আত্মবিশ্বাস জাগবে, তাদেরও যে লোকে বিশ্বাস করে তারাও যে কাজের দায়িত্ব নিতে পারে, এ কথাটা তারা জীবনে প্রথমে বুঝতে পারবে। তারা নিজেদের কাছেই এক একজন মস্ত বড় লোক হ'য়ে পড়বে। জীবনে তারা তাদের এ আসন থেকে নামাবে না।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা করচে কার কাছে? আকেলার কাছে, আকেলা, চীফ উলফ্ লর্ড রবার্টের প্রতিনিধি ভাবে তার কাছে থেকে এ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করচে। চীফ উলফ্ ঠিক জানেন যে এই ছোট কাবটি তার কথা ঠিক রাখবে। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী শুদ্ধ কাবরা, আকেলারা তাকে অভিনন্দন করে নেবে, কারণ সে তাদের প্রতিজ্ঞা করেছে যা মেনে চললে সবাই আনন্দ পায়।

কিন্তু কি প্রতিজ্ঞা সে করচে?

'আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি যথাসাধ্য'

এই 'যথাসাধ্য' কথাটা সব চেয়ে দরকারী, 'লেগে থাকা চাই' হ'লো আমাদের আদর্শ, সব কাজই সব সময় শেষ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না কিন্তু একটা আন্তরিক চেষ্টা, নিজের যতদূর সাধ্য চেষ্টা আমাদের করা চাই, এতে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। কাজেই এই যথাসাধ্য চেষ্টা ছেলেরা করছে কিনা সে বিষয়ে আমাদের চোখ খোলা থাকা চাই। 'তুমি কাব, তুমি প্রতিজ্ঞা করেছো, এ তোমায় করতে হবে।' এ হুকুমের থেকে যদি আদর করে বলা যায়, তুমি প্রতিজ্ঞা করেছো যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। তা তো করতেই হবে। 'চেষ্টা করে দেখ, তুমি পারবে।' তবে ছেলেদের মন বিদ্রোহী হয় না, তাদের আত্ম-বিশ্বাস বাড়ে।

ঈশ্বর, রাজা ও দেশের প্রতি আমার কর্ত্তব্য পালন করিব।

এ জিনিষটাও তার ভাল করে বোঝা উচিত। সে প্রতিজ্ঞা কেবল আপনার কাছে করছে না। করছে, ঈশ্বর, রাজা ও দেশের কাছেও। তাদের প্রতি যে তার কি কর্ত্তব্য আছে সে সম্বন্ধে তার একটা বিশেষ ধারণা থাকা দরকার।

চীফ স্কাউট বলেছেন, "Through scouting, the variest hooligan can be brought to higher thought, and, coupled with a Scouts obligation to do at least one good turn a day, there lies the basis of duty to god and to ones neighbour. অর্থাৎ স্কাউটিং-এর শিক্ষার ভিতর দিয়ে অতি ছোট ছেলেকেও ভগবানের নাম করাতে পারা যায়। এর সঙ্গে প্রাতিদিনকার পরোপকার, তাকে ঈশ্বরের ও প্রতিবেশীর প্রতি তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। কাবিং-এও এ কথা খুব খাটে।

রাজার প্রতি—

আমাদের দেশকে প্যাক ধরে রাজাকে আকেলা বা 'বড়' ধরলে, কাব আইনের মধ্য দিয়েই এর উত্তর মিলে। রাজাকে মানা দরকার কেন, তার জন্য বীর বাদলের গল্প, সিরাজদ্দৌলার গল্প, দেশ বিদেশের ইতিহাস থেকে রাজার প্রতি কর্ত্তব্যনিষ্ঠার গল্প বলে জিনিষটাকে সহজ ক'রে তুলতে পারা যায়।

দেশের প্রতি

দেশের প্রতি, দেশবাসীর প্রতি আমাদের একটা কর্ত্তব্য আছে সেই জন্যেই আমরা **উপকার করি** এই প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবী অমাদের বন্ধু হয়ে পড়ে, আর কে না চায় বন্ধুকে সুখী করতে? স্কুলে, বাড়ীতে, প্যাকে, রাস্তায় সব জায়গায় তাকে দেখাতে হবে যে একজন কাব সেখানে আছে, সে নরের উপকার করতে পেলেই সব চেয়ে আনন্দ পায়। গোড়ায় ছেলেরা তাদের লোভের জন্য খুব বাহাদুরী নেবার চেষ্টা করবে, তাতে দোষ নেই, ছোট ছেলে তা করবেই, কিন্তু খুব আস্তে আস্তে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে চুপ করে উপকার করার নামই হ'লো সত্যিকারের সব চেয়ে বড় উপকার। এই উপকার করাটা আপনার প্যাক্ জীবনের একটা সূত্র করে নেবেন, কারণ আমরা ভেতরে যে শিক্ষা পাই, চরিত্র যতই আমাদের সুগঠিত হতে থাকে, বাইরে

তার প্রকাশ পায় ঠিক এরকম ভাবেতেই। এই উপকার করাটা তাদের একটা অভ্যাসে পরিনত করতে হবে যাতে উপকার করবার সুযোগ পেলে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গার কথা যেন মোটেই না মনে আসে, তাদের মনে যেন আপনি আপনি কাজের আকাঙ্খা জাগে।

নিজের নিজের আলাদা উপকার করা থেকে সিক্স ও প্যাক গুড্‌টার্ন বা সম্মিলিত উপকারের সৃষ্টি হয়। গোড়ায় মনে হয়, সত্যিকারের আমাদের কিছুই করবার নাই। কিন্তু একটু ভাব্‌লে অনেক পন্থাই বেরিয়ে পড়ে, হাঁসপাতালে যাওয়া, গরীব ছেলেদের জন্য আবৃত্তি, গান বাজনা করা, দুঃখীদের জন্য জিনিষপত্র, খেলনা প্রভৃতি তৈরী করা ইত্যাদি কত কাজই না আমরা করতে পারি।

এই সঙ্গে একটা কথা বেশ স্পষ্ট ক'রে বলা স্থির করে। কাবেরা বাড়ী গিয়ে কি করছে সে বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য খুব কম। ছেলেদের বাপ মা যেমন প্যাকে পাঠিয়েই নিশ্চিন্ত হন, আমরা ও বাড়ী পাঠিয়ে হই। আমার প্যাকের সব চেয়ে ভালো কাবটির বাড়ী গিয়েই প্রথম বুঝ্‌লাম যে প্যাকের শিক্ষায় তার কিছুই হয় নি, বাড়ীতে সে যা ছিল তাই আছে। প্যাকে গিয়ে সে খানিকটা অভিনয় করত এপর্য্যন্ত। তাকে বোঝাতে হবে যে খুব বড় কিছু করার সুযোগ সবাই সব সময়ে পায় না, কিন্তু মা'র কাজ এগিয়ে রেখে মাকে খুসী করতে সবাই পা'রে—কাব বাড়ীতে ও স্কুলে কি করে না করে তা মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞেস করতে ভুল্‌লে আমাদের চল্‌বে না। বাপ মাকে জানার মত সুবিধে নেই, প্রত্যেক তাদের সহানুভূতি পাবেন, আপনার কাজের অনেক সুবিধা হয়ে যাবে।

তারপর আইন মেনে চলা। ছেলেদের কাছে এ বিষয়ে সত্যিকারের বড় কিছু দাবী করবেন, দেখ্‌বেন আইন শেখবার সময় বলেছি, ছেলেরা সত্যি সত্যি আইনের মাপকাঠিতে নিজেদের গড়ে তোলে। একটা প্যাকের একটি ছেলে ঘুড়ী ওড়াতে ওড়াতে নিচে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙ্গে ফেলে, ভীষণ কাঁদতে লাগলো। আকেলা তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন আকেল্যাকে দেখে তার কান্না আরও বেড়ে গেল। সে বল্‌ল, আকেলা ভগবান আমায় শাস্তি দিয়েছেন, আমি নিজের খেয়ালে কাজ করেছিলাম।

মনে রাখবেন, প্রতিজ্ঞাটার উদ্দেশ্য হ'লো ছেলেদের চরিত্রে ধর্ম্মে বিশ্বাস, পরের প্রতি ভালোবাসা, ও দেশপ্রীতি জন্মানো। তাই মধ্যে মধ্যে বসে বসে ভাববেন যে সত্যি সত্যি আপনি এ আদর্শ লাভ কর্‌তে পেরেছেন কিনা।

গ্র্যাণ্ড হাউল—

একবার এক ট্রেনিং ক্যাম্পে দু'জনের কথাবার্ত্তা শুনে বুঝেছিলাম যে যাঁরা এখান থেকে ফিরে যান তাদের সকলেই এই গ্র্যাণ্ড হাউল জিনিষটাকে খুব ভালো করে বুঝ্‌তে পারেন না। অবশ্য বাইরের লোকের কাছে এটা চিত্ত গত ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু যারা ছেলেদের গ্র্যাণ্ড হাউল শেখান, তাঁদের এতে আনন্দ না হলে সমস্ত জিনিষটাই মাটি হয়ে যাবে।

খুব ভালো ক'রে টেণ্ডার প্যাড পড়লে দেখ্‌বেন, সেখানে আছে, 'বনে নেকড়েরা চারধারে গোল হয়ে বসেছিল। আকেলা এসে তার বসবার পাহাড়টিতে ওঠবা মাত্র নেকড়েরা সকলে চীৎকার ক'রে তাদের অভ্যর্থনা করলে।

'তেমনি কাব দলেতেও, নেকড়েদের সর্দ্দার আকেলার মত কাবমাষ্টার যখন, তাঁর সব কাবেরা যেখানে একত্রিত হয়েছে, সেখানে আসেন তখন কাবেরাও, তাঁর চারধার গোল হয়ে নেকড়েদের অনুকরণে বসে...চীৎকার করে 'গ্র্যাণ্ড হাউল' দিয়ে তাঁকে সম্মান দেখাবে ও অভ্যর্থনা কর্ব্বে।'

কাজেই এতো শুধু গোলমাল করাই নয়, এ যে তারা আকেলাকে অভ্যর্থনা করছে, সম্মান দেখাচ্ছে। তাদের কাছে এ জিনিষটা মস্ত বড় জিনিষ।

যখনই আমরা আমাদের মনে মনে কোন কিছু অনুভব করি, তেমনই তা বাইরে প্রকাশ করবার জন্য ব্যস্ত হই। ছোট ছেলেদের অনুভূতি খুব গভীর, আর অন্য অন্য ছেলেদের চাইতে কাবেদের আরও বেশী। তার কারণ, গাছপালা, বন, পশুপক্ষী ছাড়া তার আছে প্যাক, তার আছেন আকেলা, আর আছে হাজার হাজার কাবের একজন হওয়ার আনন্দ। কিন্তু এতো অনুভূতি, এতো আনন্দ তারা কি ক'রে জানাবে? তাই চীফ স্কাউট এ অভিনব পন্থা বের করেছেন, যার মধ্য দিয়ে তাদের মনের আনন্দ প্রকাশ পায়।

গ্রাণ্ড হাউল একটা বিশেষ অনুষ্ঠান, কিন্তু ছেলেদের অনুষ্ঠান, তাই যেমনি ছোট, তেমনি হৈ চৈ ওয়ালা, আর তেমনি গম্ভীর জিনিষ। ছেলেরা প্রত্যেকে যা ভাব্‌ছে, তা সব এক হয়ে এই গ্রাণ্ড হাউলের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। ছেলেদের অনুভূতি যত বেশী হয়, তাদের গ্রাণ্ড হাউলও হয় তত চমৎকার। কোন প্যাকে কাবিং কেমন হচ্ছে, তা বোঝা যায় তাদের গ্রাণ্ড হাউল শুনলেই।

কাবদের মনে এ ধারনা জন্মাতে হবে গ্রাণ্ড হাউল হ'লে —

১। আকেলাকে সম্মান দেখানো এবং তাকে যে মেনে চল্‌বো তা আর একবার বলে দেওয়া।

২। কাজের জন্য সব চেয়ে বড় অভিনন্দন [কিন্তু যে কেউ প্যাকে এলেই তাকে গ্রাণ্ড হাউল দেবেন না, তাহ'লে ছেলেদের চক্ষে এর দাম কমে যায়। যাঁর কাজ ছেলেরা সকলে নিজের চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছে তাকেই শুধু দেবেন।]

৩। কাব প্রতিজ্ঞা যে তারা মেনে চলছে এবং ভবিষ্যতে চলবে তা আকেলাকে জানিয়ে দেওয়া।

৪। সমস্ত বৃত্তটা যেন একসঙ্গে চীৎকার করে জানিয়ে দেয় যে প্যাকটা এক, সব কাবই এই প্যাকের যাতে উন্নতি হয় তার চেষ্টা করছে তা জানিয়ে দেওয়া।

৫। তারা কাবিং করে কতটুকু আনন্দ পাচ্ছে, তারই পরিচয়। [আনন্দ যত বেশী হবে, আকেলাকে গ্র্যাণ্ডহাউল ক'রে আনন্দ জানাবে তত ভাল ভাবে।]

অভিবাদন—

অভিবাদনের গোড়াতেই বলে রাখা ভাল যে কখন অভিবাদন করা হবে সে সম্বন্ধে আমাদের Ruleএ আছে—

(ক) সাদর সম্ভাষণ হিসাবে 'স্কাউট' ব্যাজ পরিহিত সকলেই একে অপরকে দিনে একবার অভিবাদন করে। যিনি প্রথম অপরকে চিনতে পারবেন, **তিনি যে দলের লোকই হোন না কেন** তিনিই প্রথম অভিবাদন করবেন।

(খ) সম্মান দেখানো হিসাবে কোন জাতীয় পতাকার প্রতি কোন জাতীয় সঙ্গীত গাইতে বা বাজাতে শুনলে, স্কাউট পতাকার প্রতি, এবং মৃতদেহের প্রতি।

কাজেই ছেলেদের বুঝিয়ে দেবেন, যে অভিবাদন করাটা অসম্মানের ব্যাপার নয়। এ যেন একটা বিশেষ অধিকার, যে স্কাউট বা কাব নয়, সে তো এরকম ভাবে অচেনা অজানা লোকের সঙ্গে আলাপ করতে বা আগে আগে অভিবাদন করতে পারে না। অভিবাদন হ'লো বিজয়ার পরে নমস্কার মতো, নতুন বছরে কার্ড পাঠানোর মত। ছেলেদের মনে মনে এই অভিবাদনের সত্যিকারের একটা স্থান আছে, যে সব মাস্টারমশাইকে সত্যি সত্যি তারা ভালোবাসে তাঁর পায়ের ধূলো নিতে তাদের একটুকুও বাধেনা, তা তিনি যে জাতেরই হোন না কেন। কাজেই তাদের মনের এ চমৎকার ভাবটা যাতে অক্ষুন্ন থাকে তার চেষ্টা আমাদের করতে হবে।

* গ্রন্থকারের যন্ত্রস্থ পুস্তক "আকেলার পুঁথি" থেকে।

দারজিলিংএর উদ্ভিদ

প্রণবেশ কাঞ্জিলাল

তেরাই ভূমি হইতে চিরতুষারবৃত শিখরদেশ পর্য্যন্ত অন্যূন দ্বাদশ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ঋতু বিরাজিত ; তদনুযায়ী উদ্ভিদ-জীবনেরও বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। তেরাই প্রদেশে কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ, ঝোপ লতাও গুল্মের জঙ্গল দৃষ্ট হয়। মূল্যবান্ শাল বৃক্ষাদি নাই বলিলেও হয়। আর্দ্র জল বায়ুর প্রভাবে বড় বড় ঘাস জন্মিয়া থাকে। বাবলা, শিশু ও এক প্রকার রক্তবর্ণ ফলা বিশিষ্ট Sterlulia নামক বৃক্ষ ও vine প্রভৃতি কতিপয় জাতীয় লতা ও অর্কিড (পরগাছা বিশেষ) দৃষ্টিগোচর হয়। একহাজার ফুট উর্দ্ধে ক্ষুদ্রকায় বামন বৃক্ষ বংশের পরিবর্ত্তে সহসা বিশাল অভ্রভেদী অরণ্য শ্রেণী লক্ষিত হয়। বৃক্ষাবয়ব বিবিধ প্রকার অর্কিডে আবৃত ও লম্বমান Lycohodia লতা ও অনেক প্রকার fern দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকাণ্ড ভীমাকায় বংশশ্রেণী দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। কোনও কোনও বংশ খণ্ড মনুষ্যের উরুর ন্যায় স্থূল ও উর্দ্ধে একশত ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বাবলা, খদির, খর্জ্জুর, বিবিধ প্রকারের বংশ, তুঁত হরিদ্রা, আদা, নানাজাতিয় fern ও প্রকাণ্ড oak বৃক্ষ প্রভৃতি এই স্থানের বিশিষ্ট উদ্ভিদ জীবনের পরিচয় দিতেছে। যতই উর্দ্ধে উঠা যায়, ততই আরও বড় বড় বৃক্ষ লতা দেখিতে পাওয়া যায়। বড় বড় শাল, টুন কার্পাস, বট, অশ্বত্থ, কমলা নেবু পীচ, কদলী প্রভৃতি বৃক্ষে চারি হাজার ফিট পর্য্যন্ত উর্দ্ধদেশ শোভিত মধ্যে মধ্যে সুবিশাল পত্র উচ্চ মণ্ডিত Pandans জাতীয় screw pine এর সরল উন্নত দেহ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চারি হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠিয়া সম্পূর্ণ নূতন উদ্ভিদ জীবনের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমেই পীতবর্ণ ফল বিশিষ্ট "Yellow Rashberry" বৃক্ষ সেই নব জীবনের পরিচয় প্রদান করে। বড় বড় বিশাল পত্র সমন্বিত প্রকাণ্ড oak বৃক্ষ, করসিয়ঙের নিম্নদেশে, বৃক্ষ জাতির সৌরব স্বরূপ ইতস্ততঃ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে কুসুমিত লতাপুঞ্জ স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত। Violet, stellaria, geranium, প্রভৃতি বিবিধ বিলাতীপুষ্প সৌন্দর্য্য ও সুবাসে মনঃ প্রাণ হরণ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে পথিপার্শ্বে সুন্দর, কোমল শৈবাল যেন বিচিত্র নীল মখমলের গালিচার ন্যায় প্রকৃতির লীলা-ক্ষেত্রে বিস্তৃত। এতদ্ব্যতীত, অসংখ্য জাতায় fern, অর্কিড্, কদলী বৃক্ষ, তালও তমালের শ্রেণী বিলাতী ডুমুর ও মরীচ প্রভৃতি শত শত প্রকারের বৃক্ষ পর্ব্বত গাত্র আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে।

কারসিয়ঙ্গ হইতে উর্দ্ধে, পর্ব্বত গাত্র সমূহ সভীর জঙ্গলে সমাবৃত। প্রকাণ্ড মেহগনী শেগুণ ও Oaktree ওক্ বৃক্ষ প্রভৃতি সরল উচ্চ ভাবে, মাথা তুলিয় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কোনও কোনও কোনও বৃক্ষ ধ্রুম্রবর্ণ, কোনও কোনও বৃক্ষ পিঙ্গলবর্ণ ত্বকে আবৃত।

কোনও কোন বৃক্ষাবয়বে পনর কুড়ি হাত পর্য্যন্ত এক প্রকার শ্বেতবর্ণের লতা বিস্তৃত। দূর হইতে যেন উজ্জ্বল তুষার আবরনের ন্যায় প্রতিভাত হয়। ক্রমে ৭৫০০ ফুট উর্দ্ধে, বিলাতী মুষল ও লতা চতুর্দ্দিকে বহুল পরিমানে দেখিতে পাওয়া। সমাধি আলয়ের শোক চিহ্নরূপ cyhrers লতা ইতস্ততঃ জন্মিয়া রহিয়াছে। সুবাসিত লেবুগন্ধ বিসিষ্ট, বিশাল মুকুল শোভিত রমণীয়, শ্বেত Rhododendron বৃক্ষ, নিজ মহিমা ও গৌরবে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ওক, ম্যাসনো লয়া, বেন, মেঝল, চেরি, উইলো, আপেল, এবং প্রায় ষাট প্রকারের fern প্রভৃতি তরুলতা এই পর্ব্বত স্তরের উদ্ভিদ্‌জীবনের পরিচায়ক। আর এক প্রকার Rhododendron বৃক্ষের সৌন্দর্য্যে পর্ব্বতভূমি সমুজ্জ্বল তাহার বিরাট সমুন্নত দেহ উর্দ্ধে চল্লিশ ফুট উঠিয়াছে স্তবকে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে বিশাল বিচিত্র পত্র গুচ্ছে অপূর্ব্ব শ্রী বিকিশিত। এক একটী পত্র এক হস্ত প্রশস্ত তাহার উপরের দিক কুঞ্চিত এবং ঘন সবুজ বন নীচের দিক্ রজতের ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল। দারজিলিং এ অনেক ভাল ভাল ফল জন্মায় না। যথা বেদানা, দাড়িম্ব, আঙ্গুর, কুল, এপ্রিকট্‌ বিলাতী ডুমুর, আম্র প্রভৃতি।

কিন্তু অতি ভুমিষ্ট কমলালেবু, অন্যান্য বিবিধ জাতীয় ন্যাসপাতি, উৎকৃষ্ট পেঁপে, প্রচুর পরিমানে জন্মিয়া থাকে। আনারস মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাতী সব্‌জী অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। উৎকৃষ্ট আলু, কফি, কড়াই শুঁটী বিন, গাজর, শালগম, বিট, স্কোয়াস, আসপারাগস্‌, সেলেরি, টমেটো প্রভৃতি সমস্তই জন্মিয়া থাকে। বিবিধ বিকসিত কুসুমের সৌন্দর্য্যও সুবাসে দারজিলিং আমোদিত। Gereeniren, শত শত প্রকারের উৎকৃস্ট গোলাপ, mignette, violet, Daipo primrase Zily, momtbritia, cosmos প্রভৃতি বিলাতী পুষ্প, এবং মনোহর মল্লিকা, বেয়া জুঁই ডালিয়া পুঞ্জে পুঞ্জে ফুটিয়া রহিয়াছে। সুগন্ধে মনঃপ্রাণ মত্তাইয়া তুলিতেছে। এতদ্ব্যতীত, এলাচি, দারুচিনি ও চন্দন বৃক্ষের স্নিগ্ধ মধুর সুবাসে বনভূমি পরিপূর্ণ। কিঞ্চিৎ উর্দ্ধেই প্রকাণ্ড ওক্, ম্যাগনোলিয়া, ঝাউ, দেবদারু, মেহগনী, অর্জ্জুন, শেগুন প্রভৃতির গভীর জঙ্গল বিস্তৃত। সহস্র সহস্র প্রস্ফুটিত কুসুমে মুকুলিত শ্বেত ম্যাগনোলিয়ার আপাদমস্তক আবৃত হইয়া যায়—আরও কত সহস্র চতুর্দ্দিকে ঝরিয়া পাড়িয়া যায়—দূর হইতে মনে হয় হয় যেন গাত্রে তুষার পাত হইয়াছে। Rhodolendron বৃক্ষও প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। অনুমান চারশত প্রকারের অর্কিড্ দারজিলিংএর উদ্ভিদ্ জীবনের অতুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছে।

কোন কোন yen বৃক্ষের ভীম কলেবর দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভুত হইতে হয়। আঠার কুড়ি ফুট পর্য্যন্ত ব্যাস হইয়া থাকে। ইহার রক্তবর্ণ ছাল বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং ব্রাহ্মনগণ ইহা দ্বারা রক্তচন্দনের ন্যায় কপাল রঞ্জিত করেন। দারজিলিংএ অসংখ্য ভেষজ লতা যথা—rhuberb, acomite, ehilobirem প্রভৃতি প্রচুর জন্মিয়া থাকে।

চা বাগান।

দারজিলিংএর চা জগদ্বিখ্যাত। বর্ণে ও সুগন্ধে অতুলনীয়। ১৮৫৬ সালে দারজিলিংএ প্রথম চা-বাগান খোলা হয়। সেই সময় হইতে অতি দ্রুতবেগে চায়ের আবাদ বিস্তৃত হইতে লাগিল এবং ক্রমে ১৮৬৬ সালে ৩৯টী বাগান, ১৮৭৫ সালে ১২১টী বাগান, ১৮৮৩ সালে ১৬৫টী বাগান খোলা হয়। বর্ত্তমান সময় দুই শত বাগান দারজিলিং এর চতুর্দ্দিকে স্থাপিত রহিয়াছে।

দেশ-ভ্রমণ—

———শ্রীনরেশ মজুমদার।

সুধীন সেবার গেল বেড়াতে এক দূর দেশে। ছোট ছেলে নূতন দেশ দেখতে তার কত স্ফূর্ত্তি। স্বাধীনদেশে সে যাচ্ছে তাই তার এত আগ্রহ। তার ধারণা স্বাধীনদেশ নিশ্চয় আমাদের মত পরাধীন দেশ অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। সেখানে নিশ্চয় অনেক অদ্ভুত জিনিষ আছে। এইরূপ মনে সে অনেক ধারণা করে রওনা হোল। সেখানে পৌঁছে তার একটু অদ্ভুতই মনে হোল। কারণ এখানে ত বড় বড় অনেক বাড়ী নেই। কেবল কয়েকটী মাত্র আছে তা কেবল একজনকার সেখানকার রাজার। আর চতুর্দ্দিকে যা দেখে তা হয় ক্ষুদ্র নয় ভগ্ন। যাক্ নূতন দেশত। কোন রকমে তার দিনগুলি কেটে যেতে লাগলো। ছোট সহর—ক্রমেই সব ফুরিয়ে গেল এবং সে একা পড়ে গেল। তার বন্ধু সেখানে কেউ নেই থাকত সে তার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে, তিনি হলেন সেখানকার নায়েব। নায়েব পত্নী তকে খুব ভাল বাসতো কারণ সুধীন মাতৃহীন ছিল। বাড়ীতে যত স্নেহই পাক্ বন্ধু ছাড়া থাকা খুবই শক্ত। অল্প সময়ে তার এক বন্ধু জুটে গেল। বয়েস ১২ বৎসর নাম বিজয়।

দুজনেই সমবয়েসী খুব ভাব হয়ে গেল। সুধীনের আত্মীয়ের অবস্থা বিশেষ ভাল নয় কারণ তিনি রাজ্যের নায়েব মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে বিজয়ের সঙ্গে ভাব হবার পর থেকে সুধীনের কিছুই অভাব ছিল না—নিত্য নূতন জামা কাপড়। দুজনে যখন বেড়াতে যেত সঙ্গে থাকতো চাকর প্রভৃতি। ইহার কারণ সুধীন কিছুই বুঝতে পারলে না। সুধীন আশ্চর্য্য হয়ে দেখতো যে বিজয়কে তার আত্মীয়রা খুবই খাতির করে। বিজয় সময় মত সুধীনের কাছে আসে এবং এক সঙ্গে বেড়ায় খেলে। এ ভাবে কিছুদিন কেটে গেল।

সুধীনের ফিরে যাবার দিন ঘনিয়ে এল। তার পিতা তাকে নিতে এলেন। নায়েব মশায় যাবার বিরুদ্ধে অনেক ওজর আপত্তি দেখালেন যেমন এখানে সুধীন মাতৃস্নেহ পাচ্ছে।

পরম আনন্দে আছে। সুধীন ও যাবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখালে না, কারণ সে তার মনমত বন্ধু পেয়েছে সুখে দিন কাটছে। ঠিক হোল সুধীন সেখানে থেকেই পড়বে। নায়েব মশায় সুধীনের যাবার বিরুদ্ধে বল্লে কেবল সুধীনের খাতিরে বিজয় তার বাড়ীতে আসে। বিজয় হোল সেখানকার রাজপুত্র। রাজপুত্রকে যত্ন করতে পারলে রাজাকে সন্তুষ্ট করা হয় এবং রাজাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে তার ভবিষ্যতে উন্নতি হইবার আশা থাকে। তাই সে সুধীনকে যেতে দিলে না। সুধীন কিন্তু আগে জানতো না যে বিজয় সেখানকার রাজপুত্র।

ক্রমশঃ তারা বড় হয়ে উঠলো। দুজনে এক সঙ্গে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল। এক সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিল। বিজয় এবার বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিদেশে যাইবে। সুধীনকেও যাইবার জন্য সে অনেক পিড়াপিড়ি করিতে লাগিল। পিতার অনুমতি লইয়া দুজনে নির্দ্দিষ্ট দিবসে বিদেশে যাত্রা করিল। বিদেশে তাদের খাতিরের অভাব হইল না। কারণ বিজয় কোন স্বাধীন দেশের রাজপুত্র এবং সুধীন তার বন্ধু। তাদের খুব আমোদেই দিন কাটতে লাগলো। তারা উড় জাহাজে যাবার মনস্থ করিল। যথা সময়ে তাদের আবেদন পত্র গ্রাহ্য হইল এবং তারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল। আস্তে আস্তে তাদের চালনা শিক্ষা দেওয়া হইল। এবার তাদের পরীক্ষা। দুজনকে দুখানা উড়ো জাহাজ দেওয়া হইল। বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রদের এক সঙ্গে পরীক্ষা হইল। যথা সময়ে পরীক্ষার ফল বাহির হইল—সুধীন প্রথম স্থান অধিকার করিল এবং বিজয় কোনমতে উত্তির্ণ হইল। তাতেই তারা থেমে গেল না যুবকের প্রাণ, নিজেরা নষ্টা উড়ো জাহাজ ক্রয় করিল এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করিবার জন্য সেই উড়োজাহাজ দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিতে লাগিল। বিজয় খুব ভাল চালনা জানিত না। সুধীনের দৌলতে সে অনেকবার অনেক বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। যাক্ অনেক দেশ বিদেশ ভ্রমণের পর তারা দেশে ফিরে এল।

অনেক দিন বিদেশে ছিল। আত্মীয় স্বজনদের দেখবার জন্য তাদের মন ব্যাকুল হোল। সুধীন দেশে ফিরেই তার পিতার নিকট চলে গেল আর বিজয় সেই উড়োজাহাজে তার দেশে ফিরে গেল। অনেক দিন পিতার নিকট থাকে নাই তাই সুধীন সহজে তার পিতার নিকট হইতে বিদায় লইতে পারিল না। ওদিকে বিজয় দেশে ফিরে তার দেশবাসীদের উড়োজাহাজের কায়দা দেখাতে লাগলো। ক্রমশঃ তার যশ রাজ্যে ছড়িয়ে পড়লো। সেও নিজেকে খুব বড় বীর ও সাহসী মনে করলে। সেও আরো অনেকরূপে উড়োজাহাজ চালনা দেখাতে লাগলো। একদিন মনের সুখে, সে ভ্রমণে বেরিয়েছে হটাৎ এমন এক ঝড় এল যে বিজয় কিছুতেই উড়োজাহাজের টাল সামলাতে পারলে না। উড়োজাহাজ ঘুরতে ঘুরতে পড়তে লাগলো। বিজয় কিছুতেই কিছু করতে পারলে না। বিজয় দেখলো তার মৃত্যু নিশ্চিৎ। সে একবার ভগবানের নাম স্মরণ করে চোখ বুজে আরষ্ট হয়ে বসে রইল। উড়োজাহাজ ঘুরতে ঘুরতে পড়লো এক জলাশয়ে। রাজ্যের লোক জন ছুটে এল—দেখলো

বিজয় অজ্ঞান। বিজয়কে রাজবাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হোল। রাজা রাণীত ভয়ে আকুল। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ডাক্তারদের খোঁজ পড়লো। কত ঔষধ দেওয়া হোল। কিছুতেই বিজয়ের জ্ঞান ফিরলো না। দেশে উদ্বিগ্ন পড়ে গেল। রাজারাণী সব কাজ ফেলে দিবারাত্র বিজয়ের শয্যা পার্শে বসে রইলেন চার দিন পরে বিজয় প্রথম চক্ষু মেলিল, শুধু শানা গেল—'সুধীন'। আবার অজ্ঞান। দেশ বিদেশের অনেক বড় বড় ডাক্তার এল। কেউ কিছু করতে পারলে না।

ওদিকে সুধীনের বাড়ীতে হটাৎ তার গেল। "বিজয়ের ভয়ানক অসুখ শীঘ্র এস"। সুধীন তংক্ষণাৎ রওনা হইল। বিজয়ের দেশে গিয়ে দেখে কোথাও শান্তি নাই। সকলের মুখেই যেন হাহাকার। সুধীন সোজা বিজয়ের ঘরে গেল। ঘরে ঢুকে রাজারাণীর অবস্থা আর বিজয়কে অজ্ঞান দেখে সে আর অশ্রু থামাতে পারলো না। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বিজয়ের শয্যার পার্শে গেল অশ্রুপূর্ণ নয়নে ডাকতে লাগলো বিজয় বিজয়।

চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। কেবল মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগলো সুধীনের কাতর আহ্বান "বিজয় বিজয়।"

অনেকক্ষণ পরে বিজয় আবার চক্ষু মেলিল চির পরিচিত সুধীনের গলা তার কাণে' পৌছিল। এবার বিজয়ের মুখ হইতে কয়েকটি কথা শোনা গেল—"সুধীন বন্ধু।' বিজয় আর কথা বলতে পারলে না। তার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। সে সুধীনকে জড়িয়ে ধরল সুধীন ও তার বুকে মাথা গুজে কাঁদতে লাগলো বিজয়, বিজয়।

ক্রমশঃ বিজয়ের গলা বন্ধ হইয়া গেল। অদৃষ্ট তার বিপক্ষে তাকে সব মায়া কাটাইতে হইল। রাজ বাড়ীতে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। সুধীন তখন বিজয়ের বুকে মাথা রেখে কানছে 'বিজয় বিজয়।'

তার আওয়াজ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল। বন্ধুর আলিঙ্গন হইতে তাহাকে কেহই ছাড়াইতে পারিল না। কেবল শোনা যাইতে লাগিল—বিজয় বিজয়—বি-জ-য় বি—জ—য়।

The Boy-Scout Movement and our duty.

The aim of the Boy Scout movement is to promote the abilities in boys to do things for themselves and others through active participation in education games with a view to shape their desires and instincts which lead to the complete development of their character and appeal to their imagination and romance in an active open air life, so that they may live happily, beautifully and as decent citizens in an universal brotherhood.

The aim thus relates to changes that are created in their inherited structure through the complete development of their character and thus bears a high correlation with Dr. Maria Montessori's method or that of kindergarten. Dr. Montessori has invented a number of didactic apparatuses to be chosen by the boys for the self-development of their individual virtues. In scouting too we have the methods whereby we can ensure unity in diversity of the development of inherent virtues that are hidden in boys.

Our chief scout Lord R. Baden Powell defines scouting as a system of educative games in which elder brothers can give instructions and healthy environments to younger brothers to encourge them to healthy activities such as will help them to develop citizenship.

Thus it it evident to common sense that this movement has nothing to do with soldiering but to put character into lads in order to shape them into good and valuable citizens of the empire.

In school, scouting acts not only as supplementative to the instructions given by the teachers but also as a connective system of education and adds a new life and vigour to the present dying race of our country, chiefly because the boys are taught self-reliance, perseverance etc through the active participation of their daily duties. Thus the scoutmasters act as their ideals and tends to unpraise them with a fostering care through "The Games of Scouting".

The training in scouting divides itself into many heads so as to develop their individual character to increase hobbies in order to enable them to earn their livslihood to prepare the servant of the state and to promote their physical health.

The main characteristic of the movement lies in the fact that they develop their character in one universal brotherhood irrespective of caste, creed and colour.

The threefold promise and the scout laws give us a definite realisation of the aim of this noble movement. The movement is, therefore, neither a political nor an official one but a movement which leads to the complete development of human virtues into our boys in their sound mind and body, "Mens sana in corpore sano".

The schools of our country do not fully develop the boys, character which is absolutely necessary for us in life. In this opportune moment scouting came to our country with its nobe ideals and aspirations and struck its main root in the congenial

soil of our country. School training could not instil into our boys energy, resourcefulness and other similar attributes, thus an attempt was made to introduce this movement in the Schools of our country. Peoples' craving was then satiated and the movement had achieved a glorious success.

Now there has arisen a wrong impression of the public regarding the noble ideals and aspirations of this movement as a result of which pupils are going astray and becoming insolent and disobedient to their superiors due to the lack of their character. Character, which is the sum total of all other virtues, is the ultimate goal which scouting aspires at and so the scouts become god-fearing, healthy happy and useful citizens. In scouting, it should be remembered self-development as imposed from "Within" on the part of the individual whereas in other systems of training things are imposed from "Without" through theoretical and external information. The brilliant buoyancy, the constant cheerfulness, the camping open air life which ensures a practical vividness of the boys future life—each has an educative value of its own. The spent up energy of the boys finds an emotional outlet through harmonious yells producing a sonorous symphony. The scouts' court of honour also prepares them for leadership in self-governing institutions and develops a co-operative spirit in the boys.

The object of this article is to put before the guardians the real aims and aspirations of this noble movement so that they may ensure a stability of the character of their younger generations for the betterment of our society and country's need in this broad and benevolent brothrhood. This self-development of virtues can only be possible in scouting if the public wants to shape the future generations of the country in the proper way. Then it will not only be unjust but also bring a severe menace to our country. Do they not wish to have their boys to be healthy, happy, and useful citizens of this empire ? The scouts are needed in this country to wipe away the tears of the suffering humanity even at this age of severe economic depression. In this connection, the message that was given by His Excellency, the Chief Scout for Bengal is worth mentioning. His Excellency says "I wish my all brother scouts in Bengal a very happy new year. May the year 1934 be one of the steady progress for scouting in this Presidency."

A year before His Excellency's message was :

"* * * * In these difficult times there is more need for scouts to "keep smiling."

Let us therefore try heart and soul for the uplift of this noble movement so that we may have joy and happiness throughout our life.

Scouter Gadadhar Ch. Niyogi, B.A.B.T.
Dinajpur, Asst. Master, Dinajpur Zilla School.

Notes & News

1. **Norman Ross Sports :** The Norman Ross Sports final took place on Saturday the 24th March 1934 at the Calcutta Boy's School. There was a keen competition. The trophy was won by the 14/III Calcutta (Reformatory Industrial School). Mr. N. N. Bhose, B. A. (Cantab) Provincial Organising Secretary presided over the function and was pleased to award the trophy to the winning team.

2. **District Training Camp :** A Training Camp was held from 26th to 28th March 1934 at the C. M. S. School compound Krishnagar. It was a mixed camp of various ranks of men, viz I. C. S., B. C. S., Head Masters, Teachers and Students. Mr. N. N. Bhose acted as S. M. and Mr. Saroj Ghosh as Asst. S. M.

3. **Easter Camp :** The Annual Camp of the 2nd Calcutta Local Association was held during the Easter Holidays at Chandil on the B. N. Ry. 120 Scouts and Scouters attended the camp The camp site was an ideal one surrounded with hills all round and a river flowing within a stone's throw distance. During their stay they managed to see the Tata's woks and the boys enjoyed the visit very much. They received messages from His Excellency the Governor, Chief Scout for Bengal and Sir R. N. Mookerjee, K. C. I. E., K. C. V. O., the President.

We thank the Tata Company for their best arrangements. Mr. S. N. Banerjee, M. A., B. L, Hony. Secretary of the association awarded two more cups (miniature) for Drill and Camp Fire over and above the challenge Trophy for the best troop in the camp. This year the Challenge Cup goes to "Nakul Patrol and the miniature cups for good to scout Asoke Ghose of the 2nd/II Calcutta Troop for best in Drill. Mr. S. N. Banerjee acted as the camp Chief and Mr. Ronen Ghose as Dy. C. C.

3. **Warrants :** His Excellency the Governor, Chief Scout for Bengal has been pleased to issue the following warrants in favour of :—

Dr. S. N. Dey as R. S. L. of the 5th/I Rover Crew (Taltola)
Scouter A. F. Z. Ahmed as S. M. of the 13th/I (Modern School) Troop.
„ M. F. E. Marion as A. S. M. of the 2nd/I (Wellesly) Group
„ G. A. S. Marsh as S. M. of the 2nd/I (Wellesly) Group.
„ R. S. Arthur as G. S. M. of the „ „
„ Purnendu Kumar Das, as A. S. M. of the 3rd/III Calcutta Troop.
„ Salil Kumar Dutt as A. S. M. of the 1st/III Calcutta Troop
„ Padam Lall Adhikari as Asst. S. M. of the 2nd Kalimpong Troop.
„ Siddiq Ahmed as Cubmaster of the Sonaullah H. E. School Pack.
Mr. Hiralal Saha, S. P. of Police, as Dist. Scout Commissioner of Malda.
Mr. K. C. De, C.I.E.,I.C.S. (Retd) as Dist. Scout Commissioner of North Murshidabad.
Scouter Radha Gobinda Ojha as Asst. S.M. of Nagharia High School Troop.
„ Gopi Bhusan Das as Asst. S. M. of „ „

দশম বর্ষ]　　　বৈশাখ—১৩৪১　　　[১০ম সংখ্যা

যাত্রী

——স্কাউটার গদাধর নিয়োগী বি,এ, বি,টি।

জীবনপথের যাত্রী ওরে
　　মনভুলানো প্রাণটী তোর,
ব্যথার ব্যথী প্রাণের সাথী
　　তাই কি ঝরে আঁখির লোর ?
সেই যে বাঁশীর সুরের ভাষা
　　সেই যে প্রাণের মধুর টান,
বিশ্ববেদন মরমে পরশি
　　আকুল করেছে কি তোর প্রাণ ?
যাত্রী তোরা, পথিক তোরা
　　ন'স্‌তো কভু স্বার্থপর,
প্রেমের বাঁধন নিগড় গঠন
　　ভুলিস্‌নে তাই আপন পর।

আজ ফাগুনে বনের পাখী
প্রসূন-ভরা কানন-শাখী
　　উঠ্‌ছে অলি গুঞ্জরিয়া,

ওরে পথের নবীন পথিক,
বিশ্বপ্রেমের মূর্ত্ত প্রেমিক,
রইবে কি তোর সুপ্ত হিয়া ?
অতীত গেছে, যাক্ সে চলে
বর্ত্তমানই বরণ করি,
জীবন-পথে সবার সাথে
এগিয়ে চল হাতটী ধরি।
ঝঞ্ঝা বাদল, বিপদ সকল
এগিয়ে আসুক, কি তোর ভয় ?
জীবনপথের যাত্রী ওরে,
তোরা যে সব মৃত্যুঞ্জয়।

বাঘ, বাঘ।

শ্রীঅমিয় কুমার রায় চৌধুরী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গরু, মহিষ, সব পাগলের মত ছুটে চলেছে। অন্যান্য রাখাল ছেলেরা ব্যাপার দেখে পাঁই পাঁই করে গাঁয়ের দিকে ছুটতে লাগল চীৎকার করে "সর্ব্বনাশ, হয়েছে, গরু, মহিষ সব ক্ষেপে গেছে।" মুগলির কিন্তু মতলব ছিল খুবই সোজা। সে ঠিক করেছিল এই ক্ষ্যাপা গরু আর মহিষ দিয়ে ক্রমশঃ চারধার থেকে ঘিরে ফেললে, ভীতু সেরখাঁ ভরাপেটে পালাবার পথ পাবেনা, যুদ্ধ করা তো দূরের কথা। এবার মুগলি মুখ দিয়ে শব্দ করে জানোয়ার-গুলোকে একটু শান্ত করতে চেষ্টা করল। হঠাৎ গিয়ে পড়লে সেরখাঁ টের পেয়ে পালাতে পারে। মস্ত বড় একটা গোল করে আস্তে আস্তে সেরখাঁকে ঘিরে ফেলতে হবে। মুগলির ভারী আনন্দ হোল, এবার সেরখাঁর সব জারিজুরী শেষ হবে। আকেলাকে সে বলল—ওদের একটু দম নিতে দিন, তাছাড়া "গোলটা এখনও ঠিক হয়নি, ওরা সেরখাঁকে এখনও ঘিরতে পারেনি ভাল করে। আর একটু সময় দিন ওদের। হ্যাঁ আমি সেরখাঁকে জানিয়ে দেব কে আসছে ; জানিয়ে দেব মুগলি তার প্রতিজ্ঞা রাখতে আসছে। বেশ হয়েছে, এবার ঠিকভাবে ওকে ফাঁদে ফেলা গেছে।"

মুখে হাত দিয়ে মুগলি অদ্ভুতভাবে চেঁচিয়ে উঠল—তার ডাকে সারা খাদটা কেঁপে উঠল। পাহাড় থেকে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে শব্দটা প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল।

তার কিছুক্ষণ বাদেই, একটা ঘড় ঘড় আওয়াজ হল। পেটভর্ত্তি করার পর ঘুমন্ত কেঁদো বাঘটা আলস্য ভেঙ্গে আড়মোড়া দিয়ে জেগে উঠল।

সেরখাঁ গর্জ্জন করে উঠল—কে ডাক ছাড়ে রে ? কার এত বুকের সাহস ? ময়ূরের মত রুক্ষস্বরে একটা স্বর বাতাসের ভরে ভেসে এল।

"আমি মুগলি। ওরে গরু বাছুর চোর, শৈলসভায় যাবার সময় হয়েছে। শিগ্গির আকেলা, এইবার তাড়া দিন। হ্যাট হ্যাট, এই রকম তেড়ে চল।"

পাহাড়টা যেখানে খাড়া নেমে এসেছে, সেইখানে গিয়ে মহিষের দল একটু থমকে দাঁড়াল, কিন্তু আকেলা হুঙ্কার দিয়ে শীকারের ডাক ছাড়তেই তারা পূর্ণবেগে তেড়ে চলল সদলবলে জলপ্রপাতের মত ক্ষিপ্রগতিতে। তাদের পায়ের চাপে বালি আর পাথরের টুকরা ছিটকে পড়তে লাগল। জায়গাটা এমন একবার চলতে আরম্ভ করলে থামবার উপায় নেই—তারা খাদের ধারে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই রাম সেরখাঁর দিকে ছুটে চলল।

তার পিঠের উপর বসে হা হা করে হেসে মুগলি বলল—তোমাদের কাজ কি তা জান দেখছি। সঙ্গে সঙ্গে চারধার থেকে জোড়া জোড়া অসংখ্য কালো সিং অস্থিরভাবে এগিয়ে আসতে লাগল। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল মহিষদের পাশে রাখা হয়েছিল। তাদের

কাজ তারা বোধ হয় বুঝেছিল,—সঙ্গে সঙ্গে অতগুলোর একত্রে প্রচণ্ড আক্রমণ ! কোন বাঘে কি তা' সইতে পারে ? সেরখাঁ অতগুলো খুরের শব্দ শুনে খাদের দিকে জঙ্গলের দিকে অস্থিরভাবে তাকাতে লাগল, যদি কোন রকমে পালান যায়। খাদের ধার থেকে পাহাড় দেয়ালের মত খাড়া উঠেছে, সে পথও বন্ধ। এই ভরা পেটে যুদ্ধ করতেও সেরখাঁ নারাজ। গরু মহিষের দল ওয়াংগঙ্গার ধারে শেরখাঁকে কোন্ ঠেসা করেছে। খাদের তলা থেকে মুগলি একটা গর্জ্জন শুনতে পেল, দেখল সেরখাঁ। (বাঘটা ভেবেছিল যদি আক্রমনই করতে হয় বাছুর আর গরুদের করাই ভাল)। তারপর রাম আর তার পিছনে বদরাগী ষাঁড়ের দল বারকয়েক পায়ের নীচে একটা নরম জিনিষকে দলে, পিশে ফেলে চলল। এই আক্রমনের ফলে দুর্ব্বল মহিষ আর গরুর দল ভয় পেয়ে ছুট লাগাল। কাজ সাবার হয়ে গেছে কিন্তু এই ক্ষ্যাপা জন্তুগুলোর রাগ পড়ল না রামের পিট থেকে লাফিয়ে পড়ে, শঙ্কিত হয়ে মুগলি বল্‌ল— তাড়াতাড়ি আকেলা, ওদের ছত্রভঙ্গ করে দিন, নইলে এরা নিজেদের মধ্যেই মারামারি বাধাবে, যা খুন চেপেছে এদের। হায় হায়, রাম, হায়, হায়, হায় ওরে থাম তোরা ! আস্তে আস্তে। আকেলা আর গ্রে ব্রাদার আবার পায়ের তলা দিয়ে গলে ঘুরে তাড়া দিয়ে আবার এদের মুখ ফেরালো। মুগলি রাজাকে কোন রকমে ঘোরাল। কিন্তু কোন দরকার ছিল না। আর মিশে যাবার দরকার নেই, শেরখাঁর হয়ে গেছে শেষ। মরে গেছে সে, কাক আর চিল তখনই আসতে সুরু করেছে।

মুগলি বল্‌ল—ভাইসব, এ একেবারে কুত্তার মত মরণ। এই বলে সে কোমর থেকে একটা ছুরী বের করল। মানুষদের রাজ্যে আসার পর থেকে মুগলিকে কোমরে একটা ছুরী রাখতে হোত, সে বল্‌ল—ভীতুটা কিন্তু পেট ভরা না থাকলেও ঝগড়া করতে রাজী হোত না। তা' বেশ হয়েছে, ওর চামড়াটা শৈলসভায় বেশ শোভা পাবে। কাজটা আমাদের তাড়াতাড়ি সারতে হবে।

-মানুষের আবহাওয়ায় যে সব ছেলেরা বেড়ে উঠেছে, একা একটা দশফুট লম্বা বাঘের ছাল ছাড়ানো কল্পনাও করতে পারেনা। কিন্তু মুগলি ভাল করেই জানত, কি করে জন্তুজানোয়ারদের ছাল ছাড়াতে হয়। কিন্তু কাজটা খুব সহজ হোল না। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে মুগলি কাটাকুটি করল---তখন নেকড়ে দুটি হয়তো জিভ বার করে দাঁড়িয়ে ছিল, কিংবা মুগলির কথামত চামড়ার কোন একটি অংশ ধরে হ্যাঁচকা টান মারছিল। এ রকম সময়ে, তার কাঁধের উপর একটা হাত পড়ল, মুগলি চেয়ে দেখল বলদেও। যে ছেলেগুলো পালিয়েছিল, গ্রামে গিয়ে মহিষ ক্ষেপে যাওয়ার কথা বলায় বলদেও মুগলিকে সাবধান করে দিতে এসেছিল। একটা মানুষকে আসতে দেখেই নেকড়ে দুটি অদৃশ্য হোল তাড়াতাড়ি।

রাগ দেখিয়ে বলদেও বল্‌ল—এ সব কি জ্যাঠামী হচ্ছে ? কোন কাজের নয়, একটা বাঘের ছালও ছাড়াতে পারে না। মহিষের দল কোথায় একে মেরেছে ? আরে,

এইতো সেই খোঁড়া বাঘটা, এর জন্যই তো দুশো টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। আচ্ছা যাক, এবারকার মত অসাবধানতা মাপ করা গেল ; তা' এর চামড়াটা পানিওয়া-রাতে নিয়ে গেলে যে পুরস্কার আমি পাব তার থেকে তোমাকেও একটা টাকা দেব'খন।

বলদেও তার ফতুয়ার পকেট থেকে চকমকি আর ইস্পাত বার করে, নীচু হয়ে শেরখাঁর গোঁপ পুড়িয়ে দিতে গেল। অনেক শীকারীর ধারণা আছে যে মৃত বাঘের গোঁফ পুড়িয়ে দিলে, বাঘের ভূতের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।

মুগলি শেরখাঁর সামনের থাক থেকে ছাল ছাড়াতে ছাড়াতেই বলল বিড়বিড় করে—হুম্। তোমার মতলব যে ছালটা পাণিওয়ারায় নিয়ে গিয়ে মোটা পুরস্কার মারবে, আর আমায় একটা টাকা দিয়ে ভাগিয়ে দেবে! তা হচ্ছে না, বাপু, আমার নিজের ব্যবহারের জন্য চামড়াটা দরকার। ওহে বাহাত্তুরে বুড়ো, তোমার ঐ আগুন জ্বালবার যন্ত্রপাতি নিয়ে বিদেয় হও।

"কি ? গ্রামের প্রধান শীকারীর সঙ্গে এ ভাবে কথা বলতে হয় ? বরাত জোর, মহিষগুলোর বোকামীর জন্য বাঘটাকে মারতে পেরেছ। বাঘটা ভয় খেয়েছিল নইলে সে এতক্ষণে বিশ মাইল দূরে পালিয়ে যেত। ওরে কুচে চামচিকে, ফচকে ছোঁড়া, তুই বলদেওকে শেখাতে এসেছিস ? তোর কি সাহস যে আমাকে গোঁফ পোড়াতে বাধা দিস্ ? শোন মুগ্‌লি ! তোকে আমি পুরস্কারের এক আনাও দেব না, উল্টে বেদম ঠেঙানি দেব। ছাড়, বাঘের লাশ ! "বলদেও রেগে লাল হ'ল। মুগলি বল্‌ল—যে ষাঁড়টার বদলে জঙ্গলে আমার প্রাণ বাঁচান হয়েছিল, তার নামে শপথ করে আমি বল্‌ছি, সারা দুপুরটা কি কি আমায় এই বুড়ো বাঁদরটার সঙ্গে বকবক করতে হবে ? আকেলা—আ—। এখানে এসে দেখুন, এ লোকটা আমায় বড় জ্বালাতন করছে।

বলদেও তখনও শেরখাঁর মাথার উপর ঝুঁকে পড়ে দেখছিল : হঠাৎ সে ঘাসের উপর চিৎপটাং হয়ে পড়ল, দেখল তার বুকের উপর একটা ছাই রংএর নেকড়ে বাঘ। এদিকে মুগলি নিজের মনে ছাল ছাড়িয়ে যেতে লাগ্‌ল, যেন দুনিয়ায় সে একাই মানুষ।

দাঁতে দাঁত ঘষে মুগলি বলল—হাঁ, ঠিক হয়েছে। অবস্থাটা এবার তোমার উপযুক্ত হয়েছে। তুমি না আমাকে পুরস্কারের এক আনাও দেবেনা ? তবে শোন, এই খোঁড়া বাঘটার সঙ্গে আমার অনেক বছর ধরে ঝগড়া চলছিল—আজকে আমি জয়ী হয়েছি।

[ক্রমশঃ]

নূতন গুড্ টার্ণ—দেখতেই তো পাচ্ছ, যাত্রীতে আজকাল জংলি ব্যাপার নিয়ে হৈ চৈ লেগে গেছে। "মুগলির কথা" অনেকেই জান। তার পরের ঘটনা "বাঘ বাঘ"এ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। তোমার বন্ধুবান্ধবদের এই বেলা যাত্রীর গ্রাহক হতে বল। "বাঘ বাঘ" পড়ে তারা নিশ্চয়ই আনন্দ পাবে।

বিচার

(The Merchant of Venice)

———শ্রীনরেশ মজুমদার।

সুচনা:—ইহুদি সাইলক ছিল এক নিষ্ঠুর মহাজন, আর এণ্টণিও ছিল ভেনিসের এক ধার্ম্মিক বণিক। এণ্টণিওর বন্ধু বেসানিও কোন এক ধনীর কন্যা পোরসিয়াকে বিবাহ করিবার জন্য এণ্টনিওর নিকট কিছু অর্থ ধার লইল। এণ্টনিওর কাছে সে সময় কিছু অর্থ না থাকায় সে সাইলকের নিকট ধার করিল। এই সর্ত্তে যে সে যদি নির্দ্দিষ্ট দিনে অর্থ শোধ করিতে না পারে, তবে তার বুকের এক পাউণ্ড মাংস পরিশোধ হিসাবে দিতে হইবে। এণ্টনিওর আশা ভরষা বাণিজ্য জাহাজসমূহ সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ায় সে যথাসময় অর্থ পরিশোধ করিতে পারিল না। সাইলক এই সুযোগে ভেনিসের ডিউকের নিকট তার নামে নালিশ করিল। ডিউক একজন বিখ্যাত আইনজ্ঞ ব্যক্তি বেলারিওকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বেসানিওর পত্নী পোরসিয়া এক যুবক আইনজ্ঞের বেশে বেলারিওর পরিচয় পত্রসহ এই মামলা চালাইতে আসিল।

ডিউক—তুমি কি বৃদ্ধ বেলারিওর নিকট হইতে আসিয়াছ?

পোরসিয়া—হাঁ প্রভু।

ডিউক—বিচারালয়ের পক্ষ হইতে তোমাকে সানন্দে অভিবাদন করিতেছি। তুমি তোমার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় বোস। এই মামলার সমস্ত বিবাদের খবর কি তোমার জানা আছে?

পো—হাঁ প্রভু এই মামলার সব খবর আমার জানা আছে। তবে সেই বণিকই বা কে এবং সেই ইহুদিই বা কে?

ডিউক—এণ্টনিও এবং সাইলক তোমরা এগিয়ে এস।

পো—তোমার নাম কি সাইলক?

সাইলক—আজ্ঞে হাঁ আমার নাম সাইলক।

পো—তুমি এক অদ্ভুদ মামলা করিতেছ? কেমন? (এণ্টনির প্রতি) আর তোমার জীবনত তার হাতে? কেমন?

এণ্টণিও—হাঁ, সে তাই বলে।

পো—তুমি কি সাইলকের খতটি স্বীকার কর?

এ—আজ্ঞে, হাঁ।

পো—তবে ইহুদির একটু দয়া হওয়া উচিত।

সা—কোন নিয়ম অনুসারে আমাকে দয়ালু হইতে বলিতেছেন?

পো—দয়া কখন জোর করে করা যায় না। সেটা ভগবানের নিকট হইতে মানুষের কাছে আসে। ইহা খুবই মঙ্গলকর যে দেয় তার নিকট এবং যে নেয় তার নিকট।

সা—আমি বিচার চাই। আমার খতের অনুযায়ী দণ্ড চাই।

পো—সে কি তার অর্থ পরিশোধ করিতে সমর্থ নয় ?

বেসানিও—হাঁ, এই যে আমি তার অর্থ পরিশোধ করিতে আসিয়াছি। তার নির্দ্দিষ্ট অর্থের দ্বিগুণ। আমি তার তুষ্টির জন্য দশগুণ দিতে স্বীকৃত আছি। বিচারক—তাতেও তিনি সন্তুষ্ট নন্। তার দয়া মায়া কিছুই নেই। আপনিই এখন একটু বিচার করে এই নিষ্ঠুরকে শাস্তি দিন।

পো—তাহা কিছুতেই হতে পারে না। ভেনিসের বিচারালয়ের আইন কিছুতেই বদলান যায় না।

সা—(আহা কি আইনজ্ঞ বিচারক—ভগবান কি দয়ালু।)

পো—আচ্ছা সাইলক তোমার খতটা একবার দেখি।

সা—বিচারক এই নিন খত।

পো—কিন্তু সাইলক—তোমাকেত তিন গুণ অর্থ দিতে চায়।

সা—কিন্তু আমি যে প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ। আমি আমার খতের অনুযায়ী বিচার চাই। একবার যাহা শপথ করা হইয়াছে, তাহা কি বদলান যায়।

পো—আইন অনুসারে ইহুদি বণিকের বুকের এক পাউণ্ড মাংস লইবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তবে সাইলক—তিন গুণ অর্থ নাও এবং এই খতটিকে নাকচ করিয়া দাও। না হয় একটু দয়া দেখালেই।

সা—বিচারক—আপনি খুবই আইনজ্ঞ। আপনার আইনের উপর যথেষ্ট আধিপত্য আছে। আইনের নিয়ম অনুসারে আমি আপনাকে প্রকৃত বিচার করিতে বলিতেছি। তবে আমার পক্ষ হইতে বলিতেছি আমি আমার খত অনুসারে কাজ করিব, তার নড়চড় কিছুতেই হইবে না।

এণ্ট—আমিও আপনার নিকট প্রকৃত আইনজ্ঞ বিচার চাই।

পো—তবে তুমি তোমার দণ্ড লইবার জন্য প্রস্তুত হও।

সা—(কি আইনজ্ঞ এই যুবক বিচারক।)

পো—আইনের নিয়ম অনুসারে সাইলক তুমি তোমার খতের অনুযায়ী বিচার পাইবে। এজন্য খত অনুযায়ী দণ্ড লইবার জন্য প্রস্তুত হও।

সা—(এইত প্রকৃত বিচারকের উক্তি।)

পো—এণ্টনিও দণ্ড গ্রহণের জন্য তোমার বুক পাতিয়া দাও।

সা—বিচারক—খতে আছে তার বুকের নিকটের মাংস নয় কি ?

পো—হাঁ তুমি কি মাপিবার জন্য তুলাদণ্ড আনিয়াছ ?

সা—আজ্ঞে হা সব প্রস্তুত !

পো—সাইলক তুমি কোন চিকিৎসককে আনিয়াছ ? তোমার দণ্ড গ্রহণে যদি তার মৃত্যু হয় তার প্রতিরোধ করবার জন্য ?

সা—খতে কি ইহা লিখিত আছে ?

পো- হা তা নেই তাতে কি তোমার একটু দয়াত হওয়া উচিত।

সা—খতে ত' ইহা নেই।

এণ্ট—একটু সময় দিন। বেসানিও—বন্ধু বিদায়। তোমার জন্য যে আমার এই অবস্থা এই ভেবে দুঃখ করো না ! তোমার গুণবতী পত্নীকে আমার নমস্কার দিও। আমার বিদায়ের কথা বোল। তাকে বোল যেন আমাকে ক্ষমা করেন। তুমি তোমার বন্ধু বিরহে দুঃখ কোর না। তোমার দেনা যে আমি পরিশোধ করিতে পারিলাম তার জন্য আমি আজ গর্ব্বিত। বিদায় বন্ধু বিদায়।

বেসানিও—এণ্টনিও—আমি আমার পত্নীকে যথেষ্ট ভালবাসি। কিন্তু আমার জীবন আমার পত্নী, আমার সর্ব্বস্ব অপেক্ষা তুমি মহামূল্য। বন্ধু তোমাকে বাঁচাইবার জন্য আমার সর্ব্বস্ব এই নিষ্ঠুরকে দিতে প্রস্তুত। বন্ধু সবই অদৃষ্ট।

সা—বিচারক সময় যে বয়ে যায়, তাকে দণ্ড নিতে বলুন।

পো—বালকের বুকের এক পাউণ্ড মাংস আইনের নিয়ম অনুসারে তোমার প্রাপ্য।

সা—(প্রকৃত বিচার।)

পো—তুমি বালকের এক পাউণ্ড মাংস কাটিবে আইনের নিয়ম অনুসারে তোমার প্রাপ্য।

সা—প্রকৃত দণ্ড—এণ্টনিও প্রস্তুত হও ?

পো—সাইলক অপেক্ষা কর, আরো আছে। খত অনুযায়ী তোমার প্রাপ্য এক পাউণ্ড মাংস তাহা তুমি লইতে পার। তবে যদি এই মাংস কাটিতে একফোঁটা খৃষ্টিয়ানের রক্ত পতিত হয় তবে ভেনিসের আইন অনুসারে তোমার জিনিষ পত্র সব বাজেয়াপ্ত হইবে।

জনৈক ব্যক্তি—(ইহুদি শোন ভেনিসের আইন। উপযুক্ত বিচারক)।

সা—এই কি নিয়ম।

পো—হাঁ।

জ, বে—ইহুদি শোন ইহাই আইন।

সা—তবে আমি মাংস চাই না—আমাকে তিনগুণ অর্থ পরিশোধ করুক। আর খৃষ্টিয়ানকে ছাড়িয়া দিন।

বেসানিও—এই নিন্ অর্থ।

পো—অপেক্ষা করুন ? ইহুদি প্রকৃত বিচার চায়। সে দণ্ড অনুযায়ী মাংস ব্যতীত কিছু পাইবে না।

জ, বে—বিচারক—প্রকৃত বিচারক।

পো—সাইলক, মাংস কাটবার জন্য প্রস্তুত হও। দেখো রক্ত যেন না পড়ে, দেখো কম বা বেশী মাংস না কাটা হয় কেবল এক পাউণ্ড মাংস ? যদি একটুও কম বা বেশি হয় তবে ভেনিসের আইন অনুসারে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত এবং তোমার সব সামগ্রী বাজেয়াপ্ত হবে।

জ, বে—ইহুদি, প্রকৃত বিচার কেমন জব্দ ?

পো—ইহুদি দেরি কোরনা তোমার প্রাপ্য মাংস নাও ?

সা—আমাকে কেবল মূলধন দিয়ে বিদায় দিন। আমি আর চাই না।

বেসানিও—এই নিন, প্রস্তুত।

পো—আইন অনুসারে একবার যখন সে প্রত্যাখ্যান করেছে তখন কেবল খত অনুযায়ী দণ্ড তার প্রাপ্য।

জ, বে—ইহুদির বিচার চাই দণ্ড চাই ?

সা—আমি কি তবে মূলধনও পাব না ?

পো—তুমি তোমার জীবনের বিনিময়ে কেবল বণিকের বুকের এক পাউণ্ড মাংস ছাড়া আর কিছু পাবে না।

সা—আজ শয়তানই কেবল আমার পক্ষে। এই আমি বিচারালয় ত্যাগ করলাম।

পেট্রল লিডার

——শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায়।

[কোর্ট অব্ অনারের অধিবেশন। সকল সভ্যই উপস্থিত আছেন। অন্যান্য কার্য্যাবলীর পর—]

কোকিল লিডার—আচ্ছা স্যার, গত কোর্ট অব অনারের মিটিং এ আপনি তো নিজেদের ছেলেদের বিষয় আপনার তালিকানুযায়ী সব লিখতে বলেছিলেন ? আমি সে সবই লিখেছি, অবশ্য যতদূর পেরেছি। আমার মনে হয় এতে আমাদের অনেক সুবিধা হচ্ছে নিজেদের পেট্রল ক্লাস নিতে। আচ্ছা স্যার, ট্রুপের আর কোনও ছেলে (পেঃ লিঃ দের বাদ দিয়ে) তো এ সব রাখে না। আর আপনিও তাদের রাখতে বলেন নি। কেবল আমাদের পেঃ লিঃ দেরই এই সুবিধা দিচ্ছেন কেন ?

স্কাঃ মাঃ—কারণ তোমরা পেট্রল লিডার বলে। পেঃ লিঃ ও সেকেণ্ড ম্যানকে যত বেশী সুবিধা দেওয়া যাবে তত বেশী করেই তারা "দায়িত্ব" জিনিষটাকে বুঝতে পারবে। পেঃ লিঃ রা বেশী সুবিধা পেলে বেশী ভাল করে শিখাতে পার্ব্বে আর সঙ্গে

সঙ্গে ভাল করে শিখতে পারবে। তবে এটা মনে রেখো যে দায়িত্ব দেওয়ার মানেই হচ্ছে সুবিধা দেওয়া এবং সুবিধা দেওয়া মানেই দায়িত্ব দেওয়া। আর এই দায়িত্ব যত বেশী পেট্রল লিডারদের উপর দেওয়া হবে, ট্রুপের কাজও হবে তত ভাল করে। B. P. বলেছেন "To get the best results you must give the leaders real, free handed responsibilities. If you only give partial responsibility, you will only get partial results আর এ কথাও ঠিক যে "To give responsibility to the boy... is the very best of all means of developing character (B. P.)" এই character trainingই হলো আমাদের বর্ত্তমান স্কাউটিং এর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য। সুতরাং যাতে ঐ উদ্দেশ্য সফল হয় সেই জন্যই তোমাদের উপর এত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কেমন হে স্টর্ক লিডার, তুমি বুঝেছো ?

স্টর্ক লিডার—সবই বুঝেছি স্যার, কিন্তু সুবিধা দেওয়া মানেই দায়িত্ব দেওয়া কি করে হয় ?

স্কাঃ মাঃ—আরে এই দেখনা তোমরা এই কোর্ট অব্ অনারে আসবার সুবিধা পেয়েছো সঙ্গে পেয়েছো তোমার পেট্রলের সাতটি ছেলের সব রকম দায়িত্ব ৷

ষ্টর্ক লিডার—ওঃ। আচ্ছা আর আর কি ভাবে আপনি আমাদের সুবিধা দিবেন ?

স্কাঃ মাঃ—কোর্ট অব্ অনারে আসা স্কাঃ মাঃ এর উপর বিশেষ অধিকার, পৃথক লাইব্রেরী থাকা, এবং অসীম আনন্দপূর্ণ নেতৃত্বের সুবিধার কথা তো আগেই তোমাদের বলেছি। এখন আরও দু একটা এমন উপায় বোলবো যাতে পেঃ লিঃ দের সুবিধা হতে পারে।

যদি স্কাঃ মাঃ কিছু সময় বেশী দিতে পারেন তবে তাঁর এমন একটি ব্যবস্থা করা উচিত যে সেই সময় পেঃ লিঃ দের পৃথক শিক্ষা দেওয়ার সুবিধা হয়। এই রকম সুবিধা হয় সপ্তাহে একদিন, অথবা মাসে একদিন, না হয় তিন মাসেও একদিন হতে পারে। দুই বা তার চেয়ে বেশী ট্রুপও একসঙ্গে মিলে মিশে শিখতে পারে।

হাঃ লিঃ- যথা—একটা উদাহরণ স্যার।

স্কাঃ মাঃ—ধর একদিন কোন বিশেষজ্ঞ এসে ম্যাপ আঁকা এবং ম্যাপ পড়ার বিষয় কিছু বলে গেলেন। অন্যদিন হয়তো কোনও ডাক্তার এসে Ambulanceman Badge সম্বন্ধে কিছু বলে গেলেন। এই সবই ক্রমে পেঃ লিঃ দের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক ছেলেই শিখতে পারবে। এই রকম অধিবেশন তোমাদেরও হবে শিগ্‌গিরই !

সুইফ্‌ট্‌-লিডার—আচ্ছা স্যার, ছেলেরা আমাদের কাছ থেকে যদি ও সব শিখতে না চায় ?

স্কাঃ মাঃ—সে দিনই তো আমি বলে দিয়েছি যে "A Patrol Leader needs to be like a magnet—drawing his patrol towards him by the mere force of his personal example (Hubert Martin)"। যদি এই কথাই সত্যি হয় তবে আর ছেলেরা শিখতে চাইবেনা কেন তার পেট্রল লিডারের কাছ থেকে।

সুইফ্‌ট্‌-লিডার—বেশ তো, কিন্তু যে troopএ খুব দেরী করে এই রকম মিটিং হয় তারা কি এক একটি ব্যাজ শেখবার জন্য ঐ ৩।৪ মাস বসে থাকবে ?

স্কা-মা—বসে থাকবে কেন ? তোমাদের আগেই তো বলেছি যে স্কা-মাএর শেখান কাজটাই সব চাইতে বড় নয় ; তাঁর সব চাইতে বড় কাজ হ'ল ছেলেরা শেখবার সুবিধা পাচ্ছে কিনা তাই দেখা আর তাদের মধ্যে শেখবার একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা জাগিয়ে তোলা। ঐ রকম কোনও অভিজ্ঞ পেঃ-লিঃও কখনও বসে থাকে না ; সেও দেখে তার পেট্রলের ছেলেরা শিখতে পাচ্ছে কি না ? ভাল পেট্রল সব সময়ই কোন না কোন ব্যাজ শেখবার জন্য ব্যস্ত রয়েছে।

হাউণ্ড পে-লি—ধরুন, কোনও বিষয় আমিই জানি না। তবে আমার পেট্রোলকে শেখাব কি করে ?

স্কা মা—যদি তুমি শেখাতে না পার তবে ছেলেদের অন্য কাহারও কাছে নিয়ে যাবে, যিনি উপযুক্তভাবে শিক্ষা দিতে পার্কেন। যেমন ধর, কোন পেঃ লিঃ তার পেট্রল নিয়ে একদিন স্থানীয় একটা পুকুরে যেয়ে কোনও সদাশয় ভদ্রলোকের কাছ থেকে সাঁতারের কোনও কৌশল শিখে নিলে। কোনও জ্যোতিষের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তারা হয়তো একদিন কিছু astronomy শিখে নিতে পারে। তবে এমন বন্দোবস্তই করা ভাল যাতে তিনি troopএ এসে শেখান কারণ তাহ'লে হয়ত ২।৩টা পেট্রল এক সঙ্গে শিখতে পার্ব্বে আর হেড মাষ্টার মশাইও ছেলেদের শিক্ষার প্রণালী দেখে scoutদের ওপর খুসী হবেন।

স্টর্ক-লিডার—ঐ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যদি একসঙ্গে শেখার কথাই তোলেন তবে ত আর শেখবার সময় patrol systemএর কোনও দরকারই থাকে না। খালি খালি এ নিয়ে মাথা ঘামান।

স্কা-মা—তুমি ঠিক জায়গায়ই ধরেছ। B.-P. বলেন কি যে "It is the one essential feature in which our training differs from that of all other organisations."

এখন patrol system থাকায় আর না থাকায় শিক্ষার সুবিধা অসুবিধার ব্যাপার দেখ। তোমাদের troopএ ২২ জন scout আছে। এখন তোমরা সকলে কোনও ভদ্রলোকের বাগানটি একবার দেখতে চাইলে গাছের বিষয় কিছু শেখবার জন্য। কিন্তু ভদ্রলোকটি হয়ত এত ছেলে তার সুন্দর ছোট্ট বাগানে ঢুকে সব লণ্ডভণ্ড করে দেবে ভেবে আর অনুমতি দিলেন না। তখন তোমাদের মন কেমন হবে ? কিন্তু যদি বলতে যে মাত্র

পাঁচটি ছেলে যাবে তবে হয়ত অনুমতি পেলেও পেতে পার্ত্তে। এই জন্যই কম কম ছেলে নিয়ে এক একটি পেট্রল ; আর এই উপযুক্ত পেট্রল সিষ্টেমের অভাবে অনেক troop স্থানীয় লোকের কোন সহানুভূতি পায় না। আর এই জন্যই স্কা মাএর এক একটি পেট্রল এক একটি পূর্ণ সংখ্যা। (Patrol is a unit).

কোকিল-লিডার—স্যার, সেদিন একখানা বইয়ে আর একরকম suggestion দেখলাম।

স্কা মা—বলনা। যদি ভাল হয় আমরা ওকে নেব।

কোকিল-লিডার—তিনি বলেন যে প্রথমে পেট্রলের দুটি ছেলে ফার্ষ্ট-এডার ব্যাজ নিক আর দুটি ছেলে signaller ব্যাজ নিক আর দুটি ছেলে পাইওনিয়ারিং ব্যাজ নিক্। তাহ'লে একটি পেট্রলের দ্বারা Signaller, First Aider ও Pioneerএর কাজ একই সময় হতে পারে।

স্কা-মা—তা মন্দ নয়। তারপর আবার ঐ first aiderদের signalling ইত্যাদি শিখে নেওয়া উচিত।

কো লি—সেও তাই বলেছে বটে।

হাউণ্ড-লিডার—আচ্ছা স্যার, আমাদের এই proficiency badge দেওয়া হয় কেন ?

স্কা-মা—চিফ স্কাউট proficiency badge সম্বন্ধে তাঁর মতামতে বারবার বলেছেন যে এদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বোকা আর পেছনে পড়ে থাকা ছেলেদের টেনে তোলা এবং তাদের চেয়ে ভাল ছেলেদের সঙ্গে মিশে কিছু শিখে নিতে সাহায্য করা, বুঝলে ?

লিডারেরা—হ্যাঁ স্যার।

স্কা-মা—এসো এবার প্রার্থনা করে আজকের মতন মিটিং শেষ করা যাক্। কেমন হে সেক্রেটারি মশায়—আর কিছু বাকী আছে ?
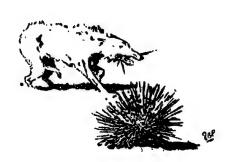
Notes & News

By Ronen Ghose,

Social.

1. A Social gathering was held on 14th April 1934 at the "Den" of the 6th/II Rover Crew to celebrate the Bengali New year's day. It was attended by almost all the officers of the Association and many friends of Dr. B C. Paul, the Rover Scout Leader. The guests were entertained with music, followed by light refreshments. The members of the crew were all present.

Scoutmaster's Training Camp :

2. A Scouters Training Camp was held at Mymensingh from 10th to 20th of April 1934. There were 33 Campers in all. Messrs. N. N. Bhose, Saroj Ghosh and Topen Bhose acted as S. M., A. S. M. and T. L. respectively. Mr. H. G. S. Bivar, the Dist. Judge took a few classes as well.

Visit from a Deep Sea Scout ,

3. Mr. David F. Henderson who is a Deep Sea Scout paid a visit to the Provincial Head Quarters and offered his services to give training on Deep Sea Scouting. He was found to be a jolly good fellow.

First Calcutta Association Rally :

4. A Rally of the First Calcutta Local Association was held at the Viceroy's House at Alipore on Saturday the 21st April 1934. Colonel W. R. Elliot, M.C., Officer Commanding the Calcutta Scottish addressed the Rally. About 700 Rovers, Scouts and Cubs took part in the Rally. It was a pleasant function.

Marriage :

5. Lord Baden-Powell gave in marriage his daughter Hon. Miss Heather Baden-Powell to Mr. G. E. Lennox Boyd, an officer of the Highland Light Infantry. We wish the happy pair a long life.

New Crews Troops and Packs,

6. The following Packs and Troops are registered :—

Chowkey Nityananda High School Troop, Malda.
Angus Boys School Group, Chinsura
Do. Crew, Do.
2nd/I Calcutta (Wellesley) Group
Chetla Boy's H. E. School Pack
N. N. H. E. School Troop, Jalpaiguri
Ambica Charan Institution Troop
M. O. A. Institution Troop, Magrahat
Suri G. T. School Crew, Birbhum.
13th/I Calcutta (Modern School) Group
22nd/I Calcutta (Collins Institution) Group
Sonaullah H. E. School Troop, Jalpaiguri.
Khulna Zilla School Pack, Khulna

Pirojpur Govt. High School Troop, Barisal
Methodist Mission Pack, Asansol
Nilphamari H. E. School, Rangpur.

7. The Warrants of appointment of the following Scouters have been issued:—

New Warrants :

Purnendu Das	Asst S. M.	3rd/III Cal. Troop.
Salil Kumar Dutt	Do.	1st/III Do.
Maurice Fredrick Emile Marcon	Do.	2nd/I Cal. (Wellesly) Group
Paddamlal Adhikari	Do.	2nd Kalimpong
Siddiq Ahmed	C. M.	Sonaullah H. E. School Pack.
Hiralal Saha	D. C.	Malda Local Asson.
Robert Scott Arthur	G. S. M.	2nd/I Cal. (Wellesly) Group.
George Alexander Stuart Marsh	S. M.	Do. Do.
K. C. De, C.I.E., I. C. S.	D. C.	North Murshidabad Local Assen.
A. F. Ziauddin Ahmed	S. M.	13th/I Cal.(Modern School)Troop.
Radha Gobinda Ojha	A. S. M.	Nagharia H. E. School Troop
Gopi Bhusan Das	Do.	Do. Do.
Alfred Charles Hopper	C. M.	1st/I Cal. (La Martiniere) Group
John Albert Hollands	S. M.	Do. Do.

Wood Badge :

8. Chief Scout of the World has been pleased to award Scouter J. A. Holland of the 1st/I Cal.(La Martiniere) Group and Scouter Nani Gopal Mozumdar of the 3rd/III Calcutta Local Association with the Scout and Cub Wood Badge respectively. We offer our hearty congratulation to them for theirs success.

9. Called to Higher Service :

We regret to hear of the sudden death of Scouter Chhynom Simick of the 2nd Kalinpong Troop. He was a member of the Second Bengal Training Troop.

10. First Aid to a drowning bullock :

Two **Ravuso** (fiji) Boy Scouts gave satisfactory proof of the 6th Scout law rescuing a bullock from drowning. One of them gave a dive and managed to raise the animal's head above water while the other obtained a rope and with much difficulty hauled up on the shore and saved the poor animal from the watery grave. They managed to expel a large quantity of water by pressure and finally had the satisfaction of seeing the animal begin to breathe again. After a while the animal was restored to its owner. Like true Scouts they refused any reward from the owner.

11. Shocked But Successful:

A defective electric in a house in Kashmir set the place on fire. Neighbours from all sides threw buckets full of water but it was of no effect. A Scout of the Tyndal Briscoe School saw that the only thing to do was to cut the live wire. His insulation was not too successful for a severe shock knocked him unconscious for some minutes, but the house was saved.

12. Earthquake Relief Work :

1st Berhampore Troop while camping out at Monghyr saw the terrible shocks pulling down houses. Fortunately they were out of the town to see the famous Hot Spring "Sita Kunda" they at once set to work with Relief Parties and rendered yeoman service.

Second Calcutta Local Boy Scouts Asson. sent a batch of Rovers for Relief Work. They worked with the Ramkrishna Mission and Indian Medical Asscn. Some of them had to assist in the Outdoor Hospital by dressing injured people numbering from 80 to 100 daily and go about in villages for distributing blankets etc.

13. Chief Scout:

We are glad that our Chief is now out of danger and is out on cruise to the Meditarranean with Lady Baden-Powell. We wish him a long life.

14. New Use For an Old Ship:

Until 1928 "England" was a passenger boat but now she has been turned to floating Headquaters of the 10th Hampstead Sea Scout Troop. The chain locker is used for storing sails. The saloon is now the Quarters of the rest of the troop The batch has been cleared of Scout, leaving plenty of room for work and play. A novel idea, in deed !

15. Do you know how to tackle the tight stopper ?

When a glass stopper becomes jammed in a bottle, try this edge, for loosening it tie a fairly thick string round a fixed object—a door knob for instance then take one or two round the neck of the bottle and grasp the string Holding lightly on the bottle and the string, push the bottle backword and forward so that the string coils round the neck. The friction so caused will heat the neck of the bottle which will expand the stopper so that you can withdraw it easly.

His Excellency's Speech at the Annual Meeting of the

Bengal Provincial Boy Scouts Association

on

3rd April 1934.

GENTLEMEN,

We have got through a long and interesting agenda and I feel sure that this meeting will have useful results. The hour is late, the temperature is high and therefore I think it is quite unsuitable that I should now inflict upon you anything in the nature of a formal speech. Indeed I think I should be out of order were I to do so for I see from the agenda that I am only down to make some "remarks" and not a speech.

I think we can congratulate ourselves on a very successful year just concluded. A net accession of 1783 to the movement during the scout year, representing an increase of no less than 21 per cent, is a fact which speaks for itself and as Mr. Bhose has pointed out our provincial strength has now easily passed the ten thousand mark. And while it may be the case that we are still some way behind Provinces like Bombay and the Punjab, the fact that we are going ahead in the right spirit is a matter for encouragement. But we must not in Bengal rest content so long as our record does not compare favourably with that of other Provinces. There are occasions when Provincial jealousy is a commendable infirmity.

The training of scouters and cubmasters, perhaps the most important aspect of the Provincial Association's activities, has proceeded normally during the year. If a reasonable proportion of the new scouters and cubmasters trained during 1932-33 make some return for their training by forming new troops or packs or assisting existing bodies, there should be a further extension of the movement during the current year. It is satisfactory in this connection to learn from the Provincial Secretary that 12 packs, 14 troops and 2 rover crews have been added to the strength during the first few months of the current year.

Perhaps the most important feature of the work of the year 1932-33 was the achievement at last of definite progress towards the acquisition of a permanent camp site. Actual construction did not begin, as you know, until after the close of the scout year, but the work of the committee set up at the annual meeting last year, I think you will bear me out, rather in a spirit of pessimism, was completed within the year and their report was circulated for the concurrence of members of this Council during the first month of the current scout year. I feel sure that we owe a debt of gratitude to the members of the sub-committee for the successful completion of their work and a very special debt of gratitude—and in this I associate myself entirely with what Mr. Tyson has said—to the Provincial Organising Secretary but for whose generous offer to place suitable land of his own at the disposal of the Association on very liberal terms I do not think any progress would at all have been made. As I said before, training should be one of the main preoccupations of the headquarters staff and for our training we have long felt the want of just such a centre as is now in course of completion. The site and the lay-out were generally approved by Mr. Wilson and I hope that when completed the new factilities will be extensively used. We are very grateful to three benefactors, whose names have already been mentioned, Sir Rajendra Nath Mookerjee, Lord Sinha and Mr. Pannalal Mukerji, for generous donations towards this particular object.

Perhaps, however, the most important event discussed this evening is one which falls outside the limits of the scout year under review, I refer to the visit of Mr. Wilson, the Camp Chief from Gilwell Park. To many of you Mr. Wilson was an old friend and I am sure that when he left many new friends behind him. I think we must all, old friends and new, have been impressed by his earnest

but essentially moderate advocacy of the cause that he has so close at heart. As might be expected of one so high in the counsels of scouting he approached our problems in an entirely helpful spirit and offered us solutions informed both by common sense and by a most sympathetic understanding of the country with which he was dealing—a country whose conditions of course he knows very well.

I think we should count ourselves fortunate that we have at Imperial Headquarters one who knows and understands intimately the problems of scouting peculiar to this country. We shall look forward to any report of his that may be made public and I am sure, as Mr. Bhose has indicated, we shall meet his criticisms in the sprit in which they are made.

With reference more particularly to the business that we have transacted here this evening, I am sure, if you will allow me to say so, you have taken a move in the right direction in setting up a small Advisory Sub-Committee to help the executive officers of the Provincial Association. As some of you may have gathered from the speech which Mr. Wilson made at the lunch which the Provincial Association gave him at the Great Eastern Hotel and perhaps also from conversations with him during his stay, there are many problems, some of them involving what may almost be called "high policy", which the movement will have to try to solve in the near future. We may look, I am sure, for help and guidance from the All-India Commissioner whose appointment has been foreshadowed by Mr. Bhose this evening : but the movement in this Province is becoming too large—too wellgrounded in popular esteem—to admit of its being handled from year to year by your executive officials unaided by some easily summoned semipermanent body, and I am sure that in a democratic movement like ours the decision taken to-night to give our "permanent officials" the assistance of a small body representative of various interests in the movement is a step in an entirely right direction and will provide them with a ready machinery for testing and, if necessary, educating opinion in the movement regarding various problems that from time to time crop up.

I must not close these brief remarks without an expression of my thanks as Chief Scout and of our thanks in the Provincial Executive Council to all those in the Province who have helped the movement during the past year, doctors and other who have judged at competitions, local and provincial, and all who in any capacity all over the Province have given their time, their labour, their thought and their support to a movement which I am convinced has it in its power to confer inestimable benefits on the boys and the young men of Bengal.

Message to Chief Scout for Bengal

Prisecben,

Darjeeling.

Bengal Scouts condemn the dastardly attack and rejoice at His Excellency Chief Scout's providential escape.

Government House,
Darjeeling.
11th May, 1934.

Dear Mr. Bhose,

His Excellency the Chief Scout for Bengal desires me to thank you and the Scouts of Bengal for their kind message of congratulation on his providential escape.

Yours sincerely,
Sd/-John D. Tyson.

Camp Chief's Diary

By. Mr. Sachindra Nath Banerjee, M.A.B.L. Asst. Master & Referee High Court, Calcutta, & Hony. Secretary Of The Second Calcutta Boy Scouts Association

To a Scout the world "Camp" is not merely the conglomeration of the letters C. A. M. P. but each letter has a deeper significance. C is Cleanliness because a good camp is a clean camp, both outwardly and inwardly. A is Activity because a Scout Camp is a necessity in scout training and the best enjoyment comes from healthy activities. M is Manliness because in a Scout Camp there is no room for shirkers or grousers. Every one taking part in it must take his share, work hard, do right and think right. P is Pleasantness because it is the fellow who does his share and more and who trifles away minor defects, who is cheery throughout. To imbibe the boys with true spirit and and ideals of Scout Camping the Second Calcutta Boy Scouts Association held this year a Camp at Chandil a place 177 miles away from Calcutta, on the Bengal Nagpur Railway, during the Easter holidays. On the 27th March, 1934 an advance party of nine scouters and scouts who had previous experience of Camps left for Chandil with rations to make all necessary preliminary arrangements. It need hardly be said that their duties among others were to enquire about the nearest Doctor, Hospital, Market, Post Office, arrange for drinking water, prepare the kitchen and keep things ready for the smooth running of the camp from the moment the main party would arrive.

On the 29th of March, 1934 the main party consisting of 100 scouts and 10 scouters followed in the charge of Mr. Sachindra Nath Banerjee as Camp Chief and Mr. Ronen Ghose as Deputy. Mr. N. N. Bhose could not unfortunately join us this year on account of his previous engagement, but he gave us all a hearty send off at the Station. The arrangements made by the authorities of the Bengal Nagpur Railway left nothing to be desired and the boys had a

comfortable journey throughout. We convey to them our grateful thanks. We arrived at Chandil at 7-30, the following morning. The blue range of the Vindha Hills seemed to lure the boys to break out from their rank to enjoy wildly in the wildness of them. They route-marched the distance from the Station to the Camp-site which consisted of twelve pitched tents and the boys were all

[Mr. S. N. BANERJEE - Camp Chief.]

accommodated there. This is the first time in the annals of the history of our association that our Scouts had to spend under canvas. This was real camping and a novel experience indeed and our boys I am sure, enjoyed it immensely as real campers. The camp-site had very pleasant surroundings. A nice rivulet

flowing close by and the mango groves lent an additional charm. The boys were next grouped in batches of 20 with two officers attached to each. Five groups were thus formed and they were named Judhisthira, Bhim Arjun, Nakul and Sahadev. Judhisthira patrol had 8 boys of 16th Troop (Oriental Seminary School), 6 boys each from 2nd Troop (Open), and 8th Trooop (Open). Bhim patrol had 9 boys of 10th Troop (New Indian School) 6 of 17th Troop (Open), and 5 of 12th Troop (Open). Arjun patrol had 8 boys of 30th (Shambazar A. V School), 7 of 21st Troop (Hindu School) & 5 of 9th Troop (Shambazar Vidyasagar School). Nakul patrol had 11 boys of 15th Troop (Hare School), 8 of 24th (Calcutta Orphanage School) and 1 of 27th Troop (Town School). Sahadev patrol had 14 boys of 25th Troop (Oriental Seminary), 4 of 13th Troop (Bharati Vidyalaya), and 2 of 26th Troop (Model Academy). Makhan Lal Saha Karuna Chakrabarty were the Scout master and Asst. Scoutmaster of the Judhisthira patrol, Dhruba Saha and Khitinath Bose were the officers attached to Bhim Patrol. Scouters Protap Mitter and Bhupen Sarkar were in charge of Arjun Patrol. Gour Gopal Roy and Otul Chuckraburty looked after Nakul Patrol and Sahadev Patrol was under the leadership of Scouters Nirmal Sen and Kiron Chakrabarty. The Camp Chief next appointed the Camp Officers. Mr. Raj-mohan De and Mr. Jamini Sarkar were deputed to be in charge of the Kitchen and they were the Quarter-Masters of the Camp. Mr. Protap Mitter was responsible as the Physical Director. Mr. Gour Gopal Roy and Mr. Protap Mitter were asked to take charge of Games, Mr. Nirmal Sen took the duties of the Sanitary Officer, Mr. Profulla Sarkar, Mr. Otul Chukraburty, Mr. Makhan Lal Saha, and Mr. Dhruba Saha were left in charge of Post Office, Hospital, Orderly and Camp Fire respectively. Gopi Bysak, Dhiren Sarkar, and Rajib Mullick were the Camp bugler, Camp Chief's Orderly, and Dy. Camp Chief's Orderly respectively Mr. Kiron Chakrabarty had to act as the Camp Reporter. Each officer was next told his duties and the boys were dismissed. After the Scout Laws were elaborately explained. The grouping mentioned above was done in such a way as to allow the boys of one troop camp with the boys of another troop. Officers were also shuffled. Each one was given the charge of a troop with which he was not connetted in Calcutta, the object being to give the officers leadership of a troop foreign to them and the boys to shape themselves under leaders who were erstwhile strangers to them, so to speak. This intermixing had the desired effect. The spirit of comradery and brotherhood irresistibly drew the boys closer to one another, helped them to understand one another and exchange their ideas with the effect that the boys and officers who were strangers seemingly at first, left the camp as closest friends.

At the parade ground a new practice was introduced by the Camp Chief. After the boys were called to attention they would be asked to repeat all the scout laws the main idea being that before the boys resumed their daily routine they hear would be reminded of their duties and obligation as a member of the great inter-the Bal scout movement. If my fellow Scouts at the break of every day on leaving

their beds would member the Scout Laws and the oaths they have taken I felt convinced they will then appreciate generaly to what great movement they have sworn allegiance.

To come to the camp routine. The succes more or less of a camp depends upon the way in which the routine is followed. In a camp punctuality has to be rigidly observed. Our camp routine gave the boys hard work, ample opportunities for expansion of their ideas and every facility for expression of the potentialities in them. In following this routine one had to lead a well regulated life, a life tuned to discipline nevertheless one full of energy, enthusiasm, youthful buoyancy in an atmosphere of equality, fraternity and good fellowship.

At 5-30 A.M. the camp bugler Gopi Basak would sound Reveille. At 5-45 Scouter Protap Mitter would take the boys for compulsory physical jerks. Tea would be served at 7 A.M. At 7-15 A.M. the Camp Chief along with the Deputy Camp Chief would go to inspect the troops. At 7-40 there would be the bugle call for morning prayers, breaking of the flag and parade. The Dy. Camp Chief used to take the parade and the Camp Chief the salute. After Parade the Dy. Camp Chief would take the boys in Drill. It may be noted that for the first time a competition in drill was started this year at the Camp. To evoke inteiest amongst the boys in drill, which is a very important equipment of a Scout, the Camp Chief presented a Cup (Mandakini Debi Cup) for efficiency in drill. This went to Asoke Ghosh of 2nd Troop (Open). The Camp Chief also announced two more prizes to Scout Tarit Mitra of 15th Troop (Hare School) and to Scout Gopi Basak of 25th Troop (Oriental Seminary) as being the next best. At the end of the drill competition the Dy. Camp Chief complimented the Nakul group consisting of 15th, 24th, and 27th Troop as being the best patrol in drill at the camp.

At 8 A.M. the boys would disperse to attend the instruction classes. At 10-15 they would be ready for the bathing parade. Bathing pickets would be asked to take charge of the boys to the river. With the whistle the boys would jump in the water but before the morning was for advanced second whistle would go for the boys to come out. On return a simple but sumptuous breakfast would await them. For this great credit is due to the Quartermasters Rajmohan De and Jamini Sircar, to Cubmaster Otul Chakrabarty, Instructor Mohan Dutt, Rover Protulla Sarkar and Scout Harisadhan Bose. We do appreciate the ungrudging care that they bestowed in preparing everyday's food. After breakfast the boys would be allowed rest from 12 to 4-30 P. M. but as an incentive to those who were minded to utilise this time profitably it was announced that points would be given to boys showing some spare time activities in between this period and before the games. A good deal of interest was evinced in this respect and a large number of handcrafts and improvised useful things were made besides photography and painting etc. At 5-30 tea would be served after which Scouters Protap Mitter & Gour Gopal Roy would take the boys for scout games. O'grady Says, Skinning the Snake, Message Relay, Musical

Chairs, Scarf Relay etc were some among many of the games that were indulged in. Marks were allotted to the winning troops in every game and in playing them the team spirit was very much in evidence. At 7 in the evening after the flag salutation was over Scoutmasters used to take their boys and prepare them for the Camp-Fire Programme. After dinner at 8-30 Scouter Dhruba Saha who was in charge of the Camp-Fire would keep the fire ready for the Camp Chief to open. To enhance keenness and liveliness in this respect the Camp Chief announced another Trophy for the best Calcutta Troop contributing to the Camp-Fire programme. Each troop used to give three items, each item not lasting for more than five minutes. They consisted of a variety of subjects such as folk-dancing, recitations, comic-skits, caricatures and songs both English and Vernacular, of the items provided special mention should be made of the Improvised Band played by the 8th Troop of Judhisthira patrol, Formation of an American Rose and Kati dance by the 25th Troop (Oriental Seminary) of Sahadev patrol. The announced trophy (Rai Gopal Chandra Banerjee Bahadur Memorial Cup) was won by the 25th Troop (Oriental Seminary). In this connection Rover Raj. K. Mukerjee and Scout Romen Mukerjee of 15th Troop (Hare School deserve commendation for their comic skits and recitations respectively. Last Post would be sounded at 10-40 and lights out at 11. The stillness of the night would then fall upon the white tents which erstwhile had been throbbing with the pulsations of life. The trampling of the sentries on duty would only break its monotony.

Such was the programme followed from day to day. During our stay the boys, besides the usual routine were taken to an excursion to the Railway lake in which they had to hike and negotiate a hill. At our destination there was a big cement built Railway reservoir there one of the boys, Ajit Nandan of Oriental Seminary, got drowned accidentally and created some amount of anxiety but no sooner had he dropped another Scout Amrita Mukerjee of the same school who was following him immediatly came to his rescue and brought him out before any serious mishap could have happened. On our way back from the lake our boys were sumptuously fed by our ever hospitable host Mr. Motilal Khaitan at his newly built splendid Dharmasala.

There was another little accident when the permanent kitchen shed of the Khaitans caught fire but before it could take a serious turn it was put out by the promt action taken by Scouter Gour Gopal Roy. It gave the boys a real stunt.

I shall now say a few necessary things about the examinations and how our boys fared in them. On the 3rd of April examinations in various subjects were held. In the First Class Badge test 10 passed in Tree-felling, 8 in Signalling, 7 in Map-reading, 2 in Swimming, and 1 in Judging the distance. In the Second Class badge test 18 passed in First-Aid. 8 in Scout's Pace 5 in Kims' Game, and 2 in Compass. 9 boys won proficiency badges in Starman, 8 in Cook, 6 in

Pioneer, 5 in Swimmer, 4 in Ambulance man, and 4 in Entertainer. The above results in the different tests reflect a good deal of credit on the Scoutmasters for their efficient training.

As a part of training our boys were given some excitement when one night at 2A.M. the bugle sounded alarm. The boys promptly responded to the call and they were commended for their alertness in turning up.

On the last day of our stay a pleasant function took place when the prizes were awarded to the winning troops by Mr. Motilal Khaitan, Solicitor. The S. N. Banerjee Challange Cup was won by the Nakul Patrol comprising of 15th (Hare School) of 24th (Cal. Orphanage) & 27th Troops (Town School) for being the best all round Patrol in the camp. The Sahadev patrol consisting of 13th (Bharati Bidyalaya) 25th (Oriental Semeinary) & 26th Troops (Model Acadeny) won the Dwarka Prosad Jalan Challenge Cup as Runners Up kindly presented by Mr. R. P. Jalan.

Except a few minor ailments such as bleeding from nose on account of the heat at noon the general health of the Camp was very good.

It was on the morning of 4th of April that we had to feel that our pleasant sojourn was at an end. Every one felt and when tent after tent was rolled up. We felt very much pained when our friends at the Camp-Fire, who were mostly of the aboriginal tribes rustic in their manners, ideas and actions nevertheless plesant, gay, unsophisticated and simple came to us to say good-bye. Their parting wishes left in us an impression not to be easily forgotten. Our train steamed off at the scheduled time amidst waving hands and flapping handkerchiefs leaving our friends and host behind.

We were now bound for Tatanagar. We reached this place at mid-day under a scorching sun. Thanks to the authorities of Tata's Works for the excellent arrangements made for the transport of the boys to and from the station and to house their kits whilst they were there. In the afternoon the boys were shown round the Works by guides specially deputed by the General Manager to whom grateful thanks are due. Those of the boys who saw the works for the first time were quite stupified and amazed to see its stupendous nature. The immensity, vastness and grandeur created such an absorbing interest in them that they felt that the time allowed was too short to appreciate it fully. The visit had a great educative value and doubtless the boys profitted a great deal to this practical demonstration of what Science has achieved. After this visit the the Scouts were treated to cold drinks by Mr. Narbheram Hansraj a merchant of Tatanagar at his house. The boys gave a display there. The "Irish Lilt" and the "Rockets" which shot up high in the air were highly appreciated. We had to cut short our programme as we were timed to leave Tatanagar at 10 P. M. Leaving Tatanagar at night the train reached Howrah Station at 6. 30 the following morning with 119 Scouts and Scouters hale and hearty, fit and strong, gay and cheerful.

In conclusion our thanks are due to Mr. Motilal Khaitan who by his presence in our midst made our stay at Chandil most enjoyable, to his relations for their attending to our comforts. to the Khaitan Brothers of Calcutta for their princely hospitality, to Mr. N. N. Bhose for his kindly giving us the loan of the ten tents belonging to the Provincial Association, to Mr. R. P. Jalan for his kindly presenting a Challenge Cup, to Mr S. N. Banarjee, G. D. A. Registered Accountant, for auditing the Camp acconnts without any remuneration, to Mr B. Sarkar, Head Master, Bharati Bidyalaya School for his kindly giving us the loan of his School Bus to take our things from the station to our Headquarters and to Mr. Phanindra Nath Mukerjee S. D. O. Manbhum for kindly acting as a Judge in the Entertainers' Badge test.

Last but not the least we place on record our grateful thanks to the Stewards of the Royal Calcutta Turf Club, with whose donation the annual Camp of the Association was started and through whose generosity we have been able to run our annual camps from year to year.

The success of the camp was largeiy due to the following encouraging message kindly sent to the Camp Chief by His Excellency Sir John Anderson, the Chief Scout for Bengal. (**His Excellency the Chief Scout sends greeting to Second Calcutta in Camp at Chandil and wishes them a useful and pleasant outing.**" Sir R. N. Mookerjee our benevolent and popular President and Mr. N. N. Bhose also sent kind messages of good-hunting. I take this opportunity of thanking my fellow scouters individually specially Mr Ronen Ghose for unselfish co-operation extended to me—each one contributing his quota to the success of the Camp—but for whose assistsnce I firmly believe things would not have shaped as they actually did much to the relief and enjoyment of all concerned.

দশম বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ—১৩৪১ [১২শ সংখ্যা

বাঁশীর টান

(R. Browning লিখিত The Pied Piper of Hamelin নামক পদ্য হইতে)

———শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন

ছিল "প্রাণসাহী" দেশে "হেমলীন" নামে সহর চমৎকার ;
সারা পৃথিবীতে যেতনাকো দেখা তুলনা কোথাও তা'র !
সুশীতল জলে কাণা-ভরা নদী, হেমময় গেহগুলি,
ফলফুল ভরা কানন সকল, পরাগ পথের ধূলি,
ফসলে পূর্ণ যত মাঠ ক্ষেত, হাসি ভরা সব প্রাণ,—
হেমময় সেই "হেমলীন" দেশ—যেন বিধাতার দান !

(২)

কিন্তু হাজার বছর পূর্ব্বে সেথায় মূষিকের উৎপাতে,
নিদ্রা ছিল না কাহারো চোখেতে সারাটী দিবস রাতে।
সদা সহরেতে ইঁদুরের দল বেড়াইত ঘুরে ঘুরে,
কুকুরের সনে করিত যুদ্ধ, বিড়ালে তাড়া'ত দূরে।
শিশুর আঙ্গুল, নাসিকা, জিহ্বা লইত কাটিয়া দাঁতে,
কাড়িয়া খাইত খাবার জিনিষ পাচকেরি হাত হ'তে !

পূজারী যখন পূজায় বসিত, তাহার সামনে আসি,
চাল, কলা, চিনি, সব খেয়ে যেত, ফেলে দিত ফুল রাশি।
কলভাষী কুলবালাগণ বসি, পানের বাটার পাশে,
গল্প জুড়িলে, ইঁদুরের ডাকে পলাইত সবে ত্রাসে।
হ্যাট্ কোট্ খুলি' রাখিলে র‍্যাকেতে, বাঁধিয়া তাহাতে বাসা,
মুষিকের দল তাহার মধ্যে বসতি করিত খাসা!

(৩)

তাই একদা সকলে টাউন হলেতে সভায় হইল জড়,
বক্তৃতা দিল হাত মুখ নাড়ি'—চীৎকার করি বড়:—
"(মোদের) মেয়র চেয়ারে সাক্ষীগোপাল—চলৎশক্তিহীন।
(আর) কর্পোরেসন (তো) কর্পূরাসন—বাতাসেই হয় লীন!
কোন বিপদের প্রতিকার করে, নাহিক ক্ষমতা তা'র,
(কিন্তু) ট্যাক্স লইয়ে বাক্স ভরিয়া বছরে চারিটি বার!
দেরি হ'লে দিতে, ক্ষমতা তাহার ধায় আদালত পানে,
রক্তশোষক "ভ্যাম্পায়ার" সে—দয়া মায়া নাই প্রাণে।
মরি বাঁচি, মোরা জাহান্নমে যাই, বসন্ত বা কলেরায়,
আফিসে উঠিছে সদা নাসাধ্বনি আরামের কেদারায়।
তাই না হ'লে কি মুষিকের দল প্রাণে মারে মানুষেরে?
দেবতা নেহাত বিরূপ মোদের, তা ছাড়া কি বলি এরে?
বন্ধুগণ, যদি এই বিপদের প্রতিকার নাহি হয়,
সকলে মিলিয়া কর্পোরেসনে তাড়া'ব সুনিশ্চয়।"

(৪)

শুনি একথা তা'দের, কর্পোরেসনে বিষাদের ছায়া পড়ে,
মেয়রের দেহ শিহরিয়া উঠে শোভাহীন সভা-ঘরে।
"কী-বা করা যায়?" ভাবিয়া আকুল মেম্বর যত ছিল।
এ হেন সময় ফকির একটী সেথা আসি উপজিল।
ছিপ্‌ছিপে দেহ পুরা পাঁচ হাত, মাথায় ঝাঁকড়া চুল,
দাড়ি বা গোঁফের চিহ্নও মুখে আসিতে করেছে ভুল।
পরিধানে তা'র আলখাল্লা এক গোড়ালি অবধি দুলে,
হলুদ, লালের শত তালি তায় বরণের ঢেউ তুলে।
দেখিলে তাহায় মনে হয়, বুঝি কবর হইতে উঠি,
শতেক বরষ পরে ধরাতলে আসিয়াছে আজ ছুটি'!

স্কন্ধে তাহার দুলিতেছে এক লম্বা বাঁশের বাঁশী ;
তিন বাঁকা হ'য়ে, লাঠি ঠেস্ দিয়ে দাঁড়া'ল সভায় আসি'।

(৫)

সেথা টেবিলের' পরে রাখিয়া হস্ত কহিল মেয়রে ডাকি',—
"শুনিলাম, এই সহরেতে খুব ইঁদুর হ'য়েছে নাকি!
স্কন্ধে আমার এই যে বাঁশীটী, এর এত গুণ আছে.
'আকাশের তলে—স্থলে, জলে, নভে যত প্রাণী নাকি বাঁচে,
সকলেরে টেনে নিয়ে যেতে পারে এই ফকিরের সাথ ;—
দূর করে দেয়, যে জীব করিছে মানুষের উৎপাত।
গত আষাঢ়েতে বাঁচানু "তাতার" বোল্‌তার হাত থেকে,
ঘুরিনু "এসিয়া" বাদুড় তাড়ায়ে "নিজামে" বাঁচায়ে রেখে!
এই সহরের (ও) ইঁদুর তাড়াই, যদি পাই লাখ টাকা।
বলিতেছি যাহা, সাঁচ্চা সে কথা, নহে কোনমতে ফাঁকা।"
কর্পোরেসন-সর্দ্দারগণ কহিল হরষ-ভরে,—
"একলাখ! মোরা দশলাখ দিব ;—লেগে যাও ত্বরা ক'রে।"

(৬)

তখন রাস্তায় নামি' ফকির যেমন বাঁশীতে ধরিল তান,
ঘরের ভিতর অস্থির হ'ল যত ইঁদুরের প্রাণ!
কারো মনে হ'ল, পাকা আম প'ল ঐ ফকিরের কাছে,
অথবা একটা গুড়-ভরা হাঁড়ি রাস্তায় পড়ে আছে,
দুগ্ধের সর বাটিতে তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছে বুঝি,
চা'ল, ডা'ল সব খোলা পড়ে আছে—নিতে হবে নাকো খুঁজি!!
ছুটিল অমনি ইঁদুরের দল ফকিরের পিছু পিছু,—
নেংটি ইঁদুর, ছুঁচো, ধাড়ি, শ'লো, ছিল যেথা যাহা কিছু!
পথে পথে ঘুরি, অবশেষে তা'রা আসিয়া নদীর ধার,
ঝাঁপায়ে পড়িল অগাধ সলিলে—উঠিল কেহ না আর।
(তখন) ফকির ফিরিয়া, মেয়রের কাছে চাহিল লক্ষটাকা,
শুনি তা'র কথা, মেয়রের মুখ হইল বিষাদ-মাখা!

(৭)

তারে একবার বলে,—"নাও হে হাজার ; বেশী কি দেওয়া যায়?
ইঁদুর মারার পারিশ্রমিক কেই বা কোথায় পায়?"

কেহ বলে পুনঃ—"ইঁদুর মরেছে ডুবে ঐ নদী নীরে।
টাকাটা আমরা না ও যদি দিই, আসিবে না তা'রা ফিরে।
তবে কি না দেখ, দেখ, খেটেছে একটু এই ব্যাটা ভিক্ষুক ;
কিছু চিঁড়েগুড় কিনে দাও ওকে, তাতেই পাবে ও' সুখ।"
ফকির চটিয়া লাল হ'য়ে বলে,—"বাজে কথা ফেলে রাখো!
লক্ষ টাকার একটী কড়াও কম আমি নিব নাকো।
দেরী নাহি সয়,—যেতে হবে মোরে বাগ্‌দাদে দুপহরে ;
বিচ্ছুর রাশি রয়েছে সেথায় "খলিফার" পাক ঘরে।
যদি নাই দাও লাখ টাকা এবে, কহিতেছি পরিষ্কার,
বাঁশীটীর মোর কেরামতি কত, টেরটী পাইবে তা'র।"

(৮)

শুনি সভাসদ্ রাগে চীৎকারি' কয়,—"ব্যাটা, ছোটলোক, পাজি!
সাহস দেখেছ! আমাদের পরে চক্ষু রাঙ্গায় আজি!
কর্ গিয়ে, ব্যাটা, যা' তোর সাধ্য ; দিব নাকো এক পাই।
সাপুড়ের মত বাঁশীটা বাজায়ে কী করিস্, দেখি তাই।"
ফকির আবার নেমে গেল পথে, মুখেতে তুলিয়া বাঁশী ;
(অমনি) সহরের যত ছেলেমেয়েগুলি জড় হ'ল সেথা আসি!
হ'য়ে গলাগলি, হাত ধরি, কেহ, নাচিতে নাচিতে সবে,
ফকিরের পিছু ছুটিয়া চলিল মহা উল্লাস রবে।
বাঁশীর সুরেতে শুনিল তাহারা,—"আয় সব ছেলে মেয়ে,
কি করিস্ ব'সে বাড়ীর ভিতর? আয় মোর সাথে ধেয়ে।
নিয়ে যাব আমি সেই দেশে আজ, যেথায় ক্ষীরের জলে
লুচির পদ্ম, পান্‌তোয়া-কলি সাদা বাতাসেতে দুলে।
(আর) ঘোড়ার পিঠেতে পাখা হয় দুটো, ফুল হয় হীরকের ;
(সেথা) চড়ুয়ের রঙ্ ময়ূরের মত, রঙ্গীন কুকুর ঢের।"

(৯)

দেখে মেয়রের মুখ চুণ হ'য়ে গেল মহা উদ্বেগ ভরে,
"হায়! সহরের ছেলেমেয়েগুলো যায় যে রে চিরতরে!"
(কিন্তু) বাঁশীর মন্ত্রে কণ্ঠ তা'দের নির্ব্বাক্ হয়ে গেছে,
হাত পাও যেন্ পাথরেতে গড়া বড়ই বিপদ্ এ যে!
নিবারণ করে ছেলেমেয়েদের, অথবা ফকিরে ডাকে,
এমন ক্ষমতা নাহিক কাহারো! শুধু ভয়ে চেয়ে থাকে।

ছেলেদের দল ফকিরের সাথে চলিল নদীর তীরে,
"কপিলবর্গ" পাহাড়ের' পরে উঠিতে লাগিল ধীরে।
শিলাতল সেথা সহসা ফাটিল, গহ্বর হ'ল বড় ;
ভিতরে তাহার ছেলেমেয়েদের ফকির করিল জড়।
অমনি গুহাটা হইল বন্ধ যেমন আছিল আগে !
বাপ্ মা সবার "হায় হায়" করে ভগবানে শুধু ডাকে।

(১০)

মেয়র তখন চেঁচাইয়া কয়, "ফকিরে আন্‌রে খুঁজি ;
সহরের কোন গলির ভিতর লুকায়ে রয়েছে বুঝি।
দিতেছি তাহায় দশলাখ টাকা ; দি'ক্ ফিরে ছেলে মেয়ে।"
ফকির খুঁজিতে চারিদিকে লোক ছুটিল তখন ধেয়ে।
কিন্তু সবাই আসিল ফিরিয়া মিলিল না সেই বাঁশী,
"হেমলীন" দেশে চিরতরে তাই নিভিল সবার হাসি।

আমাদের কাছে অদ্ভুত

—শ্রীনরেশ মজুমদার।

"Peace hath her victories no less renowned than war."

আলেকজান্দারের নাম তোমরা সকলেই শুনেছ। তিনি ম্যাসিডোনিয়া নামক স্থানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তোমরা এটা বোধ হয় সকলেই জান যে তিনি খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন—কাহারও কাছে হার স্বীকার করতেন না। কিন্তু আজ যে গল্পটা বলছি তাতে তোমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে তিনিও একবার হার মেনেছিলেন—যুদ্ধে নয়—মুখের কথায়।

আলেক্জান্দার যুদ্ধে বেরুলেন—পৃথিবী জয় কর্‌বেন। তিনি অনেক দেশ ছারখার করে অনেক দেশ জয় করে একবার আফ্রিকার এক নির্জ্জন স্বাধীন রাজ্যে উপনীত হলেন। সে এক অদ্ভুত দেশ। সেখানকার অধিবাসীরা যুদ্ধবিগ্রহ বলে কিছু জানত না। তাহারা খুব নম্র এবং শান্ত প্রকৃতির লোক ছিল। আলেক্জান্দার সেখানে পৌঁছুতে দেশবাসীরা খুব অভ্যর্থনা করে তাকে তাদের শাসনকর্ত্তার কাছে নিয়ে গেল। সেখানেও তার অভ্যর্থনার কিছু ক্রটি হল না। বরঞ্চ তিনি খুব বিস্মিত হয়ে পড়লেন, যখন তাঁকে স্বর্ণ নির্ম্মিত খাদ্য সব দেওয়া হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা কি এ দেশে স্বর্ণের পদার্থ ভক্ষণ করেন? তাতে সেই দেশশাসক কি উত্তর দিলেন জান?—তিনি বল্লেন, "দেখুন এটা নিশ্চয় আমি মেনে নোব যে আপনার দেশে খাদ্যের অভাব নেই—তবে কেন আপনি আমাদের দেশে এসেছেন? নিশ্চয় নূতন কিছু পাইবার আশায়?"

এখানে আলেক্জান্দারকে একটু নীচু হতে হল। তিনি নিরুপায় হয়ে জবাব দিলেন—"হাঁ, তবে আমি আপনাদের দেশের নিয়ম কানুনের সব জান্‌তে ইচ্ছা করি।"

"বেশত তবে আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন—আপনার যতদিন ইচ্ছা হয়।"

যাক্ এভাবে তাদের সময় বেশ কাটতে লাগল। সে দেশত আর আমাদের দেশের মত উন্নতি লাভ করেনি? তাই শাসনকর্ত্তার বাড়ীতেই রাজ্যের সব বিচার হত। রাজাই ছিলেন প্রধান বিচারকর্ত্তা। সেখানে বেশ মজার বিচার হত। একটা বিচার তবে শোন।

আলেকজান্দার আর সে দেশের শাসনকর্ত্তা বসে আছেন, এমন সময় সে দেশের দুজন লোক রাজসভায় প্রবেশ করল। প্রথম ব্যক্তি বল্লে—"মহারাজ আমার বিচার আপনি করে দিন্। আমি এই ব্যক্তির কাছে একখণ্ড জমি ক্রয় করি—কিন্তু আমার চাষের সময় সেই জমিতে কিছু স্বর্ণমুদ্রা পাই। সেই ঐশ্বর্য্য ত আমার হতে পারে না। আমি কেবল তার নিকট জমি ক্রয় করেছি, কিন্তু তা থেকে যদি অন্য কিছু পাওয়া যায় তাহা ত আমার হতে পারে না? মহারাজ এ ব্যক্তি তাহা কিছুতেই স্বীকার করে না।

এবং এই ঐশ্বর্য্য কিছুতেই নিতে চায় না। আপনি একটা বিচার করুন। একে বুঝিয়ে দিন যে জমি আমার কিন্তু ঐশ্বর্য্য আমার নয়। সে তার ঐশ্বর্য্য নিক এবং আমাকে বিদায় দিন।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বল্লে—"মহারাজ আমার নিশ্চয় একটু বিবেক বুদ্ধি আছে। আশা করি আমার এ বন্ধুরও আছে। আমি আমার জমির সর্ব্বস্বত্ব তাহার কাছে দিয়ে দিয়েছি। এখন জমির ভালমন্দ সবই তার। সুতরাং ঐ ঐশ্বর্য্যত আমার হতে পারে না ?"

প্রধান বিচারক কিছুক্ষণ ভেবে নিলেন। আলেকজান্দারত এ সব শুনে একেবারে চম্‌কে গেলেন—ঐশ্বর্য্য পেয়ে তা নিতে চান না—এ ত অদ্ভুত জীব।" তোমরা এ রকমের বিচারে কি করতে বলত ?—কিছু ভেবে পেলে ? তবে শোন এ বিচারে কি হল।

প্রধান বিচারক বললেন—"বন্ধু তোমার নিশ্চয় কোন পুত্র আছে ?

প্রথম ব্যক্তি উত্তর দিলে—হাঁ প্রভু।

দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বল্লেন—"বন্ধু তোমার নিশ্চয় কন্যা আছে ?"

সে উত্তর দিল—"হাঁ প্রভু।"

"তবে তোমার পুত্রের সহিত দ্বিতীয় ব্যক্তির কন্যার বিবাহ দাও। এই ঐশ্বর্য্য তাদের শুভ পরিণয়ের যৌতুক স্বরূপ তাদের প্রাপ্য।"

এই অদ্ভুত বিচারে আলেকজান্দার ভয়ানক বিস্মিত হলেন। তা বুঝতে পেরে প্রধান বিচারক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—"আচ্ছা আপনাদের দেশে এরূপ মামলার কি বিচার করতেন ? আমার বিচারে আপনি নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হচ্ছেন ?" আলেকজান্দার বললেন—"আমাদের দেশে হলে এ দুজনকেই বন্দী করতাম এবং এই ঐশ্বর্য্য সমস্তই রাজার কোষাগারে জমা হত রাজার ব্যবহারের জন্য।"

"রাজার ব্যবহারের জন্য ? আচ্ছা আপনাদের দেশে কি সূর্য্য উদিত হয় ?"

"নিশ্চয়।"

"আচ্ছা, আপনাদের দেশে কি বৃষ্টি হয় ?"

"নিশ্চয়।"

"আশ্চর্য্য—আচ্ছা আপনাদের দেশে কি নিরীহ প্রাণী আছে ? যারা পুষ্প-পত্রের উপর নির্ভর করে মাঠে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় ?"

"বিভিন্ন রকমের অনেক প্রাণীই আমাদের দেশে আছে।"

"আশ্চর্য্য বটে—নির্দ্দয় ভগবান সেই সব নিরীহ প্রাণীর জন্য আপনাদের দেশে সূর্য্যদেবকে উদিত হতে দেন—বৃষ্টিও পড়ে—আশ্চর্য্য।

Freedom has a thousand charms to show
That slaves never contented, never know."

রাতদুপুরে

——শ্রীঅমিয়কুমার রায় চৌধুরী

সে দিন বেজায় শীত পড়েছিল, সকলে ঘরের মধ্যে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ঢেকে পড়ার ঘরের তক্তপোষটার উপর বসেছিল। পড়া শোনারও হ্যাঙ্গামা নেই, পরীক্ষা হয়ে গেছে—এখন বড়দিনের ছুটি। সকলেই যেন কারুর অপেক্ষায় বসে রয়েছে। যাই হোক কিছুক্ষণ পরেই জুতোর মস্ মস্ শব্দ পাওয়া গেল, সবাই একটু চম্‌কে উঠল—ছোট কাকা ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখেই সকলে বলে উঠল "ছোট কাকা গল্প" ?

আরে বাপরে বাপ্ তর সয়না, দিনরাত গল্প, পড়াশোনা নেই বুঝি ? ভাই বোনদের মধ্যে মানিকই একটু ফাজিল, মাথা চুলকে সে বলল—"সে দিন তো বললে সকলের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে, শনিবার দিন বলবে, আজই তো শনিবার।

"কবে কি বলেছি, তা কি মনে আছে রে ? অনেক হেঁটে এসেছি, দে দিকি পা-টা একটু টিপে। ওরে পুঁটি, বৌদিকে বলনা, এক কাপ চা কর্‌তে, যা শীত পড়েছে বাবা।"

পুঁটি বলল—মা বাড়ী নেই, পদ্মপিসীদের উঠোনে 'কেত্তন' শুনতে গেছেন।

"তা তুই-ই না হয় এক কাপ করে দে মা"।

"তাহ'লে একটা গল্প বল্‌বে বল" ?

চায়ের নেশা বড় ভীষণ জিনিষ, বিশেষতঃ শীতের সন্ধ্যায়, কাজেই ছোটকাকাকে রাজী হতেই হ'ল। আমিও সাত-তাড়াতাড়ি ষ্টোভটা জ্বালিয়ে দিলাম, পুঁটিও অমনি কেটলিতে খানিকটা জল ভরে বসিয়ে দিল। কেউ আন্‌তে গেল ছাঁকনি, কেউ আন্‌লো চিনির কৌটা, কেউ বা আন্‌ল দুধের বাটিটা। ষ্টোভে ততক্ষণে সোঁ সোঁ আওয়াজ হচ্ছে। যাই হোক মিনিট দশেকের মধ্যেই ভাই বোনেরা সকলে মিলে, কাকাকে চা এমন কি ডিমভাজা পর্য্যন্ত খাইয়ে দিলাম।

খেয়ে দেয়ে একটিপ নস্যি নিয়ে কাকা গল্প বল্‌তে সুরু কর্‌লেন। "সে অনেক দিনের কথা, তখন আমি আসামের মোকাক্‌চ্যাং নামে একটা জায়গায় ছিলাম কয়েক মাসের জন্য। মোকাক্‌চ্যাং জায়গাটায় বাসিন্দা বেশীর ভাগই নাগা। যাই হোক এই মোকাক্‌চ্যাংএ থাকবার সময় একটা ভারী আশ্চর্য্য ঘটনা হয়েছিল, তাই বোল্‌ব আজ তোদের।

"মোকাক্‌চ্যাং অঞ্চলে আনাফুকি নামে একটা লোকের নাম সকলেই জানে। ভারী শয়তান লোকটা, সুযোগ পেলেই লোককে ঠকাতে সে ছাড়তো না—এই ছিল তার পেশা। তা ছাড়া সে নাকি মস্ত বড় যাদুকর, অনেক রকম মন্তর জানে—অন্ততঃ লোকে এই বোল্‌ত। বদমায়েসটা কত জায়গায় যে চুরী ডাকাতি করেছে তার ঠিক নেই, কিন্তু

একবারও ধরা পড়েনি। লোকে বলে তার কতগুলো পোষা ভূত ছিল, তারাই নাকি তাকে রক্ষা কোর্‌ত"।

ভূতের কথা শুনে ভেবুল আমাকে একটু জড়িয়ে ধর্‌ল। কাকাবাবু বলে যেতে লাগলেন—হাতের সাফাইয়ের জন্যই হোক, কিংবা মন্তরের গুণেই হোক গাঁয়ের লোকেরা আনাফুকিকে ভয় করে চ'লত।

"আগে আমি শুনেছিলাম, কিন্তু এবার আনাফুকি লোকটীকে দেখ্‌বার সুযোগ হোল। সে দিন যখন আনাফুকিকে হাতে কড়ি দিয়ে বেঁধে হাজির কোর্‌ল আমার সামনে লোকটা ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছিল, আর বিড়বিড় করে কি যেন বক্‌ছিল"।

আমি বললাম—ও ধরা পড়্‌ল কি করে ছোট কাকা ?

একটা ধমক দিয়ে ছোট কাকা বল্লেন—"সব বলছি ক্রমশঃ, অত অধৈর্য্য হ'লে কি চলে ? হ্যাঁ, কি বলছিলাম···একটা লোককে খুন করার অপরাধে ওকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

ব্যাপার কি হয়েছিল জানিস ? নাগা প্রভৃতি পাহাড়ীরা বড় কুসংস্কারাপন্ন, তুক-তাককে ভারী ভয় করে। এই রকম একটা নাগা একবার আনাফুকির খপ্পরে পড়েছিল। আনাফুকি তাকে লোভ দেখিয়েছিল, যে সে যদি এক বাক্স আধুলি এনে দেয়, তবে মন্তরের চোটে সে আধুলি গুলোকে টাকা করে দেবে। লোভে পড়ে লোকটা, একবাক্স আধুলি, আনাফুকিকে দেয়। তিনদিন পরে আনাফুকি তাকে একবাক্স টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিল। বাক্সের উপরে কয়েকটা ভাল টাকা ছিল, ভিতরে ছিল সব সীসার চাকতি। দিনকয়েক বাদে লোকটি যখন বুঝতে পারল যে আনাফুকি তাকে ঠকিয়েছে এ ভাবে, সে ঠিক কোরল এ কথা সকলকে বলে তো দেবোই, পুলিশেও খবর দেবে !

'আনাফুকি তার মতলব বুঝতে পারল। সে ভাবল যে ধরা পড়লে তার এতদিনের ধাপ্পাবাজির দ্বারা অর্জ্জিত সুনাম নষ্ট হয়ে যাবে, কেউ তাকে যাদুকর বলে ভয় কর্‌বে না, আবার জেল ও খাটতে হবে। তাই সাতপাঁচ ভেবে সয়তানটা একদিন অন্ধকারের ঝোঁকে লোকটাকে ফাঁকা মাঠে খুন করে মেরে ফেলল। দৈবাৎ সে পথ দিয়ে একজন চাষা যাচ্ছিল। চাষাকে দেখেই খুনেটা পালাতে চেষ্টা করে কিন্তু চেঁচিয়ে লোক জড় করে চাষাটা আনাফুকিকে হাতে হাতে ধরে ফেলে। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কিছু নেই। খুন করলে ফাঁসী হবে এতো জানা কথা। তবু বড় কোর্টের হুকুমের জন্য দিনকয়েক দেরী হোল। ঠিক হোল মাঝের একটা দিন, তাকে স্থানীয় গারদে আটকে রাখা হবে।"

পুঁটি জিজ্ঞেস্‌ কোরল লোকটাকে যখন তোমার কাছে আনা হোল, তুমি কি করলে ?

"দাঁড়া বাপু সব বলছি। আমি তাকে বললাম যে খুনের দায়ে তুমি ধরা পড়েছ, আইন অনুসারে তোমার ফাঁসী হবে। কাজেই এ কটা দিন ভগবানের নাম কর।

অনুবাদক আমার কথার অর্থ দেশী ভাষায় তাকে বুঝিয়ে দিল।

"আনাফুকি সে কথা কানেই নিল না তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অনুবাদক আমায় বল্‌ল হুজুর। ও বলছে যে ওর ফাঁসী হতেই পারে না। আমি বললাম, ওকে বুঝিয়ে দাও যে সে ধারণাটা ওর ভুল। যাক ওকে কড়া পাহারায় আটক করে রাখ।

এঘটনার দিনদুই পরে আমার চাকরের মুখে শুনলাম যে আনাফুকি হলপ করে বলেছে যে সে গারদ থেকে বেরিয়ে আসবে, কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না। জিজ্ঞাসা করলাম—কি করে পালাবে, দেখা যাবে'খন। চাকর বলল - না হুজুর, শোনা যাচ্ছে যে ফাঁসির আগের রাত্তিরে বারটার সময় ঠিক সে নাকি একটা গিরগিটি হয়ে গারদ থাকে পালাবে।

"রেগে আমি বল্লাম— যত বাজে কথা' কোথায় শুনেছিস এসব। "চাকরটা বল্ল— এই বাজারে গুজব, পাঁচজনে বলে তাই শুনেছি।

"পরদিন আমি আমার সহকারী উপেনবাবুকে একথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন যে তিনিও এরকম একটা গুজব শুনেছেন। উপেনবাবু বল্লেন যে আনাফুকি লোকটা ভারী ধড়িবাজ এসব গুজোব রটানর জন্য সেই দায়ী।

'বিশ তারিখে ফাঁসী হবার কথা, সেদিন উনিশে জুলাই, আমি উপেনবাবুর সঙ্গে একসেট টেনিস্ খেলবার আগে, বসে বসে চা খাচ্ছিলাম এমন সময় ওয়ার্ডারদের সর্দ্দার এসে সেলাম জানাল, বলল—হুজুর ওয়ার্ডার ওজো আর ওয়ার্ডার মাকুদি বলেছে তারা আজ রাত্রে আসামীর গারদ পাহারা দিতে পারবে না। উপেনবাবু বল্লেন, তারা পারবেনা বলেছে, ভারী আস্পর্দ্ধা তো! কোথায় তারা? তাদের ডেকে নিয়ে এসো।

উপেনবাবু কঠোরভাবে তাদের "না" বলার জন্য কৈফিয়ৎ চাইলেন। ওজো গম্ভীরভাবে বলল যে আনাফুকি বলেছে যে সে রাত বারটার সময় গিরগিটি সেজে পালাবে আর সেই গিরগিটি যে দেখবে, মরণ তার অনিবার্য্য।

উপেনবাবু তাকে জানিয়ে দিলেন যে তারমত বার বছরের বিশ্বাসী লোকের মুখে একথা সাজেনা, আর এও ঠিক সে পাহারা না দিলে, চাক্‌রী তার নিশ্চয়ই যাবে। এর উত্তরে ওয়ার্ডারটা বলল চাকরী যে থাকবে না তা সে জানে, তবে আনাফুকিকে পাহারা দেবার ক্ষমতা তার নেই, কারণ চাকরীর জন্য সে প্রাণে মারা যেতে রাজী নয়। উপেনবাবু তাদের অনেকভাবে বোঝালেন কিন্তু কিছুতেই তারা রাজী হোল না। শেষ পর্য্যন্ত তখনই ওয়ার্ডার দুটির চাকরী বরখাস্ত হ'ল। সর্দ্দার চলে গেল।"

"কেউ রাজী হচ্ছেনা দেখে আমরা ঠিক করলাম যে পাহারা নিজেরাই দেব, দেখা যাক আনাফুকির দৌড় কতদূর।

কথামত, আমি আর উপেনবাবু সন্ধ্যা ৬টার সময় গিয়ে পাহারার ভার নিজেরা নিলাম।

পুঁটি বলে উঠল—বাবা, তোমার সাহস তো কম নয়? ছোট কাকা আর একটিপ নস্যি নিয়ে বলতে সুরু করলেন। "তোদের আগে গারদটার একটা বিবরণ না দিলে জিনিষটা ঠিক বুঝতে পারবিনে। বড় ফটক দিয়ে ঢুক্‌তেই বাঁধারে লম্বা ঘরের সারি আছে সংখ্যায় তিনটে। দুপাশে দুটো গুদাম ঘর আর আনাফুকির গারদ সেতুটোর মাঝখানে। ঘরগুলোর সামনে দিয়ে লম্বা বারান্দা গিয়েছে। বারান্দার এক প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড ঘণ্টা ঝোলানো আছে। এই গারদটার দরজা মজবুত মেহগ্নি কাঠ দিয়ে তৈরী—তাতে প্রকাণ্ড একটা লোহার তালা লাগান হয়। দরজার উপরের দিকে, মাঝখানে একটা তারের জালতি দেওয়া ফোঁকর আলো যাবার জন্য। ফোঁকরটি লম্বায় ও চওড়ায় মাত্র ছ'ইঞ্চি করে। গারদের মধ্যে রাত্তিরে কড়িকাঠ থেকে একটা লণ্ঠন ঝুলিয়ে দেওয়া হোত।

"যাই হোক জেলখানার উঠোনে বারকয়েক পায়চারি করে আমরা দুজন বারান্দার এককোনে দুটো ডেকচেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। রাত্রের খাওয়াটা সেখানে বসেই সারবার বন্দোবস্ত করেছিলাম। দুজনে ঠিক করে নিয়েছিলাম ঘণ্টা বাজাবার সময় পালা কোরে কাজটা করতে হবে। যাই হোক খাবার দিয়ে পাচকটা চলে গেল তার পর অন্ধকারের মাঝে আমরা দুজন বসে রইলাম। চারিধার স্তব্ধ, গারদটা এমন জায়গায় যে সেখান থেকে চেঁচিয়ে কাকেও খবর দেবারও উপায় নেই। যাই হোক, সাহসে যতই বুক বাঁধ না কেন, সমস্ত ব্যাপারটা বড় রহস্যময় মনে হতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে মনের কোনে একটু ভয়ও দেখা দিল। বড় সোজা কাজ নয়, সে লোকটা মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে, আজ রাত্তিরে পালাবে বলে রটিয়েছে, তাকে পাহারা দেওয়া......নাঃ ঠিক করলাম ওসব আর ভাববনা।

পেঁচার চেঁচামেচি আর বাদুড়ের ঝটাপটি অসহ্য বলে মনে হোল। কিছুক্ষণ পরে মোচার খোলার মত চাঁদ উঠল বটে, কিন্তু তাতে অন্ধকার আরও বেশ মনে হতে লাগল পড়বার জন্য বই এনেছিলাম দুজনে, পড়া আর হোল না বই পড়ে রইল। দুজনেই কান খাড়া করে বসে রইলাম, কোথাও একটু খুট করে আওয়াজ হলেই চমকে উঠছিলাম।

এগারটার সময় ঘণ্টা বাজিয়ে উপেনবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বল্লেন—সাড়ে এগারটা আর বারটার ঘণ্টা দুজনে একসঙ্গে গিয়েই বাজান যাবে, আপনি কি বলেন।

আমি আপত্তির কোন কারণ দেখলাম না, বল্লাম হ্যাঁ। তারপর কিছুক্ষণ দুজনেই নিস্তব্ধ। সময় যেন আর কাটতে চায় না। মনে হচ্ছিল এর চেয়ে সুদীর্ঘ ঘণ্টা বোধ হয় জীবনে আর কাটেনি। আকাশে মেঘ হোল, ঝড়ের লক্ষণ দেখা গেল—হটাৎ একটা বাজ পড়তেই ভয়ে উপেনবাবু আমায় জড়িয়ে ধরলেন। যাইহোক, ঠিক বারটার সময়েই বারটা বাজল। আমরা দুজনে কাঁপতে কাঁপতে ঘণ্টা পিটতে চল্লাম। উপেনবাবু বল্লেন রিভালবারটা ঠিক আছে তো! আমি বল্লাম আছে, তবে কোন দরকার হবে না আশা করা যায়। আসুন ঘণ্টাটা বাজিয়ে ফেলা যাক্। ঘণ্টা বাজবার জন্য বারান্দার এক কোন থেকে

অপর কোনে আমাদের যেতে হয়েছিল; পৈশাচিক গারদটাকেও পার হতে হয়েছিল। উপেনবাবু হাতুড়ী দিয়ে ঢং করে একবার ঠুকতেই গারদের ভেতরের বাতি নিভে গেল। অজ্ঞাত কারণে আমরা দুজনে আঁৎকে উঠলাম। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগার, বার বার ঘণ্টা বেজে উঠল। বারটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই, গারদের দিক থেকে একটা কাঁাচ কাঁাচ শব্দ ভেসে এলো। দুজনে পিছন ফিরে সেদিকে তাকালাম। চাঁদের আলোর আবছায়াতে দেখতে পেলাম যে একটা প্রকাণ্ড গিরগিটির মাথা, গারদের ফোকর থেকে উঁকি মারছে, তারপরেই সেটা ধপ্ করে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। "ভূত, ভূত" বলে উপেনবাবু তখনই মূর্চ্ছা গেলেন। আমি গিরগিটিকে টিপ করে গুলী মারলাম, সেটা ফস্কে গেল। পর মুহূর্ত্তে আনাফুকির অট্টহাসির শব্দে আমিও মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। তার পরেই গারদের দরজাটা খুলতে সুরু করল।

আমি একেবারে অজ্ঞান হইনি, অর্দ্ধেক জ্ঞান ছিল। হটাৎ ওয়ার্ডারদের কামরার কাছ থেকে চীৎকার শোনা গেল। সর্দ্দার ওয়ার্ডার তার কর্ত্তব্যকে কুসংস্কারের চেয়ে বেশী দামী মনে করে, একটা লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এসে দেখল, আনাফুকি গারদ থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে পালাবার চেষ্টা করছে। আর যায় কোথা, মোটা লাঠিটা দিয়ে সে আনাফুকির পায়ে এক ঘা দিতেই শয়তানটা গোঁ গোঁ করতে করতে মাটিতে পড়ে গেল।

"জ্ঞান হলে দেখলাম সর্দ্দার ওয়ার্ডার আমাদের চোখে মুখে জল দিচ্ছে আর আনাফুকি হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

"পরে তদন্তের ফলে জানা গিয়েছিল যে সমস্ত ব্যাপারটা আনাফুকির গড়া। কোন রকমে সে একটা নকল চাবি যোগাড় করে ছিল, সেটাকে সে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিল। কাজেই আনাফুকি সেই চাবী দিয়ে ইচ্ছে করলেই যে কোন সময়েই গারদ খুলতে পারতো। তবে 'অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি।' বড় বেশী বাহাদুরী করতে গিয়ে এভাবে সে ধরা পড়ল; কাজ তো সে গুছিয়েই এনেছিল। একবার সে পালাতে পারলে যাদুকর হিসাবে তার নাম চারধারে ছড়িয়ে পড়ত ফলে লোকে তাকে ভয়ের চক্ষে দেখতো। পালাতে পারলে সে লোকের সম্মান তো পেতই, তাছাড়া হুমকি আর ভয় দেখিয়ে লোকের কাছ থেকে টাকাও আদায় কোরত, তার ক্ষমতার দোহাই দিয়ে। যাই হোক এত বুদ্ধি খরচ করেও আনাফুকি রেহাই পেল না, পরদিন সকালে আটটার সময় তার ফাঁসী হয়ে গেল। ওরে পুঁটি আর এক কাপ চা দেতো। সকলে হাঁ করে কাকাবাবুর গল্প শুনছিল, লোম খাড়া হয়ে উঠেছিল, শেষ হতে চমকে পিছন ফিরে দেখি মা, মতিপিসি আরও অনেকে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কীর্ত্তনের চেয়ে গল্পটা তাঁদের কাছে উপভোগ্য হয়েছিল বেশী।

"এক মিনিটের হাসি"

এক ঘড়ির ক্যানভাসার এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঘড়ি বিক্রি করতে গেছে। কড়া নাড়তে চাকর এসে বলল "বাবু ঘুমোচ্ছেন।" আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে ক্যানভাসার একটা এলার্ম দেওয়া ঘড়ি চাকরের হাতে দিয়ে বলল, যাও বাবুর কানের কাছে গিয়ে, চাবিটা ঘুরিয়ে দিলেই তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যাবে। তিনি বুঝতে পারবেন আমাদের ঘড়ির গুণ। এতো আর বাজে মার্কা ঘড়ি নয়!

— —

—পাঁচফোড়ন—

——শ্রীশীল ভদ্র।

জামায় কোন জায়গায় কঠিন দাগ লাগলে সেটাতে একটু ইউকেলিপটাস অয়েল লাগিয়ে বেশ করে ঘসে দিতে হয় তার পর সেটাকে কাচলে দাগ থাকে না। এতে জামার কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই।

* * *

সিল্কের স্কার্ফ সাবান দিয়ে কাচা শেষ হলে, জলে একটু মেথিলেটেড্ স্পিরিট মিশিয়ে তাতে স্কার্ফটাকে ডুবিয়ে আর একবার ধুয়ে নিলে, সিল্কের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা নষ্ট হয় না।

* * *

ব্রাউন রঙের জুতো পুরোণো হওয়ার দরুণ বিবর্ণ হয়ে গেলে, এক পোঁচ টিংচার আইডিন লাগিয়ে তার উপর পালিশ লাগালে চামড়ার রং ফিরে আসে।

* * *

সকাল বেলায় সূর্য্যের আলোর মধ্যে অনেকটা অতিবেগুণী রশ্মি (ultraviolet-ray) থাকে। অতি বেগুণী আলো অদৃশ্য, স্বাস্থের পক্ষে খুব উপকারী তাই সকাল বেলায় রোদ গায়ে লাগলে খুব ভাল।

* * *

ডেনের বা ক্লাবের কাঠের আসবাবপত্রের উপর শুধু তিসির তেল লাগালে মাঝে মাঝে, সেগুলি চকচকে দেখায়, আর বেশী দিন স্থায়ী হয়।

* * *

ময়দার আঠা তৈয়ারী করবার সময় তার মধ্যে একটু তুঁতে মিশিয়ে দিলে আঠায় পোকা কিংবা দুর্গন্ধ হয় না।

* * *

যারা ফটোগ্রাফি ভালবাস জেনে রাখ, Contact printing এ ছবিটিকে হাইপোতে ফেলবার আগে একটু নুনের জলে ডুবিয়ে নিলে, অনেকটা Sepia Toning এর মত দেখায়।

কর্ণওয়েল স্কাউট।

———রণেন ঘোষ ডি, এস, এম,

২য় কলিকাতা বয়স্কাউট এসোসিয়েসন্

তোমরা বোধ হয় অনেকেই "কর্ণওয়েল স্কাউট" নামক যে award আছে তার নাম শুনে থাকবে কিন্তু জান কি কেন কর্ণওয়েল স্কাউট নাম হ'ল আর কে কর্ণওয়েল ছিল?

১৯১৬ সালে যখন ইংরাজরা জ্যাটুলাণ্ডের কিছু দূরে জার্ম্মাণীর সঙ্গে জলযুদ্ধ করিতেছিল সেই সময় বালক কর্ণওয়াল "চেষ্টার" নামক রণতরীতে থাকিয়া আপনার বীরত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছিল। জ্যাক্ কর্ণওয়াল নৌসেনাভুক্ত হ'বার পূর্ব্বে লণ্ডন সহরে তোমাদের মত একজন স্কাউট ছিল এবং স্কাউটিং ক'রে প্রাণের বিনিময়ে কিরকম ক'রে কর্ত্তব্য পালন কর্ত্তে হয় তা শিখেছিল।

রণতরীতে তাহার কাজ ছিল কাণে টেলিফোন দিয়ে কামানের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আদেশ-কর্ত্তার হুকুম মত গোলন্দাজকে কামান দাগতে ব'লা। ক্রমেই যখন রণতরীর সমস্ত কামান ভেঙ্গে গিয়েছিল আর প্রায় সব গোলন্দাজ মারা প'ড়ে ছিল তার সঙ্গে সঙ্গেই স্কাউট কর্ণওয়ালের কামানও ভেঙ্গে গিয়েছিল আর সেও বিশেষ ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হ'য়েছিল তখন সে মনে কর্ল্লে জাহাজের কোন একটী নিরাপদ জায়গায় সরে গিয়ে নিজের প্রাণটা বাঁচাতে পারত কিন্তু সে মনে প্রাণে জানে তাকে ঐ কামানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য আদেশ করা হ'য়েছে সে ত বিনা হুকুমে সে জায়গা ছাড়তে পারে না। এমন সময় হঠাৎ একজন গোলন্দাজ কর্ণওয়ালকে বলে উঠল "বালক তুমি আপনাকে বাঁচাবার চেষ্টা কর কারণ শত্রুপক্ষের গুলী এখুনি তোমাকে নিহত কর্ব্বে" তখন সে উত্তরে ব'লেছিল "গোলা লাগতে কি আর বাকি আছে আমার বুকে তার একটুকরো অনেকক্ষণ বিঁধে গেছে" কিন্তু বীর কর্ণওয়াল একটু মাত্র বিচলিত না হ'য়ে তখনও স্থির ভাবে আপনার কাজ ক'রছিল। এই ভাবে কাজ করতে করতে সে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে যায় তার পর একটু সংজ্ঞা ফিরে এলে সে জিজ্ঞাসা ক'রেছিল "মহাশয় আমরা কি যুদ্ধে জয়লাভ করেছি"? কিছুকাল পরেই তাহার জীবন প্রদীপ চিরকালের জন্যে নিবে গিয়েছিল।

সেই লণ্ডন সহরের সামান্য স্কাউট যদিও সে আজ ইহ-জগতে নেই কিন্তু তার নাম বীরের ইতিহাসে চিরকালের মত স্বর্ণাক্ষরে লেখা রহিল আর নৌ বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহার মৃত দেহকে কবরস্থ করবার আগে—"Victoria Cross" পরিয়ে দিয়ে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছিলেন কারণ সে তার নিজের প্রাণকে বিসর্জ্জন দিয়ে কর্ত্তব্য পালনে রত ছিল।

তার স্মৃতি আর এই জলন্ত দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সমস্ত স্কাউটদের মধ্যে জাগিয়ে রাখবার জন্যে "Cornwell Scout Decoration" এর সৃষ্টি হ'য়েছিল। স্কাউটদের মধ্যে এই Decorationটী হ'চ্ছে খুব সম্মানের চিহ্ন। আশা করি তোমরাও সকলে কর্ণওয়ালের মত কর্ত্তব্য পরায়ণ হ'বার চেষ্টা কর্ব্বে।

"বাঘ বাঘ"

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বলদেওর বয়স যদি বছর দশেক কম হোত যদি সে আকেলাকে বনের মাঝে পেত তাহলে হয়তো নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেও পারতো কিন্তু নেকড়েটা যে তার বুকের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে! আবার যে সে নেকড়ে নয়,—মুগলি বলে ছোঁড়াটার হুকুমের দাম (?)। ছেলেটাও তো কম নয়, মানুষ হয়ে কিনা তার জন্মাবধি সেই খোঁড়া কেঁদো বাঘটার সঙ্গে ঝগড়া ছিল—এ সহজ ছেলে নয়। বলদেও হাঁ পিয়ে উঠল, নাঃ রক্ষা নেই, এ একেবারে ভোজবাজী, ডাকিনী মন্ত্র কি যাদু বিদ্যা না হয়ে যায় না। আড়চোখে সে একবার গলার রক্ষা কবচটী দেখে নিল, কি জানি মাদুলীর গুণে হয় তো এযাত্রা বেঁচেও যেতে পারে। অসহায়ভাবে সে মটকা মেরে রইল, প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই তার মনে হচ্ছিল এই বুঝি মুগলিও বাঘ হয়ে তাকে চিবিয়ে খায়।

শেষে সাহস করে সে কোন রকমে ফিসফিস করে বলে ফেল্ল...মহারাজ! দোহাই তোমার! মুগলি মাথাটা একটু ফিরিয়ে বলল—হুম্!

"দোহাই বাবা, বুড়ো মানুষ আমি ছেড়ে দেও। ঘাট হয়েছে আমার, আমি তো জানতাম না তোমার এত ক্ষমতা, আমি জানতাম তুমি একটা রাখালের ছেলে মাত্র। তা হলে আমি উঠে কি যেতে পারি, না তোমার তাঁবেদার নেকড়েমশায় আমায় ছিঁড়ে ফেলবে?"

"যাও, কিন্তু আর কখনও আমার কাজে নাক ঢোকাতে এসোনা। আকেলা ছেড়ে দিন ওকে।"

ছাড়া পেয়ে বলদেও চোখ কান বুজে গ্রামের দিকে মারল ছুট। কোন রকমে গ্রামে পৌঁছে সে ঘটনাটিকে অতিরঞ্জিত করে সবার কাছে বললে, বলল এ ভুতুড়ে কাণ্ড, একেবারে যাদুবিদ্যা; তার বোলচাল শুনে গাঁয়ের পুরোহিত পর্য্যন্ত ভাবনায় পড়ে গেলেন।

এদিকে মুগলি তার কাজ করে চলেছিল, অনেক মেহনতের পর সে নেকড়েদের সাহায্যে শেরখাঁর ছাল ছাড়িয়ে ফেলল। তখন বেলা গেছে, গোধুলি।

"এখন এই ছালটা লুকিয়ে রেখে আমার গরু মহিষের দলকে গ্রামে ফিরে নিয়ে যাব। আকেলা আমায় একটু সাহায্য করুন।

গোধুলির আবছায়াতে তারা গরু মহিষের পাল তাড়িয়ে নিয়ে চলল, যতই গ্রামের কাছে এগুতে লাগল, গ্রামময় আলোর বাহার দেখে মুগলি অবাক হয়ে গেল। ক্রমে চেঁচামেচি, ঘণ্টা, কাঁসর ও শাঁখ বাজানোর শব্দ তার কানে এল। গ্রাম শুদ্ধ লোক এসে গাঁয়ের ফটকের কাছে জড় হয়েছে। মুগলি ভাবল "আমি বাঘ মেরেছি তাই ওরা হয়তো

আমায় অভ্যর্থনা করতে এসেছে।” কিন্তু একি ? ইট পাটকেলের শব্দ তার কানে এল, তার চার ধারে শিলাবৃষ্টির মত ঢিল এসে পড়তে লাগল। গ্রামের লোকরা চেঁচিয়ে বলল ওরে পিশাচ, নেকড়েরভূত, জংলী রাক্ষস! পালা, ভাল চাস তো চলে যা, নইলে পুরুতমশায় মন্তর দিয়ে তোকে আবার নেকড়ে করে দেবেন। বলদেও, মার গুলি মেরে চামচিকেটাকে শেষ কর।

“গুড়ুম”—বলদেওর গোলা ছুটল, মুগলীর গায়ে লাগল না একটা মহিষের বাচ্ছা শুধু যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল।

গ্রামবাসীরা আঁৎকে উঠে বলল—একেবারে ভৌতিক ব্যাপার, নইলে বলদেওর গোলা ওর গায়ে না লেগে লাগল তো লাগ একেবারে ঐ মোষটার গায়ে ? হ্যাঁ হে বলদেও ও মোষটা তো তোমার বলেই মনে হচ্ছে।

ক্রমে ঘন ঘন ইট পাটকেল গ্রামের দিক থেকে আসতে লাগল, আশ্চর্য্য হয়ে মুগলি বললে—এসবের মানে কি ?

আকেলা গম্ভীর ভাবে বললেন মুগলি, তোমার এই মানুষের দলও জংলী প্যাকের মত অকৃতজ্ঞ! আমার যতদূর মনে হয়, এসব ইটপাটকেল আর গোলাগুলি ছোঁড়ার মানে হচ্ছে ওরা তোমায় চায় না ওরা মনে করে তুমি ওদের শত্রু।

পুরুতঠাকুর দূর থেকে একটি তুলসী গাছ ছুঁয়ে বলে উঠলেন “নেকড়ে! নেকড়ের বাচ্ছা! ভাল চাস তো চলে যা।”

“আবার ? ওরা আমায় তাড়িয়েছিল আমি মানুষ বলে। এরা আমায় তাড়াচ্ছে নেকড়ে বলে। আকেলা আকেলা চলুন আমরা চলে যাই।”

এমন সময় ভীড় ঠেলে পাগলের মত ছুটে এল একজন —সে হচ্ছে মেসুয়া। মেসুয়া বলল—বাছারে! বাছা আমার! ওরা তোকে বলে পিশাচ, ভূত, কিন্তু আমি ওদের কথা বিশ্বাস করি না, কিন্তু যা তুই আর একদণ্ডও এখানে থাকিস না, নইলে ওরা তোকে মেরে ফেলবে। বলদেও বলে, তুই নাকি যাদুকর—কিন্তু আমি জানি তুই আমার নাথুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছিস।” মেসুয়া কেঁদে ফেলল।

পিছন থেকে ভীতু গ্রামবাসীরা হল্লা করে উঠল—“মেসুয়া, ফিরে এস, নইলে তোমাকেও ঢিল মেরে, মেরে ফেলা হবে”।

রাগে দুঃখে মুগলি ফুৎসিৎ ভাবে হেসে উঠল—একটা ঢিল তার মুখে এসে লেগেছে, বলল—মেসুয়া পালাও তুমি। এই রকমই গাঁজাখুরী গল্প করে ওরা সন্ধেবেলায় ঐ—বড় গাছতলায় বসে আমি তোমার কে জানিনা তবে আমি তোমার ছেলের জীবনের দাম দিয়েছি এই বাঘ মেরে। আচ্ছা, বিদায়। তাড়াতাড়ি পালাও কারণ এখনই আমি ওদের ঢিলের চেয়েও বেশী বেগে গরু মোষের পালকে তাড়া দিয়ে পাঠিয়ে দেব। বিদায় বিদায়—তবে এইটুকু জেনো আমি ভূত নই, আমি রাক্ষস নই, আমি মানুষ। বিদায়—।

হুটাৎ মুগলি চীৎকার করে বলল—আকেলা, আর একবার তাড়া দিন। মহিষের দল গ্রামে ঢোকবার জন্য ছটফট করছিল, আকেলা একটা তাড়া দিতেই তারা পঙ্গপালের মত একসঙ্গে ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়ল। আশপাশের লোক সব ছিটকে পড়ল চারধারে।

একটু ঘৃণা মিশান ঝাঁঝাল স্বরে মুগলি চেঁচিয়ে উঠল গুণে নাও, গুণে নাও। এও তো হতে পারে যে আমি মোষ চুরী করে ট্যাঁকে লুকিয়ে রেখেছি। গুণে নাও, হিসেব বুঝে নাও, কারণ আমি আর তোমাদের গরু চরাব ন। বিদায় সকলের কাছে বিদায়, বিদায় গ্রামের সমবয়সী ছেলেমেয়েরা। ভয় নেই, আমি নেকড়ের দল নিয়ে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসব না—তার জন্য তোমরা মেস্থুয়াকে ধন্যবাদ দাও। যাক, বিদায়—।

কথা শেষ করে মুগলি আর সেখানে দাঁড়াল না। পিছন ফিরে সে লোন উলফ (Lone Wolf) এর সঙ্গে রওনা দিল জঙ্গলের দিকে। আকাশের অসংখ্য তারার দিকে তাকিয়ে মুগলি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, বলল—"আকেলা, আমাকে আর ঐ খোঁয়াড়ের মত ঘরে শুতে হবে না। না, আমরা গ্রামের লোকদের কোন ক্ষতি কোরবনা কারণ গ্রামের মধ্যে অন্তত: একজনের কাছে ভাল ব্যবহার পেয়েছি, সে হচ্ছে মেস্থুয়া। হাঁ শেরখাঁর চামড়াটা নিয়ে এবার আমরা চলে যাব, আকেলা।

মাঠের ওপাশ থেকে যখন চাঁদ উঠল, চারদিক ধবধবে সাদা দেখাতে লাগল দুধের মতন। চাঁদের আলোতে আতঙ্কগ্রস্ত গ্রামবাসীরা দেখল, মাথায় একটা পুঁটলি নিয়ে দুটো নেকড়ের সঙ্গে মুগলি নেকড়েদের চলার সঙ্গে তাল রেখে আগুনের মত বেগে ছুটে চলেছে। তখন তারা মন্দিরের ঘন্টা ঘন ঘন বাজাতে লাগল, শাঁখগুলিতে আরও জোরে ফুঁ দিতে লাগল। যাক্ আপদটা গেল। কাঁদল শুধু মেস্থুয়া আর বলদেও গোঁফে তাও দিয়ে উৎসাহের সঙ্গে তার গাঁজাখুরী গল্প সুরু করে দিল ; সে বলতে লাগল কি করে আকেলা নামে নেকড়েটা হটাৎ পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে মানুষ হয়ে কথা বলেছিল।

চাঁদ প্রায় ডুবুডুবু এমন সময় মুগলি দুজন নেকড়ের সঙ্গে শৈল সভার কাছে পৌঁছাল মা নেকড়ের গুহার কাছে এসে তারা থামল। মুগলি ডাকল মা, মা আমি ফিরে এসেছি, তারা মানুষের দল থেকে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি এসেছি আমার প্রতিজ্ঞা রাখতে, এই দেখ শেরখাঁর চামড়া।

মা নেকড়ে তার কাবেদের সঙ্গে করে আস্তে আস্তে গুহা থেকে বেরিয়ে এলো, শেরখাঁর চামড়া দেখে তার চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল।

"যেদিন এই ভীতুটা প্রথম তোমার প্রাণ নেবার জন্য এই গুহার মুখে এসে হানা দিয়েছিল, আমি সেই দিনই বলে ছিলাম এই ছেলে বড় হয়ে ও লাংড়িকে মারবে। সাবাস বাচ্ছা—বেশ করেছ।"

"সাবাস ভায়া, সাবাস" কে যেন ঝোপের ভিতর থেকে গম্ভীরভাবে বলে উঠল বাঘেরা দৌড়ে এসে মুগলির পা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বল্লেন "তোমাকে ছেড়ে জঙ্গলে বড় হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, মুগলি।"

তারপর তারা সকলে সভাশৈলর কাছে গেল; আকেলা যে পাথরটার উপর বসতেন, মুগলি তার উপর শেরখাঁর চামড়া টানটান করে বিছিয়ে, তার চার কোনে চারটে বাঁশের গোঁজ পুঁতে দিল। আকেলা তার উপর বেসে আবার সেই পুরোণো ভঙ্গি ডাক ছাড়লেন বল্লেন "নেকড়ের দল, হুঁসিয়ার ভাল করে দেখ।" ঠিক এমনি ভাবেই তিনি মুগলির টেণ্ডারপ্যাডের দিন বলেছিলেন।

আকেলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়ার ফলে, শিয়োনীপ্যাকের কোন নেতাই ছিল না নেকড়েরা নিজেদের খেয়ালে শীকার করতো আর মারামারি করে ঘুরে বেড়াত। আজ কিন্তু তারা পুরোণো অভ্যাস অনুসারে আকেলার ডাকে সাড়া দিল। কেউ এল খোঁড়াতে খোঁড়াতে কেউ এল লাফাতে লাফাতে, কেউ বা এল খাবার ফেলে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে। তাদের মধ্যে অনেকে নেই কেউ মরে গেছে, কেউ কেউ বা অক্ষম হয়ে গুহায় পড়েছিল। তবু তারা এল শৈল সভাতে। শেরখাঁর চামড়া টানটান করে বিছানো ছিল, সেই দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে মুগলি বলল—চেয়ে দেখ নেকড়ের দল, চেয়ে দেখ, আমি আমার প্রতিজ্ঞা রেখেছি কি না?

সকলে এক সঙ্গে বলল—হুম্! একজন নেকড়ে বলে উঠল—আকেলা! আপনি আবার আমাদের নেতা হন। মুগলি, মানুষ কাব! তুমি ভাই আবার আমাদের মধ্যে ফিরে এসো, আবার আমাদের চালাও। এই বেআইনী উচ্ছৃঙ্খল জীবন নিয়ে আমরা হাঁপিয়ে উঠেছি। আমরা আবার আগের মত শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে থাকতে চাই।

বাঘেরা গর্জ্জন করে উঠল—না, তা'হতে পারে না। ভরা পেটে রক্ত তোমাদের আবার গরম হয়ে উঠবে, তখন তোমাদের মধ্যে শয়তান আবার জেগে উঠতে পারে। যারা একবার আইন ভেঙ্গে বিদ্রোহ করতে পারে, তাদের বিশ্বাস নেই। তোমরা স্বাধীন হতে চেয়েছিলে, তোমরা নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করতে চেয়েছিলে, তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। স্বাধীনতা চেয়ে ছিলে, পেয়েছ—এখন তাই ধুয়ে খাও।" এবার মুগলি কথা বলল—মানুষের দল আর নেকড়ের প্যাক আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন থেকে আমি একাই শীকার করে বেড়াব জঙ্গলে।

চারজন নাদুস নুদুস কাব এগিয়ে এসে বলল—তুমি একা যাবে কেন? আমরা তোমার সঙ্গে যাব।

সেই দিন থেকে—মুগলি চারজন কাবকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে শীকার করে বেড়ায়। তা'বলে চিরদিনই তাকে এরকম ভাবে একা জঙ্গলে থাকতে হয়নি, কারণ পরে সে আবার মানুষের সমাজে ফিরে গিয়েছিল, সেখানে সে বিয়ে থা করে সুখে ঘরকন্না করেছিল।

বড় হলে তোমরা সে গল্প পড়বে।

—শেষ

কাগজের থলে ফাটান—

কাব্‌রা সবটিম্ রিলের জন্য একজনের পেছনে আর একজন অর্থাৎ Indian Fileএ দাঁড়াবে। অপরদিকে অন্ততঃ ২৫ গজ দূরে দুইখানি চেয়ার বা আর কিছু থাক্‌বে আর তাদের প্রত্যেকটীর উপরে কতকগুলি ক'রে কাগজের থলে রাখা থাক্‌বে।

"গো" বল্‌লেই প্রত্যেক টিমের প্রথম নম্বর কাব্‌রা দৌড়ে চেয়ারের কাছে যাবে, একটী থলে তুলে তাকে ফুঁ দিয়ে ফোলাবে, তারপর তাকে ফাটিয়ে Waste Paperএর ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে ছুটে এসে দ্বিতীয় নম্বর কাব্‌কে ছোঁবে সে আবার ঐ রকম কর্ব্বে। এই রকম ক'রে যে দল আগে শেষ কর্ত্তে পার্ব্বে তা'রা জিত্‌বে।

"সোনা"—

Hullo!

Have you ever realised what the word "SCOUT" spell and means? It is quite worth remembering:—

SMARTNESS
COURTESY
OBEDIENCE
USEFULNESS
TRUSTWORTHINESS

I hope that every Scout will carry out those points in his daily work.

পশুপক্ষীদের পায়ের ছাপ কি ক'রে তুল্‌তে হয়?—

তোমরা বোধ হয় অনেকেই জান যে, আমাদের একটী ব্যাজ আছে তার নাম হ'চ্ছে ট্র্যাকার (TRACKER)। এই ব্যাজটী পেতে হ'লে পশু পক্ষীদের পায়ের ছয়টী ছাপ তুল্‌তে হয়।

এখন আমি তোমাদের ছাপ তুল্‌তে হ'লে কি কি জিনিষের দরকার তা বল্‌ব। তোমরা হয়ত মনে কর্চ্ছ যে কি একটা ভয়ানক ব্যাপার কিন্তু মটেই তা নয়; আর খরচাও বিশেষ কিছু নেই। জিনিষের মধ্যে দরকার :—

১। Plaster of Paris

২। পেয়ালা (এনামেল)

৩। চামচ

৪। কিছু সরু সরু কাটা পিস্‌বোর্ড

৫। একটী কাটী তার একদিকটী সরু আর অপরদিকটী চামচের মত

আর কি জিনিষ ত সব একরকম যোগাড় হ'ল—এইবার পায়ের ছাপ খুঁজতে আরম্ভ কর আর যেই পাবে তাকে এই রকম করে তুল্‌বার চেষ্টা কর্ব্বে। ঐ যে চামচের মত কাটীটা ঐটী দিয়ে যদি ছাপের মধ্যে ধুলা বা আর কিছু থাকে তা তুলে ফেল্‌বে, তারপর কাটা পিস্‌বোর্ড একটী নিয়ে গোল করে ছাপের চারধারে একটু মাটীর মধ্যে বসিয়ে দেবে। যদি পিস্‌বোর্ড এই ভাবে না দাও তা হ'লে ছাপ জমাতে পার্ব্বে না আর সমস্ত মসলা চারদিকে ছড়িয়ে পড়্‌বে।

ধর ছাপ একটা পাওয়া গেছে এইবার মসলা কি করে মিশোতে হয় তা বল্‌ছি। পেয়ালাটীতে ছাপের আকার অনুযায়ী Plaster of Paris মিশোতে আরম্ভ কর্ব্বে আর কাটীটা দিয়ে অনবরত নাড়বে তবে একটু বেশী করে মসলা করা ভাল। এখন দেখ্‌তে হবে যে মাখা মসলাতে বুদ্‌বুদ্ (Bubbles উঠেছে কি না যদি উঠে থাকে তা হ'লে একটী কাটী বাটীর মাঝখানে ঢুকিয়ে দেবে তারপর মসলাটী আস্তে আস্তে সেই পিস্‌বোর্ড দিয়ে ঘেরা ছাপের মধ্যে ঢেলে দেবে। ১০।১৫ মিনিট এই ভাবে রেখে দেবে যখন দেখবে যে উপরটী বেশ শক্ত হ'য়ে এসেছে তখন (তবে যদি আরও অনেকক্ষণ রাখা সম্ভব হয় তা হ'লে রাখতে পার কারণ তখন ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা খুব কম)। আর একটী কথা ছাপটী খুব শক্ত হবার আগে উপরে পশু বা পাখীর নাম, তারিখ, জায়গা ও নিজের নামের অক্ষর দিতে ভুলোনা। এইবার মাটীর চারপাশ খুঁড়ে ছাপটী তুলে নেবে; তারপর জলে ফেলে ছোট বুরুস (পুরাণো Tooth Brush হ'লে মন্দ হয় না) দিয়ে আস্তে আস্তে ঘস্‌বে। যদি তাড়াতাড়ি ছাপটীকে শক্ত করবার দরকার হয় তা হ'লে মসলার সঙ্গে একটু লবণ মিশিয়ে দেবে আর যদি দেরী করে শক্ত করাতে চাও তা হ'লে মসলাতে একটু শর্করা (Vinegar) মিশিয়ে দেবে।

Plaster of Paris হাওয়া লাগলে শক্ত হ'য়ে যায় সেই কারণে মুখ চওড়া শিশিতে বা টিণের বাক্সে বিশেষ সাবধানে বন্ধ ক'রে রাখবে আর হাওয়া যাতে বেশী না লাগে সেই বিষয়ে খুব সাবধান থাক্‌বে। আশা করি পাঠকরা সকলে এই জিনিষটী করবার চেষ্টা কর্ব্বে।

...বিচিত্রা...

——— স্কাউটার মনোজ খাঁ।

নূতন নিয়ম—আকেলাদের (১৯৩৩ খৃঃ সংস্করণ) Policy, Organisation and Rules. ভালকরে পড়া দরকার ইহাতে পোষাক সম্বন্ধে কতকগুলী বিশেষ লক্ষ্য করবার আছে।

ক। কাবেরা হলদে গার্টার ট্যাব পরে সবুজ নহে।

খ। সিক্সরংয়ের কাঁধের চিহ্নটীর নিচু দিকটীর মাপ ১" ইঞ্চি হওয়া দরকার।

গ। পিতলের Wolf head সাধারন পরিধানের সঙ্গে পরা উচিৎ ইহা বিশেষ ভাবে লেখা আছে।

ঘ। যদি ১ম ও ২য় তারা টুপিতে কিংবা অন্য কোন প্রকার শিরাবরণ না পরা হয়, সেগুলি বাঁ দিকের বুক পকেটের,কাপড়ের Wolfhead badge এর দুই পার্শ্বে পরিতেহইবে।

নুতন খেলা—

সাপের খোলস ছাড়ান খেলা—নুতন রকমে। সকল সিক্সার দাঁড়াবে ও তাদের পিছনে তাদের সিক্সের কাবেরা পিছন পিছন দাঁড়াবে। তারপর "যাও" বল্লে প্রত্যেক সিক্সের পিছনের কাবটী ছাড়া সকলে সাধ্যমত নিচু হয়ে বসে পড়বে ও সঙ্গে সঙ্গে পিছনের কাবটী তাদের নিজের সিক্সের সকলকে টোপ্‌কে তাদের সামনে এসে বসে পড়বে, তারপর ৫নং কাবটী ঠিক ঐ রকম করে সামনে আসবে এই রকম সকলকে করতে হবে, যতক্ষন না সিক্সার আবার সামনে আসে। শেষ হবার সময় সিক্সার সামনে এসে alert দাঁড়াতে হবে ও তার কাবেরা পিছনে বসে থাকবে। একজন কাব এসে বসবার আগে আর একজন আরম্ভ করবেনা এমন কোন নিয়ম দরকার হয় না।

এই yellটীর জাহাজ ডুবী খেলার সময় বেশ কাজে লাগবে। ঠিক করে সাবধানে সময় রাখলে বেশ ভাল শোনায়।

এস্—ও—এস্! এস্—ও—এস্। উই—ওয়াণ্ট—হেল্প্ (এই লাইনটী একটু আস্তে) এচ্—ঈ—এল্—পি—হেল্প্! (থাম) হেল্প্!! (থাম) হেল্প্!!! (নিরাশ হয়ে জোরে চিৎকার)

চক্রখেলা—প্যাক সিক্স্ অনুযায়ী পরপর গোল হয়ে বসবে। তারপর আকেলা যখন একটি নম্বর ডাকবেন (ধর দুই) তখন প্রত্যেক সিক্সের সেই নম্বর (এখানে দুই) বাঁদিক দিয়ে গোল হয়ে দৌড়ে নিজের সামনের কাবটিকে ছুঁতে চেষ্টা করবে। যাদের ছুঁয়ে দেবে, তারা তৎক্ষণাৎ পথ ছাড়িবার জন্য চক্রর মধ্যে ঢুকতে হবে। যখন কাবেরা দৌড়াবে আকেলা মাঝে মাঝে About turn কিংবা ঘুরে যাবার আদেশ দেবেন। যখন বুঝবেন ছেলেরা বেশ ক্লান্ত হয়েছে তখন প্যাক বলে থামতে আদেশ দেবেন। প্রত্যেক কাব যত জনকে ছুঁতে পারবে তত পয়েণ্ট পাবে। তারপর আকেলা আর একটি

নম্বর ডাকবেন (ধর ছয়) এবার সকল সিক্সের ছয় নম্বরকে ছুটিতে হবে। এই রকমে খেলে যাও যতকক্ষণ না প্রত্যেকে দুইবার সুযোগ পায়।

ফাঁসির আসামী—আকেলা একটি কথা ভাববে। খড়ি দিয়া মাটী কিংবা বোর্ডের উপর সেই কথাটীর প্রত্যেক অক্ষরের জন্য একটী করে × চিহ্ন করবে। তারপর একটী ফাঁসি কাঠের ছবি আঁকবে। এবার খেলা আরম্ভ হবে। প্রত্যেক কাবকে পরপর প্রথম অক্ষর কি তাহা অনুমান করে বলবার সুযোগ দেওয়া হবে। যদি একজনের ভুল হয়, আকেলা অসামীকে আঁকাতে সুরু করবে। প্রতি ভুলের জন্য আসামীর এক একটী করে জিনিষ আঁকতে হবে। যখন প্রথম অক্ষরটী অনুমান করা হবে প্রথম × টী মুছে ফেলে সেই অক্ষরটি লিখে দেবে। এই রকম করে যাও যতক্ষন না সমস্ত কথাটির অনুমান হয়। খেলাটীর উদ্দেশ্য হচ্ছে ছবিটা সমস্ত শেষ হবার আগে কথাটি আবিষ্কার করা।

ক্রিয়ার বিশেষণ—এক জন কাব ঘর থেকে চলে যাবে এবং অন্যেরা একটি ক্রিয়ার বিশেষণ ঠিক করবে। তারপর ঐ কাবটিকে ঘরে ডাকতে হবে। সে ঘরে এসে সে কোন কাবকে কোন আদেশ করিবে এবং তাকে সেই ক্রিয়ার বিশেষণ অনুযায়ি সেই আদেশ পালন করিতে হবে। যদি সে অনুমান না করতে পারে ঐ কাবটী আর একজনকে আদেশ করিবে। বিশেষণটী অনুমানের আগে কয়টী আদেশ দেয় তারা দেখতে পায় কিংবা নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি আদেশ দেবার অধিকার দিতে পার।

খেয়া—প্যাকটী একটি ডুবুডুবু জাহাজের উপর' আকেলা হচ্ছেন কাপ্তেন। তিনি একটা আদেশ দেবেন ও তারপর একটি সংখ্যা বল্‌বেন। ঐ সংখ্যাটী হচ্ছে, কতজন করে প্রতি খেয়ায় উঠবে খেয়াতে উঠিবার আগে আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে হবেই। যারা একটী খেয়াতেও স্থান না পাবে তারা জীবন হারাবে। উদাহরণ :—আকেলা বল্‌লেন "তিন ডিগ্‌বাজি —পাঁচ" এখন প্রত্যেক কাবকে তিনবার ডিগ্‌বাজি খেয়ে, পাঁচজন করে যেখানে হোক একত্র হতে হবে। যারা দল করতে পারলে না তারা প্রাণ হারাল। সংখ্যাটী প্রত্যেক বার বদলাও ও এমন সংখ্যা বল যাহাতে কাহারও জীবন হারাতে হবে।

মনের কথা—কতকগুলা অক্ষর লেখা কার্ড একটী টুপিতে রাথ। একজন এক একটি করে কার্ডগুলা বাহির করিবে ও অক্ষরটী কি বলিবে। প্রত্যেক অক্ষরটি বলবার পর আকেলা বলবেন "আমি অমুক জিনিষটা ভাবছি অবশ্য জিনিষটা কি একটু খোলসা করে বলা দরকার। যে প্রথমে ঠিক বলতে পারবে আকেলা কি ভেবেছেন তাকে কার্ডটি দেওয়া হবে। খেলায় শেষে কে জিতেছে জানবার জন্য কার কাছে কতকগুলা কার্ড আছে দেখ।

উদাহরণ—

মনে কর একটা কার্ডে লেখা আছে "R" আকেলা বল্‌বেন "আমি ভাব্‌ছি মা নেকড়ের একটা নাম" যে প্রথমে বলতে পারবে Raksha কার্ডটি সে পাবে।

Notes & News

By Ronen Ghose,

The warrants of appointment of the following Scouters have been issued :—

Gadadhar Niyogi,	A. S. M.,	Dinajpur Zilla School Troop.
Syed Paikar Hossain,	C. M,	1st. Nr. Murshidabad Pack.
Syud Wali Hosain,	C. M,	5th ,, ,,
Amarendra Nath Sen	C. M.	4th ,, ,,
Prangopal Chatterjee	C. M.	6th ,, ,,
Siddheswar Ghosal,	G. S. M.	2nd Nr. Murshidabad Troop.
Byomkesh Ghosh	C. M.	2nd Murshidabad Pack.
Phani Bhusan Mitra	S. M.	9th ,, Troop.
Hugh Godfrey Stuart Bivar	D. C.	Mymensingh Local Association.
Hari Charan Sen	C. M.	Suri Practising Primary School Pack.
Bhupendra Nath Mazumdar	C. M.	Mission House Pack, Ondal.
Helis Chandra Chaudhuri	D. S. M.	Sherpur-Jamalpur Local Association
Kausik Mitra	S. M.	3rd/II Cal. (S. C. C. School) Troop.
Makhan Lal Saha	S. M.	10th/II Cal. (New Indian School) Troop.
Hari Kumar Nath	S. M.	31st/II Cal (Deshbandhu High School) Troop.
Nabanidhar Banerjee	G. S. M.	Sultanpur Sriram H. E. Shool Grpou.
Charu Chandra Ghose	S. M.	Sultanpur Sriram H. E. Shool Grpou.
Brahmapada Chatterjee	C. M.	Sultanpur Sriram H. E. Shool Grpou.
Hemtaran Mondal	A. C. M.	Sultanpur Sriram H. E. Shool Grpou.
Bijon Kumar Mukherjee	A. S. M.	Barasat Govt. School Troop.

The following Crews Packs and Troops are registered :—

Benimadhab H. E. School Troop,	Faridpur.
Mahakalguri Mission Crew,	Jalpaiguri.
Satkania H. E. School Troop,	Chittagong.
Rover Crew (open) Agimganj,	North Murshidabad.
Alipur Duar High School Troop,	Jalpaiguri.
Bhola Town School Troop,	Bhola (Backerganj)
Paiker H. E. School Troop,	Birbhum.

Cub Course for Beginners :—A Cubmasters' Course (Beginners) was held at the new Camp Site at Ganganagar from 8th to the 14th May, 1934. Representatives hailed from the following Districts to take the training :—Calcutta, Hooghly, Howrah, Krishnagar, Murshidabad, Mymensingh, Rangpur and 24 Perganas.

The strength of the course was 29 in all.

The result of the Course was summed up as follows :—

First Class	...	1
2nd Class	...	24
Failures	...	4

Mr. N. N. Bhose, Provincial Secretary opened the course and were pleased to take a few sessions in the Camp. Mr. Kali Ghosh acted as Akela assisted by Mr. Monoj Khan as Bagheera. Rovers Mohon Dutt and Ranjit Ghose as Jt. Quartermasters.

Cub Wood Badge Course :—The Camp was held at the Provincial Camping Ground at Ganganagar from 14th to the 19th of May 1934. Rev. R. W Bryan, Akela Leader, Bengal, was in charge of the Course and acted as Akela and Mr. Kali Ghosh, an experienced Old Wolf assisted him as Baloo. Scouter Monoj Khan and Rover Mohon Dutt acted as Jt. Quartermasters. 12 Scouters attended the Course and were all present for the whole time with one exception. The Districts represented are as follows :—1st, 2nd, 3rd Calcutta, Berhampore, Dacca and Jalpaiguri. Certificates were granted to six members out of 12 and five were made members of the 1st Bengal Training Pack.

Scoutmasters' Training Course :—A Scoutmasters' Training Camp will be held from 14th to the 25th of july, 1934 at the Provincial Camping Ground at Ganganagar.

All Bengal Boy Scouts' Conducted Tour. The Provincial Association is contemplating to organise a tour to Northern India by the end of September this year. Negotiation is going on with the Railway authorities to that effect. It will take 15 days to complete the tour. The following places of interests will be included in the programme :— Howrah, Gaya, Benares, Lucknow, Hardwar, Delhi, Muttra, Brindaban, Agra, Bharatpur, Jaipur, Ajmere, Sabitri, Udaypur, Chitorgarh, Gwalior, Allahabad, Chunar, Howrah.

Charges and other particulars will be published later on.

Award. Lady Baden-Powell, G. B. E., (Chief Guide of the World) has been awarded with the "Silver Wolf". We offer our hearty congratulations to her.

একাদশ বর্ষ] আষাঢ়—১৩৪১ [১ম সংখ্যা

জাগরণ।

শ্রীঅমর সেন।

জাগো জাগো রাত ফুরাল
ভোরের আলো মারছে উঁকি,
জাগরণের পড়ল সাড়া,
এখনো ঘুম ভাঙেনি কি ?

শোন্‌রে খ্যাপা গাইছে বাউল
জাগরণের গান।
একতারার ঐ উদাস করা
মন মাতানো তান।

সারা জগৎ জাগ্‌ল ধীরে
তুই কি সুধু রইবি পড়ে ?
পায়ের তলায় লুটিয়ে থাকা
চল্‌বে নারে চল্‌বে নারে ?

জীবনটারে ভরিয়ে দেরে
আনন্দ আর সংযমেতে,
বিপদ দেখে করিস্‌ না ভয়
হাঁসি মুখে এগিয়ে যেতে।

আগল ভেঙ্গে আয় বেরিয়ে
ভাঙ্‌রে শিকল আপন করে,
ভগবানের আশিষ ধারা
পড়্‌বে ঝরে তোরই শিরে॥

তারার মোহর

—শ্রীঅমিয় কুমার রায়চৌধুরী

অনেকদিন আগে একটি ছোট মেয়ে থাকতো এক দেশে। মেয়েটি ভারী গরীব। বেচারার বাবা মা কেউ নেই, বড় দুঃখে সে দিন কাটায়। ক্রমে তার কুঁড়ে ঘরখানিও একদিন কাল বোশেখীর ঝড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। বড় বিপদে পড়ল সে, তার মা নেই বাবা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, ঘরদোর কিছু নেই; ক্ষিদের সময় যে একমুঠো ভাত খাবে তাও তার নেই। চার ধারে শুধু হাহাকার।

চুপ করে বসে থাকলে চলবে না, কোন রকমে বেঁচে থাকতে হবে। কাজেই বুদ্ধিমতীর মত সে ভগবানের নাম নিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে তার কিছু নেই; গায়ে একটা বেনিয়ান, পায়জামা আর একটা ফ্রক, হাতে তার শেষ সম্বল এক টুকরা রুটি। যাবার আগে সে তার মায়ের দেওয়া পুরোনো শালটাকেও সঙ্গে নিল। এইটুকু মেয়ে এতবড় পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়ল একা।

কিছুদূর যাবার পর, পথে তার একটি কুঁজো বুড়ীর সঙ্গে দেখা হোল। সে তার হাতের রুটিটার দিকে তাকিয়ে কাতর স্বরে বললে—তিনদিন কিছু খাইনি মা; তোমার রুটিটা আমাকে দাও, বড় ক্ষিদে পেয়েছে। মেয়েটি একটু থমকে দাঁড়াল, তারপর হাতের রুটিটা বুড়ীকে দিয়ে দিল। বুড়ী তাকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে চলে গেল।

মেয়েটি চলেছে—আরও কিছুদূর গিয়ে সে দেখল একটি ছেলে পথের ধারে পড়ে কাঁদছে। তার ভারী দয়া হোল, ছেলেটির কাছে সে এগিয়ে গেল। ছেলেটি শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছিল, তার দিকে একবার তাকিয়ে করুনস্বরে বলল—ওগো তোমার শালটা দাওনা গো, বড় শীত করছে আমার। সে ভাবলে, আমার তো জামা কাপড় রয়েছে, বেচারার শীত করছে—শালটা ওকে দিয়ে দি। ছেলেটি শালখানা পেয়ে ভারী খুসী হোল। আমাদের খুকু আবার চলতে সুরু করে দিল।

যেতে যেতে পথের মাঝে সে আর একটি মেয়েকে দেখল, বেচারার গায়ে কিছু নেই একেবারে নিরাভরন বল্লেই হয়। খুকুর মন গলে গেল। মেয়েটি তাকে দেখে বললে—তুমি কোথায় যাচ্ছ ভাই? তোমার তো তলায় বেনিয়ান আছে, তোমার জামাটা আমায় দাও; দেখছনা আমার কিছু নেই। খুকু ভাবলে, তাইতো বেচারার একটাও জামা নেই তো! নিজের জামাটা খুলে সে মেয়েটিকে দিয়ে দিলে। তার নিজের গায়ে তখন একটা পাতলা বেনিয়ান রয়েছে মাত্র। অন্ধকার হয়ে এসেছে, ঠাণ্ডা বাতাস বইতে সুরু করেছে। ঐ শীতের মাঝে খুকু জঙ্গলের ধার দিয়ে চলেছে। রাতটা এই বনেই কাটিয়ে দেবে ভেবে সে গুঁড়ী মেরে গাছের সারির ফাঁক দিয়ে চলতে সুরু করলে। কিন্তু বেশী দূর আর তাকে যেতে হোল না,

জঙ্গলের ভিতর একটি গাছ তলায় আর একটি মেয়ে একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। মেয়েটি খুকুকে দেখতে পেয়েই তার কাছ থেকে বেনিয়ানটা চাইল। খুকু, একটু ভেবে, বেনিয়ানটা খুলে, তাকে দিয়ে দিল। ভাবলে, রাত্তিরটা বইতো নয়, গাছের পাতার আড়ালে কোন রকমে কাটিয়ে দেওয়া যাবে, একটু শীত করলেও ক্ষতি নেই। এই রকমে তার যা কিছু ছিল সমস্ত বিলিয়ে দিয়ে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে, রাত্রের জন্য। প্রার্থনা শেষ হলে সে উপরে আকাশের দিকে তাকাল, প্রনাম করবার জন্য—ভারী সুন্দর লাগল তার ভগবানের সুন্দর আকাশকে। আকাশ অসংখ্য তারায় ভরে গেছে, কেউ যেন কারও গালে কতকগুলি চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিয়েছে।

খুকু কতক্ষন অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল তার ঠিক নেই, হঠাৎ তার মনে হোল আকাশের তারাগুলো যেন দল বেঁধে তার দিকে ছুটছে। দেখতে দেখতে তার চারপাশে কতকগুলো চকচকে গোল গোল জিনিষে ভরে গেল—যেন তারার বৃষ্টি হচ্চে। খুকুর চমক ভাঙ্গল, সে একটা চকচকে জিনিষ কুড়িয়ে নিয়ে দেখল মোহর—একেবারে খাঁটি সোনার মোহর। মোহরের স্তূপের মাঝে আর একটা কি যেন ঝলমল করছে, খুকু এগিয়ে গিয়ে সেটা তুলে নিল—দেখল একসুট ভাল রেশমী পোষাক, তাতে সোনালী কাজ করা। অত সুন্দর পোষাক সে কোন দিন চোখেও দেখে নি। এত টাকা যে থাকতে পারে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। কিন্তু এটা স্বপ্ন নয় সত্য।

———

যাত্রীর বৈঠক

শ্যামাকান্ত

——শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ সান্যাল

তৃতীয় বৎসরে শিশু হাঁটিয়া বেড়ায়,
(যে) সুবোধ সুশীল অতি, যাহা পায় তাহা খায়,
নাহিক বিচার কিছু সব দ্রব্য গিলে,
অবশেষে দেখা দিল পেট জোড়া পিলে,
ডাক্তার কবিরাজ আর হোমিওপ্যাথি
সকলে জবাব দিল কেহ নাহি সাথী
রক্ষিবারে পুত্রে কান্ত, কাঁধে নিল ঝুলি
সর্ব্বশেষে বেঁধে দিল তার গলায় মাদুলি
পুত্র ক্রোড়ে রমা কান্ত বসিয়া আহারে
দেখিছেন পুত্র মুখ চাহি বারে বারে

এই ভাবে রমা কান্ত পুত্র কৈল রক্ষা
এইবার আসিল দিতে তারে দীক্ষা
সপ্তম বৎসরেতে দ্বিজ শ্যামাকান্ত
বিদ্যালয়ে যায় বৎস হয়ে শিষ্টশান্ত
পাঠারম্ভ করে বৎস বর্ষে ফাঁকি দিয়া
পরীক্ষার পাঠ করে রজনী জাগিয়া
দুই মাস পরে যবে বাহিরিল ফল
রাত জাগা পরিশ্রম সকলি বিফল
ফেল্ করে শ্যামা কান্ত গেলনা ভবনে
ছুটে গেল ভিন্ন দেশে চাকুরী সন্ধানে
এম, এ, বি, এ, কতজন ঘুরিতেছে মোর
চাকরী পেল রমাকান্ত ভাগ্য বড় জোর
সিভিল সার্জ্জন হয় তার পিসতুত ভাই
দয়া করে কোন মতে দিল তারে ঠাঁই
হাতে কাগজের তাড়া ছাতাটি বগলে
তাড়াতাড়ি শ্যামাকান্ত অফিসেতে চলে
রৌদ্র বৃষ্টি যত হোক কোন কথা নাই
প্রতি দিন সেথা তার হাজিরাটি চাই
শ্যামাকান্ত অফিসেতে যায় অতি ব্যস্ত
ট্রাম গাড়ীর তলে গিয়া পড়ে অতি ত্রস্ত
চাপা পড়ে শ্যামাকান্ত বন্ধ হয়ে দম
দীর্ঘশ্বাস ফেলি বলে কোথা আছ যম
যম বলে ওহে শ্যামা কান্ত ভাই
বাঙ্গালীর ইহা ভিন্ন অন্য গতী নাই।

বানান বিভ্রাট।

মফঃস্বল স্কুলে ভর্ত্তি হয়েই "ভাল ছেলে" নাম কিনে ফেল্লুম। ইস্কুলের ছেলেরাও 'কলকাতার ছেলে' বলে বেশ ভব্যি সব্যি করে চলতো। মাষ্টার মশায়রাও 'পালোয়ান প্যাটার্ণ' কাপড় পরা, সার্টের কলার উল্টান এবং মাদ্রাজী স্যাণ্ডেল শ্লিপার দেখে ব্যবহারটা ভালভাবেই কর্ত্তেন। এর ওপরে আবার ইংরাজী আর অঙ্কে একটু বেশী দখল থাকায় হেড্ মাষ্টার মশায় আর এ্যাসিষ্টাণ্ট্ হেড্ মাষ্টার মশায়ের একটু বেশী রকমের সুনজরে পড়ে গেলুম। সুতরাং সংস্কৃতের 'নর' শব্দটি পর্য্যন্তও না যেনেই হেড্ মাষ্টার মশায়ের চুবড়ি ধরা পণ্ডিত মশায়ের সুনজরে পড়তে কষ্ট পেতে হয়নি। সুতরাং এহেন সৌভাগ্যবান্ আমি যে বিনা আপত্তিতেই ইস্কুলের হেড্ মনিটার হয়ে ছেলেদের পাণ্ডা হবো এটা প্রত্যেক ছেলেরই বোধ হয় আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তাইই বোধ হয় ভোটের দিন আমার বিরুদ্ধে আর কেউই দাঁড়াল না এবং আমার অজানিত ভাবেই হেড্ মাষ্টার মশায়ের কাছে আমার নামের আবেদন পত্র গিয়ে হাজির হ'ল। এত সৌভাগ্যের মধ্যেও কিন্তু একদিন এমন একটি ব্যাপার হয়ে গেল যার জন্য আমি আশে পাশের গোটা কুড়ি গ্রামের মধ্যে মস্ত সাহিত্যিক নামে পরিচিত হয়ে পড়লুম।

সে দিন টিফিনের আগের ঘণ্টায় বাংলা সাহিত্য পড়া হচ্ছিল। পণ্ডিত মশায় ক্লাসে ঢুকেই নদীর একটা বর্ণনা লিখতে বলে আবার বেরিয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসেই আগে আমার লেখাটা দেখতে চাইলেন। আমি বল্লুম যে তখনও আমার লেখ হয়নি। কিন্তু তিনি ছাড়লেন না। যা হয়েছে তাহাই দেখতে চাইলেন। অগত্যা আমি খাতাখানা টেবিলের উপরে রেখে এসে আবার নিজের যায়গায় বসে পড়লুম। কতক্ষণ পরেই আবার পণ্ডিত মশায় আমাকে তার কাছে ডেকে নিলেন। এখন আমার লেখার মধ্যে একজায়গায় এই কথাগুলো ছিল—

পার্ব্বত্য নদীর এই নগ্ন সৌন্দর্য্য কত কবি, কত সাধক, কত ব্যাথাতুর যে কত ভাবে নিরিক্ষণ করিয়াছেন তাহার কি আর সংখ্যা আছে।

পণ্ডিত মশায়ের কাছে গিয়ে দেখি যে ঐ "পার্ব্বত্য" কথাটির তলায় গোটা তিনেক পেন্সিলের লাইন টানা। আমি যাওয়া মাত্র পণ্ডিত মশায় দুঃখ করে বল্লেন,—"ছিঃ দিপক, তোমার লেখায় এই সামান্য ভুল। কথাটা হওয়া উচিত "পার্ব্বত, য্ ফলাটা ব্যাকরণ শুদ্ধ নয়। ও সব ওরকম লিখো না।

ভুলটা স্বিকার করলেই সব লেঠা চুকে যেত কিন্তু আমি আবার "অধিক ভাল ছেলে" সেজে বল্লাম,—"স্যার ওটা তো ভুল যায়নি,—আমি ইচ্ছা করেই ও রকম লিখেছি।"

পণ্ডিত মশায় তো অবাক্। আমার মত ভাল ছেলে এমন একটা সাধারণ ভুল কর্ত্তে পরে তা বোধ হয় তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। তার ওপর আবার ভুলের জন্য লজ্জা প্রকাশ না কোরে আবার কি না ঐ ভুলেরই পক্ষ সমর্থন করা তাঁর মতে আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। সুতরাং তিনি কেবল হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু বলবার শক্তিও বোধ হয় তখন তাঁর ছিল না।

তাঁর ভাব দেখে আমার ভারি হাসি পেল। একটু মুচ্‌কি হেসে বল্লাম,—"স্যার, আজকাল রবীন্দ্রনাথ ঐ বানানই লিখছেন আর নব্য বঙ্গ সাহিত্যও ঐ মতেই চলছে। বিদ্যাসাগরের বানান আর সমাস আর সন্ধি বাংলা ভাষা থেকে আজকাল বিদায় নেবার বন্দোবস্থ কচ্ছে।"

ক্লাসের ছেলেরা তো "রবীন্দ্রনাথ" "নব্য বঙ্গ সাহিত্য" প্রভৃতি বড় বড় কথা শুনে অবাক। কিন্তু ওদিকে পণ্ডিত মশায় তো রেগে আগুন। কি। রবীন্দ্রনাথ আমার চেয়ে বিদ্বান, বুদ্ধিমান। অসভ্য (অবশ্য পণ্ডিত মহাশয়ের মতে, কেননা রবীন্দ্রনাথ দাড়ী কামান না), ভণ্ড, ব্যাকরণে যার এতটুকু জ্ঞান নাই সে আবার বানান নূতন করে তৈরী কর্ব্বে! যত নচ্ছার। থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত যার বিদ্যা" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কটা কথাই তাঁর মুখ থেকে হাজার ভাবে, দুহাজার বার, দশ হাজার অঙ্গভঙ্গিতে আমাদের যে আরও কতক্ষণ জ্বালাতন করতো তার কোনও ঠিক ছিল না। কিন্তু এমন সময় অজ্ঞান বেয়ারাটা ঢং ঢং করে টিফিনের বেলটা বাজিয়ে দিলে। আর পণ্ডিত মশায়ও রাগে গস্ গস্ কর্ত্তে কর্ত্তে লাইব্রেরীর দিকে চলে গেলেন। বলে গেলেন যে কালকে সকলের লেখা দেখবেন।

টিফিনের সময় সব ছেলেরা আমায় ঘিরে বেশ একটা conference বসিয়ে দিলে তাদের সকলের মুখেই এক কথা যে রবীন্দ্রনাথের এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে, আর—পণ্ডিত মশায়ের আমাদের ক্লাসের বাংলা পড়ান ঘুচিয়ে দিতে হবে। যাইহোক্ ঐ আধ ঘণ্টার মধ্যে ঠিক হোলো যে আমি কাল রবীন্দ্রনাথের কোনও বই থেকে অথবা লেখা থেকে আমার মত সমর্থন কর্ব্বো। আর কালকের মধ্যেই ভুতো, নণ্টু, বিশে কেলো এরা সবাই মিলে পণ্ডিত মশায়কে ঠাণ্ডা (?) কর্ব্বার মতলব ঠিক করে ফেলবে।

পরদিন আমি আমার কথা মতন দুই তিন খানা মাসিক কাগজ চার পাঁচ খানা রবীন্দ্রনাথেরই বই নিয়ে পণ্ডিত মহাশয়কে দেখালুম। পণ্ডিত মশায় কিন্তু তাতে একটুও না দমে (বরং অধিক উৎসাহে) সংস্কৃত ও বাংলার ঘণ্টা দুটো রবীন্দ্রনাথ সমালোচনার ভেতর দিয়েই শেষ করে নিজের কর্ত্তব্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে চলে গেলেন।

বিকেলে বিশেদের বাড়ীর দিকে গিয়ে দেখি ওদের বারান্দায় ক্লাসের প্রায় সব ছেলেই উপস্থিত। আর ওদের ভেতর বেশ তর্ক লেগে গেছে পণ্ডিত মশায়কে ঠাণ্ডা কর্ব্বার উপায় নিয়ে।

আমি কাছে যেতেই নণ্টু বলে উঠল,—"দিপু, তুই ভাই সহরে ছেলে, সব দিকে Expert, তুই একটা বুদ্ধি ঠাউরে দে না।

ভূতো অমনি নণ্টুকে খিঁচিয়ে উঠল,—ওর অভ্যেসই এই রকম। বল্লে,—ও কি করে বুদ্ধি ঠাউরাবে। ও কি আর সহরে এমন উদ্ভট মাষ্টারদের কাছে পড়তো যে এ সব বুদ্ধি ওর মাথায় গজাবে।

নরেন বল্লে,—ঠিক কথা, এ সব ওর কাছে একেবারে নূতন। আমি কেবল খানিকটা মুচকে হেসে চুপ করে রইলুম। খানিক্ষণ আবার সবাই চুপচাপ করে ভাবতে বসে গেল। কারুর মুখেই কোন কথা নেই যেন সব Geometryর Problem ভাবছে।

হঠাৎ বিশে চেঁচিয়ে উঠল—"ইউরেকা, ইউরেকা" (পেয়েছি,পেয়েছি)। আমরা সবাই তো অবাক। নণ্টু আর নরেন প্রায় এক সঙ্গেই বলে উঠল,—"কি রে? কি ব্যাপার বলনা!

ভূতো বলে উঠলো,—"হাঁ ওর আবার বুদ্ধি আর তাইতে হবে কাজ। অঙ্কে কেবল ৯০ পেলেই যদি হত তবে দিপুও পার্ত্ত।"

বিশে গম্ভিরভাবে বললে,—"চুপ্। চিৎকার করিস নি। সবই ধীরে ধীরে বলছি। তখন দেখবি যে কার উর্ব্বর মস্তিষ্কের ফসল কত সতেজ কত সরস।" তারপর একটু থেমে নিয়ে বিশে আবার বলে চললো,—"দেখ, তোরা জানিস্‌তো যে গত মাসের School Magazineএ পণ্ডিত মহাশয়ের কটা লেখা বেরিয়ে ছিল। এখন দিপু যখন Magazine এর সম্পাদক তখন ওর কাছে নিশ্চয় সেই প্রবন্ধটার পাণ্ডুলিপি আছে। আমাদের ক্লাসে ঐ যে ফেল করা একটি ছেলে আছে তার নামটা কি যেন—হ্যাঁ খগেন—সে খুব ভাল ছবি আঁকতে পারে। সুতরাং তাকে দিবে পণ্ডিত মশায়ের হাতের লেখা নকল করিয়ে একটা যা তা গোছের যেমন ধর কচ্ছপ সম্বন্ধে কিছু লেখাতে হবে। তারপর দেব সেটাকে পাঠাবে "অপ্রবাসী" পত্রের সম্পাদকের কাছে ছাপাবার জন্য।

নণ্টু বল্লে—"সে যে সেই একটা রাবিশ্ ছাপাবেই তার তো কোনও স্থির নিশ্চয়তা নেই।"

বিশে বল্লে,—"আরে পণ্ডিত মশায় তো ক্লাসের মধ্যেই বলেন যে অপ্রবাসীর সম্পাদক শ্রীশ্যামানন্দ বন্দোপাধ্যায় মশায় তাঁর বাল্য-বন্ধু। তারপর অগ্নিরাম শর্ম্মার লেখা না

ছাপায় এমন কোন ব্যাটা সম্পাদকেরই সাহস নেই। সুতরাং লেখাটা ছাপা হবেই। আর কাগজ বেরুলেই একখানা পণ্ডিত মশায় পাবেন, আর লেখাটা দেখে নিজেই জ্বলে পুড়ে মরবেন। তার ওপর আমি আবার নগেন চাটুজ্যে অর্থাৎ "নম্বরি চড়" আর বিজয় গাঙ্গুলি অর্থাৎ 'বিখ্যাত গাট্টা" এই দুইজনকে private পত্রে এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে ভীষণ উত্তেজিত করে দোব। আর তারাও এত বড় একটা লোকের এমন লেখার সমালোচনা কর্ত্তে স্ফূর্ত্তিতেই রাজি হয়ে যাবেন। তারপর তাদের মিষ্টি গালাগালি আর "রাসভভৌম" উপাধীর certificate যে যে কাগজগুলিতে বেরুবে তার কয়েকটি হেড মাষ্টার মশায়কে, কয়েকটি পণ্ডিত মশায়কে আরকয়েকটি ইন্সপেক্টর অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। ব্যস্; তাহলেই সাতদিনের মধ্যে হয় চাকরিতে আর আসতে হবে না অথবা নিচের ক্লাসে পড়ানর হুকুম।

"কেমন হে! আমার মৎলবটা পছন্দ হয়। চলতে পারে এটা?"

এমন একটি সরস সতেজ ফসলের জন্য সকলেই আমরা বিশেষ উর্ব্বর (অর্থাৎ গোবরের সারে পূর্ণ) মস্তিস্কের প্রসংসা না করে পালুর্ম না। কিন্তু ঐ "আসতে হবে না" কথাটিই এই মতলব ভেস্তে দিতে বলে দিলে। কিন্তু ঠিক হল যে সে সম্বন্ধে কোনও ভয় কর্ত্তে হবে না, নরুই তার দায়িত্ব নেবে যাতে ওসব চাকরি নিয়ে কোনও গোলমাল না হয়। সে দিনের মত সভা ভঙ্গ হলো। আর আমিও বাড়ী ফেরবার পথে খগেনকে ডেকে এনে সব বলে বাড়ী থেকে ওর হাতে পণ্ডিত মশায়ের লেখা প্রবন্ধটা দিয়ে দিলাম।

* * * *

দিন পঁচিশেকের পরের কথা। বিশের সে দিনের বুদ্ধি মত প্রায় সমস্ত কাজই করা হয়েছে। ফলও ঠিক ওর কথামত হয়েছে। আজ কাল ক্লাসে আর পণ্ডিত মশাইকে অত লাফালাফি কর্ত্তে দেখা যায় না। ফার্ষ্ট ক্লাসের ছেলেরাতো যেখানে সেখানে তাঁকে "পার্ব্বত" "পার্ব্বত" বলে খেপাতে লেগে গেছে। সমালোচনা ও পত্রিকা এক সঙ্গে করে হেড মাষ্টার এবং ইন্সপেক্টর মশায়কে কাল পাঠানো হয়েছে। দুএক দিনের মধ্যেই ফল জানা যাবে আশা আছে। আমাদের সকলের মনই ভাবী সাফল্যের আশায় উদ্বেলিত। আমাদের পূর্ব্বেকার ঐ "আসতে হবে না" ভয়ের থেকে বাঁচাবার জন্য নরু তার মামারবাড়ী চলে গেছে। সুতরাং সে দিন খুব হল্লা কর্ত্তে কর্ত্তে গিয়ে স্কুলে হাজির হলুম। ক্লাসে ঢুকেই কিন্তু সকলের চক্ষুস্থির। নরু সেই কোণের ভাঙ্গা বেঞ্চিতে বসে আছে। মামারবাড়ী থেকে এসে কাউকেই জানায়নি ওর আসবার খবর। মুখখানা যেন ওর একেবারে কালী মাখানো। বইগুলি কোনমতে যায়গায় রেখে গিয়ে সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা কল্লাম—"হ্যাঁরে নরু! ব্যাপার কি? কোনও খবরই দিলি না। কবে এলি তাও জানালি না। আর মুখখানা একেবারে হাঁড়ি করে বসে আছিস।"

ও কিন্তু কিছুতেই কিছু বলতে চায় না। শেষে অনেক সাধ্য সাধনার পর যা বল্লে তাতে আমরা কাঁদবো কি হাসবো তাই ঠিক কর্ত্তে না পেরে সব এক সঙ্গে গম্ভির হয়েগেলুম।

কি সর্ব্বনাশ! আমাদের পাঠানো কাগজ পাবার আগেই তিনি সব পড়েছেন আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছেন পণ্ডিতের চাকরির মাথা খেতে। আহা! ছাপোষা বেচারি! এখন আমাদের করা উচিত কি? সময়ও নেই। আজই তিনি আমাদের স্কুলে আসবেন।

ঘণ্টা বাজলো। প্রথম ঘণ্টাতেই আজ আমাদের ক্লাশে পণ্ডিত মশায়ের পড়াবার কথা। তিনি এসে সেই আগের মতন চেঁচাতে সুরু করে দিলেন। আহা! বেচারি কি জানে যে তাঁর মাথার উপর আজ কি বিপদ। পড়ান হতে লাগল। আমাদের কিন্তু সে দিকে মোটেই খেয়াল নেই। ভাবছি কি হবে।

এমন সময় হেড মাষ্টার মশায় এসে ক্লাসে ঢুকলেন। চোখ দুটো যেন রাগে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে কোটর থেকে। হাতে তাঁর একখানা "অপ্রবাসী" আর আমাদের পাঠানো তিনখানা কাগজ। তিনি "অপ্রবাসী" খানা খুলে তাঁর সামনে গিয়ে সোজা চোখের কাছে ধর্লেন। তারপরেই জলদ গম্ভির স্বরে—"এ ছাই পাঁশ কার লেখা?"

পণ্ডিত মশায়ও আজ কাগজগুলি পেয়েছেন। হেডমাষ্টার মশায়ের হাতেও ঐগুলো দেখে তার প্রান পুরুষ খাঁচা ছেড়ে পালাবার যোগাড় দেখতে লাগলো। তিনি কাঁপতে কাঁপতে ঢোক গিলে বল্লেন—"আজ্ঞে, আ—আ—ওটা আমার লেখা নয় জাল।"

হেড্‌মাষ্টার মশায় তার মুখের দিকে একবার চেয়ে ভ্রূকুঁচকে ফিরে চলে গেলেন ক্লাশ থেকে। যাবার সময় তার মুখ থেকে একটি ছোট্ট "মিথ্যাবাদী" বেরিয়ে আমাদের ফার্ষ্ট বেঞ্চির ছেলেদের কানে বাজলো। পরে হেডমাষ্টার মশায়ের ছেলে শম্ভুর কাছে শুনলুম যে সকালে উঠে কাগজ খুলেই ঐ "কচ্ছপ" শব্দটি দেখাই এতো গোলের মূলে ঘি ঢেলে দিয়েছে। যাই হোক তিনিতো ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু হায় হায়। বেরুতে না বেরুতেই আবার একজনকে সঙ্গে করে এসে ক্লাসে ঢুকলেন যে। পরে জানলুম যে এই শেষোক্ত ভদ্রলোকই নরুর মামা। তিনিতো ক্লাশে ঢুকেই হেডমাষ্টার মশায়ের হাত থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়েই কাগজগুলি সব একে একে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা কর্লেন—"এই বিদ্যা নিয়ে একটা হাইস্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ান? এর মধ্যে কোন্ শ্লোক আর কোন্ কথাটা ঠিক আছে আমি তো বুঝতে পার্লুম না বের করে দিন তো?" ইন্সপেক্টর মশায় এতো রেগে গিয়েছিলেন যে তিনি এই কথাগুলি একঘর ছেলের মধ্যেই বলে ফেল্লেন। তারপর একটু সামলে নিয়ে স্থান কাল পাত্র বুঝে হেড্‌মাষ্টারমশায়কে নিয়ে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে গেলেন। পণ্ডিত মশায়কে বলে গেলেন— "উপরে আসুন আপনার সঙ্গে আমার দরকার আছে।"

তাঁরা বেরিয়ে যেতেই পণ্ডিত মশাই ঝপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। আমরা বেশ দেখতে পেলুম তাঁর চোখ থেকে টপ্ টপ্ করে দু ফোঁটা জল পড়ল। হায় চাকরী! আমাদেরও কান্না পেতে লাগল। এমন সময় বিশু বলে উঠল—"এখনও যদি পণ্ডিত

মশায় রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করেন তবে আমরা নিজেদের ঘাড়ে দোষটা নিয়ে এবারের মত চাকরীটা রাখতে পারি।'

আশ্চর্য্যের বিষয় যে তখনই পণ্ডিত মশায় একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে "রবীন্দ্রনাথবলে কপালে হাত ঠেকিয়েই একরকম প্রায় দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমরাও বসে' গেলুম একটা ব্যবস্থা কর্ত্তে।

মিনিট তিনেক পরেই ঠিক হল যে স্বীকার করা ভিন্ন উপায় নেই; এবং যেহেতু আমি সহুরে, ভালছেলে এবং মাষ্টার মশায়দের প্রিয়, আমাকেই গিয়ে ওঁদের কাছে এক্ষুনি কিছু হবার আগে সব স্বিকার কর্ত্তে হবে। বাধ্য হয়েই আমায় যেতে হলো।

আমার কথা শুনে প্রথমে হেডমাষ্টার মশায় দারুন ভাবে রেগে উঠেছিলেন। তারপর হঠাৎ একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন আর ইন্সপেক্টর মশায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে পণ্ডিত মশায়ের কাছ থেকে ক্ষমা চাইলেন আর সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত মশায়ের পাঁচ টাকা মাইনে বেড়ে গেল।

সেই থেকে পণ্ডিত মশায় যতবার যত বানান লিখেছেন বা পড়িয়েছেন আর কোথাও অমন অদ্ভুদ বাংলা দেখাননি।

আর রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বড় বড় সাহিত্যিকের বিষয় কিছু জানি বলে আমারও খ্যাতি প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে গেল।

অনেকদিন পরে আবার সেই পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি বল্লেন যে এবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে আমাদের সেই ছেলেবেলার গল্পটা তাঁকে জানাবেন তিনি কি বলবেন কে জানে?

কলির মানুষের কাণ্ড
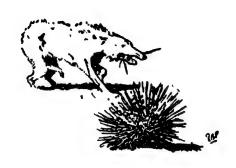
—শ্রীসুবিনয় রায় চোধুরী

সব যেন কেমন অদ্ভুত ঠেক্‌ছে। রাস্তা দিয়ে চলেছি, হঠাৎ দেখি সামনে যেন কিসের ভিড়। একটু এগিয়ে দেখি, কতগুলি লোক একটি লোকের পিছন পিছন চলেছে আর বলছে "ছি;! কি লজ্জার কথা!" সামনের লোকটিকে দেখলে ধোপা বলে মনে হয়; পিঠে ছোট্ট একটি বোঁচকা—ঠিক ধোপার পুঁটুলির মত।

আমার বড় কৌতূহল হ'লো। ধোপায় এমন কি কাজ কর্‌তে পারে যাতে এতগুলি লোক তার পেছন পেছন যাবে আর বল্‌বে, "ছি! কি লজ্জার কথা?" একটু তাড়াতাড়ি চলে, সেই ভিড়ের একটা লোককে জিজ্ঞাসা করলাম "ধোপা এমন কি লজ্জার কাজ করেছে যে আপনারা সকলে মিলে তাকে লজ্জা দিচ্ছেন? সে লোকটি বলল, 'ওর লজ্জা থাকলে তো! আজ ৪॥টার সময় কাপড় ধুয়ে দেওয়ার কথা ছিল; ৫॥টা বেজে গেছে এখনও কাপড় দিতে পারে নি;—ছিঃ! এমন কাণ্ড শুনেছেন কি?" আমি অবাক হয়ে বল্‌লাম "এতে আর কি হয়? ধোপারা তো চিরকালই ও রকম ক'রে থাকে" লোকটি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, "ওসব কথা কলিযুগেই শোভা পেত।" আমি আর কিছু বল্‌তে সাহস পেলাম না, কারন তারা দলে ভারী ছিল।

হঠাৎ আর মনে হ'লো একটা তালা কিনতে হবে; বাক্সের তালাটা নষ্ট হয়ে গেছে। সামনের মনোহারী দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "ছোট তালা আছে কি?" দোকানদার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তালা?—সে আবার কি? ও রকম কোন জিনিষ আমাদের দোকানে নাই।"

যে দোকানে যাই, তালা কোথাও পাই না। শেষটায় এক বুড়ো দোকানদারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "মশায় এখানে কোথাও তালা পাওয়া যায় নাকি?"

দোকানদার খানিক্ষন ভেবে বল্‌ল, 'দাঁড়ান অভিধানটা একবার দেখে নিই। তালা কথাটার মানে জানলেই বল্‌তে পারব সে জিনিষ পাওয়া যাবে কিনা" বলেই সে অভিধান দেখতে আরম্ভ কর্‌ল। একটু বাদেই বলল "এ যে কলিযুগের ব্যাপার। 'তালা' মালা বাক্স, পেঁটরা প্রভৃতি বন্ধ করিবার কল, সাধারন চাবি নামক যন্ত্রের সাহায্যে খোলা হইত; কলিযুগে এই কল ব্যবহৃত হইত, এ জিনিষ দিয়ে আপনি কর্‌বেন কি ? 'তালা' তো শুধু যাদুঘরে দেখেছি। আর কাউকে যেন তালা' কথার মানে বল্‌বেন না; তা হ'লে আপনাকে রীতিমত অপদস্থ হতে হবে।" আমি বল্‌লাম "সেকি! তালা না হ'লে বাক্স বন্ধ রাখ্‌ব কেমন করে ? যদি কেউ কোন জিনিষ চুরি করে ?" দোকানদার বড় বড় চোখ ক'রে জিভ কেটে বল্‌ল "ছি ছি! অমন খারাপ কথা বলতে নেই! চুরি! একি কলিকাল পেয়েছেন ?" ইতিমধ্যে দোকানের সামনে কয়েকজন লোক জড় হয়ে গেল আর সকলে একসঙ্গে জিভ কেটে বল্‌ল "চুরি ছিঃ তাদের রকম সকম দেখে আমি মানে মানে সরে পড়্‌লাম।

একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি পকেট খালি—মনিব্যাগটা নাই। আমার মনেই ছিল না যে জামার পকেটটা ছেঁড়া। কখন যে ব্যাগ গেছে পড়ে মনেই নাই। দোপার ব্যাপারটা দেখার আগে পর্য্যন্ত ব্যাগটা হাতেই ছিল; কখন যে অন্যমনস্ক হয়ে পকেটে রেখেছি মনেই নাই। চারিদিকে খুঁজেও ব্যাগ পেলাম না। ব্যাগে ৫০০টাকা ছিল।

কি করি? হঠাৎ একটি অমায়িক ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম। তাঁর চেহারা বেশ পণ্ডিত গোছের। তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "দেখুন মশাই! কাছে কোথায় থানা আছে বল্‌তে পারেন কি ?" ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন থানা ? থানা তো বোম্বাইএ।" আমি বললাম "সে থানা নয়; পুলিশের থানা—" আমার কথা শেষ না হতেই ভদ্রলোক বল্‌লেন, "পুলিশ তো কলিকালের নিত্য-সঙ্গী ছিল শুনেছি ; যাদুঘরে গেলে এখনও পুলিশের মূর্ত্তি দেখতে পাবেন। তাদের নাকি সেকালে পথে ঘাটে দেখা যেত। যেমন ছিল কলির লোক তেমন তো তাদের জন্য ব্যবস্থা চাই ? যাক সে কথা—থানার কথা ও আমি ইতিহাসে পড়েছি। ও সব যতই পড়ি ততই ঘেন্না ধরে যায়।" আমি বিরক্ত হয়ে বললাম "রাখুন মশাই আপনার বাজে কথা। আমার মনিব্যাগটা হারিয়েছে ; তাতে ৫০০্ টাকাও ছিল—খুঁজে পাচ্ছি না—কি করা যায় চট্ ক'রে বল্‌তে পারেন বলুন ; নইলে বিদায় দিন আমাকে।" ভদ্রলোক বল্‌লেন, "ও এই কথা! এতক্ষন তবে 'পুলিশ' 'থানা' এ সব বাজে কথা বল্‌ছিলেন কেন ? রাস্তার বাঁ ধারে কিছুদূর অন্তর একটা করে লাল বাক্স আছে দেখ্‌বেন, তাতে লেখা আছে 'হারান জিনিষ'। তারই মধ্যে আপনার ব্যাগ পাবেন, নইলে যেখানে পড়েছিল সেখানেই রয়েছে দেখ্‌বেন।"

একটু দূর এগিয়েই রাস্তার ধারে 'হারান জিনিষ' লেখা একটা লাল বাক্স দেখতে পেলাম। তার ঢাক্‌না খুলেই দেখি আমার ব্যাগ;—তার মধ্যে ৫০০টাকা ঠিকই রয়েছে। ব্যাপারটা আমাকে এত অবাক কর্‌ল যে মুখে আর কথাই সর্‌ল না; ভদ্রলোককে ধন্যবাদ

দিতেই ভুলে গেলাম। ভদ্রলোক নিজেই এগিয়ে এসে বললেন, "যাক্ আপনার জিনিষ পেয়েছেন তো ? না পেলে কি লজ্জার কথাটাই হ'তো;—সমস্ত সহরবাসীর কলঙ্কের ব্যাপার হয়ে দাঁড়া'ত। আমার কাছে হেঁয়ালী মনে হ'লো। কোথায় আমি তাঁকে ধন্যবাদ দেবো না তিনি উল্টে আমাকে ধন্যবাদ দিলেন—ব্যাপার বোঝার জো নাই।

তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে রওনা হ'লাম ; যেতে যেতে দেখি ছোট আদালতের প্রকাণ্ড বাড়ীর গায় লেখা, "অদ্য 'কাব্য বিচার ;' বিচারপতি মাননীয় চিন্তাহরন তর্কপঞ্চানন" কৌতুহল হওয়ায় চট্ ক'রে ভিতরে ঢুকে পড়্লাম। সামনে জজের চেয়ারে বিচারপতি ব'সে আছেন, একজন ভদ্রলোক অনেকটা উকিলের মত পোষাক প'রেএকটা কবিতা পড়্ছেন আর অন্য একজন ভদ্রলোক (তিনিও উকিলের মত পোষাক প'রে) মাঝে মাঝে টিপ্পনি কাট্ছেন ; প্রথম ভদ্রলোক তার জবাবও দিচ্ছেন ; বিচারপতি শুন্ছেন আর কি সব 'নোট' লিখছেন। খানিক বাদে তিনি বল্লেন, "উকিল মক্কেল সংবাদ কাব্য'—কলিকালের কথা—বড়ই কৌতুককর আর রহস্যময়—প্রথম শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে।"

আমি পাশের একটি লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, "আদালতের কাজ ছেড়ে এখানে এ সব কাব্য-আলোচনা চ'লেছে কেন ?" লোকটি অবাক হ'য়ে আমার দিকে চেয়ে থেকে বল্ল "আপনি কি স্বপ্ন দেখ্ছেন নাকি ? কাব্যে কলির আদালতের কথা এখনই শুনে বুঝি মনে কর্ছেন কলির 'উকিল' 'মক্কেল' আদালত সব আবার ফিরে এসেছে ? কলিযুগে 'জজ' 'উকিল,' 'মক্কেল' এঁরা সব 'মোকদ্দমা' নিয়ে থাক্তেন শুনলাম:—একালেও সে সব কেলেঙ্কারী কাণ্ড বাধাতে চাচ্ছেন নাকি ? সত্যযুগ হওয়া অবধি তো এখানে কাব্য-আলোচনা চলছে; কলির 'উকিল'দের বংশধরেরাই তো এসবের পাণ্ডা। বিচারপতিরা নাকি কলির 'জজ'দের বংশধর। আপনি কি কুম্ভকর্ণের ঘুম থেকে উঠে আস্ছেন নাকি ?" আমি বল্লাম "আজ্ঞে না ! কিন্তু আপনার কথার রহস্যভেদ এখনও করতে পার্লাম না। 'মকর্দ্দমা' কি একেবারেই উঠে গেছে নাকি ?" লোকটি বল্ল, "আপনি নিশ্চয়ই পাগল। 'মোকদ্দমা' কথাটা এখনই ঐ ব্যঙ্গ কাব্যে শুনে বড় ভাল লেগেছে আপনার ? কলির লোকে নানা অপরাধ করত; তা'র কয়েকটির নাম জাল, জুয়াচুরি, চুরি, বাটপাড়ী, ডাকাতী ইত্যাদি। তারই জন্য তো 'মোকর্দ্দমা' নামে জিনিষের সৃষ্টী হয়েছিল; এখন তার দরকারটাই বা কি ?" আমি বল্লাম, "কলিযুগ নিয়ে বড় যে ঠাট্টা কর্ছেন, আপনিও তো কলিরই লোক।"—এ কথা বল্তেই লোকটা "সত্যযুগকে ঠাট্টা" ব'লে তড়াক্ ক'রে এমন লাফ দিল যে আমি চম্কে উঠে একেবারে চিৎপটাং।

কিন্তু, তারপরই দেখি ঘুমাতে ঘুমাতে খাট থেকেও চিৎপটাং।

———•

—বই বাঁধান—

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সেনগুপ্ত।
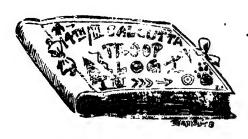
তোমরা অনেক সময়েই লক্ষ্য করেছো যে তোমাদের বাড়ীতে অথবা লাইব্রেরী কি অন্য কোনও বাড়ীতে সুন্দর নূতন নূতন আলমারীতে ছেঁড়া বই সাজান রয়েছে। ভাল বইয়েরও মলাট ছেঁড়া থাকলে পড়তে ইচ্ছা করেনা, নিজেদের পড়ার বইযেরও ঐ অবস্থা হোলে সে বইখানা পড়তে মন বসে না, দেখতেও বিশ্রী দেখায়। সেইজন্য ছেঁড়া মলাট ওলা বই কি করে সুন্দরভাবে বাঁধান যায় আজ সে সম্বন্ধে কিছু কথা বলব।

খুব মোটা ভারী বইয়ে পাতলা মলাট দিলে সেটা দেখতেও সুন্দর দেখায়না শিগ্‌গির ছিঁড়েও যায়। প্রথম প্রচেস্টায় একটা মাঝারি ধরণের বই বেশী মোটাও না বেশী সরুও না - বাঁধাতে চেষ্টা করা যাক্।

প্রথমে অপ্রয়োজনীয় পাতাগুলি অর্থাৎ বিজ্ঞাপন ইত্যাদি ছিঁড়ে ফেলে দাও। তারপর কয়েকটা সাদা কাগজ বইয়ের মাপে কেটে বইয়ের প্রথমে ও শেষে বেশ করে আঠা দিয়ে লাগাও। ধারে সরু করে আঠাটা লাগিও। এর প্রয়োজন এই যে বেশীর ভাগ সময় আমরা পুরাণো বইয়ের প্রথম ও শেষ কয়েকখান পাতা ছেঁড়া পাই—এই সাদা কাগজ লাগালে আর ছেঁড়বার ভয় থাকেনা।

তারপর একটু পুরু সাদা কাগজ মেপে কেটে প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠায় বাঁধানর ধারে আঠা দিয়ে লাগাও। বই বাঁধানর জন্য এক টুকরা কাপড় (Book muslin) অথবা অন্য কোন রকম কাপড় পাঁচ ছয় ইঞ্চি চওড়া কেটে বইয়ের বাঁধান ধারে আঠা দিয়ে লাগাও। ১ম চিত্র দেখ। বইয়ের প্রথম মলাটে খুব ভাল করে আঠা লাগিয়ে কাপড় টুকরা এমনভাবে লাগাবে যাতে বই ও উপরকার মলাটে একেবারে না লেগে যায়। ১ম চিত্র দেখ। এখন কোন শুকনো জায়গায় শুকাবার জন্য রেখে দাও। সম্পূর্ণ দিন রাখার দরকার হতে পারে।

ততক্ষণ দুই টুকরা কার্ডবোর্ড বই থেকে তিনদিক ⅛ ইঞ্চি বড় রেখে কাট, শুধু বাঁধান ধার ⅛ ইঞ্চি ছোট থাকবে। পুরাণ মলাট যদি খুব না ছিঁড়ে থাকে তাহলে সেটা দিয়েই কাজ চলতে পারে। বই যদি খুব ভাল বা দামী হয়, তাহলে কার্ডবোর্ডে সে রকম দামী কাপড়, ভেলভেট, পপলিন বা খদ্দর, কাল অথবা কোন গাঢ় রংএর কাপড় লাগানই ভাল, যাতে শীগ্‌গির ময়লা না হয়ে যায়। কাপড়ের উপর বইটা সিকি ইঞ্চি বাদ দিয়ে রাখ। ২য় চিত্র দেখ। বইয়ের নাম উপরে লেখার ইচ্ছা হোলে সিল্কের সুতায় নাম বা

অন্য রকম design তোলার দরকার হোলে, এখন embroidery করে নিতে হবে। পরে ২নং চিত্রের সিকি কাপড়টুকু আঠা দিয়ে বইয়ের সঙ্গে লাগাও, আর কোন গুলো পরিষ্কার করে কাট।

এখন প্রথমে যে কাপড়ের টুকরা লাগান হয়েছিল সেটা কার্ডবোর্ডের সঙ্গে আঠা দিয়ে লাগাও আর একটা সাদা কাগজ তার উপর আঠা দিয়ে পরিষ্কার করে লাগিয়ে দাও। এবারে বইটা কোন ভারী জিনিষ দিয়ে ২৪ ঘণ্টা চাপা দিয়ে রেখে দাও।

বইয়ের মলাট সুন্দর করবার ইচ্ছা হলে, এখন কর। Stencil করতে পারলেই সুন্দর হবে।

কাবেদের বৈঠক

(ম্যাঙ্)

একটী বছর:—

যাত্রীর একবছর বয়স বাড়ল, আমাদের "কাবেদের বৈঠকেরও" একবছর বয়স হোল যারা গত বছরে খুব ছোট ছিলে; এবছরে বোধ হয় বেড়েছ একটু। শুধু বয়সে বাড়লেই চলবে না, শরীরটাকেও সুন্দর ভাবে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে—যাতে দেখেই লোকে বুঝতে পারে যে এ উলফ কাব না হয়ে যায় না—উলফ কাব না হলে এমন মুক্তোর মত দাঁত, পরিস্কার হাত পা, এমন হাসিভরা মুখ, এমন মিষ্টি কথা বলার অভ্যাস ক'জনের থাকে?

গত বছরে যারা টেণ্ডারপ্যাড ছিলে, এবার হয়তো প্রথম তারা নিয়ে, দ্বিতীয় তারা পাবে শীঘ্রই; দ্বিতীয় তারাও বোধ হয় অনেকের হয়ে গেছে। সব প্রফিসিয়েন্সি ব্যাজের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। কারুর বুকে হয়তো সার্ভিস ষ্টার গোঁজবার মত আর জায়গা নেই। তোমরা যখন ঝকঝকে ব্যাজগুলি পরে রাস্তাদিয়ে যাও দেখতে বেশ লাগে, ভারী আনন্দ হয়। মনে অনেকটা ভরসা হয় যে এরা বড় হয়ে স্কাউট হবে, তারপর রোভার হবে তারপর হয়তো এক একজন নিজেরাই প্যাক খুলে বসবে বড় হলে; সে দিন কিন্তু আমায় নেমন্তন্ন করতেই হবে।

যতই ব্যাজ পাওনা কেন, জঙ্গলের আইন দুটি মেনে না চললে মোটেই ভাল কাব হওয়া যায় না। আইনদুটো সব সময়ে মনে রাখবে :—

"কাবেরা বড়দের কথা মেনে চলে,
কাবেরা নিজেদের খেয়ালে কিছু করে না।"

বর্ষার জঙ্গল

মাণ্ড)

বর্ষাকালে শিয়োনী পাহাড়ের নেকড়েরা কি কোরত তা ভেবে দেখছি কি? বাদলা দিনে নেকড়েরা গুহার ভিতর জড়সড় হয়ে থাকে: মা নেকড়ে তাদের গল্প বলতো আর তারা চুপ করে শুনত। মাঝে মাঝে মা নেকড়ে তার কাবদের নিয়ে খেলাও খেলতো। নেকড়েরা ভারী সঞ্চয়ী, বড় বুদ্ধিমান তারা। বর্ষা আসবে তারা জানে, তাই সময় থাকতে খাবার জমিয়ে রেখে দেয়, জমিয়ে না রাখলে বর্ষাকালে উপোষ কয়ে মরতে হবে। Two starএর জন্য আমাদেরও আট আনা করে পয়সা জমাতে হয়।

বর্ষার দিন মন্দ লাগে না, তার উপর যদি গরম খিচুড়ী আর ইলিশমাছ ভাজা হয় তবে তো কথাই নেই। দুএকদিন ভাল লাগতে পাবে। কিন্তু রাতদিন টিপ টিপ করে জল পড়ার জন্য কোথাও যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। চুপচাপ কাঁহাতক থাকা যায়। এবার তোমাদের বর্ষার বিকেল গুলো যাতে সরসভাবে কাটে তার জন্য, দুএকটা ম্যাজিক আর কৌতুক দিচ্ছি। এ খেলাগুলি প্যাকেও চলে লাল ফুলে, আবার বাদলাদিনে বাড়ীতে বসে ভাই বোনদের নিয়েও বেশ হয়।

বর্ষার ম্যাজিক :– ১। টিংচার আয়েডিন সবার ঘরেই আছে বোধ হয়। একটু জলে খানিকটা ময়দা গুলে তাতে এক ফোঁটা টিংচার আয়েডিন ঢেলে দাও। দেখ কি হয়। দেখবে চমৎকার গাঢ় নীল রং রয়েছে।

২। একটা পেয়ালায় একটা পয়সা রাখ। হয়েছে? আচ্ছা বেশ, এবার পেয়ালাটাকে একটা চৌকী কিংবা টেবিলের উপরে রাখ। রেখে একজন কাউকে একবাটি জল নিয়ে আসতে বল। এইবার এমন জায়গায় দাঁড়াও, যেখান থেকে পয়সাটা দেখা যায়। দাঁড়িয়েছ? তারপর ক্রমে দুএক পা করে পিছন দিকে সরে যাও। পিছু হাঁটতে হাঁটতে

এমন একটা জায়গা আসবে, যেখান থেকে এক পা পিছু হঠলে পয়সাটা আর দেখা যাবে না পেয়ালার আড়ালে। জায়গাটায় খড়ি দিয়ে একটা দাগ কাট, তার পর ঠিক একপা পিছিয়ে যাও। হয়েছে? পয়সাটা দেখা যাচ্ছে না তো? এবার যাকে ডেকে এনেছ, তাকে পেয়ালাটার খানিকটা জল ঢেলে দিতে বল। জল ঢালা হয়েছে? এক, দুই, তিন, ভেল্কী বাজী—দেখ পয়সাটা দেখা যাচ্ছে।

৩। এক টুক্‌রা সুতো নিয়ে তার নীচে একটা আলপিন বাঁধ। এবার সুতোর ডগা ধরে আলপিনটা ঝুলিয়ে দাও। এবার একটা দেশলাই দিয়ে সুতোর মাঝখানটা পুড়িয়ে দিলে আলপিনটা খানিকটা সুতো শুদ্ধ মাটিতে পড়ে যাবে। এবার আর একটুকরা সুতো নাও—নিয়ে সুতোটিকে জলে ভিজিয়ে বেশ করে খানিকটা নুন ঘসে দাও সুতোটায়। নুন লাগানোর পর সুতোটাকে উনুনের উত্তাপে একেবারে কড়কড়ে শুকনো করে নিয়ে এসো। এবার আগের মত আলপিন বেঁধে সুতোটার মাঝখানে দেশলাই ধরিয়ে দাও। দেখবে পুড়ে যাওয়া সত্বেও আলপিনটা পড়ে যাবেনা, অন্ততঃ কিছুক্ষণ ঝুলতে থাকবে।

৪। সকলকে ডেকে এনে বল যে চুপ করে বসে থাকতে—একটা ম্যাজিক দেখানো হবে ভারী অদ্ভুদ ম্যাজিক, একেবারে ভানুমতীর খেলা। প্রচার করে দাও যে একটা মোমবাতি জ্বালা হবে আর ম্যাজিকের জোরে বাতি নিভে যাবে। সত্যই তো ভারী আশ্চর্য্য। তারপর একটা মোমবাতি আর দেশলাই আনবে। মোমবাতিটা জ্বালিয়ে সকলকে দেখিয়ে বল এই বাতি জ্বলেছে, এবার ম্যাজিকের জোরে নিভে যাবে। কথাটি শেষ হবার সঙ্গেই ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে, গম্ভীর ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

৫। সকলকে গোল হয়ে বসতে বলে,একটা কাগজ আর একটা পেন্সিল নিয়ে এসো। গম্ভীর ভাবে বলতে থাক—"আমেরিকা থেকে এ ম্যাজিক শিখে এসেছি, সবাই দেখে নাও আমার হাতে শুধু একটা কাগজ আর একটা সাধারণ পেনসিল। কিন্তু এই দিয়েই তোমাদের তাক লাগিয়ে দোব; যে কোন একটা রং এর নাম কর, দেখবে এই পেনসিল দিয়েই সেই রং কাগজের উপর ফুটিয়ে তুলব। এর পর কেউ নিশ্চয়ই বলবে অমুক রং ফোটাও তুমি অমনি তাড়াতাড়ি সেই রংটা বানান করে কাগজে লিখে কাগজটা প্রশ্নকারীর হাতে দিয়ে গম্ভীর ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। মনে কর কেউ বলল সবুজ রং ফোটাতে তুমি চটপট অমনি বড় বড় করে কাগজের উপর লিখে দেবে—"স—বু—জ।"

যাত্রী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,
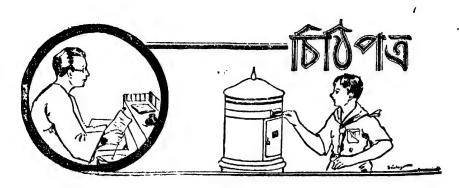
কাবেরা "স্কাউট হব কেন" এ নিয়ে অনেক কথাই আমায় বলে। আমার মনে হয় একথাটা অন্য কাবেরাও হয়তো ভাবে, তাই তাদেরই একজনের একটা চিঠির উত্তর আমি যাত্রীতে পাঠাচ্ছি যাতে বাংলার সব কাবরাই এ প্রশ্নের উত্তরটা পায়। আর একটা কথা ভাবছিলুম, কাবেরা তো জানতে চায় তাদের দলে আরও কতো ভাই আছে। মধ্যে মধ্যে তারা ব্যস্ত হয়ে উঠে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে। আমার কাবেরা অন্য কাবেদের কাছে চিঠি লিখতে পেলে ভারী খুসী হবে তাই জংলী লোকদের কাছে সে আবেদনও আমি এ চিঠির মারফত পাঠাচ্ছি। ইতি বিনীত--ম্যাঙ্।

স্কাউট হব কেন ?—

এই একবছরে অনেকের স্কাউট হবার সময় হয়েছে। কলকাতার অনেক কাবের সঙ্গে আমার ভাব আছে। একটি কাব আমায় বলেছিল—"আমায় স্কাউট হতে হবে, কিন্তু প্যাক ছেড়ে যেতে আমার ইচ্ছে করে না।" সে যে তার প্যাককে এতটা ভালবাসে তা দেখে আমার খুব আনন্দ হোল। তোমরাও কি প্যাককে ভালবাস না ?

আমি তাকে উত্তরে কি বলেছিলাম মনে নেই। তবে মনে হয় যে কাবটির এক-জায়গায় একটু বোঝার ভুল ছিল। স্কাউট হলেই যে প্যাককে ভুলে যেতে হয়, এমন কোন কথা নেই।

প্যাক আর ট্রুপ দুটো আলাদা জিনিষ নয়। গ্রুপটা হোল আমাদের পরিবারের মতন। গ্রুপটা হোল একটা বাড়ী, তার তিনটে ঘর আছে—প্যাক, ট্রুপ ও ক্রু। স্কুলে একবছরের পর প্রমোশন হয়, এক ক্লাশ থেকে উঁচু ক্লাশে উঠতে হয় কিন্তু তাতে তো আনন্দই হয় বেশী। একদল ছাত্র প্রমোশন পেলে, নীচু ক্লাশের ছেলেরা সেই ক্লাসে আসবে! যাদের এগার বছর বয়স হয়েছে, তারা স্কাউট হলে, তবে কয়েকটি নতুন ছেলে

কাব হতে পাবে, যে Second ছিল সে Sixer হতে পাবে। কাজেই দেখছ প্যাক থেকে ট্রুপে যাওয়া, ক্লাশে প্রমোশনের মতন।

অনেকেই স্কাউট হবার সময় আপত্তি করে, কিন্তু একবার স্কাউট হলে আর কোন আপত্তি থাকেনা। ঐ দেখ রায়েদের ছেলে অরুন, সে কিছুতেই প্যাক ছেড়ে যেতে চায়নি। কিন্তু স্কাউট হয়ে ও বেশ আনন্দেই আছে—ওকে জিজ্ঞাসা করতে পার।

প্যাকে থাকলে আকেলা, আর বালুর ভালবাসা পাওয়া যায়। স্কাউট হলে আকেলা আর বালুর ভালবাসা তো পাওয়া যাবেই, তাছাড়া আরও অনেকের ভালবাসা পাওয়া যাবে, তাঁরা হচ্ছেন স্কাউট মাষ্টার ও এসিষ্ট্যাণ্ট স্কাউট মাষ্টার। তা' ছাড়া পেট্রল লীডাররা তো রয়েছেই সাহায্য করতে। আর একটা কথা বলে শেষ করব। আমরা কাব হই কেন? আমরা কাব হই, ভাল স্কাউট হবার জন্য। কাজেই কাব হবার পর স্কাউট না হলে, জিনিষটা অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

বন্ধুত্ব :—আমার লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে খুব ভাল লাগে, তোমাদের লাগে কিনা জানি না। যারা মফঃস্বলে থাক, ইচ্ছে করলে কলকাতার কাবেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পার, তেমনি যারা কলকাতায় থাক, মফঃস্বলের কাবদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে পার। কি করে তো জানতে চাও? খুব সোজা, চিঠি লিখে। কি বলছ, ঠিকানা ও নাম! তার জন্য ভাবতে হবে না। কারুর সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে থাকলে, আমায় জানিও; আমি অনেক কাবের নাম ও ঠিকানা পাঠিয়ে দেব। "ম্যাঙ্ যাত্রী অফিস, ৫নং গভর্ণমেণ্ট প্লেস নর্থ, কলিকাতা" এই ঠিকানায় চিঠি দিলে আমি পাব।

রঙের দৌড়।

এই খেলাটীর জন্য অনেক গুলি ক'রে নানা রঙের পশমের টুক্‌রা চাই এবং প্রত্যেকটী রঙের তিন চারটী করে থাক্‌বে।

যত রকমের পশম আছে তাহার একটী করে টুকরা কাবেদের হাতে থাকবে আর বাকি সব গজ ২৫ দূরে জড় করে রাখা থাকবে। প্যাক্‌টীকে দুটী কিম্বা তিনটী টিমে ভাগ করবে।

"গো" বলার সঙ্গে সঙ্গে এক নম্বর কাবরা ছুটে গিয়ে সেই পশমের গাদা থেকে নিজের হাতে যে যে রঙের পশম আছে তার জোড়া বার করে নিয়ে ছুটে এসে নিজের টিমের শেষে দাঁড়াবে। ঐই রকম করে দুই নম্বর কাবরাও কর্ব্বে। সব শেষের কাবরা পশম নিয়ে যে আগে আকেলাকে ছোঁবে সেই টিম জিতবে।

বালকের আবিষ্কার

"ব্লু-স্মোক"

অনেক দিনের কথা—নরওয়েতে একজন চশমাওয়ালা বাস করতো—সে দেশের লোকের চোখ পরীক্ষা করতো--আর তাদের চশমা করে দিত। পাহাড়ের গায়ে তার ছোট ঘরখানায় সে তার ব্যাবসা নিয়ে বেশ দিনকাটাত। বুড়োর সংসারে আপনার বলতে বিশেষ কেহ ছিল না, নিজের ছেলে মেয়ে নিয়েই তার সংসার—ঘরে একদিকে বসে সে লোকের চোখ পরীক্ষা করতো আর ছেলেপুলেরা অন্য দিকে বসে খেলা করত। সেদিন খুব বরফ পড়েছে—বুড়োর কোন খদ্দের নাই—কি করে তখন ছেলেদের নিয়ে গল্প বলতে আরম্ভ করলে বাদলার দিন গল্প সহজেই বেশ জমে গেছে—কিন্তু বুড়োর এক ছেলে চশমার কাঁচের বাক্স নিয়ে খেলা জুড়ে দিয়েছে। সে একবার এ কাঁচটা একবার ও কাঁচটা বাক্স থেকে তুলে আর সামনের যা পায় তার ভিতর দিয়ে দেখে। তার বেশ মজা লেগে গেছে—কোনটায় ছোট দেখায় কোনটায় বড় দেখায় কখন লম্বা আবার হয়ত কখন থ্যাবড়া দেখাচ্ছে— সে একখানার পর একখানা কাঁচ বাক্স থেকে তুলছে আর তার কাজ শেষ হলে সেটা রেখে আর একখানা তুলছে। এই রকম করে বাক্সর সব কাঁচগুলা তার পরীক্ষা করা হল—তারপর তার হঠাৎ খেয়াল হল, আচ্ছা দুখান এক সঙ্গে রাখলে কি রকম দেখায়—তুললে দুখানা কাঁচ তার পর একখানা আগে একখানা পেছিয়ে রেখে দেখবার চেষ্টা করলে কিছুই বিশেষ দেখতে পেলে না। সব ঝাপসা তার পর সামনে দুরে এক পাহাড়ের দিক দেখতে চেষ্টা করতে লাগল--কিন্তু দেখতে না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ পরেই চিৎকার করে উঠল "বাবা বাবা দেখ ঐ পাহাড়ের গায়ের যে গরুটা চরছে ২ খানা কাঁচের ভিতর দিয়ে কত নিকটে দেখাচ্ছে" বুড়ো গল্প শেষ করে, পরীক্ষা করলে .তাহা সত্য তোমরা বোধ হয় জান না এই ছোট ছেলেটীই পৃথিবীর একটা ভয়ানক দরকারি জিনিস আবিষ্কার করে দিয়েছে তোমরা বোধ হয় বুঝতে পেরেছ জিনিষটা কি—সেটা হচ্ছে দুরবীক্ষণ যন্ত্র তোমরা অনেকেই বোধ হয় দেখেছ ! সেটা পরীক্ষা করলে দেখতে পাবে যে তাতে আসলে আছে দুখানা কাঁচ লোকেরা যাকে বৈজ্ঞানিকদের ভাষায় লেন্স বলে একটা নলেতে লাগান। কত বড় আজ এই যন্ত্র আবিষ্কার না হলে কত অসুবিধা হত জান (সভ্য জাতি এক পাও চলতে পারে না) যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর চলাফেরা লক্ষ করা যায় না, আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের গতি বিধি কিছুই লক্ষ করা যায় না—জাহাজের নাবিকরা দুরের কিছু দেখতে পায় না—মোট কথা হচ্ছে সুসভ্য জাতী একপাও চলতে পারে না—তাই কি নয় ? তা হলে দেখছ যে তোমাদের মত একটী ছোট ছেলে পৃথিবীর সভ্যতার কত দূর সহায়তা করেছে। তোমারাও যে করতে পারবে না কে বললে নিশ্চয়

পারবে ! তবে তোমাদেরও তার মত একাগ্রতা আনতে হবে খাটতে হবে আর লেগে থাকতে হবে—তাই না। তা হলে দেখবে সেই ছোট ছেলেটি যেমন লেন্সের দ্বারা দুরত্ব কমিয়ে এনেছিল তোমরাও সেই রকম অধ্যবসায়ের ও একাগ্রতার দ্বারা পৃথিবীকে সভ্যতার পথে অনেক দুর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে—

১ম ব্যক্তি—(ব্যাস্তভাবে) "হাঁ মশায় বলতে পারেন নটার গাড়ী কখন ছাড়বে ?"

২য় ব্যক্তি—"আট্টা বেজে ষাট মিনিটে। হাঁ দাদা বলতে পার টিকিট ঘর কোথায় ?"

প্রথম লোকটি টিকিট ঘর দেখিয়ে দিলে, দ্বিতীয় লোকটি হন্ হন্ করে টিকিট ঘরে গিয়ে বল্ল "মশায় একটা মামার বাড়ীর টিকিট দেবেন তো" !

* * *

খোকা—মা, দাদা আমার চেয়ে বেশি সন্দেশ খেয়েছে।

মা—খোকা, তোমার মনে রাখা উচিৎ যে দাদা তোমার চেয়ে তিন বৎসরের বড়।

খোকা—(কাঁদ কাঁদ হয়ে হাঁ তা হলেত দাদা আমার চেয়ে তিন বৎসর আগে থেকেই খেতে শিখেছে।

* * *

বিদেশী পথিক—আচ্ছা, এখানকার জলহাওয়া খুব স্বাস্থ্যকর নয় ?

বাড়ীওয়ালা—আজ্ঞে। আমার বাড়ী ছাড়া অন্য বাড়ীগুলা সব অস্বাস্থ্যকর।

* * *

খোকা—মা, আমার এইটুকু আচার ?

মা—না, ওটা দিদির জন্য।

খোকা—দিদি, অতটা খাবে ?

Scraps from the Jungle

BROWN TIP.

The Grand Howl

There is sometimes doubt about the exact pronounciation of the word "Akela" in the Grand Howl. Different Packs place the emphasis on different syllables. It was pointed out some years ago in the "Scouter" that the " top" note (or emphasis) should be on the middle syllable —thus, "Ah—kay—la". Another point : we should remember that the Grand Howl ends with the fourth "Dob". The "Woof" which is often used is not official and should not be used at combined rallies. While there is no objection to using the "Woof" in one's own Pack, to do this makes it very difficult for the Cubs to remember to leave it out at rallies. So perhaps it is best that we should drop it altogether.

Duels

(This game is a variation of "Flip", No. 18 in the General Team Games in 'Gilcraft's Book of Games"). In the olden days, if a knight's honour were insulted he would always challenge his enemy to a duel. To refuse to shake hands with a man was an insult which always led to a duel. In this game we challenge each other to friendly duels. One team is lined up, each Cub holding his arm out to its fullest extent. The other team is lined up opposite some yards away. A Cub comes out from the second team, and walks down the line shaking the hands of the first team. But when he comes to the Cub he wants to challenge, he slaps his open hand instead of shakirg hands ; and then runs back to his own team. If he gets tipped, one point goes to the other side : if he escapes, he wins a point for his own side. Each Cub has a turn at being challenger, and no player on the other side may be challenged twice until everyone has had a turn. The teams take turns at sending challengers.

Honouring the winners

In a certain Pack recently, when one Six won a big competition, instead of giving them a prize they were honoured in this way. They lined up near the flagstaff and Council Rock, and the other sixes marched past and gave them the Olympie salute, which they took in the proper way.

Notes & News

By Ronen Ghose

The Warrants of appointment of the following Scouters have been issued:-

Satya Ranjan Roy Chaudhuri,	G. S. M.,	Kalna Mission School Group.
Arthur Duncan Bell,	A. C. M.,	1st/I Cal. (Wellesley) Group.
Laxmidas Bhanji,	A. C. M.,	24th/I Cal. (Anglo-Gujrati School) Pack.
Hemanta Kumar Mondal,	R. S. L.,	Suri G. T. School Rover Crew, Birbhum.
Satu Gopal Das,	A. S. M.,	Adarsha Vratri Samaj Troop Barrackpore,
Asoke Kumar Ghose,	C. M.,	3rd Barrackpore Baranagore. Pack.
Nimai Kumar Ghose,	A. C. M.,	-Do- -Do-
John Clarence Vyse,	C. M.,	Victoria School Pack, Kurseong.

The following Packs, Troops and Crews are registered:-

St. Roberts School Group, Darjeeling.
Adarsha Vratri Samaj Pack, Barrackpore.
Baranagore First Troop, -Do-
Bajitpur H. E. School Troop, Mymensingh.
Naogaon K. D. H. E. School Troop, Naogaon.

Gilwell Trained:-

Mr. Upendra Nath Ghosh of the Bengal Civil Service who had been away on an Education tour in the Continent while in England joined Wood Badge Scout Course at Gilwell Park. He has now returned to Calcutta and it is expected that with his training and experience he will be an asset to the movement.

Chief Guide's Visit:

Lady Baden Powell, G. B. E., Chief Guide of the World recently visited the Kniver Scout Camp at Worcestershire and in course of address she said "In these days, when we are all living in a machine age, an age of noise and restlessness, the only place where you can get peace of mind and rest of body is out in the open, under God's own sky and amongst the beauties of His wonderful Creation".

Just Scouting:-

During the Easter Holidays three 13-year old boys were playing in a garden. One of them, trick riding on a bicycle, took a toss into a cucumber frame, and his ankle was cut to the bone, severing both arteries.

One of his companions was a Scout. He applied a tourniquet and sent the third boy for a doctor. As it was half-an-hour before assistance could be obtained

the injured boy would certainly have died but for the fact that his Scout friend had the necessary training and knowledge to deal with the situation.

The Scout shall remain nameless his Scoutmaster did not hear of the occurrence until weeks later, and then through a third party.

Farewell :

A Rally of the Local Boy Scouts was held at Baraset on Sunday, the 1st July, 1934 to give a hearty farewell to Mr. K K. Hajara, I. C. S. the S. D. O., and District Scout Commissioner. The Rally was attended by Mr. N. N. Bhose, B.A. (Cantab), Barrister-at-law, Provincial Secretary, Bengal, as well as many officials and local gentries. Mr. Hajara was presented with a Bronze Thanks Badge as a taken of love and appreciation of his work as such from the Association. Mr. Bhose pinned the same on behalf of the Association. The guests were entertained with a delightful programme and light refreshment. The function ccme to a close late in the evening.

Scout World Tourist :

We had a visit from Scout G. M. Jaisingh who is a member of the Bombay Boy Scouts Assoctation. He is contemplating to go round the world on foot. He has already visited many places of interest in South India. We wish him all success in his adventure.

Census of Wolf Cubs of the World :—

Year ended Sep. 30th.	No. of Packs.	No. of Scouters.	Increase in No. of Scouters.	No. of Wolf Cubs.	Increased No. of Wolf Cubs.
1918	1,690	1,688	—	38,513	—
1929	6,619	9,662	7,974	134,179	95,666
1930	7,568	11,709	2,701	155,576	21,397
1931	8,145	13,058	1,248	160,991	5,415
1932	8,610	14,124	1,069	161,533	542
1933	8,781	14,492	366	158,741	2,792

	1933	1918
World Average :—Average No. of Cubs per pack...	18	23
Average No. of Cubs per old wolf ...	11	23
Average No. of Cubs old wolves per pack	1·65	1·0

The above figures indicate that smaller packs are the order of day and there are more helpers.

Every Rover's Monthly:—"The first issue of the "Rover World" is now circulating widely (April issue)". We hope that this magazine will prove a linkage between Rovers, all over the world. It should expect sympathisers in Bengal.

Leap Frog :—Here we are reprinting a few lines which appeared in the April issue of the "Scouter".

একাদশ বর্ষ]　　শ্রাবণ—১৩৪১　　[২য় সংখ্যা

"পথের যাত্রী"

শ্রীবিভূতি ভূষণ বিশ্বাস, স্কাউটার,
কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল ট্রুপ।

আমরা সেবক, আমরা ব্রতী
　　সত্য পথের যাত্রী,
হইনা মোরা, দিশেহারা,
　　হোলেও আঁধার রাত্রি।
পরের তরে অকাতরে,
　　দিতে পারি প্রাণ,
বিপদ এলে, মাথা তুলে,
　　গাইহে হাসির গান।
মিতব্যয়ী রিপুজয়ী,
　　হওয়াই মোদের কর্ম্ম,
প্রাণী সবে, আপন ভেবে,
　　চলাই মোদের ধর্ম্ম।

ভগবানে, প্রাণের টানে,
নিত্য সকাল সাঁঝে,
ডাকবো তাঁরে, ভাববো তাঁরে,
সকল কাজের মাঝে।

ধর্ম্মে মতি, নব শক্তি,
ভক্ত হব সবে,
মোদের কাজে, বিশ্বমাঝে,
সাড়া প'ড়ে যাবে।

হব ধর্ম্মে ধীর, কর্ম্মে বীর,
সত্য পথের যাত্রী,
কাট্‌বে আঁধার, থাকবেনা আর
বিশ্বজনের রাত্রি।

শক্তি-কুমার

(শ্রীঅমিয়কুমার রায় চৌধুরী।)
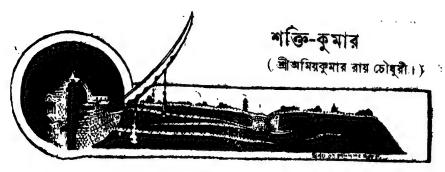
[ঐতিহাসিক গল্প]

সে অনেকদিন আগের কথা। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তখন একটা ওলটপালটের যুগ চলেছে। দিল্লীর মোগল রাজবংশের গরিমা তখন অস্তগামী, ভারতের সর্ব্বত্র একটা মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা চলেছে। মারাঠারা ক্রমে মুসলমানদের হারিয়ে, নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করছিল—এ ঘটনাটি সেই সময়ের। শিবাজীর বুদ্ধিবল আর বীরত্বে, ছোটখাট রাজা থেকে, দিল্লীর বাদশা পর্য্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। বর্গীর দলের অত্যাচারে দেশের লোকের দুর্দ্দশার আর সীমা ছিলনা। সে লুটপাটের ঢেউ এই বাংলাদেশেও এসে পৌঁছেছিল।

বাংলাদেশে তখন অনেক ভূস্বামী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বসন্ত রায় নামে একজন জমিদার, বর্গীদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট শৌর্য্য দেখিয়েছিলেন। বসন্ত রায় নামে সত্যিই কেউ ছিলেন কিনা, সে বিষয়ে ইতিহাস কোন উচ্চবাচ্য করে না। তবে অনেকেরই বিশ্বাস বসন্ত রায় নামে একজন ছোট ভূস্বামী ছিলেন। যাই হোক এই বসন্ত রায় বড় তেজস্বী লোক ছিলেন। দিল্লীর বাদশারও তিনি অধীনতা স্বীকার করেন নি।

বর্গীরা তাঁর রাজত্বের এলাকার অনেকবার লুটপাট করতে এসেছিল কিন্তু প্রত্যেক-বারই তাদের মুখ নীচু করে চলে যেতে হয়েছে। বার বার এই পরাজয়ে বর্গীদের আক্রোশ বসন্তরায়ের বিরুদ্ধে বেড়েই চলেছিল।

মানুষের যৌবন চিরদিন থাকেনা, তাই বসন্ত রায় ক্রমে অক্ষম হয়ে পড়লেন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। বসন্তরায়ের নিজের কোন ছেলে পুলে ছিলনা। বসন্তরায়ের বার্দ্ধক্যের সুযোগ পেয়ে বর্গীরা আবার উপদ্রব আরম্ভ করল। বসন্ত রায় বুড়ো হলে কি হবে, তাঁর এক সাহসী ভাইপো ছিলেন, তাঁর নাম জয়ন্ত রায়। পিতৃব্যের রাজত্ব রক্ষার জন্য জয়ন্ত রায় প্রাণপণে যুদ্ধ করে বর্গীদের দুবার হারিয়ে দেন। তৃতীয় বার, বর্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে, তিনি জিতলেন বটে, কিন্তু একটি সাংঘাতিক আঘাত লাগার ফলে একমাসের মধ্যেই তিনি মারা যান।

জয়ন্ত রায়ের মৃত্যুর খবর বর্গীদের কানে পৌঁছাতে দেরী হোল না। এই সময়ে জয়ন্ত রায়ের বড় ছেলের বয়স মাত্র পনের বছর। বয়স পনের হলেও, এরই মধ্যে সে ঘোড়ায় চড়া, তরোয়াল খেলা আর যুদ্ধ বিদ্যায় খুব পটু হয়ে উঠেছিল। বসন্তরায় এই বেপরোয়া নাতির নাম রেখেছিলেন শক্তিকুমার।

জয়ন্ত রায় যতদিন বেঁচেছিলেন বর্গীরা একটু দমে গিয়েছিল। তারা শুধু প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজছিল। কাজেই জয়ন্ত রায়ের মৃত্যুর পর তারা আবার আক্রমণ করতে এলো।

বুড়ো বসন্ত রায় বেগতিক দেখে, একটা রামদাও নিয়ে ছুটে যাচ্ছিলেন যুদ্ধ করতে, শক্তিকুমার এসে বাধাদিল, বল্ল "ঠাকুর্দ্দা, আমি থাকতে বর্গীরা কিছু করতে পারবেনা, যদি মারাই যাই যুদ্ধে, তখন নয় তুমি অস্ত্র ধোরো। আমি যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, রাজ্যের সব পুরুষকে নিয়ে, তুমি বরং অন্তঃপুরে পাহাড়া দাও, কেউ এলেই এক চোপে শির নাবিয়ে দিও মাটিতে, মেয়েদের হাতে দিয়ে দাও একটী করে হাতিয়ার, বঁটি কিংবা ছুরি, যা হয়"। এই বলে শক্তিকুমার সদলবলে বর্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেল। যাবার আগে সে মাকে প্রণাম করে বলল—তুমি ভেবো না মা, কাল আমি দেশমায়ের স্বপ্ন পেয়েছি, ঠিক জিতে আসব। মাও এককোঁটা চোখের জল না ফেলে বললেন—তাই যেন হয় বাবা। যদি জিত্‌তে পারিস আসিস্ ফিরে, নইলে বংশের মান খুইয়ে ও মুখ আর মাকে দেখাতে আসিস্ না।

* * * *

যুদ্ধ হল ভীষণ। প্রথমে মারাঠীরা ভেবেছিল, এই এককোঁটা ছেলেটাকে জেতা খুবই সহজ হবে, কিন্তু কাজে দেখল বিপরীত। শক্তিকুমার একাই একশো, প্রাণ দিতেই সে এসেছে। বিপুল বিক্রমে সে শত্রুদের আক্রমণ করল। তার বুদ্ধি আর অদ্ভুত নেতৃত্বে দলের অন্যদের সাহস গেল বেড়ে। শক্তিকুমার চেঁচিয়ে বলল—ভাই সব, মরতে তো হবেই একদিন, কাজেই দেশের কাজে বুকের রক্ত ঢালাই ভাল। ওরে, বাড়ীতে তোদের মা বোনরা রয়েছে, হেরে গিয়ে বেঁচে থেকে কোন প্রাণে তাদের অসম্মান দেখবি। চল সবাই, শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে এদের কাছে হার মানবো না।

"জয় শক্তিকুমারের জয়" বলে উত্তেজিত প্রজার দল ঝাপিয়ে পড়ল শত্রু সৈন্যের উপর। আকস্মিক এরকম আক্রমনের তেজ, বর্গীরা সইতে পারল না, ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা বন্য-পশুর মত শক্তিকুমারের তরোয়ালে প্রাণ দিতে লাগল। বাকী যারা ছিল, প্রাণ নিয়ে পালাল।

শত্রুরা পালাল রক্তাক্ত শরীরে, সারা অঙ্গে বেদনা নিয়ে শক্তিকুমার ফিরে চলল বিজয়ী হয়ে। জয়ের উল্লাসে সে ছুটল মাকে প্রণাম করতে পিছনে আসতে লাগল প্রজার দল জয়ধ্বনি করতে করতে।

গোলমাল ক্রমে অন্তঃপুরের দিকে আসতে লাগল। মায়ের কি আনন্দ! বিজয়ী ছেলেকে বুকে করে নেবার জন্য দরজার কাছে এগিয়ে এলেন। বসন্ত রায় তখনও দরজার আড়ালে রামদাও হাতে করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। গোলমাল শুনে তিনি ভাবলেন বুঝি বর্গীরা শক্তিকুমারকে হারিয়ে দিয়ে অন্তঃপুর লুটতে আসছে।

শক্তিকুমার কাছে আসতে, তার রক্তাক্ত চেহারা দেখে তার মা আর্ত্তনাদ করে উঠলেন, হাজার হলেও মায়ের প্রাণ তো। তাঁর দেখাদেখি অন্যান্য মেয়েরাও চেঁচিয়ে উঠলেন। বসন্ত রায় বুঝলেন ভুল, ভাবলেন মেয়েরা যখন চেঁচাচ্ছে, নিশ্চয়ই বর্গীর দল এসেছে। শক্তিকুমার তখন দরজার কাছে এসেছে, দরজার আড়ালে যে বসন্ত রায় লুকিয়ে আছেন তা' সে ভুলে গিয়েছিল। বসন্তরায় চোখে দেখতেন না। শক্তিকুমার যেই দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন, পায়ের শব্দে অনুমান করে বসন্তরায় চালালেন রামদাও। আর যায় কোথা, একবার মা বলে সোনার চাঁদ ছেলে শক্তিকুমার মাটিতে পড়ে গেল, তার মাথাটা ছিট্‌কে পড়ল দেহ থেকে দু হাত দূরে।

বসন্তরায় যখন শুনলেন নিজের নাতিকে, নিজহাতে কেটেছেন, শোকে ব্যাকুল হয়ে "দাদুরে" বলে শক্তিকুমারের রক্তাক্ত দেহের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। তাঁর সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গেনি।

ততক্ষণে মত্ত প্রজার দল কাছারীর উঠানে এসে পৌঁছেছে। সমস্বরে প্রজারা আনন্দে বলে উঠল "জয় শক্তিকুমারের জয়"। পরমুহুর্ত্তেই অন্তঃপুর থেকে উঠল করুণ কান্নার রোল। জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল, "নয় শক্তিকুমার আর নয়"।

মিঞার ছেলে রাজা—

শ্রীরাম

বুড়ো চাষা করিম মিঞার বছর ষাটেক কালে,
হতে দেখে ছেলে এক চম্‌কে গেল পিলে।
সবাই বলে, "এছেলে বাঁচলে হবে রাজা"
তাই না শুনে করিম মিঞার আত্মারাম খাঁচা।
রাজা হ'লে হয় তো ছেলে কাট্‌বে বাপের দাড়ী,
নয় 'ত' নাকে দড়ী দিয়ে টান্‌তে দেবে গাড়ী।
করিম মিঞা ভেবেই আকুল বরাতে কি আছে,
ছেলে কোলে ছুট্‌লো তখন গণৎকারের কাছে।
হাত না দেখে জ্যোতিষ ম'শায় অনেক ভেবে শেষে,
পেনসিল্‌টা খানিক চুষে বল্লেন একটু হেসে—
"রাজা হবে তোমার ছেলে—আর সে রাজার মেয়ে
চোদ্দ বছর হলেই তার করবে তারে বিয়ে"।
—বছর চলে, ছেলেও পড়ে ভাব্‌না যায় এগিয়ে,
কখন ছেলে রাজা হ'য়ে দেবে দাড়ী কামিয়ে।
বছর তের বয়স হ'লে বিগ্‌ড়ে গেল ছেলে
রাজার মেয়ে করবে বিয়ে এই বায়না নিলে।
ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি চণ্ড ঢাকী হাঁকে
রাজা মেয়ের বিয়ে দেবেন শেয়াল মানে যাকে।
ভটুদ্বীপের রাজার ছেলে মক্কেসরের কাজী
নানান দেশের লোকেরা এল, সঙ্গে গণ্ডা চারেক হাজী।
এল সবাই রাজার বাড়ী সঙ্গে নিয়ে শেয়াল—

নিজেরটিকে করেন আদর নাই'ক' অন্য খেয়াল।
মিঞার ছেলে অনেক ভেবে আঁটলো একটি ফন্দী—
বাচ্ছা ছুটো শেয়াল এনে কর্‌ল ধরে বন্দী।
বল্লে, "বাবা—একটা শেয়াল রাখ তুমি বেঁধে
তার সঙ্গে রাখ কিছু কোর্ম্মা কাবাব রেঁধে।"
আর বাকী একটা রাজার বাড়ী যাচ্ছি আমি নিয়ে
রাজা এলে থাক্‌বে খালি মুখটি তুমি বুজিয়ে।
রাজার বাড়ী পরীক্ষাতে দেখ্‌লে মিঞার ব্যাটা
কোনো শেয়াল শানাই বাজায়, কোনটা বাঁধে পাঁঠা।
ব্যাপার দেখে মিঞার ছেলে বল্লে শেষে এগিয়ে,
"আমার শেয়াল কর্‌বে সে কাজ বল্‌ব যাহা বুঝিয়ে।
ঘণ্টা চারেক পরে যখন এল তাহার পালা
রাজা বল্লেন, "এবার তবে দেখাও তোমার খেলা।"
মিঞার ছেলে আদর করে বল্লে ডেকে "ভোম্‌রা,
ঘরে গিয়ে বলে এস রাঁধতে কাবাব কোর্ম্মা।"
এই না বলে বাঁধন খুলে ল্যাজটি দিল টেনে
দৌড় দিল শেয়াল বাচ্চা আপন ঘরের পানে।
খানিক বাদে মন্ত্রী, রাজা সঙ্গে অনেক মিতে
করিম মিঞার বাড়ীর দিকে এল সবাই দেখ্‌তে।
দোরের ধারে শেয়াল দেখে কারোর মুখে নেই 'র্' রা,
রাজা বলেন, "ঢুকে দেখ সত্য কিংবা মিথ্যা"।
এই না বলে রাজা তখন মিঞার ছেলের সাথে
ঢোকেন ঘড়ে রান্না করা কোর্ম্মা কাবাব দেখ্‌তে।
কোর্ম্মা কাবাব রান্না দেখে রাজা মশাই শেষে
মন্ত্রীকে ডেকে তখন বল্‌লেন একটু খানি হেঁসে,
"মেয়ের বিয়ে দেব আমি এই পেয়েছি ছেলে
অন্য সবাকে দাও তাড়িয়ে তোমরা সবাই মিলে।
রাজার মেয়ের বিয়ের দিনে হ'ল কত ঘটা
মণ্ডা, গজা, তোপ্‌সে ভাজা মনে আছে কটা।
বছর কতক পরে রাজা—নিতে হ'ল ছুটি—
রাজা হ'ল মিঞার ছেলে—খরচ শেয়াল ছুটি।

পল্লী সংগঠনে বয়স্কাউট

স্কাউটার--শ্রীগদাধর নিয়োগী বি, এ, বি, টি।

শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া সুস্থ, সুখী ও পরোপকারী নাগরিক সৃষ্টি করাই বয়স্কাউট আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্কাউটদলের জগৎগুরু মহাত্মা লর্ড বেডেন পাওয়েল কর্ত্তৃক ১৯০৮ সালে এই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করার সঙ্গে সঙ্গেই এই আন্দোলন অতি অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং বয়স্কাউটদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ভারত বাসীরাও এই আন্দোলনের সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া দলে দলে যোগ দিয়াছে।

আমাদের দেশের অনেকের মনে এই আন্দোলনের সম্বন্ধে একটী অহেতুক সন্দেহের ভাব বিদ্যমান আছে বুঝিতে পাওয়া যায়। ইহার মূল কারণ তাহাদের এই আন্দোলনের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞানতা বা জানিবার ইচ্ছা না থাকা। শুধু বাহিরের চট্‌ক দেখিয়া ভিতরের জিনিষ বিচার করা চলেনা, কোন একটা বিষয় বিচার করিতে হইলে মন দিয়া তাহা উপলব্ধি করিতে হয়, বাহির ও ভিতর দুইদিক হইতে বিচার করিয়া লইয়া মীমাংসায় আসিতে হয়। অবশ্য স্কুলে যে স্কাউটিং শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা সব সময়ে সুসম্পুর্ণ হয় না। কেননা শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের সম্বন্ধ দিনে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য সীমাবদ্ধ এবং একজন শিক্ষকের পক্ষে মুষ্টিমেয় কয়েকটী বালক ছাড়া সকলকে এতদ্বিষয়ে শিক্ষাদান সম্ভবপর নহে। সুতরাং প্রত্যেক অভিভাবকের উচিৎ স্কাউটিং সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা এবং ছেলেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাহা প্রয়োগ করা।

স্কাউট শ্রেণীতে ভুক্ত হইবার পুর্ব্বে বালকেরা স্কাউট পতাকার তলে সমবেত হইয়া ভগবানের প্রতি, দেশের প্রতি ও রাজার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে, সর্ব্বদা অন্যকে সাহায্য করিতে এবং স্কাউট আইন মানিয়া চলিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। স্কাউট আইনেও বিশ্বজনীন প্রেম লইয়া সর্ব্বদা হাসিমুখে থাকিয়া কি চিন্তায় কি কাজে সমস্ত বিষয়েই নির্ম্মল থাকিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ছেলেদের কেতাবী শিক্ষার বাহিরে প্রকৃত মানুষ সৃষ্টির জন্য যে সমস্ত নিয়ম কানুন ও কার্য্যকলাপ স্কাউটদের শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই প্রণিধানযোগ্য।

আমাদের দেশের শতকরা ৭৫ জন লোক গ্রামে বাস করে। সুতরাং এই বয়স্কাউট আন্দোলন কেবলমাত্র সহরের কয়েকজন বালকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিলে ইহার মহৎ উদ্দেশ্য বিস্তৃতি লাভ করিতে পারেনা। গ্রামে গ্রামেই বয়স্কাউট সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া দেশের দুর্দ্দশা মোচন করা অত্যন্ত আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে এই আর্থিক অসচ্ছলতার ফলে আমাদের দেশের লোকের মনে যে অবসাদের ভাব আসিয়াছে; চির হাস্যময় স্কাউটদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে তাহার যে পরম উপকার সাধিত হইবে এতদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। পল্লীগ্রামে অনেকেই বাজে আলাপ করিয়া সময় অতিবাহিত করে, সুতরাং প্রত্যেক হিতকামী ব্যক্তিরই অবহিত হইয়া গ্রামে গ্রামে সঙ্ঘ সৃষ্টি করিয়া দেশের লোকের নিরানন্দ মনে স্ফূর্ত্তির সঞ্চার করা উচিৎ।

ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে "অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা"। এই নিরানন্দের দিনে অলসতার ভিতর দিয়াই নানাবিধ পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা আত্মপ্রকাশ করিয়া শুধু দলাদলি সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হয়না পরন্তু এই বিষ সামাজিক জীবনে তরুণ মনের ভিতরও সংক্রমিত হয় এবং ফলে নানাবিধ দুষ্ক্রিয়ায় ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। ছেলেদের সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত করিয়া গঠনই বয়স্কাউট আন্দোলনের চরম সার্থকতা। এই জন্যই বয়স্কাউট দল পরোপকারে সদাই জাগ্রত, নিজেদের জীবন সংগ্রামে উপযুক্ত করিবার জন্য শিল্প কলা প্রভৃতির কৃষ্টিসাধনে তৎপর। পল্লীবাসী বালকেরা অবসর সময়ে নানাবিধ জাতীয় ব্যবসা শিখিয়া অর্থোপার্জ্জনের সহায়ক হইতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে কিরূপে পল্লীতে পল্লীতে বয়স্কাউট আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করা যায়? প্রধানতঃ আমাদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সম্মুখীন হইয়া তাহা দূরীকরণের চেষ্টা করিতে হইবে:—

১। পল্লীবাসীর নিরক্ষরতা।
২। পল্লী বাসীর স্কাউটীং সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা।
৩। উপযুক্ত স্কাউটমাষ্টার ও কাবমাষ্টারের অভাব।
৪। পল্লী বাসীর আর্থিক অসচ্ছলতা।
৫। উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকের অভাব।
৬। সঙ্ঘচালনের উপযুক্ত অর্থের অপ্রাচুর্য্য।
৭। উৎসাহী ও উপযুক্ত বয়স্কাউটের সংখ্যাল্পতা। ইত্যাদি

পল্লীবাসীর নিরক্ষরতা দূরীকরণে দেশের প্রত্যেক হিতকামী ব্যক্তি এবং সদাশয় গভর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। দেশকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন, সুতরাং এতৎসম্বন্ধে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। ভরসা করি, প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহা বিশেষ ভাবে দূরীভূত হইবে।

পল্লীবাসীর স্কাউটিং সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা এই আন্দোলনের একটী প্রধান অন্তরায়। পল্লীবাসীরা অনেকেই এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। অনেক শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিরা এই অনভিজ্ঞতার ফলে অহেতুক বিদ্বেষের ভাব পোষণ করে। এই বিদ্বেষ ভাব ও অনভিজ্ঞতা দূরীকরণার্থ গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতে হইবে, স্কাউটিং বালকদিগকে কি শিক্ষা দেয়? ইহার উদ্দেশ্য কি? ইহাতে কিরূপে সুস্থ, সুখী, পরোপকারী ও চরিত্রবান হওয়া যায়, ইত্যাদি। এই প্রচার কার্য্য সংবাদ পত্রের মারফৎ বা অন্য উপায়ে করিতে হইবে। স্থানীয় সঙ্ঘের এতদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইয়া প্রচার কার্য্য চালান উচিৎ।

উপযুক্ত স্কাউটমাষ্টার ও কাব মাষ্টারের অভাব অনায়াসে দূর করা যায়, যদি উৎসাহী এবং উপযুক্ত কর্ম্মী মেলে। স্কাউটিং সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তারের ফলে অনেকেই এই training লইতে ইচ্ছুক হইবেন। Govt-Aided H.E. School বা M.E. Schoolএর President সাধারণতঃ উচ্চ-পদস্থ রাজ কর্ম্মচারীরাই হইয়া থাকেন। তাঁহারা যদি অবহিত হইয়া প্রত্যেক স্কুল হইতে অন্ততঃ একজন করিয়াও উৎসাহী শিক্ষককে পাঠান, তবে অনেক কর্ম্মী পাওয়া যায়। Unaided স্কুলের অনেক শিক্ষকও এই training লইতে বিশেষ ইচ্ছুক, সুতরাং সেই সমস্ত স্কুলের সম্পাদক মহাশয়গণ এতদ্বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন। এতদ্বিষয়ে দেশের হিতকামী ব্যক্তি ও জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সাহায্য একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বর্ত্তমানে এই অর্থ সঙ্কটের দিনে পল্লী বাসীদের এই আর্থিক অসচ্ছলতা এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। পরোপকারী স্কাউটরাই তাহাদের এই অশ্রুমোচনের সহায়ক হইবে। কিন্তু পল্লীবাসীরা বাকী খাজনা ও মহাজনদের দেনায় বিব্রত থাকার দরুণ কোনও প্রকার সদনুষ্ঠানে সাহায্য করিতেও একান্ত অপারক। বিশেষতঃ অনভিজ্ঞতার ফলে যাহাদের সামর্থ্যও আছে, তাহারাও এইরূপ ব্যয়কে অপব্যয় বলিয়া মনে করে! দেশের মঙ্গলাকাঙ্খী ব্যক্তিরা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া এই আন্দোলনকে বাঁচাইয়া রাখিবে ইহাই একমাত্র কাম্য। বয়স্কাউটদের কার্য্যকলাপে সর্ব্বসাধারণ সন্তুষ্ট হইলে স্বতঃ প্রণোদিত হইয়াই সকলে সাহায্য করে। সুতরাং বয়স্কাউটের পরোপকার বৃত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া স্থানীয় মান্যগন্য ও অর্থশালী ব্যক্তিরা যাহাতে সাহায্য দানে বালকদলকে নানাভাবে চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় তাহার ব্যবস্থা প্রয়োজন। স্কাউটরাও নানাভাবে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সঙ্ঘের ধন ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে পারে।

বয়স্কাউটদের সংখ্যাল্পতা দূরীকরণার্থ কোন কোন স্থলে দুই বা তিনটী অথবা ততোধিক গ্রাম লইয়া একটী সঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে। এতদ্বিষয়ে গ্রামে গ্রামে যে সব প্রাইমারী স্কুল আছে সেখানে একটী করিয়া Cub pack, M. E. এবং H. E. Schoolএ কাব প্যাক্ এবং স্কাউট ট্রুপ গঠন করিতে হইবে।

স্কাউট দল তিন ভাগে বিভক্ত, যথা ;—

১। কাব্ প্যাক্ ঃ—৬ বৎসর হইতে ১১ বৎসরের বালক লইয়া এই দল গঠিত ১১ বৎসরের পরে ইহারা স্কাউটদলে যোগদান করিতে পারে।

২। স্কাউট ট্রুপ ঃ—১১ বৎসর হইতে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালকেরা এই দলে যোগদান করিতে পারে।

৩। রোভার ক্রু ঃ—১৮ বৎসরের অধিক বয়স্ক যুবকদিগের জন্য, আমাদের দেশে ইহার বিশেষ প্রচলন নাই।

প্রত্যেকটী বিভাগের মূল বিষয়গুলি একই রূপ, তবে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষারও পার্থক্য আছে। বয়স্কাউট সঙ্ঘের শিক্ষাকেন্দ্রে কাবিং ও স্কাউটিং সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া দল গঠন করা যায় এবং দল পরিচালনের জন্য বঙ্গদেশের চীফ স্কাউট মহামান্য লাট বাহাদুরের বয়স্কাউট সঙ্ঘের অনুমোদনে অনুমতি পত্র (warrant) দিয়া থাকেন ও তদনুসারে দল রেজেষ্টারী-ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। সঙ্ঘ গঠনের নিয়মাবলী ও স্কাউটদের জ্ঞাতব্য বিষয় স্কাউটমাষ্টার ও কাব মাষ্টারদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্বিষয়ে যাহারা বিশেষ অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা স্থানীয় বয়স্কাউট সঙ্ঘ অথবা বঙ্গীয় প্রাদেশিক বয়স্কাউট সঙ্ঘের নিকট পত্র দিলে তাঁহারা বিশেষ যত্ন সহকারে জানাইয়া থাকেন।

বয়স্কাউট দল গঠন করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া বয়স্কাউটদের কার্য্যসূচী প্রণয়ন করিতে হইবে ঃ—

১। একজন শিক্ষিত স্কাউটমাষ্টারের (অথবা কাবমাষ্টার) অধীনে বয়স্কাউট দল সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন একত্র সমবেত হইবে। স্কাউটিংএর অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এবং খেলাধুলা শিক্ষক মহাশয় তাহাদিগকে শিখাইবেন।

২। প্রত্যেক পেট্রোল লীডার স্বীয় দলের স্কাউটদের জন্য দায়ী থাকিবে। প্রত্যেক স্কাউট প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী স্কাউট আইনগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন না করিলে অথবা কিছু ব্যতিক্রম ঘটিলে পেট্রোল লীডার তাহা স্কাউটমাষ্টার বা সহকারী স্কাউটমাষ্টার মহাশয়কে জানাইবে এবং তাঁহারা তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিবেন।

৩। বয়স্কাউট দল জাতি ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে দরিদ্র, বৃদ্ধ, আতুর ও বিপদগ্রস্থ লোকের সাহায্য করিবে।

৪। পল্লীর স্বাস্থ্যের উন্নতি কল্পে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে।

৫। প্রত্যেক সঙ্ঘের একটী নির্দ্দিষ্ট ধনভাণ্ডার থাকা উচিৎ। পরস্পর চাঁদা তুলিয়া অথবা স্বীয় পরিশ্রমলব্ধ অর্থ সাহায্যে সঙ্ঘের ধনভাণ্ডার বৃদ্ধি করতঃ লোকের সাহায্যের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে।

৬। স্কাউটরা নিজেদের জাতীয় ব্যবসার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত চেষ্টা করিবে এবং তৎসঙ্গে নানাবিধ শিল্প কার্য্যাদি শিখিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিবে।

৭। Co-operative store প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া সঙ্ঘের ধনভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবে।

৮। স্কাউটমাষ্টার ও কাবমাষ্টার মহাশয়েরা বৎসরে জিলার ভিতরে কোন একটী নিৰ্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইবেন এবং সভায় কিরূপে বয়স্কাউটদের উন্নতি বিধান করা যায় তৎ-সম্বন্ধে কার্য্যপদ্ধতির আলোচনা করিবেন।

৯। উপযুক্ত স্থানে প্রতি বৎসর একবার সমগ্র জিলার বয়স্কাউটদের সমাবেশ হইবে। ঐ সময় প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকিবে। পরোপকারের নিদর্শন স্বরূপ তাহারা ঐ সময় পুরস্কার পাইবে। Proficiency badge বিতরণের ব্যবস্থাও ঐ সময় করা যাইতে পারে।

১০। স্কাউটদিগের yell এবং অন্যান্য কার্য্যাবলী যতটা সম্ভব ভারতীয় আদর্শে গঠিত করিতে হইবে।

১১। প্রতিবৎসর Shield competition অথবা ঐরূপ প্রতিযোগিতামূলক কার্য্যাবলীর জন্য বয়স্কাউটদিগকে উপযোগী করিয়া প্রেরণ করিতে হইবে।

উপরিলিখিত বিষয়গুলি যতদূর সম্ভব পালন করিয়া আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে Theory ও Practice দুইটী বিভিন্ন জিনিষ হইলেও অঙ্গাঙ্গী ভাবে আবদ্ধ। আমাদের প্রত্যেককেই এই আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিয়া ইহার প্রসারের চেষ্টা করিতে হইবে। সুস্থ, সুখী, পরোপকারী ও চরিত্রবান্ স্কাউটদল যাহাতে জীবন সংগ্রামে উপযুক্ত হইয়া আদর্শ রূপে পরিগণিত হয়, সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষাই আমরা করিতেছি। বর্ত্তমানে দূষিত আবহাওয়ার ফলে ছেলেদের যে বিকৃত মনের সৃষ্টি হইয়াছে, স্কাউটিং সেই সমস্ত মনের মালিন্য মুছিয়া ফেলিয়া প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি করিবে।

দেশের এই দারুণ দুর্দ্দশার দিনে কর্ত্তব্য পরায়ণ ও পরোপকারী স্কাউটদল মৃতপ্রায় ভারতবাসীর নূতন প্রাণের সঞ্চার করুক ইহাই একমাত্র কাম্য।

গঙ্গানগর স্কাউটারস ক্যাম্পের গান

স্কাউটার—ফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত, বি-এস-সি।

গঙ্গানগর ক্যাম্প আমাদের লাগছে ও ভাই বেশ
নানান জেলার ভাইদের নিয়ে কাটছে দিন বেশ।
কেউবা যায় রান্নাঘরে
কেউবা বাসন মাজে
কেউবা শুধু পেটের পূজা করেই হয় শেষ॥
কাক্‌রা করে কা কা
কোকিল করে কূ—
কাঠ্‌ঠোক্‌রার ঠক্‌ঠক্‌
শুনতে লাগে বেশ।
শ্রাবণ ধারায় ভেজা ক্যাম্প
নাইকো ধূলার লেশ
দম্‌বো না ভাই কোন কাজে
ক'রবো কোর্স শেষ॥

শিখ্‌-জাতির ইতিহাস

শ্রীনরেশ চন্দ্র মজুমদার।

চতুর্দ্দশ শতাব্দির শেষভাগে গুরু নানক একটি অতি ধার্ম্মিক এবং বলবান জাতি গঠন করেন। গুরু নানক ১৪৬৯ হইতে ১৫৩৯ শতাব্দি পর্য্যন্ত তাহার ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাহার পরবর্ত্তী অনুচরগণও তাহার পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাহার ধর্ম্মে এতটা প্রগাঢ় ভাব ছিল যে সম্রাট আকবর মুগ্ধ হইয়া তাদের ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য অমৃতসহ-রের ন্যায় সমৃদ্ধশালী নগর ছাড়িয়া দেন।

সকল মোগল সম্রাটরাইত আর আকবরের মত ধার্ম্মিক ছিলেন না। তারা শিখদের উপর খুব অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তাদের শাস্ত ধার্ম্মিক জীবনে আঘাত পড়লো। তখন গুরু হর গোবিন্দ বাধ্য হইয়া তাদের মনে একটা বলবান হইবার স্পৃহা জাগিয়ে

তুললেন। তারা ধার্ম্মিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বলবান হইবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। মোগল সম্রাটদের অত্যাচার ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। শেষকালে ভয়ানক অসহ্য হইয়া উঠিল। তখন গুরু গোবিন্দ সৈন্যবেশ ছাড়া আর কোন উপায় ভাবিতে পারিলেন না। ধার্ম্মিক ও শান্ত শিখ জাতি একটা বিশাল সৈনা দলে পরিণত হইল। তাদের ভিতরকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সব বাধা বিঘ্ন তুলিয়া দিলেন—কেবল একটি বিশালদলে পরিণত করিবার জন্য। তখন তিনি তাদের নাম দিলেন "খালসা"—অর্থাৎ পবিত্র।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুতে রাজ্যে খুব অরাজকতা আরম্ভ হইল। এই সুযোগে শিখজাতি তাদের পুর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া তার প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইল। তারা নানান দেশ আক্রমণ, ধ্বংস প্রভৃতি আরম্ভ করিল। গুরু গোবিন্দের পর 'বান্দা' শিখজাতীর নায়ক হইলেন। তিনি সাধ্যমত প্রতিশোধ লইতে লাগিলেন। বাহাদুর সাহ তাহার অত্যাচার দমন করিবার জন্য একদল সৈনা প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে শিখজাতির পরাজয় হয়। বান্দা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। এইভাবে কিছুদিন কাটিয়া যায়। বাহাদুর সাহ ১৭১২ সালে মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে সিংহাসন আরোহণ ব্যাপারে তাঁর চার পুত্রের মধ্যে খুব গণ্ডগোল বাধে। যাহোক জেষ্ঠাপুত্র জাহান্দার সাহ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি অকর্ম্মণ্য হওয়ায় অপরের হস্তে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে হয়। তারপর আসেন 'ফোর্‌খসা'। দেশে এইসব অরাজকতার সুযোগে বান্দা মোগলদের আক্রমণ করেন কিন্তু তিনি যুদ্ধে পরাজিত এবং হত হন। তাঁর মৃত্যুর পর কিছুদিন শিখদের নেতৃবিহীন ভাবেই থাকিতে হইল। মোগলগণ শিখদের প্রতি ভয়ানক কড়া শাসন করিতে লাগিলেন। শিখদের খালি বধ করিতে লাগিলেন। এই সব ব্যাপারে তারা ভয়ানক দমিয়া গেল এবং মোগলদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে আর সাহস করিল না।

এই ভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেল। সপ্তদশ শতাব্দির মাঝামাঝি পাঞ্জাবে অত্যন্ত অরাজকতা আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ আর বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। পাঞ্জাব বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইল। প্রত্যেক দেশই স্বাধীনতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। শিখদের বাধা দিলেন কাবুলের আমির আবদালি। যাহোক কয়েকবার ব্যর্থ হয়েও শিখরা অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগিল। তারা অনেক দুর্গ প্রভৃতি তৈরী করিতে লাগিল। তারা ছলে বলে কৌশলে আফগান সৈন্যদের পরাজিত করিতে সক্ষম হইল। যুদ্ধে পরাজিত হয়েও আফগানরা পশ্চাৎপদ হইল না। তারা আবার আক্রমণ করিল। এবার শিখদের রক্ষা করিল তাদের নির্ম্মিত দুর্গ প্রভৃতি। আফগানরা কিছুই করিতে পারিলেন না। তাদের ভিতরকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ চলিতে লাগিল। এবার তাদের উদ্ধারে আসিলেন 'রণজিৎ'।

পাঞ্জাবের সিংহ রণজিৎ সিং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার বাল্যাবস্থায়ই পিতার মৃত্যু হয়। অল্পবয়সেই তিনি একটী চক্ষুহীন হন। সুতরাং তাহাকে শিক্ষা দিবার কেহই ছিল না। তিনি নিজেই নিজের গুরু ছিলেন। তবুও তাহার মত বীর এবং সাহসী খুব কমই দেখা গিয়াছে। বিদ্যা শিক্ষা করিবার মত সামর্থ তাহার খুব কমই ঘটিয়াছিল। তিনি খুব ভাল ক্রীড়ক ছিলেন তিনি ছলে বলে কৌশলে সমস্ত বিপদে ঝাপ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাহার আত্মসম্মান জ্ঞান খুব প্রবল ছিল।

রণজিৎ সিং তাহার অনুগত 'খালসা'দের বীরবেশে সজ্জিত করিলেন। শতদ্রু নদীর তীরবর্ত্তী দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়কে জয় করিবার মনস্থ করিয়া তিনি তাঁহার খালসাদের লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাহারা যুদ্ধে পরাজিত হইল এবং ইংরাজদের স্মরণাপন্ন হইল। রনজিৎ সিং ইংরাজদের সহিত খুব বন্ধুত্বভাবেই আচরণ করিতেন তাই বিপক্ষীয়গণ রণজিৎ সিংকে আক্রমণ করিতে পারিল না। তাহাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন হইয়া গেল।

সেই সময় কাবুলের রাজা পাঞ্জাব দখল করিতে আসিলেন। রণজিৎ সিং তাহাকে সাহায্য করেন এবং তাহার প্রতিদান স্বরূপ 'লাহোর' নগর তাহার অধীন হইল। তারপর তিনি স্বাধীনতা প্রচার করেন এবং নিজেই সব বিষয়ে রাজকার্য্য পরিচালনা করেন এমনকি নিজের নামে মুদ্রা চালান।

তাহার মৃত্যুর পর দেশে আবার অরাজকতা আরম্ভ হয়। সকলেই স্বাধীন ভাব ঘোষণা করেন, ফলে দেশে মারামারি প্রভৃতি অনেক বিভীষিকা ঘটে। নিজেদের ঘরোয়া বিবাদে খালসা জাতি উচ্ছৃঙ্খলার পথে যায়। রণজিত সিংএর পর এমন কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই যিনি খালসাজাতিকে আবার ভাতৃভাবে আবদ্ধ করিতে পারেন। দিনে দিনে তাহাদের বীরত্ব লোপ পাইতে লাগিল এবং অবশেষে তাদের মাতৃভূমি পাঞ্জাব, স্বাধীনদেশ পাঞ্জাব, ইংরাজদের অধীনে গেল।
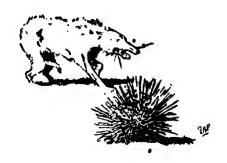
নদীয়া জেলার স্কাউট কমিসানার
শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিদায়
উপলক্ষে

প্রচণ্ড শীতের দাপে, ধরিত্রী যখন কাঁপে,
ভাবে পৃথ্বী কত দিনে আসিবে বসন্ত,
নদীয়ার ব্রতী মোরা, হয়েছিনু, প্রাণহারা,
পেয়েছিনু মৃতে প্রাণ পরশে বসন্ত।

বাক্যে তব মধুমাখা, নদীয়ার স্কাউট সখা,
জাগালে ব্রতী সঙ্ঘ নিজ চেষ্টা বলে,
উদার হৃদয় যোগী, কর্ম্মবীর হে. উদ্যোগী,
কেন যাও, কেন যাও কোথা যাও চলে ॥

হে মহান সাম্য শান্ত, তবগুনের নাই হে অন্ত,
বেঁধেছিলে তুমি মোদের স্নেহ প্রেম ডোরে,
দরিদ্র এ সঙ্ঘ তব, কি দিয়ে বিদায় দিব,
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ভক্তি অশ্রুভারে।

সাজায়ে এনেছি ডালা, ভাষাহীন ভাবমালা,
শকতি ভকতি মোদের প্রাণের বেদনা,
মোরা যদি ভুলি পাছে, নিবেদন তব কাছে
ভুলো না ভুলোনা সখা, মোদের ভুলোনা।

ব্লু-স্মোক—

বাঁশের ফুলদানী—

তোমরা বোধ হয় অনেকেই জান না যে সামান্য এক টুকরা বাঁশ ও একখানা ছুরির দ্বারা চমৎকার ফুলদানী করা যায়—। খুব সহজেই হয় -যদি না জান তবে একটু মন দিয়ে শোনো।

একটুকরা বাঁশ জোগাড় কর—একটু মোটা এবং ফাঁপা হলেই ভাল হয়। তারপর একটা গাঁটের নিচু দিকটা ১" থেকে ২" ইঞ্চি রেখে সোজা করে পরিস্কার করে কেটে ফেল—এই দিকটা হোল ফুলদানীর তলা বা base, তারপর সেই গাঁটটার ওপর ৫" থেকে ৭" ইঞ্চির মধ্যে রেখে আবার করাত দিয়ে কেটে ফেল। যে ছোট টুকরাটা হল, এইটাই আমাদের ফুলদানীতে পরিণত হবে। এখন দেখ্‌ছত যে টুক্‌রাটা একটা গ্লাসের মত দেখাচ্ছে—বেশ এবার এক কাজ কর। এক টুকরা কাগজে একটা নক্সা এঁকে বা traceকরে নাও—তারপর সেটাকে ঐ বাঁশের টুকরার গায়ে লাগিয়ে দাও—যেখানে তোমার নক্সা করবার ইচ্ছা। এতক্ষণত বেশ সহজে হল—এখন কিন্তু একটু সাবধানে কাজ করতে হবে। তোমার কাছে যে ছুরিটা আছে সেটার মুখে বেশ ধার আছে কিনা দেখে নাও—ভোঁতা হয় ত আবার ধার দিয়ে নাও। আচ্ছা এইবার ঐ ছুরিটার মুখ দিয়ে নক্সার যে যে জায়গা কেটে বাদ দিতে চাও, অর্থাৎ নিচু রাখতে চাও (deep cutting) সে গুলা খুব সাবধানে ছুরি দিয়ে কেটে বাদ দাও—দেখ খুব সাবধানে ছুরি যেন পিছলে না যায়। সমস্ত কাটা হলে পর কাগজটাকে জলে ভিজিয়ে তুলে ফেল। এখন দেখছ নক্সাগুলো হয়ত তেমন ভাল দেখাচ্ছেনা। বেশ-এক কাজ কর নক্সার নিচু জায়গা গুলোয় রং কিংবা কালি লাগিয়ে দাও দেখবে নক্সাগুলা কত ফুটে উঠেছে।

আর এক রকমে নক্সা করা যায় বেশ সহজে একটা মুখ সরু লোহা জোগাড় কর—মোটা লোহার পেরেক হলেই হবে। সেটাকে আগুনে পুড়িয়ে গরম কর তারপর ঐ গরম মুখটা নক্সার উপর বুলিয়ে দাও—দেখ নক্সা গুলা কেমন সুন্দর কালো কালো হয়ে ফুটে উঠেছে। যারা painting জান, দুএক পোঁচ রং দিতে পার।

এখন আর একটু কাজ বাকি আছে তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করে থাকবে যে ফুলদানীটা হয়ত বড় হাল্কা হয়েছে—একটু নড়লেই পড়ে যায়। আচ্ছা এক কাজ কর—ফুলদানীর তলারদিকটায় যে গর্ত্ত আছে তার ভিতর ২।৩টা ছোট পেরেক লাগাও ও তারপর একটু সিমেণ্ট গুলে দিয়ে ভর্ত্তি করে দাও শুকিয়ে গেলে কেমন জমে যাবে ও সঙ্গে সঙ্গে তলাটী কেমন ভারি হয়ে গেছে—আর উল্টে যাবারও ভয় নাই। এখন দেখবে বাঁশটাকে একটু মিহি শিরিশ কাগজ দিয়ে পরিস্কার করে একটু পালিশ করে দিলে ভারি সুন্দর দেখাবে।

এইরকম ফুলদানী দিয়ে তোমাদের পড়বার ঘর কিংবা Group Headquarters সাজাতে পার ভারি সুন্দর দেখায়। এইরকম করে বাঁশের অনেক রকম জিনিষ তৈরি করা যায়—তোমরা একটু ভাবলেই পারবে।

দাদা—শিরাপের ঠাণ্ডা লাগলে গলায় ব্যাথা হয়তো ?

ভাই—বোধ হয় হয়, কিন্তু অন্ততঃ এক সপ্তাহ পরে।

* * * *

শিক্ষক—ঘণ্টা বাজবার পর তুমি ক্লাসে এলে যে ?

ছাত্র—আজ্ঞে আমি ক্লাসে ঢোকবার আগে ঘণ্টা বেজেছে।

* * * *

মালী—ও গাছটাকে মাটীতে আচাড় মারছ কেন ?

বালক—তুমিত কাল বললে এটা রবার গাছ !

* * * *

দর্শন প্রার্থি—সাহেব আছেন ?

নূতন চাপরাসি—আপনি দালাল, না পাওনাদার, না বন্ধু……"আমি তিন রকমই"।

নুঃ চাঃ—তিনি এক সভায় গেছেন—তিনি বিদেশ গেছেন—তিনি ভিতরে আছেন।

* * * *

দেখত এ জুতা জোড়াটা মেরামত করা যায় কিনা ?

মুচি—"নিশ্চয় যায়—এর শুধু তলাটা বদলাতে হবে, আর খালি উপরের একটু নূতন সাজ দরকার—ফিতেটা মনে হচ্ছে বদলাতে হবে না।

Scraps from the Jungle.

Brown Tip

Falling in. Smartness in falling in at rallies will be helped if the following system, as we use it in Calcutta, is properly understood. First, the Sixers are called up. They catch hands in a circle and pull out till there is about two yards between each. The Sixers then stand firm and act as markers when "Pack, Pack Pack" is called and the rest of the Cubs fall in. Even if the arm-signal for the circle formation is not given, the Cubs should fall in on the left of their sixers, **not behind them**. In the "Handbook", the Chief says, "The circle is the Cub formation, not the rank" ; and it would be well if all Akelas remembered this in their own packs as well as at rallies. If the Old Wolf in charge of the rally wants the Cubs to fall in in files behind the Sixers, he will keep the sixers much closer together and will give the appropriate arm signal.

Saved from Sherekhan. For this game, the Pack sits round while Akela thinks of a word. He then chalks up one cross for each letter in the word. The Cubs in turn try to guess the first letter. If a Cub is right, Akela rubs out the cross, fills in the letter, and all try to guess the second letter. If a Cub is wrong, Akela draws one part of a man. The idea is to guess the whole word before Akela finishes drawing the man, in which case his life is saved from the Tiger who is stalking him. If the man is completed, Sherekhan has killed him. Continue going round the circle till a decision is reached.

Sportsmanship :—This is a quality all Cubs should have. Teach them that a good sportsman :—

Plays the game for the game's sake ;
Plays for his side not for himself ;
Accepts the judge's decision at once ;
Does not boast when he wins ;
Does not grumble when he loses.

Notes & News

Ronen Ghose

1. The warrants of appointment of the following Scouters have bee nissued:

Mahiman Theophilus C. M. 6th Kurseong (Dhobikhole School) Group.
Do. G. S. M. Do.
Masihdhoj Subba S. M. Do.
Srichandra Rai, A. S. M. Do.
Rev. Charles L. Swan, S M. Mt. Hermon Troop, Darjeeling.
Amiya K. Roy Chodhury, C. M. 14th/III Calcutta Pack.
Amarendra Nath Sen, S. M. 8th North Murshidabad Troop.
Prafulla Nath Tagore, D. C. Second Calcutta Local Association.
The Hon. Mr. S. C. Ghosh-Maulik, D. C. Third Cal. Local Asson.
Nabagopal Das, I. C. S., D. C. Barasat Local Association.
Dwijapada Mukherjee, S. M. Dishergarh A. C. Institution, Asansol.
Radhanath Chakravarty, S. M. Ethora S. C. Institution, Asansol.

2. The following Packs, Troops, Crews and Groups have been registered :—

Victoria Academy Pack } Sherpur—Jamalpur.
Do. 2nd Troop }
A. K. Institution Pack—Barisal.
16th/III Calcutta (Kidderpore Academy) Group, Calcutta.
Maharaja Girija Nath High School Troop, Dinajpur.
17th/III Calcutta (Kidderpore M. E. School) Group, Calcutta.
14th/III Calcutta Pack, Calcutta.
Ethora S. C. Institution Troop, Asansol.
1st Khargpur (B. N. Ry. European High School) Troop, Khargpur.
2nd Khargpur (B. N. Ry. Indian High School) Troop, Khargpur.
5th/III Calcutta (Chetla Boys H. E. School) Group, Calcutta.
Hamilton High School Pack, Tamluk.

3. **Appointments and Transfers** :—The Hon'ble Mr. Satyendra Chandra Ghosh-Maulik, District Scout Commissioner of the Second Calcutta Boy Scouts (Local) Association has been transferred to the Third Calcutta Local Association. His Excellency the Governor, Chief Scout for Bengal has been pleased to issue warrant in favour of Mr. Prafulla Nath Tagore, ex-Sheriff of Calcutta as the District Scout Commissioner of the Second Calcutta Local Association.

Mr. Nabagopal Das, I. C. S. the Sub-Divisional Officer has taken over charge of the office of the District Scout Commissioner of the Barasat Local Association vice Mr. K. K. Hajara, I. C. S. transferred.

4. **Scoutmasters' Course for Beginners** :—A Scoutmasters' Course (Beginners) was held at the new camp site at Ganganagar from 14th to 25th July 1934.

The names of the Campers and the districts they hailed from are given below. The total strength of the course was 17, one of them had to leave the Camp towards the early part because of his ill health.

Md. Asimudin Pramanik, B. A. Bankura Zilla School, Bankura.
Bimalaksha Roy, Union H. E. School, Rampurhat.
Benimadhab Roy, B. Sc, Birbhum Zilla School, Birbhum.
Amalendu Nath Bose, B Sc, Santahar H. E. School, E. B. Ry.
Tarapada Chatterjee, Calcutta.
Rabindra Nath Sen, B. A., Nabakumar Institution, Dacca.
Phanindra Nath Gupta, B. Sc., Govt. High School, Darjeeling.
Pratap Chandra Majumdar, B. A , Thakurgaon H. E. School, Dinajpur.
Jitendra Kumar Neogy, B. A., Hooghly Branch School, Chinsurah.
Abdul Khaleque, B. A., Araidanga D. B. M. Academy, Malda.
Himes Chandra Chaudhury, B. L. Mymensing.
Radhamadhab Sarkar, B. A., Victoria Academy, Mymensing.
Anadi Nath Bhattacharjya, B. Sc., Muragacha H. E. School Nadia.
Bejoy Kumar Datta, B. A., Rajshahi College, Rajshahi.
Indubhusan Bose, B. A , Nilphamari H. E. School, Rangpur.
Indubhusan Sarkar, B. Sc., Rangpur Zilla School, Rangpur.

They have all got their certificates.

The camp was visited by Mr. James Buchanan, the Physical Director, Bengal, with his Students.

5. **The Australian Jamboree** :—The latest Bulletin from the Secretary to the Chief Scout for India announces that "It it expected that passage will not cost more than Rs. 425/- and Jamboree fee Rs. 40/- (£3). All other expenses (travel in India, from Port of landing to Jamboree Camp, sight seeing, Pocket money, equipment) will be extra."

6. **Wood Badge** :—Lord Baden-Powell of Gilwell, Chief Scout of the World has been pleased to award Scouters Ronen Ghose, D. S. M. and Monoj Khan, C. M. of the 2nd Pack under the Second Calcutta Local Association with the Cub Wood Badge. We offer our hearty congratulations to them for their success.

7. **Step by Step** :—The 6th Camberwell Scout Group has had a variety of Headquarters in the 24 years of its life. The first meetings were held under a lamp-post (not with a view to avoiding gas bills !) and then the troop moved into a low-roofed shed, and from there to a disused slaughterhouse. The next step, in 1912, was to a cowshed, and there the scouts have stayed ever since and have been honoured by a visit by the Queen. Now the Group has just had the foundation stone laid for a £500 hall which will adjoin and incorporate the historic cowshed. In the past five years the Group has saved £200 and is now working hard to obtain the balance.

8. **Worth Reading** :—After saving his little sister's life, a ten year old Nova Scotia boy declared that he "got the idea from reading Boy Scout books."

The girl was carried through a flooded culvert, and becoming entangled with a submerged wire fence, would have lost her life. Her brother plunged to her aid and brought her to safety.

9. **Dutt Ambulance Challenge Shield for Cubs**—II Calcutta Local Association :—The above competition took place on the 4th of August 1934. In all six teams entered. The 2nd/II Pack won the Shield three years in succession the donor has kindly consented to present the winner with a miniature of the shield. We offer our hearty congratulations to the winning team.

Sir. C C. Ghose Challenge Sports Cup for Cubs. This trophy is annually competed amongst the cub packs of 3rd Calcutta Association. This year it was held in the Reformatory School compound on 12th August. Refermatory School Pack won the Cup 6th/IIIrd Calcutta Pack came out second and 14th/IIIrd Calcutta Pack "A" occupied the third postion.

10. **Concession in fares for Boy Scouts :**—Hitherto concession to Boy Scouts when travelling in parties of not less than four (including the Scoutmaster or other Instructor) on scout duty used to be allowed on production of a certificate to that effect signed by the Scoutmaster. But with effcet from 1st August 1934, the Indian Railway Conference Association have introduced an additional clause to the rule under which certificates signed by a Scoutmaster are required to be countersigned by the Provincial Secretary or Prvincial Scout Commissioner. Scoutmasters are hereby requested to get their applications countersigned by any of the persons referred to above before applying for concessions to the Railway authorities.

11. **Entertainment:**—The Nagharia H. E. School at Malda organaised a miniature display in honour of their Dist. Commissioner's visit. The programme was a varied and interesting one. There was a fairly large gathering. Fancy cycling item was of a very high order. The Dist. Commissioner presented Scouters Ojha and Das with their Warrants.

12. **Scouts Have A Good Time:**—A very large and distinguished gathering attended the "At Home" given by Mr. Prafulla Nath Tagore, the new District Commissioner of the Second Calcutta Local Associatian to meet their Vice President the Hon'ble Mr. Manmatha Nath Mukherjee, Acting Chief Justice of Bengal on 7th August at his Garden House at Alambazar in connection with a Scout Rally. The Hony. Secretary Mr. S. N. Banerjee of the Associatian presented the Vice-President with a congratulatory address on behalf of the Association. The Vice-President in his reply stressed the part of the Boy Scout movement played in the development of Character and urged every one present to take more interest in the affair of the Associatian, which is the largest in Bengal, so that it may in the near future be recognised as the premier Association in India.

Mr. Tagore took the Scout Oath touching the Association Flag. Mr. Justice N. A. Khundkar handed over the Warrant issued by H. E. the Chief Scout for Bengal to Mr. Tagore.

Mr. N. N. Bhose, the Provincial Organising Secretary presented a Thanks Badge to the Hon'ble Mr. S. C. Ghosh Maulik, the out going D. C., for all his valued services rendered to the Association. Mr. Bhose also presented the "Wood Badge" to Scouter Ronen Ghose the District Scoutmaster and Scouter Monoj Khan, C M. 2nd Pack issued by the Chief Scout of the World, Lord Baden-Powell—a badge of very high distinction in the Scout world. The Association has now four Wood-Badge holders, a matter of congratulation indeed !

Mrs. Barwell then presented S. N. Banerjee cup to the best Association camp troop (consisting of Scouts from 15th, 24th and 27th troops), D.P. Jalan Cup to the troop (consisting of Scouts from 13th, 25th and 26th Troops, as Runners-up, Rai Gopal Chandra Banerjee Bahadur Memorial Cup awarded to Oriental Seminary Group for best Camp-Fire programme and Mandakini Devi Cup won by Scout Asoke Ghose of 2nd Troop being the best scout in Drill competition at the Camp. Two more prizes were awarded to Scouts Gopi Basack and Tarit Mitter.

The ceremonies being over a short display was given by the Scouts, which was very much appreciated by the guests present. The Bands of the Oriental Seminary and 10th Group played selections at intervals.

Amongst those present were the Acting Chief Justice of Bengal, Mr. Justice D. N. Mitter, Mr. Justice McNair, Mr. Justice Remfry and Mrs. Remfry, Mr. Justice Naseem Ali, Mr. Justice Khundkar and Mrs. Khundkar, Lt. Col. N. Barwell and Mrs. Barwell, Hon'ble Raja Sir M.N. Ray Chaudhury, Maharajah Tagore, Maharaja of Cossimbazar, Raja of Nashipur, Sir Badridas Goenka, Sir. Hari Sankar Paul. Kumar B. P. Ray Mr. T. C. Goswami, Mr. S. M. Bose, Standing Counsel, Mr. J, N. Basu, Mr. Susil Sen, Dr. S. C. Law, Kumar S. N. Law, Maharaj Kumar Tagore, Mr. Tarak Mukherjee, Mr. T. P. Ghose, Mr. R. M. Tagore, the Hon'ble Mr. K C. De, Mr. Saroj Ghosh, Asst. Prov. Organising Secy. and others.

Do yon know why a coin has a milled edge ? :—If you look at a shilling, a sixpence or a more valuable silver coin, you will see that the edge is covered with little cuts, which make a sort of rough edge all round the coin. This is called milling, and it is done for a special purpose.

Years ago, coins were just stamped out of pieces of metal, and the edges were left rough and irregular, and the coins were sometimes not even quite round.

So thieves used to break little pieces off the coins with sharp tools. It did not show, but when they had done it to hundreds of coins, they had quite a large pile of metal, which they could sell. Of course, after this cutting had been done, the coins weren't worth so much.

Well, this had to be stopped. So in the reign of Charles I a new coin machine was made. This turned out perfectly round coins, with the little cuts, or milling, in the edge. It is now not possible for anyone to cut pieces off a coin, for it would show at once.

PABNA BOY SCOUTS' RALLY.
AUGUST 16th 1934.
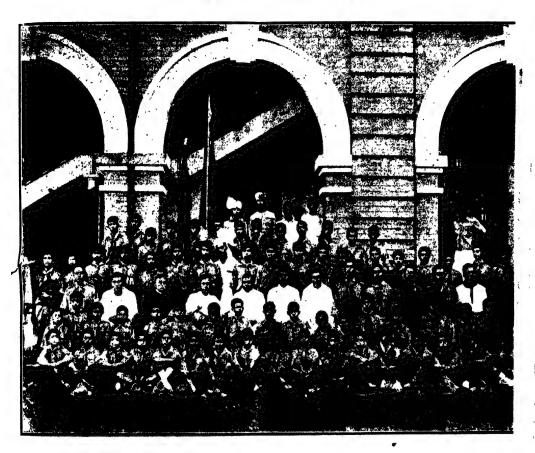
Sitting Row :—Mr. N. Roy.
Secy. L. Assn.

Mr. F. W. Robertson.
Divisional Commissioner.

Mr. N. Sen.
Hd. Master R. M. A.

Mr. K. Munshi.
S. M., R. A.

Mr. R. Basak.
Hd. Master Institution.

Rai S C. Basu Bahadur.
Dist. Scout Commissioner.

Mr. G. Neogi.
A. S. M. Zilla School.

Mr. R Jan.
Dist. Scout Master.

Mr. I. Mazumdar.
Organiser of L. A.

Mr S. Ahmed.
Hd. Master Zilla Scho

Mr. N. De.
S M. Institution.

J. Mazumdar.

একাদশ বর্ষ] ভাদ্র—১৩৪১ [৩য় সংখ্যা

নিবেদন

শ্রীনরেশ মজুমদার।

হে মোর পূজ্য চাহি এ বিশ্বে
তোমারে করিতে জয়—
দ্বিধা লাজ ভয় দূরে ফেলে দিয়ে
দুঃখ দৈন্য চায়।
শত বাধা আসে জানি না হে প্রভু
তোমার পূজার রীতি
নিজ মনে তাই যাহা ভাল পাই
গাই হে তোমার গীতি।
বিশ্বপালক পিতা তোমারে পূজিহে সদা
দাও আশা দাও প্রাণে
তোমার আশীর্ব্বাদে আমার জীবন পথে
স্বর্গীয় দূত টানে।
হে ভারতপতি ছন্দ মুরতী
এস এস নারায়ণ
কমল লোচন আর্ত্ত শরণ
দাও প্রাণে শিহরণ।

বন্ধু

—শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায়।

ছোটখাট গ্রাম খানা—নাম তার নানকুপুর।

তরতরে সরু পাংটা যেখানে গ্রামে ঢুকেই প্রথম বাঁক পেয়েছে তারপাশেই একটা ছোট্ট মাটির বাড়ী—বাসিন্দা মাত্র তিন জন—নমিতা, তার বাবা, আর বুড়ী ঠাকুরমা। নমিতার বয়স এখন প্রায় নয় বছর রংটা একটু যেন কাল - - কিন্তু এমনি দেখতে বেশ। মার কথা এখন প্রায় সে ভুলেই গেছে খালি মনে পড়ে সেই একদিন সন্ধ্যের সময় তার মা তাকে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে মাথায় মুখে শত চুম্বনের মধুর রেণু মেখে দিলেন আর একটু বেশী রাত্রিরে মাকে খাটে শুইয়ে তার কাকা, বাবা, নরেনদা আর দুই একজনে বয়ে নিয়ে চলে গেলেন কোথায় যেন।

নমিতা খুব বেশী মিশুক নয় বন্ধুর মধ্যে তার ঐ ও বাড়ীর "ডরোথী"। নমিতাদের দরজায় দাঁড়িয়ে ঐ সাঁকোর কাছে যে দোতলা বাগানআলা বাড়ীটা দেখা যায় ঐটেতেই থাকে "ডরোথীরা"। দু'তিন খানা গ্রামের জমিদার ওর বাবা তিনি নাকি আবার জাহাজে চরে সমুদ্দুর পার হয়ে বিলাতে না যেন আর একটা কি দেশে লেখাপড়া করতে গেছলেন। এখনও বছরের ন' মাসই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান। সর্ব্বদা সাহেবের মতন সাজ পরেন। কিন্তু ডরোথীর মা নেহাৎ সাদাসিদে হিন্দু। তাই জন্যই ডরোথীকে থাকতে হয় মায়ের সঙ্গে গ্রামে। আর নামটি পেয়েছে বাপের মতে পূরাদস্তুর সাহেবি ধরণের।

ডরোথীর বয়স বছর দশের কাছাকাছি। দেখতে রংটা খুবই সুন্দর চুলগুলি কোঁকড়া কোঁকড়া আর মুখে মধুর হাঁসি। সত্যি, ওকে লাগে বেশ!

ডরোথী ভীষণ বকতে পারে মাথা নেই, মুণ্ড নেই সে বকেই যায় নমিতার কাছে। সে বলে তার বড় পুতুলটার গল্প, তার বাবার গরদের ট্রাউজারটার গল্প আর কলকাতার তার বাবার বন্ধু মিসেস্ মারসনের পাঠানো চকোলেটের গল্প। নমিতা চুপ করে শোনে—তারতো বলার মতন কিছু নেই বেশী। সে যখনই যা বলে তা হয়ে পড়ে পরের কথা—এই সেদিন সে তার কাপড় ছিঁড়ে নন্তুর কাটা জায়গাটা বেঁধে রক্ত বন্ধ করেছিল সুষমার পুতুল ভেঙ্গে গেল পিঁপুল আঠা এনে সেইটা জোড়া দিয়েছিল ইত্যাদি। নিজের কথা বলতে গেলেই সে হয়ে পড়ে লজ্জায় এতটুকু—তার ছোট ফুলো ফুলো গাল দুটি লাল হতে চেষ্টা করে।

ওদের যখন ৬।৭ বৎসর করে বয়স তখন বেশ ভাব হয়—কি করে যে এমন দুটি স্বভাবের মিল হোল তা বলতে পারি না।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নমিতা আরও সংযত আর লাজুক হতে আরম্ভ কর্ল্লে—কিন্তু ডরোথী ঠিক সেই অনুপাতেই হয়ে উঠলো মুখরা, চঞ্চলা আর কটুভাষিনী। লোকে প্রথম দৃষ্টিতেই আকৃষ্ট হতো চটপটে, সুন্দরী ডরোথীর দিকে, আর গোমরামুখি গরীবের মেয়ে নমিতা পেত সকলের উপেক্ষার হাঁসি। কিন্তু সে তাতে বোধ হয় কিছু মনে কর্ত্তো না। সে চিরকালই নিজের কাজ নিজে করে চলতো।

কিন্তু ভগবান বোধ হয় এটা ঠিক বিবেচনা কর্ল্লেন না। ডরোথী ক্রমেই ঐ নোংরা মেয়েটার সঙ্গে মেশা বন্ধ করে দিলে। এদিকে যারা ঐ মাকাল ফলের রং দেখে ভুলেছিল তারাও নিজেদের ভুল বুঝলে—ডরোথী গেল ভীষণ রেগে নমিতার উপর। সে ঘাটে মাঠে নমিতাকে অপমান কর্ত্তে লাগল।

দশ বছরের মেয়ে আর সইতে না পারলে, ঠাকুমার কাছে এসে বলে—কাঁদে আর ভাবে ভগবান নিশ্চয়ই তার ভালোর জন্য সব কর্চ্ছেন—সে তো আর কিছু অন্যায় করেনি। সে বোঝে না তার সব চেয়ে অন্যায় হচ্ছে চুপ করে থাকা সব সয়ে যাওয়া আর ঐ ভগবানে বিশ্বাস রাখা।

ডরোথী যখন এত করেও হাতা হাতি নমিতার কাছ থেকে বাধা পেলে না, তখন ঠিক কর্ল্লে এবার নমিতাকে সে যে শাস্তি দেবে তা তার মরণের সঙ্গি হয়ে থাকবে।

*　　*　　*　　*　　*

সে দিন বিকেল বেলায় নমিতা সাঝি হাতে বেরিয়েছে ঠাকুমার পুজার ফুল তুলতে। আকাশের অবস্থা ভাল নয় ক্রমেই যেন অন্ধকার হয়ে আসছে। নমিতার ভয় হতে লাগলো। সে ঠিক কর্ল্লে যে ডরোথীদের বাড়ীর কাছে গাংপারের জবা গাছটা শেষ করেই বাড়ী ফিরবে। কিন্তু এতদূর আর যেতে হল না। পথেই এমন ঝড় উঠল মনে হতে লাগলো যেন নমিতাকে পথেই আছাড় মারবে। কিন্তু ফুল যে বেশী হয়নি! সে চল্লো ফুল তুলতে।

*　　*

গাছ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ওঃ কি হাওয়া। নমিতা ঠিক কর্ল্লে এবার বাড়ী ফিরবে। গাঙ্গের দিকে চাইতেই তার বুকটা শুকিয়ে এল চোখটা বন্ধ কর্ল্লে সেই জলের মাতামাতি দেখে।

তাকে আর মাটির ওপর চোখ খুলতে হলো না। কে যেন পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ওকে ফেলে দিলে ঐ ভিষণ গাঙ্গে। ও একবার মাত্র আর জলের ওপর মাথা তুলতে পেরেছিলো। তখন তার কানে এসেছিলো মিহি গলার একটা অট্টহাঁসি।

কিন্তু আমরা জানি পরমুহূর্ত্তেই পবনদেব নদীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এমন একটা হাঁসি হেঁসেছিলেন যার ফলে নদীর মধ্যে ঝুপ করে আর একটা যেন কি পর্ল্লো।

নমিতা আর ইহ জগতে নাই—ডরোথীকেও তারপর আর কোন দিনই কোন লোক দেখেনি।

এ বিশ্বে যারা বন্ধুভাবে মিশে নিজেদের ঠিক ভাবে চালাতে পারে নি—নদী তার শীতল জলে টেনে নিলে তাদের এক করবার জন্য বাতাস দিলে তাদের প্রাণের কালীমা উড়িয়ে।

অন্তিমে

——শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ সান্যাল।

কোন সাগরের জলে,—
মাগো! কোন সাগরের তলে
সূর্য্যি মামা গেছে ডুবে,—
দাওনা আমায় বলে—
শুধু বলে।

এ ভাঙ্গা কুটীর মাঝে,
আমি! দাঁড়ায়ে আছি জীবন সাঁঝে;
মরন সিন্ধুর ওপার থেকে,
কে যেন ঐ ডাকে,—
শুধু ডাকে।

ব্যাকুল-করুণ সুরে,
মাগো! ব্যাকুল-করুণ সুরে;
দিবা নিশি থাকি থাকি
ডাক্‌ছে আমায় দূরে,—
অতি দূরে।

মাথা রাখি তব ক্রোড়ে,—
আমি; যাব যবে বৈতরণী পারে,
এ দীনে সে দিনের শেষে:
আশীষ দিও অভয় ভাষে,
সেই অবকাশে।

"শেয়ালের ডায়েরী।"

——শ্রীঅমিয়কুমার রায়চৌধুর।

[কিছুদিন আগে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। জন্তু জানোয়ার দেখতে দেখতে ক্রমে একটা শেয়ালের খাঁচার কাছে এসে হাজির হ'লাম। আমাকে দেখেই শেয়ালটা কুঁই কুঁই করে খাঁচার রেলিংএর ধারে এসে দাঁড়িয়ে, কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে খাঁচার কোন থেকে একটা ছোট্ট খাতা মুখে করে এনে, রেলিংএর ফাঁক দিয়ে সেটাকে আমার পায়ের কাছে ফেলে দিল। অবাক হয়ে গেলাম! যাই;হোক সেদিন চিঁড়িয়াখানা আর·দেখা হোঁল না। খাতাটি শেয়ালটার ডায়েরী। বাড়ী এসে এক নিঃশ্বাসে সমস্তটা পড়ে ফেললাম। এত চমৎকার লাগল যে সমস্তটা তোমাদের কাছে উপহার দিলাম; ভাল কি মন্দ তোমরাই বিচার করো। লেখক]

ভূমিকা—কবে জন্মেছিলাম তা' মনে নেই। খুব ছোট বেলাকার কথা মনে পড়ে না। শুনেছি আগে আমার দুচোখই বন্ধ ছিল; ক্রমে খুল্‌ল একটা, পড়ে অন্যটা। আমার এ ডায়েরীতে যা পাবে, সেগুলি আমার দুচোখ ফোটার পরের ঘটনা।

জ্ঞান হওয়া অবধি যেসব ঘটনা হয়েছে, তার সবচেয়ে প্রথম (বোধ হয়) হচ্ছে একটা আবছায়া গুহার মধ্যে বাস। একটা ছোট গুহার মধ্যে আমরা চার ভাই মার সঙ্গে গুঁড়ি গুড়ি মেরে থাকতাম। তখন আমাদের বয়স বোধ হয় পনের কি কুড়ি দিন মাত্র। মা প্রায় সারাক্ষণই আমাদের সঙ্গে থাকতো, শুধু রাত্তিরে ঘণ্টা দুই তিনের জন্য বাইরে যেতো। গুহার ভিতরটুকু ছাড়া বাইরের জগতের কোন খবরই আমরা রাখতাম না।

এরকম ভাবে চিরদিন চলল না। কিছুদিন বাদে আমাদের জীবনের প্রথম একটা আশ্চর্য্য জনক ঘটনা ঘটল। একদিন সকালে মা আমাদের ঘরের ভেতর থেকে বাইরে বাইরে নিয়ে এল একটা জায়গায়—পরে জানলাম এটাকে বলে পৃথিবী। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখলাম একটা গোলমতন চকচকে জিনিষ উঁকি- ঝুঁকি মারছে; ওটার নাম নাকি সূর্য্য। আমাদের বাড়ীটা ছিল নদীর ধারে একটা খাড়া জমির উপর—একেবারে ঝোপের আড়ালে। বাড়ীর সামনের দিকে মস্ত বড় একটা তেপান্তরের মাঠ আর পিছন দিকে ঘন ঘন গাছের সারি।

কিছু দূরেই একটা সুন্দর ছোট্ট গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের সীমানায় ছিল একটা সুন্দর বাড়ী, মালিকের নাম ভুলে গেছি। এইতো গেল পৃথীবির সঙ্গে প্রথম দিনের পরিচয়ের কথা।

এই ঘটনার কিছুদিন বাদে মা একদিন একটা নরম লোমওয়ালা জিনিষ এনে হাজির জিনিষটাকে বলে নাকি খরগোস। খরগোসের মাংস যে ভারী চমৎকার লেগেছিল সেদিন তাও কি বলে দিতে হবে? এর আগে আমি কোন দিন মাংস খাইনি। এরপর মা প্রতিদিনই আমাদের জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসতো। কোন দিন একটা খরগোস কোন দিন একটা পাখী, কখনও বা ছুঁচো, ইঁদুরও আসতো আমাদের জন্য। শীকারের জিনিষ ছোট হলে, মা মাঝে মাঝে জ্যান্ত অবস্থাতেই সেগুলিকে নিয়ে আসতো মুখে করে। তারপর কি করে শীকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তাকে মারতের হয় তই শেখাতো।

দিন যায়:—আমরা আর গর্ত্তের সেঁধিয়ে থাকিনা সব সময়। মা আমাদের অনেক কিছু শেখাতে আরম্ভ করে দিল—আমরাও লক্ষীছেলের মত সেগুলোকে অভ্যাস করতে লাগলাম। মা বেড়িয়ে গেলে কি করে গর্ত্তের মধ্যে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকতে হয়, কি করে একটা শব্দ শুনলেই লুকিয়ে পড়তে হয়, এসব আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই শিখে ফেল্লাম। কি করে মেঠো ইঁদুর ধরবার জন্য ঘাসের মধ্যে ওৎ পেতে বসে থাকতে হয় কি করে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যেতে হয়, কি করে পিছন থেকে লাফিয়ে পড়ে টুঁটি চেপে ধরতে হয় সমস্তই মার কাছ থেকে শিখে নিলাম। ক্রমে আমরা একটু বড় হলে, সন্ধ্যার ঝোঁকে মা আমাদের নিয়ে বেড়াতে বেরুত, আর কি করে একটু বড় শীকারের জোগাড় করতে হয় দেখিয়ে দিত। কিছুদিন সাকরেদি করে, একদিন গুঁড়ি মেরে, পিছন থেকে একটা বুনো মোরগের ঘাড় মোট্‌কে ফেল্লাম—আঃ সেদিন আমার যা আনন্দ হয়েছিল, তা কি বলব। এই হোল আমার প্রথম শীকার, মার সাহায্য না নিয়ে।

এই রকম ভাবে যে সব জিনিষ বড় হলে আমাদের কাজে লাগবে, ক্রমে ক্রমে শিখে ফেল্লাম। একদিন মা আমাদের একটা প্রকাণ্ড জিনিষের কাছে নিয়ে গেল; এখন জানি জিনিষটি ছিল একটি জামা। জামাটা মাঠের মাঝে পড়ে ছিল, মা আমাদের সেটার গন্ধ শুঁকতে বল্ল। কি জানি কেন, গন্ধটা আমাদের বিশেষ সুবিধের মনে হোল না, আধোভয়ে

আমরা দৌড়ে পালিয়ে গেলাম কাছেরই একটা ঝোপের আড়ালে। মাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে ওরকম আঁতকে ওঠাটা স্বাভাবিক, ওটা "মানুষের গন্ধ"; মানুষরা নাকি ভারী দুষমন। মা আমাদের সবাইকে বেশ করে বুঝিয়ে দিল যে মানুষের চেয়ে বড় শত্রু শেয়ালদের আর নেই। শীকারে খাবার সময় হাওয়ার দিকে মুখ রেখেই খাওয়া ভাল, যে জিনিষটার গন্ধ পাবনা, তার সন্ধানে না যাওয়াই ভাল। মা আমাদের বিশেষ করে বলে দিল যে যদি কখনও বিপদে পড়ি তাহলে যেন চটপট ছোট ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ি, কারন বড় জন্তুরা ছোট ঝোপের ভিতর ঢুকতে পারে না। জল কিংবা শুকনো পাথুরে জমির উপর দিয়ে গেলে যে আমাদের গায়ের গন্ধ শোঁকা যায় না, তাও ক্রমে জানতে পারলাম। হাঁ মা আর একটা কথা আমাদের বলে দিয়েছিল; মানুষের পরেই শেয়ালের প্রধান শত্রু হচ্ছে কুকুর। এই দুই দুষমনকে এড়িয়ে চলতে পারলে, কোনই অমঙ্গলের সম্ভাবনা নেই। কুকুর কিংবা মানুষের খপ্পরে পড়লে রক্ষা নেই।

এতদিন আমরা ইস্কুল পাঠশাল করছিলাম। শেখা শেষ হোল প্রায়, এবার হাতে কলমে কাজ করতে আরম্ভ করে দিলাম। একদিন খরগোস আর পাখী শীকার করতে গিয়ে, ফিরলাম রাত ভোর হলে। ফিরে দেখি সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমাদের গর্ত্তর মুখ ইঁট পাটকেল দিয়ে কে যেন বন্ধ করে দিয়েছে, আর চারধার থেকে ভক ভক করে মানুষের গন্ধ আসছে। আর এক মুহুর্ত্তও সেখানে অপেক্ষা করা হোল না, মা আমাদের নিয়ে দু ক্রোশ দূরে আর একটা জঙ্গলে গিয়ে হাজির হোল। সেখানে গাছের ডালপালা দিয়ে ঢাকা একটা জঙ্গলে গিয়ে হাজির হোল। সেখানে গাছের ডালপালা দিয়ে ঢাকা একটা শুকনো খানার মধ্যে লুকিয়ে সেদিনটা কোন মতে কাটিয়ে দিলাম। তখন কি আর ভেবেছিলাম যে আমাদের পারিবারিক জীবনের এই শেষ। দিনের বেলা ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থেকে রাত্তিরে আমরা শীকারে বেরুতাম। এই রকমে সপ্তাহ খানেক কাটল।

কয়েকদিন হোল একটা জিনিষ লক্ষ্য করছিলাম; মা আর আগের মতন আমাদের যত্ন নেয় না। আর আমরাও একটু লায়েক হয়েছি, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে ভালোবাসি। তাছাড়া, আজকাল মার সাহায্যের দরকারও হয় না। এর আগে মা আমাদের সঙ্গেই শীকারে যেত। শেষে একদিন রাত্রে মা আমাদের সঙ্গে না এসে অন্য পথে শীকার করতে চলল। আমাদের অতটা খেয়াল হয় নি প্রথমে। মা কিন্তু সেই যে গেল আর এল না। গোড়ায় একটু মন কেমন করেছিল, তারপর সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। মা চলে যাওয়াতে খুব বেশী অসুবিধে হয় নি—কারন, আমরা চার জনেই বেশ শীকারী হয়ে উঠেছিলাম। কিছুদিন চার ভাইয়ে মিলে একসঙ্গেই শীকারে বেরুতাম। কিন্তু ক্রমে আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লাম, যে যার নিজের শীকার নিয়েই ব্যস্ত রইল। কিছুক্ষনের জন্য সকলে একত্রে জড় হতাম, তারপর আবার ছড়িয়ে পড়তাম। পরস্পরের সঙ্গে দেখা-শোনাও এইরকম ভাবে কমে যেতে লাগল।

শরতের হাওয়া বইতে সুরু করল। আনন্দে আমার প্রাণ নেচে উঠল, অনেক নতুন নতুন পাখীর আমদানী হতে লাগল চড়ের ধারে। আমার মজাই হল, খাবারের আর ভাবনা রইল না, রোজ একবার নদীর চড়ে ঘুরে এলেই চলে যেত। এতদিন বেশ শান্তিতেই ছিলাম। হঠাৎ একদিন দেখলাম জঙ্গলময় একটা চাঞ্চল্যের সুত্রপাত হয়েছে। তারপর দু'একবার অদ্ভুত একরকম আওয়াজ কানে এল—মানুষের দল পাখী মারতে এসেছে। মেরে মেরে আর কিছু রাখলে না। কি নদীর চড়ে, কি গাছের ডালে, একটা পাখীরও হদিশ মেলা দায় হোল। কি আর কোরব খরগোস খেয়েই দিন কাটতে লাগল বেশ। শেষে খরগোস খেয়ে অরুচি হয়ে গেল। ভাল কথা, এর মধ্যে আমায় চার পাঁচ-বার বাসা বদল করতে হয়েছিল ঐ মানুষগুলোর ভয়ে; দুষমনগুলো করতে পারে না এমন কাজ নেই।......ক্রমে রাত্তিরের দিকে ঠাণ্ডা পড়তে সুরু করল, শেষ রাত্তিরে বেশ হিম পড়ে। আবার বাসা বদল করতে হোল, কিন্তু মনের মত গরমসরম বাসা একটাও পেলাম না। কয়েকটা খালি বড় খরগোসের গর্ত্ত দেখলাম, না; তাতে সুবিধে হোল না। শেষ-পর্য্যন্ত, দরকার মতন নিজেকেই মনের মত করে একটি গর্ত্ত খুঁড়ে থাকবার ব্যাবস্থা করে নিতে হোল।

এ নতুন বাড়ীতে বেশ আরামেই দিন কাটতে লাগল। এত সুখ বুঝি কপালে লেখা নেই, তাই শীতের এক সকালে দেখলাম আমার আর এখানে থাকা চলবে না। ব্যাপারটা কিছুই নয় বিশেষ। একদিন রাত্তিরে শীকার করতে বেড়িয়ে, ভোরের দিকে দুটো মোরগ শীকার করে ফিরছিলাম বাসাতে। অবশ্য কোনদিনই আমি সোজাসুজি বাসায় ফিরতামনা, মা ছোটবেলা বারন করে দিয়েছিল। তাই বাড়ী ফেরবার সময়, অনেক ঘুরে, খানা আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে গুঁড়ি মেরে আসতাম। পাছে কোন শত্রু পিছু নিয়ে গর্ত্তটা আবিস্কার করে ফেলে, সেই ভয়েই এই সাবধানতাটুকু শেয়ালেরা নিয়ে থাকে। যাহোক খানিকটা ঘুরে ফিরে বাসার কাছে এসে দেখি—যে গর্ত্তর মুখটা পাথরকুচি আর গাছের ডালপালা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর আমার বন্ধু শ্রীমান নাক গন্ধ শুঁকে আমায় বলে দিল যে এ মানুষের গন্ধ না হয়ে যায় না। চালাক শেয়ালের মত আমি চটপট সেখান থেকে সরে পরলাম বনের অন্য কিনারার দিকে। বুঝতে পারলাম আজ অঘটন একটা কিছু ঘটবেই। একটা ঝোপের আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগলাম, কি হয় তা দেখবার জন্য।

কয়েকঘণ্টা বাদে একটা বিকট চীৎকার কানে এল। মনে হোল পালে পাল কুকুর আর মানুষ, জঙ্গলটা ছেয়ে ফেলেছে, শুধু তাই নয় তোলপাড় করে তুলেছে ক্রমে তারা আমার দিকে আসছে দেখে, আমি দৌড় দিলাম। ছুট, ছুট, ছুট,—তারাও আমার পিছন ধাওয়া দেয়, আমিও ধরা দি' না; বুঝতে পারলাম তারা আমায় শীকার করতে চায়।

[ক্রমশঃ]

শিশু ব্রতী (Cubs)।

—শ্রীহরিচরন সেন।

শিশু ব্রতচারী আমরা সকলে—
মহৎ প্রেরনা লভেছি প্রাণে,
নূতন জীবন গড়িয়া তুলিব
সত্য, প্রেম ও কর্ম্ম-জ্ঞানে।

অন্তরে বাহিরে র'ব নিরমল,
ওষ্ঠে ভাতিবে মধুর হাসি,
বক্ষে জাগিবে স্ফুর্ত্তি অপার,
উথলিবে হৃদে পুলক-রাশি।

লভেছি আমরা নবীন মন্ত্র,
পেয়েছি জীবনে নূতন দীক্ষা—
পরের কারনে সঁপি কায়মন
সফল করিব ব্রতীর শিক্ষা।

নিজের খেয়ালে করি না কিছুই,
বড়দের কথা মানিয়া চলি;
প্রীতির বাঁধনে মিলি পরস্পরে
বর্ণ বিভেদ দু'পায়ে দলি।

রহি বিনম্র গুরুজন-পাশে,
সাথীদের লয়ে হাসি ও খেলি,
কৌতুক-রসে হয়ে মাতোয়ারা
শ্রান্তি-ক্লান্তি নাশিয়া ফেলি।

ধাতায়, রাজায়, দেশ-মাতৃকায়
অচলা ভক্তি রাখিব মনে,
সদা অবধানে কৃত্য তাঁদের
সাধিতে শিখেছি ব্রতীর পনে।

পালিব যতনে নিয়ম-নিচয়,
সাধিব নিত্য পরের হিত;
ক্ষুদ্র হলেও বিশ্বের তরে
করিব নিজেরে সমর্পিত।

আমরা মানি না জাতির বিভেদ,
পরম পিতার করুণা স্মরি—
নর-দেবতার পূজার লাগিয়া
যতনে অর্ঘ্য রচনা করি।

দেশের কর্ম্মে, দশের সেবায়
সঁপিয়াছি মোরা দক্ষিন পাণি ;
কর্ম্মে বচনে সত্য সাধনা
সফল করিব জানি গো জানি।

আকেলার বাণী ধ্রুবতারা সম
জীবনের পথে দেখাবে দিক ;
জননীর স্নেহে, পিতার ধৈর্য্যে
করেন চালন বুঝেছি ঠিক।

পড়েছে জীবনে অরুনের আভা,
চিত্তে দুলিছে নবীন আশা ;
চল ভাই এবে, করি গে সকলে
জীবন প্রভাতে শিকার খাসা।

—কাবেদের বৈঠক—

[ম্যাও]
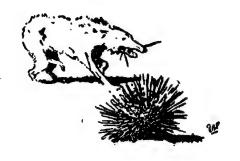
প্যাকের কনসার্ট পার্টি—সামান্য জিনিষ দিয়ে চমৎকার কনসার্ট হতে পারে। সমস্তটা পড়লেই বুঝতে পারবে। একটা ভাঙ্গা কলকে বোধ হয় সকলেই জোগাড় করতে পারবে। লক্ষ্য করে দেখেছ অনেকে যে কল্কের উপর দিকটা চওড়া (যেখানে তামাক থাকে) আর তলার দিকটা নলের মতন (যেটার গর্ত্তে হুঁকোর নলটাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়)। কলকের উপর দিকটাকে কেটে বাদ দিয়ে দাও। এবার শুধু মাটির ছোট নলের মত একটা জিনিষ রইল, না? যে দিকটায় ভাঙ্গা হয়েছে, সেই মুখটা বেশ করে মাটিতে ঘসে ঘসে সমান করে ফেল। তারপর একটা সিগারেটের পাতলা কাগজ জোগাড় করে, কলকের ঘসা মুখের উপর আঠা মাখিয়ে—কাগজটাকে সেঁটে দাও টান টান করে। কয়েক মিনিট পরে ওটা শুকিয়ে গেলে, পাতলা কাগজ মারা দিকটায় আলগোছে ফুঁ দাও জোরে (থুতু লাগলে কাগজ ছিঁড়ে যাবে), দেখবে চমৎকার ব্যাঙের মতন আওয়াজ বেরুচ্ছে। এবার মনে একটা সুর ভেঁজে সেটা বাজাও ফুঁ দিয়ে, চমৎকার হবে। আচ্ছা, বিশ্বাস না হয় করেই দেখ।

এবার একটা দেশলাইয়ের বাক্স নাও। ভিতরেরটা ফেলে দিয়ে, বাইরের খোলটা রাখ। এবার বাইরের খোলটার কাগজ ছাড়িয়ে ফেল। হয়েছে? একজায়গায় দুটো মুখ জোড়া রয়েছে, না? জোড়টাকে খুলে ফেল। আর ঐ লম্বা সরু যে দুটো মোড়া ছিল, জোড়ের সঙ্গে, সেদুটোকে ভেঙ্গে ফেলে দাও। এবার ভেঙ্গেফেলার পর ভাঙ্গা মুখ দুটো একত্রে চেপে ধর (একটা ত্রিভুজের মত দেখতে হবে, ঠিক যেন পিরামিড্)—ব্যাস্ এবার সেটাকে দুটো ঠোঁটের মাঝে দিয়ে ফুঁ দাও, যে কোন সুরে, দেখবে চমৎকার শব্দ বের হচ্ছে।

এবার একটা পাতলা লেখা পোষ্টকার্ড কিংবা পাতলা পিসবোর্ড চাই। কার্ডটাকে মুখের সামনে সামনে রেখে ঠোঁট ছুঁচলো করে গম্ভীর ভাবে ফুঁ দাও একটু শব্দ করে, বেশ সুন্দরভাবে সেটা বেজে উঠবে।

আমাদের ব্যাণ্ড তৈরী হয়ে গেছে, এখন ড্রাম বা ঢাক চাই। একটা বিস্কুটের বাক্স কিংবা পেট্রোলের পুরোনো টিন হলেই চলবে। তারপর দুটো কাঠির ডগায় খানিকটা করে ন্যাকড়া জড়িয়ে পিটতে থাক—ড্রামের মত শোনাবে। বাঁশী ও পিকলু এসব মুখের আওয়াজ দিয়েই করা যাবে। কোনরকম সরু আওয়াজ করলে কিংবা শিষ দিলে মন্দ হয় না। ডিবের খোল দিয়ে বেশ কত্তাল হবে।

এবার সকলে মিলে অভ্যাস করতে হবে। এক একজনকে এক একটা জিনিষ বাজাতে হবে একসঙ্গে, একসুরে, তালে তাল রেখে। বাকী সকলে বাজনার সঙ্গে সুরটা

আস্তে গুণ গুণ স্বরে গাইবে। ঠিকভাবে করতে পারলে দেখবে ভারী সুন্দর শোনাবে। এর সঙ্গে যদি একটা মাউথ অর্গান জুটে যায় তাহলে তো কথাই নই। কোন আউটিংএ যাবার সময় কিংবা লালফুলে এরকম কনার্ট সত্যিই উপভোগ্য জিনিষ। একটা সহজ সুর বলে দিচ্ছি, বেশ হবে। "মুগলি শীকারে, মারলে শেরখাঁ" গানটার সুর নিয়ে বাজালে, বেশ শোনায়।

পয়সা জমানো—শীতের সময়েজঙ্গলে খাবার জিনিষের বড় অভাব। তাই নেকড়েরা শীত পড়বার আগে থেকেই কিছু খাবার জমিয়ে রেখে দেয়। কাঠবেড়ালীরাও এরকম বর্ষার সময় আগে খাবার লুকিয়ে রাখে গাছের গর্ত্তে, দেয়ালের ফাঁকে। আমরাও তো নেকড়ে বাঘ তাই দ্বিতীয় তারা পেতে হলে আমাদেরও আটআনা করে পয়সা জমাতে হয়। মনে রেখো "জমাতে" হয়। বাড়ীতে পয়সা চেয়ে নিলে চলবে না। তোমায় নিজেকে এ পয়সা জমাতে হবে। যে পয়সা তোমরা লবঞ্চুস, কিংবা খাবার খাবার জন্য রাখ, সেটা না খেয়ে জমালেই অল্পদিনের মধ্যেই আটআনা জমে যাবে। শুধু Two Star এর জন্য জমালে চলবে না, পয়সা জমিয়ে ক্রমে তুমি দরকারী জিনিষ কিনতে পার, যেমন একটা "মুগলির কথা", একটা স্কিপিং রোপ, কিংবা একটা বল্। তোমরা শুনলে হয়তো আশ্চর্য্য হবে যে রোজ আধপয়সা করে জমালে একবছর বাদে, দেখবে যে যাত্রীর চাঁদা দুটাকা জমে গেছে একরকম জমানো অভ্যাস খুব ভাল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম তোমরা সকলেই জান। তিনি কখনও কোন জিনিষ নষ্ট করতেন না। কাগজের টুকরো, সুতো, ন্যাকড়ার ফালী সব তিনি সযত্নে রেখে দিতেন। এ নিয়ে তাঁর নাতি তাঁকে বড় ঠাট্টা কোরত।

একদিন বিদ্যাসাগর মশায় অন্ধকারে বারান্দায় একটা জলচৌকীর উপর বসে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হোল, তাঁর ঘরে যেন একটা লোক ঢুকেছে, তিনি হাঁক দিলেন —কেরে? ঘরের ভিতর থেকে উত্তর হোল—ঠাকুরদা আমি।

বিদ্যাসাগর মশায় বুঝলেন, নাতি ঘরে ঢুকেছেন, জিজ্ঞাসা করলেন—অন্ধকারে কি খুঁজছ?

নাতি একটু মাথা চুলকিয়ে বললেন—একটুকরা সুতো চাই, একটা পার্শেল বাঁধতে হবে।

বিদ্যাসাগর মশায় তখন উঠে গিয়ে, একটি কুলুঙ্গি থেকে খানিকটা দড়ি এনে দিলেন নাতিকে। তিনি বল্লেন—দেখ তোমরা আমায় এই দড়ি উঠিয়ে রাখার জন্য তামাসা করেছিলে, কিন্তু রেখেছিলাম বলেইতো কাজের সময় পেলে দড়ীটুকু।

নাতি মাথা হেঁট করে দড়ি নিয়ে চলে গেলেন।

ব্লু-স্মোক—

বাঁশের কৌটা—

গত মাসে তোমাদের বাঁশের ফুলদানী করা শিখিয়েছি—এ মাসেও আর একটা বাঁশের জিনিষ তৈরী করা শিখিয়ে দেবো। সেটা হচ্ছে একটুকরা বাঁশ থেকে কি করে সুন্দর কৌটা করা যায়। আচ্ছা একটুকরা মোটা ফাঁপা বাঁশ যোগাড় কর, এক গাঁট লম্বা হলেই হবে, কিন্তু দুদিকেই গাঁট থাকা চাই। এবার আমাদের কাজ আরম্ভ করা যাক।

প্রথমে গাঁট দুটার ঠিক মাঝখান থেকে মিহি করাত দিয়ে ধার দুটো কেটে ফেলে দাও—তারপর যেদিকটা একটু মোটা মনে হচ্ছে সেই দিকটা থেকে ৩"/৩½" ইঞ্চি রেখে ও অপর দিকটা ১"/১½" ইঞ্চি রেখে, পরিস্কার করে করাত দিয়ে সোজাসুজি কেটে ফেল। এখন যে দুটো বাটীর মত টুকরা হইলো সেই দু টুকরাই আমাদের দরকার—বড়টী হবে কৌটা আর ছোটটী তার ঢাকনা। এখন দেখ একটার উপর আর একটা বসালে প্রায় মিলে যায় কিন্তু কোন খাঁজ বা ঘাট না থাকার দরুন ঠিক কাঁপে কাঁপে বসছে না, তাহলে একটা খাঁজের ব্যবস্থা করা দরকার—না! বেশ, এক কাজ কর কৌটাটার উপরের ধার থেকে বাহিরে প্রায় ½ ইঞ্চি নিচ দিয়ে একটা লাইন কেটে ফেল ও ঠিক ঐ মাপে ঢাকনাটার ধারের ভিতর দিকে একটা লাইন কেটে ফেল। তারপর কৌটার ও ঢাকনার ঐ লাইন থেকে ধার পর্য্যন্ত ঢালু করে কেটে ফেল, তারপর একটু শিরিস কাগজ দিয়ে পরিস্কার করলেই দেখতে পাবে বেশ সুন্দর কাপে কাপে ঢাকনাটা কৌটাটায় বসছে। তারপর গায়েতে নক্সা করে পালিস করে ফেল বেশ সুন্দর দেখাবে। কি করে করতে হয় গত মাসেই শিখিয়ে দিয়েছি।

এই রকম ছোট ছোট কৌটা করে তোমরা নিজেদের ব্যাজ ও সার্ভিস ষ্টার রাখতে পার বেশ কাজে লাগে ও ছোট ভাই বোনদের Powder রাখবার জন্য মাকে দিতে পার মা পেলে নিশ্চয় খুসি হবেন।

—তুমি হুকুম না নিয়ে যে আমার পুকুরে মাছ ধরছো ?

—আমি ত মাছ ধরছি না—কেবল মাছদের ছিপ দিয়ে কেঁচো খাওয়াচ্ছি।

* * * *

বড়বাবু—তোমার অফিসে আসতে এত দেরি হল কেন ? তোমার কি কৈফেয়ৎ আছে ?

কেরাণী—আজ্ঞে আমি এত তাড়াতাড়ি এসেছি, যে সেকথা ভাববারও সময় পায় নাই।

* * * *

ক্রেতা—এই রকম বিকট ছবিগুলাকেই আর্ট বলে—না ?

বিক্রেতা—ওটা ছবি ত নয়—একখানা আয়না।

* * * *

বড়বাবু—দেখ লোকটার এত বড় স্পর্দ্ধা যে লোকের কাছে বলে আমি গাধা—

ছোটবাবু—আচ্ছা, আমি ওকে Business Secret অপরকে বল্‌তে বারন করে দেবো।

* * * *

শিকারি।

এই খেলাটী খেলতে গেলে দুটী ছেলের আগে চোখ বাঁধতে হবে। তাদের মধ্যে একজন হ'বে শিকারি আর একজন সিংহ, ভাল্লুক বা আর কোন জন্তু হবে। তারপরে তাদের দুজনকে ঘরের দুই কোনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'বে। এইবার স্কাউটমাষ্টার "গো" বলবেন আর সঙ্গে সঙ্গে সেই জন্তুটী তা'র ডাক ডাকতে আরম্ভ করবে; তখন শিকারি তার সেই আওয়াজ শুনে তা'কে মারবার জন্য অগ্রসর হ'বে। এই রকম করে খেলা চল্‌তে থাকবে, যদি সেই জন্তুটী দু'বার আক্রমিত হয় তা'হলে সেই পেট্রোলটী জিত্‌বে। যে জন্তু হ'বে সে দাঁড়াতে, বসতে ও গুড়িমেরে যেতে পার্ব্বে। শিকারির অস্ত্র হ'বে একখানি স্কার্ফ বা খবরের কাগজ পাকান আর তাই দিয়ে সে তাকে মারবে। এ খেলাটী আরো আমোদ জনক করা যেতে পারে যদি জন্তুটী ঠিক সেই ভাবে সাজে।

থলে ভরা।

এই খেলাটী খেলবার আগে প্রথমে ক্যাম্পে যাবার সময় আমাদের যে সব জিনিষ দরকার হয় তার দুটী তালিকা কর্‌তে হবে। তারপর সেগুলিকে টুকুরা টুকরা ক'রে কেটে দুটী পেট্রোলকে দিতে হ'বে। এইবার স্কাউটমাষ্টার একটী গল্প বলতে আরম্ভ করবেন—যেমন ধর বিমান ক্যাম্পে যাবে তার একটী তোয়ালে চাই, এই তোয়ালে বলার সঙ্গে সঙ্গেই দুইটী পেট্রোলের দুটী ছেলে তা'দের তালিকা থেকে তোয়ালে লেখা কাগজটী স্কাউট-মাষ্টারকে দেবে যে আগে দিতে পার্ব্বে সে এক পয়েন্ট পাবে যে পেট্রোল বেশী পাবে সেই জিতবে।

Scraps from the Jungle

BROWN TIP.

Instead of a number of little "scraps" this moon, here is one quite big mouthful......a new song of ten verses ! The number is partly accounted for by the fact that it was composed for a Pack of five Sixes, each Six taking a verse in turn while all joined in the chorus parts, so that two verses were given to each Six. The tune is simple one, known already to many Old Wolves......the tune of "Back to Gilwell" (No. 16 in the series "Songs for Scouts" published hy I. H. Q.),

"IT'S GRAND TO GO A-HUNTING !"

1. I went into the Jungle, oh, and who d'you think I saw ?
   I saw the famous Mowgli, of whom I'll tell you more :
   Though Mowgli was a man-cub he joined a pack of wolves.
   Oh, it' grand to go a-hunting with the Pack.
   Chorus. For w're Wolf Cubs, lucky chaps !
   And it's grand to go a-hunting with the Pack.

2. I went into the Jungle, oh, and who d'you think I saw ?
   I saw the friends of the Mowgli, of whom I'll tell you more :
   They'are brothers of the Jungle and they keep the Jungle Law.
   Oh, it's grand to go a-hunting with the Pack.

3. I went into the Jungle, oh, and who d'you think I saw ?
   I saw a Pack of Wolf Cubs, of whom I'll tell you more :
   On moonlight nights they gather around the Council Rock.
   Oh, it's grand to go a-hunting with the Pack.

4. I went into the Jungle, oh, and who d'you think I saw ?
   I saw the great, gray Lone Wolf, of whome I'll tell you more :
   Akela is the leader whom every Cub obeys.
   Oh, it's grand to go a-hunting with the Pack.

5. I went into the Jungle, oh, and who d'you think I saw ?
   I saw the Bear called Balo, of whom I'll tell you more :
   It's Baloo's special duty to teach the Cubs the Law.
   Oh, it's grand to go a-hunting with the Pack.

6. I went into the Jungle, oh, and who d'you think I saw ?
I saw the fierce Black Panther, of I'll tell you more ;
His name it is Bagheera, he's Mowgli's greatest friend.
Oh, it's grand to go a-hunting with the Pack.

7. I went into the Jungle, oh, and who d'you think I saw ?
I saw old Kaa the Python, of whome I'll tell you more :
The Bunderlog ail fear him ; they know his Hunger Dance.
Oh, it's a grand to go a-hunting with the Pack.

8. I went into the Jungle, oh, and who d'you think I saw ?
I saw Sherekhan the Tiger, of whom I'll tell you more :
H's big but he's a coward, he's a bully and a brag,
So I'd rathar go a-hunting with the Pack.

9. I went into the Jungle, oh, and who d'you think I saw ?
I saw the sneaking Jackal, of whom I'll tell you more :
He's fond of making mischief, he's a tell-tale and a thief,
So I'd rather go a-hunting with the Pack.

10. I went into the Jungle, oh, and who d'you think I saw ?
I saw a tribe of monkeys, of whom I'll tell you more :
The Jungle Folk despise them, and shun the Bundarlog,
So I'd rather go a-hunting with the Pack.

Boy Scouts.

—Scouter Gadadhar Niogy.

Trusty :—1st Law.

We are the living emblems of trust,
Shadowy doubts on our honours belief,
By misfortune and sorrow never cast ;
Souls of divine immortality.
Whenever we do an work of trust,
Or speak, or think of noble deeds,
Our hearts and souls are mingled together.
O ! Brothers of universality.

Loyality :—2nd Law.

We are the little brothers of a loyal troop.
Loyal to God, our Almighty Father,
To King, His vicegerent, and to the Group,
Constituted by our fellow brother.

Oour loyalty, mingled with obedience, thrive,
Always upon the noble deeds
That off we may live and die,
For our country's needs,

Helpful :—3rd Law.

We are the useful and helpful brothers,
With a ready hand to help,
To wipe away the tears that lie on others ;
And to develop virtues in self.
We help the needy, relieve the sick,
And bring on earth a world of bliss
That our mighty soul cal alwas seek
For aspiration in divine peace.

Brotherly, 4th Law.

We the peace scouts of this world
W.th a friendly touch to all,
Embrace alike the rich and poor
With an eternal love for all.
Caste, creed, race and colour,
That separate man from man
Find no scope in our scout's corner
To destroy our love for man

Courteous—5th Law.

We, the brothers of universal peace
Think of noble deeds as prophecy,
Whose tongue should always kiss
Strictly the laws of courtesy.
Like those that prevail in foreign land,
Our country does never stand ;
Our ideals lie on a lofty stand
That decorates our noble band.

Kindness—6th Law.

Our eternal kindness never shrinks
With men to form a parochial wall,
But goes beyond to lower beings
And spreads the love of men for all.
By the divine decree of the Almighty power.
Await the smallest for our pity
Our hearts, lightened with celestial power
Help them out of charity.

Obedience—7th Law.

Like Soldiers attack on a mighty force,
That clears the martyrs path to grave
We the peace scouts with noble souls
Embrace the orders like a brave.
Soldiers want to save their land
And carry the orders at their brow
We the peace scouts obey the command
For the fulfilment of our vow.

Thrifty—8th Law.

Thrifty brothers of the brotherhood !
Guard your pennies with all your might ;
Save them with your lofty mood,
To save the needy in their worldly fight.
The struggle of life with all its fangs
Awaits for your future life ;
Destroy its germs through frugal life,

Smiling—9th Law.

When sorrows cast their gloomy shade,
And misfortunes their claws of woe ;
We oever darken our divine face
But always remain to be true.
Smile, which brings sweet bliss from
Like sunshine which evolves out of the rain ;
Dispels the gloomy thoughts that sunken
The eternal peace of the main.

Purity—10th Law.

Our minds are free from the taints of vice,
So our hearts with eternal peace
Leap up with joy in noble deeds
And brings the blessings of the skies.
So "**Be Prepared**" to relieve the need,
With a pure and clean body and mind,
And think or utter or do a deed
Sublime as the Creator's kind.

Notes & News

BY RONEN GHOSE.

1. The Warrants of appointment of the following Scouters have been issued :—

Probodh Chandra De, I. C. S., District Commissioner, Rungpur L. A.

Rai Suresh Chandra Basu Bahadur, B. C. S., District Commissioner Pabna L. A.

Andranick Khanlar Chater, Asst. S. M. 4th/I Calcutta (Armenian College) Troop.

Rex Osmon Llyod West, Asst. C. M. 8th/I Calcutta (St. Thomas') School Pack.

Frederick Sidney Hargraves, Asst. S. M. Queen's Boys Hill School Troop.

Gadadhar Charan Niyogi, Asst. S. M. 3rd Pabna (Zilla School) Troop.

Rahmat Jan, S. M. 3rd Pabna (Zilla School) Troop.

Nagendra Nath De, S. M. (G. C. Institution) Troop.

Bijoy Chandra Ghose S. M. (Chelta Boys' H. E. School) Troop.

Jagatbandhu Adhikary, C. M. do Pack.

Sayed-Uddin Ahmed, Asst. S. M. Dacca (Municipal Free Primary School) Troop.

A. N. M. Bazlur Rashid, S. M. Dacca (Govt. Moslem High School) Trooop.

Karunamoy Bagchi, S. M. Malda (Zilla School) Troop.

Manindra Bhusan Roy, S. M. Sherpur (Victoria Academy) Troop.

2. The following Packs, Troops and Crews are registered :—

Nabadwip Bakultola School Second Troop, Krishnagar (Nadia).

do	Third Troop,	do
do	First Pack,	do
do	Second Pack,	do
A. V. School Troop		do
do Pack		do

Hamilton High School Second Troop, Tamluk.

Raiganj Coronation H. E. School Pack, Dinajpur.

Basgram Bishnupur High School Troop, Jessore.

G. C. Institution Troop, Pabna.

3. **Nripendra Wolf Cub Shield Competition :** This competition was held on the 25th August 1934 at 4 P. M. at the Reformatory and Industrial Schools, Alipore, followed by a combined Rally of Calcutta Cubs. 8th/I Calcutta (St. Thomas') School Pack won the trophy. Mr. N. N. Bhose, B.A. (Cantab), D.C.C.,M.M., Barrister-at-law, Provincial Organising Secretary, Bengal presided over the function and gave away the trophy to the winning team.

4. **Called to Higher Service :** We regret to hear of the untimely death of Cub Bholanath Bhar of the 9th/II Calcutta (Bharati Bidyalaya) Pack and express our heartfelt sympathy with the bereaved family.

5. **New Publication on Scouting :** The following useful publications to which we would like to invite the attention of Associations and individual Scouters have appeared recently :—

1.	The Group Scoutmaster	A. R. Ellis	...	Rs.	1	4	0
2.	Scout Discipline ...	Vera Barclay	...	"	1	0	0
3.	Camping for All ...	E. E. Reynolds	...	"	1	4	0
4.	Practical Psychology	Vera Barclay	...	"	3	6	0
5.	Adventures in Scouting	A Practical Scouter	...	"	0	6	0

Two other publicattions of great interest are "The Cruise of the Calgaric" (Rs. 9/4/-) and "The Cruise of the Adriatic" (Rs. 4/8/-). These are souvenirs of the two recent Cruises undertaken by Scouters and Guiders under the personal leadership of the Chief Scout and the Chief Guide. The two volumes are profusely illustrated and handsomely got up and will prove attractive additions to any Scout Library. All these books are available at the "Cubs and Scouts", 5, Government Place North, Calcutta.

6. **Provincial Commissioner :** Mr. J. D. Tyson, C. B. E., I. C. S., Provincial Scout Commissioner for Bengal has resigned his Commissionership owing to ill health and Mr. N. V. H. Symons, M C, I. C. S., has been appointed by the General Headquarters for India as Provincial Commissioner in his place. We welcome him with scouty greetings.

Hearty Send-off was accorded to Rover Naresh Majumdar of the 10th Crew who is proceeding to Japan. The 9th/II Calcutta Troop met him at an Evening Party on 31st August 1934 and presented him with a thanks badge in recognition of his services to the Troop. The Meeting wished him Bon Voyage and every success in life. Mr. N. N. Bhose, B. A. (Cantab) D. C. C, M. M., Provincial Organising Secretary presided over the function. Rover Majumder's aim is to Study Industry.

Message of Congratulations to the New Chief Scout for Bengal.

Provincial Headquarters :
5, Government Place North,
Calcutta, 11th Aug. 1934.

Dear Mr. Tyson,

May we humbly convey through you to His Excellency, the Chief Scout the sincere felicitations of the Boy Scouts of Bengal on his being called upon to Govern this Province of ours. It is all the more joyous to us as we had the great fortune of having His Excellency and Lady Woodhead in our midst only a short while ago. We remember with pardonable pride of having His Excellency as the President of our last Jackson Shield Competition, a task which had always been very kindly performed by the Chief Scout—and then to have the great honour of welcoming him so soon as our Chief Scout.

We rejoice with the rest of Bengal and pray that His Excellency and Lady Woodhead may be spared long to serve Bengal and bring joy and happiness in every home in this country.

Yours sincerely,
(Signed) N. N. BHOSE,

J. D. Tyson, Esp., C. B. E., I. C. S.,
Calcutta.

Governor's Camp, Bengal
15th August 1934.

Dear Mr. Bhose,

I am desired by His Excellency the Chief Scout to convey to you and through you to the Scouts of Bengal his thanks for the message of congratulations and good wishes contained in your letter of August 11th.

Yours sincerely,
(Signed) Illegible.

N. N. BHOSE, Esq.,
Calcutta.

Can You Answer This ?

(By Kayem)

Answers with subscriber nos. To reach "Jatri" office before 30th October 1934.

1. A farmer died and left behind him three sons and nineteen horses. In his will, he gave directions that the eldest son was to inherit half the horses ; the second son was to have a quarter of the nineteen horses ; and the youngest son was to have a fifth of the nineteen horses, But it was laid down that none of the horses was to slain in order to help in the division. The sons were at a loss to follow the instructions left in the will. A neighbour, who happened to ride by, stopped and solved their difficulties How did he do it ?

2. The S. M. is 36 years of age. Moreover, he is twice as old as the A. S. M. is now. How old was the A. S. M. a year ago ?

3. Why is it legally wrong to condemn a deaf man ?

4. Why is there never such a thing as one whole day ?

5, What is it that we often return, but never borrow ?

6. Why is it that when you hunt for something mislaid, you always find it in the last place you took ?

THE WORLDS WAY OF GREETING DAY BY DAY.

Compiled by R. Ghose, D. S. M.

English	Shake Hands.
French	Embrace.
Red Indians	Exchange Pipes of Peace.
Laplanders	Rub Noses.
Arabs	Touch the Breast.
The Moors	Kiss Shoulders.
Cingalese	Salute with palm of hand.
Philipinos	Raise the foot.
Chinese	Join hands and bow.
Society Islanders	Touch Noses.
Burmese	Touch Faces.
Boy Scouts	Shake hands with left hand.

A Slight Misunderstanding

A True Story

A Pack were starting on the Dancer of Shere Khan's Death. Solemnly they sang—

"*Mowgli's hunting,*
Mowgli's hunting,
Killed Shere Khan,
Killed Shere Khan,
Skinned the cattle eater......"

at which point they became convulsed with mirth. Akela was completely mystified. "Whatever's the matter?"

Cubs : "It sounds so funny, Akela."

Akela : Why? I don't see what the joke is."

Cubs : "Well, why did Mowgli skin the cat and eat'er?" Collapse of Akela.

B.-P. Still Sleeping Out

B. P. has recently sent a charmingly characteristic letter to the editor of Camping (London), the official organ of the Camping Club (London), with regard to a report that he had to give up sleeping out of doors. He writes—

"Dear Mr. Editor,—I am sorry, but I'am going to have you up for liable, slander, and malicious persiflage, seeing that in *Camping* you make two definite statements about me which are terminological inexactitudes of the first order.

"1.—I haven't had a 'severe cold' —I never catch cold. I did get a touch of the 'flu round about the middle region for a few days, but it wasn't what you would-call a 'cold.' People who sleep out of doors don't catch colds.

"2.—As to my 'advancing years making it unwise for me to sleep out of doors.' they would make me look darned silly if they succeeded in driving me indoors to sleep. My goodness! Whatever put that idea into your—why, man —I—me—sleep in a nasty, stuffy house! Not I.

"What has 'over 70' got to do with it? I've learned wisdom in my 75 years, and that tells me that if everyone slept out—and especially on these jolly frosty nights—we should all live to 100 or more; but as this would overcrowd the club, it is perhaps just as well that some should sleep in and die early—say, at 90 or so. But for me to sleep in! Not if I know it!—Yours, Baden-Powell."

PACK-DAY

KHARGPUR B. N. RAILWAYS INDIAN SCHOOL PACK
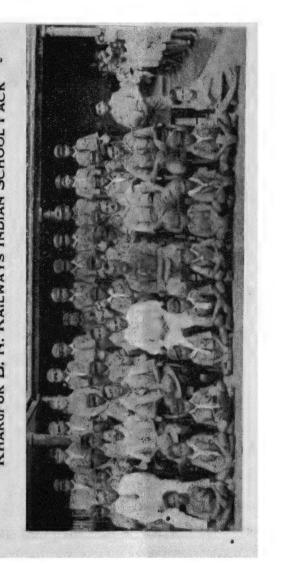
একাদশ বর্ষ]　　আশ্বিন—১৩৪১　　[চতুর্থ সংখ্যা

ভুল্‌তে শুধু হ'বে অভিমান

—অনামী—

ভুল্‌তে শুধু হ'বে অভিমান,
মুছ্‌তে হ'বে লক্ষ অপমান—
　　ছাড়্‌তে হ'বে আভিজাত্যের নেশা,
　　অনুষ্ঠতে ঘৃনা সেই পেশা।
তাদের সাথে গাইতে হবে
　　মধুর মিলন গান,
ভুল্‌তে শুধু হ'বে অভিমান।
ভুল্‌তে শুধু হ'বে অভিমান,
ভাব্‌তে শুধু হ'বে বর্ত্তমান;
　　ভুল্‌তে হ'বে অতীত যত স্মৃতি,
　　ভবিষ্যতের লক্ষ বিপদ ভীতি—
　　　আস্‌বে নিতি নিতি।
বুকের রক্তে কিন্‌তে হ'বে
　　যশের মুকুট খান,
ভুল্‌তে শুধু হ'বে অভিমান।

"মুক্তি"

—শ্রীনরেশ চন্দ্র মজুমদার

তার পেশাই ছিল ভিক্ষে করা।

পুর্ব্ব জন্মের পাপের ফল সকলকেই ভোগ করতে হয়। তাই ভগবানও তাকে দারিদ্রের সাথে সংগ্রাম করবার জন্য পাঠিয়েছেন। তার আপনার বলতে কেবল একটি পাচ বছরের মেয়ে—"রান্নু"। এই অসহায় মেয়েটীর কথা ভাবতে গেলে তার দুঃখের সীমা থাকে না। তার আর কেউ নেই তাকে দেখবার। তাই রাণী যে তাঁর বড় আদরের ধন। তার সমস্ত জীবনের আবরণ।

তাই তার নাম রেখেছিল "রাণী"। তবে আদর করে ডাকতো 'রান্নু রেন্নু রুন্নু'—আরো কত কি।

একজনকার আদরের ধন অপরে দেখতে পারে না। তাই আশে পাশের লোক অবজ্ঞা করে বসতো—"পেটে ভাত নেই আবার আদরের নাম হয়েছে 'রাণী'। ভিখিরীর সখত অত ভাল নয়।

কোন কথাই তাদের স্পর্শ করতো না, রাণীও মায়ের কাছে সেই পুরাতন নাম শুনতো—'রাণী—রেন্নু—রুন্নু—

ঘড়ে চাল নেই পেটে অন্ন নেই। মায়ে ঝিয়ে বেড়ুলো ভিক্ষের খোজে।

জমীদারের বাড়ী—দ্বারে দাড়িয়ে রাণী বললে—"বাবা একটু ভিক্ষে পাই।"

বৈঠখানায় বড় মজলিস বসেছে।

জমীদার বাবু হেকে বল্লেন—"Five Royals"—

অপর পক্ষ সমউচ্চস্বরে উত্তর দিলে—'Double'—

জমীদার বাবু তক্তাপোশের উপর সজোরে ঘুসি দিয়ে বল্লেন—'Re-double'—

চিৎকার শুনে রাণী ছুটে তার মায়ের আঁচলতলে চলে গেল। মাতৃস্নেহ তাকে স্থান দিলে—আবার শোনা গেল—"দুটি ভিক্ষে পাই বাবা"।

কার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'একি বাবা এখানেও ভিখারী—না—আজ আর জেৎবার আশা নেই।' জমীদার বাবু হাকলেন—"লছমন-সিংহ"

"হুজুর"—

"ভিখারীগো নিকাল দেও।"

"বাবা কত দিকে কত পয়সা যায় বাবা একটা পয়সা দাও। আমরা বড় ক্ষুধার্ত্ত সারাদিন পেটে কিছু পরেনি বাবা একটু দয়া কর"—

"লছমন-সিং"—

হঠাৎ এক বিপুল বাহু এসে রাণীর 'ঘার' ধরে ধাক্কা মারলে। মায়ের আদরের রেন্নু স্নেহের পুতুলি রুন্নু রাস্তার এককোনে আছড়ে পরে গেল। তার সুন্দর মুখখানা রক্তে

রঙ্গিন হয়ে উঠলো। মাতা তাকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন 'ভগবান আর যে সহ্য হয় না, আমাদের দুজনকেই মুক্তি দাও ঠাকুর—তোমার কি দয়া মায়া নেই"—

অদৃষ্ট তাদের বিপক্ষে ভগবানের দয়া হোল না।

*　　　*　　　*　　　*

তারা একমুঠো ভিক্ষের আশায় বাড়ীর পর বাড়ী ঘুড়ে বেড়াতে লাগলো।

কেউ বল্লে 'বেটি চোর'।

কেউ বল্লে 'খেটে খেতে পার না?'

রাস্তা দিয়ে চলে যায় কত লোক, সকলেই তাদের অবজ্ঞা করে। কারোও একটুও দয়া হয় না।

'মাগো আর যে চলতে পারি না'।

মার চোখে জল আসে, গোপনেই তিনি তার অশ্রু সংবোরন করেন। রাম্নুর চোখ এড়াতে পারে নাই।

'না মা, চলো, আরো একটু চেষ্টা করে দেখি যদি একটু ভিক্ষে পাই'।

'মাগো তোমার কি দয়া মায়া নেই, আমাদের দুজনকেই মুক্তি দাও মা'।

তাদের পথ ফুরোয় না, আর ভিক্ষেও মিলে না।

সমস্তদিনের ভিক্ষে তাদের আচল ভরা অশ্রুজল।

'মাগো, আর যে চলতে পারি না একটু জল দাওনা মা'—

রাম্নুর দুঃখ আর মাতা সইতে পারলেন না।

মাতা ছুটে ওপারের খাবার দোকানে গেলেন সঙ্গে একটীও পয়সা নেই।

খাবারের থালা থেকে একমুঠো খাবার তুলে নিয়ে রাণীর নিকট ছুটে এলেন।

'আহা বেচারী'

মাতা দেখলেন তার রাণীত নেই। রাস্তায় লোকে লোকারন্য। তার রাণী কোথায়।

'রাম্নু রেম্নু রুম্নু'

'আহা বাছা তোমার মেয়ে তা তাকে একা ফেলে গেলে কেন'

মাতা গিয়ে দেখেন তার চির আদরের রাম্নু রক্তে কলেবর দেহে পড়ে আছে আর তার পাশে এক বিশাল মাল গাড়ী দাড়িয়ে আছে।

মা সন্তানের জন্য খাবার আনতে গিছলেন আর রাম্নুও মায়ের পশ্চাৎধাবন করে।

'রাণী রেম্নু রুম্নু'

কোন সাড়া নেই

'রেম্নু মা আমার—'

'মাগো তোমার কি দয়া হোল আমার রাম্নুকে মুক্তি দিলে আমায়ও দয়া করো না 'মাগো' না আর কারো মুক্তি চাই না আমার রাণী মুক্ত, আমার রেম্নু মুক্ত,—'

'আমিও মুক্ত—মুক্ত—মুক্ত—'

বাপের বাড়ী বনাম মামার বাড়ী

—শ্রীরথীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়

অনেক ভাল মামার বাড়ী বাপের বাড়ীর চেয়ে,
দিদিমাকে পেয়ে সেথায় বেড়াই নেচে গেয়ে,
মিষ্টি কথার বৃষ্টি সেথায়, নাইক পড়ার তাড়া
কাজ-কর্ম্ম নাইক কোন পাড়ায় ঘোরা ছাড়া।
সেথায় সেবায়, শোয়ায়, খাওয়ায় একটু হলে ক্রটি
অমনি আমি অভিমানে ধুলায় পড়ি লুটি,
মাসী আসেন মামী আসেন, নিজে আসেন মামা,
বলেন "খোকা লক্ষিছেলে, কান্নাটী তোর থামা"
দিদিমায়ের কোলে তখন বসি তাড়াতাড়ি
মা ছাড়া আর সবার সঙ্গে করেফেলি আড়ি।
মামার বাড়ী সবাই আমায় মায়ার ডোরে বাঁধে,
মামার বাড়ী ছেড়ে যেতে পরাণ আমার কাঁদে।
রাম কামারের ফলের বাগান মামার বাড়ীর পাশে,
ভোর না হ'তে ছুটি সেথা আম কাঁটালের আশে।
ডাব-নারিকেল, পেয়ারা, বেল, জাম, জামরুল, লিচু,
সকল গাছই ফসল আমায় যোগায় কিছু কিছু।
দুপুর বেলা মাটী যখন রোদে ফুটী ফাটা,
জুটীর সঙ্গে তখনই মোর রঙ্গে সাঁতার কাটা।
স্বচ্ছ-গভীর অতল দীঘির শীতল কালো জল,
চোখটী বুজে একটী ডুবে পেতুম তাহার তল।
এপার ওপার দিতুম সাঁতার ডুব দিয়ে আর ভেসে,
পুকুর পাড়ে পড়ত সাড়া, লোক দাঁড়াত এসে,
এমন সুখের মামার বাড়ী ছাড়া বড় দায়,
বাবার বাড়ী যাবার কথায় জ্বর আসে যে গায়।
মামার বাড়ীর পাড়ায় ভোজের দিব্য আয়োজন,
আদর করে সবাই মোরে করে নিমন্ত্রণ।
সব বাড়ীরই সদর ভিতর আছে আমার জানা,
পাতা পেতে বসে যেতাম কোথাও নেই মানা,

ঘুমের পরে নাইক জুলুম, কারো শাসন জোরে
এমন কথা নাইক হেথা উঠতে হবে ভোরে,
সন্ধ্যা হতেই শোওনা তুমি হোক না উঠতে বেলা ;
কেউ তোমারে জাগাবেনা, মারবেনা কেউ ঠেলা
হেথায় কেবল আদর-যতন, নাইক শাসন কড়া
হেথায় কেবল খেলাধূলা, নাইক কেতাব পড়া
বাপের বাড়ী থেকে যখন আসি মামার বাড়ী
হয় যে মনে, বনে গেছে পাখী খাঁচা ছাড়ি।
বাপের বাড়ী ঘুমটী ছেড়ে উঠতে হবে ভোরে
বইটী খুলে দুলে দুলে পড়তে হবে জোরে।
নয়ন ধারায় শেখায় আমায় নুতন ধারাপাত,
অঙ্ক কষায় ভুল যদি যায় অমনি কষাঘাত।
সর্ব্বদা ভয়, পাইনা সময় নাইতে এবং খেতে
সাড়ে দশটায়, ইস্কুলে হায়, নিত্য যে হয় যেতে।

"শেয়ালের ডায়েরী।"

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

———শ্রীঅমিয়কুমার রায়চৌধুরী।

এখানে লাফিয়ে, ওখানে মোড় বেঁকে, ডিগবাজী খেয়ে খানা খন্দরের মধ্য দিয়ে, আমি ছুটতে লাগলাম ; কিন্তু একি মুস্কিল ! এরা যে পিছু ছাড়েনা—ওমা ! একি হোল ! কুকুর-গুলো যে কাছে এসে পড়ল। মরিয়া হয়ে আমি বনের পথ ছেড়ে হঠাৎ মাঠের দিকে দৌড় দিলাম। মানুষ আর কুকুরগুলোও আমায় সমানে তাড়া দিতে লাগল। বরাত জোর—এই সময়ে আরও দুটো শেয়াল তাড়ার চোটে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়ল ; কুকুরগুলো তাদের সামনে পেয়ে, সেদিকে তেড়ে গেল। এই সুযোগে আমি আর একটা ঘন ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। সারা দিনটা একটা ফাঁপা গাছের গুঁড়ির ভেতরে কাটিয়ে দিয়ে, রাত্তির হলে মাইল তিনেক দূরে একটা নতুন জঙ্গলের দিকে রওনা হ'লাম। নতুন জায়গায় এসে হাঁপছেড়ে বাঁচলাম। জীবনে এই প্রথম শীকারীর হাতে তাড়া খেলাম, এর আগে অন্যকে শীকার করে বেড়াতাম। এই আমার শেষ তাড়া খাওয়া নয়। অন্যবার এত সহজে রেহাই পাইনি। কুকুরদের সঙ্গে আমার আরও দুচারবার মুলাকাৎ হয়েছিল।

কাজ করলে লোকের অভিজ্ঞতা বাড়ে। বার চারেক তাড়া খেয়ে আমার মাথা খুলে গেল—ভেবে দেখলাম যে ভাল দৌড়াতে পারলেই সব সময় প্রাণ বাঁচান যায় না। শেয়ালরা খুব জোরে দৌড়াতে পারে; কুকুররা শেয়ালের সঙ্গে দৌড়ে পারে না। কিন্তু গায়ের জোরে শেয়াল কুকুরের কাছে পারেনা। গায়ে শক্তি আছে বলে কুকুরগুলোর দম অফুরন্ত। কাজেই খালি ছুটতে থাকলে, শেষ পর্য্যন্ত ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশী। আর একটা কথা আমি বাজী ফেলে বলতে পারি, শেয়ালের বুদ্ধি যে কোন কুকুরের চেয়ে বেশী, নিজের কথা বেশী বলা ভাল না, কিন্তু আমার মনে হয় বুদ্ধিতে আমার সঙ্গে খুব কম শেয়ালই পারবে। প্রাণ বাঁচাতে হলে এই বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হয়। আমি যদি এত চালাক না হতাম, তা'হলে এতদিন আর আমাকে বেঁচে থাকতে হোত না, কোনদিন কুকুরের পেটে তলিয়ে যেতাম।

যেখানে বুঝেছিলাম তাড়া খাওয়া কি জিনিষ, সেই অঞ্চলেই কম করে আরও আট-দশবার তাড়া খেয়েছি। কিন্তু কোন বারই আমাকে খুব বেশী ছুটতে হোত না। হাল-চাল বুঝে ঘন ঝোপে ঢুকে পড়ে চম্পট দিতাম। ঘন ঝোপের ভেতর আমায় দেখতেও পেতনা ওরা, খালি এধার ওধার ঘুরেই সারা হোত। মেরুয়া কুত্তাগুলো যখন বেকুবের মত আমার খোজে বেড়াত, তখন আমি আরামে একটা ঝোপের আড়ালে বসে প্রাণভরে হাসতাম তাদের বোকামী দেখে আর মনের সুখে তাদের গালাগালি দিতাম (মনে মনে)।

লোক ঠকানো একটা সহজ কাজ—ধাপ্পাবাজির উপরেই শেয়ালদের নির্ভর করতে হয়। যে জুয়াচ্চুরিটা বেশী শক্ত মনে হয়, আসলে সেইটাই সবচেয়ে ফাঁকিঝুকি। অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি। ঠিক চড়ের পাশেই ছিল একটা নদী। না, তাকে নদী বলা চলে না, খাল বলাই ভাল। নদীর দুধারেই ঘন ঘন গাছ; দু'একটা গাছ এতবেশী ঝুঁকে পড়েছিল জলের বুকে যে এপার থেকে একটা গাছ চেপে, একলাপে ওপারের একটা ঝুঁকে পড়া গাছে পৌঁছে, সহজেই পালানো যেতো। তাছাড়া নানা রকম লতায় পাতায় গাছগুলো ভরা থাকতো, কাজেই গা ঢাকা দিতাম। জায়গাটা ভারী নিরাপদ। তাড়া খেয়ে আমি এখানেই পালিয়ে আসতাম—আমাকে ওরা দেখতেও পেত না, গন্ধও ওদের নাকে যেতো না।

বার কয়েক এইরকমে পালিয়ে, সাহস আমার বেড়ে গেল। কুকুরদের আমি আর খুব বেশী আমলে আনতাম না, তাদের কাছে তাড়া খাওয়া গা সওয়া হয়েগিয়েছিল। সত্যিকথা বলতে কি, ওদের একটু হায়রান করে আমি বেশ আনন্দ পেতাম। কিন্তু মানুষ ভারী শয়তান, আমার এ আনন্দে তারা বাদ শাধল। শীকারীর দল কি করে যেন আমার পালাবার উপায়টা জেনে ফেলল। একদিন পালাতে গিয়ে দেখি, নদীর ধারে সব গাছ-গুলোর গোড়ায় বেশ করে তারের কাঁটা দিয়ে ঘেরা। ভারী বিপদে পড়লাম—এবার আমায় আর একটু হলে সাবড়ে দিয়েছিল আর কি। হঠাৎ আমি ভির ঠেলে মাঠের দিকে

দিলাম দৌড়। কুকুরগুলো জিভ লকলকিয়ে আমার পিছু নিল। প্রায় চার পাঁচ মাইল ছুটলাম, তবু রেহাই পেলাম না। কুকুরগুলোর চোখে ধুলো দিয়ে, ঠকিয়ে, নানারকমে পালাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু কুকুরগুলো ছাড়ল না, তাড়া করেই চলল গন্ধ শুঁকে শুঁকে। কি মুস্কিল, ক্রমে যে সহরের দিকে এসে পড়লাম, না; এবার আর কোন আশা নেই। কিন্তু 'রাখে হরি মারে কে?' হঠাৎ দেখলাম একটা খানা নর্দ্দমা; পোঁ করে নর্দ্দমা ধরে যেতে যেতে, একটা জিনিষ দেখে আশা ফিরে এল মনে, একটা ড্রেন (Drain) খোলা রয়েছে। যা থাকে বরাতে মারলাম লাফ, ভাগ্যিস ড্রেনটা গভীর ছিল না। ড্রেনের নলের ভিতর দিয়ে প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে, সেই নদীর ধারে এসে হাজির হলাম। পাইপটা এসে নদীতে এসে পড়েছে শেষ পর্য্যন্ত। এ যাত্রা বড় জোর বেঁচে গেলাম। ড্রেনের পাইপের মধ্যে কাটিয়ে দিলাম দিনের বেলা। সন্ধ্যার পর অন্ধকার হলে আমিতঅন্য এক দিকে মাইল সাতেক পাড়ি দিয়ে শেষে একটা ছোট খাটো পাহাড়ে জমির কাছে পৌঁছলাম। পাহাড়টার উপরে উঠে, ভাগ্যক্রমে একটা গর্ত্ত পেয়ে গেলাম। মন্দ নয়, একটা ছোটখাটো গুহা। তবে গুহার জমিটা পাথুরে কিনা, ভারী শক্ত—শুতে ভারী কষ্ট হয়। যাই হোক কিছু খড়কুটো, শুকনো পাতা মেঝেয় বিছিয়ে নেবার পর জায়গাটা ঠিক মনের মত হোল। শুকনো ঘাসের নরম বিছানায়, ঘুম—আজও মনে আছে।

এ জায়গাটা বেশ নিরাপদ, কারন কাছাকাছি মানুষের ঘর বাড়ী নেই। কাজেই কুকুরের উপদ্রবও নেই। পাহাড়ের নীচে সমতলভূমিতে অবশ্য মাঝে মাঝে কুকুরের চীৎকার শোনা যেত। সামনের গ্রীষ্ম আর শরৎকালটা এখানেই কাটিয়ে দিলাম বেশ সুখেই। একমাত্র অসুবিধা ছিল, যে হাতের কাছে খাবার জিনিষ বেশী মিলতো না। পাহাড়ে দু'চার ঘর খরগোস থাকতো বটে, কিন্তু তাদের পাত্তা পাওয়াই দায়। কাজেই প্রায় প্রত্যেক রাত্তিরেই আমাকে খাবারের খোঁজে পাহাড় থেকে নাবতে হোত। যাই হোক শীত আসার আগে পর্য্যন্ত খাওয়ার জন্য খুব বেশী ভাবতে হোত না। শীত যত পড়তে লাগল, খাবারের অভাব হতে সুরু হোল ক্রমশঃ। যখন আনাচে কানাচে খাবার কিছুই রইল না, ক্ষিদের জ্বালায় বাধ্য হয়েই আমাকে নীচের গাঁয়ের দিকে নজর দিতে হলো। ইচ্ছা না থাকলেও, পেটের দায়ে আমি মানুষদের—মুরগীটা, হাঁসটা চুরী করতে আরম্ভ করলাম। এর আগে মানুষের সংস্পর্শ আমি এড়িয়েই চলতাম। কিন্তু ক্রমেই আমার চুরীর মাত্রা বেড়ে যাওয়াতে গ্রামবাসীরা ক্ষেপে উঠল। তারা স্থানীয় এক শীকারীকে খবর দিল, আর কেউ বোধ হয় আমার থাকবার জায়গাটা জেনে ফেলেছিল। কারণ একদিন সকালে বাড়ী ফিরে দেখি মস্ত বড় একটা পাথর দিয়ে গর্ত্তটার মুখ বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অনেকদিন শীকার না করে অসাবধান হয়ে পড়েছিলাম—এ অঞ্চলের কুকুরগুলোর সঙ্গে কারবার না থাকার ফলে, তারা যে কি চীজ তা জানতাম না। আর একবার প্রাণ

হ তে নিয়ে দৌড় দিলাম. কম করে বিশটা কুকুর আমায় তাড়া করল। এঁকে বেঁকে অনেকক্ষণ তাদের খেলিয়ে, বার দুই একটা নদী এপার ওপার হয়েও দেখলাম কুত্তার দল তাড়া দিতে ছাড়ে না। অবস্থা কাহিল হয়ে উঠল; ছুটতে ছুটতে ক্রমে রেল লাইনের কাছে এসে হাজির হলাম। একটা ট্রেন আসছিল, তা' আমি দেখিনি, প্রাণের ভয়ে দিলাম লাফ। আমায় তাড়া করে কুকুরের দলও ছুটে আসছিল। এক মুহুর্ত্ত পরেই ট্রেনটা বিরাট দৈত্যের মতন এসে পড়ল। আমি বেঁচে গেলাম এ যাত্রা। কতকগুলো কুকুর কাটা পড়ল। ট্রেনটা আসার ফলে শীকারী আর তার বাকী কুকুরের দলকে কিছুক্ষণের জন্য থামতে হোল। ততক্ষণে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি একটু দম নিয়ে নিলাম। কয়েকটা কুকুর কাটা পড়ায় শীকারীর রোক চেপে গেল, সে রেল চলে যাবার পর লাইন পেড়িয়ে আবার আমার পিছনে ধাওয়া দিল। আমিও আবার ছুটতে সুরু করলাম। একটা মাঠ পার হয়ে, আর একটা মাঠের সীমানায় এসে হাজির হলাম। দুটো মাঠের মাঝখানে একটা পাচিল কোন গতিকে পাঁচিলটার উপর উঠে, সেখান থেকে অন্ধের মত চোখ বুজে মারলাম লাফ। মনে হোল একটা নরম জিনিষের উপর এসে পড়লাম। চোখ খুলে দেখি এটা একটা গরুর গাড়ী। গরুর গাড়ী বোঝাই খড় ছিল, আমি গিয়ে পড়েছিলাম সেই খড়ের গাদার উপর। ভাগ্যক্রমে গাড়োয়ানটা প্রায় ঘুমোতে ঘুমোতেই চলেছিল, তাই কিছু টের পেল না। আমি একটু খড় সরিয়ে তার মধ্যে জড়সড় হয়ে বসে রইলাম। এই রকমে প্রাণটা আমার বাঁচল, এবারের মতন। কুকুরগুলো হঠাৎ আমায় অদৃশ্য হতে দেখে ফাল ফ্যাল করে এধার ওধার তাকাতে লাগলো। খড়ের গাদায় ঘণ্টা দেড়েক ছিলাম। তারপর পথের ধারে একটা সরাইখানার সামনে গাড়ীটা থামলে, আমি হালচাল বুঝে সকলের অলক্ষে সরে পড়লাম এক লাফে।

নতুন জায়গায় এসে, খরগোসেদের পরিত্যক্ত একটা গর্ত্তের মধ্যে আমার ঘরকন্না ফেঁদে বসলাম। জায়গাটা মন্দ নয়। হাঁস, মুরগী আর খরগোসের ছড়াছড়ি। এগুলো চোখের সামনে দিয়ে সব সময় চলাফেরা কোরত, তাই অনেক সময় লোভ সামলাতে পারতাম না। বেশ মজাতে ছিলাম, কিন্তু বেশী দিনের জন্য নয়, কারন 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট'।

যে চাষাটির হাঁস আর মুরগী বেশী চুরী করতাম, তার জানা কোন শীকারী ছিল না। সে মতলব করল যে আমায় দেখতে পেলেই ঠেঙ্গাবে। কতদিন তাকে হাতে একটা মোটা বাঁশ নিয়ে ঘুরতে দেখেছি। কিন্তু তার ছেলের মতলব ছিল অন্যরকমের; সে ঠিক করেছিল, কোন রকমে আমায় জ্যান্ত ধরে, কুকুর বেড়ালের মতন পুষবে। ভারী বয়ে গেল আমার—লোকে যাই ভাবুকনা কেন। আমাকে পোষ মানান কি সোজা কথা? আমার ইচ্ছা না থাকলে কি হবে, ধরা আমায় পড়তে হোল একদিন।

একদিন রাত্তিরে সাবধানে পা টিপে টিপে গোলা ঘরের উঠোনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম, দেখলাম সামনেই হাঁস মোরগের ঘরের দরজা খোলা রয়েছে—বোধহয় বন্ধ করতে ভুলে গেছে। যাই হোক একবার বেশ ভাল করে চারধারে তাকিয়ে নিয়ে, মনের আনন্দে ঘরটায় পা বাড়িয়ে দিলাম। একটা তক্তার উপর দিয়ে ঘরে ঢুকতে হয়। তক্তাতে পা দেবামাত্রই মনে হোল সেটা একটু নড়ে উঠল, তক্তা থেকে যেই নাবলাম অমনি ঝপাং করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল উপর থেকে পড়ে। বুঝলাম, ফাঁদে পড়েছি। নিজের অবস্থাটা অনুমান করে হাঁস, মুরগীদের বিরক্ত করবার সময় আমার ছিল না। কিন্তু এগুলো বোকার মত চেঁচাতে সুরু করে দিল। কি করে বের হওয়া যায় তাই ভাবতে লাগলাম। কিন্তু দরজাটা খোলবার কোন উপায়ই দেখলাম। সকাল বেলায় দিনের আলোয় মনে হোল কে যেন আসছে, দরজার কাছে খুট করে শব্দ হোল। দরজা একটু ফাঁক হোল। ফাঁক দেখে আমি একলাফে সেখান দিয়ে বেরোতে গেলাম—ফাঁকের মুখেই একটা শক্ত ছালা হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিল। ভাগ্য দোষে আমি সেই ছালাটার মধ্যেই পড়লাম—বস্তার মুখ অমনি বন্ধ হয়ে গেল, চারধারে অন্ধকার দেখলাম।

তারপর আর বল্ব কেন, আমার দুঃখের দিন আরম্ভ হোল। তারা আমায় একটা বাক্সর মধ্যে বন্ধ করে রেখে দিল।। বাক্সটার একদিকে লোহার শিক দেওয়া, বাকী তিন দিক বন্ধ, পালাবার উপায় নেই। এখানে আমায় কয়েক সপ্তাহ থাকতে হয়েছিল। একটা ছেলে এসে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার চেষ্টা কোরত অনেক সময়। সে আমায় ভাল ভাল খাবার এনে দিত আর মাঝে মাঝে আদর করে দু'একটা কথাও বোলত। আমি কিন্তু তাকে মোটেই আমল দিই না। একদিন সে খাঁচার ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার গায়ে হাত বুলোতে এসেছিল। সেদিন এমন এক কামড় দিয়েছিলাম তার হাতে যে বাছাধন আর আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে আসেনি। একদিন সকালে আমাকে বাক্স সমেত নিয়ে একজন রওনা হোল, প্রথমে একটা গরুর গাড়ীতে করে আমায় একজায়গায় নিয়ে গেল, তারপর আমায় একটা মস্ত গোনমেলে জিনিষে চালিয়ে দিল। কু করে শব্দ করে, সেটা ঝকাঝক, ঝকাঝক শব্দ করতে করতে চলল—কান ঝালপালা হবার জোগাড়। তারপর আবার একটা গরুর গড়ীতে। তারপরে আমাকে এনে একটা রেলিং দিয়ে ঘেরা জায়গায় এনে ছেড়ে দিল। এখানে আর একটা শেয়াল ছিল, তার কাছ থেকে জানলাম যে জায়গাটার নাম 'জুলজিকাল গার্ডেন। এখানে কোন রকমে দিন কেটে যাচ্ছে, তবু একজন সঙ্গী আছে তো।

(শেষ)

২

১। কিশের গন্ধ ?

এই খেলাটি ক'রবার জন্যে কতকগুলি একরকমের কাগজের থলে যোগাড় করতে হ'বে তারপর তাদের প্রত্যেকটার মধ্যে এক একরকম গন্ধযুক্ত জিনিষ রাখতে হবে, যেমন পেঁয়াজের কুঁচা, রসুন, গোলাপ ফুলের পাপড়ি, কমলালেবুর খোলা ইত্যাদি। এইবার থলেগুলির মুখ বন্ধ করে এক ফুট্ অন্তর ক'রে রাখা হবে; তারপর প্রত্যেক স্কাউট সেই থলেগুলির সামনে দিয়ে যাবার সময় প্রত্যেকে থলেটিকে ৫ সেকেণ্ড করে শুঁকবে, সবার যখন হ'য়ে যাবে তখন তা'দের এক মিনিট সময় লিখিবার জন্য দেওয়া হবে অবশ্য ঠিক যে ভাবে জিনিষগুলি সাজান ছিল সেই ভাবে লিখিবার চেষ্টা ক'রতে হ'বে। যে পেট্রোল পারবে সেই দল জিত্‌বে।

২। বল মারা।

একটি রবার টেনিস্ বল নিয়ে ক্লাবরুমের দেওয়ালের কাছ থেকে দুই গজ দূরে রাখ। এইবার একটী স্কাউটকে চোখবেঁধে দুই তিন পাক ঘুরিয়ে ছেড়ে দিয়ে বলটিকে মারতে বলা হ'বে। সে কিন্তু পা ঘস্‌ড়ে বলটী কোন দিকে আছে তা ঠিক করতে পারবে না; সে স্বাভাবিক ভাবে হাঁট্‌বে এবং যখন মনে করবে যে আমি ঠিক বলের কাছে এসেছি তখন সেটিকে পা দিয়ে মারতে চেষ্টা করবে। খেলাটিকে আমোদজনক করবার জন্য "দূরে", "কাছে" ও "মার" এই কথাগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রত্যেক স্কাউটকে তিনবার ক'রে মারতে দেওয়া হ'বে।

ব্লু-স্মোক—

চামড়ার উপর নক্সা—

তোমরা অনেকেই হয়ত জাননা চামড়ার উপর কি করে নক্সা কিংবা ছবি করতে হয়। এ মাসে সেইটা তোমাদের শিখিয়ে দেব। প্রথম জিনিষ জানতে হবে যে কোন চামড়ার উপর ভাল কাজ করা যায়, ও সব চামড়ার উপর এরকম কাজ করা যায় কিনা! তার উত্তর হচ্ছে, যে untanned ভেড়ার চামড়ার উপর সবচেয়ে ভাল হয় আর সহজেই হয়, তবে, untanned Calf leather এর উপরও হয় আর tanned leather এর উপর আদৌ হয় না।

এখন কাজ আরম্ভ করতে হলে চামড়াটাকে প্রথমে একটা ভিজে কাপড় দিয়ে বুলিয়ে নাও, তারপর একটা plane কাঁচের উপর রেখে একটা গোল পেন্‌সিল তার উপর roll করে চামড়াটাকে plane করে নাও। এখন একটা কাগজে নক্সা এঁকে ঐটা চামড়ার উপর রেখে hard pencil দিয়ে trace করে ফেল—তাহলে এখন দেখছ যে চামড়াটার উপর নক্সার একটা ছাপ পড়েছে—আচ্ছা এবার এক কাজ কর—ঐ নক্সার দাগগুলা modeller দিয়ে চেপে চেপে টেনে trace কর—যে জায়গাগুলা নিচু রাখতে হবে চেপে দাও, তাহলেই বাকি জায়গাগুলা আপনাথেকেই উচু হয়ে উঠবে। এখন ঐ কাগজগুলা স্থায়ী ভাবে উচু নিচু রাখতে হলে একবার fixing solution দিয়ে বুলিয়ে নিতে হবে (fixing solution এক কাপ জলে ছোট এক চামচ ফট্‌কিরি ও একচামচ নুন) তারপর নক্সাটাকে আর একবার modeler দিয়ে ফুটিয়ে নাও। এবার দেখছ কেমন নক্সাগুলা আর পরিস্কার উঁচু নিচু হয়েছে। এবার শুকিয়ে নাও তারপর রং করতে হবে তাই না! চামড়া রং করবার জন্য আলাদা রং পাওয়া যায় সেই রং spiritএ গুলে তুলি দিয়ে যেখানে যা লাগান ভাল মনে কর লাগিয়ে দাও ও তারপর একটুকরা নরম শুকন্ কাপড় দিয়ে ঘসে ফেল দেখবে কেমন সুন্দর পালিশ উঠেছে।

এইরকম হাতের কাজ, purse, notebook cover, leather bagইত্যাদিতে খুব সুন্দর দেখায়। এইটা এই মাসে শিখে নাও, পরে ঐ সব জিনিষ কি করে করতে হয় শিখিয়ে দেব খুব সোজা।

Modeler,—একরকম চামড়ার কাজ করবার যন্ত্র একটা কাঠের handle একটা মাথা বাঁকা steelএর পেরেকের মতন লাগান খুব polished ও একদিক চ্যাপটা। modeler অনেক রকম হয়।

গুপ্তকথা

ম্যাজিষ্ট্রেট—(চোরের প্রতি) তুমি অতগুলি লোকের ভিতরে কি করে চুরি কোরলে ?

চোর—কত দেবেন ?

ম্যাজিষ্ট্রেট—কি কত দেবো ?

চোর—আজ্ঞে আমার এই ব্যবসার গুপ্তকথাটা শিখিয়ে দিলে ?

* * *

শঠে শাঠ্যং

আটা কিনতে গিয়ে রাম দেখে দোকানী কম দিচ্ছে।

রাম বললো—কিহে কম দিচ্ছো কেন ?

দোকানী বল্‌লে—তাতে কি হয়েছে ? কম বইতে হবে।

পয়সা দেবার সময় রাম একটি পয়সা কম দিল।

দোকানী বললো—কি বাবু পয়সা যে একটা কম।

রাম বললে—তাতে কি হয়েছে ? কম্ গুন্‌তে হবে।

* * *

৬ এর নিয়ম—

পেঃ লীঃ—আচ্ছা ধর যদি দেখি তুমি একটা গাধাকে অন্যায় ভাবে পিটছ, আর তোমাকে আমি থামিয়ে দিই, তাহলে আমার কি করা হয় ?

নূতন স্কাউট—(অনেক চিন্তার পর) তাহলে ভাতৃস্নেহ দেখান হল।

* * *

—আপনার চুল সব পেকে গেছে, কিন্তু গোঁফ ত বেশ কাঁচা আছে ?

—আজ্ঞে গোঁফের বয়স ২০ বৎসর কম।

* * *

শিক্ষক—মানুষের শরীরে সবশুদ্ধ ২০৮ খানা হাড় আছে।

ছাত্র—আমার শরীরে ২০৯ খানা আছে।

শিঃ—কে বল্লে ?

ছাঃ—আজ্ঞে আজ যে আমার গলায় মাছের কাঁটা ফুটেছে।

* * *

মুক্তির কামনা

—আনোয়ারউদ্দিন আহমেদ

যমুনার তীরে এক্‌লা পথিক্,
ভাব্‌ছে বসে হায় ;
কোন্ সে পথে যাত্রা করে,
মুক্তি বাসনায় !
আকাশ পাতাল ভাব্‌লো পথিক,
বিঘ্ন পলে পলে,
পথের শেষে যে পথ অসীম
সে পথ বেয়ে চলে।

Notes & News

BY RONEN GHOSE

1. The Warrants of appointment of the following Scouters have been issued :—

O. H. Skinner, District Commissioner Chittagong Local Association.

Bernard Willoughby Bean as District Commissioner Nadia Local Association.

Jagat Prasanna Gangoli as Group Scoutmaster, 16th/III Calcutta (Kidderpore Academy) Group.

Phanindra Nath Mazumdar as Group Scoutmaster 8th/II Calcutta (Town School) Group.

M. A. Rahim Chowdhury as Scoutmaster 28th/II Calcutta (Muslim High School) Troop.

Majibar Rahaman as Asst. Scoutmaster do do

Sriniwasha Purohit as Scoutmaster 29th/II Calcutta (S. V. S. Vidyalaya) Troop.

Ram Kumar Ladha as Asst. Scoutmaster do do

Pratap Chandra Majumdar as Scoutmaster Thakurgaon H. E. School Troop, Dinajpur.

Maziruddin Ahmed as Scoutmaster N. B. Institution Troop, Murshidabad.

Sudhir Bose as Cubmaster 16th/III Calcutta (Kidderpore Academy) Pack.

Kshitinath Bose Asst. Cubmaster 14th/II Calcutta (Model Academy) Pack.

2. The following Packs, Troops and Crews are registered :—

32nd/II Calcutta (Calcutta Muslim Orphanage) Troop.

4th/II Calcutta Rover Crew (Open)

4th/III Calcutta (Ashutosh College) Group.

4th/III Calcutta Pack.

19th/III Calcutta (Tirthapati Institution) Group.

19th/III Calcutta (do) Troop.

Ahmadia High Madrasah Troop, Noakhali Ushagram Pack, Asansol.

Sonaullah H. E. School 2nd Pack
Indrajmal School Pack } Jalpaiguri

1st Khargpur (B. N. Ry. European School) Pack, Khargpur.

Jangipur Group,
Jangipur Rover Crew,
Berulia Cub Pack,
Daffarpur Pack,
Jiaganj Edward Coronation Inst. } North Murshidabad

Hooghly Branch School 3rd Troop, Hooghly.

Mahadevpur S. M. Institution 1st Troop, Naogaon.

3. **Called to Higher Service :** Scout Rothin Basu of the 2nd/II Calcutta Troop Called to Higher Service on 21st September at a very young age. He was aged 10 years. He joined the movement as a Cub at the age of seven. He was a jolly cub, a real sportsman and a true scout of his age with a ch erful smiling face. Our heartfelt sympathy go with the bereaved family to mourn his loss.

Scouter S. N. Biswas, Scoutmaster of the Govt. High Scool Troop, Darjeeling breathed his last at the age of 34. He is survived by his widow and children. We condole his death and convey our sympathy to the bereaved family.

Scout Naren Roy of the 24th/II Calcutta (Calcutta Orphanage) Troop Called to Higher Service on the 23rd of Sept. 1934 at the Jadabpur Tuberculosis Sanitarium. He was suffering from Tuberculosis nearly a year. He was a Second Class Scout and won several Proficiency badges. We mourn the loss of the poor orphan boy. May his soul Rest in Peace.

* * * *

4. **Scouters' Training Class :** Seeond Calcutta Local Association has started a Training Class more on the line of District Training Course to help their Scouters to brush up their knowledge on various scout tests, to learn new games and acquire new ideas on scouting. They meet on Monday evenings for an hour at the Headquarters of Scottish Group. Mr. N. N. Bhose, D.C.C. Chairman of their Executive Committee is conducting the Course as S. M. with Scouter Ronen Ghose, Dist. Scoutmaster as his assistant.

5. **A Ten-year-old Man :** According to a Chicago paper, the manly self-possession of a ten-year-old Wolf Cub, Billy Gerry, of Guelph, Ontario, provided the outstanding incident of a Motor accident in which his grandmother was fatally hurt and his mother and a cousin seriously injured. After telling police what to do with the wrecked car, the small cub accompanied the injured women to the Woodlawn Hospital. There the question of payment was raised. The diminutive Cub produced and emptied his purse of 75 cents. "Don't worry, lady", he said, "I'll pay for my mother. I am a Canadian Wolf Cub I'll look after everyone until my dad comes."

6. **In Distress :** A city chemist who flew a Union Jack in front of his shop was mystified when a boy entered and offered his help. "Help what with ?' he asked. "Whatever you need, Sir. Your flag is upside down a singal of distress." Enjoying the joke, the chemist left the flag as it was. And during the day more than a score of Boy Scouts and Wolf Cubs came into tell him his flag was "up wrong."

7. **On the spot :** Promt action in emergencies has characterised the service given by Canadian Scouts in recent accidents.

At London, Toronto, an Assistant Cubmaster was passing a burning building as the fire engines came along. He immediately took control of the traffic and pedestrians until the police arrived and afterwards helped the police keep back the crowds of onlookers from the danger zone.

A Patrol Leader of a Toronto Troop, hearing that a boy had been engulfed in the collapse of a sandbank, rushed to the spot, sending another Scout for help For several hours other members of the Troop, under the supervision of their Scouter, formed a cordon around the doctors and police who were tending the boy.

8. **Educating the parents :** The Grantham Boy Scouts have hit upon an excellent method of initiating the parents of the Scouts into the mysteries of campcraft, gaining their confidence and dispersing erroneous impressions about "roughing it" and the dangers of rheumatism and pneumonia.

The five Troops of the Association demonstrated, detail after detail, the essentials of good camping. In the grounds of a large house on the outskirts of the town, lent by the Grantham Council, they pitched their tents, laid out their kitchens and started on the routine of camp life. A complete meal—roast beef, two veg., and currant pudding was prepared and cooked before the eyes of the spectators, and then served out to them. Kits, untensils, beds, camp looms, and all the attributes to a good Scout camp were shown step by step and the event closed with a good camp fire sing-song. [Ed. What about Bengal Scouts ? It would be better if the Local Associations take trouble to organise such functions and invite the parents.]

* * * * *

DO YOU KNOW ?

What is the deepest man has yet gone beneath the sea ? 2,100 feet is the record, set up by two American scientists, who reached this depth in a special steel sphere in 1932.

How is Camphor obtained ? Camphor is the gum of a tree (a knid of laurel) which grows in China and Japan. The tree is cut into chips and placed in large vessels whose covers are filled with straw. They are steamed with water and then allowed to cool, when the camphor is found clinging in small grains to the straw.

What is the highest building in the World ? The Empire State Building in in Fifth Avenue, New York City, which stands 1,238 feet above street level. Some idea of its immensity can be gathered from the fact that 10 million bricks, 50,000 tons of steel and 185,000 cubic feet of stone were used in its construction.

Would you tell me the world's smallest fish ? Yes the smllest fish in the world is the Smarapan. They are found near the island of Luzor, in the Philip pines. They weigh about half a grain, and the largest of them measures no more than half an inch in length.

* * * * *

A Tip for Cyclist Scout : Try placing the enamel tin into a basin of hot water before you commence. This causes the enamel to flow more freely, gives a bright, smooth finish, and also does away with those streaks which so often spoil the finished job.

Varieties

1. **World's Smallest Radio Set :** The World's smallest Wireless Set has just been made in Chicago.

It is a tuning coil wrapped round a pencil. The crystal detector is inserted in the metal eraser cap, to which is also attached the standing pinlike aerial.

For use, the pencil radio is simple connected to a pair of earphones. It is said to provide surprisingly good reception, considering its size, and it picks up stations several hundred miles away.

2. **World's highest fish :** They are living in a lake 12, 000 ft. up among the pekes of the Pamir Mountains, a remote region of what the Hindus call the Roof of the World. Previous to their discovery, it was thought that fish were in capable of living at a height above 5, 000 ft. All the specimens obtained from the lake were trout.

3. **The Rain Tree :** One of the wonders of Peru, is the Country's saviour in times of draught. Its huge umbrella-like leaves condense the moisture of the atmosphere and precipitate from 10 to 15 gallons of water a day.

4. **Midget camera :** What is claimed to be the World's smallest camera has just been put on the market. The Camera measures 2½x1¼ ins x1in and can be carried in a lady's Vanity Case, yet it takes perfect pictures which can be enlarged to the usual size. The tiny spools of film takes six exposures.

The maker's factory has been extended to manufacture this Camera at the rate of 10, 000 a day, to sell at five shillings each.

5. **Birds on the Scales :** A new humming bird, which arrived at the Zoo recently, is said to be the smallest bird in the World. It would take seven of them to weigh one ounce. The smallest British bird is the Gold-crested Wren. A full-grown specimen weighs rather less than half an ounce. Yet that tiny creature, when migrating, flies the whole width of the North-Sea.

Scraps from the Jungle

Collected and sent out to the
Wolf Cub Pack each moon by
BROWN TIP.

KHO-KHO

This......a really new game......comes from the Gujrati country, and it is splendid for giving plenty of exercise in a small space. The Pack divides into two sides, Runners and Chasers. The Chasers sit on the ground in a line, facing alternatley to the right and left, with two yards between each. The Chaser at the head of this file is "IT". The Runners are standing at the other end of the file, and IT chases them round the file of sitting Chasers. After making one circuit of the file, they are allowed to break through the file from one side to the other at any gap, but it is important to remember that **IT may never break through the file nor change his direction.** Whenever IT wishes, he may change places with any other Chaser. To do this, he touches him, saying "Kho-Kho", and the new IT runs out either to his right or left, but **on that side of the file to which he is facing,** while the old IT sits in his place. The science of the game lies in frequent changes of IT at such moments as the new IT may easily catch a Runner passing in front of him.

Each Runner drops out when he is touched ; and when all have been caught the sides change places. That side wins which takes the shortest time to catch all its opponents ; or, alternatively, a time limit may be set. No Runner or Chaser may go beyond the boundary, which should be (at the most) about ten yards on each side of the file.

THE COMPASS

These verses will help your Cubs to find and to remember the four chief points of the compass :

The sun each day to East doth rise ;
And if I stand and point
My right arm to the East,
I find the North before my eyes.
The North in front ; the South behind ;
And on my left the West,
Where sets the sun each night,
So North, South, East, and West I find.

Can You Answer This ?

(By Kayem)

1. The clock in "Jatri" office strikes the hours only. How many times does the striker hit the gong in the course of a complete day ?

2. An old lady died, and when her will was read, it was found that she left Rs. 3333 to be divided equally between two fathers and their two sons. She also mentioned that each was to receive Rs. 1111. The lawyer was puzzled and concluded that a mistake has been made. The old lady was not so silly after all. Her arithmetic was quite correct. What is the explanation ?

3. A mile of wire fencing exactly encloses a field of 40 acres. What size field will be enclosed by two miles of wire fencing ?

4. What is taken from you before you get it ?

5. What is that which you must keep after you have given it to somebody ?

6. What is the first thing you do when you fall into the river ?

Answers For Last Month

1. The neighbour rode up, jumped off his own horse, and put it with the nineteen, making twenty. Then he gave half the horses, (10) to the eldest brother, a quarter, (5) to the second, and a fifth (4) to the youngest brother. The twentieth horse was his own, which he remounted and departed. This is possible because, a half, a quarter and a fifth do not add up to unity.

2. 26 years old.

3. Because the law does not allow a man to be convicted without a hearing.

4. Because every day begins by breaking.

5. Thanks.

6. Because you do not go on looking when it is found.

The following have sent in correct answers ;

The Future of Scouting in India.

It is obviously impossible to see ahead, especially at the present juncture when the political future of such a vast and important country as India is in the process of change.

I have a belief that the next five years will see Scouting in India forging ahead and becoming a real influence in the country, or will see Scouting die out and disappear. It is for the present to decide which of the two it will be, and I have seen enough in the last four months to convince me that Scouting can be utilised not only to secure the development of boys, but also to secure the development of the character of the country.

I do not claim for Scouting that it can do more than assist, and co-operate with, all the other agencies which are in existence to secure the development of India but I do claim that it is the most effective and practical agency that exists to establish in the boyhood of the country a stable purpose and a strong feeling of self-reliance and self-respect.

I think that but few people in India, official and non-official, Indian and European have realised the real worth of Scouting and the use to which it can be put.

Professor L. P. Jacks, whom I have already quoted, writes in "Education through Recreation",

"No greater educational discovery was ever made than when Baden Powell conceived the idea of utilizing the play instinct of boys, their love of adventure, their devilry, and their aptitude for getting into mischief as a means of training them in courage, competence, self-control, self-respect, loyalty, discipline, responsibility and welding them on that basis into a world wide community. The art of turning a crowd into a community, and so converting recreation into the finest education imaginable, has no more telling example than the Scout Movement".

In "The Spectator" for February 2, 1934 was printed an article on "Nations in Training" in which the following appears.

"The youth movement has been exploited in many forms in many countries, with various results—some healthy, some the reverse. One passage in the speech broadcast by the Prince of Wales last Saturday was in its essence an appeal to that youth force which may be thought of as characteristically British. He was pleading for more camping grounds for the unemployed, more opportunities for physical exercise, and more co-operation among the young men of all classes in organising and taking part in health-giving and inspiring occupations.

'That there must be some kind of organized effort is clear. What we need is some organization which has nothing in common with that of an army, yet is of capable producing results equally beneficial to the physique.

"Does the organization of the Boy Scouts provide the clue ? Here the underlying idea is is rather that of mutual help than mere subordination to orders, of initiative developed rather than suppressed. The Scout Movement, purely voluntary as it is, has proved its capacity to be a world force, and there is nothing military in its discipline. So far as boys are concerned, the Scout organization might advantageously be extended or imitated".

I have purposely gone to outside authorities for my texts. Substituting "Indian" for "British" in the quotation from "The Spectator" I believe that, if these two authorities are followed and their tributes to Scouting taken heed of, Scouting in India will develop as it should as an "India force" as well as a world force.

What is required in order to make Scouting an India force ? Some would suggest that it be changed out of all recognition, but this is neither necessary nor desirable. If Scouting is changed out of all recognition it will no longer remain a world force so far as India is concerned, and that would neither benefit Indian boys, nor India itself.

The Chief Scout has already pointed the way in 'Scouting for Boys in India" which was published in 1923. There he has made use of Indian stories, of Indian tradition in order to point the way to boys of India. Have Indian Scouters explored that way as much as they might have done these last ten years ? Perso nally I do not think they have done so sufficiently. I am disappointed after an absence of nearly 12 years, to find that no real advance has been made in this direction.

There is no need to change Scouting's aims, principles or methods. There is no need to change the Scout Law or the Scout Promise with its addition of "My Country". These are the factors which go towards the building up of the world force alluded to. Local conditions dictate certain minor changes such as I have mentioned in dealing with Camping. Local pride dictates the use of indigenous games and practices, the revival of folk dances, the use of national songs. Here again the Chief Scout has given a lead in the printing of "Vande Mataram" in "Scouting for Boys in India".

As I have said more than once during the course of my tour, Lord Baden-Powell cannot nationalise Indian Scouting, although he he has done more than anyone else to indicate the way in which it can be done ; I cannot nationalise Indian Scouting ; Indian Scouting can only be nationalised by Indian Scouters and Indian Scouts.

Given the will in that direction, very little effort, is required, because it must not be carried too far, so that Scouting in India becomes narrow and restricted, and loses its value as the world force which it is in other countries in addition to a national force.

ALL ROUND DEVELOPMENT THROUGH SCOUTING.

We must not be content with Scouting as a means of securing physical development, we must not ignore its purpose of mental and spiritual development as well.

Scouting can be effectivly used with boys of all stages of bodily, mental and spiritual development. It can be used to help boys of the so-called depressed classes, or Harijans. It is all the same whether these boys are taken into closed Groups or accepted into Open Groups, along with other boys, except that the latter is a truer demonstration of the Brotherhood of Scouts.

But, as I have already said, we must avoid any kind of a label. I have been introduced to a Scouter who has been named to me as "a Scouter of the Depressed Classes". Such an introduction is a direct negation of the Scout Law of Brotherhood. It is worthy of record, however, that Scouting has always done its best in India, duriug the last ten years, to extend the privilege of its membership to all classes of boys and men, and has proved itself effective in sweeping away artificial differences.

Scouting must continue its all-round development, and the normal Scout programme, be it for Cubs, Scouts or Rovers, is of proved worth in the carrying out of this purpose. Games, the Patrol system, camping, a knowledge of the Open Air, all these are of value in mental development, all these, and the use of yarns, and the personal example of the Scouter, are of value in moral and spiritual development.

I have heard very encouraging tales since I have been in India which illustrate the true worth of Scouting in strengthening a boy's and a man's moral fibre. That is an aspect of Scouting which neither Scouter nor the public as a whole should overlook. It is is one of the most vital factors of Scouting.

THE SPRIT OF SCOUTING

Organization can do nothing, unless those who are responsible for that organization, be it India, Province, State, District, or Group, are prepared; to set an example themselves. Real personal leadership is required; that is the factor that will influence the future of Scouting in India more than anything else. The personal contact of the Commissioner, the personal contact of the Scouter, are essential to the proper development of Scouting. This demands of them Knowledge, Example, Loyalty, Unity, Faith and Vision.

Leader hip is all important during the next few years, on that more than on anything else depends the future.

I have every faith and every confidence that the period of five years will see Scouting in India established on a sound basis as a national and a world force, but that can only be if the individual sinks his own personal and selfish desires, and is prepared to sacrifice himself for the good of the cause—the development of the boys of India as happy, healthy, helpful citizens.

'L'homme c'est rien—l'oeuvre c'est tout".

Bombay,
9th March, 1934.

J. S. Wilson,
Camp Chief.

His Excellency Sir John Woodhead's Speech at the Annual Rally and Competetions of Darjeeling Boy Scouts on 25th October 1934.

This is the first occasion, since I became Chief Scout for Bengal, on which I have had an opportunity of seeing a Scouts' Rally and very great pleasure has it brought me, all the more on account of the fact thht I have been able to make you welcome as my guests.

I have enjoyd watching your display which I thought was very good and I again congratulate before you all the patrols which have won the shield and the cups which I have just had the pleasure of presenting to them.

It is one of the good featrues of Scouting that individual prizes are not given and that Scouts are encouraged to work for the team and not each for himself.

The idea behind this, as, indeed, behind all Scouting, is to teach you boys good citizenship and train you into the way of thinking and acting for the general good and not for your own selfish aims.

When I say the general good I mean something far wider than the good of your own village or town or even country—I mean the good of mankind and humanity at large.

You are members of a world-wide brotherhood which recognizes no distinctions of race, language or creed and I think this Rally is a particularly happy instance of the true Scout spirit for I see before me boys and men of several races, several languages and several religions all happily bound together by the good will and brotherhood that is inherent in the Scout movement.

When you grow up remember this day and this brotherhood and carry the Scout spirit with you all through your lives.

Some of you have come from a long distance and most of you must be feeling tired after all you have done to-day so I willl not keep you standing about any longer but will now wish you good-bye and good luck.

একাদশ বর্ষ]　　কার্ত্তিক—১৩৪১　　[পঞ্চম সংখ্যা

নিবেদন

—শ্রীকালীপদ খাঁ

তোমার কাছে আমার নিবেদন—
আকাশ যখন রাঙ্‌বে ভোরে
তোমায় আমি কর্‌বো আরাধন।
আন্‌ব তুলে বনের ফুলে,
রাখ্‌ব রাঙা চরণ-মূলে,
ছোট্ট হাতের অঞ্জলিতে
কর্‌বো পূজা সমাপন।

অরুণ আলোয় কর্‌বো আরতি,
আমার পানে চেয়ো হেসে—
নিও ক্ষুদ্র প্রাণের ভকতি।
সুরের আলো দিও জ্বেলে,
মুখে দিও হাসি ঢেলে,
মনের বনে ফুটিও ফুল,
পদে তোমার থাকু' চির মতি।

পাখীর সাথে বন্দনা গান
গাইব নিতি কণ্ঠ ছেড়ে
ছুটিয়ে নব সুরের বান।
তোমার আকাশ, তোমার আলো—
শিখাও সবে বাস্‌তে ভাল,
তোমার ভালবাসাতে দেব!
ভর—আমার ক্ষুদ্র প্রাণ।

দাঁড়িও এসে আমার সুমুখে,
হেসে আমার হাতটী ধর
সকল সময়—দুঃখে সুখে।
বন্ধু এস—দয়াল এস,
হিয়ার সকল কলুষ নাশ,
তোমার আসন পেতে বস
আমার এই কোমল বুকে।

পরশ পাথর

[ধারাবাহিক গল্প]

—শ্রীঅমিয়কুমার রায় চৌধুরী

(১)

ইস্কুল

ঢং ঢং ঢং.........ইস্কুলের টিফিনের ঘণ্টা পড়ল। একটু আগে সারা স্কুলটা চুপচাপ ছিল, কিন্তু ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা গোলমালের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল। ছেলের দল হাসি মুখে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসছে, তাই এত চেঁচামেচি—যেন একদল পাখী খাঁচা থেকে মুক্ত হয়ে কলরব করতে সুরু করেছে। ছেলেরা চারধারে ছড়িয়ে পড়ল। কেউ মারবেল খেলতে, কেউ চোর পুলিশ খেলতে লেগে গেল। যাদের বাড়ী থেকে খাবার এসেছে তারা তাই খেতে গেল, অনেকে খাবার কিনে খেতে আরম্ভ করে দিল বুড়ো খাবার-ওয়ালার কাছ থেকে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! খাবারওয়ালাকে সবাই ঘিরে দাঁড়িয়েছে, একজন বলে রসোগোল্লা দাও, আর একজন বলে জিবেগজা দাও ইত্যাদি। খাবারওয়ালা কাকে আগে দেবে ঠিক পাচ্ছেনা, বেচারা দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

এত ভিড় কিন্তু ছুটি ছেলে এককোনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারা ফিসফিস করে কি পরামর্শ করছে। একজন আর একজনকে কি একটা কাগজ খুলে দেখালো, অপর ছেলেটিও সেই রকম আর একটা কাগজ খুলে দেখাল। ছুজনই অস্ফুটস্বরে একসঙ্গে বলে উঠল, কি হবে ভাই? একটু পরে আর একটি ছেলেও এসে তাদের দলে জুটল, সেও একটা কাগজ বার করে দেখাল। তিনজনের মুখেই যেন একটা বিপদের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। তিনজনেই চুপচাপ, হঠাৎ একজন বলে উঠল—যা থাকে বরাতে, আমরা ওদের কথায় রাজী হবো না, ওদের কথা মতো কখনও কাজ করব না তাতে যদি প্রাণ যায় তাও স্বীকার।

দ্বিতীয় জন বলল—আমাদের তিনজনকে তিনজায়গায় যাবার কথা বলেছে, কেন? আর কে এই হুকুম দিচ্ছে? সে যেই হোক না কেন বড় সহজ লোক নয় নিশ্চয়ই।

প্রথমজন বল্ল—আরে ভয় কি? আমাদের গায়ে কি জোর নেই নাকি? তিনজনে এক সঙ্গে বাড়ী ফিরব আর, আর রাধু তো সঙ্গেই থাকবে। যদি কিছু হয়......

তৃতীয় জন চুপ করে বসে শুনছিল এতক্ষণ, সে এবার ইসারায় বল্ল—চুপ!

সকলে পাশে চেয়ে দেখে একটা চাকরের মত দেখতে লোক সাঁৎ করে পাশের বটগাছের ডাল থেকে লাফিয়ে ইস্কুলের বাইরে রাস্তায় পড়েই ছুট দিল। ইস্কুলের দারোয়ান খানিকটা তাড়া করল, কিন্তু কোন ফল হোল না।

এই তিনজন ছেলের নাম দীলিপ, সমর, ক্ষিতীশ। রাধু হচ্ছে ক্ষিতীশের ভোজপুরী

দারোয়ান রাধাকিষণ। ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়, তিনজনে যখন খাবার কিনছিল, তখন কে যেন তিনজনকে তিনটুকরা কাগজ হাতে গুঁজে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে সরে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরেই ঘণ্টা পড়ল, ছেলেরা যে যার ক্লাসে গেল।

* * * * *

ক্লাশে মাষ্টার এসেছেন, পড়া হচ্ছে, এমন সময় স্কুলের দপ্তরী একটা শ্লিপ দিয়ে গেল মাষ্টার মশাইর কাছে। মাষ্টার মশাই ধীরেষ বাবু শ্লিপ পড়ে বল্লেন—ক্ষিতীশ যাও হেড-মাষ্টার মহাশয় ডাকছেন। হেডমাষ্টার মশাইয়ের ঘরে গিয়া ক্ষিতীশ দেখল, সেখানে গাল পাট্টা ওয়ালা এক ভদ্রলোক বসে আছেন। ক্ষিতীশ আসতে হেডমাষ্টার মশাই বল্লেন—যাও তোমার কাকা তোমায় নিতে এসেছেন, বাড়ীতে দরকার আছে।

ক্ষিতীশ তীক্ষ্ণভাবে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বলল—কৈ আমার কাকা?

হেডমাষ্টার মশাই বল্লেন—এইতো যিনি সামনে বসে রয়েছেন।

ক্ষিতীশের মনে কি জানি আশ্চর্য্য লাগল, সে বলল—ইনি আমার কাকা নন, আমার বাবার কোন ভাই ছিল না।

ভদ্রলোক গোঁফে তাও দিতে দিতে বললেন—আরে তোর বাবার আমি পিসতুত ভাই, সে আমায় কত ভালবাসত। তা তোরা আমায় চিনবি কি করে, সে কি আজকের কথা?

ক্ষিতীশ বলল—কই বাবার মুখে তো শুনিনি আপনার কথা কখনও। বাবা বেঁচে থাকতে কেউ কাছেও ঘেঁসত না, এখন যত সব দরদের লোকের আমদানী দেখছি, যাহোক, আমি আপনার সঙ্গে যাব না, আমার ক্লাসে এখন দরকারী পড়া হচ্ছে।

অপ্রসন্ন মুখে ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

* * * * *

ছুটির পর তিন বন্ধুতে একত্রে বাড়ী চলল, রাধাকিষণ আজ আসে নাই। পথে তারা দেখল রাধাকিষণ একটা রকের উপর ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে, অনেক ধাক্কাধাক্কীর পর তার ঘুম ভাঙ্গল। চোখ তাকালে সে লজ্জিত হয়ে চেয়েই বল্ল সে লোকটা কোথা, আমায় কি খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে···। সমর বল্ল কোন লোক? রাধু বল্ল—ঐযে একটা গালপাট্টাওয়ালা বাবু···।

দীলিপ বল্ল—দেখ, আমার মনে হচ্ছে, কেউ যেন আমাদের অনুসরণ করছে।

ক্ষিতীশ বল্ল—হাঁ আমি লক্ষ্য করছি, একটা খোঁড়া ভিখারী অনেকক্ষন ধরে আমা-দের পিছন পিছন আসছে। ঐ শোন···। আবার ঠক ঠক শব্দ শোনা গেল।

সকলে প্রথমে ক্ষিতীশের বাড়ী গেল। ক্ষিতীশের দিদিকে সমর আর দীলিপও দিদি বলত। তাদের তিনজনকে একসঙ্গে দেখেই লীলা বলল—এই যে বেশ মানিয়েছে, একেবারে ত্রিবেণী সঙ্গম। কিন্তু তোমাদের তিনজনের মুখ শুকনো কেন অত? কিছু

খেয়ে নাও, অনেক কথা বলবার আছে। ওরাও বলল—আমাদেরও অনেক কথা বলবার আছে। এমন সময় পাশের রাস্তা দিয়ে ঠক ঠক শব্দ পাওয়া গেল। ক্ষিতীশ ইসারায় সবাইকে চুপ করতে বলল। সেই ভিখিরীটা ঠক ঠক করতে করতে চলে গেল। তখনকার মত তারা খেতে গেল, কিন্তু সকলে নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করল, কেউ একটা কথা বলল না।

(২)

ষড়যন্ত্র

ক্ষিতীশের বাবা আজ তিনমাস হোল মারা গেছেন। মৃত ব্যক্তির জামা কাপড় সাধারনতঃ ডোমেরা নিয়ে যায় চেয়ে। লীলাদি আর সব বিলিয়ে দিয়েছেন, শুধু পিতার স্মৃতি রক্ষার জন্য তাঁর গরম ওভারকোটটি দেন নাই। সকালে একটা ভিখারী এসে শীতে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল—একটা কিছু গরম জামা দেবে মা? তোমার অনেক পূণ্য হবে। লীলাদি কি ভেবে কোটটা দেব দেব দিলেন না, ভিখারীটা কোটটা তার হাত থেকে ফস করে টেনে নিয়েই মারল দৌড়। অবশ্য বেশীদূর পালাতে পারেনি, রাধুর লাঠির ঘায়ে কোটটা ফেলে দিয়ে পালাল।

এই ঘটনাটা হওয়া অবধি লীলাদির মনে খটকা লেগেছিল, তাই ভাইরা এলে তাদের সব খুলে বললেন। ক্ষিতীশ, দীলিপ আর সমরও ইস্কুল ঘটিত সব ব্যাপার বল্ল দিদির কাছে। এমন সময় টেলিফোন ঝন ঝন করে উঠল, টেলিফোন আসল এটর্নির বাড়ী থেকে। এটর্নি মিঃ বসু নিজে বললেন—যে ক্ষিতীশের বাবার দলিল-পত্রের একটা কাগজে লেখা আছে যে, তার কাল রংএর ওভারকোটের পাষ্টির মধ্যে সেলাইকরা একটা কাগজ আছে, সেটা নাকি খুব দামী। মূহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত জিনিষটা পরিষ্কার হয়ে গেল। স্পষ্টই বোঝা গেল যে সে কাগজটায় এমন কিছুর সন্ধান আছে, যা নাকি অন্যের হিংসার কারণ।

যাই হোক লীলাদি তাড়াতাড়ি কোটটার হাতের পটি কেটে ফেল্লেন—তার ভিতর থেকে বেরুল একটা কাগজের টুকরা। কাগজটা সযত্নে ভাঁজ করা ছিল, ভাঁজ খুললে দেখা গেল, কাগজটা বেশ বড়, আর তাতে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে অনেক কিছু লেখা রয়েছে, আর একটা ছোট্ট সাদা কাগজের টুকরা বেরুল, সেটায় কিছু লেখা নেই। দীলিপ বলল—এ কাগজটাতে কিছু লেখা না থাকলেও, এটা ফেলা হবে না, কারণ, এটা যদি কোন উপকারে নাই আসবে তবে কাকাবাবু এটাকে এত সযত্নে রাখতেন না।

সমর বল্ল হাঁ, কোন অদৃশ্য কালিতে কিছু লেখা নেই তো? একদিন কাকাবাবুর মুখেই শুনেছিলাম যে কোবাল্ট নাইট্রেট (cobalt nitrate) না কি দিয়ে লিখলে, কাগজে কিছুই রেখা ওঠে না, কিন্তু পরে কাগজটাকে আগুনের তাতে গরম করলে, সুন্দর লেখা ফুটে বেরুবে।

সমরের কথা অনুসারে রাধু একটা মোমবাতি জ্বেলে দিয়ে গেল, ঘরের সব জানলা বন্ধ করে দেওয়া হোল। অন্ধকারে মোমবাতির আলোর উত্তাপে কাগজটি গরম করতেই পরিষ্কার দেখা গেল যে একটা কিসের নক্সা আঁকা রয়েছে কাগজটাতে।

সেদিনকার মতন দীলিপ ও সমর বিদায় নিল। লীলাদি ভাল সেলাই করতে পারতেন, হাতের লেখার নকলও চমৎকার করতেন। তিনি সেই কাগজের অনুরূপ আর একটা কাগজে, যা যা লেখা ছিল ঠিক তাই লিখলেন, শুধু একটা জায়গায় উত্তরের বদলে দক্ষিণ করে দিলেন, তারপর একটা টুকরো কাগজে কোবাল্ট নাইট্রেট দিয়ে একটা বাজে নক্সা তৈরী করে, সে দুটোকে ভাল করে ভাঁজ করে, কোটের পটীর মধ্যে ভরে, আবার নিপুন ভাবে সেলাই করে দিলেন, কার সাধ্য বোঝে যে এই কোটকে ছেঁড়া হয়েছিল একটু আগে। এই কাজ করে তিনি আসল কাগজ দুটো নিজের কাছে সযত্নে রাখলেন।

*   *   *   *   *

দীলিপ ও সমর খানিকটা রাস্তা একসঙ্গে গিয়ে দুজনে দু রাস্তায় গেল—তাদের বাড়ী একরাস্তায় নয়।

সমর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে একমনে, হঠাৎ পাশের ফুটপাতের দিকে তার নজর পড়ল। একটা লুঙ্গি পড়া লোক হাঁকছে "মনমোহিনী" বিশুদ্ধ নারিকেলের তৈরী, গন্ধে প্রাণ মাতিয়ে দেবে, মন ভুলিয়ে দেবে······। দেখে নিন, সাম্পল (sample) নিয়ে যাচাই করুন, আমাদের নতুন এসেন্স কেমন। এ বাজে লোকের তৈরী বাজে জিনিষ নয়, একেবারে টাটকা ফুলের গন্ধ পাবেন এতে। সমর ভাবল—বারে, পয়সা তো লাগবে না, একটা সাম্পল (sample) নেওয়া যাক। সমর একটা সাম্পল নিয়ে রওনা হোল, তখনও দূরে এসেন্সওয়ালার বুলি শোনা যাচ্ছিল। সমর কিছুদূর গিয়ে কিরকম এসেন্স তা পরখ করবার জন্য, নাকের কাছে ছোট্ট শিশির ছিপি খুলতেই, একটা উগ্রগন্ধ বেড়িয়ে এল—তার মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল, তার পাদুটো টলমল করতে লাগল, সে কোন রকমে গ্যাসপোষ্টটাকে ধরতে গেল, কিন্তু পারল না, ধপাস করে ফুটপাতের উপর পড়ে গেল, তখন রাস্তায় একটা লোকও ছিলনা।

সমরের যখন জ্ঞান হোল, সে দেখল যে তার হাত পা বাঁধা সে একটা গোরস্থানের মাঝখানে পড়ে রয়েছে, দূরে একটা চুল্লী জ্বলছে, তার চুল্লীর চারধারে কতকগুলি মূর্ত্তি গোল হয়ে বসে আছে—তাদের আপাদ-মস্তক সাদা কাপড়ে মোড়া। রাতদুপুরে গোরস্থানের মাঝে···তার গা শিউরে উঠল, সে ভয়ে চেঁচাতে গেল, কিন্তু সামনে যা দেখল, তাতে তার গলার আওয়াজ বার হোল না। একটা কালো মূর্ত্তি তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল—চোখ দুটো তার জ্বল জ্বল করছে, লম্বা দাড়ির ফাঁক দিয়ে সে যখন তার দাঁতগুলো বের

করে একবার হাসল, সমরের তালু তখন শুকিয়ে গেছে। দৈত্যের মত চেহারা লোকটার, হাত দুটো যেন লোহা দিয়ে তৈরী। যাহোক, কালো লোকটা এসে সমরকে একটা পুতুলের মতন করে তুলে নিয়ে চললো, যেখানে চুল্লী জ্বলছিল। চেঁচিয়ে কোন লাভ নেই ভেবে সমর চুপ করে রইল, মরার মতন।

সমরকে চুল্লীর কাছে নিয়ে গিয়ে, সেই কালো লোকটা একবার কুর্ণিশ করে বলল—দুষমনটাকে এনেছি সর্দ্দার, সমর একবার মিটমিট করে তাকিয়ে দেখে নিল, সর্দ্দার লোকটাকে—আরে এর মুখ যে সে কোথায় দেখেছে……সেই এসেন্সওয়ালার মুখ। সর্দ্দার ইঙ্গিতে বাঁধন খুলে দিতে বলল, দুটো লোক উঠে এসে শক্তকরে তার হাতদুটো ধরল, আর সেই কাল বোম্বেটেটা দড়ির বাঁধন খুলে দিল।

এইবার সর্দ্দার বলল—কি বাবুজী, এসেন্সের খোসবই কিরকম লাগল? যাক তোমায় এত কষ্ট দিয়েছি বলে দুঃখিত। এতটা কষ্ট তোমায় পেতে হোল শুধু অবাধ্যতার জন্য, ইস্কুলে তোমাকে যেরকম হুকুম করা হয়েছিল সেভাবে কাজ করলেই তো চুকে যেত।

লোকটার নবাবীচালে কথা শুনে সমরের ইচ্ছে করছিল, ছুটে গিয়ে তার টুঁটি টিপে ধরে, কিন্তু পাশে কালো শয়তানটাকে দেখে সে নিরুপায় হয়ে নিজেকে সামলে নিল।

সর্দ্দার আবার বলল—আচ্ছা আজ রাত্রের মত তোমার ছুটি। এই ভোমজী ইস্‌কো লোহা-কামরামে চালান কারো।

কালো মূর্ত্তিটা আর একবার কুর্নিশ করে, আবার সমরকে বাঁধল, এবার তার মুখেও একটা রুমাল গুঁজে দিল, চোখ দুটো বেঁধে দিল।

(৩)

লীলাদির বুদ্ধি

জামাটি ঐভাবে মেরামত করে লীলাদি কোটটিকে ইচ্ছে করে ক্ষিতীশের পড়ার ঘরে রেখে দিলেন, একটা হুকে ঝুলিয়ে।

লীলাদি যা ভেবেছিলেন তাই হোল। সন্ধ্যার সময় দেখা গেল একটা লোক জানলার ধারে উঁকি ঝুঁকি মেরে, শেষে একটা লগি দিয়ে কোটটাকে টেনে বার করে নিয়ে চম্পট দিচ্ছে। লীলাদির পরামর্শ মতন ক্ষিতীশ লোকটার পিছু নিল। পথে যেতে যেতে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পেল, লোকটার সঙ্গে কানা ভিখারীটা এসে যোগ দিল। ভিখারীটা বলল—সাড়ে চুয়াত্তর, লোকটা বলল—একশো এক। ক্ষিতীশ কিছু বুঝলনা, তবে বুঝল যে এটা তাদের সাঙ্কেতিক কথা।

লোকদুটো অনেক গলি দিয়ে ঘুরে শেষে একটা ভাঙ্গা বাড়ীর কাছে এসে দরজায় টোকা মারল ভাঙ্গা গলায় ভিতর থেকে কে বলে উঠল সাড়ে চুয়াত্তর, লোকদুটো বাইরে থেকে বলল—একশো এক। দরজা খুলে গেল। লোকদুটো ভিতরে যাবার পর ক্ষিতীশ ভিতরে যাবে কিনা ইতস্ততঃ করছে, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন তার ঘাড়

ধরল সজোরে। ক্ষিতীশ নিরুপায় হয়ে বলল—সাড়ে চুয়াত্তর লোকটা এক্ষুণি এক বলে তিনহাত পিছিয়ে গেল, যেন তাকে সাপে কামড়েছে। ক্ষিতীশকে লোকটা জিজ্ঞাসা করল —নতুন খবর আছে নাকি ? ক্ষিতীশ বলল—হাঁ, কোটটা হস্তগত হয়েছে, ভিতরে যাও সব জানতে পারবে। লোকটা বলল--ওঃ তুমি বুঝি পাহাড়ায় আছ, তা বেশ। শোন কিছুক্ষন বাদে সর্দার ফিরলে তাকে চিঠিটা দিও।

একটা পুরু খাম ক্ষিতীশের হাতে দিয়ে লোকটা চলে গেল। ক্ষিতীশ আর অপেক্ষা না করে বেমালুম খামটা নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল।

লীলাদি বাড়ীতে একদম চুপ করে বসেছিলেন না। রাধুকে দিয়ে তিনি সব জানলা-গুলো খুলিয়ে দিলেন, সদর দরজাটাও খুলে রাখলেন। সদর দরজার পিতলের হাতলে পিছনদিক থেকে তিনি ইলেক্ট্রিকের তার দিয়ে সুইচবোর্ডের প্লাগএ জুরে দিয়ে, প্লাগটা খুলে রাখলেন। শোবার ঘরের লোহার সিন্দুকেও ইলেক্ট্রিক তার জুরে দিলেন সুইচের সঙ্গে। তারপর বাবার গবেষণাগার থেকে একশিশি নাইট্রিক এসিড (nitric acid) এনে টেবিলের উপর রেখে দিলেন।

ক্ষিতীশকে বলা ছিল, আগে থেকে তাই সে খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ী ঢুকল। রাধু খিড়কীর দোর বন্ধ করে দিল। ক্ষিতীশ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দিদির হাতে খামটা দিয়ে, সব ঘটনা খুলে বলল। আরও বলল যে পথে সে একদল লোককে সমরকে বেঁধে চ্যাঙ্‌দোলা করে নিয়ে যেতে দেখেছে। লীলাদি তাকে কোন উত্তর না দিয়েই ইসারায় চুপ করতে বল্লেন। সদর দরজার কাছে খুট করে শব্দ হোল—লীলাদিও প্লাগ লাগালেন সুইচবোর্ডে অমনি একটা আর্ত্তনাদ শোনা গেল, তারপর আবার সব চুপ।

খামটা ছিঁড়ে লীলাদি চিঠিটা পড়তে লাগলেন, আনন্দে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ক্ষিতীশ আগ্রহভরে দিদির মুখের দিকে চেয়ে রইল।

(ক্রমশঃ)

"আব্রাহাম লিঙ্কলন"

—ম্যাঙ্

লিঙ্কলনের সারা জীবনটাই হচ্ছে সংগ্রাম ও ন্যায়ের যুদ্ধ। লিঙ্কলন ইউনাইটেড ষ্টেটে একটা জীর্ণ কুঁড়ে ঘরে জন্মেছিলেন। তাও ঘরটার মোটে তিনটে দেয়াল ছিল, আর একটা দিক ছিল একেবারে ফাঁকা—ঠাণ্ডা হাওয়া তার ভিতর দিয়ে এসে বুকের হাড়পাঁজরা কাঁপিয়ে দিত। শীতের দিনে কুটীরের বাইরে আগুন জ্বালান হোত, চিমনি ছিলনা। বিছানা ছিল একটা কাঠের মাঁচা—কোনরকম আড়ম্বর ছিলনা।

লিঙ্কলনের বাবা শীকার আর চাষবাস করে যা পেতেন তাতে খুব কষ্টে সংসার চলতো। লিঙ্কলন খুব চটপটে ও উৎসুক ছিলেন, কিন্তু তাহলে কি হবে, সেই এঁদো বুনো জায়গায় ইস্কুল পাঠশালা কিছুই ছিলনা। ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। তিনি নিজ চেষ্টায় লিখতে ও পড়তে শিখলেন। প্রতিবেশীরা প্রায়ই তাঁর কাছ থেকে চিঠি পড়িয়ে নিয়ে যেত, কখনও কখনও চিঠি লিখিয়ে নিয়েও যেত।

তিনি পড়তে শিখেছিলেন—যে কটা বই তিনি পেয়েছিলেন সবই তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। লিঙ্কলন সারাদিন বাবার সঙ্গে কাজ করতেন, কিন্তু রাত্রে সবাই যখন ঘুমোত তিনি একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে বই পড়তে বসতেন।

ক্রমে লিঙ্কলন একজন কর্ম্মঠ, দীর্ঘকায় যুবকে পরিণত হোলেন। অল্প বয়সেই তাঁর মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব ছিল যে সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস কোরত। সকলে তাঁকে এত বিশ্বাস কোরত যে মাত্র ১৯ বছর বয়সেই তাঁকে একটি মালবাহী নৌকার ভার দেওয়া হোল। নৌকাটি নদীপথে বাজারে জিনিষ সরবরাহ কোরত।

একদিন নৌকায় করে একপাল ভেড়া চালানের কথা ছিল। ভেড়াগুলি কিছুতেই নৌকায় উঠবে না, তিনিও ছাড়বেন না। তিনি একে একে একটা করে ভেড়াকে নৌকায় তুললেন কোলে করে।

এরপর তিনি একটা বড় দোকানের কেরাণী হলেন। কাজে তাঁর যত্ন আর সাধুতা দেখে সকলেই তাঁকে ভালবাসত। একদিন ভুলে তিনি একটি লোকের কাছে বেশী দাম নিয়েছিলেন একটা জিনিষের জন্য। কিন্তু রাত্তিরে দোকান বন্ধ হবার পর তিনি লোকটিকে তার পয়সা ফিরিয়ে দিতে কয়েকমাইল দূরে গিয়েছিলেন। ফিরতে সেদিন তাঁর অনেক রাত্তির হয়েছিল।

অবসরকালে লেখাপড়া করতেই তিনি ভালবাসতেন। কিন্তু খুব বেশী পড়ে তিনি শরীরটাকে দুর্ব্বল করে ফেলেন নাই। তাঁর গায়ে জোর ছিল খুব, কালে তিনি একদল লোককে নিয়ে রেড্ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

কালে তিনি পোষ্টমাষ্টার হলেন। এইসময় তিনি আইনসংক্রান্ত কয়েকটা বই পড়বার সুযোগ পান।

আইন পড়ে তিনি আইন ব্যাবসায়ী হলেন, কিছুদিন পরে স্থানীয় লোকেরা তাঁকে মনোনীত করে, প্রধান নগর (New York) এ আইনসংস্কার কার্য্যে প্রতিনিধি রূপে পাঠালেন।

তিনি খুব দয়ালু ছিলেন। একদিন তিনি বড়রাস্তা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে একটা কাদায় ভর্ত্তি গর্ত্তে একটা শুয়োরকে গোঙাতে দেখলেন। শুয়োরটা কিছুতেই গর্ত্ত থেকে উঠতে পারছিলনা। লিঙ্কলন সেদিন নতুন জামাকাপড় পরেছিলেন তাই আর কাদা ঘাঁটতে তাঁর ইচ্ছে ছিল না, তাই তিনি ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু শুয়োরের কথা তিনি মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেন না, তার মন কিছুতেই শান্তি পেল না। তিনি আবার ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে সেই কাদার গর্ত্ত থেকে শুয়োরটাকে উদ্ধার করলেন, তাঁর নতুন পরিচ্ছদ নষ্ট হোল।

কয়েক বছর পরে দেশের লোকরা রাষ্ট্রনেতা (President) করল। তাঁর শাসনের সময় আমেরিকায় তুমুল যুদ্ধ বাধে। উত্তরাংশের লোকেদের সঙ্গে দক্ষিণের লোকদের যুদ্ধ হয়েছিল।

লিঙ্কলন উত্তরাঞ্চলের লোকদের সাহায্য করেছিলেন। এ যুদ্ধটা পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকবে। এ যুদ্ধ হয়েছিল মানুষের স্বাধীনতার জন্য, কৃতদাস ব্যবসা ও দাসত্ব প্রথাকে দূর করবার জন্য। তখন সাদা লোকরা কালা আদমীদের ধরে জিনিষপত্তর ও টাকার বদলে বিক্রি কোরত। তারা তুলো আর তামাকের বাগানে গাধার মত খাটত আর পশুদের মত ব্যবহৃত হোত। তখন বাজারে প্রকাশ্যে মানুষ বেচাকেনা চলত। লিঙ্কলনের প্রাণ এদের জন্য কেঁদে উঠল, তিনি বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এ কাজে। শুভকাজে বাধা অনেক আসে, কিন্তু ভগবান সহায় হন। অবশেষে লিঙ্কলনদের জয় হোল। লিঙ্কলনের জীবিত কালেই পৃথিবী থেকে দাসত্ব প্রথা দূর হোল। মরবার সময় এইটাই ছিল লিঙ্কলনের শান্তি ও মহাযাত্রার পাথেয়।

"অজ্ঞান অন্ধকারে
আড়ালে রাখিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি
বাড়িছে সে ঘোর ব্যবধান"

(রবীন্দ্রনাথ)

শ্রমিকদলের গান।

—শ্রীশচীন্দ্র নাথ সেন।

১। কৃষক— পথের পাশে ধান-ভরা ঐ মাঠ,
হায়রে—আমাদের সোণায় বাড়াধন
পাখীর সাথে উঠে ভোরেই গো,
(ওরে) ক্ষেতে ছুটে মন॥
জলে ভিজি, রৌদ্রে পুড়িরে,
সাঁঝ বেলাতে ফিরে আসিরে;
(ওরে) তা' নাহলে বাবুদের প্রাণ থাকে কতক্ষণ?

১। ঝাঁকামুটে— ঝাঁকামুটে, আমি ঝাঁকামুটে।
হুকুম সবার তামিল করি, আমার
নামটা কিন্তু বিদঘুটে॥
জলে ভিজি, রৌদ্রে পুড়ি,
সহরটাময় সদাই ঘুরি;
(আর) ধূলা কাদায় পড়ে থাকি, আমার
কাপড়টা তাই কুট্‌কুটে॥

৩। জেলে— মনটা যে মোর গাইছেরে আজ—
"তাইরে নারে তাইরে না।"
জলে কাদায় ঘুরে ঘুরে
একটা মাছও পেলাম না॥
রাজা প্রজা সবাই মিলে
(ওরে) জুটেছে যে হাটের কোলে;—
আমার মাছ না হ'লে তাদের কারো
মুখে অন্ন রোচে না॥

৪। বৈরাগী— ওরে ছেড়ে দে তোর মালা জপার ছলে।
ছাখ্‌না ভগবান্ যে বসে আছে পথে তরুতলে
(ওরে ও ভাই সব)
কাণা, খোঁড়া, অন্ধ সেজে
প্রভু আমার এসেছে যে ছাখ্‌রে;
(ওরে) দে না তা'দের যা' তোর আছে, দয়াল পাবি বলে
(ওরে ও ভাই সব)

৫। কুলি— চাই কুলি, চাই কুলি।
এক আনাতেই তোমার বাবু
কেত্তা মাল তুলি ॥
'লাট্‌ফরমেই' পড়ে থাকি,
ভাবি, গাড়ীর কতবা বাঁকি ;
(তোমার) কাজে কভু না দেই ফাঁকি
যেয়ো না তা' ভুলি ॥

৬। পিয়ন— চিঠি আছে, বাবু, চিঠি।
(আমায়) জল, ঝড়, কাদা তুচ্ছ করিয়া
যেতে হবে বাটি বাটি ॥
এগারো বাজিলে সকলের মন
পথে পড়ে থাকে আমার কারণ ;
কারণ এই ব্যাগেতেই থাকে যে তা'দের
সোণার কাঠি, রূপার কাঠি ॥

৭। গাড়োয়ান— বয়াল জোড়া মোর কেমন জোয়ান,
গাড়ী টানে ঘোড়ার মতো !
ল্যাজের মোচড়, চাবুক মারা,
লাগেই নাকো অতো ॥
তবু টানে ঘোড়ার মতো।
জলে ভিজি, রোদ্দুরে পুড়ি,
মালগুদামে চালাইরে গাড়ী ;
ওরে বাবুদের সব সখের জিনিষ
জোগাই আমি কতো !!

৮। ইটভাঙ্গা কুলি— হামি ভাঙ্গি পাথর, হামি ভাঙ্গি পাথর।
এত্‌না খোঁয়া ঢেঁড়ি দেকে রাখি রাস্তা পর ॥
হামার খোঁয়া-বাঁধা পথ্‌পর
বাবুলোক হাঁকাতা মোটর ;
ও'র ঘাম, বরখা মাথে লেকে
হাম বনাই তুঁহার ঘর ॥

৯। **ফলওয়ালা** - **ফল চাই, বাবু, ফল,**

লেবু, ন্যাস্‌পাতি, বেদানা, আঙ্গুর,
কিস্‌মিস্‌, তাজা আপেল, খেজুর,—
দামে একেবারে জল !!
রোগীদের খাওয়ায়—ভয় করো নাকো,
আর আফিস হ'তে এসে, নিজে খেতে থাকো ;
মাথা হবে তাজা, দেল্‌ হবে খোস্‌
বাড়্‌বে শরীরে বল ॥

১০। ভিস্তিওয়ালা— ভিস্তিওয়ালা, হাম্‌ ভিস্তিওয়ালা।

মশক্‌ ভর্‌ ভর্‌ পানি দেকে
সাফা করি পথ্‌কা ম'লা ॥
বাবু লোক্‌কা চক্‌চক্‌ জুতি,
ঔর ধব্‌ধব্‌ সাদা কুর্ত্তা, ধুতি,
সাফা রাখি হাম্‌ ময়লা ধোয়্‌কে,
নিমন্‌ বনাই সবকো পথ্‌পর চলা ॥

"ক্রেজি—দি রেড্ইণ্ডিয়ান্"

—শ্রীনরেশ চন্দ্র মজুমদার

বহু আগেকার কথা—উত্তর আমেরিকার কোন এক নিভৃত অঞ্চলে 'ক্রেজি হরস্' নামক এক সর্দ্দার বাস ক'রতো। তাহারা ছিল 'রেড-ইণ্ডিয়ানদের' শিয়ো শ্রেণী ভুক্ত। এই শিয়োরা যে অঞ্চলে বাস কোরতো সেথায় সাদা চামড়া খুব কমই দেখা যেত। এই শিয়ো সর্দ্দারের চোখে কোন ইউরোপবাসী পড়ে নাই।

তখন এই শিয়ো সর্দ্দার খুব ছোট। দেশে ভয়ানক শীত দেখা দিল। গাছপালা মাঠ সব বরফে ঢেকে গেল। চতুর্দ্দিকে কেবল সাদা রং ছাড়া কিছুই বোঝা যেত না। গাছপালা সব নষ্ট হয়ে যেতে আরম্ভ কোরলো। তাতে এই শিয়ো জাতির দুর্দ্দশার সীমা রইলনা। তাদের আহার্য্য দ্রব্যের অনাটন উপস্থিত হোল। তারা গরু মোষ প্রভৃতিতে জীবন ধারণ কোরতো। তাও পাওয়া কষ্টকর হয়ে উঠলো। এত শীত যে সব পশু ইপলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। শিয়ো রাজ্যে অরাজক দেখা দিল। লোকে উপবাস আরম্ভ করিল।

সর্দ্দারের গৃহেও কষ্টের সীমা ছিল না। তারাও উপবাসী। তারা সকলে বন্য পশুর লোভে চতুর্দ্দিক ঘোরাঘুরি করার পর অনেক কষ্টে 'ক্রেজি 'হরসে্র' পিতা দুটি হরিণ বধ করলেন। ইহাতে তাহার পরিবারের কিছুদিন আহার্য্য চলবে। পিতার মুখে আনন্দ দেখা দিল। তার উপবাসী স্ত্রী পুত্র কন্যারা কিছুদিনের আহার্য্য পাবে।

কিন্তু হিতে বিপরিত হোল যখন তারা দেখলেন যে তার রাজ্যের যত গরীব দুঃখী বৃদ্ধ সকলে মাংসের লোভে তাদের দ্বারে উপস্থিত। তারা নাকি সকলেই নিমন্ত্রণ পেয়েছে। পিতার মাথায় বজ্রাঘাত পড়ল। এদের দান করলে যে তার পরিবারদের উপবাসী হতে হয়। এরা কি করে খবর পেলে?

এ নিমন্ত্রণ কিন্তু করেছে স্বয়ং 'ক্রেজি হরস্'। সে যখন খবর পেলে যে তার পিতা দুটি হরিণ বধ করেছে—সে তখনই ঘোড়ায় চড়ে সকলকে খবর দিয়েছে। তার পিতামাতা কিছুই জানতো না। তারা তারা ভয়ঙ্কর আশ্চর্য্য হোল। যখন তারা এসেছে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। সকলকে কিছু কিছু ভাগ করে দেওয়া হোল। পরে দেখা গেল যে তাদের জন্য খুব কমই অবশিষ্ট রইল।

পরদিন সেই বালক তার মার কাছে একটু মাংস চাইলে। মা বল্লেন "বৎস আরতো মাংস নেই, তুমি কি ভুলে গেছ যে কাল তোমার আহ্বানে সব মাংস দান করা হয়েছে। তোমার দয়া দেখে তারা যে শতমুখে প্রশংসা করে গেল। তোমার তাতে গৌরব বোধকরা উচিত। উপবাসী থাকবার মত ধৈর্য্য ধর এবং আনন্দিত হও যে তুমি তোমার মুখের অন্ন গরীব, অনাথদের দিতে পেরেছ।"

বালকটি খুব ঘোড়া ভালবাসত। তাই তার পিতা তাকে একটা সুন্দর ঘোড়া উপহার দেন। এই ঘোড়াটিকে সে খুব ভালবাসত। একদিন সে তার ছোট ভাইকে নিয়ে বেড়াতে বের হ'ল। তারা অনেকদূর যাবার পর এক জঙ্গলে উপস্থিত হোল।

তারা ঘোড়া থেকে নেমেছে। হঠাৎ তারা একটা বিকট চিৎকার শুনতে পেল। দেখলে যে একটা বড় ভাল্লুক তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ক্রেজি তার ভাইকে একটি গাছে তুলে দিলে এবং সে ঘোড়ার উপর উঠে বসলে। ঘোড়াটী ভয় পেয়ে ছুটতে আরম্ভ কোরলো। অনেক কষ্টে ক্রেজি তাহাকে থামালে। অতিকষ্টে ঘোড়াকে ঘুরিয়ে, চিৎকার করতে করতে ভালুকের দিকে এগিয়ে এল—ভাল্লুকটী ভয়ে পলায়ন করল। সে যাত্রায় তারা নির্ব্বিঘ্নে ফিরে এল।

ক্রেজির যখন ষোল বৎসর বয়স তখন সে শিয়োদের সাথে একবার যুদ্ধে রওনা হোল। সে তার দলের সম্মুখভাগেই ছিল। সে শিয়োদের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা 'হাম্প'এর পাশেই ছিল। যুদ্ধের প্রারম্ভেই 'হামপ'এর ঘোড়ার পায়ে বল্লম লাগে। 'হামপ' পড়ে যেতে শত্রুপক্ষ তাকে আক্রমন করতে অগ্রসর হয়। ক্রেজি ইত্যাবসারে 'হামপকে' তার অশ্বপৃষ্ঠে তুলে তাকে রক্ষা করিতে সামর্থ্য হয়। এবং সেই থেকেই ক্রেজি শিয়োদের একজন বিশিষ্ট যোদ্ধা।

ক্রেজি যখন যুবক তখন থেকে শ্বেতজাতি তাদের দেশে প্রথম আসে। প্রথম প্রথম শিয়োজাতি তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে এবং তাদের ব্যবসা করিতে দেয়। কিন্তু যখন শ্বেতজাতি দুর্গ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে তখন থেকে তাদের বিতারিত করিবার জন্য শিয়োজাতী যুদ্ধে অগ্রসর হয়।

বহু বৎসর ধরে ক্রেজি শ্বেতজাতীর সহিত যুদ্ধ করে। তাতে সে কিছুই করতে পারেনা। তাকে তখন 'ক্যানাডায় প্রেরণ করা হয়। তাকে বলা হয় যে যদি সে নির্ব্বিঘ্নে তার দেশে ফিরতে পারে তবে তার জাতি তাকে সর্দ্দার বলে মানবে।

ক্রেজি খুব সাহসী বালক। সে কেবল একটী ঘোড়া নিয়েই শ্বেতজাতীর শিবিরে যায়। তার এক বন্ধু যে তার সঙ্গে ছিল সে বলে যে শ্বেতজাতীরা তাকে বন্দি করবে। ক্রেজি কিছুতেই বিচলিত হয় না।

"ইহা কি শ্বেতজাতীর আর একটী চাল? দেশের জন্য আমি যুদ্ধ করে প্রাণ দোব।"

শ্বেতজাতীরা তাকে আক্রমণ করে। ক্রেজি তার যথাসাধ্য চেষ্টা করে তাকে মুক্ত করবার জন্য। হঠাৎ শ্বেতজাতীর একটি ত্রিশূল তার বুকের মধ্যে দিয়ে চলে যায়। ক্রেজির অচৈতন্য দেহ ভূলুণ্ঠিত হয়।

---

* The Scout

চামড়ার জিনিষ—

তোমরা এখন বোধ হয়, কি করে চামড়ার উপর নক্সা করা যায় শিখে ফেলেছ, উপায়টা ভাদ্র মাসের যাত্রীতে মোটামুটী বেরিয়ে গেছে এখন কি করে চামড়ার মানিব্যাগ, নোটকেশ ইত্যাদি করা যেতে পারে যেইটাই তোমাদের শেখাব।

প্রথমতঃ যে জিনিষ তৈরি করতে চাও তার প্রতি অংশের নক্সা একটুকরা মোটা কাগজ থেকে কেটে ফেল—ঠিক যে মাপে তুমি তোমার জিনিষটি চাও, ঠিক সেই মাপে হওয়া চাই, ছোট বড় হলে কিন্তু হবেনা—আচ্ছা এবার ঐ অংশগুলি ঠিক ঠিক যায়গায় লাগিয়ে দেখ ঠিক হয়েছে কিনা—হয়েছেত? তারপর ঐ ঐ টুকরাগুলা চামড়ার উপর রেখে ঠিক মাপে মাপে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেল, কাটবার সময় সাবধানে কেটো যেন উল্টা পাল্টা না হয়ে যায়। এমন ভাব কাটতে হবে যাতে চামড়ার সোজা দিকটা বাইরের দিকে থাকবে। এবার তোমাদের ইচ্ছামত নক্সা বা ছবি করে নাও। এখন কথা হচ্ছে কি করে টুকরাগুলা সেলাই হবে তোমরা অনেকেই হয়ত ভাবছ যে কলে শেলাই করে নেবে,তা করতে পার—কিন্তু তার চেয়ে আরও ভাল হয় যদি চামড়া দিয়ে সেলাই কর। খুব সোজা তোমরা সকলেই পারবে। প্রথমে টুকরাগুলা ঠিক ঠিক যায়গায় রেখে সেলাইয়ের
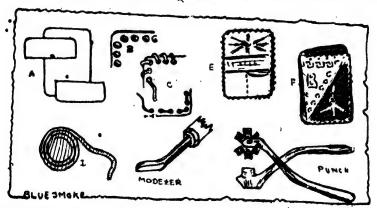
জায়গার ধার দিয়ে দিয়ে punch দিয়ে ছোট ছোট গর্ত্ত করে নাও (ছবি দেখলে বুঝতে পারবে) খুব কাছাকাছি করো না। তাতে শীঘ্র কেটে যাবার সম্ভাবনা বেশি—তারপর

একটুকরা ছোট্ট চামড়া থেকে spiral করে সরু ফিতের মতন করে একটা চামড়ার ফিতে কেটে নাও তারপর ঐ ফিতাটা দিয়ে চামড়ার টুকরাগুলা ঠিক ঠিক যায়গায় উপর উপর রেখে ঐ ফিতা দিয়ে গর্ত্তর ভিতর পাকিয়ে যাবে—এখন দেখছ কেমন টুকরাগুলা সেলাই হয়ে যাচ্ছে। যেখানে সেলাই দরকার এইরকম করে নাও। ছবিটা দেখলে বেশ বুঝতে পারবে। তারপর যদি বোতাম লাগাবার হয় একটা লাগিয়ে নাও।

তোমরা হয়ত জাননা যে অনেকরকম ছবি আছে যা আমরা সকলেই করতে পারি ও ভারি সুন্দর হয়। ছবি আঁকতে আমাদের অনেকেরই ইচ্ছে হয় কিন্তু সকলেই হয়ত পারিনা। কিন্তু একটা পুরাতন টুথব্রাস ও একখানা পেন নাইফ দিয়ে তোমরা এরকম ছবি আঁকতে পারবে। প্রথমত কতকগুলা ছোট ছোট গাছের পাতা যোগাড় কর ও সেগুলা কোন একটা ভারি বইয়ের পাতার ভিতরে রেখে চেপে শুকিয়ে নাও, এইগুলা দিয়েই আমরা অনেকরকম কিছু করতে পারবে। তারপর ঐ গুলা একটা সাদা কাগজের উপরে তোমার পছন্দ মত সাজিয়ে নাও—হয়েছে? আচ্ছা এবার এক কাজ কর, তোমার সেই ব্রাশটায় একটু কালি কিংবা রং লাগিয়ে নাও তারপর ব্রাশটা কাগজের উপর ধর ও ছুরিটা দিয়ে ব্রাশটা আঁচড়ে নাও—এখন দেখছ রংটা ছিটে ছিটে হয়ে কাগজের উপর পড়ছে, এইরকম কিছুক্ষণ কর—যখন দেখ্‌বে ঠিকমত ঘন হয়ে রং পড়ছে—তখন শুকিয়ে যাবার জন্য কিছুক্ষণ রেখে দাও তারপর ঐ পাতাগুলা তুলে নাও—দেখছ কেমন সুন্দর সাদা সাদা লতাপাতা হয়ে গেছে?

প্রথমেই পাতাগুলা সাজাবার সময় তার সঙ্গে যদি ছোট একখানা কার্ড (paste board) রেখে দাও, তাহলে দেখবে কেমন greetings card এর মত হয়ে গেছে। ঐ জায়গাটায় তোমার যা লিখবার দরকার লিখে দিলেই হবে। এবার তোমরা এইরকম করবার চেষ্টা করো; ভারি সুন্দর হবে, তোমার বন্ধুরা পেলে খুসী হবেন।

এইরকম করে ছবির mount, greetings card, টুপ magazine, এর নক্সা ও একটু ভাবলে অনেক কিছু কর্‌তে পার্‌বে।

ছোট ছোট অনেক রকম ছবি পুরান খবর কাগজ ও মাসিক পত্রিকা থেকে কেটে ব্যবহার করতে পার।

"আদর্শ"

—শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস

বীরের মত শরীর হবে,
সাধুর মত প্রাণ।
বড়র প্রতি থাক্‌বে শ্রদ্ধা,
ছোটর প্রতি টান॥
সত্য কথায় বাড়বে সাহস,
মিথ্যা কথায় ভয়।
ধর্ম্মে রবে দৃঢ়মতি,
কর্ম্মে হবে জয়॥
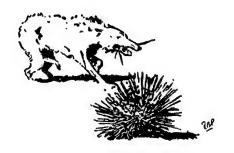
CAMP FIRE SONG.

In camp fire dance
 In camp fire dance...
 Camp fire
 Night fire
 Wood fire
 Scout fire
 All fire glance
 In camp fire dance...
Boy Scout smiles
 As he likes :
 In camp fire dance :
HURAI RA-E RA-E.

Wolf-Cubs

SCOUTER GADADHAR CHARAN NIYOGI, B. A. B. T.

In days of yore, happy and pure,
Lived a boy of world-wide fame,
Amid' the woods, lived 'mongst wolves,
They knew him Mowgli by name.

Fled he from campsite in a bush to hide,
Alarmed at the Sherekhan's groan.
The wolf was there, to take him with care,
To take him to their jungle den.

Grand Howl was made, to receive him in shade ;
The Mother-wolf taught him with care :
Got he his brothers, amidst the cubs ;
A friendly touch in a heart so bare.

So with lofty mood, in this brothrhood,
Await the cubs for a fostering look
Of their loved leader, as a holy reader
Awaits for his long cherished book.

Tabaqui, the meanest, with a face so ugliest
Jeer'd and mock'd at his show :
But the trained cub, did simply laugh
And firmly stick to his own vow.

The cub did never give in to himself
But gave himself unto his old ;
The Shere was there, to thre'ten him to tear
But himself was he alert and bold.

So the world wide Cubs, as universal brothers,
Whereever you might happen to be,
Trust always in good, in this brotherhood
And DO YOUR BEST for humanity.

What is Scouting ?

A note for parents and guardians.

—By A District Commissioner

No one can hope to better the explanations of Scouting given by the Chief Scout in his many books. But as Scouting, if taken seriously, is almost as wide in its effect as a religion, and some sides of it appeal more to some people and other sides more to other people, I hope that these few notes of a speech given at an L. A. General Meeting will help parents and guardians of potential Scouts to realise what Scouting is and to try to dispel some of the cloud of ignorance which pervades the minds of such people in an outlying District as to the nature of Scouting.

Now, the Scout Movement is a movement for boys and young men from the age of 7 up to any age, It is divided into three main sections : Young boys from the ages of 7 to 12 are called Wolf Cubs, Boy Scouts proper are boys from 12 to 18 and the Rover Scout Movement deals with boys over 18 up to any age. But the principles of all the three sections are same. It is merely in methods, not in essentials—that they differ. Obviously, the same methods do not apply to a boy of seven and a man of twenty-five. But the following remarks apply, more or less, to the whole Scout Movement. The Scout Movement is not a military movement at all but a peace-loving brotherhood which aims at developing in its members comradeship, character and good citizenship through the encouragement of games and hobbies, the practice of which leads to the development of character. Except for cubs, who are considered to understand the full purport of the law until they get the scouting age, no one can be enlisted in Scouting until he takes the Scout promise which is as follows :—

"On my honour I promise that I will do my best
To do my duty to God, King and Country
To help other people at all times,
To obey the Scout law".

It will be seen that the greater part of this promise consists in obeying the Scout Law. Now, a member of a Football Club is only bound to observe the laws of football while he is playing the game ; there is no objection to his breaking the rules of off-side and handball after the game as for example when taking sweets. But the Scout Movement is much more serious than this, because a Scout is expected to obey the Scout Law at all times—whether he is in his uniform at a rally or out of his uniform when doing anything else. In that sense, taking the Scout promise is a very serious undertaking. But it is a promise well worth taking, for the Scout Law is intended to help to develop character in the true sense. I think it must be conceded that the five main

traits necessary to build up a strong and useful character so that the holder of the character may develop in to an honest, reliable and useful citizen, are as follows ;

1. Honesty and truthfulness,
2. Obedience,
3. Self-control,
4. Courage, and
5. Love or service for one's fellow men.

Honesty and truthfulness is necessary because without honesty and truthfulness no one can rely on his fellow to do what he says he will do, to make up a quarrel or abide by the terms of an agreement or to respect other people's rights and property. Unless these things are done, there can be no peace and prosperity among people.

Obedience is necessary because, as the world is made, the majority of us must undergo a certain amount of discipline and in fact there are some fundamental rules and regulations that every one must obey. If a citizen does not learn to obey the rules and regulations which it is necessary for one in his station of life to obey, there can be no law and order but only chaos and anarchy in the state.

Self-control is necessary because the world is such that one cannot have everything. Even if it is conceded that some have more than they deserve, this does not affect the proposition that every one cannot have what those some have. Consequently, every good citizen should learn to enjoy his life to the full in spite of doing without many things. This is the value of self-control.

Then **Courage :** difficulties in life will always arise and this is as true of the domestic life of a man as it is with the live of a nation, for a man may be left homless due to his house being washensd away by a river or lose his job through no fault of his own and be left to starve at one end of the scale, while at the other end of the scale, large portion of a province may be devastated by an earthquake as it took place in North Bihar recently. In any case, if every one merely sat down and bemoaned their fate without doing anything, the calamity would become of a much greater magnitude than if it were met with courage.

Lastly, there is **love or serrice for others.** Now, in this world every one has to mix a good deal with many other people. If every one stands up for his strict legal rights and refuses to act generously to anyone or to be anything for another without getting any return, the cog-wheels of social life will grind on each other very tight, so that in times of difficulty the machinery of social life will break down altogether. But so that there may be always a surplus of general good-will left which will be available to keep things running smoothly in times of difficulties, it is necessary that every one must at all times show consideration to those with whom he deals, and generally when it lies in his power go out of his way to help others with kind acts or at least by smiles to build up the surplus goodwill which is necessary for the smooth running of life. Hence to train a boy or a man to develop a strong character and to lead him on to be a good citizen, these traits of character must be developed: (1) Honesty and truthfulness, (2) Obedience, (3) Self-control, (4) Courage and (5) Love or service for others.

Let us see how Scout Law deals with these. As regards **honesty and truthfulness.** w; have the first law—**A Scout's honour is to be trusted**—which means that when a scout on his honour agrees to anything, he may may be relied on to abide by his agreement and when a scout says that on his honour he wil do something, he may be relied on to do it. By being placed' on their honour scouts are trained to be honest and reliable.

Next **Obedience**. Here we have the second and the seventh law which are as follows :—

II. A scout is loyal to the king, his country, his officers, his parents, his employers and those under him, and

VII. A scout obys oreers of his parents, patrol leader or Scout Master without question.

Thus a scout trains himself to be obedient. It is significant that he must be alaways obedient to his patrol leader and obey the orders of his patrol leader who is merely another scout like himself, thus bringing the training of obedience in to his every day life, A scout does not forget loyalty to thosu under him is just as impertant as obedieuce to his supcribrs. [Kind treatment to servants]

Self-control is obtained by practing the ninth and the tenth law.

IX. A Scout is thrifty.

X. A scout is clean in in thought word and deed. by these laws a scout is trainend to save money and to be clean in his thovght, word and deed, in order to learn to get the best use of life in spit of doing without things he might have.

Then **courage.** Here we have the eighth law :

VIII. A scout smiles and whistles under all difficulties.

If whenever difficulties arise one learns to smile and keep cheerful, it will raise his courage to meet tho difficultics better.

Lastly, but by no means least, for if anything this is the most important side of Scouting, we actually have four laws which deal with **love or service for others.** These are the four laws devoted to this important subject—3rd, 4th 5th and the 6th which are as follows :—

III. A scout's duty is to be useful and to help others.

IV. A scout is a friend to all, and a brother to every other scout, no matter to what social clas the other belongs

V. A scout is courteous.

VI. A scout is a friend to animals.

A scout should treat everyone as his friend, and every other scout as his brother and should be wiliing to help every one as far as lies in his power and be kind and courteous to every one, so as to mitigate the streess of clashing personalities in life. He is a friend not only to human beings but also to animals. If every one followed these four scout laws, tdere would not only be no communal nor racial enemity but the whole world would be bound together in an intense national brotherhood and this result is achieved to a certain extent by the inter-national

Rover Movement which has brought together young men with this sprit from as many as 42 nations.

These are the laws which a scout is bound to obey when he takes the promise. He also promises to help other people at all times which emphasises to the 3rd, 4th, 5th and 6th law.

Then there is the first promise with which I should like to deal. Here a scout promises to do his best to do his duty to God, King and country. No parent of guardian would object to his son doing his duty to his God or his country.

Perhaps the most debated of the scout promises in this country is the promise of doing one's duty to the King. Now, whatever a grown up man may think over politics and his duties to the King or his country, scouting is not concerned with politics. However, training of boys from 11 to 18 instilling into them loyalty and obedience, is essential to produce good citizens, and whatever a scout's politics may be later, he will be all the better having learnt the value of loyalty and obdience. If he is not taught respect for the exiting order of things in the State, he will have no respect for the existing order of things in his home or in his school (for a boy of Scout age is very logical in maters like these) and such lack of respect for orders would be fatal to any building np of useful character. In these circumstances a scout must promise to do his duty to the King. It may be argued that this may be all for the scouts up to the age of 18, but what about the Rovers and Scout Masters? The answer to that is the main body of the movement consists of the scouts from 11 to 18, and it is between these ages that a man's character is fully developed. Now, if a boy of this age sees the Rovers and the Scout Masters, who are his elder brothers, unwilling to do their duty to the King. he will at once doubt hether the whole scout law means anything to them at all and he may argue that if his Scout Master is not loyal to his King, there is no reason why his own honour should be trusted or he himself should be clean in his thought, word and deed. So he will imitate his elder brother in breaking the law. For this reason, all scouts of whatever age must make and keep the same promise. Scouting is not political but supports loyalty to the established order of Government as the best way to develop character in boys.

So much for the theory of scouting. But scouting is essentially a practical and a practical training given in a healthy giving manner, for good health is as important as character for a citizen to be useful. The traits of character necessary and obedience to the law and promise are taught not through the reading of books but by the actual practice of games which train observation and intelligence, and of hobbies that make one directly useful to others or train the hands, the eyes and the mind to be skilful and useful in a practical manner. Thus the whole scout practical training helps to the teaching of the scout law. Also the scout methods are so wide that every boy or man can find something to interest him. The ambulance and first aid training directly teaches the scout to be useful in

emergency. Camping teaches self-reliance and independence even in difficulties The test for the starman or gardener badge teaches a scout to realise the great power of God in Nature. The signalling test trains in concentration and observation and thus improves intelligence. The path-finder badge makes him useful and helpful to others. The handicraft badges train a boy for using his fingers intelligently and usefully. As there are practically 70 such hobbies to be taken up in scouting, there is at least one which will appeal to each ; and thus by making the training interesting, the practical side of the scout movement develops skill and instils the scout law into its members so as to develop their character and make them useful and happy citizens.

Notes & News

By Ronen Ghose.

1. The Warrants of appointment of the following Scouters have been isued by the Provincial Headduarters :—

Kshetra Mohan Banerjee as Scoutmaster, Mahadevpur Institute Troop, Naogaon.

Basanta B. Sarkar as District Scout Commissioner, Khulna Local Asscn.

Bankim Chandra Datta as District Scout Commissioner, Howrah Local Association.

Birendra Kumar Biswas as As. District Scout Commissioner, Dacca Local Association.

Promode K. Bhattacharji as Asst. District Commissioner, Kishoreganj Local Association.

Biode Behari Deb as Scoutmaster, Annada H. E. School Troop, Brahmanberia.

Lalmia as As Asst. Scoutmaster, Ananda H. E. School Troop, Bramanberia.

Rev. Edward Clatworthy as Dist. Scoutmaster, Mymensingh Local Asscn.

Bejoy Chandra Ghosh as Group Scoutmaster, 5th/III Calcutta Group.

Mohtt Kumar Chatterjee as Cubmaster, Adarsha Vrati Samaj Pack, Barrackpore.

Himansu Badan Panda as Scontmaster, Paikar H. E. School Troop, Birbhnm.

Matinanda Roy as Scoutmaster, K. D. H. E. Scool Troop, Naogaon.

Nagendra Nath De as Scoutmaster, G. C. Instetutian Troop, Pabna.

2. The following Packs., Troops, Groups and Crews are registered :—

20th/III Calcutta Group

20th/III Calcutta Troop

8

20th/III Calcutra Rover Crew
Ariadanga D. B. School Troop, Malda

Kayotkhali Troop (Open) Nasirabad High Madrasah, Troop Dhanikhola Madrasah Troop	Mymensingh

3rd Kurseong (Davies Primary School) Group, Darjeeling
Barracpore Govt. High School Pack, Barracpore

3. **Jackson Shield Compitition:—** The dates for the said Competition have been fixed for 1st, 2nd and 3rd February 135. The competitors will be accomodated during rhese days at a camp and they will be fed by the Provincial Boy Scouts Association as in previnus yeaıs. Let not there be a single district unrepresented. Try to muster streng and make the function an unique success.

4. **Scout Wood Badge Course :—** The Provincial Association has arranged to hold a Wood Badge Course from 12th to 23rd February 1935 at the permanet Camping ground at Ganganagar. Only experienced scouters need apply.

5. **Scoutmasters' Training Course :—** A Scoutmasters' Training Camp (Beginners) will be held from 2nd to 14th March 1935 at the permanent camping ground at Ganganngar.

6. **Wood Badge :—** Chief Scout of the World has been pleased to award Scouter Saroj Ghosh, Asst. Provincial Secretary and Dist. Scoutmaster of the Howrah Local Asson. and Scouter Amiya Roy Chowdhury of the 3rd Calcutta Local Association with the Scout and Cub Wood Badges respectively. We offer our hearty congratulations to them for their success.

7. **World Rover Scout Moot, Sweden :—** The second World Rover Scout Moot will be held at Bjorno on the Island of Ingaro in the Stockholm Archipalago from the 30th July to the 7th August next. Let us hope to see Bengal represented there.

8. **Australian Jamboree :—** Our readers will appreciate to know that the following Scouts, Rovers and Scouters will participate in the Jamboree :—

Punjab —	Mr. H. W. Hogg, O. B. E., Leader,	Indian Contingent
	Ch. Abdul Majid, B. A., B. T.,	Scouter
	Pt. Jai Deva, B. Sc., B. T.,	,,
	Sardar Amar Singh, B. A.,	,,
	M. D. Framjee,	Rover
	P. G. Daveshar,	,,
	Jagadish Chandra,	,,
	S. L. Mohindra,	,,
	Raghbir Singh,	Scout
	Des Raj Sharma,	,,
	Ali Shamsher,	Rover
	Ghazan Khan,	Scout
	Balwant Singh,	

	F. Paul,	"
	Jagir Singh,	"
	Fauja Singh,	"
	Santokh Singh,	"
	Harbans Singh,	"
U. P. —	Fidaul Haq,	"
Dhenkanal—	Benoy Ghose, B. A.,	Scouter
	Raj Kumar Gaurendra Pratap Singh Deo,	"
	Pt. Bamadeb Rath,	"
N. W. F. P.—	Amir Mohammad Khan,	Rover
	Anand Parkash,	Scout
	Hamidullah Khan,	"
Assam —	Banamali Bhattacharjjee,	Rover
Jath —	Sardar Y. M. Sawant,	Scout
	M. L. Katkati,	Scouter

5. **Cub Course for Beginerse :—** A Cubmasters' Course was held at Ganganagar from 21st to 26th October 1934. The names of the campers and the districts they hailed from are given below. The total strength of the Course was 24.

1. Abu Sayeed, Calcutta Madrasah, Calcutta
2. Akshoy Kumar Chatterjee, St. Barnabas High School, Calcutta
3. Durgadas Biswas, Calcutta
4. Manick Lal Mitra, Ashutosh College, Calcutta
5. Mokhlisur Rahaman, Presidency College, Calcutta
6. Sachindra Nath Sur, New Indian School, Calcutta
7. Hiran chandra Das, Bhadreswar Free Primary School, Hooghly
8. Jibon Krishna Das, -do- -do-
9. Purnendu Nath Ghosh, B. K. Union Institution,, Khulna
10. Sasanka Sekhar Mukherjee, Khulna Zilla School,Khulna
11. Shashi Mohan Datta, B. K. Union Institution, Khulna
12. Suresh Chandra Goswami, Ratna M. E. School, Malda,
13. Krishna Prasad Patra, Panchrole M. E. School, Midnapore
14. Md. Ibrahim, Indian Railway High Sehool, Midnapore
15. Sailendra Nath Mukherji, Tamluk Hamilton H. E. School, Midnapore
16. Abani Kishore Roy, Victoria School, Sherpur Town, Mymensingh
17. Debendra Chandra Chaudhuri, B. A., B. T., Ramananda Union H. E. School, Kishoreganj, Mymensingh
18. Upendra Chandra Saha, -do- -do-
19. Syed Fazlul Bari, Asimuddin H. E. Sohohl, Kishoreganj, Mymensingh
20. Nepal Chandra Datta, K. I. Ch. M. E. School, Noakhali
21. Gadadhar Charan Niyogi, B. A., B. T., Pabna Zilla School, Pabna

22. Benoy Bhusan Sen, Sardah H. E. School, Rajshahi
23. Suresh Chandra Panday, Rajshahi College, Rajshahi
24. Suresh Chandra Mazumdar, Govt. School, Baraset, 24 parganas

Mr. N. N. Bhose, D. C. C., opened the Course. Mr. Nani Gopal Mazumdar acted as Akela assisted by Mr. M. Khan as Bagheera.

10. **Scoutmasters' Course for Beginners :—** The camp was held at Ganga nagar from 26th October to 6th November 1934. The names of the campers and the districts they hailed from are given below. The total strength of the Course was 43.

1. Bipen Bihari Samaddar, Barisal
2. Mathuranath Ghosh, B. A., Bishnupur H. E. School, Bankura
3. Phoni Bhusan Chowbay, G. T. School, Bankura
4. Sudhangsu Sekhar Sen Gupta, B. Sc., B. T., S. C, H. E. School, Birbhum
5. Promode Ranjan Saha, B. Sc , Chanchaitra H. E. School, Bogra
6. Radharaman Sirkar, B. Sc., Coronation Institution, Bogra
7. Benodelal Das Gupta, B. Com. Calcutta
1. Prof. Byomkesh Gupta, M. A , Calcutta
9. Phani Bhusan Chakravorty, M. Sc., David Hare Training College, Calcutta
10. Santosh Kumar Roy Chowdhury, Oriental Seminary, Calcutta
11. Sudhanshu Bimal Barua, B. A , Calcutta
12. Sachindranath Mukherji, Calcutta
13. Jogendra Kumar Sirkar, Mohara H. E. School, Chittagong
14. Abu Salman Md. Fazlul Huq, Medical Student, Dacca
15. Jagadis Chandra Roy, B. A., D. N. H. E. School, Dacca
16. Lal Mohan Nandy, B. A., Dinajpur Academy, Dinajpur
17. Haridas chatterjee, B. A., Naldi Brahmandanga S. S. Institution, Jessore
18. Baradakanta Pramanik, B. A., B. T., Bera Madhusudan H. E. School, Hooghly
19. Satyen Banerjee, Howrah
20. Md. Quasem Ali, Yusufia High Madrasah, Khulna
21. Sheikh Rafiuddin Ahamed, B. A., Daulatpur H. E. School, Khulna
22. Sasanka Shekar Mukerjee, Khulna Zilla School, Khulna
23. Shashi Mohon Datta, B. K. Union Institution, Khulna
24. Tarapada Lahiry, Malda
25. Ambica Charan Chakervarty, B. N. Ry. Indian School, Khargpore
26. Ashutosh Kar, B. Sc Hamilton High School, Midnapore
27. Prafulla K. Maiti, B. A., Asadtala C. M. H. E. School, Midnapore
28. Rama prasanna Bhattacharya, B. A., Khargpur B. N. Ry. Indian School, Midnapore
29. Surendra Nath Adak, Hanschara H. E. School, Midnapore
30. Rajendra Chandra Biswas, B. A., Iswarganj B.H.E. School, Mymensingh

31. Tajuddin Ahmed, Nadia
32. Abdul Ghafur, Fulgazi H. E. School, Noakhali
33. Rajani Kumar Paul, M. Sc., B. T., Noakhali R. K. Zilla School, Noakhali
34. Surendra Nath Moitra, B. Sc. Sara Marwari School, Pabna
35. Md. Zahurul Haque, M. A., B. L., Meghai H. E. School, Pabna
36. Khondker Md. Serajul Islam Kirtipur H. E. School, Rajshahi
37. Prof. Omdatul Islam, M. Sc., Rajshahi College, Rajshahi
38. Satyendra Kumar Choudhury, B. B. Academy, Rajshahi
39. Amiya Kantha Mazumdar, B. Sc., Puranbazar M. H. H. E. School, Tipperah
40. Nripendra Kumar Chandra, B A., U. K. Academy, Tripura State
41. Dr. Indibar Mukerjee, M. B., M. I. H. A., Kharda, 24 Parganas
42. Pravash Chandra Sanfui, Sarisha R. K. Mission Ashram, Sarisha
43. Nirmal Kumar Basu, Sarisha, 24 Parganas

Mr. N. N. Bhose, D. C. C., acted as Scoutmaster assisted by Messrs. Saroj Ghosh and Ronen Ghose as Asst. Scoutmaster and Troop Leader respectively. Scouters Gonai Mitter and Dukhiram Kotal acted as Jt. Quartermasters. The camp was visited by Mr. James Buchanan, Physical Director, Bengal, with his students. Mr. H. K. Mitter a member of the Provincial Scout Council also paid a visit to the camp and treated the campers with refreshments which was very much appreciated by the members of the Course.

All India Boy Scout Diary : This wee little Diary is full of information and every Scout and Scouter should have a copy each for their use. It can be had from Mr, S. Jagadesan (Publisher) at the Provincial Headquarters, Triplicane, Madras. The price of the Diary is Annas Five only.

Scraps from the Jungle

Brown Tip

Notes

* Brown Tip calculates that he will soon run out of his stock of "Scraps" will be glad to receive any new ideas, games, yells, etc. for publication. They should be sent to :—The Rev. R. W. Bryan, 12, Kyd Street, Calcutta.

Difficulty has arisen over the use of the tune of "Back to Gilwell" for the song "It's Grand to go A-hunting" which was sent out in September. If it is not too late, please do not teach it to your Cubs till you hear fnrther. Meanwhile, can anyone discover another tune to which the words can be sung ?

Cotton Reel Gun

This will amuse the Cubs, and is easily and cheaply made. Take an empty cotton reel and a small piece of narrow elastic. Cut a niche round the reel about the centre. Place the elastic over one of the holes ; bring the ends round to the niche ; and tie them in there with several rounds of thread or string. (Tin tacks or small wire staples may be used as a fastening, and the niche is not then needed.) Matches are your ammunition. Drop one down the open and so that its butt rests on the elastic at the other end. The Match and elastic are then pulled outwards and released, as in using a bow and arrow. It should shoot about 20 or 30 yards.

A Yell

An old one......a good one...... rarely heard now a days.

Do Your Best, Do Your Best,
(Calcutta)...Wolf...Cubs !
Tenderpad,
First Star,
Second Star
CUBS !!!

---

* Our Br. Tip (Akela Leader, Bengal)had to undergo a operation in Presidency General Hospital, Calcutta. He spent Octobor in hospital. Our Scincere good wishes for his safe recovery. Thanks are due only to God's grace.

Gleanings

NARES MAJUMDER

Strange.

No one can tell us why twice three is six, no one can tell us what Electricity is, no one can tell us what the soul is, and yet on the first ignorance is founded Mathematics, on the second Applied Science, and on the thired Religion.

—An unknown Writer

2. **Leave the Truth Alone.**

Take my advice, and never draw caricature. By long practice of it, I have lost the enjoyment of beauty. I never see face but distorted; I never have the satisfaction to behold the human face divine.

—Hogarth.

3. **The Death Roll of Ideas,**

The number of soldiers killed in the Great War is known. The number of the Ideas and Beliefs destroyed by it remains still unknown.

—Gustare Le Bon.

4. **How To Succeed.**

He who will do great things must pull himself together, it is in working within limits that the master comes out.

—Goethe.

5. **Work of Industry.**

If you have great talents, industry will improve them; If you have but modereate abilities, industry will supply their dificiency. Nothing is denied to well-detected labour, nothing is to be obtained without it.

—Sir Joshua Reynolds.

6. **Laws.**

Laws are generally found to be nets of such texture, as the little creep through, the great break throuh and the middle-sized alone are entangled in,

—William Sherstone.

7. **Zeal.**

Zeal is like fire; it arts both feeding and watching.

—Anonymous.

The longest Genuine Word in the English languge.

ANTI-INTERDENOMINATIONALISTICALLY. (32 words)

GOVERNMENT HOUSE,
CALCUTTA.

22nd December, 19[illegible].

To my brother Scouts in Bengal: Greetings.

I wish you all a very happy New Year and know that you will Be Prepared to face cheerfully whatever it may bring.

JOHN ANDERSON
Chief Scout for Bengal.

একাদশ বর্ষ] অগ্রহায়ণ ও পৌষ—১৩৪১ [ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা

আহ্বান

—এ, এফ, এম, অতিয়ার রহমান

আজি

এসগো হিন্দু এসগো মুসলিম
এসগো বৌদ্ধ এসগো খৃষ্টান ;

এস নব নব সাজে, এস এস দলে দলে,
এস হাসি হাসি মুখে, এস এস এসগো সবে
মোরা জাতিত্ব প্রভেদ ভুলে যাই
মোরা হই সবে সবের ভাই ভাই।

আজি

কেন মোদের ভেদাভেদি রেষারেষি
মোরা কেউত নয়গো বিদেশী
তবে কেন মোদের এ বিভিন্নতা, কেনগো মোদের এ সংকীর্ণতা
কেনইবা মোদের ভিন্ন ধর্ম্ম, একবার দেখ সত্যের মর্ম্ম।
এসগো হিন্দু এসগো মুসলিম
এসগো বৌদ্ধ এসগো খৃষ্টান

আজি

ভুলি ভেদাভেদ [illegible] জাতি অভিমান
মোরা হয়ে যাই সবে এক প্রাণ [illegible]

পরশ পাথর

[প্রথম কিস্তীর পর]

—শ্রীঅমিয় কুমার রায়চৌধুরী।

ক্ষিতীশ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল অবাক হয়ে। চমক তার ভাঙ্গলে পরে, দেখল দিদি পাশে নেই। সারাটা দুনিয়া তার কাছে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল। কি পরিবর্ত্তনশীল জীবন! বেশ চলছিল সব শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে—কোথা থেকে এসব উৎপাত এসে হাজির। হাজার হলেও ছেলেমানুষ, এসবে অভ্যস্ত নয়।

ক্ষিতীশ উঠল। খোজাখুঁজির পর শোবার ঘরে দিদির দেখা মিলল। ক্ষিতীশ আরও অবাক হোল। দিদি করে কি?

নীলাদি তখন দুএকটা কাজ করছিলেন—সেগুলো ক্ষিতীশের কাছে অহেতুক বলে মনে হচ্ছিল। নীলাদি সিন্দুকের চারপাশে কিছু কাঁচের গুঁড়ো রাখলেন ছড়িয়ে। তারপর একটা কাঁচের জাগ (jug) এনে সেটায় খানিকটা জল ভরে—নাইট্রিক এ্যাসিডের বোতলটা উজার করে তাতে ঢেলে দিয়ে jugটিকে সযত্নে একটা Corner Tableএর উপর রাখলেন।

* * * * *

রাত নটার সময় হঠাৎ সব লাইট নিভে গেল। safety fuse test করে দেখা গেল কিছু হয়নি......অথচ বাতি জ্বলছে না। লীলাদির হাতের টর্চ্চটা অন্ধকার ভেদ করে আলো বিকীরন করতে করতে লেবরেটরীর দিকে এগিয়ে গেল। ক্ষিতীশ সঙ্গে ছিল। লীলাদি একটা লোহার গোল চাকতি (Ring) বের করে দুসেট তার বের করলেন একরকম তার সরু ও অপরটি অপেক্ষাকৃত মোটা। সেই তার গুলো আংটার গায়ে জড়ানো হোল। মোটা তার একদিকে, সরু অপরার্দ্ধে সরু তারের পাকের সংখ্যা মোটা তারের পাকের চেয়ে প্রায় একশো গুণ বেশী। তারপর ঘরের কোন থেকে চারটে storage cell বের করে সেগুলো জুড়ে একটা ব্যাটারীর মত করলেন। Batteryর তার দুটো আংটায় জড়ান মোটা তারের দুমুখের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হোল ও সরু তারের দুই প্রান্তে অন্য তার জুড়ে Main এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হোল। আবার সব বাতি জ্বলে উঠল। কিন্তু তক্ষনি সব সুইচ নিবিয়ে দেওয়া হোল। ক্ষিতীশ আশ্চর্য্য হোল —দিদি কি ম্যাজিক জানে! লীলাদি তার বিস্ময়ের ভাব দেখে বললেন "ওরে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বড় হয়ে Physics পড়লে জানতে পারবি একে Transformer বলে; এতে মৃদু বৈদ্যুতিক শক্তিকেও ইচ্ছানুরূপ অধিক শক্তিশালী করা যায়'।

দুই ভাই বোনে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ; তারপর খেয়ে দেয়ে মাথার কাছে টর্চ্চ নিয়ে যে যার বিছানায় শুয়ে পড়ল।

রাত্রে ক্ষিতীশের ঘুম ভেঙ্গে গেল একটা শব্দে। তার মনে হোল কে যেন পাশের ঘরে ঢুকেছে। লোকটা অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে সিন্দুকের কাছে গেল। তারপর হঠাৎ চীৎকার করে লাফিয়ে উঠল—লীলাদি প্লাগ লাগিয়েছেন।
লাফিয়ে উটে লোকটা পিছিয়ে গেল—পা পড়ল কাঁচের গাদার উপর। লোকটা একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে কাঁচের jugএ জল রয়েছে দেখে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে কাটা পায়ে jugএর জল ঢাললে। কিন্তু jugএ ছিল nitric acid—কাজেই লোকটার হাত পা গেল পুড়ে, সে চীৎকার করতে করতে, যে পথে এসেছিল পালিয়ে গেল জানলা টপকে, কিন্তু বেশীদূর যেতে হোল না। ধপ করে একটা পতনের শব্দে—ক্ষিতীশ বুঝল লোকটা আছাড় খেয়েছে যন্ত্রণায়। টর্চ্চের আলোয় সে দেখল, একটা লোক কাতরাতে কাতরাতে মাতালের মত কোন রকমে দূরের একটা বাড়ীর কাছে গিয়ে ধপ করে পড়ে গেল আবার।

টর্চ্চের আলো ঘুরিয়ে ক্ষিতীশ দেখল, দিদি তার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন—চোখ দুটো তাঁর অন্ধকারে জ্বল জ্বল করছে। ক্ষিতীশ অবাক হয়ে গেল—এই কি সেই দিদি,—চোখে যার পূর্ণ ছিল স্নেহ ও ভালবাসা। কিছু না বলে সে দিদির হাত চেপে ধরল। দিদি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। ক্ষিতীশ আবার দিদির মুখের দিকে তাকাল—সেখেনে কিন্তু এক মুহূর্ত্ত আগের সেই হিংস্র ভাব দেখাল না—দেখালো সেই চিরন্তন স্নেহের ছবি। বাংলা দেশের বোনেরা ভায়েদের জন্য স্বর্গের সুষমা ঢালতে পারে, আবার দরকার হলে অসহায় ভায়েদের জন্য সাপের মত ফণা তুলেও দাঁড়াতে জানে।

(৪)

[ঠাণ্ডী গারদের মুল্লুকে]

স্যাঁত স্যাঁতে ঘর, অন্ধকার ঘুটঘুট করছে। আলো নেই, বাতাস নেই……মশার দল পিন পিন করছে কানের কাছে। দুচারটে বড় বড় ইঁদুর আর ছুঁচোও যাওয়া আসা করছে কিচমিচ আওয়াজ করে। ক্লোরোফর্ম্মের নেশা ছুটে গেলে সমর চোখ মেলল—সর্ব্বাঙ্গে তার অসহ্য বেদনা হাত পা তার বাঁধা…মাথা তার টন টন করছিল…খায়নি কিছু…ক্ষিধের জ্বালায় নাড়ী ভুঁড়ী হজম হবার জোগাড়।

খুট করে শব্দ। সমর আবার চোখ বুজে মড়ার মত পড়ে রইল, কি জানি কি দেখে ফেলবে…প্রাণে বাঁচবে কিনা তাই বা কে জানে। নিজের বোকামির জন্য তার কান্না আসতে লাগল…কেন সে বোকার মত Essence এর sample নিতে গিয়েছিল।

আবার একটু শব্দ…শুধু শব্দ নয়, ক্ষীণ আলোর রেখাও সে দেখতে পেল। অন্ধকারের মাঝে সে দেখতে পেল একটি মেয়ে…বড় ম্লান তার মুখ, বিষাদভরা তার চোখ

···একহাতে একটা বাতি আর একহাতে একটা টিনের রেকাবী। মেয়েটি সমরের কাছে এসে থামল, থালাটা রাখলে···একটু দাঁড়াল···সমরের মনে হোল মেয়েটির পাতলা ঠোঁট দুটো একটু কাঁপল···মেয়েটির আর বলা হোল না কিছু···সে চলে গেল। আবার সেই অন্ধকার।···টিনের থালায় দুটো পোড়া রুটি ও ঝলসানো একটু শিক্‌কাবাব ছিল আর একটু পেঁয়াজের চাটনী। সমরের খাবার প্রবৃত্তি হোল না। আর খাবেই বা কি করে হাত তো বাঁধা রুটিগুলো ইঁদুরের পেটেই গেল।

কিছুক্ষণ যায়। একটু খস খস শব্দ···সেই মেয়েটি। সমর এবার সাহস করে তাকে ডাকল ইসারায়। মেয়েটি তার মাথার কাছে এসে বসল, তার মুখ থেকে রুমাল সরিয়ে দিয়ে বল্ল—আমি কি বোকা, খাবার দিয়ে গেলাম, অথচ মুখ বন্ধ তা নজরে পড়েনি···ওকি তোমার চোখ মুখ অত ফোলা কেন···এ্যাঁ তোমার গা গরম যে।

মেয়েটীর ন্যাকামী দেখে সমরের গা জ্বলে উঠল, বল্ল—ন্যাকামীর জায়গা পাওনি?

মেয়েটি হঠাৎ ফ্যাঁচ করে কেঁদে ফেলল বল্ল—যারা আসে সকলেই আমার উপর রাগ করে···আমি কি কোরব, আমার কি দোষ! তারপর কানের কাছে মুখ এনে বল্ল—বড় কষ্ট হচ্ছে না? দেখি কাল তোমার কিছু করতে পারি যদি। কিন্তু কথা দাও, পালাবে না, নইলে ওরা আমায় কেটে ফেলবে।

এই বলে সে সমরের বাঁধন একটু আলগা করে দিল।

"পে—সা—দী—ই"! বাইরে থেকে শোনা গেল। মেয়েটি "যাই বাবা" বলে টিনের রেকাবটা নিয়ে রওনা দিল।

সমরের ভারী কৌতূহল হোল, এ মেয়েটি কে? একবার ভাবল পালাবার চেষ্টা করে···কিন্তু বৃথা সে আশা। কারণ চারধারেই পাহারা তাছাড়া···ঐ লোহার কপাট। সবচেয়ে বড় মনে হোল মেয়েটির প্রাণ রক্ষা। নিশ্চেষ্ট হয়ে সে পড়ে রইল। কপাটের বাইরে কে যেন ধমকাচ্ছিল—কি করছিলি এতক্ষণ ধরে! উত্তরে মিহিগলায় কে যেন বল্ল—কিছু না, বাবা, বিশ্বাস কর।

[ক্রমশঃ]

৺ঈশ্বর।

—শ্রীরণদা প্রসাদ মজুমদার

বিশাল ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে কে তুমি হে জ্যোতির্ম্ময়,
জাগিয়া রয়েছ সদা নাহি আদি নাহি ক্ষয়!
রবিকর দীপ্তিমুখে
চন্দ্রমার চারুচোখে
ওই স্নিগ্ধ তারকার মৃদু মন্দ জোছনায়,
দেখেছি তোমারে প্রভো, দেখিছি সে নীলিমায়

অচল পর্ব্বত-শির
উন্নত রয়েছে ধীর
নড়েনা টলেনা কভু বিরাট মোহন,
কত ঘাত-প্রতিঘাত,
নাহি ঘটে পরমাদ
ধীরে ধীরে বাড়ে আর (ও) তনু সুশোভন।

কত রব-কোলাহল,
জাগে নিত্য ধরাতল,
আমোদ উৎসব কত চারিদিকে ধায়,
হেথায় সংসার মাঝে,
আছ তুমি প্রতি কাজে,
আজ যে নিভৃততম বন উপবন ছায়,
অনু-পরমানু যত তোমারি মহিমা গায়।
সরল শিশুর মুখে;
পিতা, মাতা স্নেহ-বুকে
তোমার প্রেমের সুধা সদা যেন মাখা তায়,

আবার সেথায় দূরে,
সুনীল পয়োধ'পরে,
তোমারি করুণা যেন শতধারা বরিষায়,
অনু পরমানু যত তোমারি মহিমা গায়।

২

বিশাল ভাগ্য-জুড়ে তুমি বিশ্ব-রচয়িতা,
কেমনে রচিব আমি তোমার অবন্ত গাঁথা,
আজি এ পরাণ তাই,
তোমারি মহিমা গাই
ঝঙ্কারিছে শুধু যেন তোমারি মধুর নাম,—
"তুমি দেব মৃত্যুঞ্জয়, তুমি একমুখধাম"

গার্ল গাইড়দের কথা

[ম্যাঙ]

১৯৩৪ সালে ৬ই ডিসেম্বর তারিখে কলকাতার গার্ল গাইডদের একটি সম্মিলনী হয়েছিল পার্ক ষ্ট্রীটের "গলষ্টন ম্যানসনে"। এই র‍্যালীর সঙ্গে স্থানীয় গাইডদের তৈরী Hand craft এর প্রদর্শনী একটি খোলা হয়েছিল এই উপলক্ষে। মাননীয়া লাট পত্নী কাউণ্টেস্ অব উইলিংডন এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রবেশমূল্য ধার্য্য হয়েছিল মাত্র ।০ চার আনা। এর সঙ্গে জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছিল—তার দক্ষিণা ধার্য্য হয়েছিল একটাকা করে।

সেদিন গাইডদের হাতের কাজ ও র‍্যালী দেখে বেশ আনন্দ হোল এই ভেবে যে স্কাউটরা যেমন ভবিষ্যতে হবে দেশের আদর্শ ছেলে, গাইডরা হবে দেশের আদর্শ মেয়ে। অবশ্য স্কাউটিং যতটা প্রকট, গাইডিং এখনও পর্য্যন্ত এদেশে অতটা প্রতিপত্তি লাভ করে নি। তাহলেও মনে বড় আশা হয়—কারণ মঙ্গলকাজে বাধা আসে অনেক, কিন্তু সহায় হন ভগবান।

প্রত্যেক স্কাউটদেরই গার্ল গাইডদের বিষয় কিছু জানা উচিত। শুধু তাই নয় গার্ল গাইডিংকে সব দিক দিয়ে সাহায্য করা উচিত। আমরা স্কাউটিং এর মধ্যে দিয়ে যে শিক্ষা আদর্শ পাই শুধু তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। আমাদের বোনেদের ও ঐ প্রকার আনন্দ, উৎসাহ, শিক্ষা ও আদর্শের আলো থেকে বঞ্চিত রাখলে চলবে না। ভগবানের রাজ্যে নিজের মানবতাকে বিকশিত করবার অধিকার ছেলে মেয়ে উভয়েরই আছে। আজ সকলে এ কথা বুঝেছে। তাই গার্ল গাইড আন্দোলন ক্ষিপ্র প্রগতিভরে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের ভারতবর্ষে, বাংলাদেশেও এ আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌছেছে। যে জিনিষটা জগতের কাছে আদর পেয়েছে সর্ব্বত্রই, তা' যে মেয়েদের পক্ষে কল্যাণকর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষতঃ আমাদের এই শুষ্ক বাংলা দেশে মেয়েদের খেলাধুলা প্রভৃতির অভাব আছে বলেই, এই আন্দোলন এদেশে প্রয়োজন।

স্কাউটিং প্রচারিত হবার কিছুদিন পরেই মেয়েরাও তাদের ভায়েদের মত পোষাক পরে এসে গোলমাল লাগিয়ে দিল—তাদেরও স্কাউট করে নিতে হবে। ১৯০৯ সালে ইংলণ্ডে Crystal Palaceএ যে প্রথম বয়স্কাউট সম্মিলন বা র‍্যালী হয়, তাতে কয়েকজন মেয়ে স্কাউট পোষাক পরে এসে হাজির হয়। মেয়েদের এত উৎসাহ ও ইচ্ছা দেখে স্কাউটগুরু লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল মেয়েদের উপযোগী একটি আন্দোলন প্রচলনে সচেষ্ট হলেন। ১৯১০ সালে কুমারী এ্যাগনেস্ ব্যাডেন পাওয়েল গার্ল গাইড আন্দোলনের

সূচনা করেন এবং "কি করে মেয়েরা দেশকে সাহায্য করতে পারে "(How Girls can help the Empire) নামে একটি বই লেখেন। ১৯১১ সালে জব্বলপুরে Dr. Cullen ভারতবর্ষে গাইডিং আরম্ভ করেন। Dr. Cullen পুরুষ না মহিলা এ বিষয়ে এখনও অনেক সংশয় রয়েছে। অনেকের ধারণা তিনি পুরুষ, অন্যদের মত কিন্তু ভিন্ন। শেষোক্তদের মতে ইনি জনৈকা মহিলা মিশনারী চিকিৎসক ছিলেন।

বাংলাদেশে মিসেস বিয়ার নামে এক ভদ্রমহিলা প্রথম গাইডিং সুরু করেন। তবে ঠিক কোন তারিখে, তা সঠিক জানা যায়নি এখনও। শোনা যায় কলিকাতায় ১৯১৩ অব্দে গার্ল গাইড আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

বাংলাদেশের গার্ল গাইড সংঙ্ঘের সর্ব্বেসর্ব্বা বা "সিনিয়র গাইড (Senior Guide) কে প্রাদেশিক গাইড কমিশনার (Provincial Guide Commissioner) বলা হয়। সমগ্র ভারতবর্ষের প্রধান গাইড কমিশনার হচ্ছেন মধ্যপ্রদেশের লেডী বাটার। বঙ্গীয় গার্ল গাইড সংঙ্ঘের সভাপতির নাম লেডী বার্কমায়ার।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে গার্ল গাইডের সংখ্যা ছিল ২,৩২০ দু' হাজার তিনশো কুড়ি জন। এই তিন বছরের মধ্যে এই সংখ্যা নিশ্চয়ই অনেক বেড়েছে। দেশে মেয়েদের শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই গার্ল গাইড আন্দোলনের উন্নতি বেড়ে চলেছে। মেয়েদের স্কুলের কর্তৃপক্ষেরা ক্রমশঃ এদিকে যে মনোযোগ দিচ্ছেন, তাতে মনে হয় বাংলাদেশে অদূর ভবিষ্যতে গাইডিংএর ছবি উজ্জ্বল।

স্কাউটিংএর মতন গার্ল গাইড আন্দোলনের তিনটি বিভাগ আছে। আট থেকে এগার বছরের মেয়েরা নীল পাখী বা Blue Bird অথবা ব্রাউনী নামে পরিচিত। এগার বছরের পর Blue Birdরা হয় গাইড গাইডরা সতের বছরের পর Rangers নামে পরিচিত হয়।

স্কাউট ও গাইডদের আইন ও প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি সম্পুর্ণ না হলেও অধিকাংশেই অভিন্ন—আদর্শ এক, লক্ষ্য এক। পৃথিবীতে আজ শান্তি স্থাপনের হুড়োহুড়ি চলেছে। কিন্তু তাতে আন্তরিক ইচ্ছার বদলে স্বার্থ ও উষ্মার পরিচয় বেশী হয়েছে। পৃথিবীতে শান্তির প্রচেষ্টা লীগ অব নেশন করছে, কিন্তু কতদূর সফল হয়েছে বলা যায় না। যা অন্য কেউ পারে নি, সেই বিশ্বমৈত্রী স্থাপন করবে স্কাউটরা তাদের গাইড বোনেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। ভাবের ক্ষেত্রে দুনিয়ার মিলন সার্থক হয়ে উঠবে। আমরা সেই আশায় রইলাম। বাংলার স্কাউট! তোমাদের কাছে অনেক কিছু আশা করি, বাংলার গাইড তোমাদের কাছে অনেক কিছু আশা করে, তোমাদের স্কাউটভাইরা। দেশ আধমরা হয়ে আছে, তাই মিনতি করি :—

"ওরে সবুজ, ওরে আমার কাঁচা,
আধমরাদের ঘা দিয়ে তুই বাঁচা"—(রবীন্দ্রনাথ)

বাংলায় গাইডিং পূর্ণ প্রচার লাভ করুক এই আমাদের ইচ্ছা। যদি একদিন ও স্কাউটিংএর জন্য sincere ভাবে খেটে থাকি, তবে সেই পুণ্যের জোরে আশীর্ব্বাদ করছি বাংলার স্কাউট, বাংলার গাইড তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হোক,। তোমাদের আদর্শ তোমাদের শিক্ষা ও মহান ব্রতকে ভুলে যেও না, নাগরিক জীবনের কোলাহল, বিলাসিতা ও কুহকের স্রোতে তাকে ভাসিয়ে দিওনা। মনে পড়েছে চীফ স্কাউটের বাণী—"Paddle your own canoe" আজ এইখানেই ইতি।

এ প্রবন্ধ শেষ করবার আগে আমি স্নেহাস্পদ গার্ল গাইড কমলা নাগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর সাহায্য না পেলে এ প্রবন্ধ লেখা সম্ভব হোত না আমার পক্ষে।

আমন্ত্রণ।

—শ্রীরণদা প্রসাদ মজুমদার

জাগরে, জাগরে চিত, জাগরে এবার
ফুটাতে বয়ানে হাসি এ বঙ্গ মাতার।
যে শকতি, যে চাতুরি
যে গরিমা সে মাধুরী
ছিল তব পূর্ব্ব বংশে উজ্জ্বল আঁধার !
আহা কি মহেন্দ্র ক্ষণে
কত কি বীরেন্দ্রকুল তেজদীপ্তভার—
শক্তি-সুধা কণা পিয়ে
করঘ-বরঘ নিয়ে
সাজাইল জন্মভূমি—কত উপচারে
জাগ মোর বঙ্গবাসী জাগ এইবার।

"নতুন"

——'কাবেদের দল'

বি, এন রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান হাইস্কুল, খড়গপুর।

আনন্দের ভিতর দিয়ে যা শিখি, সেটা মনের মধ্যে এতটা গেঁথে যায় যে, কখনও ভোলা যায় না। শ্রদ্ধাস্পদ অম্বিকা বাবু আজ আমাদের 'আকেলা' (কাব্ মাষ্টার)। বছর দেড় হবে—কিন্তু এই সে দিন মনে হ'চ্ছে, তিনি আমাদের গল্প ক'রে স্কাউট, কাব্ সম্বন্ধে কত কি শোনালেন। সব নতুন, তার ওপর প্রত্যেকটি জিনিষ যেন আনন্দের ফোয়ারা।

ওপরের ক্লাসের ছেলেরা যাঁদের আমরা নাম ধ'রে দাদা ব'লে ডাকি, তাঁদের অনেকেই স্কাউট হয়েছেন। স্কাউটদের কাজ কর্ম্ম সব দেখি শুনি, কিন্তু স্কাউটের কর্ত্তব্য বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা কিছু ধারণা হয়নি। স্কাউট হ'তে খুবই ইচ্ছে হয়, কিন্তু ছোটদের নাকি স্কাউট হবার জো নেই।

মাষ্টার মশায় ব'ল্‌লেন—শোন। চুপটি ক'রে সবাই শুনতে লাগলাম। তিনি ব'লে যেতে লাগলেন—এই যে দাদারা তোমাদের স্কাউটের দল তৈরি করেছে দেখছ, এ তোমা-দের কাছে নতুন বলে মনে হ'চ্ছে। যে বিখ্যাত ইংরাজ বীর বেডেন পাওয়েল সুশিক্ষা, খেলাধূলা আর ভ্রমণের মধ্য দিয়ে জগতে প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা হ'তে পেরেছিলেন, তিনিই এ দল গঠন করেন। স্কাউটারদের খেলার মত চমৎকার খেলা আগে আর কখনো হয়নি। এদের মধ্যে ভাই-ভাইভাব। এরা সব দিক্ দিয়ে নিজেদের বেশ ক'রে গ'ড়ে তোলে। বিলাতে স্কাউটরা এককালে 'নাইট' হ'তে পারতো।

চোখ দুটি এদের সার্থক; এরা দেখার মত দেখতে শিখে। এদের মধ্যে যে বুদ্ধি কৌশল, হাতে পায়ে কর্ম্ম কৌশল। যে কোন রকমের বাধা বিঘ্ন, বিপদ-আপদ হোক্, ধীর ভাবে কাজ কর্‌বার মত শিক্ষা এরা পেয়ে থাকে।

আমরা সবাই জিজ্ঞেস কর্‌লাম, আমরা সার্, স্কাউট হ'তে পারি না?

মাষ্টার মশায় বল্‌লেন না। বড়ো ছেলেরাই স্কাউট হ'তে পারে। তবে, তোমরা ঐ রকমেই অন্য দল তৈরি কর্‌তে পার। তার নাম হবে 'কাবেদের দল'। বড়ো ছেলেরা যেমন স্কাউটের দল তৈরি করে, ছোটো ছেলেদের তেমনি কাবেদের দল। স্কাউটেরা যেন নেকড়ে বাঘ, আর কাবেরা যেন নেকড়ে বাঘের বাচ্চা। তারপর কাবেদের দল কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছে, সেই কথা আমাদের তিনি বোঝাবার জন্যে ব'লতে লাগলেন—আমাদের এই ভারতের এক জঙ্গলে বহুকাল আগে একদিন একটা বাঘ শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তার নাম শেরখাঁ। শিকার খুঁজতে খুঁজতে সে এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছাল, যেখানে একজন কাঠুরে তাঁবু খাটিয়ে সপরিবারে বাস কচ্ছে। একটা ঘুমন্ত যোয়ান কিংবা

একটা হৃষ্ট পুষ্ট শিশু পেলেই শেরখাঁর খোরাকের যোগাড় বেশ হয়। শেরখাঁ খুবই বলবান্ কিন্তু হ'লে কি হয়, হাতিয়ারের সাম্‌নে যাবার মত সাহস তার নেই। কাজেই সে চুপে চুপে তাঁবুর আগুণের দিকে এগুতে লাগল। শিকারের দিকে চেয়ে চেয়ে চলেছে, কাজেই কোথায় পা ফেল্‌ছে লক্ষ্য নেই। পা প'ড়ে গেল একটা গম্‌গমে আগুণের উপর—অম্‌নি চিৎকার করে উঠল। চিৎকারে তাঁবুর সবাই জেগে উঠল। শেরকে খিদে নিয়েই ফিরতে হ'ল।

এরই মধ্যে একটি ছোট ছেলে লুকিয়ে থাক্‌বার জন্যে ঝোপের মধ্যে গিয়ে দেখে একটা বড় নেক্‌ড়ে বাঘ। নেক্‌ড়ে বাঘ সাহসী জানোয়ার—অথচ তার দয়া মায়া আছে। ছেলেটি ভয় পায়নি দেখে, ঠিক কুকুর যেমন নিজের বাচ্চাকে তুলে নেয়, তেমনি ভাবে সে তাকে তুলে নিয়ে নিজের গুহার মধ্যে চলে গেল।

সেখানে নেক্‌ড়ে ও মা-নেক্‌ড়ে তার বাচ্চাদের সঙ্গে তাকে মানুষ ক'রতে লাগল।

কিছুকাল পরে—শেয়াল শেরখাঁকে জানিয়ে দিলে যে, ছেলেটা নেক্‌ড়ে বাঘের গুহার মধ্যে আছে। শেরখাঁ ছেলেটিকে মেরে ফেল্‌লে শেয়ালও কিছু ভাগ পাবে—এই আশা। ধূর্ত্ত শেয়ালের চিরকালই এমনি বেহায়াপনা। শেরখাঁ গুহা মুখে গেলেও গুহার ভিতর ঢুকতে পারল না—দরজা ছিল খুব ছোট। শেষে নেক্‌ড়ে বাঘকেই মেরে ফেল্‌বে—শেরখাঁর এমনি রাগ হ'ল। নেক্‌ড়ে বাঘ বল্‌লে—, দূর হও, এগিয়ো না। ছেলেকে আমি ছাড়্‌বো না। বড়ো হ'লে এ—ই তোমায় ঘায়েল কর্‌বে।

তারপর এই শিশু নেক্‌ড়ে বাঘের বাচ্চাদের দলে বড়ো হ'য়ে উঠতে লাগল। তার নাম দিল তারা মুগলি। প্রথমে সে খুব চটপটে হ'য়ে উঠতে লাগল, তারপর লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি শিখতে লাগল। খেলাধূলার ভিতর দিয়ে নিজের কাজ নিজে সাধন কর্‌বার মত তার ক্ষমতা জন্মাল। মানুষের ছেলে নানান্ গুণে ঠিক নেক্‌ড়ে বাঘের বাচ্চার মতই তৈরি হ'য়ে উঠল। তাই এর নাম নেক্‌ড়ে বাঘের বাচ্চা (Wolf cub)। মুগলির প্রধান শিক্ষাদাতা ছিল বালু আর বাঘিরা। বালু হচ্ছে ভালুক, সে মুগলিকে বনের আইন কানুন শেখালে, আর বাঘিরা কালোচিতা, সে গাছে চ'ড়তে পারে আর রাত্রে চুপ ক'রে ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে থাক্‌তে পারে। বাঘিরা খুব সুপটু শিকারী, সাহসী আর কষ্ট সহিষ্ণু। খুব ভয়ঙ্কর হ'লেও এর অন্তঃকরণটা খুব কোমল। এ—ই মুগলিকে শিকার ক'রে খাবার যোগাড় ক'রতে শেখায়। ছোট্ট ছোট্ট ছেলে এই ভাবে মুগলির মত তৈরি হ'য়েই কাবেদের দল গঠন করে। গল্পটি আমাদের বড়ই চমৎকার লেগেছিল।

আমরা সব কাব্ হবো ব'লে ঠিক করেছি—মনের মধ্যে খুব উৎসাহ। দু-একমাস পরেই হঠাৎ একদিন আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব এসে আমাদের আবার কাব্ সম্বন্ধে অনেক কিছু বল্‌লেন। সত্যি সত্যিই আমাদের এমনি ধারণা হ'য়ে গেল যে, কাব্ হ'লে আমাদের গৌরব...আমাদের দাম দশ বিশ গুণ বেড়ে যাবে। মস্ত একটা হৈ চৈ পড়ে

গেল। আমাদের সাজ পোষাক তৈরি হ'তে লাগল। প্রথম যে দিন আমাদের দলটি গঠন করা হ'ল, সে দিনের আনন্দ মনে আজও যেন একটা সাড়া দেয়। সেটা হ'চ্ছে ১৯৩৩ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর। প্রেসিডেণ্ট সাহেব হাসিভরা মুখে আমাদের যার যা নাম একটি শুধরে দিতে লাগলেন। তাঁর কাছ থেকে অনেক জানবার মতন কথা শিখলাম। অন্য অন্য পশু থাকতে নেক্‌ড়ে বাঘেরই গুণপনা কি বেশী? তা না হ'লে নেক্‌ড়ে বাঘের দলেই মুগলি থেকে গেল কেন? বাঁদরও খুব লাফায় ঝাপায়। সে দিক্ দিয়ে তার তুল্য কোন পশুই ত নেই। তবে বাঁদরের দলের দিকে মুগলির টান না হ'য়ে নেক্‌ড়ে বাঘের দলের দিকে হ'তে গেল কেন?

প্রেসিডেণ্ট সাহেব আমাদের গল্প ক'রে সেই কথাটা খুব সুন্দর ক'রে বলেছিলেন।

একদিন মুগলি বালু আর বাঘিরাকে বল্‌লে—বাঁদরেরও মধ্যে প্রাণ আছে—আনন্দ আছে। ওদের সঙ্গই ভাল। আমি ওদের সঙ্গেই থাকবো। বালু কিন্তু তাকে বুঝিয়ে দিলে যে তার সে ধারণা ভুল। বাঁদরগুলো অপরিষ্কার, নোংরা—কিছু জানে না, নিতান্ত নির্ব্বোধ—তাছাড়া নিজেরা যা করে, তারই গরবে আবার কিছু দেখতে পায় না।

বাস্তবিক কথা। হাত পা থাকতে এরা বাসা তৈরি কর্‌তে পারে না—বরং রোদে পুড়বে—জলে ভিজবে। কথায় বলে হাত পা থাকতে বাঁদর ভেজা। আর উপদেশ দিতে যাও—তেড়ে মার্‌তে আস্‌বে। বালু মুগলিকে বল্‌লে যে বাঁদরগুলো ভীরু আর ভুলো। ভয় পেলেই তারা গাছে উঠে পড়ে—আর আইন ক'চ্ছে তারা হাজার হাজার—কিন্তু ক'চ্ছে আর ভুলছে। বাঁদরের সঙ্গে যে ছেলে বড় হ'য়ে উঠে, সে বল্‌বে বেশী, কাজ কর্‌বে ঢের কম, সে ভীরু আর হিংসুটে হ'য়ে উঠবে নোংরা ত হবেই, গোছালোও হবে না। নেক্‌ড়ে বাঘের বাচ্চার সঙ্গে থাকায় যেমন একটা আইন কানুন মেনে চলা, একটা শৃঙ্খলা শেখা হয়—বাঁদরের সঙ্গে তা হবার জোটি নেই।

ঘটনাক্রমে একদিন মুগলি ডালপালা, লতাপাতা দিয়ে ঘর তৈরি কচ্ছিল। একদল বাঁদর তাকে না দেখতে পেয়ে তাকে চুরি করে নিয়ে গেল—মতলব, তার কাছে বাসা তৈরি করাটা শিখে নেবে। একটা চিল তাকে বাঁদরদের হাতে বন্দী দেখে বালু আর বাঘিরাকে বলে দিলে। বালু বুড়ো হ'য়ে গিয়েছিল। তাও সে বাঘিরাকে সঙ্গে নিয়ে উপায় খুঁজতে বের হ'য়ে পড়ল।

তারা 'কা' বলে বড় একটী সাপের কাছে এল, তাকে বল্‌লে—'বাঁদরের দল তোমার খুব নিন্দে করেছে।' বাঁদরের দলকে জব্দ করবার জন্যে তারা তাকে সহায় করবে—এই ভাবে তাকে উত্তেজিত কর্‌লো।

শেষে বাঁদরের দলের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বেধে গেল। পাছে মুগলিকে নিয়ি পালায়—এই জন্যে তারা তাকে সাপের গর্ত্তের ভিতর ফেল্লে দিলে। মুগলি তাদের মধ্যে সাপের ডাক সুরু ক'রে দিলে। সাপগুলো তখন তার বন্ধু হ'য়ে গেল।

শেষে 'কা' মুগলিকে বাঁদরদের হাত থেকে উদ্ধার ক'রলে, আর অনেকগুলি বাঁদরকে ধরে খেয়ে ফেল্‌লে।

এই গল্প শুনে কাবের গুণপনা সম্বন্ধে, আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা হ'ল। বুঝলাম কাব্ হওয়ার সার্থকতা অল্প নয়। প্রসঙ্গক্রমে আমরা একটি নাচও শিখলাম—তার নাম 'কা নাচ'। বিপুল আনন্দ এখনও আমাদের প্রাণে প্রাণবন্ত হ'য়ে রয়েছে। কাবের দল গঠন ক'রে উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্কল্প করাটাই আমাদের দীক্ষা। আমরা দীক্ষা নিই গত ২রা জানুয়ারী। তখন আমরা সংখ্যায় ছিলাম মাত্র বারো জন। অভিভাবকেরা স্থানান্তরিত হওয়ায় দু'চার জন এই স্কুল থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে বটে, তবু আমরা আজ ত্রিশ জন।

তার পর নিত্য নতুন খেলা আমরা খেলেই এসেছি। কাবেদের প্রধান শিক্ষাদাতার নাম 'আকেলা'। আমাদের 'আকেলার' উল্লেখ আগেই করেছি। অল্পদিনের মধ্যেই 'বলু' ও 'বাঘিরা' ইত্যাদি আকেলার সহযোগী হিসেবে যোগ দিলেন—শ্রদ্ধেয় আবু মহম্মদ সাহেব, শ্রীবাস্তব বাবু, লালমোহন বাবু।

আমাদের মানুষ হবার মত শিক্ষা কি কি? প্রথম থেকে উদ্দেশ্য আমাদের কোন না কোন প্রকারে জগতের হিত করা।

নানান্ রকমের খেলা ধূলার মধ্য দিয়ে আমরা কাবের কাজ ক'রে চলেছি। প্রত্যহ কারুর না কারুর উপকার করা চাইই। নববর্ষের কর্ম্মধারা সুরু করবার পূর্ব্বেই আমাদের মাতৃপূজা ক'রতে হয়। এই মাতৃপূজা আমাদের হৃদয়ে কর্ম্মশক্তি, উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে আসে। যে মায়ের থেকে আমরা জগতের মুখ দেখতে পেয়েছি, যিনি আমাদের মানুষ করেছেন—তাঁর যাতে গৌরব বৃদ্ধি হয়, এমন কাজই আমরা কর্‌বো। তাঁর ক্ষোভ বা অপমান হয়—এমন কাজ যেন না করি। মা আমাদের যতটা করেন—এতটা দুনিয়ায় কেউই করে না। কাজেই তাঁর পূজা ক'রে হৃদয়ে শক্তি নিয়ে তাঁর সন্তোষের, তাঁরি তৃপ্তির কাজ ক'রে যাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

হঠাৎ শুনলাম গিলওয়েল পার্ক ক্যাম্পের ক্যাম্প চিফ্ মিঃ জে, এস্, উইলসন ভারতবর্ষের কাবদল দেখবার জন্য ভ্রমণে বেরিয়েছেন। সেটা হ'চ্ছে গত ৩রা জানুয়ারী। আমরা খড়্গপুর প্লাটফর্ম্মে তাঁকে সংবর্দ্ধনা জানাতে গেলাম। তিনি আমাদের সকলকেই উৎসাহ দিলেন, আর আমরা যাতে ভবিষ্যতে আদর্শ নাগরিক হ'তে পারি সেইরূপ শুভেচ্ছা জানালেন।

৮ই জানুয়ারী আমরা কাবেদের দলেতে যোগদান করি। আমাদের সঙ্গে আমাদের প্রেসিডেণ্ট মিঃ মলোনি, সেক্রেটারী মিঃ জে, সি, রায় আর স্কাউট মাষ্টার কালীপ্রসাদ বাবু ছিলেন।

সেখান থেকে নবজীবন লাভ ক'রে ফিরে আমরা আবার খেলার আনন্দে মেতে

আছি—কত কি শিখে চলেছি—হাসি খেলার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নতুন গুণ ও ক্ষমতা অর্জ্জন কচ্ছি। দেখতে দেখতে আমাদের বার্ষিক উৎসব এসে গেল। এক বৎসর আগে আমরা দল গঠন করেছি, মানুষের মত মানুষ হবার সব সুযোগ ও শিক্ষা পাচ্ছি। আজ আমরা কতটা এগিয়েছি, তাই দেখবার আর দেখাবার দিন। গত ২২শে সেপ্টেম্বর আমাদের প্যাকের প্রথম বর্ষের জন্ম উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। কাবেদের মধ্যে বাঙ্গালী ছেলেরা 'স্বপ্নপরী' নাটক অভিনয় করে, আর হিন্দুস্থানী ছেলেরা করে 'বিজেতা ও পরাজিত' নাটক দুটী যেমন হৃদয়গ্রাহী করে শিশুদের ভাষায় লেখা, তদনুরূপ অভিনয় টিকেও মনোহর করবার চেষ্টা যথাসাধ্যই করেছিলাম। খ্যাতনামা দর্শকেরা বরাবর এমন ভাব দেখিয়েছিলেন, যেন তাঁরা কতই না মুগ্ধ হয়েছেন জানি না, আমরা শিশু কাব্ ব'লে আমাদের উৎসাহ দেবার জন্য, কি সত্যি সত্যিই আমাদের অভিনয় ভাল হয়েছিল বলে। দর্শক অনেকেই ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মিঃ রাইগু ও মিসেস্ রাইগু আর ডাঃ স্পিডি ও মিসেস্ স্পিডিও ছিলেন। দেখলাম, শিশুদের কাজে উৎসাহ দিতে কার্পণ্য কারুরই নেই। মহৎ ব্যক্তির কৃপা কণাই আমাদের কৃতিত্বের পরিচয়। অভিনয়ের পর প্রেসিডেণ্ট সাহেব, সেক্রেটারী মহাশয়, হেড্ মাষ্টার মহাশয়, আকেলা, বালু, বাঘিরা প্রভৃতি সহ কাবেদের ফোটো লওয়া হয়। অবশেষে ময়দানে প্যাকের বিভিন্ন খেলা দেখান হয়। খেলার মধ্যে একটা খেলা সব চেয়ে চমৎকার হয়েছিল। আমাদের মধ্যে একজন মাটিতে মাথা রেখে উর্দ্ধ পদে পাঁচ মিনিট কাল ছিল। পি, জি, বৈদ্য, যার নাম প্রেসিডেণ্ট সাহেব দিয়েছেন গগ্‌ল (Goggles), দেখালে ম্যাজিক। তার মজা দেখাবার ক্ষমতা অদ্ভুত। দর্শকদের সে খুবই মুগ্ধ করেছিল।

জীবন নাট্যের অনেক অভিনয়ের কথাই ভুল হ'য়ে যায়, কিন্তু এই যে কৈশোরের কাবের খেলার অভিনয়—এ অভিনয় চিরদিন অন্তরে উজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে। ঐ দিনের অপরাহ্ণ জীবন সন্ধ্যার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রাণে আনন্দোজ্জ্বল আলোক পাত ক'রবে।

আহবান

—শ্রীঅমিয় কুমার রায়চৌধুরী।

স্কাউট ভায়েরা ডাক দিয়ে বলে সময় হয়েছে আজ
গাইড বোনেরা আয়রে ছুটে বুঝেনে তোদের কাজ।
সুমুখে জ্ঞানের পথটি উদার তোদেরও তায় আছে অধিকার
বোনেদের ছেড়ে ভায়েদের যত বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান,
ব্যার্থতার ঘোর কালিমায় হয়ে যাবে চির ম্লান।

ভায়েদের তরে সংগ্রাম আছে, বোনেদের তরে সেবা,
গাইডদের ছেড়ে স্কাউট ভাইদের সাথী আর আছে কেবা?
সেবা হোক তোর ব্রত, সেবায় হওরে রত।
তোদের সেবায় স্কাউট ভায়েরা ফুলিয়ে তাদের বুক
সইবে নিতুই হাসিমুখে কত অশান্তি আর দুখ্।

তোরা যাতে হাত ছোঁয়াবি, তাহাই হবে রাঙ্গা,
তোদের কোমল পরশগুণে, জুড়ে যাবে সব ভাঙ্গা।
লক্ষীদেবীর আসনখানি বিছায়ে তোরা দেনা আনি,
প্রতি ঘরে ঘরে রচি দে নিত্য নব নন্দন বন
বাঙ্গালীর মেয়ে, লক্ষীর ছায়া মনে রেখো সব বোন।

তোদের হাতেই সঞ্জিবনী, ওরে মরণ জয়ীর দল,
প্রেমের জোরে করবি তোরা মৃত্যুরে বিকল।
সাবিত্রীর জ্যোতির টিকা বেহুলার তাপের শিখা,
চিরতরে, ললাট পরে করুক রে জ্বল্ জ্বল্
প্রেমের জয়ে মুখটি তোদের হয় যেন উজ্জ্বল।

তোদের জ্ঞানে, তোদের জয়ে বাংলা ভাইয়ের সুখ
হর্ষে তোদের আনন্দেতে দুলে উঠে তার বুক।
মুখেতে তোদের স্বরগের ভাষা অন্তরেতে শুধু ভালবাসা।
স্নিগ্ধ তোদের নয়নে লুকান কতই মমতা কতই লাজ
ঐ নয়নেরই তীব্র শিখা দুনিয়ায় জয় করবে আজ।

———

—শ্রীনরেশ মজুমদার

দুই চোর একবার গেল এক বাড়ীতে চুরি করতে। বাড়ীর মালিক বুঝতে পারলেন যে চোর এসেছে। তিনি জানলা দিয়ে মুখ বার করে বললেন "বন্ধুগণ আমরা এখনও নিদ্রিত হই নাই। তোমরা একটু পরে এস।"

* * * * *

দুটি বালক পেয়ারা খাবার জন্য গাছে চড়লে। তাদের পিতা দেখে ফেললেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন—কেন তারা গাছে উঠেছে।

"বাবা ছোড়দা পেয়ারা খেতে চায় তাই সে গাছে উঠেছে?"

"তুমি উঠেছ কিসের জন্য?"

"আমি ছোড়দা ছাড়া থাকতে পারিনা তাই তাকে অনুসরণ করেছি?"

* * * * *

শিক্ষক—রাম, বলতো 'ডিমটা' পুংলিঙ্গ না স্ত্রীলিঙ্গ?

রাম—মাষ্টার মশায় এ যে বড় শক্ত প্রশ্ন—

শিক্ষক—শক্ত?

রাম—আজ্ঞে যতক্ষণ ডিম থেকে ছানা না হয় ততক্ষন কি করে বলবো পুংলিঙ্গ না স্ত্রীলিঙ্গ?

* * * * *

কোন এক গ্রাম্য ভদ্রলোক তার পুত্রকে চিঠি লিখছেন—

"প্রিয় বাদল—আমি তোমার সম্বন্ধে অনেকের কাছে অনেক কথা শুনেছি। তোমার খারাপ ব্যবহার আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তুমি দিন দিন অধঃপতনে যাইতেছে। যদি ডাকে যাওয়া সম্ভব হয় তবে তুমি আমার কিছু "কিল—চড়—ঘুসি" গ্রহণ কোরো। অনেকদিন প্রহার খাও নাই। এতে তুমি একটু শুধ্‌রোতে পার। আর তোমার মা তিনি সর্ব্বদা তোমায় আস্কারা দিয়ে তোমার মাথা খেয়েছেন। এই চিঠির সঙ্গে তুমি একটা পঞ্চাশ টাকার নোট পাইবে। আমাকে না জানিয়ে তোমার মা পাঠাচ্ছেন।"

ইতি তোমার বাবা।

আঁধার-আলো ঃ—

এই খেলাটী খেলতে হলে, ছেলেদের দুটী circleএ ভাগ করতে হবে, আর একজন হবে Signalman। এবার Signalman ছাড়া সকলকে চোখ বুঁজতে হবে, তারপর "যাও" বল্লে প্রত্যেক circleএর এক নম্বর তার ডান দিক দিয়ে (চোখ বুজে) circleটির চারিপাশ ঘুরে নিজের জায়গায় এসে দুই নম্বরকে ছুঁতে হবে। এবার দু নম্বর ঐ রকম যাবে। কিন্তু খেলা হবার সময় Signalman যখনই "আলো" বলে উঠবে তখন সকলেই চোখ খুলতে পারবে ও আঁধার বলেই আবার চোখ বুজতে হবে। যে সিক্স আগে শেষ করতে পারবে তারা জিতবে।

দিক নির্ণয় ঃ—

খেলার জায়গায় দড়ী দিয়ে একটা বড় circle কর ও তার ভিতর ২।৪টা জিনিষ ফেলে রাখ (ধর একটা জুতা, একটা টুপি, একটা ছুরী) তারপর একটা পেট্রলকে circle এর ভিতর গিয়ে চোখ বাঁধতে বল—এবার তাদের ২।৪ বার right turn, left turn করিয়ে একটা কোন নির্দ্দিষ্ট দিকে যেতে বল। স্কাউটরা, কিন্তু ঐ জিনিষগুলা অনুভব করে নির্দ্দিষ্ট দিকে যেতে পারে। প্রত্যেক পেট্রলকে এইরকম করতে হবে তারপর যাদের বেশী ছেলে ঠিক দিকে যেতে পারবে তারা জিতবে।

Scraps from the Jungle

Brown Tip

"Good Night"

This song was sent to me by Scouter C. Krishnasawami, D. C. M. of Madras. It is sung to the tune of "Frere Jacques" or "Mowgli's Hunting". Some Packs may prefer to sing "Angels guard you" as an alternative first line of the second verse.

1. Day is ending,
   Night descending ;
   Work and fun
   Both well done ;
   All the world soon sleeping,
   Stars their vigil keeping :
   Good-night all !!
   Good-night all !!

2. Sweet dreams guard you,
   Rest reward you ;
   Till the morn,
   Come new-born,
   Life and strength restore you,
   For the day before you :
   Good-night all !!
   Good-night all !!

Leap-Frog

Leap-frog is a game all English boys play, but it does not seem to come naturally to boys in this country and it is very rarely well done in India. Mistakes are generally made in two respects : get these corrected, and you will find that leap-frog ceases to be just a Cub Star Test and becomes good fun.

(1) STANCE (or the way of 'getting down'). Stand with your back to the leap-froger, not sideways on. Have one foot in front of the other and a little to one side, not in a straight line. Bend down and grip with one hand on each leg just above the kneecap. The rear leg will be almost straight, the front one slightly bent. Tuck you head well in and keep it there till everyone has gone over you. It is foolish to lift it after each leap.

(2) SPACING. If you are in a line or a circle, there must be at least five yards between each boy, so that you can get a run before each leap. It is impossi-.e to leap-frog neatly and properly without this preliminary run.

ood Turns

Here is an idea I have used with great success. At a Cubs meeting, send ıe boys out for, say, 15 to 30 minuts, to do good turns. They can go singly, r in pairs, or in Sixes At the end of the set time, all return and report what they have done. It is wise to set a definite area outside which they should not go.

Reprinted from the 'Calcutta Diocesan Record', Vol. XXIII, No. 9, December, 1934.

We be One blood

Brown Tip,

'A Scout is......a Brother to every other Scout'

ONCE upon a time, not very long ago, a Commissioner person was invited to inspect a new Pack of Wolf Cubs in a certain great city. The Commissioner was a European and the Cubs were Indians, and neither party was very good at the language of the other; but the Commissioner knew from experience that the brotherhood of the Scouts is sufficient to overcome this difficulty. On an evening he donned his uniform and went visiting.

He found a Pack of about fifteen boys from poor homes, with uniform very incomplete and little knowledge of Cub work, for their Akela (or Cubmaster) was also new and untrained; but Akela and Cubs both had plenty of the Cub spirit.

The Pack fell in, were inspected, and proceeded to do such things as Cubs ordinarily indulge in everywhere. That is, they did a Grand Howl and made other queer noises, enjoyed themselves at those bits of play acting which are called Jungle Dances, learned something about the Union Jack, and especially played a number of active games. During the first part of these proceedings, the Commissioner had a large garland placed round his blushing neck and a beautiful bouquet pushed into his left hand, and was made to sit—feeling more than a little embarrassed—in a chair of state at the head of the room. But very soon he was allowed to discard these emblems of his dignity, and mixed happily with the Cubs on the floor.

When it was all over, and the Commissioner had done his duty in the Visitors' Book, he gave a little talk to the Cubs which was translated into their own language by Akela so that they might understand properly. He said—and he meant it—how much he had enjoyed himself; he said that the Pack had made a good beginning; but he said that they must go hunting with other Cubs as soon as possible and as much as possible, to help them to understand that it was a world-wide brotherhood which they had joined.

An Invitation

When he had got so far the Commissioner person remembered that there would be no rallies for some time, and that he had a Pack of his own. So he ended by inviting the new Pack to visit his Pack next week, and they said they would like to very much. So it was all arranged.

The Commissioner's Pack was very different from the new one. It was at a big Anglo-Indian boarding school, and it was the biggest and one of the oldest Packs in the city. Moreover, it had just won the biggest competition in that part of the country, and the Commissioner (whom we shall call Akela in future) was

just a little afraid that the Cubs might get swollen heads. He told them about the invitation to the new Pack, and asked them to be nice and helpful to their guests. He knew he could not come before five o'clock, and as he was not quite certain whether the two very different sets of boys would mix well, he arranged for Baloo, his Assistant Cubmaster, to be there by 4-30 lest the visitors should arrive early.

Well, the day came. Akela rushed down to his Pack at five o'clock. There were no Cubs waiting for him at the gate as usual. He learned, with some dismay, that the visitors had arrived half an hour before, and that Baloo had not been able to come at all. That meant that there had been no grown-up to see to a proper welcome. He hurried round to the field where the Cub meetings were held, more than half expecting to find the two sets of Cubs standing awkwardly apart and eyeing each other with suspicion.

THE BROTHERHOOD

But he might have spared himself the anxiety. The new Cubs had little or no uniform, and their Cubmaster was in *dhoti* and shirt and shaven head, but as soon as they had appeared at the schoolgate the Cubs had swooped on them and carried them off in triumph, They had been amusing by doing all the Jungle Dances for them—as they *stoule* be done !—and were now romping about together like old friends, some of them arm in arm.

For the next hour Akela led an ordinary Cub meeting with the two Packs mixed up and working as a happy family. If it had not been for the uniform you would have thought them all one Pack—except for a certain unmistakable smartness and greater efficiency about the older Pack. But the little visitors were never laughed at or made to feel awkward when they made mistakes. There was one respect at least in which they more than held their own ; a Sixer said to Akela, 'Don't they speak English well ? Much better than we speak their language.' There was not a single untoward incident to spoil the happiness of a perfect untoward incident to spoil the happiness of a perfect evening. At the end, as a special treat, everyone had a bottle of lemonade which he had first to knock over with a tennis ball. And because some of the visitors couldn't throw properly, their hosts quietly tipped the bottles over for them and pretended they had been hit. And the naughty Cub of the Pack went off to the school of his own accord to bring a glass for the visiting Cubmaster to drink from.

When a last Grand Howl and prayers had been taken, and the visitors had departed amid much hand-shaking and shouted farewells, the Pack told Akela they had never had a better Hunting and asked him to invite the others again. And Akela walked home with a full heart—full of thankfulness to God who has made us all to be of one blood and has made the heart of a child so wonderful, and thankfulness for the present reality and greater possibilities of the brotherhood of the Scout.

Our Annual Camp at Deoghar.

By DWIPEN SEN.
15th/II Calcutta Troop
Hare School

Camping is the most important factor of Scout training. In a Camp Scouts have to lead a well-regulated life under rigid discipline. There they have to depend on themselves wholly. No one comes to cook their food and to supply them with the necessaries of daily life. As a result they learn the lesson of self-help.

With this motto our troop holds camp once in a year during Christmas holidays. This year we held our camp at Deoghar some 206 miles off from Calcutta.

On 22nd December 34 the party consisting of 14 Scouts and 2 Scouters left Sealdah Station by Sealdah Delhi Express. The tremendous rush of passengers put us in grave the difficulty as regard accommodation and consequently the night journey could not be said a comfortable one. Still we were not wanting in joy. The whole night was spent in merry making.

The train rushed on and gradually the pitch darkness of night melted away and serene mellow light of morn peeping from the distant horizon came over the the face of the earth to reveal the charms of nature. In the morning at 7 A. M. we reached Jasidhi Station and crossed the over bridge with our kits to catch the train waiting there for Deoghar. We reached Deoghar by 7-30 A. M. and marched in to R. K. Mitter School building. We were cordially received by the Headmaster who gave us three rooms. We at once cleaned the rooms.

Then the whole troop was grouped into two patrols Nakul and Sahadeb under Tarit Mitter and Habibullah respectively. Mr. G. G. Roy was elecled Camp Chief nd Mr. Otul chakravorty the Deputy Camp Chief. After a short rest we took our morning tea and after we arranged our seats in our rooms.

At noon D. C. C. handed over to us the Camp routine. It is no denying the fact that a camp is taken to be a successful one when the camp routine is strictly followed. Now in order to enhance zeal and enforce punctuality our Camp Chief started Inter patrol competition. No doubt the routine was well timed but it kept us hard working from morn till night at 9 P. M.; of course we found ample time to exchange our ideas and mutual thoughts among us.

At 6 A. M. Reveille called us out from our bed and at 6-30. D. C. C. would take us out on the field for Physical jerks. At 7 A. M. we would get our morning tea and bread and at 7-30. we would get ourselves ready for inspection. Just at 7-45 C. C. and D. C. C. would come to inspect our uniform and rooms. So minute they were that even a piece of paper or thread would not escape their eye. Inspection over we would attend the morning prayer and Flag Salutation after which instruction classes were held. Just at 11 A. M. D. C. C. would take us by a well near by for bath and at 12 noon C C's whistle blow out for lunch. After lunch there was 2 hours compulsory rest. After that up to 4 P. M. the time was devoted to spare time activities. In the afternoon at 4-30. Camp Chief and D. C. C. would take us on the field for games or take us out for rounds. At 9 P.M. We used to take our dinner and at 10-15 P. M. Camp Fire was held. Lights out at 11 P. M. One new item was introduced in the Inter Patrol competion i. e. Diary writing by every Scout. This is a very nice idea as it gave us bright opportunity for expressing our personal opinions about the system involved in the Camp.

The day before we started for Calcutta was a very remarkable day. We went to Trikut Hills some 20 miles from our spot. We covered the distance in a bus. We reached Trikut in the morning at 7 A. M. After having our morning tea and bread we set out for climbing the top. We reached the highest peak in two hours. When we were climbing we thought as if we were going to conquer an unexplored land. We spent the whole day there and in the evening we came back to our spot. Next morning we started for Calcutta and in the evening at 7 P. M. we reached Calcutta after a week's sojoun journey. Really this is one of the best camps I have attended. No Scouts should miss his own camp.

DUTY

—ROVER N. MAJUMDER.
(JAPAN

When thou goeth in the morning,
To begin the work of the day,
Neglect not the little chances
You findeth along the Way ;

* * * *

For helping anothers burden,
And speaking a word of cheer,
You findeth your own cares lighter
And easier far to bear."

Story-Telling to Children.

Do you know what stories mean ?

A good story teller always remembers the following :—

S—**Stands for Suspense**. Suspense and Surprise are two things which make the story successful. It creates a throbbing sensation in the heart, a wilfull desire to follow the story attentively, "What comes next ?"

T—**Means Telling.** Much depends upon the way you tell the story. Proper atmosphere is necessary. Appropriate facial expression and movements of the body add to the life of the story. The story becomes more vivid. The worst offender can be converted easily by a beguiling tale.

O—**Stands for Order.** Perfect silence is necessary when you tell a story. Of course this depends partly on the capacity and personality of the teller and partly on the responsive power of the listeners. A good listener is not made in a day. It depends on the practice of listening stories.

R—**is for Romance.** Items of romance must be included. Romance sets up a flow of thrill throughout the body and mind—a joy to stir and feel the emotional muscles of the soul. Boys are romantic by birth. Extreme imagination of children is met by romantic touches in story. Occasional humour is good.

I—**The importanc of I is impression.** Success of a good story depends only upon its ability to leave an impression on the mind of the boy. The story must be impressive.

E—**means Earnestness** The story teller must be earnest about his object. Earnest effort is always crowned with success. Stories should be prepared before hand. A previous preparation makes the story better and without any flaw. Potted stories are best. The story to be told, should be appreciated by the teller himself firstly.

S—**This again means Simplicity**. The narrative should be simple. The wordings and plans' should not be complicated. A simple story, simply told has enormous value.

Stories are generally of the types long, short and serial kinds of stories—(1) Nature stories (2) Scientific stories (3) Historical stories (4) Geograpical stories (5) Religious stories (6) Mythological stories (7) Folk tales (8) Fairy stories (9) Romantic stories (10) Nonsense stories (11) Heroic stories (12) Jungle stories (13) Serials (14) Stories of every day life and real stories (15) Pathetic stories.

Nature stories—open the eyes to the colour and happenings of nature, establishes close relationship with nature, hence God.

Scientific stories open to the boys a wide world of human intelligence and achievement. Historical stories picture brightly the brave days of old, gives a national tone to the mind, injects a feeling of patriotism. Geograpical stories make the acquaintance with various places possible. A clear idea about habits, manners

and details of other countries. Stories of children of various nations are interesting.

Relegious stories—The importance of this type of story need not be overemphasised. It develops the spiritual experince and encourages the religious feeling, latent in every children. Submission to God. Mythological stories are sometimes religious, sometimes heroic, sometimes very sad, are very good from the point of view of nationalism and traditions of a nation.

Folk tales—The more is the need for these stories now a days Now the Grand mothers are very seldom story teller. But that's no reason why children should be deprived of this after dinner pastime.

Fairy tales are marvellous. A fairy story feeds the imaginative tendency of every children (who love to roam in a fairy land of dream).

Romantic stories—Boys love romance, hence its' necessity.

Nonsense tales—Tales with a tail of humour, only for sake of humour

Heroic stories—develop the knightly spirit in the boy, inject a glamour of heroism and make good sportsman.

Jungle stories—The splendid picture of wild life, stories of animals, the boys appreciate very much. We get plenty of romance and imagination.

Serials may be of various type, one prime value is that it is a good medicine for general slaking and irregularity. Real stories are good for boys·

Pathetic stories and ghost stories are to be avoided, specially in case of children.

Do You Know ?

—EMKAY

1. Tincture Iodine stains on clothings can be at once removed by washing with a weak solution of Hypo (very common salt used by the photographers).

2. Distorted Ping-pong ball can be made spherical by holding the distorted portion towards a fire. What happens is this—The air inside the ball on being heated expands and thereby exerts a pressure on the inner side of the ball, as a result of which it gains back its original shape.

3. Brown or coloured shoes can be brought to its original colour by washing it with petrol.

4. Scout is thrifty.—When your hoses wear out at the toes and heels, don't throw them over. They will help you when you will be using a pair of boots.

5. Plasticin (plastic mass used for making models) can be made at home very easily. This is made by beating ordinary chalk and linsid oil in desired proportion with some amount of "Rajan" this makes nice plasticin. You can add colour according to your choice. (without 'Rajan' the mass becomes hard after some time.)

6. Removing paint stains :—Sometimes after a window frame has been painted several little specks of paint will be on the glass and when hardened they become very difficult to remove. By rubbing a pice over them with a circular motion, however they can soon be made to disappear.

7. WHAT 'SCOUT' SPELLS :—Have you ever realised what scout spells and means ? It is quite worth remembering.

Smartness
Courtesy
Obedience
Usefulness
Trustworthiness.

I hope every scout will carry out these points in their daily work.

———

Frankston Jamboree Scout Song

Tune same as "Back to Gilwell"

I used to be a scout
and a jolly fine scout too
But since I finished my scouting
I dont know what to do
And now I am old and feeble
I can scout no more
So I am going to work my ticket
Back to India happy land
I am going to work my ticket if I can.

* We hope to publish more about the great International Jamboree in the next issue.

Notes & News

By Ronen Ghose.

1. The warrants of Appointment of the following Scouters have been issued by the Provincial Headquarters :—

Christo Charan Pande as Scoutmaster, 1st Sarenga Troop, Bankura

Edgar William Hollands as District Scout Commissioner, Tipperah Local Association

Sailendra Nath Mitter as Asst. Scoutmaster, 22nd/II Calcutta (Rani Bhabani School) Troop, Calcutta

Sudhansu P. Biswas as Scoutmaster, 4th/II Calcutta (St. Paul's) Troop, Calcutta

Amiya Kumar Sen as Asst. Cubmaster, 4th/II Calcutta (St. Paul's) Pack, Calcutta

Satchidananda Bhattacharjee as Asst. Scoutmaster, 8th/Calcutta (Open) Troop, Calcutta

A. F. Ziauddin Ahmed as Scoutmaster, 32nd/II Calcutta (Moslem Orphanage) Troop, Calcutta

Ajit Kumar Ghose as Group Scoutmaster, 4/th III Calcutta (Ashutosh College) Group, Calcutta

Ajit Kumar Ghose as Rover Scout Leader, —do— —do—

Tarapada Chattarjee as Scoutmaster, —do— —do—

Habibuddin Ahmed as Cubmaster, —do— —do—

Anath Bandhu Dutta as Asst. Cubmaster, —do— —do—

Paresh Nath Banerjee as Scoutmaster, Rangpur Zilla School Troop, Rangpur

Edwin Roy Nester as Cubmaster, 9th/I Calcutta (Calcutta Boys School) Pack, Calcutta

Veynon William Human-Raphael as Asst. Scoutmaster, 3rd/I Calcutta (Old Mission) Troop, Calcutta

Phoni Bhusan Chowbey as Asst. Scoutmaster, 1st Sarenga Troop, Bankura

Radha Krishna Bagchi as Asst. Scoutmaster, Sardah H. E. School Troop, Rajshahi

Radha Krishna Bagchi as Cubmaster do do

Rai Sahib Monoranjan Mitra as District Scout Commissioner, Dacca Local Association

Manindra Bhusan Roy as Cubmaster, 1st Victoria Academy Pack, Mymensingh

Atul Chakrawarty as Cubmaster, 5th/II Calcutta (Hare School) Pack, Calcutta

2. The following Packs, Troops, Crews and Groups are registered :—

33rd Troop (Open) 5th Pack (Hare School) 20th Pack (Saraswati Institution)	Second Calcutta Asscn.
Sibpur Troop	Howrah Local Asscn
9th Pack	North Musrhidabad Local Asscn.
1st Juvenile Jail Troop ...	Berhampore Local Asscn.
1st Rover Crew	Mymensingh Local Asscn.
Sardah H. E. School Group ...	Rajshahi Local Asscn.
Ratna M. E. School Pack ...	Malda Local Asscn.

3. Training Camps :—The following Scoutmasters' Training Camps have been arranged :—

(a) Mainamati Hills, Comilla from 17th—27th Feb. '35
(b) Ganganagar Camp Site from 2nd—14th March '35
(c) Noakhali from 19th—29th March '35

4. **Cubmasters' Course** :—Two Cubmasters' Courses were held at the spacious compound of the Guru Training School at Jalpaiguri from 10th to 14th December 1934 and then again from 15th to 19th December 1934. The campers hailed from the remotest villages within the district of Jalpaiguri. The total strength of both the Courses were 76. Mr. Bipul Banerjee, the Dist. Scout Commissioner of the Jalpaiguri Local Association acted as Akela and Messrs. Ronen Ghose and Monoj Khan from the Provincial Headquarters helped him as Baloo and Bagheera respectively. Nawab Mushroff Hosain, a local Zamindar supplied foodstuff for the campers of the second camp and which was very much appreciated by the campers. The camps were visited by Mr. Hiron Mukherjee, the P. A. to the Commissioner, Rajshahi Division. Our hearty thanks are due to Nawab Sahib, the Dist. Cammissioner, the Headmaster of the G. T. School and Scouter Siddique Ahmad for their help and support without which the camps would not have been successful.

5. **Steamer Party** :—Second Calcutta Boy Scouts Local Association spent a very pleasant outing on 6th January 1935 when they met their Dist. Commissioner Mr. Profulla Tagore at a Steamer Party. The Steamer Party is the first venture of its kind by them and proved to be a signal success. The Hon'ble Justice Sir. Manmathanath Mukherji, Kt. the Vice-President of the Association, Messrs. T. J. Hornblower and R. S. Arthur, the Dist. Com. and Asst. Dist. Com. respectively of the 1st Calcutta Boy Scouts Local Association were amongst others at the Jetty to see the boys off. The Ferry Steamer "HOWRAH" left with about 300 Scouts and Scouters in full uniform at 12 noon. On board the steamer a very interesting programme was gone through which included games, skits and songs. The playing of the Bagpipes by the Calcutta Muslim High School Troop and the Oriental Seminary Scout Band were much appreciated by the guests present which included amongst others were the Hon'ble Mr. Justice D. N. Mitter, Capt. P. De, Messrs. N. N. Bhose and Saroj Ghosh. A visit to the Botanical Gardens was

arranged on the return journey and a Group photograph was taken there. Scout Amar Sen Gupta of the 17th Troop was presented with the "Bushman's Thong" by the Dist Com. amidst great applause.

6. **Provincial Secretary** :—Mr. N. N. Bhose, B. A. (Cantab), Barrister-at-Law D. C. C., M. M., has been appointed as the General Secretary, All-India Boy Scouts Association and has joined his office at Delhi. He has been succeeded by Mr. Boren Bosu, Barrister-at-Law an old Scouter as the Provincial Secretary, Bengal. We all join hands with Scouts and Scouters throughout Bengal in wishing him long life and health to perform the duties that has been entrusted to him by His Excellency the Chief Scout and Viceroy of India. We also accord a hearty welcome to his snccessor Mr. Bosu and assure him of our very best cooperation. We wish Mr. Bosu a successful career.

7. **Australian** Jamboree :—One of our old Scouters Mr. Benoy Ghose, who is now the Organising Secretary of the Dhenkanal State Boy Scouts Association went to the Jamboree. He paid the Provincial Headquarters a visit and handed over to Mr. Bosu two small flags of the Jamboree and a "Boomerang", a native weapon, made of wood as a symbol of "Love and Friendship" from the Chief Scout of the World. Mr. Ghose gave a talk of his experience of the Jamboree at the Den of the 10th/II Calcutta Rover Crew during his stay in Calcutta. There was a fairly large gathering of Rovers who enjoyed the talk very much and ransacked the magazines, snaps and other things brought out by Mr. Ghose from Australia. The host Dr. B. N. Basu, R. S. L. entertained all his guests with light refreshment.

* * * *

Teaching the Scout Law.

Draw a set of ten "pigeon holes" as in the diagram, and place in each one in order the key-word of one of the clauses of the Scout Law.

HONOUR	LOYALTY	HELPFULNESS
BROTHERHOOD	COURTESY	FRIENDSHIP TO ANIMALS
OBEDIENCE	CHEERFULNESS	THRIFT
	CLEANLINESS	

The first three - Honour, Loyalty, Helpfulness—are the laws of "Personal Character", the second three indicate our "Duty towards our neighbour", the third are the laws of ' Self control"; and the fourth "Cleanliness"—is the pedestal on which all stand ("for it supports us in every moment of our lives, alike in our actions, words and thoughts"). Help the boy to learn to explain each keyword in his own words and give instances of how to keep the law. Then let him learn the Chief Scout's words. He will be able at any time to see the picture in his mind's eye.
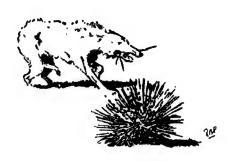
একাদশ বর্ষ] মাঘ ও ফাল্গুন—১৩৪১ [অষ্টম ও নবম সংখ্যা

ব্যর্থ

—শ্রীনরেশ মজুমদার।

আমি গাইব তোমার গান— ?
কই শুনলে আমার গান
নিলে নাত তুলে তুমি
আমার অর্ঘ দান।
যখন নিলাম বীনা তুলে
বারেক তুমি চাইলে ভুলে
আমার বীনার মলিন তারে
নাই কি সুরের প্রাণ।

* * * *

বৃথাই কি মোর গান—
নাচলো না যে গানটি শুনে
তোমার করুণ প্রাণ।
সুরটা না হয় নাইবা আছে
আমার প্রাণের গোপন সুরেই
গাইবো তোমার গান।
দেখি তুমি কেমনে থাক
বন্ধ করে কান
আমি গাইব তোমার গান—।

পরশ পাথর

—স্কাউট শ্রীশ্যামাচরণ মিত্র

স্কুল বোর্ডিং। অচিন্তনীয় দুষ্টুমি ও অনন্ত স্বপ্ন দেখার প্রদর্শনী। সারাদিন ছেলেরা আড্ডায় মশ্‌গুল হয়ে আছে—একেবারে নির্ব্বিকার, বেপরোয়া। অবশ্য এরকম হবার কারনও আছে যথেষ্ট। এই সবে সেদিন ওদের Annual Examination হ'য়ে গেল—resultও বেরিয়ে গেছে—বোর্ডিংএর সবাই প্রমোশন পেয়েছে। স্কুল খোলবার এখনও ঢের দেরী, তাই সবাই হয়েছে যেন নূতন শরতের ভোরের আলোয় ঝল্‌মল্‌ করা নদী।

বিপিনের ঘরে তাস, অজিতের ঘরে ক্যারম্‌বোর্ড, বীরেনের ঘরে আড্ডা আর চা টোষ্ট (এটা একদিক দিয়ে ভাল, এর জন্য বোর্ডিংয়ের চাকর ভজহরির ট্যাক ভারী হচ্ছে) প্রভাসের ঘরে ওয়ার্ড মেকিং এণ্ড টেকিং, আর নির্ম্মলের ঘরে একগাদা গল্পের বই। এ ছড়া আরও রকম রকম ভ্যারাইটীর ঘর আছে; যার যে রকম রুচি, সে সেই রকম ঘর বেছে নেয়। অজিতের ঘর থেকে গোলমাল উঠে, "রেড্‌খানাকে টাচের মার লাগা, নিশ্চয়ই পকেটে পড়বে—" "বীরেনের ঘরে আলোচনা চলে, "কে গভীর রাতে একা এরোপ্লেন চালিয়ে Atlantic পার হবে, মেজর সিগ্রেভ ঘণ্টায় দুশো মাইল মোটর কি করে চালায়, আফ্রিকার গহন বনের অধিবাসী কোন জাতি পনেরো মিনিট রোদে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে মারা যায়, ব্র্যাড্‌ম্যান, হবস্‌ কি রকম খেলছে, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কসের নতুন ফিল্ম কি, ইত্যাদি—" আর মাঝে মাঝে চিৎকার "ভজা, চা, টোষ্ট, মামলেট!" প্রভাসের ঘরে প্রভাস তখন চেম্বার্সে 'Phsloprogeniveness'এর মানে দেখে, আর নির্ম্মলের ঘরে রবিবাবুর "মুকুট" আর সুনির্ম্মল বসুর "বন্দীবীর"এর কথা চলে। সমস্ত বোর্ডিংএর উপরে, শরতের হিল্লোল, বসন্তের রূপে দপান্বিতা।

একেবারে মাঝের ঘরটা ছিল ওয়ান্‌-সিটেড্‌। সেটাতে যে থাকতো তার নাম ছিল শিশির রঞ্জন; কিন্তু বোর্ডিংএর ছেলেদের কাছে সে নাম পেয়েছিল রঙিন শিশি বোর্ডিংএর কার সঙ্গে যে তার ভাব ছিল, আর কার সঙ্গে যে ছিল না, তা কারুর জানা নেই। তবে এ সবাই জানতো যে শিশির কবিতা লেখে।

ওর ঘরে গভীর নিস্তব্ধতা। সবার ঘরের পালিয়ে-যাওয়া নীরবতা যেন ওর ঘরে বাসা বেঁধেছে। ওর দুদিকের ঘরে গোলমাল চলে, কিন্তু ও ওর কল্পনার জগৎ, ওর ঘরে ব'সে কবিতা লেখে, ও যেন সত্যিই একটা রঙিন শিশি। ভেতরের জিনিষকে জানা না থাক্‌লে অথবা তার আস্বাদ না নিলে তাকে বোঝবার উপায় নাই। তবে সব চেয়ে সত্য কথা এই যে ও কবি, এই ওর বড় পরিচয়—এই ওর আসল রূপ।

কবির কবিতার আদর নেই বোর্ডিংয়ে, আছে বিদ্রূপ ও অপমান। বোর্ডিংয়ে ছেলেদের সঙ্গে সেদিন যখন 'সরস্বতী স্পোর্টিং' চ্যালেঞ্জ করলো ক্রিকেট, তখন ছেলের অভাবে কবিকেই নামানোর প্রস্তাব হোল। সরস্বতীর দলে ভাল ভাল প্লেয়ার আছে—শঙ্কর, বিজয় ইত্যাদি ; তাদের হারানো চাই। তাই বোর্ডিংয়ের ছেলেরা কবিকে উপদেশ দিতে লাগলো খেলা সম্বন্ধে।

বিপিন বল্লে "ওরে শিশি, তোর ভেতরের মিস্তচারকে একটু নাড়াচাড়া দিয়েনে—তোকে খেল্‌তে হবে শ্লিপের থার্ডম্যান। অরুন, সুনীল অনিল আপাততঃ তোলা থাক্ সেল্‌ফে—" কবি নীরব। 'মৌনং সম্মতিলক্ষনম্' বোধ হয়।

কিন্তু খেলার দিন কবিকে পাওয়া গেলনা। ও বোধ হয় অনন্ত লোকের সন্ধানে গেছে। ছেলেরা এত রেগে গেল তাতে বোঝা গেল যে কবি তখন কাছে থাকলে ভস্মে পরিনত হোত। যাক্ সেদিন কবিহীন খেলা, আর ছেলেরা কোন রকমে ড্র রাখলো। তারপর সন্ধ্যায় বোর্ডিংয়ে ফিরে এসে অর্দ্ধেক নিরাশায় আর অর্দ্ধেক উল্লাসে ওরা চালালো 'কবি সংহার কাব্যের' অভিনয়। বিস্তর চেঁচামেচি, লাফালাফি করে, ডু'ঘণ্টা ধরে ছেলেরা যা বল্‌লো তার সারমর্ম্ম হচ্চে এই "তুমি মর, মরে কপি হও।" তোমার অভাবে আমাদের মত বন্ধু পেয়ে তোমার গর্ব্বিত হওয়া উচিত, তা না হয়ে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি—"

দিন যায়। কবির জীবন চলে কবিতায়, কর্ম্মীর জীবন কর্ম্মে। বোর্ডিংয়ের ছেলেদের কাছে কবি একটা হেঁয়ালিই থেকে যায়। ওকে চেনা যায় না, ওকে বোঝা যায় না।

এদিকে ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠে সবাই পড়ায় একটু মন দিল। বিপিনের তাসে ময়লা ধরে গেল। বীরেনের চায়ে অরুচি। বোর্ডিংয়ের জগতে এর মধ্যেই শীত। তরুণদের প্রাণের বনে শূন্যতার ডাক এয়েছে, উল্লাসের নদী আজ শীর্ণ, সজীবতার মুক্ত হওয়ার রুক্ষ।

ছেলেরা কয়েকদিন ধরে কবিকে ঠাট্টা করতো না। হঠাৎ কিন্তু একদিন আবার পুরোনো অভ্যাস দেখা দিল বিপিনের জন্য। বিপিন একদিন কবির একখানা খাতা কোন ফাঁকে সরিয়ে এনে দেখে, তার মধ্যে অসংখ্য রঙিন ছবি আঁকা। প্রেম, সত্য, ব্যার্থতার আঁধার সেই খাতা—প্রাণের উদ্বেল কল্পনার নিদর্শন। তার প্রথম কবিতা একটু গর্ব্বময় বিনতি—কিন্তু সরলতায় পূর্ণ—

"বয়সের আলোয় আলায় দেখে,
ভাবে যারা সবই ফাঁকি,
বিহান বেলার নব সূর্য্য লেখে
কত জ্যোতিলিপি দেখে কি ?"

আর ছেলেদের পায় কে ! ওদের মুখ দিয়ে বিদ্রূপ ছুটলো শ্রাবনের স্রোতের মত

—ভাঙ্গনের বিরাট শক্তি নিয়ে। —"কত বয়স হে তোমার? বড় বড় চুল মাথায় রেখেচ বলে ত গোঁপ দাড়ি ওঠবার ক্ষমতা চুলের উপর দিয়েই চলে যাচ্ছে। আবার 'বিহান বেলার নব সূর্য্য'—যাক্, শীতের দিনে আমাদের কষ্ট পেতে হবেনা! পাগল—রাবিস্"!

এদিকে টেষ্টের আগে পূজোর ছুটিতে বোর্ডিংয়ে ছেলেদের সুপ্ত আড্ডার শক্তি আবার জেগে উঠলো। কে একজন ইংরেজ কবি নাকি বলেছেন, "If Winter comes, can Spring be far behind?" কথাটা খুবই সত্যি—তার প্রত্যক্ষ প্রমান হচ্ছে বোর্ডিংয়ের ছেলেরা। কিন্তু ছেলেদের এ অবস্থা বেশীদিন রইলো না—হঠাৎ একদিন দেখা গেল, বিপিনের তাস ছেড়া, ক্যারম্ বোর্ড ভাঙ্গা, চায়ের পেয়ালা উধাও, নভেল প্রভৃতি নিরুদ্দেশ। এতে কিন্তু ফল হোল খুবই—অনাদৃতা সরস্বতী দেবী আদৃতা হলেন।

টেষ্টের রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে, বোর্ডিংয়ের সবাই পাশ করেছে, কেউবা চেষ্টা করে, আর কেউ বা চেষ্টা না করেও। Fees দেবার জন্যে প্রত্যেকের বাড়ী থেকেই টাকা আস্তে লাগলো। ছেলেদের মনে আনন্দ, কলেজ-ষ্টুডেণ্ট হবে, শুধু একখানা খাতা নিয়ে কলেজে যেতে হবে। তার ওপর proxy দেওয়া, আরও কত কি। কিন্তু একদিন প্রভাতে ছেলেরা উঠে দেখে তাদের সবার ট্রাঙ্কের ডালা খোলা, আর fees জন্য টাকা পত্রাদি উধাও। বোর্ডিংয়ের প্রায় ২০ জন ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলের ৩০০ টাকা নিয়ে চাকর ভজহরি 'ভাইয়ের ভীষণ অসুখ, বাড়ী যাই', বলে ভ্রাতৃ-ভক্তির পরকাষ্ঠা দেখাতে চলে গেছে ছেলেদের কাঁদিয়ে দিয়ে। ছেলেরা একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। কি করবে তারা অসহায়, দুর্ব্বল।

সে দিন বিকেলবেলা ছেলেরা যখন কমনরুমে বসে ভাবচে কি করা যায়, তখন সে ঘরে যিনি ঢুকলেন তিনি একজন ক্যানভাসার। বোর্ডিংয়ের কাছেই থাকেন; নানা রকম জিনিষপত্র কেনা ও নানা রকম জিনিষপত্র বিক্রি করাই তার ব্যবসা। বিপিনের হাতে ১০০০ টাকার একখানি নোট দিয়ে তিনি বল্লেন "শিশিরবাবু আমার কাছে তাঁর সোণার ঘড়ি, হীরের আংটি, সাইকেল অবধি সব বিক্রি করে দিয়ে গেছেন। দামটা আপনাদের হাতেই দিতে বলেছেন। আর একখানা চিঠি ও দিয়ে গেছেন এই সঙ্গে।" তিনি বেরিয়ে যেতেই ছেলেদের মধ্যে একটা ঝড় বয়ে গেল। বিপিন চিঠিটা পড়ে গেল—

"ভাই, আগেই বলে রাখি, তোদের জন্যই আমি চোর হয়ে তোদের তাস প্রভৃতি নষ্ট করেছিলুম। তোরা আমায় পাগল বল্‌তিস্—হতেও পারে; কিন্তু আমি নির্ব্বোধ নই। যদিও আমি বড়লোকের ছেলে, তবু দুঃখ আমি অনেক পেয়েছি। যাক্—সে সব কথায় কাজ নেই। জীবন শুধু তাস খেলা নয়। অবশ্য কবিতা লেখাও নয় জীবন হচ্চে ত্য; যা সত্য তাকে মেনে চলাই জীবন।

তোদের feesএর টাকা দিয়ে গেলাম আমার সব বিক্রি করে'; কারণ, কারুর

চোখের জলই আমি সইতে পারিনি কোন দিন—পারবো না। এই জন্যই আমার এই ছোট জীবনে আমি অনেক কষ্ট ভোগ করেছি। পারিস্ যদি তোরা আমায় ভুলে যাস্—ভাবিস্ একটা কাল বোশেখীর মেঘ এসে হঠাৎ তোদের কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে। আমার কবিতার খাতাও বিক্রি ক'রে দিয়ে গেলুম। তোদের fees দিয়ে যা থাক্‌বে—আমাদের বোর্ডিংয়ের পেছনে ভিখারীদের যে বস্তি আছে, সেখানে বিলিয়ে দিস্—ওরা বড় অসহায়, বড় অন্ধ, বড় ভীরু।

আমি চল্লুম—তোরা হয়তো জান্‌তে চাইবি কোথায়। হয়তো চট্ কলের কুলিদের মধ্যে। আমি রবিবাবুর 'পরশ-পাথরে'র সেই পাগলা—অনন্তকাল পরশ-পাথর খুঁজে বেড়াবো—হয়তো পাবো না। আবার যখন ফিরবো তখন হয়তো সন্ধ্যা নেমে আস্‌বে। আমার চিরদিনের বন্ধু তোরা—বিদায়"—শিশির বিপিন চেঁচিয়া উঠলো—"শিশি, ভাই, আমার তাসের টেক্কা দিয়ে তোকে রাখা যায় না—তুই এত বড়ই 'সাহেব'!"

অজিত বলে উঠ্‌লো,—"কবি, তোমার মত 'রেড' কে আমরা চিরদিনের জন্য 'পকেটে'র আঁধারে ফেলে দিলুম—তাকে কি তোলা যায় না?" অজিতের চোখের কোণে দু' ফোঁটা জল। চিঠির নীচে লেখা শিশিরের নামটা জ্বল্‌তে লাগলো—সূর্য্যের আলোয় ভোরের শিশিরের মতই;—স্বচ্ছ, সুন্দর।

গোয়েন্দাগিরির সখ

—ডেভিড।

(১)

ছোটগ্রাম, দুই চার ঘর ধনীর বাস। প্রাণকুমার চক্রবর্ত্তী তাহাদেরই একজন। তাহার সংসার নেই বল্লেই চলে; তবে থাকার ভেতর আছে তাহার একমাত্র পুত্র শশধর।

শশধর বড় দুঃখী। বেচারা শৈশব হতেই মাতৃহারা। তাহার পিতা তাহাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করতে লাগলেন। ছেলেবেলা থেকেই পিতার আদর পেয়ে পেয়ে শশধর একবারে আদরের ঘরের দুলাল হইয়া পড়িল। সে যাহা বলে বা করে তাহার কিছুতেই তাহার পিতা বাধা দিতে পারেন না।

শশধর ক্রমেই বড় হইয়া উঠিল, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করিল। তাহার চাকরী করিবার ইচ্ছা মনে বলবতী হইয়া উঠিল। কিন্তু কি কাজ লইবে এই ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া মনস্থির করিবার জন্য কলিকাতার এক মেসে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ইতি মধ্যে মেসে একদিন বেশ বড় রকমের একটি চুরী হইল, পুলিস ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া রিপোর্ট লইয়া গেল। শশধর দেখিল পুলিশ সাহেবের বড় খাতির. যখনি আসে তখনি ম্যানেজার আদর করিয়া বসায় এবং নানা প্রকার খাবারের দ্বারা তাহাকে পরিতুষ্ট করেন। এই সব দেখিয়া তাহার পুলিশ বিভাগে কাজ করিবার জন্যে প্রবল ইচ্ছা হইল।

পরের দিন নিকটবর্ত্তী থানায় প্রকাণ্ড এক দরখাস্ত লিখিল কিন্তু হায়! ভাগ্য বিমুখ। সে কিন্তু দমিল না, নবীন উৎসাহে আর কয়েক জায়গায় আবেদন করিল কিন্তু ফল একই ফলিল দেখিয়া তাহার মনে একটু নিরাশা দেখা দিল।

ভাগ্যক্রমে একদিন পথে তাহার এক পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইল। বন্ধু তাহাকে একদিন তাহাদের বাড়ীতে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। উক্ত দিনে শশধর সময় মত উপস্থিত হইল। আহারান্তে বন্ধু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তোমার করা হচ্ছে কি?" শশধর তাহার সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। শ্রবণ করিয়া বন্ধু তাহাকে উপদেশ দিল, "দেখ শশধর যদি একটি গুণ্ডার দলটল ধরিয়ে দিতে পারো তবে তোমার ইপ্সিত চাকরী নিশ্চয়ই পাবে।

বন্ধুর মুখে আশ্বাসবাণী শুনিয়া সে চোর ধরিবার উপায় জানিবার উদ্দেশে নানা প্রকার ডিটেকটিভ্ বই কিনিয়া পড়িতে লাগিল। বই পড়িতে পড়িতে তাহার এমন মনের অবস্থা হইল যে যাহাকেই দেখে তাহাকেই চোর বলিয়া সন্দেহ হয়। তাহার সেই বন্ধুর মুখে সে আরও শুনিল যে বড়বাজারে নাকি অনেক গুণ্ডার আড্ডা আছে। ইহা শুনিয়াই তাহার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল, ভাবিল যদি একটি দলকে ধরাইতে পারি তবে চাকরী ত নিশ্চয় পাইবই পাইব। ইহার পর হইতে সে প্রত্যহই গুণ্ডার দল ধরিবার উদ্দেশ্যে বড়বাজারের গলিতে অলিতে ঘুরিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় সে গলিতে ঢুকিয়া দেখিল, সামনে বেশ বড় একটী বাড়ী। এত বড় বাড়ী অথচ কোথায় আলো নাই দেখিয়াই তাহার মনের সন্দেহ দৃঢ় হইল। একপাশ হইতে ঘুরিয়া অপর পাশে আসিয়া দেখিল একটি বাতি জ্বলিতেছে। কিন্তু সে কোন মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইল না।

এই সব দেখিয়া সে স্থির করিল তাহার প্রথম কর্ত্তব্য, বাড়ীর চতুর্দ্দিক একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসা। গেটের সামনে আসিতেই দেখিল লেখা রহিয়াছে, "Gunada Addyia" দেখিয়া তাহার মনে হইল তাইত এ যে দেখছি গুণ্ডার আড্ডা। বেটাদের সাহস ত কম নয় আবার door plate লাগান হইয়াছে। আবার ভাবিল হয়ত গুণদা আড্ডি নয় ত। অনেক ভাবিয়া সে তাহার প্রথম চিন্তাকেই ঠিক বলিয়া স্থির করিল, কেননা Rama যদি রাম হয় তবে Gunada কেন গুণ্ডা হইবে না? আর বেটারা door plate লাগাইয়াছে যাহাতে কেহ তাদের সন্দেহ না করে।

যাহা হউক অতি সন্তর্পণে সে পাঁচিল ডিঙ্গাইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং

প্রবেশ করিয়াই সামনের ঘরে দুইটি বন্দুক টাঙ্গান রহিয়াছে দেখিতে পাইল। দেখিয়া তাহার ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল, তবু ভবিষ্যত আশায় উৎফুল্ল হইয়া প্রাণে বল সঞ্চার করিয়া অন্য ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবে এমন সময় কোথা হইতে দুইটি হস্ত বজ্রমুষ্টিতে তাহার ঘাড় চাপিয়া কহিল, 'বেটা' চুরী করিবার আর জায়গা পাও নাই! অবসর প্রাপ্ত ডিটেক্‌টিভ গুণদা আড্ডির বাড়ীতেই চুরী? ইহা শুনিয়া শশধরের মাথা ঘুরিয়া গেল, তাহার সকল আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল। গুণদা বাবু তাহার ঘটনা শ্রবণ করিয়া ভবিষ্যতে সাবধান হইতে বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন। ইহার পর শশধরের গোয়েন্দাগিরির সখ আর মোটেই ছিল না।

গার্ল গাইড আন্দোলন—

[ম্যাণ্ড্]

বয়স্কাউট আন্দোলনের কথা তোমরা জান কিছু কিছু, কারণ তোমরা স্কাউট. মেয়েরাও যে স্কাউট হতে পারে এ ধারনা অনেকের কাছে একটু অস্বাভাবিক লাগতে পারে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। বয়স্কাউট আন্দোলনের প্রসার তখন বেড়ে চলেছিল খুব। স্কাউটদের বোনেরা দেখলে যে তাদের ভাইরা রংচঙে পোষাক পরে খেলে, এখানে ওখানে যায় আর বাড়ী এসে খুব গল্প করে সে বিষয়ে। তারা ঠিক করল, যে তারাও স্কাউট হবে; আর যায় কোথা।

একবার ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের কৃষ্টাল প্রাসাদে (Crystal Palace) কয়েকটি মেয়ে তাদের ভাইয়েদের মতন Scout uniform পরে এসে হাজির হোল র‍্যালীর সময়ে।

কিছুতেই তারা থামল না, বল্ল যে তাদেরও স্কাউট করে নিতে হবে। কাজেই B. P. একটু ভাবনায় পড়ে গেলেন। শেষে ১৯১০ সালে আমাদের স্কাউটগুরুর ভগ্নী কুমারী এ্যাগনেস ব্যাডেন পাওয়েল মেয়েদের জন্য স্কাউটিংএর মতন এক আন্দোলন ফেঁদে বসলেন ও "কি করে মেয়েরা দেশকে সাহায্য করতে পারে" এই নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এই আন্দোলনের নাম গার্ল গাইড আন্দোলন।

স্কাউটিং যেমন কাবিং, স্কাউটিং ও রোভারিং এই তিনভাগে বিভক্ত গাইডিং ও তিনটি ভাগে বিভক্ত। সাত থেকে এগার বছরের মেয়েরা হয় ব্রাউনী বা ব্লু বার্ড (Browni or blue bird), এগারো বছরের বেশী যাদের বয়স তারা হয় গার্ল গাইড। গার্ল গাইডরা সতেরো বছরের পর হয় রেঞ্জারস্ (Rangers), এই তো গেল মোটামুটি বিবরন।

ব্রাউনী ফ্লকের কার্য্যপ্রণালী প্রায় হুবহু কাব প্যাকেরই মতন। তবে গাইডিং ও রেঞ্জারিং (Rangering) এর কার্য্য প্রণালী অনেকাংশে স্কাউটিং বা রোভারিং থেকে অন্য ধরনের তার কারন হচ্ছে এই যে ঐ বয়সের ঝেলেদের যেসব জিনিষ শেখা দরকার, সেগুলি অনেক সময়ে সমবয়সী মেয়েদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয় মোটেই। তার প্রধান কারন হচ্ছে Scouting হচ্ছে backwoodsmanship ; মেয়েদের backwoodsman হবার কোনই দরকার নেই।

ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম, ১৯১১ সালে Dr. Cullen জব্বলপুরে গার্লগাইড আন্দোলনের সুত্রপাত করেন। Dr. Cullen পুরুষ না মহিলা এবিষয়ে এখনও অনেক মতভেদ আছে। আমার ধারনা ছিল তিনি পুরুষ, কিন্তু অনেকে মনে করেন যে তিনি জনৈক মহিলা চিকিৎসক ও মিশনারী ছিলেন।

বাংলা দেশে Mrs Bear নামে এক ভদ্রমহিলা সর্ব্বপ্রথম গাইডিং সুরু করেন। Mrs Bear কোন বছরে বাংলাদেশে গাইডিং প্রবর্ত্তিত করেছিলেন, তা সঠিক জানা যায় নি, তবে এইটুকু জানা গিয়েছে যে কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এই আন্দোলনের প্রচলন হয়।

ভারতীয় স্কাউটদের একজন করে প্রাদেশিক চীফ স্কাউট থাকেন। গাইডদের স্থানীয় চীফ গাইড বলে কেউ নেই। প্রাদেশিক কমিশনারই প্রাদেশিক ব্যাপারে সর্ব্বেসর্ব্বা, তাঁকে তাই Senior Guide বলা হয়। যুক্তপ্রদেশের Lady Butter বর্ত্তমানে ভারতবর্ষীয় গার্ল গাইড সঙ্ঘের চীফ কমিশনার। বঙ্গীয় গার্ল গাইড সংঙ্ঘের বর্ত্তমান সভাপতির নাম লেডী বার্কমায়ার। ১৯৩২ সালে বাংলাদেশে গাইডদের সংখ্যা ছিল ২,৩৯০ ; এতদিন সংখ্যা অবশ্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের চীফস্কাউটের স্ত্রী লেডী ব্যাডেন পাওয়েল সমগ্র পৃথিবীর চীফ গাইড। তোমরা শুনলে হয়তো আশ্চর্য্য হবে, চীফ স্কাউট ও চীফ গাইড একই দিনে জন্ম গ্রহণ করেছেন।

নানা কারনে বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে গাইডিং খুব বেশী প্রচলিত হয়ে উঠতে পারেনি নানারকম কুসংস্কার ও পর্দ্দা প্রথাই বোধ হয় এর কারন। সুখের বিষয় দেশের লোকের মন ফিরেছে, মেয়েদের উন্নতির জন্য খুব চেষ্টা চলছে সর্ব্বত্রই, কাজেই আশা করা যায় যে গাইড আন্দোলনকে দেশীয় আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারলে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে গাইডিংএর প্রচার ক্ষিপ্রগতিতেই হবে। মেয়েদের অনেক স্কুল কলেজেই এই প্রগতির প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে।

গাইডদের পর ভাবলে চলবে না, তারা আমাদেরই আপনার জন। বোনেদের ছেড়ে ভাইদের কখনও উন্নতি হয় না। সর্ব্বশেষে দুটি কথা না স্বীকার করলে ক্রটী থেকে যাবে। এই প্রবন্ধের তথ্যগুলি ডায়োসিসান স্কুল কোম্পানীর গাইড কুমারী কমলা নাগ সংগ্রহ করে দিয়ে লেখকের ধন্যবাদ অর্জ্জন করেছেন।

"ওঁ"

—শ্রীজগবন্ধু মজুমদার।

বুকে নিয়ে আশা প্রীতি ভালবাসা

আপন ভবনে চলে যাই।

মুখে নাহি সরে কোন কথা আর,

অবিরল ঝরে শুধু অশ্রুধার ;

কোমল পরাণে বিচ্ছেদের ভার,

পারি না বহিতে কাঁদি তাই।

দ্বাদশ দিন পরে চলিনু আবার

অপরাধ সবার ক্ষম হে এবার,

হাসিতে হাসিতে মিলিনু সবাই

(তব) আশীষ নিয়ে ফিরে যাই।

বহুদূরে কাজে থাকিবে যখন

স্মরণ করিও ওগো সুধীজন,

ভকতি অর্ঘ্য কি দিব তোমায়

অশ্রু জলে শুধু দেই গো বিদায়।

জাপানের পথে—

—শ্রীনরেশচন্দ্র মজুমদার।

বাঙ্গালী আবার তার উপর ব্রাহ্মণ তাদের বিদেশ যাত্রা যে কতটা শক্ত ব্যাপার তা যারা না গিয়েছে তারা কিছুতেই বুঝবে না। বিদেশে বেড়ুলে জাত যায়· সমাজ আর এই.সব কতকি আছে। যাহোক আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে একটু মনোমালিন্য করে কোন মতেও তাদের রাজী করান গেল। কিন্তু মা কিছুতেই অনুমতি দিতে চায়: না। একগুয়ে ছেলেদের কিছুরই অভাব হয় না। আগষ্ট মাসে যাবো ঠিক করলাম। কিন্তু বিদেশে বেরুতে হলে আবার নাকি 'পাশপোর্ট' নামক পদার্থ দরকার হয় তাই তার জন্য আরার কিছুদিন দেরি হয়ে গেল। জাহাজ ৩রা সেপ্টেম্বর ছাড়বে তাতে যাওয়া একেবারে ঠিক। বন্ধুবান্ধবদের বল্লাম তারাও প্রথমে হেসেই উড়িয়ে দিল। কিন্তু বিশ্বাস করাতে দেরী হোল না। তারা নাকি আবার বিদায় সভার ব্যবস্থা করেছেন। অবশ্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া ছাড়া আমার আর কিছুই করবার নেই। তার জন্য আমি তাদের নিকট ঋণী। তারপর সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ৩রা সেপ্টেম্বর ৪টার সময় জাহাজ ঘাটে রওনা হোলাম। আবার সেখানেও বন্ধুদের অভাব হোল না তারা সেখানেও বিদায় দিতে এসেছেন। তারা আবার একসঙ্গে ছবি তুল্লে জাহাজের সিড়িতে তারপর—বিদায়অভিভাষণ দিয়ে তারা ফিরে গেল। বাড়ীর সকলে এসেছিলেন তারাও বিদায় দিয়ে ফিরে গেলেন এখন বন্ধুবান্ধবহীন একা জাহাজে ঘুড়তে লাগলাম। অদৃষ্ট ভাল একজন বাঙ্গালী ছাত্র সঙ্গি হোল। রাত্র ৮॥০ পেটে কিছু দিয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করতে লাগলাম। জাহাজ ডকেই আটকে রইল।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি জাহাজ গঙ্গার উপর দিয়ে চলেছে। দুধারে অসংখ্য পাটের কল আর ছোট বাড়ী। এই ভাবে সকাল আর দুপুরটা কেটে গেল প্রায় বৈকেল ৪টায় আমাদের জাহাজ 'তিলায়া' সমুদ্রের মোহনায় এসে পড়লো। তখনও একদিকে একটু পাড় দেখা যাচ্ছে আর তিনদিকেই অজস্র স্রোত। সমুদ্র কিন্তু নিস্তব্দ কোন ঢেউ বা কিছুই নেই সমুদ্রের মুখে এবার সমুদ্র ভ্রমণ আরম্ভ হবে মনে একটু ফুর্ত্তি হোল কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম যখন কিছুক্ষণ বাদে জাহাজ নঙ্গর করতে আরম্ভ কোরলো। কি ব্যাপার—না সমুদ্রে জল নেই কাল ভোরে জোয়ার এলে তবে জাহাজ ছাড়বে। অদ্ভুদ ব্যাপার এই সমুদ্রের মোহনা। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনদের ছেড়ে আমাতে একটু খারাপ লাগতে লাগলো। অদৃষ্টে থাকলে কিছুরই অভাব হয় না তাই বন্ধু জুটে গেল। জাহাজে একজন বাঙ্গালী ছাত্র আর একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী ডাক্তার ভ্রমণ করছেন আর একজন ব্যারিষ্টার যথা Dr. D. N. Moitra এবং Mr. K. P. Khaitan, Bar-at-law. তাদের সঙ্গে ভাব হওয়াতে বেশ গল্প করেই কাটতে লাগলো। পরদিন ভোর বেলায়

জাহাজ ছাড়লো এবার তুধারে কেবল জল জল তবে খুব বেশী ঢেউ পেলাম না। জাহাজ রেঙ্গুনে আসবে না একেবারে Penang Straits Settlement. জাহাজতো ঢেউ ভেঙ্গে চলতে লাগলো। এবার খালি জল আর জল 'যেদিকে ফিরাই আঁখি কেবলই তোমায় দেখি' মন্দ লাগলো না বড় বড় মাছ হাঙ্গর প্রভৃতি অনেক কিছুই চোখে পোড়লো। জাহাজের একেবারে সম্মুখের ডেকে গিয়ে বসে থাকতে বেশ লাগতো। অদৃষ্ট আরো ভাল বিখ্যাত উদয়শঙ্করের সঙ্গে তিমিরবরণ আবার এই জাহাজেই Java যাচ্ছেন। সুতরাং সন্ধ্যার সময় এবং চাদিনী রাতে উন্মুক্ত ডেকের উপর আমাদের বিরাট মজলিস বোসতো এবং তিমিরবরণের বিখ্যাত বাজনা শুনতে কোন বিদেশী যাত্রীও বাদ যেতনা আমাদের মজলিসে যোগ দিতে। যাহোক সকাল ৬৷৷৹টায় ঘুম ভাঙ্গিয়ে ৮টায় Breakfast খেয়ে ১১টায় স্নান করে ১টায় Lunch খেয়ে তারপর ৪৷৷৹টায় Tea এবং ৭৷৷৹টায় Dinner শেষ করে বিরাট মজলিসের পর নিদ্রা মন্দ লাগতো না। পথে আবার আন্দামানের এক অংশ দ্বীপও আমাদের ভাগ্যে দেখা হোল। এই ভাবে সুখে তুঃখে কাটিয়ে ১০ই সেপ্টেম্বর সকালে আমাদের জাহাজ Penang পোর্টে ঢুকলো। তুদিকে ছোট ছোট পাহাড় আর মাঝখানে এই সমুদ্রের একটী অংশ ঠিক যেন একটি Canal.

পিনাংয়ে কোন ডক নেই তাই জাহাজ মাজ নদীতেই নঙ্গর কোরলো। নদীর তুদিকেই পাহাড় একদিকের পাহাড়টী যেন জঙ্গল জঙ্গল মনে হোল অবশ্য জঙ্গল, তবুও মনে হোল কেউ যেন সাজিয়ে রেখেছে। আর একদিকে সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট বাড়ী। Breakfast শেষ করে সহর দেখতে যাব ঠিক করলাম। কিন্তু নুতন লোক রাস্তা ঘাট চিনি না তাই সঙ্গি জুটান গেল এক ভদ্রলোক ব্যবসায়ী Manilaতে ব্যবসা করেন তাই আমরা তার নাম রেখেছিলাম Mr. Manila. ভদ্রলোকটী নিতান্ত সরলভাবাপন্ন। তিনি অনেকবার এদিকে এসেছেন তাই তার সঙ্গ নিলাম জাহাজ কোম্পানীর লঞ্চে আমরা সহরে গেলাম। এখানকার রাস্তাগুলি খুব বড় আর খুব সুন্দর ও খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তায় ময়লা ফেলবার হুকুম নেই। বড় একটা রাস্তা ধরে রওনা হোলাম তুধারে সব Bank আর বড় বড় অফিস। সবই আমাদের দেশের মত তবে লোকদের ভাষা অন্য আর পোষাক অন্য তাব একটু অদ্ভুত লাগলো এখানকার ট্রাম দেখে। রাস্তার উপরে তুটো করে তার একটা +ve আর একটা —ve। রাস্তায় কোন লাইন নেই ট্রামের চাকা মোটরের টায়রের মত। ট্রাম দেখতে ঠিক মোটর বাসের মত তবে ইলেক্‌ট্রিকে চলে আর উপরে ট্রামের মত লম্বা পোল দিয়ে ইলেকট্রিক তারে যোগ করা। মন্দ লাগলো না নূতন জিনিষ বটে। ক্যামেরা সঙ্গে থাকলে ছবি নিতাম। ট্রাফিক পুলিসও একটু অদ্ভুত রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে যাতায়াতের নব ব্যবস্থা করে তবে হাত দেখাতে হয় না। পিঠে একটি লম্বা কাঠ ঝোলান থাকে। সে গাড়ীর যাতায়াত বুঝে নিজেকে ঘোরাতে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে ঝোলান কাঠটাও

ঘুরতে থাকে। বেশ ব্যবস্থা হাত ব্যথা হয় না তবে ঘাড়ে বোধ হয় একটু লাগে। ছোট সহর তাই দুঘণ্টায় শেষ হয়ে গেল, তারপর কোথায় যাওয়া যায় উদিকে আবার ক্ষিদে পেয়ে গেছে জাহাজে ফিরলে আবার আসা যাবে না। তাই যুক্তি করা হোল কোন রেষ্টুরেণ্টে খেয়ে বেড়ান যাবে। কিন্তু 'মালায়ান' খাবার খেতে পারা যাবে না তাই খুজে খুজে একটা মাদ্রাজী খাবার দোকান বার করা গেল। সেখানে কিছু লুচি আলুরদম আর মিষ্টি খেয়ে পিনাংয়ের Snake Templeএর উদ্দেশ্যে একটা Taxi ভাড়া করলাম। ট্যাক্সী সহর ছেড়ে পাহাড়ের উপরে যেতে লাগলো আর আধঘণ্টা পর মন্দিরের কাছে এসে থামলো। চতুর্দ্দিকে জঙ্গল আর তার মধ্যে ছোট মন্দির তবে বেশ পরিষ্কার মন্দ দেখতে নয়। মনসাদেবী বোধ হয় এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাকে প্রণাম করবার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করলাম। দরজার ভিতরে পা দিতেই একেবারে চমকে গেলাম এই অজ্ঞান হই আর কি। আমার বন্ধু তাড়াতাড়ি আমাকে ধরে বল্লে 'ভয় নেই এই সব সর্প চিরকাল এখানে থাকে তবে কাহাকেও কামড়ায় না বা কিছু অনিষ্ট করেনা। যাহোক ভগবানের নাম করে একটু আশ্বস্ত হয়ে মন্দিরে ঢুকলাম। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য সর্প ঘুরে বেড়াচ্ছে। সত্যইত একবারও আমাদের দিকে ছুটে আসছে না। ভীতু বাঙ্গালীর প্রাণ তাই তাড়াতাড়ি শেষকরে বেড়িয়ে পড়লাম। তখন চারটে বেজে গেছে আবার জাহাজ ৫৷৷৹টায় ছাড়বে তাই আর কিছু না দেখে সোজা একেবারে নদীর ধারে এলাম। লঞ্চ পাবার আশা ছেড়ে দিয়ে একটা ছোট নৌকা ভাড়া করবার মতলব হোল। একজনকে জিজ্ঞেসা করা হোল কত নেবে সে বল্লে ২০ সেণ্ট একএকজনে। আমরা ১৫ সেণ্টের বেশী দিতে রাজী হলাম না সেও নারাজ, এবং তিনি আমাদের একটু উপকারও করলেন যথা— অন্য মাঝিদের বলে দিলেন কেউ যেন আমাদের জাহাজে না নিয়ে যায়। মহা মুস্কিল আধঘণ্টার মধ্যে জাহাজে হাজীর হতে হবে অথচ নৌকা পাওয়া যাচ্ছে না। উপায়হীন হয়ে একটী ওখানকার পাঞ্জাবী পুলিশের সাহায্য নিতে হোল সে সঙ্গে করে আমাদের জাহাজে তুলে দিয়ে গেল এবং ভাড়া বাবদ এক সেণ্টও দিতে হোল না। বুঝলাম ভারতবর্ষের বাহিরে ভারতবাসীদের একটু একতা আছে। সাহায্যও করে। আমরা আসবার ১৫ মিনিট পরেই জাহাজ আবার নঙ্গর তুলে সমুদ্রে পড়লো।

সেদিন সমস্ত দিনটা ঘুরে একটু অলসতা অনুভব করলাম তাই সকাল সকালেই বিছানা নিতে হোল। পরদিনও সমুদ্রে। কাল আমাদের বন্ধুবর তিমিরবরন বিদায় নেবেন। তাই আজ তার সাথে যাত্রার শেষ রাত্রি তার উপর চাঁদিনী রাত। জাহাজের বড় ডেকের উপর বড় সতরঞ্চি পাতা হোল তারপর খাওয়া দাওয়ার পর সেই পুরাতণ বীনার ঝঙ্কার বেজে উঠলো। শ্রোতৃ মণ্ডলের অভাব হোল না জাহাজের যত যাত্রী সব দেশী বিদেশী এমনকি জাহাজের কয়জন অফিসারও। বেশ আমোদে আহ্লাদে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত কেটে গেল। তারপর বিদায় নিয়ে যে যার 'ক্যাবিনে' ঢুকলাম।

পরদিন উঠে দেখি সিঙ্গাপুরে জাহাজ থেমে রয়েছে। সিঙ্গাপুর ডকটি খুব বড় আর অনেক রকমের জাহাজ দেখলাম। কলিকাতায় এসব কোন জাহাজই যায় না। ডকের অন্যদিকে একটি ছোট পাহাড়ে বৃটিশের ছোট দুর্গ—ছোট ছোট অনেকগুলো বাড়ী আর কামান সাজান রয়েছে দেখলাম। ডেকে আসতেই দেখি ছোট ছোট নৌকা নিয়ে একজন করে লোক আমাদের জাহাজের চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলছে—5 Cent please. বেশ সুন্দর চেহারা খুব হৃষ্টপুষ্ট অথচ পয়সা ভিক্ষা চাইছে কেন বুঝতে পারলাম না। একজন সহযাত্রী বল্লে "দিননা ৫ সেণ্ট জলে ফেলে দেখবেন ওরা কি মজা করে"। কৌতুহল বশে একটা ৫ সেণ্টের পয়সা দূরে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। অমনি দেখি তিন চারজন লোক নৌকা থেকে লাফিয়ে জলে পোড়লো আর সেই পয়সাটা খুজতে লাগলো। খুব পরিস্কার জল সবই দেখা যায়। দেখলাম তারা বেশ জলের মধ্যে একটু মারামারি করে একজন জয়ী হয়ে আগে ফিরে এসে তার নৌকাতে উঠেছে হাতে একটা ৫ সেণ্ট দেখিয়ে আমায় নমস্কার কোরলো। তার মানে তিনিই জিতে সেই ৫ সেণ্ট জল থেকে উদ্ধার করেছেন। অনেকেই এইভাবে খুব দূরে সেণ্ট ছুঁড়ে দিতে লাগলো তারা সবই উদ্ধার করে আনে। তবে একটা মজা একজন পাঞ্জাবী মহিলা একটি ১ সেণ্ট ছুড়ে ফেল্লেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই সেটাকে উদ্ধার কোরলো না। তারা কেবল তার দিকে চেয়ে একটু হাসতে লাগলো তার মানে ৫ সেণ্টের কমে তাদের লক্ষ্য নেই।

যাহোক Break fast শেষ করে ওখানকারই একটা বাঙ্গালী মুসলমানকে গাইড নিয়ে জাহাজ থেকে সিঙ্গাপুর দেখবার আশায় বেড়িয়ে পড়লাম। এই সহরটী মন্দ নয় বেশ বড়ই আর বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। ভগবানের কৃপায় এ যাত্রায় অনেক দেশই দেখলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় সব যায়গার চাইতে আমাদের দেশ যেন খুব অপরিস্কার আর অপরিচ্ছন্ন আমাদের দেশে লোকেরা যেখানে সেখানে ময়লা ফেলে এমনকি দোতলা থেকে নিচে মানুষের গায়ে ফেলতেও ঘৃণা বোধ করে না। যত দেশ ঘুরছি ততই দুঃখ হয় যে আমরাও মানুষ এবং এরাও মানুষ তবুও আমাদের দেশ এত অপরিস্কার, অপরিচ্ছন্ন কেন। এসবকি দেশের একটা অবনতির লক্ষণ নয়? যদি প্রত্যেকে নিজের বাড়ীতে একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গা রাখেন ময়লা ফেলবার জন্য আর যদি উপর থেকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলা বন্ধ করতে পারেন তবে বোধহয় নিজেদের এবং পারাপরশীদের উপকার হয়। আমি আশাকরি আমার ভাই স্কাউটবৃন্দ তাদের নিজেদের বাড়ীতে একটু নজর দেবে। আমি বাধ্য হয়েই উপদেশ দিচ্ছি যদি তোমরাও যখন এরূপ বিদেশে বেড়াবে এইসব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা ঘাট দেখে তোমাদেরও মনে দুঃখ হবে যে কেন আমরাই বা এদের মত পরিস্কার করে রাখতে পারি না। এটা অলসতা নয় শিক্ষার দোষ।

ডক থেকে বেরিয়ে কিছুদূর আসতেই দেখি একটা গেট আর তার সামনে দুজন লোক দাড়িয়ে রয়েছে। কি ব্যাপার না Customs. আমরা জাহাজের যাত্রী, আর

সময় পেয়ে একটু বেড়াতে বেড়িয়েছি, আর পকেটে কিছু পয়সা ছাড়া আর কিছুই নেই। সুতরাং নির্ব্বিঘ্নেই সেই গেট্ পেরিয়ে গেলাম। সহরটা দেখলাম তবে নুতনত্ব বা লেখার মত কিছুই দেখলাম না। সেই একরকমের মালায়ানদের বাড়ী দেখতে আর ভাল লাগলো না তাই ১২টার মধ্যেই সব শেষ করে ফিরে এলাম। তারপর স্নানকরা আর খাওয়া শেষ করেই একেবারে ঘুমিয়ে পড়া ছাড়া আর কিছুই খুজে পাওয়া গেল না। তার উপর Singapore আবার খুব গরমের দেশ। যাহোক বিকেলের চা শেষ করে ৫টার সময় আবার বেরুন গেল। এবার একটি ট্যাক্সি নিয়ে New World নামক জায়গায় গেলাম। এটা একটা বড় Carnival এর মত। এর ভেতরে সব রকমের জিনিষই আছে। তবে Carnival কলিকাতায় অনেক দেখেছি সুতরাং মনোমত হোল না, তবে মালায়ান থিয়েটারটা দেখতে মন্দ লাগলো না। সেখানে বসবার কোন জায়গা নেই ২৫ সেণ্ট করে টিকিট আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে। মন্দ লাগলো না খালি নাচেই ভর্ত্তি ভাবটা জানলে বোধহয় আরো ভালো লাগতো। ৮টার সময় Carnival থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের পারে সুন্দর প্রসস্ত রাস্তা দিয়ে আবার জাহাজে ফিরে এলাম। Dinerও কোনমতে শেষ হোল। কিন্তু তিমিরবরণ তো আর নেই তিনি সকালেই নেবে গেছেন তাই সেই মজলিস্‌টা বাদ দিতেই হোল। পরদিন সকালে জাহাজ আবার ভারত মহাসাগরে পোড়লো।

(ক্রমশঃ)

টটেম পোল বা বংশ পরিচয় জ্ঞাপক স্তম্ভ।

—বালু

তোমরা অনেকেই বোধ হয় টটেম পোলের নাম শুনে থাকবে কিন্তু জান কি টটেম পোল কাকে বলে আর কোথায় তা'র জন্ম স্থান। আজ আমি তোমাদের সেই সম্বন্ধে কিছু বল্‌ব।

উত্তর আমেরিকায় আদিম নিবাসীরা নিজ নিজ পল্লীতে বংশ পরিচয় জ্ঞাপক স্তম্ভ বা টটেম পোল নির্ম্মাণ করিত। ইহা দেখিয়া উত্তর কালের বংশধর নিজবংশের যাবতীয় ইতিহাস বিবৃত করিতে সক্ষম হইত। কিন্তু সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই স্তম্ভগুলি ইদানীং অনাদৃত অবস্থায় ধংশপ্রাপ্ত হইতেছে। কানাডা ও আলাস্কা অঞ্চলের আদিম অধিবাসীর মধ্যে এখনও কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কানাডার "জাস্‌পার ন্যাশনাল" পার্কে একটি চমকার স্তম্ভ আজও বর্ত্তমান আছে। এইরূপ স্তম্ভগুলি বিনষ্ট হওয়ায় অতীত যুগের বংশ পরম্পরাগত ইতিহাসও বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

এক্ষনে, বর্ত্তমান যুগে স্কাউটিংএর প্রতিষ্ঠাতা লর্ড বেডেন্ পাওয়েল সেই বিলুপ্ত টটেম পোল বা বংশ পরিচয় জ্ঞাপক স্তম্ভের জীবন দান করিয়াছেন। কাব প্যাকের মধ্যে এই টটেমের প্রচলন আছে কারণ তাহাদের এক একটি প্যাককে এক একটি পরিবারেরমত দেখা হয় এবং সেই পরিবারের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য যে সব কার্য্য তাহারা করে তাহা এই টটেম পোলে ফিতা বাঁধিয়া বা লৌহশলাকা দ্বারা পোড়াইয়া নক্সা করিয়া জ্ঞাপন করা হয় এবং এইভাবে স্ব স্ব প্যাকের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখে যেমন পূর্ব্বকালে "রেড ইণ্ডিয়ানরা" রাখিত। আজ আমরা সেই অতীত যুগের বিলুপ্ত টটেম পোলকে আমাদের মধ্যে আবার আনিতে সক্ষম হইয়াছি তাহার জন্য স্কাউটিংকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

চুটকী—

—এ রাস্তাটা এত অপরিষ্কার কেন?

—এ রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটীর কোন লোক বাস করেনা।

*   *   *   *   *

—তুমি সপ্তাহের ৬ দিন কি কর?

—কিছুনা।

—রবিবার?

—রবিবার ত ছুটি।

*   *   *   *   *

মা—খোকা কাঁদছ কেন?

ছেলে—আমিত কাঁদলেই তুমি খেতে দাও।

শুনে এস—

পেট্রল লীডার ছাড়া সকল ছেলেদের চোখ বাঁধতে হবে। তারপর সকলকে এক জায়গায় এনে বেশ ভাল করে মিশিয়ে দাও। এবার প্রত্যেক পেট্রল লীডারকে দূরে দূরে দাঁড় করিয়ে দাও ও বাঁশি বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে পেট্রল লীডারদের নিজের নিজের পেট্রল ডাক দিতে বল। বাঁশি বাজাবার পর যাদের চোখ বাঁধা আছে তাদের নিজেদের ডাক শুনে লীডারের কাছে যেতে হবে। যারা আগে সকলে এক সঙ্গে জড় হতে পারবে তারা জিতবে।

বল সেলাই—

প্রত্যেক সিক্সার তার কাবদের নিয়ে গোল হয়ে ভিতর দিকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। ও একটা টেনিস বল তার কাছে থাকবে। এবার প্রথম বাঁশি বাজলে প্রত্যেক কাবকে দুই হাত এককরে সামনে হাত বাড়াতে হবে ও দ্বিতীয় বাঁশিতে সিক্সার ঐ বলটী নিয়ে তার বাঁদিক থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক ছেলের হাতের ভিতর দিয়ে বলটী গলিয়ে নিজের জায়গায় এসে দু নম্বর কে বলটী দিতে হবে। তাকেও ঠিক ঐ রকম করতে হবে—এই রকম সকলকে করতে হবে। যারা আগে শেষ করবে তারা জিতবে।

গান ও হুঙ্কার

আউটিংএ যাবার সময় Route markএ ৺সুকুমার রায় চৌধুরীর নিম্নলিখিত ছড়াটি ঠিক টাইমিং দিয়ে বলতে পারলে বেশ সুন্দর হয়।

"পণ্ডিত মশাই টিকিওয়ালা,
নিত্যই যান ঝিঙ্গেটোল।
জমিদারের বাড়ী
সেথায় আড্ডা জমে ভারী।
ছাত্রগুলো বেজায় জ্যাঠা
অতি ডেঁপো দুকান কাটা
পড়ায় নেইকো মন।
খালি করছে জ্বালাতন। ইত্যাদি।"

* * * *

একটা মজার yell দিলাম :—

ধামা ঢাকা ডুম
ধামা ঢাকা ডুম
14th Groupএর আজ
ভয়ানক ধুম।
ডুম, ডুম, ডুম, ডুম
ডুম, ডুমাডুম।

14th এর জায়গায় যে কোন নাম ব্যবহার করা চলে। শেষের দুলাইন হাত মুঠো করে, পা ঠুকে (mark timeএর) করতে হবে।

ডাক্তার গনেশপ্রসাদ

মাস খানেক হোল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত শাস্ত্রের ধুরন্ধর পণ্ডিত গণেশ প্রসাদ সমগ্র ভারতকে শোকে নিমগ্ন করে ইহলোক ত্যাগ কোরেছেন। ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে F. R. S. উপাধীধারী খুব কম লোকই আছেন। গণেশপ্রসাদের মৃত্যুতে সে সংখ্যা একটি কমে গেল।

ডক্টর গণেশ প্রসাদ কেবল গণিতের হিসাব (Mathematical Calculations) দিয়ে একটি নতুন নক্ষত্রের অস্তিত্ব প্রমান করেন। তাঁর এই গবেষণায় পৃথিবীতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলেও ভারতবর্ষীয় বলে তাঁর কথা কেউ আমলে আনেন নি।

দৈবাৎ (accidentally) আমেরিকায় Chicagoর কয়েকজন বৈজ্ঞানিক নক্ষত্রলোক সম্বন্ধে গবেষণা করতে করতে, গণেশপ্রসাদের উক্ত তারাটি দেখতে পান Telescopeএর

সাহায্যে। অমনি পৃথিবীর চারদিকে গণেশপ্রসাদের ভবিষ্যৎবাণীর সাফল্য ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর বিদ্বৎসমাজ এ গুণীকে সম্মানিত করলেন Fellow of the Royal Society উপাধি দিয়ে। মৃত্যুর আগে পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগকে উন্নত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। পদার্থ ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি বইও লিখেছেন। স্কাউট uniform না পরেও তিনি ছিলেন জীবনের প্রতি কাজে আদর্শ স্কাউট।

আইন্

—সুলতান

(ইসলামী আইনমতে পিতামহের পূর্ব্বে পিতার মৃত্যু হইলে প্রপৌত্রেরা পিতামহের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয়)

বেতসী লতায় পেটুলী শাখায় গ্রামখানি মোর ঢাকা,
তারি বুক চিরে চলিয়াছে ধীরে পথগুলি আঁকা বাঁকা।
উত্তরে তার ছুতোর কামার দক্ষিণে—মুচিপাড়া,
ঘোষ, বোস মিলে যোগ ক'রে দিলে ব্রাহ্মণ চেয়ে বাড়া।
পাখীকুল গায় নীল-নীলিমায় তরু শিরোপরি আলো,
ম্লান দীপালোকে স্নাতা ধরণীকে সুমধুর লাগে ভালো।
দীঘি টলমল কাক-চক্ষু-জল সুনিবিড় ছায়াবীথি,
তারি মাঝে মাঝে পাখীকুল রাজে রাতি-ভাঙা গাহে গীতি।
সরোবর জল করে ঝলমল শতদল বিভূষিত,
শেফালি বকুল নানাবিধ ফুল নিতি নিতি মুকুলিত।
এরি মাঝে বাস করি বারো মাস পড়াশুনা পাঠশালে,
এর বাড়া সুখ আশা অহেতুক, পেয়েছে কে কোন কালে?
রূপালী আলোকে কপাটী পুলকে আক চুরি কারা করে?
বরষার জলে ভরসায় ছলে—দাঁড়া হাতে মাছ ধরে?
নলিনী-নোলকে ছিঁড়িয়া 'পুলকে পল্লব পায়ে দলি'
চাক্ ভরা ফল জিভে ঝরে জল, কান-মলা যায় ভুলি।
বেণোজলে খেলা কলা-গাছ-ভ্যালা ক'জন চালায় সুখে?
তাল শাস লাগি নিঁদ-হারা জাগি নীরব নিশীথ বুকে:
যে খানেই যাই মনে পড়ে হায় ভুলে নাহি যায় থাকা,
বেতসী লতায় পেটুলী শাখায় গ্রামখানি মোর ঢাকা॥

দিনের খাটুনী চাচার *১ পিটুনী রাতে যাই সব ভুলি',
আলস-নয়ন ঘুমে অচেতন মা'র বুকে হাত তুলি।
যাহা কিছু চায় খুড়-তুতো ভাই তখনি তাহাই পায়,
আমি হাত যদি পাতি কভু দাদি *২ বলে "আর নাই ভাই!"
মার কাছে ছুটি দেখি আঁখি দুটি ভরে আছে শুধু জলে
"আয় বাছা—" বলে গলা জড়াইলে দরদর নির্গলে
শুধাই যখন দিবে মা কখন নাজু মন্তু পাই সব;
ওরা কি মোদের পর হলো ঢের—কেন মা রহ নীরব?
বাপু *৩ যে বলেছে "তোর মার কাছে যখনি চাহিবি খেতে,
কেহ তোরে ভুখা *৪ রাখিবে না বোকা—রাখিবে না কোন মতে
আমার কথায় মায়ের ব্যথায় ইন্ধন লাগে যতো,
আরো আঁখি ঝরে আরো চেপে ধরে 'চুমু দেয় আরো ততো।
এত মোর দুখ এত ভাঙা বুক,—ভুলে নাহি যায় থাকা
বেতসী লতায় পিটুলী শাখায় গ্রামখানি মোর ঢাকা।

রাঁধা বাড়া আদি খাটা নিরবধি যতো কাজ মা-ই করে
তবু নিশিদিন কখনো দেখিনে মা'র মুখে হাসি ঝরে।
সেদিন কি হলো সব গুলি গুলো নাজুর লইনু জিতে,
রেগে উঠে বলে—পরের মহলে লজ্জা হয় না চিতে—
থাকিতে সদলে?—শুধাইনু মাকে 'ভাগ নাহি কিমা'
বাড়ীতে আমার, এ ঘর আমার—সবি কি ওদের জমা?
বাপু মরিয়াছে—কিন্তু রহিয়াছে তাহারই তো ছেলে আমি
দাদোজীর *৫ কালে মরিয়াছে বলে পাব নাক কিছু জমি?
নহে মা বাপু কি দাদুর ছেলে ভাগ হতে বঞ্চিত?
একেবারে ফাকি দিবে ওরা নাকি দাদোজীর সঞ্চিত?
মা কহিল—ছি ছি ও কথা বলে কি লেখা নাই আইনেতে
দাদোজীর কালে এতিম *৬ হইলে পায় নাকো কোন মতে।
শুনে আঁখিজল করে টলমল জিজ্ঞাসিনু আরবার,
পূর্ব্বাপর মরা একি হাত ধরা একি মাগো এড়াবার?
লোকে যে মা বলে এতিমের জলে খোদার আসন টলে
একি মিছে কথা শুধু কি শঠতা—কথা দিয়ে শুধু ছলে?
এত কহি মাকে,—বিজিত নাজুকে ফিরে দিনু তার গুলি,
বেতসী লতায় গ্রামখানি হায় থাকিতে পারি না ভুলি।

একদিন ভোরে মা কহিল মোরে পরশু বাপের খানা *৭
পড়িতে যাবনা খেলিতে পাবনা—একথা রহিল জানা।
ডাকিয়া সাদরে কহিল দেবরে—স্যাঁকরার কাছে ভাই,
গহনার টাকা মিছে ফেলে রাখা আজিকে সে টাকা চাই।
*৮ চাচাজী না রাজী *৯ উঠিল গরজি রুষিয়া কহিল মাকে—
এতদিন খেলে পড়্‌তা ধরিলে ; বাকী আর কত থাকে ?
পরের জঞ্জালে কে আর সামালে, কাল হতে পথ দেখ,
গহনা-টাকায় খোরাকীর দায় না দাবীর খত লেখ !'
কথা নাহি সরে চোখে জল ঝরে গুমরিয়া ওঠে কাঁদি,
আমি বলি—মা গো চুপ করো ওগো থাকিতে দিবে না দাদী ?
কহিলাম গিয়ে ছোট-চাচী-মায়ে *১০ টাকা আর চাহি নাকো
গ্রামখানি হায় ভোলা নাহি যায় চরণে ঠেলিও নাকো !"
কেহ না শুনিল ; হাজির হইল সদরে গরুর গাড়ী,
আইনেতে লেখা দূরে বসে দেখা স্মৃতি মাখা ভিটে বাড়ী।
মার আঁখি-ধার আমি মুছি আর মোর আঁখি মাজী*১১ মুছে,
বেতসী লতায় গ্রামখানি হায় বাস করা গেল ঘুচে॥

* (১) চাচা—কাকা (২) দাদি—পিতামহী (৩) বাপু—পিতা (৪) ভুখা—ক্ষুধার্ত্ত (৫) দাদোজী—পিতামহ (৬) এতিম—পিতৃহীন (৭) খানা—শ্রাদ্ধ (৮) চাচাজী—কাকা মহাশয় (৯) রাজী—সম্মত (১০) চাচী মা—কাকীমা (১১) মাজী—মাতা।

Notes & News

BY RONEN GHOSE.

The Warrants of Appointment of the following Scouters have been issued by the Provincial Headquarters :—

Satya Charan Mukherji as Asst. Rover Scout Leader, 10th/II Calcutta Rover Crew, Calcutta.

Bhupendra Narayan Guha Roy as Scoutmaster, 2nd Burdwan (Raj School) Troop, Burdwan.

Sudhansu Kumar Bhattacharjee as Scoutmaster, 1st Burdwan (Municipal School) Troop, Burdwan.

Samarendra Nath Sen Gupta as Cubmaster, 20th/II Calcutta (Saraswati Institution) Pack, Calcutta.

Nanigopal Chakravarty as Scoutmaster, Deaf and Dumb School Troop, Mymensingh.

Mohamed Siddique Hossain as Scoutmaster, Zilla School Troop, Mymensingh

Benoy Bhusan Sen as Group Scoutmaster, Sardah H. E. School, Rajshahi

Sanman Chhetri as Cubmaster, 7th Kalimpong Pack, Kalimpong

Alfred Pradhan as Asst. Scoutmaster, 2nd Kalimpong Troop, Kalimpong

Thomas Warren as Group Scoutmaster, 2nd Kalimpong Group, Kalimpong

Arun Sen as Asst. Cubmaster, 6th/II Calcutta Pack, Calcutta

Bholanath Bhattacharya as Cubmaster, 19th/II Calcutta Pack, Calcutta

Karuna Sindhu Chakravorty as Scoutmaster, 8th/II Calcutta Troop, Calcutta

Bejoy Kumar Mittre as Rover Scout Leader of 4th/II Calcutta Rover Crew, Calcutta

Suhash Kumar Dutt as Scoutmaster, Kayotkhali School Troop,

Jitendra Nath Das as Scoutmaster, 2nd Behala Troop, Behala

William Lolit Mohon Bhattacharya as Scoutmaster, 1st Siksha Sangha Troop, Behala

Ras Mohon Halder as Dist. Cubmaster, Behala Local Associatton

Krishna Chandra Bhattacharyya as Asst. Scoutmaster, Thakurgaon H. E. School Troop

Salil B. Mondle as Asst. Scoutmaster, 1st Siksha Sangha Troop, Behala

Bangshi Badan Sen as Asst. Scoutmaster do do

Sunil Kumar Adhikari as Asst. Cubmaster, 1st Siksha Sangha Pack.

Dwijen Ghose as Asst. Dist. Scout Commissioner, 3rd Calcutta Local Association.

Manik Lall Mitra as Asst. Cubmaster, 4th/III Calcutta (Ashutosh College) Pack

Sachindra Nath Mukherjee as Scoutmaster, 20th/III Calcutta (B. Y. M. A.) Group

do as Group Scoutmaster, do

Amiyo Kumar Bagchi as Scoutmaster 19th/III Calcutta Group, Calcutta

Gholam Akbar as Scoutmaster, Dhanikhola Madrassah Troop

do as Rover Scout Leader, Dhanikhola Milon Samaj Crew

Sachindra Nath Banerjee as Asst. Dist. Scout Commissioner, 2nd Calcutta Local Association

The following Packs, Troops and Crews are registered :—

20th Pack (Bhowanipore Young Men's Association) Third Calcutta Association

1st Kushtia Town Troop, Kushtia

1st Kushtia Rover Crew, Kushtia

7th Kalimpong Pack (Bazar Day School) Kalimpong

21st/III Calcutta Kidderpore Group & Pack, Third Calcutta Association

22nd/III Calcutta (St. Paul's Orphanage) Group & Pack do

Kalichack Board M. E. School Pack, Malda

Shikarpore H. E. School Troop, Nadia

All-Bengal Jackson Shield Competition & Display : The Annual competition came off on Saturday, the 2nd February '35 at the St. Xavier's College before His Excellency the Governor and Chief Scout for Bengal. On arrival Chief Scout was received by the Provincial Organising Secretary and led him through the Guard-of-Honour furnished by the Dist. Commissioners, Secretaries of the Local Associations, Members of the Provincial Council and Scouters. About 2000 Scouts and Cubs welcomed him with the yell "BEN-BEN-BEN-BENGAL, ZING-A-ZING BOM BOM." The programme opened with a "GRAND HOWL" by the Cubs and a "RUSH IN" by the Scouts This was followed by a Cycle Display executed with great precision. Then came a tableaux depicting 10 Scout Laws each scene being effectively produced and accompanied by the stirring Scout Chorus ' Be Prepared to do your duty if you would be a Scout." A specatacular pageant, "INDIA and HER PEOPLE" consisted of a procession of Trumpeters, escorts on horse back, representatives of peoples of different races and tribes of India, peasants and lastly the "SPIRIT OF INDIA" in a carriage bedeckcd with flowers. This was a very effective demonstration and won the applause of the Chief Scout and the large crowd of spectators. The Blind Scouts of the Calcutta Blind School proved not in any way inferior to their Brothers with sight. A Rugby match was played by them. All their movements were directed by sound. It was very interesting. The display ended with various dances. Sixteen teams from all parts of Bengal—13 from the mofussil and 3 from Calcutta—competed in the competition. The result was a tie between the 9th/I (Calcutta Boys' School) Troop and the Basirhat (Bhabla Sir Rajendra High School) Troop each scoring 249 points. The runners-up are the (Reformatory & Industrial Schools) Troop with 231 points, who won the Mymensingh Cup.

Presenting the trophies His Excellency said "he was glad to note that the attendance of competing teams was larger than ever before, except last year,

when they had the opportunity of meeting Mr. J. S. Wilson, Camp Chief of Gilwell Park. He hoped they would be able to maintain the steady progress of the last four years". His Excellency remarked that "he was interested to observe that the Scout movement was fostering handicrafts. There was a great tendency in Bengal to think that the only life for a gentleman was in one of the learned professsions, which was a great mistake. There was nothing degrading in any form of manual labour and he was glad that the Scout movement was encouraging it."

On behalf of the Scouters of Bengal His Excellency also presented Mr. N. N. Bhose, Provincial Secretary, Bengal, with a Silver Tea Set, on his being appointed as the General Secretary, All-India Boy Scouts Association.

The Competitors who hailed from mofussil were housed under canvas and fed for three days at the Lake, Dhakuria. Scouter Monoj Khan acted as the Camp Chief with a host of Rovers as his assistants.

Foreign Visitors : We had three visitors from foreign countries. They were out on a tour round India :—

1. Dr. F. M. De Molner, D. C. C.
   International Commissioner of Hungary
2. Rover Chas. De Haraszty, Hungary
3. Rover Theo Van Machelm, Belgium

The first two visitors arrived Calcutta on 11th February, 1935 from Madras and Scouter Ronen Ghose was deputed from the Provincial Headquarters to receive them at the station and put them up in a hotel and to arrange for the sight seeing etc. Dr. Molner who brought out with him the film of the Jamboree that was held in Hungary in 1929 volunteered to give us a cinema show to the Scouts of Calcutta. Scouters Jamini Sarkar and Girija Sarkar at once fixed up with the authorities of the "RUPABANI" and gave the Scouts and Scouters a chance of seeing the Jamboree on the silver sheet. Dr Molner gave a nice little talk concerning Jamboree and Scouting. He said "I think Scouting is rendering a tremendous service to India by building bridges across differences between races and creeds. The future welfare of India is very likely to be largely dependant on closer co-operation between these. At the recent Jamboree in Australia we had the pleasure of watching the activities of the All-India Contingent". Dr. Molner remarked "they were wonderful little wizards", their activities and general behaviour were certainly an eye opener to many Australians and created a general feeling of sympathy and esteem". They were entertained with tea and dinner both in European and Indian styles. They appreciated the latter very much.

Rover Theo on his way to Benares paid us a visit and stayed in Calcutta for a day only. All these foreign scouts were found to be very jolly and friendly towards their Brothers Scouts. We wish them all a Bon voyage home.

Scoutmasters' Training Course : (a) The Scoutmasters' Training Course for Beginners was held at Mainamati on a hillock from 17th-27th February '35.

The campers hailed from villages far and near Comilla. The total strength of the camp was 36. Mr. Saroj Ghosh, the Asst. Provincial Secretary acted as the Scoutmaster and Mr. Kausik Mitra as his assistant. Our hearty thanks are due to Capt. Titley, The Principal, Govt. Survey School and Mr. G. M. Blaker for their help and support without which the camp would not have been a success.

(b) The Scoutmasters' Training Course was held at Ganganagar from 2nd to 14th March 1935. The campers hailed from Burdwan, Calcutta, Dacca, Howrah, Mymensingh, Nadia and Rajshahi. The total strength of the camp was 11. Mr. Boren Bosu, the Provincial Organising Secretary acted as the Scoutmaster, Messrs. Saroj Ghosh and Ronen Ghose acted as the Asst. S. M. and Troop Leader respectively.

(c) The Scoutmasters' Training Course was held at Maijdi, a new town under construction and situated about 7 miles off from Noakhali town from 19th to 29th March 1935. The campers hailed from various schools of the district and the total strength of the course was 25. Messrs. Saroj Ghosh and Ronen Ghose from the Provincial Headquarters ran the camp as Scoutmaster and Assistant. Scoutmaster respectively. The camp was visited by Mr. & Mrs. A. Whittaker, Mr. & Mrs. Price, Supdt. of Police Mr. & Mrs. K. K. Hajara, Dist. Magistrate and Collector, Major Hyde, Capt. Blake, M. I. O. Mr. Saleh Ahmed, S. D. O. and D. I. of Schools. Moreover Scouts from Zilla School and Feni School came and spent a couple of days in the camp with their Scouters. Our thanks are due to Mr. A. Whittaker, Capt. Blake, Mr. M. Taher and Abinash Ch. De (Quartermaster) for their help and support without which the camp would not have been successful. Mr. G. M. Blaker, Asst. District Scout Commissioner of Chandpur paid the campers a visit with his Scouters who took their training in a previous camp and spent the day with them. The tornedo that passed on 21st March 1935 at 7-30 P. M. over Maijdi created a havoc in the camp but the campers remembered the 8th Scout Law and kept everybody smiling. Though the campers had to suffer much in the hands of the Wind God still they bore it smilingly and the spirit was not damped. On the 29th morning a Rally was called and the campers were invested by Mr. Saroj Ghosh before their new D. C. Mr. K. K. Hajara, I.C.S. The campers were encouraged by the D. C. in a neat little speech.

(d) **Cubmasters' Training Course:** A Cubmasters' Training Course was held at the Guru Training School at Suri (Birbhum) from 15th to 19th March 1935. The Guru Training boys as well as other teachers from villages attended the course. The total strength of the camp was 33. Messrs Kali Ghosh and Jamini Sircar ran the course as Akela and Bagheera respectively. Mr. B. Bosu, Bar-at-law, the Provincial Organising Secretary paid a visit to Suri and conducted a big Rally there. Our hearty thanks are due to Scouters H. K. Mondol, Headmaster Guru Training School and Mr. Sen who very kindly acted as the Jt. Quartermasters. It is for them the camp ran very smoothly.

Monthly Rally : The Second Calcutta Boy Scouts Local Association had their rally on the 24th March, 1935 at Maidan near Plassey Gate under the old Banyan tree after a long time. The Rally was undet the command of Scouter Shibdas Chatterjee, Asst. Secretary and the total strength was about 350 ranks and files. The Silver Challenge Bugle Competition took place there and P. L. Amar Sen Gupta of the 17th Troop won the Bugle. The Rally terminated in the evening after Parade Fire Lighting and Singing of "Amar Janmabhumi".

Camboree : The First Calcutta Boy Scouts Local Association organised this show at their camping ground at Tollygunge on the 16th of March '35. They had a varied programme. There was huge gathering of parents, friends and supporters. We extend our hearty thanks to the organisers of this splendid show and it is for them the function was a signal success.

Annual General Meeting : The Annual General Meeting of the Second Calcutta Boy Scouts Local Association took place on 17th March 1935 at 5 p. m. at the residence of Mr. S. N. Banerjee, Bar-at-Law. The Hon'ble Justice Sir Manmatha Nath Mukherji took the chair. Sir Rajendra Nath Mookerjee, K. C. I. E., K. C. V. O., the President from the inception of the Association resinegd the post owing to ill health Sir Manmatha Nath Mukherji was duly elected to serve as its President with acclamation. After the transaction of business, Mr. Banerji, the host entertained the members present with tea and refreshment.

Excursion & Camping : (a) The Scout Troop at the Mahadevpur S. M. Institution went out for an excursion under their Scoutmaster and Asst. S. M. Rai Bahadur N. C. Ray Choudhury who is the Patron of the Troop accompanied the party. Rai Bahadur led the Troop to see the archaeological excavation at Paharpur, the historic place of the district. They motored to Badalgachhi at dawn of the 4th April 1935 and spent the whole day there. They were entertained by Rai Bahadur at his Katchari. The boys thoroughly enjoyed the outing and looking eagerly forward for another.

(b) The annual camp of the Malda Boy Scouts Association held for full 3 days and over 280 Cubs, Scouts and Scouters from 17 different Troops and Packs attended the same. The campers were entertained by Mr. Sidheswari P. Sinha, Manager of Muthurapore Zamindar Co. for the whole period. The Dist. Commissioner attended the camp on 23rd March '35 and stayed till the camp fire. Mr. K. C. Basak, I. C. S., the new President of the Local Asscn. visited the camp on the 25th afternoon and sp:nt the night with the campers. The camp was visited by quite a lot of distinguished personages who took the trouble of coming a long distance of 20 miles and the campers were much encouraged by their presence. The coveted Shield won by Dadanchak Senior Madrassa and the Miller Cup for the best Scout for 1934-35 was retained by Nepali Scout Gajanand of the Nagharia Troop. The camp proved a success from all points of view.

Jubilee Celebrations : A combined Rally of the three Calcutta Local Associations will be held on May 7th in the afternoon preceded by a Route March from the Cenotaph to the Firework Display ground.

Appointments : Mr. K. C. De, C. I. E, I. C. S. (Retd) late Dist. Scout Commissioner, Murshidabad Boy Scouts Local Association has been appointed by His Excellency the Viceroy, Chief Scout for India as the Asst. Provincial Scout Commissioner for Calcutta.

(b) Mr. Dwijendra Chunder Ghose, Bar-at-Law has been appointed by His Excellency the Chief Scout for Bengal as the Asst. District Scout Commissioner for 3rd Calcutta Boy Scouts Local Association.

(c) Mr. Sachindra Nath Banerjee, M. A., B. L., Asst. Master and Referee, High Court, has been appointed by His Exeellency the Chief Scout for Bengal as the Asst. District Scout Commissioner for 2nd Calcutta Boy Scouts Local Association.

We offer these Scouters our hearty congratulations and wish them all success.

Exhibition of Hobbies and Handicrafts : The Second Calcutta Local Association are making preparations to organise an Exhibition of Hobbies and Handicrafts during the summer vacation. A Sub-committee has been formed to give effect to it with Scouter Monoj Khan as its Secretary. We wish their new venture all success.

* * * * *

The Lesson of the Jamboree :

When Lord Baden-Powell of Gilwell, the Cnief Scout, spoke at the Rover Scout Moot which brought the recent Australian Jamboree to a close, he said :—

"One great lesson that we carry away from here is that friendship and goodwill between people of different races is perfectly feasible, as we have seen in practice in our camp.

"Our Job, therefore, as Scouts is to keep up and spread more widely yet that international goodwill.

"In my own life I have found at least three ways in which difficulties can be successfully met in addition to the weapons suggested to you in the eighth Law : "A Scout smiles and whistles under all difficulties" The first is duty. You may often be divided between your inclination and pleasure, and your duty. The duty always come first. Second comes Fairness. Every question has its two sides. When a problem is before you, hear both sides before you decide on your course of action. Don't let your line be decided by the first speaker you hear. The greater the talker the more suspect he should be. The third most potent weapon is love. Often I have told you a smile and a stick will carry you through many difficulties, but nine times out of ten it is the smile that does the trick.

When doubtful about what line to take, ask yourself : 'What would Christ have done ?' and do that. Love is, after all, the spirit of God working within you. So farewell : go each one of you, from here as messengers of love and goodwill to others and God speed your effort",

"B.—P's" Autograph :

Lord Baden-Powell, the Chief Scout has a steadfastly refused to sign any autographs during his present world tour, with one notable and characteristic exeption.

A Melbourne Scoutmaster who had a broken bone in his foot attended the recent Australian Jamboree with his foot in plaster of Paris. During one his rides round the Jamboree camp, the Chief Scout rode near this Scouter's tent and he was lifted up by his boys until he was level with the Chief's saddle. On the plaster of Paris were many autographs. The Chief Scout was so intrigued at the idea that he exclaimed, "This beats everything. Give me a pen, please !"

* * * * * *

Scout Mottos of the World

By Ronen Ghose

GREAT BRITAIN & British Empire — BE PREPARED
Esthonia—BUD PRIPRAVEN
France—SOYER PRET
Greece—NA ISSO ESTIMOS
Italy—SUI PREPARATO
Norway—VAER BEREDD
Russia—BUD GOTOFF
Sweden—VAR REDO
FINLAND—OLE VALMIS
German—SIE FERTIG
Spain—SEA PREPARADO
Japan—YA PI HARA
Lithuania—BUDEKITE
Netherland—WEES BERREID
Poland—CZUWAJ
Serbia—BUDI SPREMNA
Esperanto—ESTU PRETA
China—UY BE

Scraps from the Jungle

Brown Tip

I visited a new Pack recently, and it was good to see the fresh enthusiasm of the boys and their abundant interest in all things Cubby. It was specially noticeable in their knowledge of and use of the background of the Jungle.

In older Packs, I sometimes miss this. Unless it has been successfully established as a Pack tradition it can very easily be forgotten. Nor is this due only to carelessness. A new Pack hears the the "Jungle Book" stories and feels the romance of Cubbing for the first time, and so the whole Pack has them fresh in their memory. But, as time goes on and a few new Cubs dribble in from time to time, Akela finds it difficult to give the new chums the thorough grounding which the original Pack received, and in the meanwhile the older Cubs half-forget their knowledge of the Jungle background. Few of us can repeat the whole cycle of "Jungle Book" stories successfully year after year. What then are we to do?

1. We can do a great deal by using games with a Jungle setting. See especially those given in Barclay's "Book of Cub Games".

2. Properly taught and judiciously used, the Jungle Dances will be enjoyed from time to time, and are a direct help.

3. Use Jungle Names. See the "Handbook" page 30, and Gilcraft's "Wolf Cubs" page 50 and Appendix 1.

4. Use songs and recitations from the "Jungle Book" and elsewhere—e. g. "The Law of the Jungle" and "It's Grand to go a-Hunting".

5. It is most important to use incidents and sayings from the 'Jungle Book" to illustrate Cub work and ideals. Gilcraft's 'Letters to a Woif Cub" is a great help here.

Perhaps there is no detail in which the difference between a really keen Pack and an average Pack is more clearly seen than in the response to the call fo "Pack !". The "Handbook" says :—If the Cubmaster only calls "Pack !" once it means "Silence !" and everyone must stop what they are doing and listen". If your Pack is not good at this, get it put right at once, and you will find that the whole discipline of the Pack becomes brisker. Impress it upon your Cubs that it does not mean "Come here", but they should stay still wherever they are and listen for orders,

In Memorium.

For the first time, we had a fatal accident in the camp held every year at the Lake, in connection with the Jackson Shield Competition. Scout Jit Bahadur Chhetri of Kurseong M. E. School came to Calcutta with his troop and participated in the Jackson Shield Competition on 2nd February. On 3rd Feb. while bathing in the lake, he went beyond his depth and could not be saved inspite of efforts by others. It was too late when his body was lifted up—for his soul already was on the way to "Higher Service." His funeral was largely attended by local Scouts & Scouters including the Prov. Secy. Our sincere condolence to his parents & friends.

An extract from a letter of appreciation received from a foreign Scout

THE BRISTOL HOTEL.
Colombo 16th March, 1935.

Dear Brother Scout,

I thank you very much for your kind letter of the 19th February, 1935 and excuse me for long silence. Finally now I am in Colombo, tired and satisfied to rest a bit. My trip through India was simply marvellous and in each place where we stopped such a welcome of the Scouts that we got always a very busy time. Really the Scouts in India knows what is brotherhood and practise it in a very fine manner. It was for me to see by myself the very nice result of Scouting in India. All the places I visited I met such nice boys that I was every time sorry to leave that place. I shall keep in my memory the good time I enjoyed in Madras, Dhenkanal, Calcutta, Delhi, Lahore, Peshawar, Bombay, Bangalore. I saw in a very short time a very big and interesting country. I hope my dear Ronen, that Scouting will help the Indian people to become more united no matter what religion or caste he belongs to.

Will you remember me to your friends and excuse the shortness of my letter.

Scoutingly yours,
(Signed) Theo V. Mecheln.

To
Ronen Ghosh, Esq.
District Scoutmaster,
Calcutta.
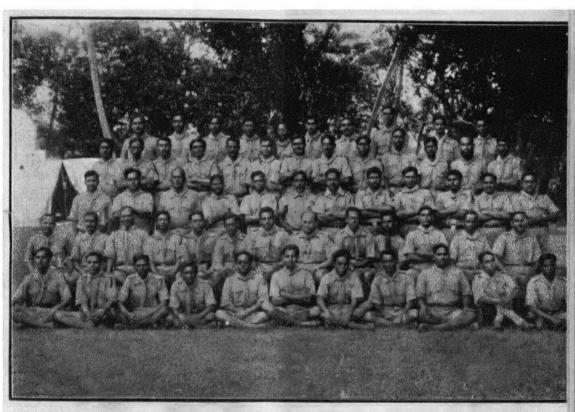
SCOUTMASTER S TRAINING CAMP 21ST-31ST OCTOBER, 1933.

১১শ বর্ষ] চৈত্র ১৩৪১—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২ [১০ম—১২শ সংখ্যা

স্কাউট্‌দের-গান

——জি, এম, হোসেন

(নজরুল ইসলামের "আমরা ছাত্রদল" সুরে)

আমরা সত্য আমরা বল
আমরা স্কাউট্‌দল।
মোদের কাজে ধন্য হবে
বিশ্ব-মায়ের জীব সকল।
আমরা স্কাউট্‌দল ॥

যখন সবায় লাঠি চালায়
আমরা আড়াল* করি,
অন্ধ-আতুর-ব্যথাতুরের
হাতটি যেয়ে ধরি।
বিপদ মোদের বরণ-মালা
আমরা হাসির শতদল।
আমরা স্কাউট দল ॥

ভক্তি মোদের অঙ্গ-ভূষণ
স্নেহে ভরা বুক
বাধ্যতারই শিকল পরি
ঘুচাই পরের দুঃখ
বিবেক মোদের পথের চালক্
ভয় করি না ঝড় বাদল।
আমরা স্কাউদ দল ॥

গঙ্গানগর স্কাউটার ক্যাম্প,

—মহাযুদ্ধের একটি দৃশ্য—

——শ্রীঅরুণোদয় ঘোষাল, পি, এল,

আশুতোষ কলেজ গ্রুপ ম্যাগাজিনের সৌজন্যে।

(এক)

মহাযুদ্ধ চল্‌ছে। দলে দলে বালক, যুবকবৃন্দ সৈনিক হয়ে যুদ্ধে চলে যাচ্ছে। যুদ্ধক্ষেত্র আর সহরের দৃশ্য দেখলে দেখা যেত, যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাগুলি পড়ছে, সেল ফাটছে, যেখানে বোম্ পড়ছে, সে জায়গা গভীর খাদ হয়ে যাচ্ছে, আর কোথাও কোথাও সৈনিকের মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন। সে এক ভীষণ দৃশ্য আর সহরে? স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, স্বামী, পুত্র, পিতাদের বিদায় দিতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে।

এই সময় একটা ছোট সাজান বাড়ীতে, এক সাহসী যুবা থাকৃত। সে তার স্ত্রী, ১০ বৎসরের একটি পুত্র, একটি এক বৎসরের শিশু ও একটি কুকুর নিয়ে দারিদ্রতার সঙ্গে দিন কাটাত।

* * * * *

এই সময় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল। যুবকটি সৈনিক হবার জন্য শিক্ষা কর্‌তে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

আজ তার বিদায়ের পালা। চিরজন্মের মতও হতে পারে। শোকার্ত্ত পরিবার কেঁদে উঠল। যুবকটি তার ছোট ছেলেটিকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগল। কিন্তু ভাবল—'না মায়া বাড়ান ঠিক নয়—হয়ত বা সে নাও ফিরে আসতে পারে।'

একদল সৈনিকের সঙ্গে সে যখন চলে যাচ্ছে, তখন তার সেই ছোট কুকুরটা তার পায়ের মোজা ধরে অনেক টানাটানি করল, যদি সে ফিরে আসে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলনা দেখে, সে ফিরে এসে চুপ করে বসে রইল। দু চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ল; যেন বোধ হয় সেও বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা কি।

শোকার্ত্ত পরিবারবর্গ ফেলে সে চলে গেল। দূর থেকে তাদের 'মার্চ্চিংসঙ'এর আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল।

(দুই)

এক সপ্তাহ পরে সে ফিরে এল। পরিবারবর্গ তার আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। কুকুরটা লাফিয়ে লাফিয়ে তাকে চাট্‌তে লাগল।

কিন্তু পরের দিন কি হবে? আবার ত তাকে বিদায় নিতে হবে। আবার ত সে চলে যাবে।

পরের দিন আবার বিদায়ের পালা। আবার কান্না।

কুকুরটা এবার আর তাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করল না। জানে সে ত ফিরে আসচে না। তাই চুপ করে বসে রইল। চোখের জল পড়ে পড়ে গলার লোম তার ভিজে উঠ্‌ল।

সে যা সামান্য মাহিনা পেয়েছিল তা তার সংসার নির্ব্বাহের জন্য দিয়ে গেল। আবার সে চলে গেল। আবার গানের সুর ভেসে এল।

(তিন)

মেসিনগাণের শব্দে কান কালা হয়ে যাবার উপক্রম। সেল্ ফাটছে, বোম্ পড়ছে। 'ট্রেঞ্চ' থেকে উঠে একদল সৈন্য 'বিয়নেট' চার্জ করে গেল। কিন্তু কিছুদূর যেতেই তাদের 'মেসিনগান' দিয়ে উড়িয়ে দিল। 'বিয়নেট ছেড়ে তারা পড়ে যেতে লাগল।

সেই সময় যুবক সৈনিকটি যে 'ট্রেঞ্চে' ছিল, তার কিছু দূরেই একটি সৈনিক পা ভেঙ্গে পড়ে ছিল। উঠে আস্‌তে পারছিল না। কেবল চেঁচাচ্ছিল।

কেউই তাকে সেখান থেকে আনতে সাহস কর্চ্ছিল না। তখন সেই যুবকটি সেখানে গেল ও তাকে নিয়ে ট্রেঞ্চের মুখে আসতেই তার বাঁ পায়ে পর পর দুইটি গুলি লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

(চার)

যখন জ্ঞান হল, তখন সে দেখল সে হাঁসপাতালে শুয়ে আছে। আর বাঁ পাটা কাটা ও সেই কাটা যায়গায় একটা কাঠের পা লাগান। সেই দিনটা হাঁসপাতালে থাকার পর সে বিকালের দিকে ছুটি নিয়ে বাড়ীর দিকে চল্ল। কারণ সে তখন অকর্ম্মণ্য।

যখন সে বাড়ীর দিকে ফিরতে লাগল, তখন বিকাল। সে দেখল যে ফাঁকা মাঠের উপর ভাঙ্গা বাড়ীর কতকগুলি ইটের স্তূপ আর তার পিছন দিকে মস্ত লাল সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।

নিজের বাড়ীর কাছে পৌঁছে দেখে যে তার বাড়ীর চিহ্নমাত্র নাই। কেবল কতকগুলি ইটের স্তূপ। একজন লোককে জিজ্ঞাসা করল তক্ষ নামে কোনও লোকের বাড়ী এখানে ছিল কি না?

সে বল্ল তার বাড়ী সকাল বেলা একটা সেল্ পড়ে গুঁড়িয়ে গেছে।

এই কথা শুনে সে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল। কান্না তার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণ বাদে তার হাতে ঠাণ্ডা কিছু ঠেকল। ফিরে দেখে তার সেই কুকুরটা তার হাত চাট্ছে। কুকুরটাকে দেখে সে ভাবল হয় ত বা তারাও বেঁচে আছে। সে আরও ভেবেছিল তার কুকুরটা বোধ হয় তাকে তাদের কাছে নিয়ে যাবে। কিন্তু সে দেখল যে কুকুরটা বসে আছে। তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

যুবকটি এই দেখে তাকে কোলে নিল। সে ভাবল তার প্রভু তাকে আদর কর্চ্ছে। কিন্তু এ কি? হটাৎ সে কুকুরটাকে দু হাতে তুলে ইটের পাঁজায়' আছাড় দিল। সে চেঁচাবারও সময় পেল না। রক্তে তার বুক ভেসে গেল। যুবকটি নিজের মুখের ভিতর বন্দুকের নল দিয়ে ফায়ার করল। সে ঢলে পড়ে গেল। আর উঠল না।

সূর্য্য তখন ডুবে গেছে। আকাশটা তখনও লাল হয়ে আছে। দূরে 'বিউগিল' বেজে উঠল।

"সাইকেলে কলকিতার পথে।"

১৩৩৪ সাল।

১০ই ডিসেম্বর সোমবার—বিকেল বেলা। স্কাউটিং ক্লাশের পর হুদা এসে বল্লে "চল ভাই, কল্কাতায় যাই। খুব ভাল সার্কাস এসেছে।" আমি বল্লাম কল্কাতা তো যাবই! হুদা চট্ করে বল্লে কেমন করে যাবি? আমি বল্লাম কেন! ট্রেনে চাপবো, চলে যাব। সে বল্লে "কেন ট্রেনে তো সকলেই যায়। চল এবার আমরা সাইকেলে কল্কাতা বেড়িয়ে আসি। কথাটা আমার বেশ ভাল লাগলো। ভাবলাম সাইকেলে কল্কাতা বেড়িয়ে আসলে First class Test এর একটী Test পাশ করা হবে। সে দিন ঠিক হলো আমরা কয়েক জন সাইকেলে কল্কাতায় যাব। এই খবর অন্যান্য ছেলেদের কানে গেলে কত জন কত কথা বল্তে লাগলো তার ইয়ত্তা নেই। আমরা কিন্তু বিচলিত হলুম না। আমি, শ্যামা, ইছমাইল, আল্ফু ও হুদা আমরা কয়েক জন মিলে আমাদের স্কাউট মাষ্টার মিঃ তরফদারএর নিকট গেলুম। তিনি শুনে অতিশয় সন্তুষ্ট হলেন এবং আমাদের সদাশয় হেড মাষ্টার মিঃ ভৌমিকএর নিকট হইতে অনুমতি লইয়া আমাদের যাবার যথোচিত বন্দোবস্ত করে দিলেন। হেড্ মাষ্টার মহাশয় সাইকেলে কল্কাতা ভ্রমণের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং আমাদিগকে উৎসাহিত করিলেন। আমাদের ভূগোল শিক্ষক মিঃ রায় আমাদিগকে Road map করে দিয়েছিলেন। তাঁদের সাহায্য পেয়ে

আমরা দ্বিগুণ উৎসাহিত হলুম। তিন চার দিনের মধ্যে আমাদের যাবার সমস্ত যোগাড় যন্ত্র হয়ে গেল। আমরা ১৬ই তারিখ রবিবার প্রাতে রওনা দিব স্থির হ'ল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বন্ধু ছুদার যাওয়া হল না। সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো। আমরা চার বন্ধু আগের দিন স্কুল বোর্ডিংএ গিয়ে রাত্রি বাস করলুম ও পর দিন প্রাতে ৬-৪৫ মিনিটের সময় ভগবানের নাম নিয়ে রওনা দিলুম কল্‌কাতার মুখে। প্রথম দিন বেশ আমোদ আহ্লাদে যেতে লাগলুম। ঘণ্টায় ৮ মাইল করে আমাদের programme কিন্তু। আমরা এই speedএ আর বেশীক্ষণ যেতে পারলুম না। রাস্তা খুবই খারাপ। বড়চৌর্গা থেকে সিংড়া পর্য্যন্ত ৪ মাইল ব্যাপি একটী প্রকাণ্ড বিল। নৌকা ছাড়া পার হবার উপায় নেই। বাধ্য হয়ে একখানা নৌকা ভাড়া করতে হল। কিন্তু স্থানে স্থানে জল এত কম যে নৌকা চলে না। কোন কোন স্থানে নৌকা টান্‌তে হল। যাক কোন ক্রমে সিংড়া এসে পৌঁছিলুম। বেলা তখন প্রায় তিনটা। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লুম। সঙ্গে কিছু খাবার ছিল তাই খেয়ে আবার সাইকেলে উঠে পড়লুম। চল্‌তে চল্‌তে এসে পড়লুম নাটোরে বেলা ৫-৩০ মিনিটের সময়। উঠলুম গিয়ে থানায়। থানার Officer মোলবী ইয়াকুব সাহেব আমাদের বেশ যত্ন সহকারে আদর অভ্যর্থনা করলেন এবং খাওয়া ও থাকার সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। তথাকার A. S. P. মহাশয়ও আমাদের বেশ যত্ন নিলেন। শুনলাম তিনিও নাকি স্কাউট ছিলেন। তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। পরদিন বেলা ৮—১৫ মিনিটের সময় রওনা দিলুম রাজসাহী অভিমুখে। রাস্তা বেশ পাকা। সাইকেল ছুট্‌লো তীর বেগে। দেখতে দেখতে এসে পড়লুম "পুঁঠিয়া" নামক স্থানে। স্থানটী বেশ সুন্দর। শুন্‌লাম তথায় নাকি রাজবাড়ী আছে। সেখানে ডাব অতি সস্তা। তৃষ্ণা দূর করলুম ডাবের জলে ও একটু বিশ্রামের পর আবার উঠ্‌লাম সাইকেলে। ক্রমাগত চল্‌তে চল্‌তে এসে পড়লুম রাজসাহী সহরে। তখন বেলা প্রায় তিনটা। Rajshahi Collegiate স্কুলের স্কাউট মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করলুম। তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং আমাদের থাকার ও খাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি বেশ অমায়িক ভদ্রলোক। আমাদের সঙ্গে করে গেলেন Dt. Commissioner Rai Brajendra Mohon Maitra Bahadnr মহাশয়ের বাড়ীতে আমাদিগকে পরিচয় করে দিতে। মৈত্র মহাশয় আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন এবং উৎসাহিত করলেন। তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে পরদিন দেখতে গেলুম মিউজিয়াম জেলখানা ও কোর্ট। সেখানে থেকে ফিরে এসে Collegiate Schoolএ গেলুম হেডমাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে হেড্‌মাষ্টার মহাশয় নিজে একজন স্কাউট মাষ্টার—তিনি আমাদিগকে খুব উৎসাহ দিলেন। সেই স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল। তাহারা বিদায় বাণী দ্বারা আমাদিগকে বিদায় দিল। আমরা ৫—১৫ মিনিটের সময় গোদাগাড়ী Steamer ঘাটে

এসে পড়ি। তিন চার ঘণ্টা কাল আমরা flatএ ছিলুম। আমাদের সঙ্গে পাথেয় যাহা ছিল খেয়ে নিয়ে রাত্রি ১০টার সময় Ferry পার হয়ে এসে পড়লুম লালগোলা ঘাট পরদিন সকাল বেলা ভগবানগোলা হয়ে জিয়াগঞ্জে পোছিলুম, জিয়াগঞ্জ থেকে নসীপুর রাজবাড়ী দেখে ১—১৯ মিনিটের সময় পৌছিলুম এসে মুর্শিদাবাদে। নবাব Institutionএর হেড্ মাষ্টার Mr. Hossain সাহেবের সঙ্গে দেখা করলুম। তিনি স্থান দিলেন আমাদিগকে নয়া বোর্ডিংএ। তিনি বেশ অমায়িক ও ভদ্রলোক। তিনি বেশ ব্যবহার করলেন আমাদের সঙ্গে। পরদিন সকাল বেলা বোর্ডিংএর কয়েকজন ছেলের সঙ্গে দেখতে গেলুম মুর্শিদাবাদের পুরাতন স্মৃতি। মতিঝিল, হিরাঝিল, হাজার দুয়ারী, সিরাজদ্দৌল্লার কবর ইত্যাদি। কতকগুলি ঐতিহাসিক বিখ্যাত বস্তু স্বচক্ষে দেখে আমাদের নয়ন সার্থক করলুম। তারপর চল্লুম আমরা বহরমপুরে। বহরমপুর Collegiate Schoolএর হেড মাষ্টার Joseph Arulanantham সাহেবের সঙ্গে দেখা করে,আমরা হিন্দু বোর্ডিংএ চল্লাম Scoutmasterএর সঙ্গে দেখা কর্‌তে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে দেখা হল না। Cub master Mr. Narayan Chandra Bhattacharjee মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হল। তিনি আমাদিগকে বিশেষ আদর করে স্থান দিলেন। আমরা টাউনটি বেড়িয়ে দেখলুম। পরদিন সকালে কিছু জলযোগ করে নিয়ে রওনা দিলুম কৃষ্ণনগর অভিমুখে। পথে দেখতে পেলুম ইতিহাসের উল্লিখিত সেই "পলাসী" ক্ষেত্র। আমরা বেলা সাড়ে বারোটার সময় এসে পৌঁছিলুম পলাসীতে। ইহা যুদ্ধ ক্ষেত্রই বটে। ক্ষুধাতৃষ্ণায় আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। সেই সকালের এক পেয়ালা চা ও একটু হালুয়া। মনে হতে লাগলো বুঝি বা এই পলাসী ক্ষেত্রে আমরাও প্রাণটা হারাই। যাক কিছুক্ষণ পরে উঠলাম গিয়ে ডাক বাঙ্গলায়।

কাহাকেও পেলুম না তথায়। অনেকক্ষণ পরে এল এক পাহারাওয়ালা, তাকে বল্‌লাম খাবার দিতে পার? সে বল্লে "খাবার দিতে পারি কিন্তু ৪টার পূর্ব্বে নয়।" শুনে তো আমাদের চক্ষু স্থির। আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে পড়লুম। কষ্ট হল বেশী আল্‌ফুদার। এরকম কষ্ট সে জীবনে ভোগ করে নি। আর কেই বা করেছে! কই আমার তো মনে পড়ে না। তবুও আমরা কিন্তু বিচলিত হইনি। মনে পড়চে আমাদের 8th law—A Scout smiles and whistles under all difficulties. আমরা বুকে বল করে উঠে পড়লুম। রাস্তার দিকে চেয়ে দেখি কতকগুলি বালক একটা লোকের পিছু পিছু ছুটে চল্‌ছে আর বল্‌ছে—

"চিনা বাদাম খাওরে ভাইয়া,
ফেরিওয়ালার কাছে যাইয়া।"

প্রথমে বুঝতে পারলুম না ব্যাপারটা কি! পরে দেখি সে একজন ফেরিওয়ালা। তাকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলুম কি কি আছে তোর কাছে? "চিনা বাদাম, আর ডালপুরি" উত্তর দিল সে। অবশেষে খাওয়া হল সেই পুরীগুলি পেটপুরে।

বেলা ২ টার সময় মনুমেণ্ট দেখে রওনা দিলুম ও সন্ধ্যা ৬টার সময় এসে পড়লুম কৃষ্ণনগর। তথায় কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে উঠবার অবসর হল না। আমরা হোটেলে খেয়ে নিয়ে রওনা দিলুম রাণাঘাট অভিমুখে। আধ মাইল এসেছি, এমন সময় আলফুর সাইকেলের crank গেল ভেঙ্গে। বাধ্য হয়ে ফিরতে হল আবার। বাজারে গিয়ে সাইকেলটি সেরে নিয়ে আবার যাত্রা করলুম। রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় এসে পড়লুম রাণাঘাট। উঠলুম গিয়ে প্রফুল্লবাবুর বাড়ীতে। তিনি বেশ আদর করে স্থান দিলেন আমাদের। পরদিন সকালে খেয়ে নিলুম রাণাঘাটের বড় বড় রুটি আর মাংস। কলকাতার অতি নিকট এসেছি জেনে আমাদের আর আনন্দ ধরে না। আমরা ১১ টা ৭ মিনিটের সময় পৌছিলুম এসে শ্যামবাজারে। সেখানে হঠাৎ আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। Veterinary Cellageএ পড়েন তিনি। তিনি নিয়ে গেলেন তাঁদের বোর্ডিং হাউসে। পরদিন সকালে গেলুম আমরা Mr. N. N. Bhose সাহেবের বাড়ী। দুর্ভাগ্য আমাদের তাঁকে পেলুম না বাড়ীতে। শুনলুম তিনি কলকাতায় নেই। গেছেন Scoutদের সঙ্গে Campingএ। তাঁর বড়ছেলে অজয়বাবু বেশ অমায়িক, মিষ্টভাষী ও সদালাপী লোক। তিনি আমাদিগকে বেশ যত্ন করে স্থান দিলেন তাঁদের নিজ বাড়ীতে। কয়েক দিন বেশ আমোদ আহ্লাদে কাটিয়ে ছিলুম তাঁর সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে আমরা Scouting বিষয়ে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। পরদিন তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তাঁর মামার বাড়ী। তাঁর মামা Mr. S. C. Goho তিনি একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। কয়েক দিন বেশ সুখে কাটালুম তাঁর ওখানে। Scout office থেকে প্রত্যেক দিন কালীবাবু এসে আমাদের খোঁজ খবর নিতেন। Asst. Secretary Mr. Saroj Kumar Ghosh আমাদের Tram Pass এর ব্যবস্থা করে ছিলেন। কয়েক দিন বেশ কাটালুম কলকাতায় কিন্তু দুঃখের বিষয় ৩০শে ডিসেম্বর রবিবারে আমাদের দেশের দিকে যাত্রা করতে হল। আলিফদার সাইকেল ভাল নয় বলে তাকে বাধ্য হয়ে ট্রেণে দেশে ফিরতে হল। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে ভগবানের নাম করে রওনা দিলুম আমরা দেশাভিমুখে একই রাস্তা ধরে। "বাড়ী মুখে বাঙ্গালী ধায় কার দেখা কে পায়" এই কথা কি সত্য নয়? আমরা এক সমান ভাবে সাইকেল করে ফিরে এলুম দেশে ৪দিনের মধ্যে। সকলে সুখী হলেন অনেক দিন পর আমাদের আবার পেয়ে।

মোঃ ছাদেক হোসেন তালুকদার।
পেট্রোল লীডার
বগুড়া করোনেসন স্কুল ট্রুপ।

ময়মনসিংহ ধাণীখোলা স্কাউটদের গান।

৩। ভেইয়া—

স্কাউট ধরম বড়ই আরাম কভি ভুলনা।
কভি ভুলনা ভেইয়া কভি ভুলনা ভেইয়া...
স্কাউট ধরম পালন করবে,
সব দুঃখ দূরে যাবে,
ব্যথা থাক্‌বেনা...।

স্কাউট মাষ্টারের আদেশ মান,
স্কাউটে স্কাউটে ভাই ভাই জান,
গণ্য মান্য লোক যত (তাঁরা) পৃষ্ট পোষক,
(কোন) চিন্তা করনা...।

রোভার—এম, এ, হামিদ। মিলন সমাজ।

স্কাউটের কথাঃ—

সাগর তীরে মেম্বাসারে যখন কীটালা (ব্রিটিশ ইষ্ট আফ্রিকা) ট্রুপের বাৎসরিক ক্যাম্প হয়েছিল সে ও অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে গিয়েছিল। আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্য থেকে এসে সমুদ্র তীর তার এত ভাল লেগে ছিল যে বাড়ী ফিরিবার সময় সঙ্গে করে এক বোতল সমুদ্রের জল না নিয়ে সে যেতে পারেনি।

প্রাচীন আশ্চর্য্য বস্তু।

১। মিশরের পিরামিড।
২। আরটিমিশের স্মৃতিমন্দির।
৩। ব্যাবিলোনের ঝুলন বাগান।
৪। জুপিটারের প্রতিমূর্ত্তি।
৫। অ্যাপোলোর বিশাল প্রতিমূর্ত্তি (রোডেশ)।
৬। ডায়ানার মন্দির।
৭। আলেকজাণ্ড্রিয়ার আলোক স্তম্ভ।
৮। চীনের প্রচীর—২২ ফুট চওড়া ২৫ ফুট উচ্চ, দৈর্ঘ্য প্রায় দেড় হাজার মাইল।

PROVINCIAL CAMPING SITE GANGANAGAR.

পরশ পাথর।

[দ্বিতীয় কিস্তির পর]

—শ্রীঅমিয় কুমার রায়চৌধুরী।

সমর মনে মনে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো। এই যে ছোট মেয়েটী দস্যুদের আড্ডায় রয়েছে—একি সত্যিই দস্যুদের মেয়ে ..না শয়তানগুলো টাকার লোভে kidnap করে রেখেছে। সমরের ভেতরের chivalrous spiritটা ভয়ানক ভাবে দুলে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে একটা দুরন্ত আগ্রহ—তার মনে জাগল...এ মেয়েটি কে। যেই হোক না কেন, একে উদ্ধার করতেই হবে, কিন্তু কি করে তাই হচ্ছে সমস্যা। বাংলায় একটা কথা আছে "আপনি বাঁচলে বাপের নাম"—সমর নিজে যে বন্দী। ঘরের লোহার কপাটটীর দিকে তাকিয়ে সে একটা দুরাশার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্ল, কিন্তু নিরাশার নয়। তার মনে পড়লো Scoutদের সেই সুন্দর আইনটা—"স্কাউটরা বিপদ আপদে হাসতে জানে"। আজ এই বিপদকে যদি সে হাসিমুখে নিতে না পারলো, তবে এত দিন ধরে বুকে Service stars গোঁজার সার্থকতা কোথায়। সে ঠিক করল প্রকৃত স্কাউটের মত বিপদে সে বিচলিত হবেনা একটুও। মনে মনে সে স্কাউট আইনগুলি একবার আউড়ে নিল :—

বিশ্বাসী, ভক্ত, সহায়,	Trusty, Loyal, Helpful,
সুহৃদ, বিনয়ী হৃদয়বান !	Brotherly, Courteous Kind,
বাধ্য, সুহাস সঞ্চয়ী,	Obedeint, Smiling, Thrifty,
নির্ম্মল দেহ, সুমতিমান।	Pure in body and mind.

* * * * *

সময় কাটতে না চাইলেও কেটে যায়। অনেকক্ষণ এ ভাবে যাওয়ার পর হঠাৎ সমরের মনে হল সমস্ত কামরাটা যেন নড়ছে—না.. একি কামরাটা Lift এর মতন উপর দিকে উঠতে আরম্ভ করছে। কিছুটা উঠে কামরাটা থেমেগেল...সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনের মত bell বেজে উঠল, পরক্ষণেই লোহার দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকলো ছোট মেয়েটী আর তার পিছনে সেই এসেন্সওয়ালা। মেয়েটি হাতের খাবার রেখে ঘর থেকে চলে গেল।

সর্দ্দার তখন সমরকে জেরা আরম্ভ করলো. ক্রমে আরও দুচারটে লোক এসে ঘরে হাজির হোল। সমর কিছুই বল্লনা, আর সে বলবে কি, সে সত্যিই তো জানেনা—সমস্ত জিনিষটাই মস্ত বড় একটা হেঁয়ালি।

সর্দ্দার বল্ল সোজাকথায় কিছু না, কিন্তু এর জন্য পরে কষ্ট পেতে হবে। খাবার খেয়ে নাও তার পর দেখাচ্ছি সব।

সমর নির্ভিক, অটল। সর্দ্দার ডাক্‌লো—ভোমজি!

ঘরে ঢুকলো সেই কাল ভূষমনটা—হাতে তার একটা চাবুক।

বল গুপ্তধনের বিষয় তুমি কি জান?

"কিছু জানিনা। সঙ্গে সঙ্গে সপাং করে একঘা চাবুক, সমরের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো চাবুকের দাগ, গায়ে চেপে বসলো ..দর দর করে রক্ত পড়তে লাগল।

"এখনও বল"—সমর নিরুত্তর ..আবার সপাং সপাং করে চাবুক। গোটাদশেক খেয়েই সমরের মাথা ঘুরে গেল, সে অজ্ঞান হয়ে মাটীতে পড়ে গেল। অর্দ্ধচেতন অবস্থায় সে শুনতে পেল কারা যেন বলা বলি করছে .."বেশ হয়েছে! ভারী বদমাস্ ছেলেটা, কিছুই বল্লেনা'।

* * * * *

Troop Court of Honour- ছেলেরা এসে জড় হয়েছে তবে দুজন A.P.L.ও একজন P.L. অনুপস্থিত...S.M. ও এখনও আসেননি, শুধু A.S.M.এসেছেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর S.M. এলেন। চোখে মুখে তার উদ্বেগের চিহ্ন। তিনি বল্লেন Brother Scouts, আজ আমরা সত্যিকারের Scouting এ নাব্‌ব। তোমাদের কাছে আজ আমি যে adventureএর সন্ধান দেব...তা তোমাদের করতে হবে। তার আগে তোমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে এ কাজে তোমরা আমায় সাহায্য করবে আর এ কথা কাউকেও বলবেনা। তখন তিনি ধীরে ধীরে বল্লেন —আমাদের দুজন A.P.L. ও একজন P.L. ভয়ানক বিপদে পড়েছে। তাদের মধ্যে দুজনে নিরুদ্দেশ...আর একজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। P.L. ক্ষিতীশের দিদির এই চিঠিটা পড়ছি তাহলেই সব বুঝতে পারবে।

চিঠি পড়া হলে তিনি Scoutদের দিকে তাকালেন সে দৃষ্টিতে ছিল অপূর্ব্ব প্রেরণা ...দৃঢ় প্রতিজ্ঞা...অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযান। ছেলেদের বলতে হবেনা কিছু, সকলে এক সঙ্গে হাত তুলে চেচিয়ে উঠল .."One for all, all for one" স্কাউটার মুখার্জ্জী বল্লেন ব্যস্ত হবার দরকার নেই। তোমরা যে পর্য্যন্ত আমার instruction না পাচ্ছ কিছু কোরোনা। হয়তো Troop এ আমার আসা বন্ধ হবে কিছুদিন, কিন্তু তোমরা P.L. আর A.P.L. রা চালিয়ে নিও,—তা ছাড়া A.S.M. তো রইলেন। Good Afternoon Scouts! আমায় এখনই যেতে হবে। সেদিন দীলিপ বাড়ী ফিরেই Phone ringing শুনতে পেল ..তাড়াতড়ি Phone ধরলো, লীলাদি যা বল্লেন, তাতে সে একটু ঘাবড়ে গেল, ব্যাপারটা যে এতদূর তা সে ভাবেনি। যাই হ'ক বেরিয়ে পড়ল লীলাদির Phone শুনে। কি করতে হবে তা লীলাদি—Phone এই বলে দিয়েছিলেন।

* * * * * *

ফুচা কলকাতার প্রসিদ্ধ চীনে 'Smuggler—সে দরকার হলে হাসিমুখে দুচারটে লোককে খুন করতে পারে। অতি হুঁসিয়ার লোক, আগে জাহাজে কাজ কোরত তার

পর ধরল অহিফেন ব্যাবসা। পরে পুলিশের কড়া নজরে সন্ত্রস্ত হয়ে, নাম ভাঁড়িয়ে Bentinck Streetএ জুতার দোকান ফেঁদে বসেছে। রথও দেখাহয়, কলাও বেচা যায়। ফুচার বয়স হয়েছে তা প্রায় ষাট সত্তর হবে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে রক্তও ঠাণ্ডা হয়েছে একটু তাই সে আগের দুরন্তপনা কমিয়েছে। লুকিয়ে চুরিয়ে, অতি সাবধানে এখন তাকে কারবার করতে হয়।

যাই হোক দীলিপ সন্ধ্যার আবছায়াতে চলল তার নতুন Adventureএর সন্ধানে। দোকান যদি বা মিলল, ফুচা নামে কোন লোকের সন্ধান পাওয়া গেলনা। দোকানে ছিল একটা চীনা ছোকরা—সে নাবোঝে হিন্দি, না বাংলা না ইংরাজি। দীলিপ ভারি মুস্কিলে পড়লো। আর ছেলেটী চিং চং করে কি বল্লে তাও সে বুঝতে পারল না। পাছে লোকের সন্দেহ হয় তাই সে দোকান থেকে বেরিয়ে পাশের দোকানে জুতোর দর করতে লাগল। এ দোকানের মালিক বেশ ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দি বলতে পারে। একটা জুতো কিনে দীলিপ সাহস করে তাকে ফুচার সন্ধান জিজ্ঞাসা করল। লোকটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে একটু তাকিয়ে ইসারায় ডেকে তাকে পাশের কামরায় নিয়ে গেল। তাকে সেখানে বসতে বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে Springএর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। পরক্ষণে দীলিপের মনে হ'ল সে বন্দি ফাঁদে পড়েছে। অনেক চেষ্টা করল কিন্তু দরজা খুলল না। তার ভয় লাগল এ আবার কি বিপদ ..তাকে প্রাণে মারবে, না Black mail করবে, ভগবান জানেন।

মিনিট পনের বাদে দরজা খুলে গেল···ঘরে ঢুকল সেই চীনেটা, সঙ্গে আরও দুটো চীনেকে নিয়ে, তিনজনের হাতেই উদ্যত রিভলবার। দিলীপ বুদ্ধিমানের মত হাত মাথার উপর তুলে দিল। লোকগুলো, তার কাছে এসে ভাল করে তাকে খানাতল্লাসি করল। তারপর হটাৎ একজন তার মুখে আরক মাখান একটা রুমাল চেপে ধরল। দিলীপ কথা বলবার অবসর পেলনা। চীনে দুটো ক্ষিপ্র ভাবে তৎক্ষণে তার হাতপা বেঁধে ফেলেছে। তাকে সেই অবস্থায় রেখে তারা বেরিয়ে গেল ফিরল সঙ্গে একটা বড় বাক্স নিয়ে। তার পর ধরাধরি করে দিলীপ কে বাক্স বন্দী করে বাক্সটা টেনে বের করে, রাস্তায় একটা গাড়ীতে চাপাল। গাড়ী চলতে সুরু করে দিল।

দীলিপের যখন হুঁস হোল, সে দেখল একটী কাঠের ঘরে সে হাতপা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে আর তার চারদিকে কয়েকটা চীনে গুঁড়ি খেয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। এমন সময় একজন বুড়ো গোছের চীনা ঘরে এ'ল সে আসতেই সকলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। বুড়ো সকলকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দিলীপকে প্রশ্ন করল সে কে? কোথা থেকে এবং কার কাছ থেকে আসছে। চীনাটি বেশ বাংলা বলতে পারে। দিলীপ যথাযথ উত্তর দেওয়ায় তার বাঁধন খুলে দিয়ে বুড়ো বল্ল আমার নামই ফুচা। আপনাকে এতটা কষ্ট ভোগ করতে হোল খামকা। কিন্তু আমাদের কি দোষ বলুন। ঐ পুলিশ

আর Excise এর লোকগুলোর ভয়েই তো আমাদের এত সাবধান হয়ে চলতে হয়। আপনার কোন ভয় নেই। এবার থেকে ওরা কিছু বলবেনা আপনাকে, চিনে রেখেছে। তা দিদিমনি কিরকম আছেন।

দীলিপ সংক্ষেপে জানাল যে লীলাদি তাকে অবিলম্বে দেখা করতে বলেছেন। তার পর ফুচা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার এল হাতে নিয়ে কতকগুলো পরচুল, চীনে পোষাক। দুমিনিটের মধ্যে সে রং চং মাখিয়ে পোষাক পরিয়ে, দিলীপকে চীনে সাজিয়ে দিল। তারপর একটী আয়না এনে বল্ল দেখুন তো নিজেকে চিনতে পারছেন কি? দীলিপ দেখল সত্যিই সে চীনা বনে গেছে। ফুচা তাকে ইসারায় ডাকল। তারা দুজনে একটা গুপ্ত দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটা গাড়ীতে চেপে বসল। হাওয়ার মতন বেগে গাড়ী ছুটে চলল যেন একখানা হালকা মেঘ। ক্রমশঃ

পৃথিবীর মধ্যে দশটি সবচেয়ে বৃহৎ বস্তু

১। পর্ব্বত—গৌরীশঙ্কর ২৯,১৪১ফিট।

২। পুস্তকাগার—বৃটীশ মিউজিয়াম পুস্তকাগার।

৩। মরুভূমি—সাহারা দৈর্ঘ্য ২০০০ হাজার মাইল এবং বিস্তৃতি প্রা. ১ হাজার মাইল।

৪। বাড়ী—এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং ১০৪ তলা ১২৫০ফিট।

৫। প্রসাদ—ভ্যাটিকান (রোম)।

৬। জাহাজ—নরম্যানডী ৭৯,০০০ টন।

৭। সহর—লণ্ডন ৮,৭৪৭,১৪৬ লোকের বাস।

৮। ষ্টাচু লিবার্টি ১৫১ ফিট।

৯। মুক্তা—বেরসফোর্ড হোপ ওজন ১৮০০ গ্র্যাম।

১০। হিরক ক্যালিনিয়ন।

১১। গির্জ্জা—রোমের সেন্টপিটারস্ গির্জ্জা।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের জাতীয় চিহ্ন।

ইংলণ্ড—গোলাপ।

ফ্রান্স—ফ্লা-ডি-লি (Fleur-de-lis এইটি ঠিক Tenderfootএর গ্যা।)

ভারতবর্ষ—পদ্ম।

আয়ারল্যাণ্ড—শ্যামরক।

জাপান—কৃশানথিমাম।

স্কটল্যাণ্ড—থীশিল।

জাপানের পথে

নরেশ মজুমদার, (দ্বিতীয় কলিকাতা বয়স্কাউট সঙ্ঘ)।

সিঙ্গাপুর ছেড়েত আবার সেই সমুদ্রে পড়লাম। এবার আর বঙ্গোপসাগর নয়—একেবারে ভারত মহাসাগর সমুদ্রের জলের রং ও যেন বদলে গেল আগে ছিল সবুজ আর এখন একেবারে গভীর নীল তার মানে অমনি দেখলে কালো বলেই মনে হয়। আমাদের গায়ক আর বাদক মহাশয়রা সিঙ্গাপুরে নেবে যাওয়াতে আর বিশেষ কিছু জম্‌লো না। অগত্যা ৮টার সময় রাত্রের আহার শেষ করে নিদ্রা মগ্ন হলাম।

ভোরে উঠতে যেন ভাল লাগছিলো না—একটু একটু মাথা ঘুরছিল আর পেটের মধ্যেও যেন সব খাদ্য তোলপাড় করতে লাগলো। সকালের চা দিয়ে গেল কিন্তু একদম খেতে ইচ্ছে করল না—আবার না খেলে যদি ডাক্তারের নজরে পড়তে হয় তাই আস্তে আস্তে সব জানালার ফাঁক দিয়ে ফেলে দিলাম। বয় এসে খালি প্লেটগুলো নিয়ে গেল। ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগলো না—রাত্রির পোষাকটি ছেড়ে একটু বেড়াবার জন্য ডেকে গেলাম ঘর থেকে বেরুতেই যেন একটু অদ্ভুত লাগলো—দেখি একেবারে উপরের ডেকে কতগুলি বন্দুকধারি পাঞ্জাবী সৈনিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায় আগেত এসব দেখি নাই! আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম আবার নিচের দিকে তাকাতেই দেখি নিচের ডেকের আর উপরের ডেকের সিঁড়ি নেই। আর সামনের উন্মুক্ত ডেকের উপরে বড় ক্যানভাসের কাপড় দিয়ে ক্যাম্পের মত করা হয়েছে আর তাতে চীনদেশীয় যাত্রীতে পরিপূর্ণ। যাহোক আমাদের জানা একটি গোপনায় সিঁড়ি ছিল তাদিয়ে নেবে এলাম। এসে দেখি হাঁটবার পর্য্যন্ত জায়গা নেই। আর 'ডেক' প্যাসেঞ্জারের মধ্যে ৫০।৬০ জন পাঞ্জাবী সৈনিক তারা সিঙ্গাপুরে চাকরীর জন্য আছে আর বাকি সবই চীনদেশীয়। এই পাঞ্জাবী সৈনিকরা কলিকাতা থেকেই আসছে আর যারা উপরে পাহারা দিচ্ছে তারা সিঙ্গাপুর থেকে উঠেছে।

হাঁটবার তিল মাত্র যায়গা নেই চীন দেশীয়দের এত মালপত্র আর তারা এত নোংরা যে বলা যায় না। আবার তাদের গুণও একটী আছে আফিং খেতে ওস্তাদ। ছেলে বুড়ো পুরুষ মেয়ে সকলেই ঘোর নেশাখোর। আর এক একটীর চেহারা দেখলে ভয় হয় "এই বুঝি ধোরলো" এক ঘুসির জের সামলাতে আমাদের মত ১০ জনের দরকার। ডেকে একজন গুজরাটী ছাত্র আস্‌ছিল তার সঙ্গে এবং 'ম্যানিলার' এক ব্যবসায়ী আর আমার বন্ধুবর বাগ্‌চী ও আমি প্রায়ই 'তাস' খেলতাম। আর যখন অন্য সঙ্গিদের জুটতো না তখন তুজনে গুজরাটীয়া এক প্রকার তাসের খেলা খেলতাম। এই ভা' আমাদের দিনগুলি কাটতো। ভালকথা—উপরে সৈনিকরা কেন পাহারা দিচ্ছে তা ভুলে গেছি। জাহাজের 'চিফ অফিসার'রের কাছে শুনলাম যে কিছুদিন আগে

আর হংকংএর মধ্যের সমুদ্রের চৈনিক দস্যুদল বৈদেশিক একটা জাহাজ আক্রমণ করেছিল এবং সেই জাহাজের সমস্ত জিনিষ পত্র লুট করে নিয়ে গিয়েছিল ! যদি কখনও আবার আক্রমণ করে সেই ভয়েই এই পাহারার ব্যবস্থা আর নাকি সময় সময় চৈনিক দস্যুরা যাত্রী হিসাবে জাহাজে উঠে এবং অবসর মত যাত্রীর বেশ ত্যাগ করে দস্যুর বেশ ধারণ করে। এবং এর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সমস্ত সিঁড়ি তুলে নিয়েছে। তারা যাতে উপরে এসে 'ইঞ্জিনের' বা জাহাজের গতির না বদলাতে পারে। আবার এই জাহাজেই একজন চৈনিক দস্যুকে আমাদের ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট হংকং এ পাঠাচ্ছে। সে নাকি পালিয়ে সিঙ্গাপুরে এসেছিল এখন তাকে চৈনিক গবর্ণমেণ্টের কাছে ফেরত দেওয়া হচ্ছে। আবার এই জাহাজে একটী চীনদেশীয় মহিলা যাচ্ছেন যার মাথার মধ্যে 'উনপজুডাসের' ধাত আছে তার মানে তিনি বদ্ধ পাগল। তিনি নাকি খালি জলে লাফিয়ে পড়তে চান। তাই তাকে হাঁসপাতাল নামক ছোট একটি ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল।

যাহোক আমি যে গুজরাটী বন্ধুটির কথা বলেছি তার সঙ্গে তুজনে বেশ তাস খেলা হোত। সিঙ্গাপুর ছাড়বার তুদিন পরে একদিন আমরা তুজনে খেলছি একটী ছোট্ট চৈনিক মেয়ে এসে আমাদের তাস সব উল্টে দিয়ে চলে গেল। আমরা অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতেই দেখি সে তার মার কোলে বসে হাসছে। বেশ সুন্দর মেয়েটি দেখলে মনে হয় যেন কোন ভারতবর্ষীয় মেয়ে একটু রোগা আর গায়ের রং খুব ফরসা নয় তবে এককথায় আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় সুন্দরী। মা মেয়ে আর সঙ্গে একডজন চৈনিক চাকর যাচ্ছেন আর তাদের মাল পত্র প্রায় ৪০ জন যাত্রীর সমান। মা মেয়ের জন্য যেরূপ যত্ন নিচ্ছেন আর তার পোষাক পরিচ্ছদ দেখে তাদের খুব বড়লোক বলেই মনে হোল। যাহোক মেয়েটিকে আমাদের বেশ লাগতো। সে মাঝে মাঝে চীনদেশীয় ভাষায় কি বোলতো বুঝতাম না তবে সে মাঝে মাঝে এসে আমাদের তাস খেলার ব্যাঘাত ঘটাত তাতে বেশ আমোদ পেতাম। জাহাজে একঘেয়ে সমুদ্রের উপরে সময় কাটানো খুবই শক্ত তবে আমাদের এই ভাবে হাসি ঠাট্টা স্ফুর্ত্তির মধ্যে বেশ ভাল ভাবেই কাটতে লাগলো।

কিছুদিন পরে একদিন সকালে দেখি একেবারে নিচের ডেকে একটি চীনা অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে আছে আর মুখ দিয়ে খুব সাদা সাদা ফেনা পড়ছে। তবে পাশে আফিংয়ের সরঞ্জাম ঠিকই আছে। জাহাজের ডাক্তার, চিফ অফিসারও অন্য কয়েকজন ছুটে এল। ডাক্তার মহাশয় তাকে স্পর্শও করলেন না। জাহাজের মেথরকে দিয়েই পরীক্ষা করালেন। যাহোক সেটা নাকি তার মৃত্যুর পুর্ব্বের লক্ষণ। ডাক্তারবাবুর হুকুম মত একটী ষ্ট্রেচারে করে তাকে নিয়ে যাওয়া হোল হাঁসপাতালে যাবার একটু আগেই তার মৃত্যু হয়। কি করে তাকে চটে করে বাঁধা হোল এবং এক সেকেণ্ডের মধ্যে সেই বিশাল দেহ অতল সমুদ্রে উধাও হয়ে গেল। তার সঙ্গি কেহই ছিল না তাই তার

জিনিষ পত্র নাকি হংকংয়ের গভর্ণমেণ্টকে দেওয়া হোল। আবার আর এক মজা যখন প্রত্যহ জাহাজের বড় কর্ত্তারা টিকিট দেখতেন তখন তারা টিকিটের সঙ্গে সঙ্গে চীনদেশীয় দের বড় বড় বাক্সও পরীক্ষা করতেন। বড় আশ্চর্য্য মনে হোল জানতাম যে জিনিষ পত্র কেবল 'কাস্‌টমস্‌' দের দেখবারই অধিকার আছে তবে জাহাজের লোকরা কেন দেখছে। ব্যপারটা শুনলাম যে বড় বাক্সতে লুকিয়ে নাকি যাত্রী যাতায়াত করে এবং এই জাহাজেই নাকি একজনকে ধরা হয়েছে। এই সব চীনদেশীয়দের মজা দেখতে বেশ লাগতো তাই ডেকে আমার গুজরাটী বন্ধুটীর সঙ্গে বসে বসে তাস খেলতাম। এই ভাবে চনিক দস্যুদের ভয়ে তাদের অদ্ভুত অদ্ভুত মজা দেখে ও একটি ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে প্রীতি আনন্দ করে কোনমতে ৬টা দিন কেটেগেল তার পর এসে হংকং এ পৌছুলাম।

এবার একটু রেহাই পাওয়া গেল। চৈনীক প্রায় সকলেই নেবে গেল। এমনকি পাঞ্জাবী সৈনিকরাও নেবে গেল। তবে আমাদের সেই মেয়েটী ও তার মা ও সঙ্গিরা জাহাজেই ছিল। যে ডকে জাহাজ থামলো সেটা বিশেষ বড় সহর নয়। জাহাজ ঘাট থেকে বেরিয়েই কতগুলি বড় বড় বাড়ী আছে সব চীনাতে ভর্ত্তি আর বাড়ী গুলি এত নোংরা যে বলা যায় না। দরজার কোণে জানালার ফাঁকে ছেঁড়া ময়লা কাপড় ঝুলছে। এত নোংরা যে বলা যায় না তবে বাড়ী গুলো খুবই বড়। কিন্তু ওপারটা সত্যই একটী ছবির মত। পাহাড় কেটে এই সহর তৈরী এবং প্রায় সব বাড়ী গুলোই ৫।৬ তলা। ওপারে যাবার জন্য প্রত্যেক ৫ মিনিট পরে পরে ছোট ফেরী ষ্টিমার আছে। ও পারেই সব বৈদেশিকদের বাস এবং এপারটা কেবল চীনদেশীয় দের জন্য। রাস্তাঘাট চিনিনা তাই সকালে একটী রিকসা নিয়ে এপারে একটু ঘুরলাম। যাহোক বিকাল ৪টার সময় আমাদের জাহাজের 'ইলেকট্রিসিয়ান দেমহাশয়ের সঙ্গে বাহির হলুম। ফেরী ষ্টীমারে ওপারে যাওয়া হোল। চতুর্দ্দিকে সব ৬।৭ তলা বাড়ী আর রাস্তায় এত লোকজন যে মনে হয় যেন কোন উৎসবের উপলক্ষে এত ভীড় হয়েছে কিন্তু এত লোকজনই নাকি তাদের দৈনিক পথবাহক। এত লোক অথচ এত পরিস্কার পথঘাট যে বলা যায় না। ভারতবর্ষের কথা মনে হলে বড় দুঃখ হয়। কি নোংরা সব রাস্তাঘাট যদিও সব আমাদেরই দোষ। যাহোক বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। এখানকার ট্রাম গুলো দোতলা। উপর তলা প্রথম শ্রেণী আর নীচের তলা দ্বিতীয় শ্রেণী। তবে এটা ঠিক যে এত দেশের ট্রাম গাড়ী দেখলাম কিন্তু কলিকাতার নুতন ট্রামের মত সুন্দর এবং আরামদায়ক আর চোখে পোড়লো না। রাস্তার দুধারে দোকান আর জিনিষপত্র খুবই সস্তা। এই ভাবে ৩।৪ ঘণ্টা সহরটা ঘুরে আবার ফেরী করে নদীপার হয়ে জাহাজে ফিরে এলাম। তখন রাত্রি হয়ে গেছে অন্ধকারকে দুর করবার জন্য চতুর্দ্দিকে আলো জ্বালানো হয়েচে ওপারের হংকং সহর যেন একটী ছবির মত দেখাচ্ছে। একেইত পাহাড়ের উপরে সহর তার পর সব রকমের আধুনিক বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে

তাতে অপর পার যে কি সুন্দর দেখায় তা যে না দেখেছে তার পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব। যদি ঘুম বলে জিনিসটা না থাকতো তবে বোধহয় সমস্ত রাত্রিটা বসে সেই দৃশ্যই দেখতাম কি সুন্দর ও বিচিত্র সে দৃশ্য। রাত্র ১২টা পর্য্যন্ত উন্মুক্ত ডেকে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। তার উপর সেদিন আবার চাদিনী রাত্রি। অবশেষে নিজের কামরায় গিয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধণা করতে বাধ্য হলাম।

হংকং সহরটি বৃটিশের অধীনে। ইহার পরিমাণ প্রায় ১০ মাইল লম্বায় আর ২৷৷০ মাইল থেকে ৫ মাইল চওড়ায়। এই সমস্ত দ্বীপটীই বৃটিশের। এই দ্বীপটীতে সমতল ভূমির খুবই অভাব চতুর্দ্দিকেই ছোট ছোট পাহাড় সব চাইতে উচ্চটী প্রায় সমুদ্র থেকে ২০০০ ফিট উর্দ্ধ। এই সমস্ত দ্বীপটীর নাম হংকং কিন্তু প্রধান সহরটী বা যেখানে সব জাহাজ আসে এবং যেখানে ব্রিটিশের রাজধানী সেই যায়গাটীর নাম ভিক্টোরিয়া। তবে ভিক্টোরিয়া নামটী কেহই ব্যবহার করে না ইহা হংকং নামেই পরিচিত। পাহাড়ের উপরকার বৈদেকিকেদের বাড়ীগুলো সত্যই খুব সুন্দর এবং সব চাইতে উপরের বাড়ীটীর নাম 'মাউন্টেন লজ' এবং এই বাড়ীটি হংকংএর গভর্ণরের গ্রীষ্মাবাস। হংকং দ্বীপেব অপর পারে যেখানে সব জাহাজ আসে তার নাম 'Kowloon'। এবং ইহা চীনাদের অধিকারে। যদিও হংকং দ্বীপনীতে বেশীরভাগ চীনদেশীয় লোকের বাস তথাপি জাপানী এবং ভারতবাসীর সংখ্যাও বড় কম নয়। এখানকার ভারতবাসীরা হয় বৃটিশের অধীনে কাজ করে নয়ত ব্যবসাদার।

পরদিন সকালে আবার ভিক্টোরিয়াতে গেলাম। একটী ছোট ট্যাক্সি ভাড়া করে সমস্ত দ্বীপটা দেখবার জন্য বাহির হলাম। রাস্তায় Statue Square, Government House, Caine Road, University, Aberdeen fishing village, Deep water Bay, Golf Course, Repalse Bay, Stanley Bay, Tytam Tuk Reservior Quarry Bay, Happy vally wanahai, এবং, একেবারে পাহাড়ের উচ্চদেশে উঠে চতুর্দ্দিক দেখে ফিরে এলাম।

সেদিন সন্ধ্যার আগে জাহাজ 'কাউলুন' ডক ছেড়ে আবার সমুদ্রে এসে পোড়লো। এবার আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কয়েকটী জপানী মহিলার উদয় হোলো। তাদের জাপানী পোষাক মন্দ লাগলো না। তবে তারা পিটে যে একরকমের কাপড় জড়ায় তা দেখলে হাসি পায় এবং মনে হয় যেন তারা কুঁজো। কিন্তু সে ভাবটা বেশী দিন থাকে না তারপর সে পোষাক ছাড়া অন্য পোষাকে তাদের খারাপ দেখায়। জাপানী ভাষা তখনও জানিনা বলে তাদের সঙ্গে আলাপ করবার সুবিধা হোল না। তবে আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ডেকে বন্ধুর সঙ্গে তাস খেলা কোমলো না। কারণ সেই চীন দেশীয় মেয়েটী তখনও যাত্রী। যাহোক দুদিন পরে জাহাজ 'এময়'তে পৌছুলো সেখানে তারা নেবে গেল। জাহাজ সেখানে মাত্র নদীর উপর আধঘণ্টা ছিল শুধু যাত্রীদের নাবিয়ে

দিয়ে আবার তার নির্দ্দিষ্ট পথে রওনা হোল। তারপর সাংঙ্গাই পর্য্যন্ত ৫ দিন যে কি কষ্টে কেঁটেছে তা বলা যায় না কারণ সমুদ্র এত খারাপ ছিল এত বড় বড় ঢেউ যা কেবল ছবিতেই দেখেছি। একত্র কটা ঢেউ এসে জাহাজে ধাক্কা লাগতো আর সম্পূর্ণ ডেক জলে ধুয়ে নিয়ে যেত। সে কি দৃশ্য বিশাল সমুদ্র জাহাজের চাইতে ৪ গুণ বড় বড় ঢেউ এসে জাহাজকে এত জোড়ে ধাক্কা মারতে লাগলো যে মনে হয় এই বুঝি সব ডুবে গেল। অতবড় সমুদ্রে এতবড় জাহাজ যেন ক্ষুদ্র নৌকোর মত দুলতে লাগলো। সে কয়দিন বিছানা থেকে একেবারে উঠতে পারি নাই। আর দিনে যে কবার 'বমি' করেছি তার বোধ হয় বলা যায় না। যাহোক ভগবানের কৃপায় ৫ দিন পর সাংঙ্গাইয়ের নদীতে জাহাজ ঢুকলো। আমরাও একটু আরাম পেলাম।

৭০ সিবোদয় নৌগসি
ইয়েকোহামা জাপান।

নরেশ মজুমদার
দ্বিতীয় কলিকাতা বয়স্কাউট সঙ্ঘ।

কয়েকটি আবিস্কারক

	কি	কবে	কে
১।	রিভলভার	১৮৩৫ খৃঃ	কোলট।
২।	টেলিগ্রাফ	১৮৩৫ „	মরস।
৩।	টেলিফোন	১৮৭৬ „	গ্রাহাম বেল।
৪।	টকী মেসিন	১৮৭৭ „	এডিসন।
৫।	চলচিত্র	১৮৯৩ „	„
৬।	এরোপ্লেন	১৯০৩ „	রাইট ব্রাদার্স।
৭।	ষ্টিম ইঞ্জিন	১৫৬৫ „	জেমস ওয়াট।
৮।	সেলাইয়ের কল	১৮৩০ „	থিমোনিয়ার।
৯।	ফটোগ্রাফ	১৮৩৯ „	ডাগুরী ও নেপিগ।
১০।	বেতার	১৮৯৬ „	মারকনী।
১১।	ডিনামাইট	১৮৬৭ „	নোবেল।
১২।	ফিলিম্	১৮৮৩ „	ইষ্টম্যান।

নেকড়ে বাঘের কথা

অধিকাংশ লোকেরই নানারকম জীবজন্তু পোষার সখ থাকে। কেউ পাখী পোষে কেউ কুকুর পোষে, কেউ হরিণ পোষে, কেউ বা পোষে বাঁদর। কিন্তু বাঘ, সিংহ পোষার সখ যাহাদের থাকে তাহাদের সখটা একটু উৎকট রকমের এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বাঙ্গলাদেশে শ্যামাকান্ত বাঘ পোষ মানাইয়াছিলেন জানি, আবার জার্ম্মাণী হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, হের হিটলারের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ জেনারেল গোয়েরিং সিংহী পোষ মানাইয়াছেন। কিন্তু নেকড়ে বাঘ পোষ মানানোর কথা বড় একটা শোনা যায় নাই। সম্প্রতি খবর আসিয়াছে যে, মিঃ ডগলাস এস,এস, ষ্টুয়ার্ট নামক এক ভদ্রলোক, নেকড়ে বাঘও পোষ মানাইয়াছেন। ব্যাপারটা যতটা সোজা মনে হইতেছে কার্য্যতঃ অত সোজা নয়। কারণ নেকড়ে বাঘ অত্যন্ত হিংস্র ও কৃতঘ্ন প্রকৃতির। পোষমানার ভান করিয়া গলার টুঁটি কামড়াইয়া ধরিতে উহার জোড়া জানোয়ার বড় একটা মেলে না। লণ্ডন পশুশালার ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞ এক পশু রক্ষকের মতে দুই বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন নেকড়ে বাঘকেই বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু মিঃ ষ্টুয়ার্ট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় মতটিকে একেবারেই বাজে বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। লণ্ডন পশুশালার নেকড়ে বাঘগুলি মিঃ ষ্টুয়ার্টকে প্রভুভক্ত কুকুর অপেক্ষাও ভালবাসে। মিঃ ষ্টুয়ার্ট নেকড়ে বাঘের বন্ধনীর মধ্যে প্রবেশ করিলেই বাঘগুলি আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলে। তারপর ধাক্কা দিয়া, হাত চাটিয়া, মুখ চাটিয়া, চুম্বন করিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তোলে। পকেটের মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া রুমাল খুঁজিয়া বাহির করে। রুমাল পেলেই মুখে করিয়া ছুট দেয়। ছুটাছুটি করিবার সময় রুমালটি যখন পাওয়া যায় তখন আর তাহার 'রুমালত্ব' নাই। 'ল্যাসী' নামক একটী স্ত্রীনেকড়েই মিঃ ষ্টুয়ার্ট-এর বিশেষ বন্ধু। 'ল্যাসী' তাহার রক্ষককে একবার আক্রমণ করায় সকলেই তাহাকে বিপজ্জনক বলিয়া মনে করিত। মিঃ ষ্টুয়ার্ট তাহাকে প্রতিদিন আগে আগে লইয়া বাগানে বেড়াইয়া তাহার সে কলঙ্ক দূর করেন ল্যাসীর একবার ঠাণ্ডা লাগিয়া প্লুরিসি ও নিউমোনিয়া হয়। তিনদিন তিনরাত্রি অবিরত সেবা করিয়া মিঃ ষ্টুয়ার্ট তাহাকে বাঁচাইয়া তোলেন। তাহার পর হইতেই মিঃ ষ্টুয়ার্ট-এর প্রতি ল্যাসীর অনুরক্তি প্রবলভাবে বাড়িয়া গেল। ল্যাসী যখন প্রথম শাবক প্রসব করিল পশুশালার কর্ত্তৃপক্ষ তখন মিঃ ষ্টুয়ার্টকে কিছুতেই তাহার নিকট যাইতে দিতে রাজী হন নাই। কিন্তু মিঃ ষ্টুয়ার্ট বন্ধনীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই ল্যাসী আনন্দের আতিশয্যে তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে টানিয়া গর্ত্তের মধ্যে লইয়া গেল। 'আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছে দেখিয়া যাও,' এমন-ই তার মনের ভাব আর কি! শাবকগুলির দিকে তিনি হাত বাড়াইলে প্রথমবার ল্যাসী তাঁহাকে ঠেলিয়া দিল। দ্বিতীয়বারেও তাই করিল,

কিন্তু তৃতীয়বারে আর কোনও আপত্তি করিল না। ওরলফ নামক হিংস্র প্রকৃতির একটী নেকড়ে বাঘের কবল হইতে ল্যাসী একবার মিঃ ষ্টুয়ার্টকে বাঁচাইয়া তাঁহার সেবার প্রতিদান দিয়েছে। ল্যাসী ও মিঃ ষ্টুয়ার্টএর সম্বন্ধে আরও অনেক গল্প শোনা যায়। হিংস্র পশু ও মানুষের মধ্যে এরূপ আশ্চর্য্য সৌহার্দ্দ্যের কথা বড় একটা শোনা যায় না।

দুনিয়ার দু চার কথা—

১। মালয়দেশে সবচেয়ে বেশী রবার উৎপন্ন হয়।

২। ব্রেজিল হইতে পৃথিবীর ৩ ভাগের ২ ভাগ কফি আসে।

৩। জীল প্রদেশে সবচেয়ে বেশী জুতার কারখানা আছে।

৪। ইউরোপের মধ্যে সুইজারলণ্ড সবচেয়ে পুরাতন স্বাধীন দেশ।

৫। রেডিয়ম পৃথিবীতে খুব কম আছে, মাত্র ১০ আউন্স আছে।

জ্যাকি কুগান—

১৯১৫ সালের ২৬শে অক্টোবর লস্ এঞ্জেলসে জ্যাকি কুগানের জন্ম হয়। মাত্র দুই বৎসর বয়সের সময় জ্যাকি ষ্টেজে অভিনয় করেন। তাঁহার বয়স যখন ৪॥ বৎসর, সেই সময় তিনি চার্লি চ্যাপলিনের সহিত "দি কিড" নামক ছবিতে অভিনয় করেন। এই ছবিতে অভিনয় করিয়া তাঁহার অভিনয়ের খ্যাতি দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। মাত্র ১০ বৎসর বয়সের সময় তিনি অভিনয় করিয়া ২ লক্ষ পাউণ্ড উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৯২৪ সালে এবং পুনরায় ১৯২৮ সালে তিনি তাঁহার পিতার সহিত লণ্ডনে আসিয়াছিলেন এবং শেষবার 'লণ্ডন প্যালাডিয়ামে' তিনি তাঁহার পিতার সহিত অভিনয় করেন।

তাহার পর শিক্ষা সমাপ্ত করিবার জন্য তিনি কয়েক বৎসর চিত্রের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্যারামাউন্টের 'টম সয়ার' ছবিতে তিনি পুনরায় অবতীর্ণ হন। বাল্যকালে চিত্রে অভিনয় করিয়া জ্যাকি যে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন তাঁহার পিতা-মাতা তাহা খরচ না করিয়া জমা করিয়া রাখিয়াছেন। সেই অর্থের পরিমাণ দশলক্ষ ডলার প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা। এই মর্ম্মে এক উইল করা আছে যে, জ্যাকি সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইলে এক সঙ্গে সমস্ত অর্থ পাইবে না। তাহাকে সঞ্চিত অর্থ হইতে মাসিক একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মাত্র দেওয়া হইবে। এইরূপ ভাবে জ্যাকির বয়স যখন ৫০ বৎসর হইবে, সেই সময় সেই অর্থ সুদে বাড়িয়া দ্বিগুণ হইবে। সুতরাং হলিউডের মধ্যে জ্যাকিকে একজন শ্রেষ্ঠ ধনী বলা যাইতে পারে। পেকস ব্যাড বয়, অলিভার টুইষ্ট, সার্কাস ডেজ, লিটল রবিনসন ক্রুশো, দি র‍্যাগ ম্যান, ওল্ড ক্লথস, দি বিগল কল, প্রভৃতি ছবিতে তিনি অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার বয়স এখন কুড়ি বৎসর।

বিনামূল্যে—"স্কাউটিং ফর বয়েজ"
—চীফ স্কাউট প্রণীত।

কি করতে হবে—

যে ছবিটা দেওয়া হল সেটা প্রথমে দেখলে হিজিবিজি বলে মনে হবে—কিন্তু একটু ভাল করে দেখলে বুঝতে পারবে কতকগুলা জিনিষের ছবি আঁকা আছে যেগুলা সচরাচর ক্যাম্পে দরকার হয়। আচ্ছা এবার একটা কাগজে লিখতে আরম্ভ কর দেখ কতগুলা জিনিষ বার করতে পার। তারপর ঐ কাগজটার সঙ্গে যাত্রীর একটা কুপন লাগিয়ে যাত্রী অফিসে পাঠিয়ে দাও।

কুপন
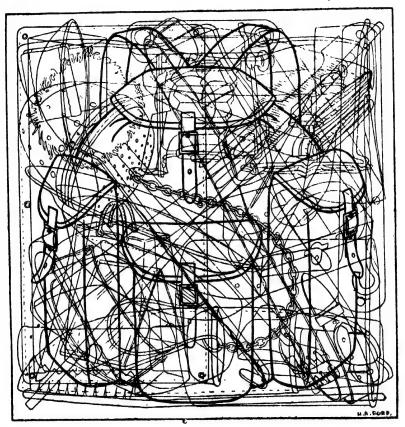
নাম.. বয়স..............................

ঠিকানা.. গ্রাহক নং.........................

জিনিষের সংখ্যা...

৭ই আগষ্ট উত্তর পাঠাবার শেষ দিন।

১। পৃথিবীটা মাষ্টার মহাশয়ের মাথার মত—

ইন্সপেক্টার ক্লাসে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কিসের পিরিয়ড ?" মাষ্টার মহাশয় উত্তর দিলেন, "ভূগোলের" তখন ইন্সপেক্টার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বলত, পৃথিবীটা কিসের মত ?" সে আম্‌তা আম্‌তা করছে দেখে মাষ্টার মশায় তাঁর মাথাটা বেড় দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। ছেলেটা অম্‌নি বলে উঠলো, "পৃথিবীটা মাষ্টার মহাশয়ের মাথার মত স্যার।" ইন্সপেক্টার শুনেই বল্লেন বাঃ চমৎকার।

২। একটা বেজেছে—

চাকরটা এসে বাবুকে জিজ্ঞাসা করলে, "কটা বেজেছে বাবু" ? বাবু বললেন, "একটা"। আচ্ছা বাবু ! আপনারা কি করে বোঝেন যে একটা বেজেছে ? বাবু অমনি চাকরটার মাথায় একটা চাঁটি মেরে বললেন,—এই এমনি করে। চাকরটা তাড়াতাড়ি মাথা সরিয়ে নিয়ে বল্‌লে ' ভাগ্যিস বারোটা বাজেনি।

৩। উল্টা বুঝ্‌লি রাম—

এক ছোকরা নূতন হারমনিয়ম শিখছে। ওস্তাদজী তাকে ব'লে দিয়েছেন এক একটা সুর স্পষ্ট ক'রে বার বার বাজাতে। ছোকরাটি মামার বাড়ী থাকে। বোর্ডিং লজিং ফ্রী। গান শিখবে ব'লে উঠে পড়ে লেগেছে। খুব সা-রে-গা-মা সাধছে। মামা রোজ রাত্রি ৯।১০ টার সময় বাড়ী আসেন। একদিন ছেলেটি বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে সুর সাধছে,—"মা-মা-গা-ধা-ধা-রে-সা-রে" এমন সময় মামা বাড়ীতে এসে উপস্থিত। এসেই শুনলেন গুণধর ভাগিনেয় তাঁরই গুণ কীর্ত্তন ক'রছে। "ষ্টুপিড, ননসেন্স আমি কারও এক পয়সা ধারিনা, আর তুই আমাকে গাধা বলে গাল দিচ্ছিস ? বলছিস—মামা গাধা ধারে সারে ? বেরোও "রাস্‌কেল আমার বাড়ী থেকে"।

৪। সস্তার সওদা—

খরিদ্দার। মশায় জামা কাপড় রাখবার খুব সস্তা একটা আলনা দিতে পারেন ?

দোকানদার। হ্যাঁ, এইটে দেখুন দিকি, এর দাম মোটে দশ আনা।

খরিদ্দার। এর চেয়ে সস্তা কিছু নেই ?

দোকানদার। হ্যাঁ, আছে বলে খানিকটা দড়ি ও দুটো পেরেক নিয়ে এসে দিয়ে বল্লে "এই নিন, এর দাম মোটে এক পয়সা"।

তাজমহল।

তোমরা অনেকেই বোধ হয় আগ্রার তাজমহলের কথা শুনিয়াছ কিন্তু জান কি এই স্মৃতিসৌধ মন্দিরের মোট নির্ম্মাণ খরচ কত হইয়াছিল, কোথা হইতে শিল্পীগণ আসিয়াছিলেন ও তাঁহাদের মাসিক বেতন কত এবং ইহা নির্ম্মাণ করিতে যে সমস্ত মূল্যবান প্রস্তর খণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছিল সেই সকল বৃত্তান্ত নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। মোট খরচ ৪ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮ শত ৪ টাকা ১০ আনা ৬ পাই—

২।

নাম	দেশ	মাসিক বেতন
মোহম্মদ ইসা	তুরস্ক	১০০০৲
সত্তার খাঁন	”	”
মোহম্মদ শরীফ	সমরকন্দ	”
গিরীন্ধতীলাল	দিল্লী	৮০০৲
কাদীর জাখনি খাঁন	আরব	”
বলদেও দাস	মূলতান	৬৯০৲
মুন্নলাল	লাহোর	৬৮০৲
যমুনা দাস	দিল্লী	”
আবদ্দুল্লাহ	”	৬৫৫৲
ভগবান দাস	মূলতান	৬৩০৲

৩।

প্রস্তরের নাম	প্রাপ্তিস্থান	সংখ্যা
আকীক (Correlian)	বোগদাদ	৫৪০খানি
ফিরোজা (Torquoise)	তিব্বত	৬৭০ ”
মুঙ্গা	ভারত মহাসাগর	১৪২ ”
সুলেমানী	দাক্ষিণাত্য	৫৫৯ ”
তুলাই (Golden Stone)	অজ্ঞাত	২০ ”
মুসা (Black Marble)	অজ্ঞাত	১০৭২ ”
রেগ	চম্বল	২৭ ”
ইয়াশাব	কাম্বে	৫৪ ”
জামুরাদ (Emarald)	অজ্ঞাত	৪২ ”
বিল্লুর (Crystal)	হায়দ্রাবাদ	৭৪ ”
মর্ম্মর (Marble)	জয়পুর	২ লক্ষ ২৫ হাজার টন
ইয়াকুত (Ruby)	অজ্ঞাত	১৪২ খানি
হীরা (Diamond)	মধ্যভারত	৬২৫ ”

যা সত্য, যা সুন্দর—তা' অমর ও অক্ষয়। জগতের সৌন্দর্য্যের তিল তিল সংগ্রহ করে বিশ্বকর্ম্মা গড়ে তুলছিলেন তিলোত্তমাকে। আদর্শের সব নীতিগুলি একত্রিত করে হয়েছে স্কাউটিং। অনেকে বলেন স্কাউটিং কি? আমি বলি যা কিছু ভাল যা কিছু সুন্দর তাই স্কাউটিং। নিয়তসংগ্রাম ও সত্যাশ্রয়ের মধ্যেই মানুষের বিকাশ। দুঃখ আছে, বিপদ আছে মানি, কিন্তু সেইজন্যেই তো বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের দরকার। আজকাল নানারকম মতবাদ, নানারকম 'ism' এর ঘোড়দৌড় চলেছে দেশময়। এই 'ism' এর ঘূর্ণীপাকে একবার পড়লে উদ্ধার পাওয়া শক্ত। এই সব ব্যাপারে ভাল হয়তো আছে, কিন্তু তার চেয়ে বাইরের জাঁক জমক আছে বেশী। আজ আমাদের দরকার হয়ে পড়েছে সত্যসন্ধানী দৃষ্টি—যা জ্বলজ্বল করে তাহা যে সোনা হবেই, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। নাগরীক জীবনের কোলাহল ও কুহকের স্রোতের মাঝে আমাদের সারথী হচ্ছে স্কাউট আইনগুলি মনে যখন সন্দেহ হবে মন যখন দুর্ব্বল হয়ে পড়বে, তখন মনে কোরো তোমার প্রতিজ্ঞা ও আইনগুলির কথা। কি দেশে, কি বিদেশে—কি সুখে কি দুঃখে স্কাউট আইন ও প্রতিজ্ঞার মর্য্যাদা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। মনে রাখতে হবে পৃথিবীশুদ্ধ লোকেরা তোমার দিকে চেয়ে রয়েছে—তাদের একটা নতুন কিছু দিতে হবে। জগতের কাছে আমাদের চির পুরাতন ও চিরনূতন দান হচ্ছে স্কাউটিংএর আদর্শ ও সেবা। যারা স্কাউটিংএ এসেছে তারা নিজেদের ধন্য মনে করে বসে থাকলে চলবে না। স্কাউটিংএর আদর্শ নিয়ে নিজেরা উপকৃত হয়ে বসে থাকলে হবে স্বার্থপরতা। "যাত্রী"র মন্ত্রই হোল এগিয়ে চলা। চলার পথে যারা পেছিয়ে পড়েছে, তাদেরও টেনে নিতে হবে। যারা পঙ্গু যারা অসহায়—তাদের দিতে হবে গতি, তাদের দেখিয়ে দিতে হবে পথ। তবেই "যাত্রীর" উদ্দেশ্য সফল হবে। আমরা চাই, যে পরিবারে একটি স্কাউট আছে—সে পরিবারে যেন স্কাউট আদর্শের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। যেন সর্ব্বদা মনে থাকে—স্কাউট আইন—

বিশ্বাসী, ভক্ত, সহায় ;
সুহৃদ, বিনয়ী, হৃদয়বান ;
বাধ্য, সুহাস, সঞ্চয়ী ;
নির্ম্মলদেহ, সুমতিমান।

—ম্যাঙ্

একে একে অনেক বছর চলে গেল, যাত্রীর আজ আর একবছর বয়স বাড়তে চল্ল। এই এক বছরের হিসাব নিকাশ করতে বসে দেখলাম, যে আমাদের ক্রটির পরিমানই বেশী —কিন্তু তা আমাদের ইচ্ছাকৃত নয়। আমরা চেষ্টা করেছি ঠিক সময়ে গ্রাহকদের হাতে 'যাত্রী' পৌছিয়ে দিতে। কিন্তু অনেক গোলমালে তা হয়ে ওঠে নি। যা কিছু ক্রটি হয়েছে, তার জন্য যাত্রীর লেখক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহক বর্গের কাছে ক্ষমা চাইছি। নতুন বছরের যাত্রী নতুন উদ্যমে বেরুবে—অতীতের গ্লানি ও ব্যার্থতা অতীতের বুকে চাপা থাক। ভবিষ্যৎ আমাদের উজ্জ্বল ; আমাদের উপায় সাধু—আমাদের সহায় ভগবান।

নতুন বছরে আশা করি আমরা পুর্ব্বের মতই সকলের ভালবাসা ও সহানুভুতি পাব। এস বাংলার স্কাউটরা তোমরা লেখা দিয়ে, ছবি দিয়ে, গ্রাহক হয়ে তোমাদের 'যাত্রীকে' সুন্দরতর করে তোল। বছরের প্রারম্ভে তোমাদের এই নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি—তোমরা এস। 'যাত্রী' তোমাদের, 'যাত্রীর' ক্রটি আমাদের সকলের ক্রটি—তোমরা তা' সংশোধন করে দাও। তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শত বাধার বিরুদ্ধে তোমরা মাথা উঁচিয়ে স্কাউট বলে পরিচয় দিচ্ছ। জানি তোমরা স্কাউটিংএর জন্য খাটছ। তোমাদের চেষ্টা, তোমাদের উদ্যম সফল হোক। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমাদের জীবন ফুলের মতন সুন্দর হোক। স্কাউট কাবদের ও রোভারদের শুভ ইচ্ছা জানিয়েও ক্ষান্ত হতে পাচ্ছি না।

স্কাউটারদের যদি ধন্যবাদ না দি তাঁদের সফল কাজের জন্য, তাহলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না। আজ বাংলাদেশে Scouting যে দাঁড়িয়ে রয়েছে—কাব স্কাউট ও রোভারের সংখ্যা যে বেড়ে যাচ্ছে—দিন দিন যে নতুন Group registered হচ্ছে—Scouters Training Camp যে ফেটে পড়ছে লোক সংখ্যায়। তার মূলে কি? তার মূলে স্কাউটারদের আপ্রাণ চেষ্টা। যদি পুণ্য ফল বলে কিছু থাকে, তবে বলতে পারি এতগুলি ছেলেকে মনুষ্যত্বে দীক্ষা দেওয়ার পুণ্যের আকর্ষণে ভগবানের আসন কেঁপে উঠবে। আমার স্কাউটার ভাইরা আপনাদের প্রচেষ্টা সার্থক হোক। দুঃখ দারিদ্র বরণ করে যে মহৎ ব্রত আপনারা নিয়েছেন, সে বিষয়ে উপদেশ কিছু দিতে চাই না। আমাদের মন সর্ব্বদাই আপনাদের সঙ্গে রয়েছে। প্রয়োজন হলেই আমরা হাত বাড়িয়ে দেব আপনাদের সাহায্যের জন্য। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে, যতটুকু সম্ভব—সাহায্য করতে পারলে ধন্য হব। নমস্কার।

কাবেদের বৈঠক

(ম্যাঙ্)

আমার জংলিদেশের বুনো ভাইরা তোমরা যে আমার সঙ্গে পত্র ব্যবহার কর তাতে আমি খুব আনন্দ পাই। ইদানীং পারিবারিক দুর্ঘটনা বশতঃ তোমাদের কাছে লিখতে পারিনি তার জন্য তোমরা এই বুড়ো নেকড়ের দোষ নিও না। তোমরা কি জাননা আমি তোমাদের কত ভালবাসি। যাত্রীর একবছর বাড়ল তোমাদের ও বয়স বাড়ল। আমরা যে পরস্পরকে ভালবাসি, পরস্পরের বিপদে ছুটে যাই—এর চেয়ে ভাল কাজ আর কি হতে পারে? এই যে নতুন বছর এল—নতুন ভাবে আইন ও প্রতিজ্ঞা ঝালিয়ে নাও। যা ভুল হয়ে গেছে যাক। আবার শীকারে লেগে যাও। নেকড়েরা সহজে কাবু হয়না। দৈনন্দিন জীবনে যদি কাবিং এর নিয়ম দুটি মেনে চলতে না পার, কখনই ভাল নেকড়ে হতে পারবেনা।

জঙ্গলের আইন :—

(১) কাবেরা বড়দের কথা মেনে চলে।

(২) কাবেরা নিজেদের খেয়ালে কিছু করেনা।

আমি কিন্তু এর সঙ্গে আর একটু জুড়ে দিতে চাই। 'কাবেরা বোকা নয়' এবং 'কাবেরা সকলকে ভালবাসে।'

* * * *

কালেক্টার ব্যাজ সম্বন্ধে অনেকে আমায় চিঠি লিখেছে। এ বিষয়ে পরে ভাল ভাবে আলোচনা করব। আজ এইটুকু বলতে চাই যে দেশলাইয়ের ছবি কুড়োনর চেয়ে দেশ বিদেশের টিকিট কিংবা নানা রকম গাছের পাতা একটা খাতায় জমালে আরও বেশী মজা পাবে এবং বাহাদুরী তাতেই বেশী।

কার্ষ্টের ব্যাজ সহজ; কিন্তু আমার মনে হয় সব কাবেরই আগে House orderly'র জন্য চেষ্টা করা উচিত। House Orderly'ও খুব সোজা। বাড়ীর কাজ করলে, মাকে সব কাজে সাহায্য করলে এ ব্যাজ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে পরে লিখব।

একটা সুখবর দিচ্ছি তোমাদের। এত দিন "মুগলির কথা" ও "টেণ্ডার প্যাড" ছাড়া বাংলাভাষায় কাবিং এর কোন বই ছিল না Star Tests বিষয়ক বই আমরা শীঘ্রই বের করব—দাম খুবই কম হবে। প্রথম তারার বই পূজার আগেই বেরিয়ে যাবে আশা কচ্ছি। ছাপা হবে সুন্দর—পাতায় পাতায় ছবি থাকবে

* * *

লাল ফুলের সভা ভঙ্গের আগে গাইবার জন্য এই গানটি :—

দিন ফুরাল
সাঁঝ ঘনাল।
সফল কাজ
হোল আজ।
তারাগুলো নিঝঝুম
চোখে নেমে আসে ঘুম,
ঘরে ফিরে চল
Good Night All······

Brown Tip এর Scraps from Jungle এ প্রকাশিত
Day is ending
Night descending
All work done···etc
গানটির বাংলা অনুবাদ।

গানের সুরটি "মুগলি শীকারে মারলে শেরখা"র মতন। গানের সঙ্গে একটা মাউথ অর্গান বাজালে চমৎকার হয়

* * *

এমাসের মত বিদায় চাইছি। এর পর যখন লিখব, তখন যেন তোমাদের আরও ভাল করে দেখতে পাই।

Good Hunting!

বিরাট ঘণ্টা।

তোমরা বোধ হয় অনেকেই এই বিরাট ঘণ্টার কথা শুনিয়াছ কিন্তু জান কি এই ঘণ্টা কত বৎসর আগে আর কোথায় প্রস্তুত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে সেটি কি ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। আজ আমি এই জগদ্বিখ্যাত ঘণ্টাটির সম্বন্ধে কিছু বলিব এবং আশা করি তোমরা তাহা উপভোগ করিবে।

এই বিরাট ঘণ্টাটী বর্ত্তমানে মস্কো নগরে আছে। এইরূপ কিংবদন্তি আছে যে, অগ্নির উত্তাপে নির্ম্মানের অবস্থায় ঘণ্টার একস্থল ফাটিয়া যায় এবং তদবস্থায় উহা প্রায় এক শতাব্দি কাল ধরিয়া ভুমিতলে পড়িয়া থাকে। ঘণ্টাটির ওজন প্রায় ৪ হাজার ৯ শত ৫০ মন। মহারাণী সম্রাট মহিষী অ্যানএর আদেশ ক্রমে ১০৩৩ খৃষ্টাব্দে এই ঘণ্টা বিনির্ম্মিত হয়। রুষ সম্রাট জার নিকোলাস উহার শিল্প নৈপুন্য দেখিয়া উহাকে ভূগর্ভ হইতে উঠাইয়া একটি বৃহৎ বেদীর উপর স্থাপন করেন। পরে এই সুউচ্চ ঘণ্টাটী ধর্ম্ম মন্দিরে পরিণত হয়। এই ঘণ্টা মন্দিরের নাম "কোলোকল"। এতবড় বিরাট ঘণ্টা পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। নানা দেশের সহস্র সহস্র পর্য্যটক এই ঘণ্টা দেখিতে মস্কো নগরে প্রতি বৎসর যাত্রা করিয়া থাকেন।

Notes and News

—Ronen Ghose

1. The Warrants of Appointment of the following Scouters have been issued by the Provincial Headquarters :—

N. C. Ghosh as Dist. Scout Commissioner, Asansol Local Association
Rev. J. E. McCann as Asst. Dist. Scout Commissioner, —do—
Jatindra Mohan Banerjee as Scoutmaster, Hooghly Branch School Troop, Hooghly
Wilber Dennis Caldeira as Scoutmaster, 1st Kurseong Troop, Kurseong
K. K. Hajara, I. C. S., as Dist. Scout Commissioner, Noakhali Local Associarion
Capt. G. W. Blake, M. I. O., as Asst. Dist. Scout Commissioner, —do—
Moulvi Md. Taher as Asst. Dist. Commissioner, Noakhali Local Association
Moulvi Salamatullah Akhand, Asst. Dist. Commissioner, —do—
Moulvi Ali Hosain Bhuyan, as Asst. Dist. Commissioner, —do—
Birendra Nath Bose as Asst. Dist. Scout Commissioner, —do—
Thomas Joseph Hornblower as Dist. Scout Commissioner, First Calcutta Local Association
Robert Scott Arthur as Asst. Dist. Commissioner, —do—
Sachindra Nath Sen as District Scoutmaster, Bogra Local Association
Delwar Ali Khandkar as Scoutmaster, 1st Zilla School Troop, Bogra
Chas. Edward Sumption as Scoutmaster, 9th/1 Calcutta Troop, Calcutta
Rev. P. J. Heaton as Scoutmaster, Shikarpur H. E. School Troop, Nadia
Jatindra Nath Banerjee as Scoutmaster, 16th/111 Calcutta Troop, Calcutta
Kenuram Biswas as Asst. Scoutmaster, 16th/111 Calcutta Troop, Calcutta
Kishori Mohan Sircar as Group Scoutmaster, 10th/111 Calcutta Troop, Cal.
George Thomas Rogers as Asst. Scoutmaster, 1st/I Calcutta Troop, Cal.
Saiyaid M. Serajud Dhsar as Dist. Cubmaster, Rajshahi Local Association
A. K. Khorshiduddin Ahmed as Scoutmaster, Mymensingh
Sudhir Kumar Choudhury as Asst. Scoutmaster, 1st Kushtia Troop, Kushtia
Khandker Anwaruddin as Asst. Rover Scout Leader, 1st Kushtia Rover Crew, Kushtia.

2. **The following Packs, Troops and Crews are registered :—**

Kishorganj 1st Troop (Ramananda Union High School), Kishorgaaj
Kishorganj 2nd Troop (Ramananda Union High School), Kishorganj
Kishorganj 3rd Troop (Ramananda Union High School), Kishorganj
Bhairab H. E. School Troop, Kishorganj
Kishorganj Azimuddin High School Troop, Kishorganj
Gobindapur Shibnath H. E. School Troop, Kishorganj

Bȧnagram A. K. H. E. School Troop, Kisorganj
Bajitpore 1st Troop, Kishorganj
Bajitpore 2nd Troop Kishorganj
Bajitpore 3rd Troop, Kishorganj
Kishorganj Ramananda Union High School Pack, Kishorganj
Kishorganj Azimuddin High School Pack, Kishorganj
Rani Bhabani School Pack, 2nd Calcutta Local Association
Islamia High School Troop, 1st Calcutta Local Association
Shyamganj M. E. School Troop, Mymensingh
Chanchaitara High School Troop, Bogra
Rajshahi Madrasah Group, Rajshahi
Santahar B. P. H. E. School Troop, Bogra
1st Bishnupur Troop, Bankura
Balurghat H. E. School Troop, Dinajpur
Balurghat H. E. School Pack, Dinajpur
Nabadwip High School Troop, Nadia

3. **World Rover Moot, 1935:** The Moot will be held at Bejorno, 25 miles away from Stockholm from the 29th July to the 5th of August. There will be a gathering of the Rover Scouts from all over the world.

4. **"The Rover World":** We would invite the attention of all Rover Crews to this most useful Rover Magazine, which is brimful of ideas for Rovers and for Crews. It contains suggestions for drawing up Crew programme and help to keep Rover Scouts in touch with each other. It is profusely illustrated. The annual subscription is 7sh. 6d. Orders may be sent to the Subscription Secretary "The Rover World", 115, Fleet St. London, E C. 4.

5. **Correspondence Openings:** (1) Scout Charles Ball, "Roman Park" P. O. Wangaratta, Victoria, Australia—aged 15 years.

(2) Rover Scout J. Pike, 39.Septon Street, Highland Park, Wellington, New Zealand.

(3) Scout Paul Goyette, 147, Spadina Avenue, Ottawa, Ontario, Canada.

(4) Second B. Miles, 93, Grange Park Road, Leyton, London, E. 10. aged 14 years.

(5) Carl Otto Larsen, Voldgade 2d. Sonderborg, Denmark, aged 15 years.

6. **Jamboree in America:** Our American Brother Scouts are busy preparing for the great Jamboree which they will hold at Washington from August 21st—30th as a part of the celebrations of their twenty-fifth Anniversary. President Roosevelt is taking an active part in the Jamboree and will be persent in person.

7. **Rover function at Simla:** The Rovers of the 1st Simla Crew were "At Home" to Mr. M. D. Framjee, D. S. M. at the Government High School on Friday the 22nd March '35. Mr. Framjee was the sole representative and Publicity Officer of the Indian Scout Contingent to the last Frankston Jamboree, Australia.

8. **Statistics—Australian Jamboree :** Big events like Jamborees are always preceded by a spate of statistics—the Australian Jamboree which was held at Frankston is heralded by the news that two miles of sausages was manufactured for the event (we have always longed to meet the type of gentleman who spends his time working out the number of sausages to the mile). Among other items on the gargantuan menu are 1,000 gallons of milk, 3,000 lb. of fruit, 5,000 lb. of potatoes, 7,500 lb. of meat and 9,000 lb. of bread a day, and 20,000 eggs on the days when eggs are on the menu.

9. **Echoes of Jubilee Day :** (a) In the five divisions of the Province of the Punjab, the Boy Scouts ran a great Marathon with Messages of loyal greeting to the King-Emperor. These five chains of youth, with a Scout along each mile of the way, entailed the crossing of the snow-clad passes of the Himalayan mountains, negotiating the great rivers of the Province and crossing the burning sands of the Sindh Desert. The runners converged upon Lahore, where a great Jubilee Camp was held, and His Excellency Sir Herbert Emerson, who is the Chief Scout for the Province, received the messages and sent them on by air to the King.

(b) The Scouts of Bihar and Orissa organised a great cycle relay, covering 8,000 miles, in which each district sent a message of affection and loyalty to Their Majesties. The messages were received at Ranchi by His Excellency Sir James Sefton, K. C. S. I , K. C. I. E., the Provincial Chief Scout, who cabled them to the King and Queen.

(c) The Calcutta Boy Scouts organised a route march in which about 2000 Cubs, Scouts and Rovers took part. The whole contingent marched through the principal streets of the city and on reaching the rally ground they were treated with Ice creams and Lemonades. After that they moved towards the fire work ground and witnessed the fireworks. There they rendered first aid and helped many people in finding their way in the darkness.

On the morning of 6th May 1935 some 500 Scouts and Rovers participated in the Commemoration Parade.

His Excellency the Chief Scout for Bengal was graciously pleased to send a cablegram to their Imperial Majesties conveying Bengal Scouts sincere gratifications and warm felicitations on this auspicious occasion. Prayers were held at many a troop meet—praying for their Imperial Majesties' continued good health and long reign and prosperity.

10. **Wood Badge :** Lord Baden-Powell of Gilwell, Chief Scout of the world has been pleased to award Scouter Anukul Chandra Bhattacharya of the Rangpur Local Association with the Scout Wood Badge. We offer our hearty congratulations to him for his success

11. **All-India Scout Jamboree :** The General Secretary, All-India Boy Scouts Association has invited suggestions from all Provincial and State Association.

Most likely the Jamboree will be held this year in December. We are fully confident that the whole of India will readily respond to the proposal to hold this All-India Jamboree and that all the Associations in India will contribute their share towards making it a great success.

12. **Publication:** A Hindi Edition of "Scouting for Boys in India" has been published and can be had at Rs. 2/8/- per copy from Messrs. Cubs & Scouts, Calcutta.

The children were playing near a pond when the little girl reached for a stick and fell in. Bobby Green was round the other side of the pond ; he dashed round and without hesitation, despite the fact that he could not swim, jumped in and made every effort to reach his sister but unfortunatly both of them were drowned.

13. **Excursion to Chembur:** About 150 Cubs from 10 different Packs of Bombay had a splendid outing on the Catholic Colony ground at Chembur. They had a jolly good ramble there, Studying Nature. They made a nice collection of flowers, fruits, leaves, stones, shells, snake skins, skulls beaks, feathers and nest of birds good enough to start a small museum.

14. **Camp fire in honour of Dr. Molner:** The Municipal, G. I P. Railways and B. B. C. I. Rly. Scouts Associations of Bombay met Dr. Molner, International Commissioner, Hungarian Boy Scouts Association in a Camp fire. An excellent programme was fixed up. The guest was good enough to teach the Scouts the Hungarian yell. The function ended with a short prayer.

15. The following Training Camps have been arranged to be held at the permanent camp site at Ganganagar near Calcutta :—

1. Cubmasters' Training Camp from 8th—14th Aug. 1935.
2. Scoutmasters' Training Camp from 6th—17th Sept. 1935.

From Our Kit Bag

A CHOICE "HOWLER.

Six prospective recruits for a Winnipeg Wolf Cub Pack were invited to the Cubmaster's home. Asking questions, Akela queried : "Can any of you tell me who Baden-Powell is ?" A blank expression on six small faces. One lit up. "I know Miss. He's one of the jungle animals".

"IN THE SANDS OF TIME.

"B.-P". has left his footprint behind him at Kuala Lumpur, Malaya—in clay which has been fired as a permanent memento of his visit.

THEY'VE WON "B.P.'s STOCKINGS.

A pair of Lord Baden-Powell's stockings, recently offered asp rize in a competition in THE SCOUT, the weekly paper for boys, has been won by the 7th North Brighton Troop.

Competitors had to suggest ways in which the stockings would be used if won by them. Troop Leader Holden of the 7th North Brighton Troop wrote in his application for the stockings : "If our Troop had the Chief's stockings we would use them in the investiture of a Scout. When a boy was being invested as a Scout he would wear the stockings during the ceremony and would be reminded of the great life the Chief has led and would be asked to walk in the same footsteps as the original owner of the stockings". So now every future Tenderfoot of the 7th North Brighton Troop will wear the Chief's stockings when he appears before the Troop to be invested as a Scout.

HEROISM OF WOLF CUB.

Lord Baden-Powell of Gilwell, the Chief Scout, has made a posthumous award of the Bronze Cross of the Boy Scout Movement for gallantry, to a ten-year old Wolf Cub, J. R. Green, of the 1st Blackwood (Monmouthshire) Cub Pack, who lost his life in attempting to save his three-year old sister from drowing, last April.

SPARE TIME ACTIVITIES.

Every Boy Scouts is taught that not one minute of the day must be wasted, and the invention of "spare-time activities" is an important feature of every Sceuter's Training Course.

A young Scout, returning from a long hike, managed to get a lift on the tailboard of a van. He spent his well-earned rest in sharpening his Scout knife on the revolving iron tyre of the cart wheel.

CAMP FIRE OPENING.

It is always difficult to find new shouts for opening the camp fire. Here is one that is new. C-A-M-P ! C-A-M-P !! C-A-M-P !!! (say each letter slowly and softly at first but gradually getting louder and quicker until it is a swift shout, and then let it die away again, as in the Locomotive yell). Finish up with a sharp yell CAMP !

SCOUTING SAVES CANADIAN CITY 10,000 DOLLARS ANUALLY.

Magistate Brocy of the City of Windsor (Ontario), in a recent speech, said that the Boy Scout Movement saved the city some 10,000 dollars per year, because of Scouting's effectiveness in preventing a ertain cnumber of boys annually being added to the roll of police court cases.

CUB WOOD BADGE COURSE 14TH-19TH MAY 1934, GANGANAGAR.

Hungarian Boy Scouts Association

Budapest, 10th April 1935.

The Boy Scouts Association,
Bengal.

Dear Brother Scouts,

The Executive Committee, Hungarian Boy Scouts Association had much pleasure in listening to the detailed report presented at the meeting of the Committee yesterday by Dr. F. M. De Molnar, Co-President & International Commissioner.

From this report it was realised that the two representatives of our Association had an overwhelmingly kind reception during their visit in India.

The report very definitely pointed out the important part taken by your Association in receiving our representatives. They are full of praise for your kind efforts and hospitality.

Expressing the feelings of our Committee, we wish to thank you most cordially for everything done to make this visit such a complete success.

We feel this visit has certainly fostered the feelings of friendship and co-operation already prevailing between many members of our two Associations.

We beg to remain, dear Brother Scouts,

Yours very sincerely,

(Signed) Dr. F.M. De Molnar (Signed) Dr. Anthony Papp,
Co-President & International Comsr. President.

* * * * * * *

Our Mr. N. N. Bhose: Probably you are all aware by now that the Chief Scout Lord Baden-Powell of Gilwell has awarded the 'SILVER WOLF' to our Mr. Bhose. Bengal is really proud to-day. Scouting in Bengal is and will ever remain associated with Mr. Bhose inspite of his disowning us for the present.. Every corner of Bengal knows Mr. Bhose as a Scout.

* * * * * * *

In Memorium.

The Late Major A. Rayner, O.B.E., M.M., whose sudden death was reported recently. As Dist. Scout Commissioner Major Reyner was for a number of years the inspiring genius of Scouting in Simla and for his good work he was awarded the Medal of Merit by His Excellency the Chief Scout for India. A popular figure as Durand Football Secretary, Dist. Scout Commissioner, Editor, "Army Gazette", a great Camper and Hiker well versed in Scoutcraft. He is an irreparable loss to Simla,

Scraps from the Jungle

Brown Tip

LITTER-LOUTS

The Chief Scout reminds us at intervals that a Scout is not a litter-lout. A litter-lout is one who makes the place untidy by throwing rubbish about. An Indian Cubmaster recently went to England for the first time. What impressed him most was the general tidiness compared with India. But if he had visited Switzerland or one of the Scandinavian countries, he would have found them even cleaner. Be that as it may, there is no doubt that India has much to learn in the matter of tidiness, and one of the best services we can render our country is to set an example in this respect.

Old tickets, handbills, paper in which food has been wrapped, orange and mango and banana peels, and scraps of food—these are always thrown carelessly away to disfigure our roads and countryside, and to attract flies and vermin which in turn carry disease, A good Cub will never do this. Nor will he be content with not making litter himself: he will be ready to clear up litter left by others. This is an excellent good turn which any Cub can do, and which many Packs undertake in England. Here is a new song which will remind Cubs of their duty to be tidy. It is sung to the tune of "What Shall We Do With a Drunken Sailor ?" (Songs for Scouts, No. 27) and you can add as many more verses as you wish.

1. What shall we do with bits of paper ? (three times)
   Early in the morning ?
   Take them and burn them in the fire, (three times)
   Early in the morning.

Chorus : Hooray, the place is tidy, (three times)
Early in the morning.

2. What shall we do with scraps of food, boys ? (three times)
   Early in the morning ?
   Bury them deep where the flies can't get them, (three times)
   Early in the morning.

Chorus : Hooray, the place is clean, boys, (three times)
Early in the morning.

* * * * * *

It is a mistake to think that Cubs will respond best to being taught just the bare minimum which will get them through their Star Tests as quickly as possible. To work on this plan is to take ninety per cent of the fun and interest out of the Star work. Star Tests are just so many pegs on which you can hang a lot of useful information, and you will find that the Cubs enjoy them more if you work all round the fringes of the subject in hand.

For instance, the Flag Test of the First Star can be a dull affair if the Cub is given just the bare "bones" of information, measurements and dates. But it becomes a juicy bit of hunting if you add the meat of the stories of the saints of the flags, let the Cubs act the stories, draw and paint the flag emblems, and play games with flag emblem cards.

Let each Cub draw the three flags and then the six emblems. If they are done on bits of cardboard the better ones can be kept an used for games and competitions, instead of having to buy readymade emblem cards. The floral emblems are: the Rose of England, the Thistle of Scotland and the Shamrock of Ireland Of the creatures, the Dragon is for England, because George killed one; the Fish is for Scotland, because Andrew was a fisherman; and the Snake is for Irelrnd, because the legend says that Patrick drove all the snakes out of the island.

(N. B. I have changed my address from 12, Kyd St., to Saint Thomas' School, Free School Street, Calcutta.)

YOUR SCARF

A new recruit buying his uniform asked his Scoutmaster why don't have lanyards in our troop. He seemed most disappointed. A troop his cousin is in wear two !

The Scoutmaster told him thal it was because he had never seen any use a lanyard. It was used by sailors in the old days to hold their knives so that they wouldn't fall while the sailors were working up aloft or on the side of the ship. But what use they are to Scouts—except to make them look pretty—he doesn't know. If you want a piece of cord for an emergency, hang a small line (coiled) from your belt.

But this scout wasn't to be none.

"What's the use of a Scarf, then ?" he demanded. Nasty child !

Since you are inquistive to know what's the idea of hanging a Scarf roudn the neck. Well my boy I give below a list of a few uses of a Scout Scarf :—

(a) Signalling flag by attaching to a stick.
(b) Numbers tied together make a life line in emergency.
(c) By holding corners, a bag for emergency.
(d) An emergency belt, for an awkward moment.
(e) Good turn reminder.
(f) In a crowded bathing place as a cap to identify Scouts.
(g) For an arm sling.
(h) As a triangular bandage for emergencies.
(i) Tourniquet.
(j) Smoke mask for fire or gas rescue.
(k) A number can be used as guide ropes for finding way through fog or smoke.
(l) Numbers tied together make a ladder.
(m) Numbers tied together makes a stretcher.

১২শ বর্ষ]　　আষাঢ়—১৩৪২　　[১ম—সংখ্যা

বর্ষার গান

—শ্রীঅমিয়কুমার রায়চৌধুরী

আয় দেবতার অশ্রুধারা
　　মোদের কাঁদন ডুবিয়ে দে
আয়, পৃথিবীর তৃপ্তিধারা
　　ধরায় খুসী ভাসিয়ে দে।
আয়, নিয়ে তোর স্নেহের রাশি—
আয় বাজিয়ে মধুর বাঁশি—!
বাদলধারা, দমকা হাওয়ায়
　　দিকনা খুলে মনের দ্বার
আয় আষাঢ়ের মত্ত পাগল
　　পূর্ণতা মোর শূন্যতার।

আয়, আয়, আয় বরষা
　　সব কালিমা ধুইয়ে দে
আয় স্বরগের সুধার ধারা
　　তপ্তমরু ভিজিয়ে দে।

আয় নিয়ে তোর কালোর কুহক—
আয় জাগিয়ে চাষীর পুলক।
চোখের আলোয় ঝকমকিয়ে
ঝলসে দেরে মোদের চোখ,
আয় শ্রাবণের বর্ষাবাদল,
ধরার বুকটি শীতল হোক।

—স্কাউটদের বীরত্ব—

ব্রাউন টিপ

যারা এই কাহিনী পড়ছ আজ, তারা অনেকেই ছিলেনা যুদ্ধের সময়—১৯১৪ সালে পৃথিবীব্যাপী যে মহাসমর হয়েছিল। যদিও জন্মে থাক, তারা এতদিনে নিশ্চয়ই টুপ ছেড়ে রোভার হয়েছ। তোমাদের স্কাউটারদের মধ্যে, অর্থাৎ আমাদের অনেকের মনেই যুদ্ধের যে স্মৃতি আছে—তা আমাদের বাল্যকালে হয়েছিল। তখন আমরা বালকমাত্র। সুতরাং আমাদের স্কাউটরা তাদের দেশের জন্য—তাদের রাজার জন্য ১৯১৪-—১৮ সালে যে বিরাট আত্মত্যাগ ও মহত্বের পরিচয় দিয়েছিল, তা ভুলে যাবার আশঙ্কা হয়। কিন্তু ভুলবার উপায় নেই। তাদের কাহিনী হৃদয়ের রক্তদিয়ে লেখা, মনের খাতায়।

তোমাদের মত ছেলেরা আশ্চর্য্য সেবা ধৈর্য্য ও কাজের পরিচয় দিয়েছে। তারা আহতর সেবা করেছে, রোগীর শুশ্রূষা করেছে, রাস্তার বাতি জ্বালিয়েছে, পাহাড়া দিয়েছে, পিওনের কাজ করেছে—আর আর সত্যিকারের যুদ্ধ করেছে। যারা একটু বড় হয়েছিল তারা গিয়েছিল সৈন্যদলে, জাহাজে, এরোপ্লেনে তাদের দেশের জন্য যুদ্ধ করতে। অনেকে জানেনা—কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে গত মহাযুদ্ধে একশত পঞ্চাশ সহস্র স্কাউট বীরের মত কাজ করেছে। তাদের মধ্যে দশহাজার ফিরে আসে নি—যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দিয়েছিল। যারা ফিরে এল—তারা অধিকাংশই হোল বিকলাঙ্গ—কারুর হাতভাঙ্গা, কারুর পাভাঙ্গা, কারুর বা মুখে পোড়ার দাগ। এই স্কাউটরা অনেক পদক ও পুরস্কার পেয়েছিল সৎসাহসের জন্য। তাদের প্রশংসায় আমাদেরও গর্ব্ব হয়। স্কাউটদের মধ্যে যে এগারজন Victoria Cross পেয়েছিল, আজ তাদের মধ্যে তিনজনের বিষয় তোমাদের বলছি।

প্রথম হচ্ছে পাইপার ডেনিয়েল লেড্‌ল; সে ছিল Kingsown Scottish Bordrsএর অন্তর্ভুক্ত। এই সৈন্যদল মহাযুদ্ধে অসাধারণ শৌর্য্যের পরিচয় দিয়ে সুনাম অর্জ্জন করেচে।

১৯২৫ সালে ২৫শে সেপ্টেম্বর একটি জার্ম্মান Trench আক্রমনের পূর্ব্বে যখন চতুর্দ্দিকে বোমা ও বিস্ফোটকের বিভিষীকা চলছিল Laidlaw দেখল যে তার পক্ষীয় লোকেরা কোন বিষাক্ত Gasএর প্রকোপে ঝিমিয়ে পড়ছিল ও সাহস হারিয়ে ফেলছিল, তাদের সকলকে উৎসাহিত করবার জন্য, Trench থেকে বেরিয়ে এসে সে সহজভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হোল। চারিধারে বোমা ও গুলিবর্ষণের মধ্যেও সে নির্ভীকচিত্তে পাইপ বাজিয়ে অগ্রসর হোল। তার অনুপ্রেরনায় উৎসাহিত হয়ে দলের সকলেও অগ্রসর হোল—কুকুরের মত গ্যাসের প্রভাবে Trenchএ মরার চেয়ে, শক্রর গুলির সামনে এগিয়ে যাওয়া ভাল। Laidlaw শেষমূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত তার কর্ত্তব্য করেছিল—অবশেষে সে আহত হয়।

দ্বিতীয় কাহিনীটি আরও চমৎকার—বীরত্ব ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল ছবি। আমাদের এই বীরটি—জেনে শুনেও মরণের মুখে এগিয়ে গিয়েছিল। সেকেণ্ড লেফটেনাণ্ট—জর্জ্জ কেট্‌স, রাইফেল ব্রিগেডে কার্য্যকালে একদিন একটি অবরুদ্ধ Trench খুঁড়তে খুঁড়তে বড় বিপদে পড়ে। খননকালে তার শড়কী একটা মাটিতে পোঁতা চোরা বোমায় গিঁথে যায়। সে বুঝল যে এ আসন্ন বিপদের হাত থেকে উদ্ধার নেই তাদের সকলের। বোমাটি ফাটিবেই কিছুক্ষন বাদে। বোমা থেকে ধোঁয়া উঠছে—এই ফাটল বুঝি—না তার আর ভাববার সময় সেই। দলের অন্যান্য সকলের প্রাণ বাঁচাবার জন্য সে সেই বিস্ফোরোন্মুখ বোমাটির উপর উপুর হয়ে শুয়ে মাটি আঁকড়ে পড়ে রইল।..... বোমা ফাটল কিন্তু অন্য কেউ আহত হোল না। কেটস্ এই রকমে নিজে মরে অন্যদের বাঁচাল।

আর একটি কাহিনী। জন ট্রাভার্স কর্ণওয়েলের নাম তোমরা শুনেছ। এরই স্মৃতিরক্ষার জন্য Scoutingএ Cornwell Scout Badgeএর উদ্ভব হয়েছে। সারাপৃথিবীতে বোধ হয় জনবারটি Cornwell Scout আছে। যাইহোক—ষোল বছরের ছেলে জ্যাক কর্ণওয়েল লণ্ডনের দক্ষিণঅঞ্চলে থাকত। সে নৌবিভাগে যোগ দেয় এবং Jutlandএর H. M. S. Chesterএ অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়ে প্রাণ দেয়। তার জড় দেহকে ভিক্টোরিয়া ক্রশ পড়িয়ে সামরিক বিভাগ তাকে শ্রেষ্ঠ সম্মান জানান। চেষ্টার জাহাজটি প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হয় এবং কর্ণওয়েলের উপর তখন একটি Gunএর দায়িত্ব ছিল। তার জায়গাটি বড় বেশী খোলা বা exposed ছিল। তাই শক্রপক্ষের গুলি বার বার ছুটে এসে তাকে আহত করছিল। ক্ষতবিক্ষত হয়ে, রক্তাক্ত কলেবরে, আধমরা অবস্থাতেও সে তার স্থান ত্যাগ করেনি। তার উপরওয়ালার হুকুম ছিল যে অন্য আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত তাকে ঐখানেই থাকতে হবে। জাহাজের প্রত্যেকটা লোক হয় মারা গিয়েছিল, কিংবা আহত

হয়েছিল অথবা অক্ষম হয়ে পড়েছিল শত্রুর আক্রমণে—কে তাকে আদেশ দেবে? সব বুঝেও সে বীরের মত দাঁড়িয়ে ছিল তার জ্ঞানের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত। কিছুক্ষণবাদেই তার মৃত্যু হয়, মাত্র যোল বছরের মধ্যে তার সব শেষ হোল—সকলকে কাঁদিয়ে, সব আশা ও কামনাকে পায়ে ঠেলে সোনার চাঁদ ছেলে Jack Cronwell চলে গেল বীরের মতন যেখানে যুদ্ধ বীগ্রহ নেই—সেখানে অনন্ত শান্তি।

শুধু যুদ্ধে বীরত্বই বীরত্ব নয়। শান্তির মধ্যেও বীরত্ব দেখান যায়। এইত কয়েক বছর আগে—কয়েকজন স্কাউট হাওড়ার পুলের কাছে মগ্নত্রাণ করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে। কলকাতার স্কাউট Roger Clayton জেনেশুনেও B. I. boat Talma যখন কলকাতায় বাঁধল, একটি দেশী খালাসীর প্রাণ রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিয়েছিল। মিঃ টাওয়ার্স রবার্টসন একসময়ে লা মার্টিনার স্কাউটমাষ্টার ও প্রথম কলিকাতা সঙ্ঘের ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার ছিলেন। যুদ্ধের সময় S. S. Cairo যখন জলমগ্ন হয়, অন্যদের সাহায্য করতে গিয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর স্মৃতিকল্পে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে সেণ্ট পিটার্স গির্জ্জাতে একটি পিতলের স্মৃতিফলক আছে—তার দুধারে দুইটি স্কাউটের ছবি আঁকা আছে। কলকাতার যারা আছ, সুবিধামত এই স্মৃতিচিহ্নটি দেখবার সুযোগ হারিওনা।

আর একটি ঘটনা তোমাদের কাছে বলে আমি থামব। ১৯২৫ সালে জাপানে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়েছিল—হাজার হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছিল। ২৪ ঘণ্টায় জাপান শশ্মাণে পরিণত হয়েছিল। যাই হোক একটি নয় বছরের ছেলেকে একটা ভাঙ্গা বাড়ীর ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়। তার ডান হাতও বাঁ পা একেবারে থেঁতো হয়ে গিয়েছিল। তাকে যখন সরাবার চেষ্টা হচ্ছিল, তার খুব যন্ত্রনা হচ্ছিল, সে তখন কি বলেছিল জান? বলেছিল "না আমি মোটেই কাঁদব না কারণ আমি কাব; কিন্তু দয়াকরে আমায় আস্তে নাড়াচাড়া কোরবেন—বড় লাগে।" তারা তাকে "Dongola" জাহাজে নিয়ে যায়। সে নিজেই কি ভাবে তাকে, রাখলে আঘাত কম লাগবে' তা বলে দিয়েছিল তাদের। কিন্তু সে কাঁদেনি। পরদিন ডাক্তার দেখতে এলে সে বলেছিল—আমায় দেখে আর কি হবে আমার দিন শেষ হয়েছে। অন্যদের দেখুন গিয়ে।

পরশ পাথর

[ধারাবাহিক গল্প]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—শ্রীঅমিয়কুমার রায়চোধুরী

চীনে পটকা

তিন বন্ধু দীলিপ ক্ষিতীশ ও সমর। ক্ষিতীশের বাবা ইদানীং প্রাণত্যাগ করেছেন। তাঁর একটা গুপ্ত দলিল বের হয় একটা কোটের ভেতর থেকে। কোন শত্রুপক্ষ এই গুপ্ত নক্সার কথা জানতো তারা এই দলিলটি দখল করবার জন্য চেষ্টা করে। রাধু ক্ষিতীশের পুরাতন চাকর। লীলাদি ক্ষিতীশের দিদি। গুণ্ডারা Choloroform করে সমরকে Kidnap করে আটক করে রাখে। লীলাদি তাঁর ভূতপূর্ব্ব ভৃত্য চীনেম্যান ফুচার সাহায্যে সমরকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করছেন। ফুচার কথায় ক্ষিতীশ চীনা সেজে শত্রুদের আড্ডায় গেছে।

ফুচা লীলাদিদের পুরাতন ভৃত্য। লীলাদির বাবা যখন সিঙ্গাপুরে কাজ কোরতেন, ফুচাকে তখন ম্লানমুখে ঘুরে বেড়াতে দেখে তাকে ভৃত্য রাখেন। ফুচা বিশ্বস্ত চাকর—অনেকদিন কাজ করেছিল। এখন সে অনেকটাকার মালিক হলেও পূর্ব্বমনিবের নিমক সে এখনও ভোলেনি—তাই লীলাদির—তার দিদিমণির আহ্বান শুনেই সে ছুটে চলেছে।

* * * *

গাড়ী থামল—তড়াক করে তিনটে চীনেম্যান লাফিয়ে নেবে দরজা বন্ধ করে দিল সদরের। কিছুক্ষন কোন আওয়াজ নেই।—তারপরেই গুড়ুম গুড়ুম বন্দুকের আওয়াজ—বিপন্নের আর্ত্তনাদ—সিঁড়িতে দ্রুত পদবিক্ষেপ—দড়াম দড়াম করে দরজা বন্ধর শব্দ। তারপরেই চীৎকার—পুলিশ পুলিশ। কোথায় পুলিশ?

পাঁচমিনিটের মধ্যে কি যেন হয়ে গেল—দরজা খুলে গেল। চীনেগুলো হাত পা বেঁধে একটি মেয়েকে হাত মুখ বেঁধে পাঁজাগোল্লা করে গাড়ীতে উঠিয়ে নিজেরাও উঠল—গাড়ী ছেড়ে দিল, বাইরের পর্দ্দা টেনে দেওয়া হোল।

* * * *

ঘণ্টাখানেক বাদে ঘটনা স্থলে পুলিশ এল—এসে দেখল এখনে ওখানে রক্তের দাগ, ছেঁড়া চুল, কাপড়ের টুকরা আর আর—ঘরের কোনে ওটা কি? একটি ছেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে—নাকের উপর chloroform মাখানো একটা রুমাল। পুলিশ বাড়ীটার সুবন্দোবস্ত করে, পাহাড়া রেখে ছেলেটিকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল।

* * * *

পরদিন সকালে লীলাদি একটি ঘরে বসে চা খাচ্ছিলেন—এমন সময় ফুচা হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল। হাত থেকে খবরের কাগজখানা লীলাদির হাতে দিল—এক জায়গায় লালকালির দাগ দেওয়া ছিল।

'Stop Press" (from our own correspondent)

......We have recieved lately the news of the horrifying incident which took the place yesterday at premises no.........of.........street. It is reported that Lila Devi the fomous lady writer of Bengal is missing after the incident. The police suspects it to be a Kidnapping case, done by some Chinese gangsters. A boy of about 15 was found unconscious and has been admitted into Hospital. Police investigation is going on.........It might be remembered that these Chinese hooligans are very active in Calcutta now a days.........

বাংলা কাগজে বেরিয়েছে :—

বিলম্বে প্রাপ্ত খবর

[নিজস্ব সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত]

গতকাল রাত্রে কলিকাতা সহরের বুকে যে ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, সে খবর আমাদের কাছে পৌছিয়াছে। ঘটনাটি......রাস্তায়,..... নং বাড়ীতে হইয়াছিল। শোনা যাইতেছে, সেই বাড়ী হইতে বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধা মহিলা কবি লীলাদেবী নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। প্রকাশ...চীনা গুণ্ডারা তাঁহাকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিয়াছে। একটী ১৫ বছরের ছেলেকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল, তাহাকে হাসপাতালে পাঠানো হইয়াছে। পুলিশ এবিষয়ে তদন্ত করিতেছে। পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে যে চীনা গুণ্ডাদের উপদ্রব কলিকাতায় বাড়িয়া চলিয়াছে।

লীলাদির মুখে হাসি ফুটে উঠল, বললেন—ফুচা, কাজটা এত সহজে হাসিল হবে ভাবিনি।

ফুচা—লোকের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ, খবরের কাগজওয়ালাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ, পুলিশকেও বোকা বানান যায়; কিন্তু——তাদের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়। মনে রাখবেন দিদিমনি আমাদের বিপক্ষীয়েরা বড় সোজা লোক নয়। খুব সাবধানে থাকতে হবে। যাক এখন আমায় আর কি করতে হবে।

লীলাদি মতলবটা বল্লেন। ফুচা বল্ল তা আর শক্ত কাজ কি? শুধু কয়েকমিনিট চুপ করে থাকতে হবে আপনাকে।

সুনিপুন হাতে ফুচা কাজ সুরু করে দিল। তিনদিন সময় লাগল—একটা মূর্ত্তি গড়ে উঠল—হুবহু লীলাদির মতন। লীলাদি আয়নায় নিজের ছায়ার সঙ্গে মিলিয়ে এই

নিখুঁত কারুকার্য্য দেখছিলেন, ফুচা গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ সে বলে উঠল—একে চিনতে পারেন ?

লীলাদি পিছন ফিরে দেখলেন একটা চীনে ছোকরা, লম্বা টিকি মাথায়, আলখাল্লা গায়ে। অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন···ছেলেটা এবার হেসে ফেললেন। লীলাদি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন ক্ষিতু ! ক্ষিতীশ !

ক্ষিতীশ বল্ল···সাজ তাহলে ভালই হয়েছে। তুমি চিনতে পারনি যখন তখন নিখুঁত সাজই হয়েছে। সাবাস্ ফুচা ! আমি বিদায় নিতে এসেছি দিদি, আমাকে যেতে হবে সেই ডাকাতদের আড্ডায়। আমি না গেলে সমরকে উদ্ধার করা যাবে না। ফুচা সব বন্দোবস্ত করে দেবে বলেছে।

দিদি ভাইটিকে জড়িয়ে ধরে বল্লে···যা ভাই, ফিরে আসিস সফল হয়ে। কাঁদবার সময় আমাদের নেই ভাই। বড় বিপদের সময় আমাদের এটা। সাবধানে থাকিস দাদা। দুঃখের দিন শেষ হবে···সুখের দিন আসছে। বিপদ আছে, দুঃখ আছে কিন্তু ভগবানও আছেন। সব সময় ভগবানকে মনে রাখবি। তিনিই আমাদের প্রধান সহায়। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক। ওকি কাঁদছিস্ কেন। তুই পুরুষ হয়ে যদি কাঁদিস, আমি মেয়ে হয়ে কি করে স্থির থাকব। তোদের Scout law কি বলে···A Scout smiles and whistles under all difficulties···ফুচা, তোমার হাতে দিলাম দাদা, আমার আদরের এই ভাইয়ের ভার। বাবার বড় আদুরে ছেলে ক্ষিতু···আর···লীলাদির গলা ভার হয়ে উঠল।

ফুচা বল্ল—দিদি, তোমায় কত ছোট দেখেছি, দাদাবাবুকে কোলে করে বেরিয়েছি। তোমাদের মনে নেই হয়তো, হয়তো জাননা। এই ফুচা একদিন দুমুঠো খাবার অভাবে আত্মহত্যা করবার জন্য Singapurএর overbridgeএ দাঁড়িয়েছিল···এমন সময় ভগবান সেজে এলেন কর্ত্তা বাবা (লীলা ও ক্ষিতীশের পিতা); আত্মহত্যার চেয়ে বড় পাপ নেই, সেই পাপ থেকে তিনি আমায় বাঁচিয়েছেন ; আমায় রক্ষা করেছেন ছেলের মত···সত্যি বলছি দিদিমনি, ছোটবেলা বাবাকে হারিয়ে আমি তাঁর কাছে সত্যিকারের 'পেয়ার' পেয়েছিলাম। আজ আমার দিন এসেছে—কখনও আমি এতবড় প্রতিজ্ঞা করিনি। আমি বুদ্ধের উপাসক। ভগবান বুদ্ধ, তুমি যদি সত্যি থাক, যদি বৌদ্ধধর্ম্ম সত্য হয়, সেই সত্যের উপর নির্ভর করে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমার শরীরে এক ফোঁটা রক্ত যতক্ষণ থাকবে আমার মনিবের ছেলেমেয়েদের আমি রক্ষা কোরব।

ডাকাতের আড্ডায়

"সাড়ে চুয়াত্তর"

"একশো এক।" দরজা খুলে গেল। দুটো চীনেম্যান ঢুকল। একজন একটু বুড়ো, অপরটি একেবারে কচি। পাহাড়ায় যে ছিল তার হাতে বুড়ো চীনেটা একটা চিঠি দিল।

* * * *

সর্দ্দার!

কেরে? আয় ভিতরে আয়।

চিঠিটা পড়ে সর্দ্দার কি যেন ভাবল, তারপর তার চোখদুটো আনন্দে জ্বল জ্বল করে উঠল, বল্ল, নিয়ে তাদের।

*　　*　　*　　*

কি খবর চ্যাঙ্?

ভালই। তোমার কি খবর এনিয়াৎ খাঁ? ওকে? নতুন শীকার বুঝি? যাক যার জন্য এসেছিলাম বলে ফেলি। আমি তো বুড়ো হলাম, আর চলে না, ভবিষ্যতের তো একটা বন্দোবস্ত করা চাই। তাই এই ছেলেটিকে নিয়ে এসেছিলাম...আমার নাতি সম্পর্কে...একে যদি একটু কাজ কর্ম্ম শেখাও...। তা ছেলে তৈরী, এরই মধ্যে একবার জেল খেটেছে পকেট মারতে গিয়ে—কাঁচা হাত কিনা। আবার সুবিধাও আছে, বাংলাও বলতে পারে একটু আধটু। যা বাজার পড়েছে, বাংলা না জানলে বাংলাদেশে কারবার চালান মুস্কিল। এনিয়াৎ খাঁ বল্ল...ওর নাম কি? উত্তর হোল...ওর নাম সিন্ টুং। আচ্ছা সিনটুং, একলাফে ঐ দড়িটা ধরে বেয়ে ওঠ তো। ক্ষিতীশ roping জানতো বলে পরীক্ষায় পাশ হয়ে গেল সহজে। সঙ্গের চীনালোকটা চলে গেল।

ক্ষিতীশ তার জামাকাপড়ের পুঁটলিটা ঘরের এক কোণে রেখে বসে রইল। সর্দ্দার বল্ল...বন্দুক ব্যবহার করতে জান? ক্ষিতীশ বল্ল...না। তবে শেখালে শিখতে পারি। আচ্ছা এখন যাও বাঁধারের কোণের ঘরটায় তুমি থাকবে। শোন আমার হুকুম না নিয়ে বাইরে গেলেই বিপদে পড়বে। ইংরাজি শিখেছো? বেশ বেশ।

(ক্রমশঃ)

টা। ত্রিস্রোতা

হামাগুচি গোহি

——ডেভিড

জাপান দেশটী যেন একখানি পটে আঁকা ছবি। এখানে সেখানে ছোট ছোট পাহাড়, পাশ দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে। এই সব পাহাড়ের উপর আবার ছোট ছোট গ্রাম আছে; গ্রামবাসীরা প্রায় সকলেই চাষের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। নীচে নদীর ধারে নামিয়া আসিবার জন্য গ্রামের মধ্য দিয়া সরু পথ একেবারে নদীর ধার পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। দূর হইতে এই পথগুলি দেখিলে সিড়ির ধাপ বলিয়া ভুল হয়। জাপানে বেশী ভূকম্পন হয় বলিয়া কেহই পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করে না। তাহারা কুটীর তৈয়ারী করিয়া তাহাতে বাস করে, তাহাতে পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পায়।

এইরূপ একটী ছোট গ্রামে বৃদ্ধ হামাগুচি গোহি বাস করিত। তাহার কুটীর সকলের কুটীরের উপরে অবস্থিত। সে গ্রামের মধ্যে সবার চেয়ে ধনবান, কিন্তু তাহার সরল এবং সদয় ব্যবহারের জন্য গ্রামবাসীরা তাহাকে ভালবাসিত এবং বৃদ্ধ বলিয়া মান্য করিত। বিপদের সময় তাহারা হামাগুচির সাহায্য এবং উপদেশ লইত, হামাগুচিও যত প্রকারে পারিত গ্রামবাসীর উপকারের চেষ্টা করিত।

এক বৎসর তাহাদের গ্রামে প্রচুর ধান হইল। গ্রামবাসীরা এই জন্য একদিন নীচে নদীতীরে উৎসবের আয়োজন করিল। উৎসবে যোগদান করিবার জন্য বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই দলে দলে নীচে নামিয়া আসিতে লাগিল। গ্রামে কেহই রহিল না, রহিল কেবল হামাগুচি এবং তাহার নাতি টাডা। হামাগুচি অসুস্থতার জন্য উৎসবে যোগদান করিতে পারে নাই। তাহার কুটীর পাহাড়ের বেশ উচ্চাংশে অবস্থিত, সুতরাং সে কুটীর হইতেই নীচে উৎসবায়োজন দেখিতে লাগিল। কেহ নাচিতেছে, কেহ কাগজের আলোকমালা তৈয়ারী করিয়া তাহা দিয়া উৎসব আলোকময় করিয়া তুলিতেছে।

যে দিন উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল সে দিনটী বেশ গুমোট্ ছিল এবং সকলেই বুঝিতে পারিল যে শীঘ্রই ভূমিকম্পন হইবে। ভূমিকম্পন হইল ও কিন্তু অতি অল্প সময়ের জন্য। ভূমিকম্পনে উৎসবের কোন ব্যাঘাত হইল না, কাহারও ভ্রূক্ষেপই নাই কেননা ইহা ত দৈনন্দিন ব্যপার। হামাগুচি জীবনে অনেক ভূমিকম্পন অনুভব করিয়াছে, কিন্তু এই কম্পনের বেশ একটু বিশেষত্ব লক্ষ্য করিল।

সে হঠাৎ গ্রামের দিকে তাকাইল, গ্রাম তখন আবার স্থির মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, কাহারও বুঝিবার উপায় নাই যে একটু আগে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। আবার সে

নদীর দিকে তাকাইল এবং দেখিতে পাইল যে নদীর জল ক্রমশঃ তীর হইতে সরিয়া যাইতেছে। গ্রামবাসীরা কখনও এরূপ দৃশ্য দেখে নাই, সুতরাং তাহারা বেশী আনন্দ অনুভব করিল। অনেকে একেবারে নদীর জলের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। হামাগুচি নিজেও কখন এ দৃশ্য দেখে নাই, কিন্তু সে তাহার প্রপিতামহের নিকট শুনিয়াছিল যে, যে জলস্রোত তীর হইতে সরিয়া যায় উহাই আহার দশগুণ আকারে বর্দ্ধিত হইয়া তীরে আসিয়া প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দেয় এবং এইরূপে বাধা পাইয়া কয়েক শত ফিট ফুলিয়া উঠে এবং সম্মুখে যাহাই পায় তাহাই ভাসাইসা লইয়া যায়।

সরল গ্রামবাসীরা এ ব্যপার কিছুই বুঝিল না, কিন্তু হামাগুচি বুঝিল। তাহার মন তখন গ্রামবাসীদের রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তখন এমন সময়ও ছিল না যে সে নীজে বা টাডাকে দিয়া গ্রামবাসীদের তাহাদের আসন্ন বিপদের কথা জানাইতে পারে অথবা এমন গলার জোর ও ছিল না যে সে চীৎকার করিয়া গ্রামবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি তাহার সঞ্চিত শষ্যের উপর পড়িল এবং তাহার মাথায় এক নূতন ভাবের উদয় হইল। সে টাডাকে তাড়াতাড়ি করিয়া একটি মশাল জ্বালাইয়া আনিতে বলিল। টাডা তৎক্ষণাৎ কুটীর হইতে একটি মশাল জ্বালাইয়া আনিল। জলন্ত মশাল লইয়া হামাগুচি তাহার সমস্ত বৎসরের সম্বল সেই সঞ্চিত শস্যে আগুণ ধরাইয়া দিল।

শুষ্ক শষ্য আগুণ পাইয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মন্দিরের পুরোহিত এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া গ্রামবাসীদের সাবধান করিবার জন্য বিপদসূচক ঘণ্টাধ্বনি করিতে লাগিলেন। একে ঘণ্টাধ্বনি তায় আবার আগুণ দেখিয়া গ্রামবাসীরা সকলেই আগুণ লক্ষ্য করিয়া গ্রামের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। যাহারা অল্পবয়স্ক তাহারা অগ্রেই আসিয়া পৌছিল এবং আগুণ নিবাইতে অগ্রসর হইল, কিন্তু হামাগুচি তাহাদিগকে নিবৃত্ত হইতে বলিরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকলেই কি আসিয়া পৌছিয়াছে!" তাহারা সকলে ভাবিল যে বৃদ্ধ নিশ্চয়ই পাগল হইয়াছে, তাহা না হইলে কেহ কি কাহারও আপন ধন আগুণে পোড়ায়? এবং এই ভাবিয়া তাহারা পরস্পরের মুখপানে চাহিতে লাগিল।

তখন সন্ধ্যা প্রায় নামিয়া আসিয়াছে। হামাগুচি তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিলেন কিন্তু কিছুই বলিলেন না। যখন জানিতে পারিল যে সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তখন তাহাদিগকে নদীর দিকে তাকাইতে বলিলেন। প্রথমতঃ সেই সন্ধ্যালোকে গ্রামবাসীরা কিছুই দেখিতে পাইল না, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিবার পর দেখিতে পাইল; যেন শত শত দানব শক্তি পাইয়া তাহাদের গ্রাস করিবার জন্য এক সঙ্গে ছুটিয়া আসিতেছে। আসিলও বটে প্রচণ্ড জলোচ্ছাস। সেই জলস্রোত তীরে আসিয়া প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা লাগিল এবং এইরূপে তীরে বাধা পাইয়া প্রায় ১৫০ ফুট উচ্চে উঠিল এবং সম্মুখে যে সমস্ত কুটীর পাইল তাহাই ভাসাইয়া লইয়া গেল। হামাগুচির কুটীর পাহাড়ের

উচ্চাংশে অবস্থিত, সুতরাং সমবেত লোকেদেরও কোন দৈহিক ক্ষতি হইল না। সকলেই প্রাণে বাঁচিল।

জলে আবার শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলে হামাগুচি বলিল, "এই জন্যই আগুণ নিবাইতে বারণ করিয়াছিলাম। আগুণ প্রজ্বলিত না থাকিলে তোমরা সকলে আসিতে কি না সন্দেহ।" তখন হামাগুচির প্রতি ভক্তি এবং শ্রদ্ধায় সকলের মস্তক আপনা হইতেই নত হইয়া পড়িল। যাহারা তাহাকে পাগল ভাবিয়াছিল, তাহারা ক্ষমা চাহিল। হামাগুচি যাহা করিয়াছে তাহাতেও সন্তুষ্ট হয় নাই। যাহাদের কুটীর ভাসিয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে স্বীয় কুটীরে আশ্রয় দানের ব্যবস্থা করিয়া দিল।

গ্রামে আবার সুসময় আসিল। গ্রামবাসীরা হামাগুচির মহৎ ত্যাগের কথা ভুলিতে পারে নাই। তাহারা হামাগুচির আত্মার উদ্দেশ্যে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় পূজা করিত। হামাগুচির মৃত্যুর বহু বৎসর পরে ও লোকেরা বিপদের সময় তাহার কথা স্মরণ করিয়া শান্তিলাভ করিত।

* (Lafcadeo Hearn হইতে)।

—জাপানে—

কলিকাতা থেকে আসবার সময় জাহাজে কিছু কিছু জাপানী ভাষা শিখেনিলাম। অবশ্য বই দেখে। কারণ আগেই শুনেছি যে জাপানের লোকেরা কোন বৈদেশিক ভাষা জানে না। মনে বেশ আনন্দ হোল যে জাপানে নেবেই একটু একটু ভাষা বলতে পারবো। সেখানকার লোকেরাও নিশ্চয় খুব আশ্চর্য্য হয়ে যাবে।

জাহাজ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলেছে চতুর্দ্দিকে কেবল জল আর জল। তবে একটা ভরসার কথা যে সেই সমুদ্রে বিশেষ ঢেউ নেই। Shanghai ছাড়বার দুদিন পর সকাল বেলা থেকে দেখলাম যে সেই অসীম সমুদ্রের উপর ছোট ছোট নৌকা বা ছোট ছোট মোটর বোট ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের প্রায় সকলেই মাঝি এবং তারা মাছের অন্বেষণে বেরিয়েছে। তবে একটা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে জাপানের সমস্ত ছোট বা বড় নৌকো সবই পেট্রলের মোটরে চলে। কারণ এখানকার পেট্রল খুবই সস্তা ভারতবর্ষের পাঁচ আনা করে এক গ্যালেন। তাই মোটর ছাড়া নৌকা এখানে একেবারেই দেখা যায় না। যাহোক এমনি সব দৃশ্য এবং সেই সব লোকের মাছ ধরা দেখতে দেখতে বিকেল ৩৷৷০টার সময় আবার স্থল দেখা দিল। সমতল ভুমী নয় চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট পাহাড়। তখন জাহাজের Purser এসে সকলকে বলে গেল যে এখানকার কোন ফটো নেওয়া

বারণ এবং কেহ যেন 'বাইনেকুলার' পর্য্যন্ত বাহির না করে। কারণ এই স্থানটির চতুর্দ্দিকে গুপ্ত দুর্গ আছে এবং এই দেশের এই স্থানটীই প্রথম বন্দর। Purser এর কথার আপত্তি করব্‌বার সাহস কারো হোল না কারণ এখন আমরা 'জাপানে'। যে অদ্ভুত জাপানের কথা আমরা কেবল বইয়েই পড়েছি যার বীরত্বের কথা কেবল খবর কাগজেই দেখা যায় আজ আমরা সেই জাপানে উপস্থিত। কখন জাহাজ থেকে নাববো এই আশা মনকে নুতন উদ্যম জানিয়ে দিলো।

বেলা তখন প্রায় ৪টে আমাদের জাহাজ আস্তে আস্তে জাপানের প্রথম বন্দর 'Moji'র দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন দেখি দুটি ছোট লঞ্চ এসে আমাদের জাহাজের পাশে লাগলো। তাদের মধ্যে একটি জাপানী 'পাইলটের' আর একটি পুলিসের। এই 'পাইলটের' হুকুম মত এখন জাহাজ চলবে সুতরাং জাহাজের বড় বড় কর্ম্মচারীরা তাকে অভ্যর্থনা করতে কুণ্ঠিত হইল না। আবার পুলিসের হুকুম ছাড়া কেহ জাহাজ থেকে নাবতে পারবে না, তাই তাদেরও প্রতি দৃষ্টিটা সহজেই গেল। পাইলটের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই কিন্তু এখন পুলিসই আমাদের সব। জাহাজের Puser আমাদের সকলকে একখানা করে জাপান 'Declaration Form' দিয়ে গেল সেটাকে সম্পূর্ণ লিখে 'পাশপোর্ট'টি সঙ্গে করে এখন পুলিসের কাছে যেতে হবে। যখন না যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই তখন সেই দুটি নিয়ে পুলিসের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। ঘরে ঢুকতেই দেখি দুটি জাপানী পুরুষ আর একটি মেয়ে বসে বসে সকলকে প্রশ্ন জাহির করছে আর তাদের পাশপোর্টরের উপর একটা করে ছাপ লাগাচ্ছে। কেন জানি না প্রাণে একটু ভয় ভয় করতে লাগলো, যাহোক বুকের পাটা একটু শক্ত করে মেয়েটির কাছে আমার কাগজটি এবং পাশপোর্টটী দিলাম। তিনি গম্ভীর ভাবে সেটা পড়লেন তার পর আমার চোদ্দগুষ্টির খবর দিয়ে কেন জাপানে এসেছি কতদিন থাকবো কি কোরবো সঙ্গে কত টাকা আছে প্রভৃতি সব খবর নিলেন। টাকার কথা শুনে তিনি একটু ভাবলেন—কারণ সত্যই আমার সঙ্গে মাত্র ২৫০ ইয়েণ ছিল। বাকি টাকা বাড়ী থেকে পরে পাঠাবে৭ পুলিসের লোকটি কি ভাবলে জানি না, একটু ভেবে তার দয়া হোল—তিনি আমার পাশপোর্টয়ে একটি ছাপ দিয়ে দিলেন। আমিও উদ্ধার পেলাম।

এইভাবে সকলের পাশপোর্টের উপরে একটি করে ছাপ পোড়লো। অবশ্যি জাহাজও তার নির্দ্দিষ্ট পথে চলতে লাগলো। পুলিসের কাজ শেষ হতে প্রায় ছটা বাজলো তার পর সাড়ে ছটার সময় জাহাজ এসে 'Moji' নামক বন্দরে এসে দাড়াল। এখানে কোন ডর নেই, জাহাজ মাঝ নদীতে থামলো। এই নদীর এক পারে 'Moji' আর এক পারে 'Shimonoseki' যাত্রীদের পারে যাবার জন্য জাহাজ কোম্পানীর লঞ্চ এল কিন্তু অন্ধকার হওয়ায় আমার আর পারে যাওয়া হোল না। তবে কয়েক জন যাত্রী 'Shimonoseki' থেকে ট্রেনে করে Kobeএর দিকে চলে গেল—তারা দুদিন আগে

সেখানে পৌঁছুবে। 'Moji' এবং Shimonoseki ছুটোই খুব ছোট সহর। যাহোক আমার সে দিন জাহাজ থেকে নামা হোল না তবে আশা রইল যে আগামী কল্য থেকে আমি জাপানে নাবতে পারবো যে জাপান আমার এই যাত্রার উদ্দেশ্য।

আমার ধারণা ছিল যে জাপানে সবই খুব ছোট ছোট কাঠের বাড়ী কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠ্‌তেই দেখি দুধারে ৩।৪ তলা বড় বড় ইটের বাড়ীর অভাব নেই। তবে কাঠের বাড়ীও অনেক আছে। যাহোক আমার সকালের 'চা' শেষ করে পোষাকটি প'রে জাহাজ কোম্পানীর লঞ্চে করে জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আশা রইল এবার একটু জাপানী ভাষা ব্যবহার করিতে পারিব। লঞ্চ এসে Mojiতে থামলো। লঞ্চ থেকে নেবে সহরের দিকে রওনা হলাম। প্রথম কাজ হোল বাড়ীতে চিঠি পোষ্ট করা। পোষ্ট্যাফিস জাপানীতে 'Yubin Kyokn বলে। রাস্তার একটি জাপানীকে Yubin Kyokn জিজ্ঞেস করাতে সে পোষ্ট অফিস দেখিয়ে দিল। তখন আমার মনে এত স্ফূর্ত্তি হোল যে কাগজে লেখা যায় না—যাহোক তবে আমি জাপানী ভাষা জানি।

বাঙ্গলা ভাষায় একটা কথা আছে 'যত হাসি তত কান্না'। আমারও একবার সেই অবস্থা হোল। পোষ্ট অফিস থেকে বেরিয়ে একটা রেষ্টুরেণ্টএ ঢুকলাম। আমার বইতে আছে Please মানে 'Do oka', চা হোল cha, আর দাও হোল 'Kudasai'। সেই সেই ঘড়টি বেশ ফুল এবং ভাল ভাল গাছে সাজান। চতুর্দ্দিকে ভাল ভাল চেয়ার টেবিল আর 'Neon lights। এক কোণে একটা চেয়ার নিয়ে বসলাম। দোকানের মালিক এবং কর্ম্মচারীরা সকলেই মেয়ে—তারাত আমাকে দেখে খুবই হাসতে আরম্ভ কোরলো। আমার এত অশান্তি লাগলো যে বলা যায় না। একবার যখন ঢুকেছি তখন উঠেও আসতে পারি না। একটু পরে একটি মেয়ে এসে পাশে দাঁড়াল তাকে বল্লাম 'Do-oka cha o Kudsai' তার মানে দয়া করে আমাকে এক কাপ চা দাও। সেই মেয়েও আমার কথা শুনে খুব জোরে হাসতে লাগলো। লজ্জায় আমি যে কি কোরবো তা ঠিক করতে পারলাম না। যখন রেষ্টুরেণ্টে ঢুকেছি তখন লোকে চা খাবেন এটা ধরে নেয় তা মা সেই মেয়েটি কেবল হাসতেই লাগলো। এমন কি সেখানকার অন্যান্য সকলেও হাসতে আরম্ভ কোরলো। আমার রাগও হোল দুঃখও হোল আবার কষ্টও হোল। ভগবান আমার সহায় হলেন। সেখানে একটি বৃদ্ধ জাপানী বসেছিলেন—তিনি অতি সামান্য ইংরেজি জানেন তিনি আমার প্রতি একটু দয়া পরবস হয়ে আমার পাশে এসে বসলেন। তিনি আমাকে বল্লেন—you Foreigner, I know English, I go America 10 years, I many foreign friends, I help you, you what want তার কথার মানে বুঝতে দেরি হোল না। তাকে বল্লাম you very good, you very good English, I want Tea and Cake। তার আদেশ মত আমার চা ও কেক্ এল। তাকে ধন্যবাদ দিলাম সেটা আমার জানাছিল যথা Arigato। আমার বিদ্যের পরিচয়

দেখানই হোল আর বেশীদূর অগ্রসর হবার ইচ্ছে রইল না। সোজা জাহাজে ফিরে এলাম বন্ধুকে আমার জাপানী ভাষার দৌড় বলতে সে বল্লে যে 'Do-oka' অনেক পুরাতন ভাষা . এবং আজকাল সকলে 'Dozo' বলে। তারপর 'Cha' মানে চা সত্য তবে 'Ko-Cha' মানে আমাদের বৈদেশীক চা আর 'O-cha' মানে জাপানী চা Green Tea। 'Kudasi' ঠিকই হয়েছিল। শুদ্ধ ভাষায় হবে দয়াকরে আমাকে চা এবং কেক্ দাও…'Dozo Watashi (আমি) ne Ko-cha to (এবং) Okashi (বা কেক্) Kudasai (দাও)।

নিজের বিদ্বের দৌড় দেখে আর জাহাজে থেকে নাবতে ইচ্ছে কোরলো না আর জাহাজেও সেদিন ৫টার সময় Kobeর দিকে রওনা হোল। এবার আর সমুদ্র নয় অবশ্যি একে Inland Sea বলে। দুধারে ছোট ছোট পাহাড় জলের উপর থেকে উঠেছে আর তাতে কোন লোকজনের বসবাস নেই। এই Inland Seaর দৃশ্য এত সুন্দর যে ডেক ছেড়ে যেতে ইচ্ছে কোরত না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটু আলো ছিল ততক্ষণ ডেকের উপর ঘুরতে লাগলাম। অন্ধকার হয়ে যাওয়াতে বাধ্য হয়ে নিজের কামরায় ফিরে যেতে হোল। তারপরের দিন সমস্ত সকালটা সেই Inland Seaর মধ্যে দিয়ে জাহাজ যেতে লাগলো। বৈকেল ৪টার কাছাকাছি Kobe দেখা দিল। এখানে আবার এক নুতন আপদ এসে হাজির হোল। আবার এক পুলিশের বোট এসে হাজির আবার আমাদের পূর্ব্বের মত দুটো Form আর পাশপোর্ট নিয়ে হাজিরা দিতে হবে।

যথাসময়ে কাগজপত্র নিয়ে পুলিশের কাছে হাজির হইলাম। গতবার মেয়ের হাতে পরে বোধহয় উদ্ধার পেয়ে গিয়েছিলাম এবার আর উদ্ধার নেই। আবার সেই টাকার কথা উঠলো। লোকটি একটু ভেবে বল্লে জাপানে কারুর কাছে তোমার Introduction Letter আছে। যার নামে ছিল তার নাম বল্লাম। Kobeএর খুব নামকরা একজন ভারতবাসী। সেই লোকটী খানিকক্ষণ ভাবলে তারপর আমার পাশপোর্টটি রেখে দিয়ে বল্লে তিনি এলে তাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। আমার তখন ভয় হোল আর কান্নাও পেলো। যদি আমার পরিচিত লোকটি না আসেন যদি আমার পাশপোর্ট না ফিরিয়ে দেয়। তখন খালি ভগবানের নাম করতে লাগলাম। আর ভাবতে লাগলাম ভগবান কখন জাহাজ Kobe Portএ আসবে। কখন সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হবে আমি একটু জোর পাব…নয়ত আমাকে এই জাহাজেই দেশে ফিরতে হবে। ভগবান আমার দিকে মুখ ফিরে চাইলেন জাহাজ ৬টার সময় Kobeতে থামলো এবং যথাসময়ে আমার পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হোল। তাকে বলতেই তিনি আশ্বাস দিয়ে বল্লেন ও কিছু নয় তুমি ভেবনা আমি তাদের বোলবো। তবুও মন তাতে প্রবোধ মানতে চাইলনা। তাকে আবার বল্লাম তিনি বল্লেন চল। তিনি জাপানীতে পুলিশকে কি বল্লেন জানিনা এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা আমার পাশপোর্ট ফিরিয়ে দিল। আমিও ভগবানের নাম করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

Kobeর ৫।৬ জন বাঙ্গালী ছাত্র আমাদের অভ্যর্থনা করতে ঘাটে এসেছিলেন। জাপানী কুলিকে মাল বুঝিয়ে দিয়ে আমরা সকলে সহরের দিকে রওনা হলাম। যথাসময় Custom Inspection Hallএ মালপত্র এল, তারা সব খুলে দেখলো কিন্তু কিছু না পেয়ে ছেড়ে দিল। তবে এটা না বলা অন্যায় যে সত্যই তারা অত্যন্ত ভদ্র এবং নম্র। আমাদের ভারতবর্ষের মত Military মেজাজের লোক নয়। Custom এর কাজ শেষ করে একটা ট্যাক্‌সি নিয়ে আমরা 'India Lodge' নামক ভারতীয় ছাত্রাবাসের উদ্দেশে রওনা হলাম।

আমাদের রাস্তার দুদিকে খুব বড় বড় বাড়ী ট্রাম বাস ট্যাক্সিতে রাস্তায় আর জায়গা নেই। পাঁচমিনিট পরেই আমরা India Lodgeএ এসে উপস্থিত হলাম। ছোট বাড়ী তাতে আগেই বাধা জুতো খুলতে হবে। জাপানী বাড়ীর নিয়ম, জুতো খুলে ঘরে ঢোকা। এদের বাড়ী সব মাদুরের মত একরকমের জিনিষ তৈরী তার নাম Tatami। বেশ নরম তার উপরে শুতে খুব আরাম লাগে। সমস্ত বাড়ীটাই তাতামিতে তৈরী। এই সব বাড়ীতে সকলে মেজেতেই শোয়। নিচের একটি বসবার ঘর, একটি খাবার ঘর আর একটি রান্না ঘর আর উপরে সব শোবার ঘর। এখানে ৫ জন ছাত্র থাকে এবং এখন আমরা ৭ জন বেশী আমি আর আমার বন্ধু বাগচী। চাকর একটি আছে তার নাম Boy San তার বয়স ২০ বৎসর আর রান্না করে একটী জাপানী মেয়ে তার নাম Cook San এখনকার অদ্ভুত নিয়ম যে সবই San যথা Mr, Mrs, Miss, Master, Cook, Boy প্রভৃতি ককল নামের পেছনেই San থাকে। যেমন Bagchi San, এবং আমার নাম হোল এখানকার Majumder San।

বাড়ীটা খুবই ছোট তবে মন্দ নয় জাপানী বাড়ী মাত্রই খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাঁধুনীটী বেশ ভাল ভারতীয় রান্না করতে পারে সুতরাং আমাদের কিছুরই অভাব হোল না। সেদিন আর বেড়ূন হোল না। এখন এই ছোট কুটিরটী হোল আমার জাপানের বাসস্থান। সেইদিন রাত্রে অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প করেই কাটালো তারাও বল্ল যে এখানে জাপানী ভাষাছাড়া একপাও চলা যায় না। সেইরাত্রেই প্রতিজ্ঞা করলাম যে কাল থেকে মন দিয়ে ভাষা শিখবো। ঠিক করা হোল যে দুপুরে যখন কোন কাজ কর্ম্ম থাকে না তখন বাড়ীর Cook Sanএর কাছে একটু একটু ভাষা শিখবো। এই প্রতিজ্ঞা করে সে রাত্রের আহার করে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করা গেল। আজ থেকে আমি প্রবাসী জাপানবাসী।

শ্রীনরেশ মজুমদার।

তোমরা জান কি ?

১। জগদ্বিখ্যাত হাস্যরসিক চার্লি চ্যাপলিন একজোড়া বেতের লাঠি হারাইবার ও পুড়িয়া যাইবার বিরুদ্ধে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার বীমা করাইয়াছেন।

*　　*　　*　　*

২। বর্ত্তমান রেকর্ড ভাঙ্গার যুগে আমেরিকার একজন লোক একবারও না থেমে ৪৭১ ঘণ্টা নেচেছে; আর একজন ১২৮টা চুরুট ক্রমাগত ফুঁকেছে।

*　　*　　*　　*

৩। ফ্রান্সের একজন মন্ত্রী পার্লামেণ্টে এক মিনিটের জন্যও না থেমে ৫০ ঘণ্টা ২১ মিনিট বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি সর্ব্ব সমেত ২ লক্ষ ২৭ হাজার ৯২৪টি শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

*　　*　　*　　*

৪। সুমাত্রা দ্বীপে এক প্রকার ফুল আছে তাহার নাম "Raffelsia Arnoldi" ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ফুল। ইহার পরিধি ৩ ফিট। ইহার ওজন প্রায় পাঁচ সের।

*　　*　　*　　*

৫। কলিকাতার অন্যতম নাম "City of Palaces"। এই নাম প্রথম মেকলে সাহেব ব্যবহার করেন।

*　　*　　*　　*

৬। এভারেষ্ট সাহেবের নামানুসারে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গের নাম হইয়াছে। উক্ত সাহেব ভারতের জরিপ বিভাগের প্রধান কর্ত্তা ছিলেন।

*　　*　　*　　*

৭। লর্ড ডালহৌসীর সময় হইতেই এ দেশে রবিবার দিন ছুটির দিন বলিয়া ধার্য্য হয়।

*　　*　　*　　*

৮। সোডাওয়াটার কলিকাতায় ১৮১১ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিলাত হইতে আমদানী হয় ঐ সময় দোকানদারেরা ২৲ টাকা বোতলের জন্য জমা রাখিয়া ১৪৲ টাকা ডজন হিসাবে বিক্রয় করিত।

বিশ্বপত্রিকা।

গ্রাহকদের প্রতি——

গত মাসের ধাঁধার উত্তর আমরা এখনও দেখে শেষ করে উঠতে পারি নাই। আগামী সংখ্যায় যারা পুরস্কার পেলে তাদের নাম প্রকাশ হবে।

What Our Scouts Have Done

The Boy Scout Movement has been working in India for nearly twenty years now and it can legitimately claim that it has contributed its share towards the uplift of the country. It has more than justified its existence by the amount of public service that the Movement has rendered. One of the ways in which Boy Scouts have been of immense help has been at Melas and other religious festivals, and in certain Provinces it has become a tradition to indent on the service of Boy Scouts in cases of emergency.

Another aspect of the services rendered by Boy Scouts has been rescue work, from fire and drowning. The number of instances of this type will probably never be known, not even to officers in the Movement, but a few are brought to the notice of General Headquarters and suitably rewarded. The object of this series of articles, of which this will be the first, is to bring before the public a few instances of gallantry of outstanding merit and to prove, if proof were needed, that the Boy Scout Movement is really worth while.

In August 1933, the Punjab Boy Scouts were on duty at the Solar Eclips Mela at Kurukshetra. At 2 A. M. one morning the Assistant Scoutmaster on duty at a particular spot heard a cry of alarm and rushed to the spot. He found that a half-blind pilgrim had walked towards a well without a parapet, slipped and fallen in. The well was over 60 feet deep and while there was no water in it, it was full of gas fumes at the bottom. He collected a few pugreea from those standing by, tied them together and lowered himself into the well. There he rendered what first aid he could to the man who had been injured by the fall and awaited relief from those who were working at the top. At one time there was danger of both being buried at the bottom, as the sides of the well were beginning to crumble and fall in. Both were eventually rescued, suffering from the effects of gas fumes. The blind man was sent off to hospital, while the Assistant Scoutmaster who had a deep cut on the head caused by falling stones, had also to be attended to,

His Excellency the Governor and Chief Scout of the Punjab recommended the Scouter for an Award for Gallantry. A Bronze Cross the highest Award for Gallantry was granted to the Assistant Scoutmaster.

2. A disastrous fire broke out in Nowshera, 3 miles from Abbottabad, in the N. W. F. Province. The Abbotabad Boy Scout Troop rushed to the spot to render help. One of the Rover Scouts did admirable work at the risk of his life. On one occasion his shirt actually caught fire, but he was always at the most exposed places. Finally, owing to the heat and the smoke, he collapsed and artificial respiration had to be resorted to to restore him. But he had saved several buildings from catching fire and done a splendid piece of work.

The Superintendent of Police, who was on the spot, had noticed this Rover Scout working to prevent the fire from spreading and wrote to the Scout

Commissioner recomending him for an Award.

A Bronze Cross was awarded to him.

3. Let us this time take a case of rescue from drowning, and go down to the South, to Travancore, the land of rivers and backwaters.

Boy Scout K. K. P. of the Neyyatinkara High School Troop was out bathing in the river. A number of others were also bathing at the ghat which had a number of steps leading down to the edge of the water. It was at a treacherous bend of the river, the current was strong at the time and the water was rising, and beyond the last step, the river was quite deep. A boy was bathing, accidentally slipped from this step and fell into the water. He did not know to swim. A boy who was standing by, saw this and jumped in to rescue the boy and was gripped by the first and both were being dragged down by the current.

K. K. P. who was looking on, jumped in and with great presence of mind and considerable skill, swam to the boys and rescued both.

A Gilt Cross was awarded to him.

What Proficiency Badges Mean and Hints For Examiners

By Ronen Ghose, D.S.M.

The aim of the movement, to develop good citizenship and give character training, are to some extent inculcated by the many proficiency badges which boys may go in for and pass to the satisfaction of at least one independent and qualified examiner approved by the Local Association. The proficiency badges fall roughly into two classes—(a) Handicrafts and Hobbies, such as Carpenter and Naturalist; (b) Service, such as Ambulance and Pathfinder. Speaking generally, the first group tends towards character training and second towards good citizenship.

It is recognised that the wearing of a proficiency badge does not indicate that the wearer has anything but a very elementary knowledge of his subject, but what knowledge he has should be more than superficial and should be kept up. It does, however, indicate that he takes a great interest, and has studied, and is continuing to study.

The use of these badges to the boy may be tabulated in the order of their importance :—

1. They provide an outlet for the boys' desire and sense of creation. By utilising the badge system he is able actually to produce something.

2. They give him useful pleasures, which may develop into lifelong hobbies

3. They provide a ready means of encouraging the dull or backward boy, by giving such a wide range of subjects that he is able to find at least one at which he can make a good show, and so retain his self-respect and confidence. The

gaining of one may then lead him on to try for others.

In the case of hobby and handicrafts badges it is unnecessary, and even undesirable to lay down any fixed standard. What would be a very creditable performance in a boy of different mentality would be exceedingly poor in the case of his more gifted and fortunate brother. The standard, therefore, must be that of effort made, rather than of proficiency shown.

The case of service badges is somewhat dffferent, insomuch as the standard, to be effected, must be a high one. For instance, a boy's knowledge of Ambulance must be practical and thorough, as judged by recognised authorities, if it is to be of adequate assistance in time of need.

Bearing in mind the foregoing, the examiner will find his task immensely interesting, and far simpler than he may imagine. The atmosphere should be that of an informal talk between two people interested in the same subject, and, as far as possible, the feeling of an examination should be avoided; but, on the other hand, it must be remembered that boys like doing practical things, and, as far as possible, the candidate should be asked to give a practical demonstration.

The examiner should be conversant with the syllabus for the tests before the scout arrives, so that constant reference to the book of rules is unnecessary. It should be remembered that the boy is almost sure to be shy and nervous so it is always desirable to establish friendly relations and confidence at the start by asking him a few questions about himself, and what badges he already holds.

A few questions on the badge subject will quickly show whether he is sufficiently interested and informed to deserve that badge. As far as possible, he should be asked to demonstrate the practical application of what he has learnt, and in making a decision, his education, age and opportunity of learning should be borne in mind. It shonld be remembered that generally the boy has taken a lot of trouble to work up for his badge, and he will therefore appreciate a thorough test, so long as the syllabus is adhered to.

The examiners are earnestly requested to teach the boys as much as they have time for during the tests. If a boy is well up to the work he will delight in being led on with advice in regard to further study, both theoretical and practical, books to read, etc. since the winning of the badge is not the final aim, but only a mile stone on his journey. On the other hand, if the boy has not studied his subject sufficiently, he should be told where he is weak and given as much information as time will allow. Encouragement will go a long way in helping him to continue working, for a boy may easily have his ardor damped by failure to pass, and if the examiner can fix a definite date for his re-examination, there is every chance of the boy sticking to it. In cases where the examiner is uncertain whether to pass or fail, a reference to the boy's Scoutmaster will often help his decision.

Scraps from the Jungle.

Brown Tip.

THE SHEET BEND

1. Try to get your Cubs into the habit of using this as the ordinary knot for joining two ropes. With the Sheet Bend you are always on the safe side.

2. As it's particular use is in joining ropes of different thicknesses, let it be practised under these conditions. And remember that the thinner rope must be woven into a loop made in the thicker rope—not vice versa. Tighten the knot by pulling the standing part of the thinner rope, and loosen it by pushing this up through the loop in the thicker rope.

The Clove Hitch.

1. See that the Cubs understand the principle of this hitch—i. e., that it is made up of two half hitches.

2. This is the knot which more than any other is tied wrongly when it has to be tied as part of a job of work—such as lashing spars in the Scouts. So make sure that your Cubs learn it properly by tying it under varying practical conditions. A tip I have always found helpful is, that when tying the Clove Hitch you must keep on going round the spar in the same direction if you reverse, you go wrong at once.

The Bowline.

1. Be on your guard against the suggestion that this knot is "just the Sheet Bend the other way round". Anyone who says this has not understood the importance of a knot's use, nor the significance of distinguishing between standing part and running end and of having the strain in the right place.

2. You should be able to tie the Bowline equally well round your own body, round someone else's body, or in the air. Demonstrate and practise its use for hauling people up or letting them down from heights.

3. The Bowline is tightened by pulling the standing part, and loosened by pushing the standing part up through the loop of the knot.

Finally, let me repeat : Knots are useful and are meant to be used. In both demonstration and practice, reproduce as much as you can the exact conditions under which they would have to be tied if done as partof the day's work.

WOLF CHILDREN

All who follow the Jungle trail are interested in stories of children who have been brought up by wolves, like Mowgli. There is a constant trickle of reports from shikaris and officials which go to prove that the story of Mowgli is no fairy tale. This is the conclusion reached by the writer "Kim" who contributes to the "Statesman" every day. He has been discussing the subject recently in his usual interesting way, and he ends by saying that in view of all the evidence it is not possible to deny that children sometimes are carried off and suckled by wolves. But he stresses the "sometimes", and says that many alleged wolf-children are village idiots.

"Kim's" discussion is largely based on extracts from a book now out of print, "Jungle Life in India" written by one V. Ball, a member of the Geological Survey of India. I shall do little more than repeat what "Kim" says.

Mr. Ball says that most of the recorded Indian cases of wolf-children come from the province of Oudh. "This is probably in a great measure attributable to the fact that the number of children carried away and killed by wolves is greater there then elsewhere. According to a table which I possess, the loss of life in the Province attributed to this cause for the seven years 1867 to 1873, inclusive, averaged upwards of 100 per annum."

Ball's attention was first drawn to the subject by a report from the Sikandra Orphanage which was printed in the Indian newspapers towards the end of 1872. The story was that a boy of about ten was burned out of a den in the company of wolves. He had probably been with them for a long time, for he went about on all fours and liked raw meat, and his whine reminded people of a young dog.

This was confirmed by the Superintendent of the Sikandra Orphanage, the Reverend Mr. Erhardt in a letter. He said the boy was brought to the Orphanage on March 6th 1872. He was found by Hindus who had been hunting wolves in the neighbourhood of Mynepuri. He had been burnt out of the den, and was brought to Mr. Erhardt with the scars and wounds still on him. In his habits he was entirely a wild animal. He drank like a dog, and liked a bone and and raw meat better than anything else. He tore up clothes and refused to wear them. He would never remain with the other boys, but hid away in any dark corner. After being in the Orphanage a few months he got fever and stopped eating, and so died.

Mr. Erhardt's letter went on to tell of another boy about thirteen years old, who had been found among wolves about six years before. "He has learnt to make sounds ; speak he cannot, but he freely expresses his anger and joy. Work he will at times, a little, but he likes eating better. His civilization has progressed so far that he likes raw meat less, though he still will pick up bones and sharpen his teeth upon them....Neither of the above are now cases however. At the Lucknow Madhouse there was an elderly fellow only four years ago, who had

been dug out of a wolves' den by a European doctor ; when, I forget but it must be a good number of years ago."

Ball went down to Sikandra and saw the boy, and seems to have been convinced that he had been reared by wolves. He singles out for special mention the shortness of his arms, a clear case of arrested development. Concluding, he says. "Supposing the above stories to be true, the only suggestion I can offer to account for the preservation of the ohildren is, first, that while one of a pair of wolves has brought back a live child to the den, the other may have contributed a sheep or goat to the day's provision. and that this latter proving sufficient for immediate wants, the child has been permitted to be in the den and possibly to be suckled by the mother and has so come to be regarded as a member of the family. Secondly, and perhaps more probably, it may be that the wolf's cubs having been stolen, the children have been carried off to fill their places, and have been fondled and suckled".

Ball says there is one curious point common to all the stories about wolf-children: that they all appear to have been boys. He believes there is no record of a wolf-reared girl. To this Kim replies that only six months ago a very high authority sent him facts from official documents about a girl who was taken from a wolf's den somewhere near Naini Tal.

There I shall leave the matter for the present. But I may have something more to say about it in the next lot of "Scraps", for I possess the details of a pair of wolf-children—both girls, be it noticed—reported from Midnapore a few years ago. They were found and cared for by the Rev. J. A. L. Singh, and when his story was reported in the "Statesman" towards the end of 1926 it aroused a great deal of interest. A photograph of one of the girls was published—the other had died—and the correspondence columns of the paper contained a number of other cases known to its readers. Mr. Singh is still alive, and so it should be easy to learn the end of the story if the second girl died also or to see her if she is still living.
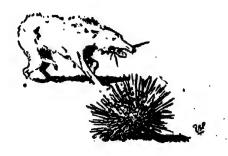
The Fifth Clause of the Scout Law.

W. H. Meddleton.

From time to time complaints are heard about the lack of good manners in the rising generation. Indeed, it seems that present economic and social conditions are conspiring to undermine the moral fibre of the youth of the nation. Economically, we Scouts cannot do much to check tendencies, but socially and spiritually, by the force of example, a great opportunity lies before us.

It has been said that "good manners supply the oil which makes the social machine run easily." That is true, but good manners are something more ; they are the outward and visible sign of an inward and spritual grace. Since in our training we attempt to give an all-roundness to the characters of our lads, we should be failing in our job if we omitted to give due attention to the importance of acquiring good manners. Refinement is not only a pleasing asset, but also a valuable one. Its essence consists of being to others as we would they should be to us. Moreover, the example of self-sacrifice and self-control, which good manners often involve, impels a like action in others. Herein lies our opportunity as Scouts. "A SCOUT IS COURTEOUS." Let us start a crusade of good manners, and the leaven of our example will affect the whole nation. It was through the courtesy of an English Scout, let us remember, that Scouting was started in America.

Now good manners are the outward form of the inward grace. They are the shell, but the feelings are the kernel ; hence the habitual use of good manners must rest on the practical training of the necessary feelings. It may therefore be helpful to summarise what is needed for that training.

Atmosphere. The Group atmosphere should be such that discourtesy simply cannot flourish.

Social intercourse. This can be encouraged by way of Inter-Group visits and social evenings ; by inter-home visits between boys of a Patrol ; and by co-operation with other organisations (e. g Rangers and Rovers).

Observation. Much of the necessary conventionality of life is learned by means of observation. Train then the observing faculties, particularly using games dealing with customs and chivalry.

Imitative faculties. These are sometimes not appreciated at their true worth and should be developed by play-acting, folk dancing and amateur theatricals, by yarns of chivalry, and by the use of good books particularly biographies.

Consideration for others. This is the bedrock of good manners ; kindliness of heart is the true fount of their inspiration. The practice of, and instruction in chivalry and courtesy ; spiritual training ; good turns ; the quest of service to God and Man—all these encourage thought for others.

Aesthetic Sentiment. The cultivation of this sentiment is essential as an aid to the moral sense. Environment is a great influence in moulding taste. Particular attention should be paid good taste in decoration and order at Headquarters. By rambles and open-air practices, the pure tastes, such as love of scenery and beauty of nature, etc. are educated. The imagination, too, should be stimulated by yarns, music and poetry, until the lad learns to appreciate the beautiful and the right.

Self-Control. Without self-control no character is effectively trained. Through our methods of training the Scout learns to subordinate his own particular interests to the common good, and by so doing he practises the highest form of self-control. It is inspiring to see the lad, who is doing his best to keep the fifth clause of the Scout Law, restraining all manifestation of feelings which is likely to hurt others.

Enough has been said to indicate in a general way the points to consider when attempting to evoke good—manners out of a lad. The emphasis placed upon them must vary according to the age and status of the boy. As he passes into manhood, the importance of good manners cannot be over-estimated. Although manners may not altogether make the man, he is the happier—and so is the world—for his possessing them.

"Good Manners and a Smile". May that be our slogan for the coming year.

A GROUP OF JOLLY SCOUTERS WITH THE PROVINCIAL SECRETARY

১২শ বর্ষ]　　শ্রাবণ—১৩৪২　　[২য়—সংখ্যা

নিবেদন

স্কাউটার—শ্রীগদাধর নিয়োগী, বি, এ, বি, টি।

বাংলা মায়ের তরুণ ছেলের
　　কচি প্রাণের মৃদুল আলোয়,
অরুণ আলোর রাঙা রেখায়
　　চিত্ত যে মোর দোদুল দোলায়।

পূরবীর ঐ মধুর তানে
　　চিত্তবীণার সুরটী বাজে,
মনমাতানো বিশ্বপ্রেমে
　　আকুল হিয়ার মর্ম্মমাঝে।

আকাশ ভরা উজল আলোয়
　　হৃদয় ভরা ঝঙ্কারে,
আজ কেন মোর চিত্ত দোলায়
　　তোমারই ঐ ওঙ্কারে।

দিক্ বধূরা চক্রবালে
ঘোমটা ফেলি দাঁড়ায় আসি,
তোমার বাণী, তোমার ভাষা
অরুণ আলোয় আস্‌ছে ভাসি।
দীপ্ত উষার রঙিন আলো
সুপ্ত হিয়ার আলোড়ন,
রাঙিয়ে তোল, জাগিয়ে তোল
এইটী শুধু নিবেদন।

অতি লোভের পরিণাম

স্কাউট—শ্রীশ্যামাচরণ মিত্র।

[১]

প্রাচীনকালে পাটলিপুত্র নগরের এক ব্রাহ্মণ যুবক শুনিতে পাইয়াছিল যে, বুদ্ধদেব স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার কৌশল জানেন। সে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিল। বুদ্ধদেব বলিলেন—আমি স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার কৌশল জানি এবং তাহা তোমাকে শিখাইয়া দিতেও আমার আপত্তির কোন কারণ নাই, কিন্তু হৃদয় শান্ত ও উন্নত না হইলে তাহা কাহারও শিক্ষা করা উচিত নয়। তাহাতে বিশেষ অমঙ্গল হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ যুবক কহিলেন--প্রভু! আমি ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি এবং উপযুক্ত ধর্ম্মপরায়ণ গুরুর নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছি, আমার হৃদয় উন্নত ও শান্ত, অতএব আমাকে যদি স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার কৌশল শিক্ষা দেন, তাহা হইলে কোন অমঙ্গল হইবে এইরূপ আশঙ্কা থাকিবে না। এইরূপ বলিয়া সে অত্যন্ত বিনীতভাবে বিশেষ নির্ব্বন্ধ সহকারে বুদ্ধদেবের নিকট স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার কৌশল শিক্ষার জন্য প্রর্থনা করিল। অবশেষে বুদ্ধদেব সম্মত হইয়া বলিলেন- ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহ ভিন্ন অন্য কোন সময়ে স্বর্ণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে না। সেই সময় উপস্থিত হইলে বুদ্ধদেব সেই ব্রাহ্মণ যুবককে সঙ্গে লইয়া নদীর তীরে এক নির্জ্জন স্থানে গমন করিলেন এবং সেখানে এক পর্ব্বত গুহায় প্রস্তর খণ্ড হইতে স্বর্ণ প্রস্তুত করিলেন। ব্রাহ্মণ যুবক এইভাবে তাঁহার নিকট হইতে স্বর্ণ-রসায়ণের প্রাণালী শিক্ষা করিয়া লইল। অতঃপর বুদ্ধদেব যে স্বর্ণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন সেই স্বর্ণখণ্ডগুলি নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন এবং ব্রাহ্মণ যুবককে উপদেশ দিয়া বলিলেন--বৎস! কখনও স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে যাইও না, কারণ স্বর্ণ হইতে বিবিধ

অশান্তির কারণ ঘটিয়া থাকে।

[২]

বুদ্ধদেব যখন ব্রাহ্মণ যুবককে এইরূপ ভাবে উপদেশ দিতেছিলেন, সে সময় একদল দস্যু সেইকথা শুনিতে পাইয়াছিল। তাহারা অবসর বুঝিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল দস্যুদলের অধিপতি বলিল—আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, তোমরা স্বর্ণ প্রস্তুত করিয়া লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছ। সেই সোনা আনিয়া দাও, নতুবা তোমাদিগকে কোনমতেই ছাড়িয়া দিব না। বুদ্ধদেব দস্যুদিগকে নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইল না। দস্যু-সর্দ্দার বলিল—তোমরা যে সোনা প্রস্তুত করিয়াছ তাহা আনিতেই হইবে, তোমাদের একজনকে ছাড়িয়া দিতেছি, আর একজনকে বন্দী থাকিতে হইবে। যদি সাতদিনের মধ্যে সোনা লইয়া ফিরিয়া না আস, তাহা হইলে আমরা বন্দীকে হত্যা করিব। এইরূপ বলিয়া তাহারা বুদ্ধদেবকে ছাড়িয়া দিল। ব্রাহ্মণ যুবককে তাহারা বুদ্ধদেবের প্রতিভূস্বরূপ বন্দী করিয়া রাখিল। বুদ্ধদেব যাইবার সময় ব্রাহ্মণ যুবককে বলিলেন—তুমি কোনরূপ ভয় করিও না। আমি নির্দ্দিষ্ট দিনে ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে উদ্ধার করিব। কিন্তু বৎস ! সাবধান, তুমি আমার কথা স্মরণ রাখিও। আমি যে উপদেশ দিয়াছি তাহা কখনও লঙ্ঘন করিও না। কখনও স্বর্ণ প্রস্তুত করিও না। স্বর্ণ হইতে বহু অনর্থ ঘটে। বুদ্ধদেব এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া চলিয়া গেলেন।

[৩]

এদিকে একদিন দুইদিন করিয়া দেখিতে দেখিতে পাঁচদিন চলিয়া গেল। সেইদিন ভাদ্রমাসের শেষ দিন। সেদিন অতীত হইয়া গেলে আর একবৎসর সোনা প্রস্তুত করিতে পারা যাইবে না। তখন ব্রাহ্মণ যুবকের মনে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, যদি বুদ্ধদেব ফিরিয়া না আসেন ; তাহা হইলে দস্যুরা তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। অতএব সে নিজেই স্বর্ণ প্রস্তুত করিয়া ইহাদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবে, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া দস্যুদিগকে বলিল—তোমরা আমাকে কোন নির্জ্জন স্থানে লইয়া চল, আমি তোমাদিগকে সোনা প্রস্তুত করিয়া দিব। দস্যুরাও তাহার কথায় সম্মত হইল।

[৪]

ব্রাহ্মণ যুবক রাত্রিতে নির্জ্জনে স্বর্ণ প্রস্তুত করিয়া পরদিন প্রত্যুষে সেই স্বর্ণ দস্যু-দিগকে দিল। তাহারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইল। এদিকে আর একদল ক্ষমতাশালী দস্যু তাহাদের সন্ধান পাইয়াছিল। তাহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বলিল—যদি এই সোনার অর্দ্ধেক আমাদিগকে না দাও তাহা হইলে তোমাদের সহিত আমরা যুদ্ধ করিব। প্রথম দস্যুদলের নেতা বলিল—ভাই অশান্তি করিবার কোন প্রয়োজন নাই, এই ব্রাহ্মণ যুবক সোনা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে, তাহাকেই তোমাদের হাতে সমর্পণ করিতেছি। তোমরা যত সোনা চাও এই যুবকের দ্বারা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবে। দ্বিতীয় দস্যু

দলের নেতা এই প্রস্তাবে আনন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণকে তাহাদের সঙ্গে লইয়া বলিল— আমাদিগকে সোনা প্রস্তুত করিয়া দাও, নতুবা তোমাকে বধ করিব। তখন ব্রাহ্মণ যুবকের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। ভাদ্র মাস অতীত হইয়াছে, এখন ত আর স্বর্ণ প্রস্তুত করা সম্ভব নহে। ব্রাহ্মণ দস্যুদিগকে এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহারা তাহার কথায় বিশ্বাস করিল না, বরং ভাবিল যে, প্রথম দস্যুদল তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া পলায়ণ করিয়াছে। ক্রুদ্ধ দস্যুদল তখন ব্রাহ্মণ যুবককে হত্যা করিয়া প্রথম দস্যুদলের অন্বেষণে চলিল এবং কিয়দ্দূরে আসিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সারাদিন যুদ্ধের পর উভয় দস্যুদল প্রায়ই নিহত হইল, কেবল দুই দলের দুইজন অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহারা বলিল—আর যুদ্ধ করিয়া লাভ নাই, এস, আমরা দুইজনে এই সোনা সমান ভাগ করিয়া লই। আমাদের দুইজনের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। এই প্রস্তাবে উভয়েই সম্মত হইল।

কিয়ৎকাল পরে একজন বলিল—এখন ত ক্ষুধায় প্রাণ যায় সোনা খাইয়া ত আর বাঁচিব না। তুমি এখানে অপেক্ষা কর। আমি গ্রাম হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিতেছি। অপর দস্যু বলিল—এ বেশ ভাল কথা। আমি এখানে অপেক্ষা করিতেছি, যত শীঘ্র পার খাদ্য লইয়া আইস। তখন ঐ প্রথম দস্যু নিকটবর্ত্তী গ্রামে গমন করিয়া গ্রাম্য চিকিৎসকের নিকট হইতে বিষ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিল। অপর দস্যুও একখানি ছুরি শাণিত করিরা বসিয়া রহিল। একে অপরের প্রাণবধ করিয়া একাকীই সমুদয় স্বর্ণ খণ্ড আত্মসাৎ করিবে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিল। প্রথম দস্যু খাদ্য দ্রব্য হস্তে লইয়া আসিবামাত্রই দ্বিতীয় দস্যু তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার বুকে ছুরি বসাইয়া দিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইল।

দ্বিতীয় দস্যুও ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া প্রথম দস্যুর আনীত খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিয়া তীব্র বিষের প্রভাবে জর্জ্জরিত হইয়া মরিয়া গেল। এইভাবে দুইদলের একজন দস্যুও জীবিত রহিল না।

নির্দ্ধারিত সপ্তম দিবসে বুদ্ধদেব আসিয়া এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া সমুদয় অবস্থা বুঝিলেন—স্বর্ণ প্রস্তুতের জন্যই অতি লোভের এই পরিণাম ঘটিয়াছে।

সেলাম

স্কাউটার—মহম্মদ আবদুল কুদ্দুস।

সেলাম, সেলাম, দাদা, সেলাম।

(মোরা) দুই তারিখে এসেছিলাম

(আবার) তেরো তারিখে গেলাম ॥

ছেলে যেমন ভাইয়ের,

সাথে করে খেলা—

(মোরা) সেই রূপেতে মিলে মিশে

(আবার) এক সঙ্গেতে খেলাম ॥

(কারণ) মোরা বিদেশী যে ছিলাম ॥

(ভাই) দুই দলেতে চলতে খেলতে,

অনেক বাধা দেছি

(কিন্তু) ভাই প্রাণটি ছিঁড়ে দিয়ে তোমায়

কেবল দেহ নিয়ে গেলাম ॥

(দাদা) এই শূন্য—মাঠটি দেখে মোদের

লাগবে বড় দুখ,

(কারণ) কাল সকালে অভাব হবে

তোদের হাসি মুখ

(কিন্তু) দাদা ভক্তি দিয়ে আশীষ নিয়ে

বাড়ী ফিরে গেলাম ॥
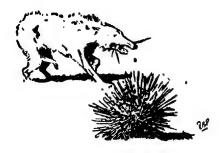
জাপানের আসপাশে

আগের দিন রাত্রে আমাদের AJIA-KAI বা এসিয়া সঙ্ঘের সভা থাকার দরুণ এবং আরো কয়েকটা বিশেষ কারণে বাড়ী ফিরতে একটু দেরী হয়েছিল। যখন এসে বিছানা নিলাম তখন রাত্র ১টা। আমার কাজের বন্দোবস্ত আগের থেকেই করে রেখেছিলাম তাই আর বিশেষ কষ্ট হোলনা ভোরে উঠে তাড়াতাড়ি বাকি কাজ কর্ম্ম শেষ করে আমাদের অতিথী Dr. R Candiah যিনি সিঙ্গাপুর থেকে এখানে বেড়াতে এসেছেন—মহাশয়কে সঙ্গে নিয়ে ৭টার সময় বাড়ী ছেড়ে বাস্ নিলাম। মিনিট ১৫ পরেই Sakuragi cho Stationএ এসে উপস্থিত হলাম। সেখানে আমার এক জাপানী স্কাউট বন্ধু এবং তার বোনের অপেক্ষা কববার কথা ছিল। তারাও নির্দ্দিষ্ট সময় এসে উপস্থিত হোল। ষ্টেশন থেকে ৪খানা Gotemba Station পর্য্যন্ত টিকিট কাটলাম। সাড়ে সাতটার সময় ট্রেন ছাড়লো। Sakuragicho Stationএর পরের Station Yokohama। Yokohama ছেড়ে দুদিকে কেবল বড় বড় ইটের বাড়ী এক কথায় প্রায় সহরের মধ্যে দিয়েই ট্রেনটা যায় মিনিট পাঁচেক পর একটা ছোট টানেল পার হয়ে আমাদের ট্রেন গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলো। দুদিকে ছোট ছোট বাড়ী এবং ধানের ক্ষেত এই অজপাড়াগাঁয়েও ক্ষেতের উপর বিজ্ঞাপনের অভাব নেই। যাহোক এই শষ্য শ্যামলা সবুজ ধানের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে দেড় ঘণ্টা যাবার পর Kozu নামক একটা ষ্টেশনে এসে আমাদের গাড়ী থামলো।

এখানে গাড়ী বদলাতে হবে কারণ এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের গাড়ী বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনে চলছিল কিন্তু এখন নাকি পাহাড়ে উঠতে হবে এবং এই দিকে বৈদ্যুতিক দ্বারা উপরে গাড়ী চালাবার ব্যবস্থা নেই। গাড়ীত বদলান গেল আর ভুস্ ভুস্ করতে করতে তার নির্দ্দিষ্ট পথে চলতে লাগলে। সকালের চা টা ভাল করে খাওয়া নেই তাই সঙ্গে করে আগেই কিছু 'Sandwich আর Cake' এনেছিলাম। চারজনে মিলে এবার তার সদ-ব্যবহার করা গেল। চা টা প্রত্যেক ষ্টেশনে পাওয়া যায় সুতরাং তারও অভাব হোলনা। গাড়ীও আস্তে আস্তে পাহাড়ে উঠতে লাগলো আর আমাদের খাদ্যও শেষ হতে লাগলো। এখানকার পাহাড় খুব উচু নয় তবে বড় গাড়ী বলেই আস্তে আস্তে যাচ্ছিল। যাহোক আমাদের ঠাট্টা তামাসা খাওয়া দাওয়া করে বেলা ১০টায় গাড়ী এসে Gotemba নামক ষ্টেশনে দাঁড়াল। টিকিটের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় নেবে পড়তে বাধ্য হলাম। গাড়ী তার গন্তব্য পথে চলেগেল।

এখন কি করব ষ্টেশনের সামনে থেকে বাস নিলাম। তাদের কিছু দক্ষিণা দেওয়াতে 'Subashiri' নামক একটা ছোট গ্রামে আমাদের নাবিয়ে দিল। সেখানকার একটা

হোটেলের মালিকের সঙ্গে আমার আগেই ভাব ছিল। তার হোটেলে গিয়ে উঠলাম। মালিক, তার স্ত্রী এবং ছেলে মেয়ে এসে আমায় অভ্যর্থনা করলে। কিছু চা ও বিস্কুট খেতে দিলে। তারও সদব্যবহার করা গেল। মালিক আমাদের একটা ট্যাক্সি ঠিক করে দিলে যে আমাদের বিখ্যাত Fuji পাহাড় এবং পঞ্চ হ্রদ দেখাবে আর দক্ষিণা নেবেন ১২ ইয়েন। রাজী হলাম গাড়ী এসে উপস্থিত হোল। Oksan বা মালিকের স্ত্রী জাপানী কাঠের বাক্স করে ভাত আর 'Pork Cutlet' আর কিছু শাকশব্জি ও ফল বেঁধে দিলে তাই সঙ্গে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। Dr. Candiah ড্রাইভারের সঙ্গে বসলেন এবং পেছনে Master Omura, Miss Omura এবং আমি। ঠিক ১১টার সময় আমাদের গাড়ী হোটেল থেকে বেরুলো। মিনিট পনের যাবার পর একটা ছোট বাগানে এসে গাড়ী থামলো এখানে Prof. Starr নামক একজন আমেরিকাবাসীর স্মৃতিস্তম্ভ আছে এবং এই বাগানে Azalea নামক ফুলগাছে ভর্ত্তি। যাহোক তাই দেখে আবার গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ী এবার পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলো। চতুর্দ্দিকে কেবল পাহাড় আর পাহাড় এক এক জায়গায় এত গভীর যে নিচের দিকে তাকাতে ভয় করে। একবার Miss Omura তো ভয়ে কাঁদ কাঁদ ভাব ধারণ করলেন। এই সব পাহাড়ে Palm বৃক্ষে ভরপুর দৃশ্য অতি চমৎকার। যাহোক বেলা প্রায় ১২টায় আমাদের গাড়ী এসে Lake Yamanakaএ দাঁড়াল। নেবে একটু দৃশ্য দেখবে বলে Miss Omura নেবে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও নাবতে হোল। কিন্তু ড্রাইভার মহাশয় বোধহয় ভাবলেন যে আমি গাড়ীতে থাকবো আর যাত্রীরা মজা করবে তা মোটেই হতে পারেনা। তাই তিনি জাপানীতে বল্লেন এই ভাবে নেবে দেখতে গেলে আজ সমস্ত হ্রদগুলি দেখা হবেনা। এখনও প্রায় ১২০ মাইল যেতে হবে। তাই আর আপত্তি না করে আবার তিন বন্ধুতে ফিরে এলাম। Dr. Candiah গাড়ীতেই বসে ছিলেন। গাড়ী ছেড়ে দিল। এবার একদিকে Yamanaka Lake এবং অপর দিকে বিখ্যাত Fuji পাহাড় আর মাঝখানে সোজা রাস্তা দুদিকে ছোট ছোট একই রকমের গাছ। ঠিক যেন দুদিকে সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে আর মাঝখান দিয়ে সম্রাটের গাড়ী যাচ্ছে।

যাহোক একদিকে হ্রদ আর অপরদিকে Fuji পাহাড়ের চুড়ার বরফ গলা দেখতে দেখতে ১টার সময় আমাদের গাড়ী এসে Lake Karaguchiতে দাঁড়াল। Fujiর পঞ্চ হ্রদের মধ্যে ইনিই নাকি খুব বড়। হ্রদের চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট বাড়ী আর হোটেলে ভর্ত্তি। কারণ গ্রীষ্মকালে জাপানে অত্যন্ত গরম—পয়সাওয়ালা লোকেরা এই সব হ্রদের পাশে গিয়ে সময় কাটায়। এবার আর ড্রাইভারের কথা না শুনে গাড়ী থেকে নেবে পড়লাম। এবার কার Routine হোল ছোট নৌকো করে হ্রদ পার হওয়া। গাড়ীটাকে অন্য পারে পাঠিয়ে দিয়ে একটা ছোট নৌকো ভাড়া করা গেল। এখন দাড় টান্‌বে কে? Dr. Candiahর অভ্যাস নেই তাই তিনি বাদ

পড়লেন। Master Omura এবং Miss Omura দুজনেই ওস্তাদ এবং আমিও কখনও আমার কাজ থেকে ছুটি পেলে একটু Rowing করবার জন্য যেতাম সুতরাং আমিও ওস্তাদ না হলেও একটু জানি। তাই ঠিক হোল আমি এবং Miss Omura দাঁড় টানবো আর Master Omura আমাদের Pilot হবে। বেশ মজার মজার গল্প করতে করতে দাঁড় টান্‌তে লাগলাম। একবার Master Omuraর কোন কথায় এত হাসি পেল যে দাঁড় টানতে ভুলে গিয়ে মনের সুখে হাসতে লাগলাম আর সঙ্গে সঙ্গে নৌকা মহারাজও একটু কাত হয়ে কিছু জল তুলে নিলেন। এই ভাবে আধঘণ্টা পরে নৌকো অপর পারে এসে দাঁড়াল। নৌকো ছেড়ে দিয়ে গাড়ীতে গেলাম।

তখন বেলা ১॥০টা। ক্ষিধে অত্যন্ত পেয়েছে কিন্তু এমন একটু নির্জ্জন যায়গা এখানে নেই যে একটু আরাম করে বসে খাই। ড্রাইভার আশ্বাস দিলে যে আধঘণ্টা পরে আমরা একটা পাহাড়ে যাব সেখানে খুব ভাল যায়গা আছে। কোনমতে পেটকে সান্ত্বনা দিয়ে গাড়ী ছাড়বার ব্যবস্থা করা হোল। এবার দুধারে কেবল ছোট ছোট পাহাড় আর চতুর্দ্দিকে কোন মানুষের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। আর রাস্তাও এত ভাল যে কষ্ট করে দোলনাতে উঠবার দরকার হয় না। এবার আর কারো মুখে বিশেষ কথাবার্ত্তা নেই। সকলেই পেটকে সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত। তবে আমাদের চাইতে মহিলাটীর ধৈর্য্য বেশী ছিল এটা স্বীকার না করাটা অন্যায়। প্রায় আধঘণ্টা বাদে গাড়ী এসে একটা পাহাড়ের নীচে দাঁড়াল। এবার একটু হেঁটে উপরে উঠতে হবে।

কোন মতে ত উঠা গেল। উপরে বেশ পরিষ্কার বসবার যায়গা আছে। অবশ্য আমার Waterproofটা পেতে সেখানে বসা গেল। উপর থেকে Lake Shoji বেশ সুন্দর দেখা যায়। সেখানে যাবার রাস্তা নেই তাই এখান থেকেই দেখতে হবে। পঞ্চ হ্রদের মধ্যে এটাই সব চাইতে ছোট। একটু পরে ড্রাইভার আমাদের খাবারের পাত্রগুলি নিয়ে এল। সবুর সইল না তাড়াতাড়ি খুলে দেখি কাঁটা বা চামচে নেই আছে কেবল জাপানী কাঠি নাম 'হাসি'। যাহোক আমার 'হাসি'তে খাবার অভ্যেস থাকাতে কষ্ট হোল না। সেই পাহাড়ের উপরে একটী ছোট দোকান আছে এবং তার মালিক একজন বুড়ী। সে এসে কিছু জাপানী চা দিয়ে গেল তার বদলে সে কিছু পয়সা চায়। বুড়ী দিয়ে গেছে ভাল না লাগলেও ফেরৎ দেওয়া যায় না তাই জাপানী চাও একটু খেলাম আর জলের তেষ্টা বুড়ীর দোকানের 'Cider' খেয়ে মেটালাম।

জাপানীরা সাধারণতঃ অত্যন্ত Natural Scenery ভক্ত। একটু ভাল যায়গা পেলে আর সহজে ছেড়ে যেতে চায় না। এক পাহাড়ের উপর শ্যামল ঘাসের উপর আধা শোওয়া আধা বসা অবস্থায় একদিকে Shoji lake আর অপরদিকে Fuji পাহাড়ের বরফ দেখে Miss Omurao আনন্দে গান গাইতে আরম্ভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার ভ্রাতারও একটু যোগ দেবার ভাব দেখা গেল। Dr. Candiah জাপানী ভাষা একদম

জানেন না। তাই আমারও সুবিধে হোল কারণ উনি কি রকম ভাল বাসেন জানি না যদি দৃশ্য দেখে তার মুগ্ধ হবার মত মন না থাকে তাই আমিও জাপানী কিছু দৃশ্যের প্রশংসা করলাম কেবল জাপানী বন্ধুদের মনে একটু আনন্দ দেবার জন্য। বোনটীকেত অনেক করে বুঝিয়ে খোসামদ করে গাড়ীতে ফিরে যাবার জন্য রাজী করান গেল। কারণ আমাদের সময় খুব কম বেশী দেরী করলে একদিনে শেষ হবে না। এবার সকলের মেজাজই খুব ভাল ছিল কারণ পেট আর খালি নেই। দোকানের মালিক বুড়ীকে তার দক্ষিণা আর ধন্যবাদ দিয়ে পাহাড় থেকে নাবতে আরম্ভ করলাম। আমার বন্ধু ভাই-বোনেও Chorus গান আরম্ভ করলো। আর আমিও জাপানী গান জানি না বটে তবে সুরটা জানা থাকায় শীশ দিয়ে তাদের সঙ্গে তাল রাখলাম। গাড়ীতে উঠতে সে আবার গন্তব্য পথে রওনা হোল।

এবার আমাদের গাড়ী একদিকে Fuji পাহাড় আর অন্য দিকে ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে চললো। দুধারে কেবল জাপানী Palm বৃক্ষ। লোক জনের সাড়াশব্দও নেই। এই ভাবে আবার ২০ মিনিট যাবার পর দূরে একটা দোকান দেখা দিল। মাইল পাঁচেকের মধ্যে এই একটী মাত্র বাড়ী আছে। গাড়ী এসে দোকানের পাশে দাঁড়াল। ব্যাপারটা কি না এখানে natural Ice-skage আছে। অগত্যা গাড়ী থেকে নেবে পড়লাম। দোকান থেকে একটী মেয়ে আমাদের Guide হোল। জঙ্গলের মধ্যে সরু রাস্তা দিয়ে আমরা তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। একটু পরে একটা ছোট ভাঙ্গা বাড়ী দেখাদিল। গাইডের অনুমতি মতে তার ভেতরে ঢুকলাম। এবার নীচে নামবার সিঁড়ি ক্রমশঃ বেশ অন্ধকার হতে আরম্ভ করলো। গাইডের কাছে অনেকগুলি মোমবাতি ছিল। সে তাহা জ্বালিয়ে আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে দিল। যত নীচে যেতে লাগলাম তত ঠাণ্ডা লাগতে লাগলো। একটু পরে বেশ শীত করতে আরম্ভ করলো। একবার এই অন্ধকারে Master Omurar বাতি গেল নিবে। সে ব্যাচারী ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। তার বোন ছিল আমার পাশেই—সে ভাইয়ের অবস্থা শুনেত একেবারে কেঁদেই ফেল্লে। গাইড্ আশ্বাস দিলে—কোন ভয় নেই আমি তাকে নিয়ে আসছি। এই বলে সে আমাদের একই যায়গায় দাঁড়াতে বলে গেল আর ওদিকে আমি বোনটীকে সান্ত্বনা দিয়ে থামালাম। যাহোক ভাইও ফিরে এলো আর আমরাও অগ্রসর হতে লাগলাম। এবার নির্দ্দিষ্ট যায়গায় এসে পৌঁছুলাম। দুদিকে মানুষের মত বরফের স্তুপাকার। একবৎসর আগে কার্ড রেখে গেছে এখন তার উপরে পর্য্যন্ত বরফে ভরে গেছে। এবং পরিষ্কার বরফের ভিতরে কার্ডগুলি দেখা যাচ্ছে। দুদিকে কেবল বরফের স্তুপ। কিছুদূর গিয়ে গাইড আমাদের ফিরতে বল্লে। আগে যেতে চাইলাম কিন্তু সে বল্লে—পুরাকালে Fuji পাহাড়ের প্রথম অগ্নি এখান থেকে উঠেছিল। জাপানীরা অত্যন্ত ধর্ম্ম ভীরু। যদিও এই সুড়ঙ্গটী খুবই বড় তবে কোথায় ইহার শেষ কেহই জানে না। আজ পর্য্যন্ত কেহই

যায় নাই—সুতরাং না যাওয়াই ভাল। তবুও খানিকটা যেতে চাইলাম। বোনটী আমার কোট টেনে ধরলো—কিছুতেই যেতে দেবে না। অগত্যা ফিরতে হোল। সেই দোকানে ফিরে এসে গাইডকে তার দক্ষিণা দিয়ে কিছু জাপানী চা খেয়ে—Iceskapeএর ছবি কিছু কিনে গাড়ীতে উঠলাম।

বেলা চারটের সময় গাড়ী এলো Lake Motsuর পাশে। এই হ্রদটী পঞ্চনদের মধ্যে সব চাইতে নির্জ্জন। চতুর্দ্দিকে লোকজনের বসবাস নেই। চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট পাহাড় আর সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ। পাছে আবার বোনটী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখে অভিভূতা হন—তাই বল্লাম—না আর হ্রদ দেখবার ইচ্ছে নেই চল সময় বড় কম। বুঝলাম বোনটী একটু ব্যর্থ মনোরথ হলেন। গাড়ী চলতে লাগলো আর তার সঙ্গে বাজে গল্প করে একটু ভুলিয়ে রাখলাম। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী এসে একটা জলপ্রপাতের কাছে দাঁড়াল গাড়ী থেকে নাবলাম। একটু সরু রাস্তা দিয়ে নীচে নামতে হয়। সেখানে ছোট ছোট রেষ্টুরেন্ট আছে। একটা রেষ্টুরেন্টের মধ্যে ঢুকে চা খেতে খেতে জলপ্রপাত দেখতে লাগলাম। এখানে পাহাড়ের তিনদিক দিয়ে জল পড়ছে আর অন্যদিকের জল সমুদ্রের দিকে নেবে যাচ্ছে। এই জলপ্রপাতটী খুবই বড়—আর যায়গাটী এত সুন্দর আর নির্জ্জন—কেবল জলপ্রপাতের শব্দ—যে আমারও মাথা একটু বিগড়ে গেল। এবার আর বোনটীকে দোষ দেওয়া যায় না। জাপানী রেষ্টুরেন্টে তার 'তাতামি' বা মাদুরের উপর শুয়ে শুয়ে দৃশ্য দেখতে লাগলাম। অন্যান্য সকলেও আমার অনুসরণ কোরলো। এখানে আমাদের আধঘণ্টা কেটে গেল। অগত্যা উঠতে হোল।

জাপানে কোন একটা প্রাকৃতিক দৃশ্যের যায়গা থাকলে তার আশে পাশে দোকানের অভাব হয়না। জলপ্রপাত থেকে উপরে উঠে এসে একটা দোকানে ঢুকে সেখানে ছবি কেনা গেল। গাড়ীতে উঠতে যাব এমন সময় একটি জাপানী ফটোগ্রাফার এসে বল্লে—'জলপ্রপাতের সঙ্গে ছবি তুলবে নাকি?' খুব সস্তা ছবি থাকলে ভবিষ্যতে পূর্ব্ব স্মৃতি মনে পড়বে তাই আবার নীচে জলপ্রপাতের কাছে গিয়ে সকলে মিলে একটা ছবি নেওয়া গেল। ফটোগ্রাফারকে তার দাম দিয়ে দিলাম সে পরে ফটো পাঠিয়ে দেবে। এ সব বিষয় জাপানীদের অনায়াসে বিশ্বাস করা হয়। এবার অন্ধকার হয়ে আসায় একটু তাড়াতাড়ি গাড়ী চলতে লাগলো। কিছুক্ষণ বাদে Omiya নামক একটা সহরে এসে গাড়ী থামলো—সেখানে নেবে একটা জাপানী Shiuto মন্দির দেখা গেল। মন্দির থেকে যখন বেরুলাম তখন ৬৷৷০টা আর আমাদের ট্রেণ ৭৷১৪ মিনিটে Numazu নামক ষ্টেশন থেকে ছাড়বে। Numazu ষ্টেশন Omiya থেকে প্রায় ১৫ মাইল দূরে। ড্রাইভার তার সাধ্যমত খুব তাড়াতাড়ি চালাতে লাগলো। কিন্তু এবারত আর ফাঁকা মাঠের মধ্যে রাস্তা নয় দুদিকেই সহর সুতরাং একটু দেরী হয়ে গেল।

যখন ষ্টেশনে এলাম তখন ৭৷৮ মিনিট। তাড়াতাড়ি ড্রাইভারকে তার ন্যায্য ভাড়া

এবং কিছু বকশিষ দিলাম। আমরা গাড়ীতে উঠেছিলাম বেলা ১০ টায় আর তাকে বিদায় দিলাম ৭টার সময় দক্ষিণা মাত্র ১২ ইয়েণ (বা ১০ টাকা) অত্যন্ত সস্তা। যাহোক Master Omuraকে আগেই টিকিট কিনতে পাঠিয়ে ছিলাম। গাড়ীকে বিদায় দিয়ে ট্রেণে উঠবা মাত্র ট্রেণ ছেড়ে দিল।

তখন সকলে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত আর বিশেষ কারো মুখে কথা বের হোনা। একেত এতটা ঘুরেছি তারপর ৯ঘণ্টা মোটরে বসে আর কোমরের কিছুই রইলনা।

ট্রেণ ৯-১৫তে Yokohama তে থামলো। আমি আর Dr. Candiah তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম তারা সেই ট্রেনেই Tokyo যাবে কারণ তারা টোকিওতে থাকে। যখন বাড়ী ফিরলাম তখন রাত্র ১০টা। তাড়াতাড়ি স্নান শেষ করে একেবারে সোজা বিছানায়।

ইয়োকাহামা,　　শ্রীনরেশ মজুমদার
জাপান।　　১য় কলিকাতা বয় স্কাউটসঙ্ঘ।

ডজবল—

—শ্রীরবীন সরকার।

এই খেলা খেলতে হলে প্রথমতঃ দল ভাগ করা দরকার। সাধারণতঃ দুটী দল হলে ভাল হয়। একটী বড় বৃত্ত চুণ দিয়ে মাটীতে আঁকবে। একদল বৃত্তের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াবে আর অপর দল বাইরে চারদিকে দাঁড়াবে। বাইরের দলের যে কোন ছেলের হাতে একটী ফুটবল বা কেম্বিশ বল থাকবে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ঠিক করে নেবে। বেশীছেলে হলে একটু বেশী সময় দেবে। সঙ্কেতের সঙ্গে খেলা আরম্ভ হবে। বাইরের ছেলেরা বল হাতে করে ছুঁড়ে বৃত্তের ভিতরের ছেলেদের মারবে। বসে, লাফিয়ে, শুয়ে, যে কোন উপায়ে বল গায়ে ছুঁতে দেবে না। দাগের বাইরে গেলে আর খেলতে পাবে না। গায়ে বল লাগলে আর খেলতে পাবে না আর দাগের ভিতর থেকে বল ছুঁড়লে কেউ মোড় হলেও হবে না। সময় শেষ হলে দেখতে হবে কোন দলের কত ছেলে বেঁচে আছে। যারা খেলছিল বাইরে তারপর তারা ভিতরে যাবে। বেশী সময় দিলে খেলার মাধুর্য্য চলে যায়। একসঙ্গে যতগুলি ছেলের গায়ে বল লাগবে ততগুলি মোড় হবে।

এই খেলাটী যেমন হাতে হ'ল তেমন পায়েও হয়। যে ছেলে খেলার বাইরে যাবে সে অপর দলে গিয়ে খেলতে পারে ; যদি তাদের দলে কম ছেলে থাকে। এই খেলাটী ভাল লাগলে তারপর অন্য খেলা লিখে জানাব। এখন তোমরা খেল, আমি আসি।

ফুটবল খেলা শেষ হয়ে এলো, সকলের ঘাড় থেকে একটী বোঝা নেমে গেল, ছোট ছোট ছেলেরা এখন মাঠ ফাঁকা পেয়ে খেলতে সুরু করেছে, কিন্তু তেমন জমাট সই হচ্ছে না, তার কারণ তারা ভাল করে খেলতে জানে না। ভালভাবে মারতে জানে না, তবে মনে একটা বড় আশা নিয়ে খেলতে নেমেছে। তারাই হতে পারে গোষ্ঠ পাল, বলাই, কুমার। তা'বলে তাদের খেলাকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। এই খেলার ভিতর দিয়ে শিখছে

কেমন করে দলের হয়ে লড়তে হয়, কেমন করে শক্ত শরীর করতে হয়, কেমন করে ভবিষ্যতের জন্য তৈরী হতে হয়, ইত্যাদি—

পাশ্চাত্য প্রদেশে বড় বড় মনিষীরা বলে গেছেন যে পুঁথিগত বিদ্যা রেখে দিয়ে ছেলেদের নিজের মনে খেলতে দাও, তাদের খেলার ভিতর দিয়ে মানুষ কর, তারাই দেশের ও দশের আশা ভরষা। কিন্তু বাড়ীর লোকেরা সেই কথাগুল চাপা দিয়ে রেখে পুঁথি বিদ্যাতে মানুষ করছে। আজকাল আর বিদ্বান লোকের খাতির নেই। অনেকেই বলেছে "খেলোয়াড়ং সর্ব্বত্র পূজ্যতে।" কিন্তু আগে ছিল "বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে।"

যা'হক অনেকখানি অন্য বিষয় নিয়ে লিখেছি। এখন কতকগুলি কাজের কথা বলবো। ফুটবল খেলতে যদি কোন অসুবিধা হয় তবে অন্য প্রকার খেলা খেলতে পার। তাতে ফুটবল খেলার মত আনন্দ ও উৎসাহ পাবে। তবে খেলার আগে কতকগুল কথা শুনতে হবে আর সেইগুলি মেনে চলতে হবে—

(১) বড়দের কথা সব সময় মেনে চলবে।

(২) নিজের খেয়ালে কোন কাজ করবে না।

(৩) খেলোয়াড়দের মত মনের ভাব উজ্জ্বল রাখবে।

(৪) খেলার মাঠে কারও সঙ্গে গোলমাল করবে না।

(৫) হার হলে মেনে নেবে আর জিত্‌লে পরাজিতদের আনন্দ দান করবে ও উৎসাহিত করবে।

(৬) খেলা সুন্দর করতে সর্ব্বাঙ্গীণ চেষ্টা করবে।

(৭) খেলা ফাঁকি দিয়ে খেলতে যাবে না।

(৮) ভাল খেলতে পারলে দেমাকে ফুলবে না।

(৯) খেলা বুঝতে না পারলে কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেবে।

(১০) মাষ্টার মহাশয়ের কথা শুনে কাজ করবে, কোনও প্রশ্ন করবে না যদি কোনও অন্যায় করে থাক। খেলার পরে প্রশ্ন করতে পার।

———

পৃথিবীর কতকগুলি সেতুর কথা—

টে--	ব্রিজ	স্কটলাণ্ড	১০,২০০	ফিট	প্রসস্ত
ফোর্থ	,,	,,	৪,২০০	,,	,,
হার্ডিঞ্জ	,,	আরজেন্টাইন	৬,৬০০	,,	,,
বাইণ্ড-স্যালাডো		ভারতবর্ষ	৫,৪০০	,,	,,
ভিক্টোরিয়া	,,	ক্যানাডা	৫,২০০	,,	,,
ব্রুকলীন	,,	নিউ ইয়র্ক	৩,৪০০	,,	,,
মানহাটান	,,	,,	৩,৭৫০	,,	,,
টাইন	,,	নিউ কাস্‌ল	১,৮৪৫	,,	,,

কতকগুলি নামকরা খাল—

সুয়েজ	মিশর	১০০	মাইল
কাইএল	জার্ম্মাণী	৬১	,,
পানামা	আমেরিকা	৫০	,,
এলবী	জার্ম্মাণী	৪০	,,
ম্যাঞ্চেষ্টার	ইংলণ্ড	৩৫	,,
ওয়েলল্যাণ্ড	ক্যানাডা	২৭	,,

জলপ্রপাত—

১ কায়েটীয়ার জলপ্রপাত	ব্রিটিশ গায়েনা	৮২১	ফিট
২ ভিক্টোরিয়া ,,	জামবেসী	৪০০	,,
৩ গ্রেট ,,	অবেঞ্জ রীভার	৩০০	,,
৪ নায়েগ্রা ,,	কানাডা	১৫৫	,,

——

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় জাহাজ ঃ—

স্কাউট—কমল চক্রবর্ত্তি

তোমরা জান না যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় জাহাজ তৈয়ারী হয়েছে ফ্রান্সদেশে তার নাম কি দিয়েছে জান নর্ম্মাণ্ডী (Normandie) এই হয়েছে গিয়ে জাহাজটার নাম। আটলান্টিক, জর্জ্জ ফিলিপার প্রভৃতি বড় বড় নামকরা ফরাসী জাহাজ অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হয়ে যাবার ফলে নর্ম্মাণ্ডীকে অগ্নিকাণ্ড নির্ব্বাপনের আধুনিক বৈজ্ঞানিক সম্মত যন্ত্রমণ্ডিত করা হয়েছে নর্ম্মাণ্ডী জাহাজের মালিকের নাম কঁপাগ্ন জেনারাল ট্রাসাৎলাতিক, ইহা তৈয়ারী করিতে সময় লাগিয়াছে ৪ বৎসর, নর্ম্মাণ্ডীর বর্ত্তমান ক্যাপ্টেনের নাম রেলে পুাঞ্জয়ে। এই জাহাজে প্রথম শ্রেণীর ভোজন কক্ষের সমস্ত দেয়ালে সোনার কাজ করা আছে, প্রথম শ্রেণীর ভোজন কক্ষটি ৯০ গজ দীর্ঘ, ইহাতে থাকিবার জন্য ৪ প্রকার শ্রেণী আছে সর্ব্বশুদ্ধ ২২৭৮ জন যাত্রী এককালীন যাইতে পারে। ইহার মধ্যে হাঁসপাতাল, সিনেমা, নাচঘর, হোটেল, সাঁতারের স্থান, ব্যায়ামাগার প্রভৃতি আছে, ইহার ভিতর ১০ মাইল লম্বা কার্পেট আছে, ২ হাজার মাইল ইলেক্‌ট্রিকের তার আছে, ৩০ হাজার ইলেক্‌ট্রিক Bulb আছে, ইহা সর্ব্বশুদ্ধ ১১৬০০০০ ঘোড়ার শক্তি বিশিষ্ট। নর্ম্মাণ্ডী ৪ দিন ৩ ঘণ্টায় ফ্রান্স হইতে আমেরিকায় পৌছিয়া পৃথিবীতে রেকর্ড করিয়াছে, পূর্ব্বেকার রেকর্ড ছিল জার্ম্মাণ জাহাজ ব্রেনারের।

ডাক টিকিটে দাতব্য ঃ—

লাক্সমবার্গ বলে ইউরোপে এক ছোট স্বাধীন রাজ্য আছে, তারা কি করেছে জানো তারা তাদের দেশের বেকারদের ভিতর দিয়ে সমস্ত বেকারদের সাহায্য করবার জন্য এক চমৎকার উপায় বার করেছে। তারা তাদের দেশের কয়েক রকম নতুন ডাকটিকিট বার করেছে ও ঠিক করেছে যে এই সমস্ত ডাকটিকিট বিক্রির টাকা বেকারদের সাহায্যার্থ ব্যয় করা হবে।

ট্রেণের গতি বেগ ঃ—

বর্ত্তমানে দূরত্ব কথাটি সম্পূর্ণ ভাবে উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে, বিমানপোত দ্বারা যাতায়াত অতি অল্পসময়েই তো হইয়া থাকে; কিন্তু ভূমির উপর দিয়া যেরূপ দ্রুত-গমনাগমনের সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর, ভূমির উপর দেশ দেশান্তর গমনের প্রধান উপায় Railway, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সম্মত উপায়ে ট্রাম্‌লাইনড্ রেলওয়ে যেরূপ ভাবে উন্নতি করিতেছে তাহার দ্বারা মনে হয় Railwayর সঙ্গে এয়ারোপ্লেনের দ্রুত-গতিতে কোন পার্থক্য থাকিবে না, মিলকী রোড কোম্পানী একটি বাষ্পচালিত Stram Fired ট্রেণ করিয়াছেন তাহার গতি মিনিটে ২ মাইল। আমেরিকার অন্যান্য

কোম্পানীরাও অধিকতর দ্রুতগামী ট্রেন বাহির করিতেছে যথা, "সাণ্টা ফে" "নরফোক সাদার্ণ" প্রভৃতি, ইহাদের গতি বেগ সত্যই অসাধারণ, ইংলণ্ড কিন্তু তাহার বাষ্পীয় ক্ষুদ্র ইঞ্জিন দ্বারা দ্রুত গমনের পক্ষপাতী, তাহাদের "ফ্লাইং স্কটসম্যান" লণ্ডন হইতে এডিনবরা যায় (৩৯২॥০ মাইল) ৭ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট তাহাদেরই "রয়েল স্কট" ইহাপেক্ষা কম সময়ে লণ্ডন হইতে এডিনবরা যায় —

ছাত্র—আচ্ছা-পাশ করবার পর আপনি আমাকে কি পড়তে বলেন ?

শিক্ষক—"কর্ম্মখালি"

*　　*　　*　　*

পাড়ার লোকেরা বারোয়ারির দরুণ এক কৃপণের কাছে চাঁদা আদায় করতে এসে নাছোড় বন্দা—অনেকক্ষন বাদে তিনি "দিচ্ছি" বলে বাড়ীর ভিতর গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর ছেলে এসে একখানি চেক এনে দিলেন ও বললেন "বাবা অজ্ঞাত থাকতে চান"

*　　*　　*　　*

শিক্ষক—বলত, মরুভূমিতে কোন ছায়া আছে কিনা ?

ছাত্র—আজ্ঞে আছে—

শিক্ষক—(ক্রুদ্ধ হয়ে) কিসের ?

ছাত্র—নিজের স্যার—

*　　*　　*　　*

দুই চোর (একজন নূতন একজন পুরাতন) এক অন্ধকার ঘরে চুরি করতে ঢুকে চলতে গিয়ে একজনের পা লেগে একটা চেয়ার নড়ে শব্দ হওয়াতে, পাশের ঘর থেকে একজন বলে উঠল "কে ও ঘরে" তখন যে শব্দ করেছে সে "মী-ই-ই-অউঁ" করে উঠল। তখন আস্তে শোনা গেল "ও বেড়াল"—কিছুক্ষণ পরে অপর, চোরটি পা লেগে একটী টুল পড়ে যাওয়াতে—আবার শোনা গেল "কেরে ওঘরে" চোরটি বলে উঠল "আর একটা বেড়াল"

(বলত, কে নূতন ও কে পুরাতন)।

এমাসে অমিয়দার "পরশ পাথর" তোমাদের হাতে দিতে পারলাম না—তার জন্য আমরা দুঃখীত—আশাকরি পরের মাস থেকে তোমাদের বঞ্চিত করবো না।

জ্যৈষ্ঠ সংখার ধাঁধা প্রতিযোগিতায় স্কাউট রমেশ চন্দ্র কাপুর প্রথম হইয়াছে। আমরা তাকে চীফ স্কাউটের লেখা "স্কাউটিং ফর বয়েজ" পুরস্কার পাঠিয়ে দিয়েছি।

Notes and News

—RONEN GHOSE

1. The Warrants of Appointment of the following Scouters have been issued by the Provincial Headquarters :—

Provas Chandra De as Group Scoutmaster, Barnagore Group.
Amrita Lal Banerjee as Scoutmaster, 1st Titagarh Troop.
Syed Abu Mohamad as Cubmaster, 3rd Khargpur Pack.
Patrick Victor Wright as Asst. Cubmaster, 1st Khargpur Pack.
Krishna Hari Kumar as Scoutmaster, 3rd Khargpur Troop.
Miss Margaret H. Cunningham as Asst. Cubmaster, 1st Kalimpong Pack.
Tulsi Ram Prodhan as Asst. Scoutmaster, 1st Kalimpong Troop.
Qazi Abdul Munim as Assistant Scoutmaster, 4th Dacca Troop.
Shahidul Haque Chaudhury as Assistant Scoutmaster, 1st Raniganj Troop.
Abu Salman Md. Fazlul Huq. as Scoutmaster, 19th/I Calcutta (Islamia) Troop
Muhammad Jasimuddin as Asst. Scoutmaster do
J. C. Hensman as Group Scoutmaster, 1st/II Calcutta Group. (S. C. C. School)
Gonai Mitra as Asst. Scoutmaster, do
Ajoy Kumar Bhose, as Asst. Scoutmaster, do
Devi Prasanna Sircar as Group Scoutmaster, 5th/II Calcutta (Bharati Bidyalaya) Group.
Narendralal Mukherji as Scoutmaster, do
Jamini Sarkar as Asst. Scoutmaster, do
Girija Prasanna Sarkar as Asst. Cubmaster, do
Bijoy Gopal Das as Cubmaster, 9th (Barala) Nr. Murshidabad Pack.
Saiyaid M. Seraj-ud-Dahr as Group Scoutmaster, 1st Rajshahi (Senior Madrasah) Group.
Narendra Nath Das Gupta as Group Scoutmaster, Barisal Zilla School Group
Khondker Fozlul Karim as Scoutmaster, 1st Barisal Zilla School Troop
Md. Muhammad Ismail Hossain as Scoutmaster, 2nd Barisal Zilla School Troop
Md. Mohsenuddin Khan as Asst. Scoutmaster, 1st Barisal Zilla School Troop
Jnan Ranjan Sen as Cubmaster, 1st Barisal Zilla School Pack
Abul Faregh Muhammad Fasih as Cubmaster, 2nd Barisal Zilla School Pack
Bhupendra Nath Sarker as Scoutmaster, 33rd/II Calcutta Troop
Maulvi Muhammad Asimuddin Paramanik as Scoutmaster, Bankura Zilla School Troop
Sailendra Nath Mukherji as Cubmaster, 2nd Hamilton School Pack, Tamluk
Benoy Krishna Bose as Asst. Cubmaster. do
Ofazudnin Ahmed as Cubmaster, Barisal A. K. Institution Pack

Lalit Chandra Guha as Dist. Scout Commissioner, Pabna L. A.
Hirendra Lal Sarker as Group Scoutmaster, 10th/II Calcutta Group
Saroj Kumar Ghose as Cubmaster, 16th/II Calcutta (Oriental Seminary) Pack
Santosh Kumar Raichaudhuri as Asst. Scoutmaster, 19th/II Calcutta (Oriental Seminary) Troop
Sunil Kumar Biswas as Asst. Cubmaster, 9th/II Calcutta (Bharati Bidyalaya) Pack
Bagala Kisor Roy as Dist. Scoutmaster, Comilla Local Asscn.
Abdul Majed as Scoutmaster, Municipal Free Primary School, (Mahuttully) Dacca Group

2. The following Packs, Troops, Groups and Crews are registered with the Provincial Headquarters :—

Municipal School Troop, Kalna
34th/II Calcutta (S. V. S. Vidyalaya) Troop, Calcutta
36th/II Calcutta (Paikpara Raj) Troop, Calcutta
37th/II Calcuttta (Cossipore Y. M. A.) Troop, Calcutta
Muragacha High School Troop, Nadia
Sara Marwari H. E. School 1st Troop, Pabna
13th/II Calcutta (Muslim Orphanage) Pack, Calcutta
23rd/III (Calcutta Puddopukur Institution) Troop, Calcutta
Kachijuly Nurul Maktab Pack, Mymensingh
Nator Maharaja J. N. High School Troop, Rajshahi
Chakdaha R. L. Academy Troop, Nadia
Birnagar M. E. School Troop, Nadia
1st Chhatrapur Primary School Pack, Mymensingh
1st Kayotkhali Open Pack, Mymensingh

3. **Training Camp :** All-India Boy Scouts Association has arranged to hold a Wood Badge Course (Scout) at the Bengal Provincial Camping ground at Ganganagar near Calcutta from 30th Oct.—10th Nov. 1935 The camp fee will be Rs. 15/-

4. **The All-India Jamboreee :** We are very sorry to inform our readers that it is very unfortunate that soon after the preliminary announcement was made, there came the news of the Quetta earthquake and of the calamity which befell hundreds of Boy Scouts in that Association. In view of the above considerations, it has been decided by the General Headquarters that the Jamboree may be held in December 1936 and not in 1935. This extension of period means an ample time for preparation. A pamhlet containing preliminary information is being prepared and will be sent out to all Association in due course.

5. **Wood Badge :** Scouter Nripendra Deb Manna of the 1st Calcutta Boy Scouts Local Association has been awarded with the Beads and Parchment of Cub Wood Badge. We congratulate him for his success.

6. **The American Jamboree :** The 25th Birthday Jamboree of the American Boy Scouts Association has been called off by the President of the United States

of America on account of an outbreak of infantile paralysis in the neighbourhood of the Jamboree Camp Site.

7. **Cubmasters' Training Camp:** 30th Cubmasters' Training Camp was held at the Provincial Camping ground at Ganganagar from 8th—14th Aug. 1935. The Campers hailed from Burdwan, Birbhum, Calcutta, Comilla, Chittagong, Dacca, Malda, Noakhali, Tipperah and Twentyfour Perganas. In all 23 campers attended the Course.

8. **Publications:** (a) "The Road to the Scout Test" is a tiny little volume publishe l by Brown Son & Ferguson.

(b) "The Book of Canoeing" is another publication of Brown son & Ferguson priced Sh. 3. 6d.

(c) "Discipline in the Cub Pack" by Rev. R. W. Bryan, Akela Leader who needs no introduction to Scouters in India. This little pamphlet is a useful addition to Wolf Cub literature. It is priced two annas. These books can be had from Messrs. Cubs & Scouts, Calcutta.

9. **Congratulations:** Mr. N. N. Bhose, B. A. (Cantab), Barrister at-Law General Secretary, Boy Scouts Association in India, has been appointed by the Imperial Headquarters as Deputy Camp Chief for India. We join hands with the Scouts and Scouters of Bengal with whom he was intimately connected for so many years in congratulating him for his success.

10. **The Nripendra Wolf Cub Challenge Shield:** This Competition came off on Saturday, the 17th August 1935 at St. Paul's College grounds. It is open to all the Cub Packs in Calcutta. This year the coveted trophy was more keenly competed for than last year. Altogether 15 Packs were in the field. 8th/I Calcutta (St. Thomas') Pack came out first with 158 points, 4th/I Calcutta (Armenian College) Pack was the runners up with 154 points and 17th/III Calcutta (Kidderpore M. E. School) Pack with 137 points came out third. We congratulate the winning Pack and the Pack from the 3rd Calcutta Local Association which is newly started one, for their honest efforts. After the competition there was a rally of all the Cubs present numbering about 500. Mr. N. V. H. Symons, M. C., I. C. S., Provincial Commissioner preside over the function and were pleased to give away the trophy to the winners.

11. **Exhibition of Hobbies & Handicrafts:** An Exhibition of Hobbies and Handicrafts were organised under the auspices of the Second Calcutta Boy Scouts Association at the Sarasawati Institution premises from the 2nd August to 4th August 1935. The Exhibition was opened by Mr. Tushar Kanti Ghosh, Editor Amrita Bazar Patrika on Friday, the 2nd August 1935 at 6 30 P. M. before a large gathering of distinguished personage of the town as well as the members, supporters and well-wishers of the Association. Mr. N. N. Bhose, General Secrerary, All-India Boy Scouts Association requested the President to take the Chair and address the Scouts. The President gave a neat little speech dwelling on the utility of such a thing. Then Mr. S. N. Banerjee, Asst. Dist. Commissioner of the Association thanked the President and the gentlemen present for their kind

encouragment. The President then declared the Exhibition open. He was then taken round the stalls and was pleased to see the little things done by the Scouts, Rovers and Cubs of the Assn. The exhibits were numerous and of various kinds too. All credit goes to Mr. Monoj Khan, the Hony. Secretary and his co-workers for their untiring labour and energy. We wish the Exhibition a greater success in the future.

12. **Tour :** The Provincial Organising Secretary went to Chandpur, Nadia and Burdwan. He addressed public meetings at Chandpur and at Nadia and held a Scouters' Conference at Burdwan. His visits had given a good deal of impetus to the aforesaid Local Associations.

13. **Provincial Council Meeting :** The Provincial Council met at the Government House on Friday, the 2nd August 1935 at 6-30 P. M. His Excellency the Chief Scout for Bengal was graciously pleased to preside. Before the meeting Mr. B. Bosu, the Provincial Organising Secretary greeted the members of the Council at a Tea Party at the Firpo's.

Do you know Snakes have legs ?

By A Naturalist

Once upon a time snakes walked with four legs, as do most lizards ; they are descended from some lizard ancestor of untold ages ago. You do not see their legs now, but the remains of leg bones are to be found under the skin of Pythons, Adders and many others.

For some reason or another, the four-legged snakes of olden days found that it paid them, in escaping from their foes, to take to crawling. Those that crawled best were those which escaped their enemies and they flourished, whereas those that walked gradually died out.

In the course of millions of years, the scales of the snakes' bodies developed, to take the place of the dwindling or lost legs.

There are snakes which can crawl as fast as a galloping horse. How do they propel themselves ?

A snake's backbone has about three hundred Vertebrae, each with a pair of ribs that can be moved backwards and forwards by muscles. When crawling, the ribs on one side are moved forward, and then the edges of the outer scales grip the ground. Then the ribs of the other side come forward, pushing on the front part, and drawing up the hind part of the body.

The snake named Blue Racer of America, can race like a grey hound, but the fastest snake in the world is the South African Mamba ; it shoots along like a flicking whiplash.

Scraps from the Jungle.

Brown Tip.

The Buffalo Yell.

This is a new intended to imitate the noise of the buffalo charge that Mowgli used to kill Sherkhan, and it may therefore be used as a preliminery to the Dance of Sherkhan's Death. The Pack must be divided into two parts representing the bulls and the cows of Mowgli's herd. As the yell is controlled and directed by Mowgli, this part is best taken up by an Old Wolf. The yell should start moderately loudly, and both noise and speed are worked up to a climax. It is essential to get and keep the correct rythm, representing the best of the buffialoes' hooves. The syllables have been underlined should be stressed in order to obtain this effect.

1. **Mowgli** (cups his hands and calls) "Aa...ee : " **Sherekhan:** Who calls ? **Mowgli:** "**Mowgli.** Cattle thief, thy time has come. "

2. Half the Pack ("Bulls") shout six times, "The **Buffalo** charge," and the other half ("Cows') Join in after the first twice.

3. **Bulls:** "**Bull** buffaloes: **Bull** buffaloes:" Cows: "**Cow** buffaloes: **Cow** buffaloes:" **Bulls:** "**Bull** buffaloes: **Bull** buffaloes:" Cows : **Cow** buffaloes COW buffaloes:

4. BULLS: "**Bull** buffaloes," and COWS "**Cow** buffaloes:", dut they shout together instead of in turn as before. As they reach the climax, Mowgli holds up his hand, and there is dead silence.

5. **Mowgli:** "Brothers, that was a dog's death. His hide will look well on the Council Rock."

Wolf-Children

Last month I held out a hope, that I should be able to tell you the full story of two wolf-children found some years ago by the Rev. J. A. L. Singh of Midnapur. I have written to Mr. Singh for particulars, but he tells me that he is shortly publishing a book giving the story in full, and so I am unable to publish anything at present.

September Moon,

1935.

Provincial Scout Headquarters,
Bombay No. 1,
17th August 1935.

A PRIZE OF Rs. 1000.

The Bombay Provincial Scout Council offer a prize of Rs. 1000/- for the best Handbook on Scouting for Boys in India broadly based on the lines of "Scouting for Boys in in India" by Lord Baden-Powell, but adapted to the Indian point of view. All illustrations and anecdotes in the book must be drawn as far as possible from Indian History and Folk Lore and Indian traditions, and even the games and activities suggested should be Indian in character.

The book may be written in English or in any of the vernaculars of the Bombay Presidency, viz. Gujerati, Marati, Kanarese or Sindhi, and completed manuscript must be submitted to the undersigned on or before the 31st of July 1935.

Intending candidates are requested to communicate immediately their intention of writing the book to the undersigned through their Local Scout Association or the District Scout Commissioners.

B. T. CHAR.
Provincial Secretary,
Bombay Boy Scout Council.

১২শ বর্ষ] ভাদ্র ও আশ্বিন—১৩৪২ [৩য় ৪র্থ—সংখ্যা

পূজোর স্বপ্ন

—শ্রীরবীন সরকার।

আশ্বিনেতে নামলো এবার
মায়ের পুজো ভাই,
ছেলের মুখে লুপ্ত হাসির
ফোয়ারা ছোটে তাই॥
ঘুম চোখে নেই স্বপ্ন দেখে
মা আসছেন ওই।
নিঝুম রাতে চেঁচায় জোরে
মাগো আমার কই॥
মা আসছেন্ সিংহে চড়ে
সঙ্গে আসেন লক্ষ্মী।
গণেশ দাদা ইঁদুর চড়ে
কার্ত্তিক চড়ে পক্ষী॥
বাণী আসেন বীণা হাতে
পিণাকী আসেন বৃষে
দাদা দিদি স্বপ্নে বিভোর
পূজার মঞ্জীর আশে॥

বাদ্যি বাজে ডিম্ ডিমা ডিম্

পূজোর মাঝে মাঝে।

কাঁসর ঘণ্টার ঝন্ ঝণা নি

সঙ্গে সঙ্গে বাজে॥

পূজোর বাজার জমাট হল

পূজো পূজো করে!

জামা কাপড় সস্তা হল

দামের অনাদরে॥

কাণা, খোঁ;া, গরীব, কাঙ্গাল

করছে অশ্রুপাত।

আনন্দেতে ধনীর ছেলেও

করছে পাড়া মাত॥

এই দেখে যার মন কাঁদেনা

হয়ে দেশবাসী।

কিসের গরব করে তারা

ব'লে ভারতবাসী॥
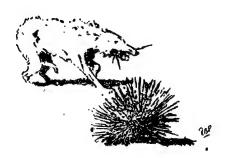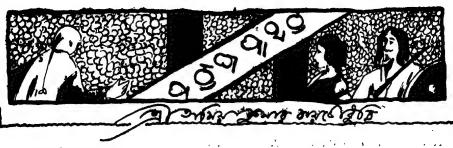
[ধারাবাহিক গল্প]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(গোড়ার কথা—তিনবন্ধু দীলিপ, ক্ষিতীশ ও সমর। ক্ষিতীশের বাবা মারা যাবার পর, একটা গুপ্ত দলিল পাওয়া যায় তাঁর জামা থেকে। কোন শত্রুপক্ষ এই গুপ্ত নক্সার কথা জানতো—তারা এই দলিলটি হস্তগত করতে চায়। কিন্তু ক্ষিতীশের দিদি লীলাদির বুদ্ধির জন্য অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তারা কৃতকার্য্য হতে পারেনি। রাধু ক্ষিতীশদের চাকর। ফুচা তাদের ভূতপূর্ব্ব পুরাতন ভৃত্য। লীলাদির বাবা Singaporeএ তাকে চাকর রাখেন। ফুচা ও সমর গুণ্ডাদের হাতে পড়েছে। ফুচার সঙ্গে পরামর্শ করে ক্ষিতীশ তার বন্ধুকে উদ্ধার করবার জন্য গুণ্ডাদের আড্ডায় গেছে। এদিকে ক্ষিতীশ, দিলীপ ও সমরের Troop এর Scoutরা এবং Scoutmaster তাদের সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত।)

লীলাদি ফুচাকে বল্লেন—ফুচা, Return of Sherlock Holmes পড়েছ Conan Doyleএর।

ফুচা জানালো সে পড়েনি। লীলাদি তাকে সংক্ষেপে গল্পটি বল্লেন। সারলক হোমস্ নামে একজন গোয়েন্দা ছিল, তার সহকারীর নাম ওয়াটসন্ (Watson)—গুজব রটেছিল যে Sherlock Holmes এক বিখ্যাত দস্যু Moriosityর অনুসন্ধান করতে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি নিরুদ্দেশ। শত্রুরা ভেবেছিল পলায়নের সময়, দুর্গম পার্ব্বত্য পথে প্রস্তরাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু হোমস্ সত্যিই যে মরেননি তা ওয়াটসন জানতে পারলেন যেদিন Holmes তাঁর সঙ্গে গুপ্তভাবে দেখা করলেন। তারপর সারলক হোমস্ যে এসেছেন, তা শত্রুরা জানতে পারল—। হোমস্ তাদের জানাতেই চেয়েছিলেন। তিনি নিজের একটি মোমের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়ে তাঁর বৈঠকখানায় রাখলেন।

শত্রুরা একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখলো হোমসের ঘরে বাতি জ্বলছে আর তিনি একটা চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। আসলে তারা দেখেছিল মোমের মূর্ত্তিটাকে। হোমস্ ও ওয়াটসন পাশের একটা নির্জ্জন, অন্ধকার ঘরে লুকিয়ে রইলেন। হত্যাকারী সেই ঘরেরই জানালা দিয়ে—প্রবেশ করে সেই মূর্ত্তিটাকে টিপ করে গুলি ছাড়ে। বন্দুকটিতে silencer দেওয়া ছিল—ছুঁড়লে কোন আওয়াজ হোত না। বন্দুকের আঘাতে মূর্ত্তিটা পড়ে গেল। হত্যাকারী ভাবলো কৃতকার্য্য হয়েছে—মনের আনন্দে সে যেই পিছন ফিরে পালাতে

যাবে—তার মনে হোল দুটো অসুর যেন হঠাৎ তাকে চেপে ধরলো। ওয়াটসন ও হোমসের কবলে পড়ে সে কাবু হয়ে পড়লো।" এ গল্পটা বল্লাম তোমায় তার কারণ আছে। আমি নিরুদ্দেশ হয়েছি কিছুদিন—এবার ফিরে যাব যথাস্থানে, শত্রুরা আমার অপকার করতে চাইবে। আমার মোমের যে মূর্ত্তিটা গড়েছ সেটাকে সারলক হোমসের মত চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে, মূর্ত্তিটার হাতে একটা বাজে নক্সা দিতে হবে আর টেবিলের উপর একটা কাগজের বাণ্ডিল রাখতে হবে। শত্রু পিছন দিক থেকে আসবে, তখন সুইচ টিপে চেয়ার-টাকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। শত্রু নিরুপায় হয়ে তখন গুলি চালাবে। তখন তুমি ও ক্ষিতীশের Scoutmaster শচীনবাবু পিছন থেকে গিয়ে তাকে ধরবে। শচীনবাবু আমাদের সাহায্য করবেন বলেছেন।

ফুচা আনন্দের সঙ্গে সম্মতি জানালো এ ফন্দীতে।

কিছুদিন বাদে আবার খবরের কাগজে বেরুলো :—

'Lila Devi, a distinguished lady of the city, who was missing after the unhappy incident of robbery committed by Chinese Hooligans, is reported to have returned. While the Chinese Hooligans were transferring her to another place, she managed to shriek and jump out of the car. On the approach of rescuers, they took start. All are absconding and no arrest has been made We are glad to convey our congratulations to Lila Devi."

অর্থাৎ—"সহরের বিশিষ্ট শিক্ষিতা মহিলা লীলা দেবী, একটি চীনা ডাকাতির পর নিরুদ্দেশ ছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন। চীনারা যখন তাঁকে স্থানান্তরিত করিতেছিল তখন তিনি কোনপ্রকারে বন্ধন মুক্ত হইয়া, চীৎকার করেন ও চলন্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়েন। ক্রমে লোক জড় হওয়ায় গুণ্ডারা পলায়ন করে—কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। আমরা লীলাদেবীকে আমাদের শুভইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।"

* * * *

সেদিন অমাবস্যার রাত্রে ভাঙ্গা কবরখানার ধারে আবার মিটিং বসলো। খবরের কাগজে যে সংবাদ বেরিয়েছে সেটাই হোল মূল আলোচ্য বিষয়। অবশেষে ঠিকহোল যে এবিষয়ে খোঁজ নেওয়া হবে—আসল মতলবটা জানা দরকার। এ বোধ হয় একটা নতুন চাল। দুজন লোককে অনবরত বাড়ীটার উপর নজর রাখতে হবে গতিবিধি লক্ষ্য করে নিয়মিত ভাবে খবর দিতে হবে আড্ডায় ও প্রয়োজন মত উপদেশ নিয়ে সর্দ্দারের কাছ থেকে।

গোরস্থানে যখন মিটিং হচ্ছিল তখন, অনেকেই প্রায় মিটিংএ গিয়েছিল। আড্ডায় তখন শুধু দু'তিনজন পাহারায় ছিল। ক্ষিতীশ দেখলো এই সুযোগ সে টর্চ লাইট-টা নিয়ে আড্ডার বিভিন্ন অংশ আবিষ্কার করতে বেরুলো। অনেক কিছুই দেখে ফেললো—কিন্তু

সমরের কোন হদিশ পেল না। ক্ষিতীশ হতাশ হয়ে পড়লো। তবে কি ওরা সমরকে মেরে ফেললো! হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে, ক্ষিতীশ সরে দাঁড়ালো অন্ধকারে। দেখলো একটা ছোট মেয়ে একহাতে একটা তেলের বাতি নিয়ে চলেছে। ক্ষিতীশ তার পিছু নিল। মেয়েটি অনেক ঘুরে ফিরে একটা ঝোপের কাছে দাঁড়ালো, তারপর হাত দিয়ে ঝোপ ফাঁক করে ভেতরে চলে গেল। ক্ষিতীশ ঝোপ সরিয়ে দেখলো চমৎকার একটা সরু রাস্তা ক্রমশঃ পাহাড়ে পথের মত নীচের দিকে চলে গেছে। মেয়েটি বাতি নিয়ে একটা ছোট দরজার কাছে দাঁড়ালো। সেটা দিয়ে গুড়ি মেরে যাওয়া যায় কিন্তু দাঁড়িয়ে যাওয়া যায় না ও চার পাশ দিয়ে এমনভাবে ঢাকা যে বাইরে থেকে বোঝা যায় না কিছু।

মেয়েটি দরজার কাছে কি একটা ঘোরালো কয়েকবার তারপর হঠাৎ ঘর ঘর করে শব্দ হোল ও থিয়েটারের screen-এর মত দরজাটি সাঁৎ করে পাশে সরে গেল। মেয়েটি ভিতরে চলে গেলে, দরজাটি আবার যথাস্থানে ফিরে এল। ক্ষিতীশ তখন টর্চ লাইট দিয়ে দরজাটিকে পরীক্ষা করতে লাগলো। কিছুই সে বুঝতে পারলো না, তবে দরজার নীচে একটা গোল লোহার চাকতি (dial) দেখতে পেলে, তাতে ১০, ২০, ৯০……প্রভৃতি নম্বর খোদাই করা রয়েছে ও চাকতিটার মাঝখানে একটা গর্ত্তে, ঘড়ির চাবির মত কি রয়েছে। ক্ষিতীশ চাবিটা ঘোরাতে চেষ্টা কোরলো কিন্তু পারলো না। ক্ষিতীশ বুঝলো যে ঐ খোদাই করা নম্বর গুলোর সঙ্গে এই চাবি ঘোরার কোন সম্বন্ধ আছে। এমন সময় দরজার ভিতর দিক থেকে খুট করে শব্দ হোল, অমনি চাকাটা ঘুরতে আরম্ভ করল ও টুং করে একটা শব্দ হোল এবং চাবির উপর একটা হাতল ৪০এর উপর এল ও অপর দিকটা ৬০এর উপর এল ঘর ঘর শব্দ হোল, ক্ষিতীশ বুঝলো দরজা খুলছে—সে সরে দাঁড়াল। দরজা খুলে মেয়েটি বেরিয়ে এল। এবার হাতে তার বাতিটা নেই। ক্ষিতীশ বুঝলো ঘরের ভেতরে নিশ্চয়ই কেউ থাকে, যার জন্য মেয়েটি বাতি রেখে এল। মেয়েটি চলে গেলে ক্ষিতীশ চাবিটা আবার ঘোরাতে চেষ্টা কোরলো এবার চাবিটা সহজেই ঘুরলো। চাবির ডগা দুটো চল্লিশ আর ষাট এর কাছে এল —কিন্তু দরজা খুললো না। ক্ষিতীশ মহা ফাঁপরে পড়লো। আর বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয় মনে করে সে চলে এল সেখান থেকে।

* * * *

সর্দ্দার!

কেনরে? কোন নতুন খবর আছে?

হাঁ, সন্ধ্যাবেলা থেকে, সেই লীলা না কে, সেই মেয়েটি ঘর বন্ধ করে আলো জ্বালিয়ে কি সব কাগজ পত্র বের করে দেখছে। আমি সার্সির ফাঁক দিয়ে দেখেছি… …সেলাই নক্সা টক্সা আছে।

"আচ্ছা যাও, যে কোন রকমে হাত করা চাই: এই শোন- এই বন্দুকটা নিয়ে যাও, দরকার হতে পারে।"

"যো হুকুম হুজুরের।"

* * * *

পাশের চোর কুঠারীটাতে ফুচা ও শচীনবাবু অপেক্ষা করছিলেন ও রাধু মাঝে মাঝে তাদের খবর দিয়ে যাচ্ছিল, রাস্তায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে কিনা।

একঘণ্টা পরে রাধু দেখলো খিড়কীর দরজা টপকে একটা লোক ঢুকলো। রাধু এসে খবর দিয়ে গেল ফুচাকে। সব তৈরী রইল। লোকটা বাগানের গাছের আড়াল দিয়ে গুড়ি মেরে এসে হল ঘর পার হয়ে সন্তর্পণে চোর কুঠারীতে প্রবেশ করলো। অন্য একটা ঘরে লীলাদি switch এ ছিলেন, ফুচা পায়ের নীচে তার টানলো—অমনি লীলাদির ঘরের লাল বাল্‌বটা জ্বলে উঠল। লীলাদি বুঝলেন লোক এসেছে।

লোকটা গুড়ি মেরে যাচ্ছিল, ঘরের কোণে আলমারির ছায়া পড়েছিল, সে সেই অন্ধকারে আলমারিটার দিকে অগ্রসর হোল, অমনি তার মনে হোল চেয়ারে বসা মেয়েটি ঘুরে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে গোলমালের ভয়ে গুলি চালালো- মেয়েটি ধপ করে সোফার উপর পড়ে গেল। সে তখন নির্ব্বিঘ্নে আলমারীর কাগজ পত্র ঘাঁটতে লাগলো। একটা বাণ্ডিল হস্তগত করে সে যেই ফিরতে যাবে অমনি ফুচা বিপুল বিক্রমে বাঘের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ; সে গুলি চালাবার উদ্যোগ করবার আগেই দেখলো যে শচীনবাবুর রিভলবার তার কপালের সামনে। (ক্রমশঃ)

উত্তর জাপানে—"মাৎসুসিমায়"

— শ্রীনরেশ চন্দ্র মজুমদার

জাপানে যে কাজ করবার জন্য এসেছিলাম তাহা সমস্ত শেষ করছি এমন সময় আমাদের ইয়োকোহামাস্থিত বাড়ীতে একজন বাঙ্গালী বন্ধু গুপ্ত মহাশয়ের আবির্ভাব হ'ল। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীতে চাকুরী করেন এবং পরিদর্শক হিসাবে এখানে এসেছেন। আমার কাজ সমস্ত শেষ হয়ে গেছে আর এখন কেবল দুপুরে ঘরে বসে ঘুমাই তাই দেখে তিনি আমাকে তার পথপ্রদর্শক হতে অনুরোধ করলেন। যাহোক তাঁকেত ইয়োকোহামা, টোকিও প্রভৃতি দেখান গেল। এদিকে আমারও দিন ফুরিয়ে এল আর দিন দশেক পরে ইয়োকোহামা ছাড়তে হবে তাই আমি প্রস্তাব করলাম যে সকলে মিলে একবার উত্তর জাপানে গেলে হয় না ? এটা আগষ্ট মাস তাই কেহই আপত্তি করলে না কারণ অন্য সময় উত্তর জাপানে এত ঠাণ্ডা আর বরফ পড়ে যে সেখানে আমাদের মত গ্রীষ্ম দেশের লোকের যাওয়া প্রায় অসম্ভব। যাহোক সব দিন আর সময় ঠিক করে আমি- বন্ধু গুপ্তমহাশয়, আমি যে বাঙ্গালীর সঙ্গে থাকতাম সেই দত্ত মহাশয় আর এক

বন্ধু বিশ্বাধ ভায়া আর একজন গুজরাটী এই পাঁচ জনে উত্তর জাপানের উদ্দেশ্যে রাত্র আটটার সময় টোকিও ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হলাম।

এখন এখানকার গ্রীষ্মের ছুটী তাই দলে দলে সকলেই বেড়াতে যাচ্ছে। তাই ষ্টেশনে এত ভীড় যে টিকিট কেনা একটা অতি সমস্যার কথা। তবে একটা সুখের বিষয় যে বৈদেশিকদের একটু খাতির করে তাই এত ভীড় সত্বেও আমাদের টিকিট পে'তে খুব বেশী কষ্ট হ'ল না। আমরা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটেছিলাম।

জাপানে রেলগাড়ীতে তিনটে শ্রেণী আছে—যথা প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয়। যাত্রীবাহী সমস্ত জাপানের রেলগাড়ীর মাত্র একটী গাড়ীতে প্রথম শ্রেণী আছে সেই রেলটা দিনে একবার কোবে থেকে টোকিও যায়। এই গাড়ীটা ছাড়া অন্য কোন গাড়ীর সঙ্গে প্রথম শ্রেণী থাকে না। এই প্রথম শ্রেণীর গাড়ী গুলিকে প্রকৃত পক্ষে 'Observation Car' বলে। সমস্ত রেলগাড়ীর পেছনে পেছনে প্রথম শ্রেণীর গাড়ী থাকে। এই শ্রেণীর গাড়ীগুলি দেখিতে ঠিক যেন কোন মহারাজার বাড়ীর 'Drawing Room' এর মত। মাঝখানে একটি ছোট টেবিল আর চতুর্দ্দিকে সুন্দর সুন্দর গদীর চেয়ার। গাড়ীতে অনেক ছবি টাঙ্গান আছে এবং বেশ সুন্দর সুন্দর ফুল এবং নকল গাছে সাজান। চেয়ারগুলি এমন ভাবে সাজান যে সেখানে বসলেই চলন্ত গাড়ী থেকে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য বেশ সুন্দর ভাবে দেখা যায়। কোবে থেকে টোকিও মাত্র আট ঘণ্টার রাস্তা এবং এই ট্রেনটি সকালবেলা কোবে ছাড়ে এবং বিকেলে টোকিওতে পৌছোয়। এ জন্য কোন শোবার যায়গার দরকার নেই—তাই কেবল বসবার যায়গা আছে। এ ব্যতীত অন্য কোন রেলগাড়ীর সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর কামরা থাকে না। আর এই প্রথম শ্রেণীতে বৈদেশীক ভিন্ন কেহই যায় না—আর বৈদেশিকরা এই সময়টাই পছন্দ করে কারণ জাপান প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য বিখ্যাত আর এই সময় ভিন্ন অন্য সময় পথের এই সব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় না। এবার দ্বিতীয় শ্রেণীর কথা—দুজন করে বসবার মত ছোট ছোট বেঞ্চ আছে—তবে তাতে প্রায় ছয় ইঞ্চি উচু গদী থাকে আর তার উপর ভেলভেটের কভার আর পিঠে ঠেসান দেবার জন্যও বেশ ভাল গদীর উপর ভেলভেট দেওয়া থাকে। এইসব জায়গার মুখ থাকে যেদিকে রেলগাড়ী যায় সেইদিকে—পাশে নয়। আর জিনিষ পত্র রাখবার ব্যবস্থা উপরে দড়ির জাল তাহা দুদিকে দুটো কাঠের উপর আটকে থাকে। এই দড়ির জাল দেখতেও খুব পরিষ্কার আর সুন্দর আর ইহাতেই কাজ চলে কারণ এখানে কেবল ছোট মালপত্র সঙ্গে নেওয়া হয় আর একটু বড় হলেই সেটা অন্য মালের আলাদা গাড়ীতে চলে যায়। আর তৃতীয় শ্রেণী—সেটাও প্রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মত তবে গদীটা একটু ছোট আর লালরংয়ের ভেলভেট, দ্বিতীয় শ্রেণীতে নীলরংয়ের ভেলভেট থাকে। এই হ'ল সাধারণ রেলগাড়ীর ব্যবস্থা। এবার রাত্রিকার কথা—দ্বিতীয় শ্রেণীতে একটাকা আর তৃতীয় শ্রেণীতে আটআনা বেশী দিলে—রাত্রে শোবার জন্য একটি

বেঞ্চ পাওয়া যায়। আমাদের ভারতবর্ষে কেবল একটি বেঞ্চ পাওয়া যায় কিন্তু জাপানে শুধু তাই নয়—সেই যে একটাকা বা আটআনা আলাদা দেওয়া হোল তাতে তোষক, চাদর বালিস এবং শীতকালে কম্বল—ইলেক্ট্রীক হিটার প্রভৃতি সবই পাওয়া যায়। তার জন্য আলাদা আর কিছু দিতে হয় না। একটা লম্বা গাড়ীতে প্রায় ত্রিশজনের শোবার যায়গা থাকে, এবং তার মধ্যে পনেরটা ছোট ছোট ভাগ করা থাকে—তাতে নীচে একটী আর উপরে একটী শোবার যায়গা থাকে। প্রত্যেক গাড়ীর সঙ্গে দুজন করে 'বয়' থাকে তাদের কাজ হুকুম দিলে 'রেষ্টুরেণ্ট-কার' থেকে চা প্রভৃতি এনে দেবে—তাতে কিছুই আলাদা দিতে হয় না। আর প্রত্যেক গাড়ীর সঙ্গে চারটে করে washing tap, latrine প্রভৃতি থাকে। এমন সুন্দর সব ব্যবস্থা যে যাত্রীদের কোন অসুবিধেই হয় না। এখানে দ্বিতীয় শ্রেণীতেও খুব কম জাপানী আরোহণ করে—সকলেই প্রায় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। জাপানীরা এতটা সাধারণ পন্থি যে কে বড়লোক বা কে গরীব—এই দুটি ভাগ করা অত্যন্ত শক্ত। সেই দেশের যথা রীতি তাই মেনে চলতে হয়—তাই আমরাও তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট করলাম। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আটআনা পয়সা আলাদা দিয়ে শোবার যায়গা নিলাম।

ভিতরে গিয়ে দেখি ভয়ানক ভীড়—যাহোক তাতে আমাদের কোন অসুবিধে হবে না কারণ আমাদের টিকিটে শোবার যায়গার নম্বর দেওয়া আছে। গাড়ীতে উঠে 'বয়কে' টিকিট দেখাতেই সে আমাদের যায়গা দেখিয়ে দিলে আর আমরা যে যার জামা কাপড় বদলে রাত্রের সুটটি পরে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করলাম।

যথা সময় রেলগাড়ী ভুস্-ভুস্ করে চলতে লাগলো। এখানে বলে রাখা দরকার যে জাপানে সর্ব্বত্র রেলগাড়ীর ইঞ্জিন বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে—সর্ব্বত্রই বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন—কিন্তু কেবল টোকিও থেকে উত্তর জাপানে যাওয়া ব্যতীত। এখানে এখনও বৈদ্যুতিক লাইন হয় নাই—আশা করা যায় যে অতি শীঘ্রই এদিকেও বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা রেলগাড়ী চলবে। ভোর পাঁচটার সময় রৌদ্র এসে পড়ায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে পড়লাম—হাত মুখ ধুয়ে 'বয়'কে ডেকে চা খাবার ব্যবস্থা করা গেল। বেলা যখন ছয়টা তখন রেলগাড়ী-টাকে দুটো ইঞ্জিনে টানতে লাগলো—কারণ এই জায়গাটী পার্ব্বত্য ভূমি। এইভাবে দু'ধারে শস্য শ্যামলা ক্ষেত পেরিয়ে সাড়ে সাতটার সময় 'মাৎসুসিমা' নামক যায়গায় নেমে পড়লাম। ষ্টেশনটী খুবই ছোট—আর তার আশে পাশে বাড়ীর নাম গন্ধও নেই—কেবল রয়েছে কয়েকটা মোটর গাড়ী আর বাস্। আমরা পাঁচজন তাই মোটর গাড়ীতে যাওয়াই সুবিধে ভেবে একটা গাড়ী ঠিক করলাম যে আমাদের 'মাৎসুসিমা' হোটেলে নিয়ে যাবে। প্রায় পাঁচ মাইল রাস্তা আর মাত্র একটাকা দক্ষিণা। এবার মোটর গাড়ী ষ্টেশন ছেড়ে শস্যশ্যামলা মাঠ ছেড়ে একটা ছোট সহরের ভিতর দিয়ে চলল। এই ছোট সহরটী পেরিয়ে আবার সেই সবুজ মাঠের ভেতর দিয়ে কিছুদূর গিয়ে—'মাৎসুসিমা' হোটেলে এসে

পৌঁছুলাম। এই 'মাৎসুসিমা' সহরটীও খুবই ছোট। যাহোক হোটেলের কর্ত্রী এসে খুব আপ্যায়িত করে আমাদের একটা ঘরে নিয়ে গেল—আমরা জামা কাপড় ছেড়ে স্নান করবার ব্যবস্থা করতে লাগলাম আর ইতিমধ্যে তাকে চা তৈরি করতে বলা হোল। যথাসময় স্নান করে এবং চা খেয়ে আমরা 'মাৎসুসিমা' দেখবার জন্য বাহির হইলাম।

'মাৎসুসিমা' জায়গাটী দ্বীপের জন্য বিখ্যাত। প্রকৃত পক্ষে এই সহরটী প্রশান্ত মহাসাগরের পারে অবস্থিত কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগর আর 'মাৎসুসিমার' মধ্যে প্রায় তিনশত খুব ছোট ছোট দ্বীপ আছে। এদের দৃশ্য এত সুন্দর যে তাই দেখবার জন্য অনেক বৈদেশিক পরিদর্শকের আবির্ভাব হয়। হোটেল থেকে বেরিয়ে সামনেই সেই জলাকার ভূমি এবং কয়েকটা দ্বীপও বেশ দেখা যায়। সেখানে গিয়ে একটা মোটরবোট ঠিক করা গেল যে আমাদের এই সমস্ত দ্বীপগুলিকে ঘুরিয়ে দেখাবে। প্রায় চারঘণ্টা সময় লাগে আর দক্ষিণা চাইলে ছটাকা। তাতেই রাজী হয়ে আমরা বোটে উঠে পড়লাম আর বোটও ছেড়ে দিলে। এই দ্বীপগুলির কয়েকটা একটু বড় আর কয়েকটা এত ছোট যে দ্বীপ না বলে এদের সমুদ্রের উপরে পাথরের ঢিপি বল্লেই ভাল ভাবে বলা হয়।

বোটতো ছোট বড় সবরকমের দ্বীপের পাশ দিয়ে চা'ল আধঘণ্টা পর একটা বড় পাহাড় শুদ্ধ দ্বীপের পাশে এসে দাঁড়াল। এই পাহাড়ের উপর থেকে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য নাকি খুব সুন্দর দেখতে পাওয়া যায়। বোট ছেড়ে দিয়ে দ্বীপে নামলাম—উপরে যাবার জন্য বেশ সুন্দর বাঁধান সিঁড়ি রয়েছে তাই ধরে উপরে উঠে গেলাম। খুব বেশী উচু নয় তবে পাঁচশত ফিট্ হবে। উপরে উঠে যা দেখলাম তা সত্যই মনোহর। চতুর্দ্দিকে জল আর জল—প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউগুলি এক একটা ঐ দ্বীপের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যে লাফিয়ে উঠ্‌ছে তাতে সূর্য্যের রশ্মি পড়াতে ঠিক যেন রূপার মত দেখাচ্ছে। আর ছোট ছোট দ্বীপগুলি দেখাচ্ছে আরো চমৎকার– কোনটা দেখতে বেঙের মত কোনটা ঠিক যেন সাপ ফণা তুলে আছে, কোনটা গাছের মত আর কোনটা ঠিক যেন বুদ্ধদেব বসে করজোড়ে ধ্যান করছেন। দ্বীপ বলে আগে থেকে জানা না থাকলে এদের সাপ বা বেঙ বা বুদ্ধদেব বলে ভ্রম হওয়াটা মানুষের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। যাহোক এইভাবে এতক্ষণ ধরে সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে গেলে আর অন্য কিছু দেখা হবে না—এবার ফিরতে হবে। ফিরতে গিয়ে দেখি যে সেই পাহাড়ের চুড়ার একপাশে একটী ছোট দোকান রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখি যে দোকানে চা বিস্কুট কেক্ প্রভৃতি পাওয়া যায় আর সেখানে বসে আছে ১০।১১ বৎসরের একটী ছোট মেয়ে। একা বসতে দেখে আমাদের বড় কষ্ট হোল—আরোও কষ্ট হ'ল যে সেখানে আর কোন পরিদর্শক নেই তাই এই মেয়েটীর বোধহয় আজ আর কিছু বিক্রী হবে না তাই আমরা গিয়ে কিছু চা বিস্কুট কেক্ কিনে তাকে গলধঃকরণ করে পাহাড় থেকে নেবে পড়লাম।

এসে দেখি বোটের কর্ত্তা আমাদের পথ পানে হাঁ করে বসে আছে। তাড়াতাড়ি আমরা বোটে উঠলাম। আর সেও বোট ছেড়ে দিল। আবার বোট ছোট বড় দ্বীপের পাশ দিয়ে চলতে লাগলো। এইসব বড় দ্বীপের কোন কোনটাতে ছোট ছোট থাকবার বাড়ী আছে। এ জায়গায় যে সব লোকজন থাকে তাদের পেশা মাছ ধরা আর তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই ছোট ছোট নৌকা আছে—সে সব নৌকা পেট্রলের ইঞ্জিনে চলে। যখনই আমরা কোন জেলের বাড়ীর পাশ দিয়ে বা নৌকার পাশ দিয়ে যেতাম—তখনই আমরা সকলে মিলে চিংকার করে তাদের কিছুনা কিছু বলে অভিবাদন করতাম আর তারাও বেশ আনন্দের সহিত প্রত্যুত্তর দিতো। আর দু'এক জায়গায় থেমে বেশ একটু গল্পও করে নিয়েছিলাম তাদের মধ্যে কেউ আবার দুএকটা মাছ উপহার দিতে চেয়েছিল—কিন্তু আমাদের উপায় না থাকায় ধন্যবাদের সহিত ফেরৎ দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। এইভাবে কিছুক্ষণ যাবার পর প্রশান্ত মহাসাগরে এসে কিছুক্ষণ দোলনা খেয়ে আবার 'মাৎসুসিমা' হোটেল অভিমুখে রওনা হলাম। আবার সেই সাপ বেঙ বুদ্ধদেবের পাশ দিয়ে কোন সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে বেলা দেড়টার সময় হোটেলে ফিরে এলাম।

ক্ষিধেয় তখন পেট জ্বলছে—হোটেলের কর্ত্রীকে তাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি করে খাওয়া শেষ করে একটু নিদ্রাদেবীর আরাধনা করা গেল। উঠে দেখি চারটে বেজে গেছে—কিন্তু আমাদের ট্রেন পাঁচটায়। তাই আর কোন কথাবার্ত্তা না বলে জামা কাপড় পরে নিয়ে —হোটেল থেকে বেরিয়ে গেলাম—এই আশে পাশের দোকান থেকে কিছু 'মাৎসুসিমার' ছবি কিনতে। সব কেনা শেষকরে হোটেল থেকে বিদায় নিয়ে যখন ষ্টেশনে এলাম তখন আর মাত্র চার মিনিট বাকি। আমাদের টিকিট আগেই কেনা ছিল তাই গাড়ী আসতেই উঠে পড়লাম।

এবার গাড়ী চ'ল্ল—আরও উত্তরে—। ক্রমশঃ

বাউলের প্রার্থনা

—শ্রীছায়াময় বসু।

দৃষ্টিহারা অন্ধ আমি মুক্ত কর তোমার দ্বার
জীবন পথের ক্লান্ত পথিক রক্তরাঙ্গা চরণ তার।
অঙ্গভরা কাঁটার ব্যথা, চক্ষে তাহার অশ্রুধার
তপ্তশ্বাসে বুকটি ভরা, যুগান্তরের দুঃখভার।
দৃষ্টিপ্রদীপ দাও জ্বালিয়ে, মুছিয়ে দেখাও চোখের জল
তোমার স্নেহের পরশ লাভে ক্লান্ত হিয়া হোক সবল।
মনের কোণের যতেক ব্যথা গুমরে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে
প্রেমের ঠাকুর লুপ্ত কর, মুক্ত কর সঙ্গোপনে।
জীবন ভরে ব্যর্থ পথিক, ছু'টল যে হায় তোমার তরে
দুঃখকে যে হাসিমুখে ক'রল বরণ ধৈর্য্যভরে।
প্রাণের গানে মাতলো বাউল, ঘুরলো সারা দেশ বিদেশ
বাজিয়ে বেতাল বেসুর বীণা, কাতর স্বরে ডা'কল শেষ।
"বন্ধু আমার শক্তি গেছে, হারিয়ে গেছে প্রাণের সুর
দিনের আলো নিভলো আমার, পথের শেষ আর কত দূর
অসহায়ের ডাকটি শোন, সখাই যদি হওগো তুমি
ভক্ত তোমার ধূলায় লুটায়, রক্তে তাহার ভিজলো ভূমি।
কণ্ঠভরা তাহার তৃষা, অতৃপ্ত তার মনের ক্ষুধা,—
সরস কর, তৃপ্ত কর, বহাও তোমার প্রেমের সুধা।

———

ক্যাম্পের ডায়েরী

'ভজ নিতাই' বলে আবার বেরিয়ে পড়লাম আমাদের গ্রুপ ক্যাম্পের উদ্দেশে। আগে হতেই সমস্ত ঠিকঠাক করা ছিল ১৬শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টার সময় হাওড়ায় গিয়ে ট্রেনে চেপে বস্‌লাম। ভদ্রেশ্বর ও মানকুণ্ডুর মধ্যে তেলেনি পাড়া বলে একটা জায়গা আছে সেইখানেই আমাদের ক্যাম্প হবে ঠিক হয়েছিল। এর আগে একদিন আমরা কয়েকজন আমাদের গ্রুপ স্কাউট মাষ্টারের সঙ্গে গিয়ে জায়গাটা দেখে এসেছিলাম তাই পথ ঘাট আমাদের সবই প্রায় চেনা। ভদ্রেশ্বর ষ্টেসনে নেমে পড়লাম। গরুর গাড়ীতে মাল-পত্র চাপিয়ে আমরা সবাই গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর দিয়ে অন্ধকারে মার্চ্চ করে ক্যাম্পের দিকে চল্লাম। ভদ্রেশ্বর ষ্টেসন হতে আমাদের ক্যাম্প বড় জোর আধঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের রাস্তা। কিন্তু এক ঘণ্টা সমানভাবে মার্চ্চ করেও আমাদের ক্যাম্পের পাত্তা পাওয়া গেল না। আমাদের এসিষ্টাণ্ট স্কাউট মাষ্টার অরুণদা আমাদের পথ প্রদর্শক হয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, অনুসন্ধানে জানা গেল তিনি আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন ভুল পথে, আর একটু হলেই আমরা ক্যাম্পে না গিয়ে সোজা আমাদের হেড-কোয়ার্টারস্ কোলকাতায় ফিরে যাচ্ছিলাম আর কি? তাই কাবেরা পরের দিন ক্যাম্পফায়ারে গেয়েছিল—

"এবার মোদের ক্যাম্পে ও ভাই মজার অন্ত নাই
ভদ্রেশ্বরের ষ্টেসন থেকে কোথায় যাবি আয়
অরুণ দাদা বেজায় পাকা রাস্তা ঘাটে ভাই
তাই অন্ধকারে শ্মশান ঘাটে সোজা নিয়ে যায়—"

তখন আবার এবাউট টার্ণ। এবার খানিক দূর আসতেই আমাদের ক্যাম্প দেখা গেল। রাত ৯টার সময় আমরা ক্যাম্পে পৌঁছিলাম। আমরা সবশুদ্ধ ছিলাম পঁয়ত্রিশ জন, ৭ জন কাব, ১৬ জন স্কাউট আর ১২ জন রোভার ও অফিসার। ক্যাম্পচিফ্ হলেন আমাদের গ্রুপ-স্কাউট মাষ্টার শ্রীঅপূর্ব্ব চরণ মুখোপাধ্যায় আর ডেপুটী ক্যাম্পচিফ্ হলেন স্কাউট মাষ্টার শবাসনা প্রসাদ চৌধুরী। সমস্ত স্কাউটদের তিনটে পেট্রলে ভাগকরে দেওয়া হল—শিবাজী, রণজিৎ আর প্রতাপ শিবাজীর পেট্রল লীডার হয়েছিলাম আমি আর রণজিৎ ও প্রতাপের পেট্রল লীডার যথাক্রমে—পেট্রল লীডার ভূপেন্দ্র ব্যানার্জ্জী ও উমাশঙ্কর দত্ত। প্রত্যেক পেট্রলে পাঁচজন করে স্কাউট ছিল আর কাবেদের একটা আলাদা ভাগ করে দেওয়া ছিল। সেদিন সাড়ে দশটার মধ্যে কিছু খেয়ে নিয়ে আমরা শুয়ে পড়্‌লাম। আমরা যে বাড়ীতে থাক্‌তাম সেটা খুব বড় বাড়ী। তার সামনের দিকটায় কাবেরা ও ক্যাম্প অফিসাররা থাক্‌তেন আর ভেতর দিকটায় থাকতাম আমরা স্কাউটরা ও রোভার্সরা। সুতরাং খুবই সুবিধা। সেদিন লাইটস্ আউটের পর আমরা খুব হৈ চৈ করলাম কিন্তু মুখ শুকিয়ে উঠল পরদিন ক্যাম্পফায়ারে কাবেদের গানে—

"মশার কামড় ভূতের নাচন সারারাতই ভাই
সকাল বেলায় জানা গেল, তারাই মোদের ভাই
ওরে তারাই মোদের ভাই।"

আজ মহালয়া সকাল বেলায় ঘুম হতে উঠে হাত মুখ ধুতে না ধুতেই নরেশদার (যাত্রীর Majumder San ইনি সম্প্রতি জাপান হতে ফিরেছেন) Physical Jerkএর whistle, কোনরকমে 'Scout Smiles and whistles' করে Rankএ দাঁড়ালাম। কিন্তু তখন মনে হচ্ছিল কাবেদের ক্যাম্পফায়ারের গানটা—

"সকাল বেলা 1, 2, 3, 4,
এ যে বিষম দায়"

তারপর চা; সেদিন Duty Patrol যা চা করেছিল তা খেয়ে মনে হচ্ছিল—

"গঙ্গাজলে রুটী ভিজিয়ে
জ্যামের গন্ধ পাই।"

সেই চা বা গঙ্গাজল খেয়ে নিয়ে আমরা Inspectionএর জন্ম তৈরী হয়ে নিলাম। Flag Hoistingএর পর Camp Chief আমাদের মোটামুটি ক্যাম্পের প্রোগ্রাম বুঝিয়ে দিলেন। তারপর আমরা যে যার instruction classএ চলে গেলাম। ঘণ্টা দুই ক্লাশের পর Ration bugle বেজে উঠল। ক্যাম্পে প্রত্যেক পেট্রলকে আলাদা cooking করতে হত। তাই আমরা যে যার নিজেদের Ration এনে রান্না চাপিয়ে দিলাম। বেলা বারটার সময় আমরা রান্না শেষ করে স্নানের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলাম। কাছেই গঙ্গা আমরা ভেবেছিলাম গঙ্গাতেই আমাদের স্নান হবে, কিন্তু সি, সি, এসে বল্লেন গঙ্গায় স্নান অসম্ভব, সকলকে কলে স্নান করতে হবে আমাদের এত আনন্দ সব উবে গেল মনে হল—

"গঙ্গাস্নানে পূণ্য আছে শাস্ত্রে লেখা ভাই,
আর কলের তলায় কাকস্নানে কিছুই লেখা নাই।
ও ভাই কিছুই লেখা নাই॥"

কোনরকমে কলের তলায় কাকস্নান করে নিয়ে আমরা খেতে বসে গেলাম। খাওয়া শেষ করে compulsory rest জিনিষটা কি তা পোড়া ডেক্‌চি মাজতে মাজতে বেশ বুঝতে পারতাম। বিকালবেলা চা ও রুটী খেয়ে মাঠে খেলতে যেতাম। কাবেদের ও স্কাউটদের খেলা আলাদা আলাদা জায়গায় হত। বেশীর ভাগই হত স্কাউটিং গেমস্—কোন কোনটা খেলা patrol competition হিসাবে হত। সমস্ত খেলা আমাদের ভাল লাগ্‌ত। খেলার পর আবার আমরা Ration নিয়ে রাঁধতে যেতাম তারপর ৯টার সময় খাওয়া দাওয়া শেষ করে নিয়ে campfireএর চারধারে গোল হয়ে বসতাম। প্রথম দিনে কাবেদের কোরাস, শিবাজী পেট্রলের কমিক ও হরিদাসের বুলবুল ভাজা, প্রতাপের 'ম্যালেরিয়ার বন্দনা ও রণজিতের ডুয়েট গান—'বাস কোথাকে পথিক' প্রভৃতি খুব ভাল হয়েছিল। ৯-৪৫

মিনিটের সময় campfire শেষ করে আমরা শুয়ে পড়তাম রাত্রি ১০টায় Lights out.

তারপর দিন সকাল ৫টার সময় Revellieর অশ্রাব্য আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। সেদিন Duty ছিল প্রতাপের। সকালবেলা physical jarkএর পর চা খাওয়া সেরে নিয়ে inspectionএর জন্য প্রস্তুত হলাম। inspectionএর সময় গত কালের পয়েন্টস বলে দেওয়া হল। প্রথম শিবাজী ৩৭½ দ্বিতীয় রণজিৎ ৩৫½ ও প্রতাপ ২৪½ পেল। ক্যাম্পের নিয়ম অনুসারে camp flag শিবাজীকে দেওয়া হল।

সেদিন ক্লাশ ও রান্নার পর আমাদের আর কলের তলায় স্নান করতে হল না। সেদিন সি, সি, আমাদের সঙ্গে করে একটা মস্ত বড় পুকুরে নিয়ে গেলেন। সেইখানেই আমরা সেদিন এবং বাকি কয়দিন স্নান করলাম। পুকুরে স্নান করতে পাওয়ায় আমাদের এত আনন্দ বেড়ে গেল যে স্নান করে খেতে গিয়ে ৩৪ জনে ৬১৭ জনের খাবার খেয়ে ফেললাম। ভাগিস্ সেদিন Quartermasterএর storeএ Dutt Bakeryর অনেক রুটী মজুত ছিল, তাই রক্ষে নইলে হরি মট্‌মটি! তারপর সেদিন আর বিশেষ কিছু ঘটে নাই। সেই বিকালে চা ও রুটী খেয়ে খেলা, রাত্রে রান্না আর ৯টার সময় campfire। তবে আজকের campfireএ একটু নুতনত্ব ছিল। সমস্ত camperদের চারটে দলে ভাগ করে দেওয়া হল। প্রত্যেক দলের লীডারদের হাতে একটা করে মশাল। সকলে একসঙ্গে "আগুন আমার ভাই, আমি তোমারি জয় গাই" এই গানটা গাইতে গাইতে সমস্ত campfireএর জায়গাটা একবার গোল হয়ে ঘুরে এসে লীডাররা একে একে এক একটা ইংরাজী শ্লোক বলে তাদের মশালের আগুনে ক্যাম্পফায়ারের আগুন জ্বালিয়ে দিলে। জিনিষটা এত ভাল হয়েছিল যে শেষদিন যখন অনেক স্থানীয় ভদ্রলোক আমাদের ক্যাম্প-ফায়ার দেখতে আসবে তখন আমরা এমনি করে ক্যাম্পফায়ারটা জ্বালাব বলে স্থির করলাম। সেদিন ক্যাম্পফায়ারে আরও একটা জিনিষ হল—Scout Laws in Tableaux সেটাও খুব সুন্দর হয়েছিল। ক্যাম্পফায়ার শেষ হতে একটু রাত হওয়ায় আমরা তাড়াতাড়ি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। উঠলাম পরের দিন ভোর ৫টায়, Revellieর আওয়াজ শুনে।

আজ ২৯শে সেপ্টেম্বর শিবাজী পেট্রলের duty ছিল। আজকে inspectionএর পর প্রতাপকে Flag দেওয়া হল Best patrol তারা, পেয়েছিল ৫০, আর এক চোখ কাণা রণজিৎ আজও এক পয়েন্টের জন্য সেকেণ্ড রয়ে গেল।

আজ দুপুর বেলা হুগলির Dt. Magistrate আমাদের camp inspection করতে এসেছিলেন। তিনি আমাদের camp দেখে খুব সুখ্যাতি করলেন।

অন্যদিন আমাদের রুটী ও চা দেওয়া হত। কিন্তু আজ আমরা পেলাম চা ও হালুয়া। চা ও হালুয়া খেয়ে অন্যদিনের মত আমরা খেলতে গেলাম। খেলার পর আবার রান্না। আজ মাংস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি রান্না খাওয়া শেষ

করতে হল কারণ আজ campfire আরম্ভ হল সাড়ে আটটায়। আগামী কাল আমাদের শেষ ক্যাম্পফায়ার এবং কালকেই অনেক ভদ্রলোক আমাদের ক্যাম্পফায়ার দেখ্‌তে আসবেন সেইজন্য আমাদের একটু তৈরী হয়ে নেওয়া দরকার।

পরের দিন ৩০শে সেপ্টেম্বর আমাদের ক্যাম্পের শেষদিন, কাবেরা আজ ক্যাম্পের duty patrol ছিল। সকালবেলা চা খেয়ে inspectionএর পর আমরা Jute Millএ কি করে চট বোনে তা দেখ্‌তে গেলাম। আজ Best patrol রণজিৎ ৫০, আর শিবাজী সেকেণ্ড ৪৫।

এখানে তিনটে Jute Mill আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হল Victoria Mills আমরা march করে Millএ গেলাম সেখানকার সাহেব আমাদের সঙ্গে করে সমস্ত জিনিষ বুঝিয়ে দিলেন। আস্‌ছে মাসের যাত্রীতে তোমরাও তা জান্‌তে পারবে। Jute Millএর একটা Steam Launch আছে তাঁরা সেটা আমাদের ব্যবহার করবার জন্য ছেড়ে দিলেন। আমরা তাঁদের স্কাউট প্রথায় ধন্যবাদ জানিয়ে Launchএ উঠে বসলাম Launch গঙ্গার বুকের উপর দিয়ে সোজা ছুটতে লাগল। ওঃ সেদিন যা আনন্দ হচ্ছিল ; মনে হচ্ছিল যদি এইরকম ভাবে স্কাউটিং করতে পাই তাহলে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সারাদিন রাতই স্কাউটিং করি। গান গাইতে গাইতে, চিৎকার করতে করতে আমরা সমস্ত Launch খানাকে সরগরম করে রাখ্‌লাম। প্রায় ২॥০ ঘণ্টা ঘুরে বেড়াবার পর আমরা আবার আমাদের ক্যাম্পে ফিরে এলাম। সেদিন আর আমাদের রান্না বান্না কিছুই কর্‌তে হল না। আমাদের Host শ্রীযুক্ত অমিতাভ কুমার ব্যানার্জ্জী সমস্ত ঠিক করে রেখেছিলেন। অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল বলে আমরা তাড়াতাড়ি স্নান ও খাওয়াদাওয়া শেষ করে নিয়ে camp fireএর জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। Launchএ খুব বেশী রকম চিৎকার করাতে সকলেরই প্রায় গলা বসে গেছে কিন্তু তবুও রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ করে ৯টার সময় campfire আরম্ভ করা হল। ওখানকার কতকগুলি গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও Jute Millএর সাহেবরা আমাদের ক্যাম্পফায়ার দেখতে এসেছেন। "আগুন আমার ভাই" এই গানটি গেয়ে আমরা সবাই গোল হয়ে দাঁড়ালাম। লীডারদের হাতে এক একটি মশাল ছিল, তাঁরা এক একজন এক একটি ইংরাজি শ্লোক বলে সেই মশাল দিয়ে—campfireএ আগুন ধরিয়ে দিলেন। তারপর সি, সি, এসে ক্যাম্পফায়ার open করে দিলেন। তারপর আমাদের ক্যাম্পফায়ারের প্রোগ্রাম আরম্ভ হল। Scout Law in Tableaux, Vitamin, হরিদাসের বুলবুল ভাজা, রধা রধা কউচি প্রভৃতি কমিক গান খুব ভাল হয়েছিল। সকলেই আমাদের খুব সুখ্যাতি করলেন। সেদিন ক্যাম্পের শেষদিন বলে Lights Out হল না। আমরা কয়েকজন মিলে সারারাত Tenderfoot class কর'লাম। সকালে উ'ঠে জিনিষ পত্র গুছিয়ে নেবার পর inspection হ'ল। আজকে inspectionএর সময় ঘোষণা করা হ'ল শিবাজী ও রণজিৎ পেট্রল উভয়েই Bracketed first হ'য়েছে। রণজিতের

পেট্রল লীডার শিবাজীকে flag ছে'ড়ে দিতে রাজী হ'লে শিবাজীকে flag দেওয়া হ'ল। তারপর আবার জিনিষপত্র গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে ষ্টেসনের দিকে চল্লুম। ট্রেণ আসতে কিছু দেরী থাকায় অরুণদা আমাদের কতকগুলো ফটো তুললেন। তারপর ট্রেণে উঠে বাড়ীর দিকে পাড়ী মারলুম। হাওড়ার ষ্টেসনে নেমে বাসে উঠলুম আর বেলা সাড়ে দশটার সময় বাড়ীতে ফিরলুম।

কালিকা রায়।
পেট্রল লীডার
২য়।২য় কলিকাতা গ্রুপ।

প্রভাত

——শ্রীকালীপদ খাঁ।

আজি নিশার শেষে
ওপার হ'তে কি গান আসে ভেসে!
উদয় আকাশ রঙীণ হ'ল,
হাস্‌ল রবির অরুণ আলো,
জাগার সুরটী মুখর আজি
পাখীর কণ্ঠে এসে।

কিরণের পাখা মেলে
ধরার মাঝে কে আজ এলে?
অরুণ টীকা ললাট'পরে,
চরণে ফুল থরে থরে,
পবন গন্ধে মাতাল হ'ল
তার অঙ্গ পরশে।
আনম নয়ন হরষ-ভরা,
চিনেছি প্রভাত যে সে।

সোয়া

—নরেশ চন্দ্র মজুমদার।
দ্বিতীয় কলিকাতা বয়স্কাউট সঙ্ঘ।

পুরাকালে জাপানের কোন সহরের প্রধান ব্যক্তি সোয়া নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু আজকাল আর ঐই নামটী শোনা যায় না কারণ সোয়ার পরিবর্ত্তে 'মেয়র' নামটীই ব্যবহৃত হয়। কিছুদিন আগে সমগ্র জাপানের একটী প্রদর্শনী হয় তাহাতে সোয়া নামক একটী মুর্গী পাখীদের মধ্যে প্রথম পুরস্কার পায়। জাপানের অন্তর্গত 'কোচী' প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট হইতে এই পাখীর ভরণপোষণের জন্য বাৎসরিক পনের ইয়েন বা বার টাকা দেওয়া হয়। যাহাতে এই প্রকারের পাখীর আদর আরও বর্দ্ধিত হয় কারণ এই প্রকার পাখী জাপান ভিন্ন অন্য দেশে আর নেই আর সমস্ত জাপানে এইরূপ মাত্র চোদ্দটী আছে। এই টাকাটী দেওয়া হয় একসর্ত্তে যে যদি এই পাখী কখনও বিক্রী করা হয় তবে প্রাপ্ত সমস্ত টাকা ফেরৎ দিতে হবে এবং তার উপরে কিছু দক্ষিণা। ইহা করার মানে যে যেন এই পাখী জাপানের বাহিরে না যায়—যাহাতে জাপানের নিজস্ব থাকে। এই প্রকারের মুর্গীর আয়ু প্রায় নয় বৎসর।

এই অদ্ভুত মুর্গীর লেজ প্রায় বাইশ ফিট লম্বা আর সমস্ত শরীরটা একেবারে সাদা। গত একশত বৎসর ধরে অতি যত্নের সহিত সাধারণ মুর্গী এবং অন্যান্য সুন্দর পাখীদের এক সঙ্গে রেখে এবং অনেক চেষ্টার পর এই রকমের অদ্ভুত পাখীদের সৃষ্টি। জাপানে চোদ্দটী ভিন্ন আর পৃথিবীর কোথাও এইরূপ মুর্গী বা পাখী নেই। এদের লেজের মধ্যে পাঁচটী বা ছয়টী প্রায় বাইশ ফিট লম্বা—আর তাহা ছাড়া আরও লেজ আছে তবে সে সব ছোট ছোট যথা চার বা পাঁচ ফিট মাত্র। এই সকল পাখী কেবল জাপানের 'কোচী' প্রদেশে পাওয়া যায় আর এদের নাম 'টোসা মুর্গী' সব শুদ্ধ প্রায় পনের থেকে চব্বিশটী লেজ হয়। এই পাখীদের ছোট খাঁচায় রাখা হয় এবং লেজগুলিকে বাহিরে বার করে দেওয়া হয়। আর দিনে দুবার পাখীগুলিকে খাঁচা থেকে বার করে আধঘণ্টা একটু বেড়াতে দেওয়া হয়। এবং তখন একজন সেই লম্বা লেজগুলিকে তুলে ধরে যাহাতে তাহা নষ্ট না হয়। আর মাসে দুবার এই পাখীদের গরমজলে স্নান করান হয়। বৎসরে এই পাখীরা ত্রিশটা করে ডিম দেয়। ইহাদের খাদ্য চাল—ছোট ছোট জ্যান্ত মাছ—আর বেশী করে জল।

এইরূপ অদ্ভুত একটী মুর্গী তোমাদের কি দেখতে ইচ্ছে করে না? যার শরীর একেবারে সাদা আর যার লেজ বাইশ ফিট লম্বা? আশ্চর্য্য নয় কি?

ইয়োকোহামা—জাপান।

চীন জাপান—

এ খেলাটি খেলতে হলে প্রথমে ছেলেদের ছুটি দলে ভাগ করে ফেলতে হবে, একদল হবে চীন আর একদল জাপান। খেলার জায়গার মাঝখানে ২টী ১ গজ অন্তর পাশাপাশি লাইন কাটতে হবে তারপর এক একটি দল একটি লাইনের উপর সামনাসামনি হয়ে দাঁড়াবে। তারপর স্কাউটমাষ্টার 'চীন" কিংবা "জাপান" একটি নাম উচ্চারণ করবেন ও তারা বিপক্ষ দলকে আক্রমণ করবে, বিপক্ষদল আক্রমণকারীর নাম শুনেই পিছন ফিরে নিজেদের দিকের নির্দ্দিষ্ট লাইনের দিকে ছুটে যাবে—নির্দ্দিষ্ট লাইন পার হবার আগে যদি বিপক্ষদল ছুঁয়ে দিতে পারে তাহলে সে বন্দি হবে ও পরেরবার থেকে বিপক্ষ দলের হয়ে খেলবে।

৫ মিনিট খেলবার পর দেখ কোন দলে কত জন আছে—যাদের বেশি থাকবে তারা জিতবে।

দুর্গ জয়—

প্রথমে একটা ২০ ফুট diameter circle মাঠের উপর কর ও তার মাঝে তিনটা লাঠি দিয়ে একটা ট্রাইপড় করে দাঁড় করিয়ে দাও—এই ট্রাইপড়টাই হচ্ছে দুর্গ আর একটী পেট্রল থেকে স্কাউটকে সেটা রক্ষা করতে দাও। তারা circleএর ভিতর যেখানে ইচ্ছা থাকতে পারে কিন্তু দুর্গ ছুঁতে পারবে না। এবার বাকি স্কাউটদের circleএর বাহিরে চারিধারে দাঁড় করিয়ে দাও ও তাদের হাতে একটা ফুটবল দাও—এই বলটা দিয়ে তাদের এই দুর্গটাকে মাটিতে ফেলে দিতে হবে যত বারে হয় কিন্তু পা দিয়ে মারতে পারবে না। এখন স্কাউটমাষ্টার বাঁশী বাজালেই খেলা আরম্ভ হবে। প্রত্যেক পেট্রল ৫ মিনিট করে রক্ষা করবার সময় পাবে। যারা ঐ সময়ে বিপক্ষদের হাত থেকে দুর্গ রক্ষা করতে পারবে তারা জিতবে—দেখ কারা জিতে!
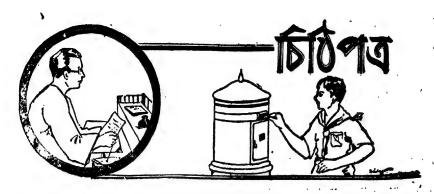
ভাই মুকুল—

এই মাত্র তোমার একখানি পত্র পাইলাম এবং জানিলাম তুমি একজন পেট্রোল লীডার হইতে চলিয়াছ। তুমি দুই বৎসর স্কাউটিংএ যোগদান করিয়াছ এবং এতদিন নিশ্চয়ই এই পদের উপযুক্ত হইয়াছ। জানিও তোমার এই পদপ্রাপ্তির প্রস্তাবের মূলে একটী অতি মহৎ জিনিষ অবস্থিত—সেটী তোমার স্কাউটমাষ্টারের তোমার প্রতি বিশ্বাস (আস্থা); এখন তোমার স্কাউট মাষ্টারের এই বিশ্বাস সত্যে পরিণত করা সম্পূর্ণ তোমার উপর নির্ভর করিতেছে।

তুমি একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পেট্রোল তৈয়ারি করিতে মনস্থ করিয়াছ—অতি উত্তম কথা, কিন্তু মনে রাখিও যে কাজটী ক্ষুদ্র হইলেও কষ্টসাধ্য, তবে যে একজন নেতা হইবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতেছে ইহা তাহার উপযুক্ত আদর্শ বটে।

কর্ম্মের সফলতা অপেক্ষা উহার প্রতি আন্তরিক চেষ্টার ও একাগ্রতার উপরই মনুষ্য জীবন গঠনের অধিকাংশ নির্ভর করে। যদি তুমি একনিষ্ঠ ভাবে কঠোর পরিশ্রম কর কর্ম্মসিদ্ধি তোমার করতলগত, কিন্তু কর্ম্মের ফলাফলের প্রতি তোমার, আকর্ষণ থাকা আদৌ উচিত নয়।

চেষ্টাই মানুষের কর্ম্মশক্তি আনয়ন করে কিন্তু কর্ম্মের ফলাফল লাভে অধিক মনো-নিবেশ করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অহঙ্কার সৃষ্টি হয়।

এখন তুমি যখন নেতৃত্ব করিতে যাইতেছ প্রথমেই তোমায় দেখিতে হইবে কাহাদের উপর তুমি নেতৃত্ব করিতে যাইতেছ এবং কাহারাই বা তোমার অধীনে কার্য্য করিবে। মনে কর তোমার পেট্রোলটী কাঙ্গারু পেট্রোল, সেখানে তুমি ছাড়া আরও ছয়জন বালক আছে এবং তাহাদের পথ দেখাইয়া দিলে তাহারা সুন্দরভাবে লাফাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে কয়েকজন কাঙ্গারু বিক্ষিপ্তভাবে লাফাইয়া চলিতেছে তখন প্রথমেই ইহাদের দলপতির নিজ অপেক্ষা অধিকতর বিজ্ঞ কোন স্কাউটের হাতে দলপতির ভার অর্পণ করিয়া আরও কিছুদিন উহাদের সহিত লাফান অভ্যাস করা উচিত।

সুতরাং পেট্রোললীডার হিসাবে তোমার প্রধান লক্ষ্য হইবে তুমি এবং তোমার অন্য ছয়জন বালকের যথার্থ স্কাউট হওয়া এবং তোমাদের প্রধান নেতার প্রদর্শিত পথে যথাযথ ভাবে অগ্রসর হওয়া।

স্কাউট বলিতে অনেকে ভাবেন হাফ্-প্যান্ট পরিহিত মস্তকে একটী বৃহদাকার টুপিযুক্ত বালক, আবার কাহারও বিশ্বাস স্কাউট বলিতে পবিত্র এবং উদারচেতা বালক।

যখনই তুমি তোমার টেণ্ডারফুট ব্যাজ ধারণ করিয়া জগতের সম্মুখে বহির্গত হইবে তখনই তুমি ভিন্ন ভিন্ন লোকের এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধারণা অনুভব করিবে। কিন্তু এই স্কাউটিং সম্বন্ধে তোমার নিজের যদি ঠিক ঠিক ধারণা থাকে অপর সকলের, যাহার যে ধারণাই থাকুক না কেন, কোনই ক্ষতি হইবে না।

সকলেরই জানা উচিত যে স্কাউট কাহাকে বলে। যে দক্ষিণ হস্তে তিন অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে তুলিয়া নিম্নলিখিত তিনটী প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে তাহাকেই স্কাউট বলা হয়।
আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে—

১। ভগবানের প্রতি, রাজার প্রতি এবং দেশের প্রতি আমার কর্ত্তব্য করিব।

২। অপরকে সর্ব্বদা সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব।

৩। স্কাউটদের নিয়মগুলি মানিয়া চলিব।

জগতের যে কোন বালক এই প্রতিজ্ঞা লইয়া স্কাউট হইতে পারে কিন্তু ইহা ব্যতীত কেহই এই স্কাউট ভ্রাতৃসঙ্ঘে যোগদান করিতে পারিবেনা। আর আজ তুমি যখন এই কাঙ্গারুদের নেতা হইতে যাইতেছ তোমাকে তখন এই সাধারণ স্কাউট অপেক্ষা আরও অধিক জানিতে হইবে—তোমাকে সৎ স্কাউট হইতে হইবে, অসৎ স্কাউট হইলে চলিবে না। এই সৎ স্কাউট, এবং অসৎ স্কাউট বলিতে আমি এই মাত্র বলিতেছি যে—তাহারাই অসৎ স্কাউট যাহারা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে কিন্তু প্রতিজ্ঞামত কোন কার্য্য করে না আর তাহারাই সৎ স্কাউট যাহারা এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া গর্ব্ব অনুভব করে এবং প্রতিদিন প্রতিপদে উহা মানিয়া চলিতে চেষ্টা করে।

সৎ স্কাউট সর্ব্বক্ষণ তাহার প্রতিজ্ঞার বিষয় চিন্তা করে এবং যাহাতে সে ইহা বিস্মৃত না হয় সেই জন্য মনে মনে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করে। সে স্কাউটদের নিয়মাবলি ভাল-রূপে জানে এবং কেবল মনে রাখিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া উহাদের যথার্থ অর্থ কি জানিতে ইচ্ছুক হয় এবং ঐগুলি নিজ জীবনে কাজে লাগাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি নিয়মগুলির ঠিক ঠিক অর্থ না বুঝিতেছ তোমার পক্ষে সেগুলি জীবনে কাজে লাগান সম্ভবপর নয়। আরও যখন তুমি নিয়মগুলি নিজ জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে তুমি ইহাদের বিষয়ে কত নব নব তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিবে যাহা তুমি কেবলমাত্র বই পড়িয়া কখনই জানিতে বা বুঝিতে পারিবে না।

যাহা হউক তুমি একটী ভাল পেট্রোল করিতে মনস্থ করিয়াছ। ভাল পেট্রোল বলিতে গেলে বুঝায় সেখানের স্কাউটরা সব ভাল।

তুমি জানাইয়াছ যে আগামী রবিবার বৈকালে তুমি অন্য বালকদের সহিত এই প্রথম মিলিত হইতে চলিয়াছ অতি উত্তম কথা। কিন্তু ঐ দিন তুমি তাহাদের বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিও স্কাউটিং-এর যথার্থ অর্থ কি। এবং আরো বলিয়া দিও যে আইন গুলি কেবলমাত্র মুখস্ত না করিয়া ঐ গুলি জীবনে কার্য্যে লাগাবার চেষ্টা করাই তোমার একান্ত ইচ্ছা এই সঙ্গে তোমাকে জানাইয়া দিই তুমি সেদিন সন্ধ্যায় কাজ হইতে ফিরিবার পথে যে ৭০টী ব্যাজের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এখন এই নিয়মাবলি কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া দেখিতে পাইবে ঐ ব্যাজগুলির কতকগুলি পাওয়া কত দরকার।

তুমি তাহাদের আরও বলিও পথে যদি একটী ঘোড়া তাহার সাজসজ্জায় জড়াইয়া বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকে, সেখানে ঘোড়ার পিঠ চাপড়াইলে কিংবা তাহাকে কিছু খাইতে দিলে তাহাকে সাহায্য করা হইবে না।

তুমি তাহাদের বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিও যে অন্ধ কখনও অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না। মনে কর একটী স্ত্রীলোক রাস্তা দিয়া যাইতেছেন কিন্তু রাস্তার অপর পারে যাইতে তাহার সাহায্যের দরকার, এখন পথে যাইতে যাইতে তুমি নিজেই যদি এমন অন্ধ হও, যে সেই অন্ধ স্ত্রীলোকটীর অবস্থিতি যদি অনুভব করিতেই না পার তাহা হইলে তুমি তাহাকে সাহায্য করিতে পারিবে না। আরও বলিও যে সুজি, চিনি এবং ঘী দিয়া মোহনভোগ তৈয়ারী হয় এইটুকু জানিয়া রাখিলে মোহনভোগ তৈয়ারী করা যায় না, জানতে হবে কেমন করে তৈয়ারী করতে হয়।

সুতরাং স্কাউট হইতে গেলে তোমার স্কাউট নিয়মানুযায়ী কার্য্য সকল করিতে হইবে এবং ঐ কার্য্যগুলি করিতে গেলে সেগুলি বিশেষভাবে জানিতে হইবে এবং সেগুলি জানিবার মূলে শিখিবার আন্তরিক ইচ্ছা একান্ত প্রয়োজন। ঐগুলি শিখিতে গেলে তোমার স্কাউটদের ব্যাজ্ পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। প্রথমে তোমায় 'সেকেণ্ডক্লাস' ব্যাজ্ পাইতে হইবে। তারপর 'ফার্ষ্টক্লাস' এবং উহার সহিত পূর্ব্বকথিত ৭০টী ব্যাজের মধ্যে কতকগুলি পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

কোন ক্যাম্পে যদি তুমি রুটীর একটী বড় টুকরা কিংবা একটু বেশী করিয়া জ্যাম নাও অপরের অংশে একটু কম পড়িতে পারে, কিন্তু যদি এম্বুলেন্স, ব্যাজ্ কিংবা পাথ্ফাই-ণ্ডার্ ব্যাজ্ নাও তোমার পেট্রোলের কাহারও অংশত কমিবে না বরং বাড়িবে কারণ তোমার পেট্রোলের অন্য ছেলেরাও এই ব্যাজ্ লইবার চেষ্টা করিবে।

প্রিয় মুকুল—তোমার কর্ম্মতালিকা হতে বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে এখন কয়েক মাস তোমায় অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইবে কিন্তু এই প্রসঙ্গে তোমায় একটী কথা

জানাইয়া দিই যে তোমার ছেলেদের মনে এইরূপ একটা ছাপ দিবার চেষ্টা করিতে হইবে যে তাহারা যেন সর্ব্বদাই অনুভব করে যে স্কাউটদের এই প্রতিজ্ঞা এবং আইনগুলিই ইহার মেরুদণ্ড স্বরূপ। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার প্রকৃষ্ট উপায় তোমায় জানাইয়া দিই যে যখনই তোমরা এই স্কাউটিংএ অন্ততঃ পনের মিনিটের জন্য একত্র মিলিত হইবে তখনই কিছুক্ষণের জন্য এই নিয়ম এবং প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে আলোচনা করিবে।

প্রতিদিন তুমি একটী করিয়া নিয়ম লইয়া আলোচনা করিবে। প্রথমত তুমি যা বুঝিয়াছ, তোমার সামর্থ অনুযায়ী সকলকে বুঝাইয়া দিবে এবং পরে তাহাদেরও প্রত্যেককে নিজের নিজের ধারণা বলিতে বলিবে এইরূপ করিলে আইন সম্বন্ধে তোমাদের সাত জনের একটী সুন্দর ধারণা হইবে। পরদিন যখন আর একটী নিয়ম আলোচনা করিতে যাইবে তখন পূর্ব্বদিন যে নিয়মটী আলোচনা করিয়াছ তাহা পালন করিবার নূতন পন্থা কেহ আবিষ্কার করিয়াছে কিনা সে বিষয়ে সকলকে জিজ্ঞাসা করিবে।

এই প্রকারে তোমার পেট্রোলের সকলের জ্ঞান এবং ব্যগ্রতা বৃদ্ধি পাইবে এবং তোমরা এই কাঙ্গারুরা নিজেদের দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে এই নিয়মগুলি কাজে লাগাইতে সমর্থ হইবে—ইতি।

তোমার স্নেহের—
ক্ষিতিন দাদা

Scraps from the Jungle.

Brown Tip.

Wolf Children.

(Here is the story of the wolf-children found by the Rev. J. A. L. Singh near Midnapore, as told to his Cubs by Akela Leader Molony of Khargpur.)

About nineteen or twenty years ago, there was an Indian Padre who was very fond of shooting big game and was out in a very wild part of the district of Midnapore. One day he arrived at a Santal village of the edge of a huge sal forest. The people gave him a great welcome, for the Santals unlike most of the jungle people of India are always glad to see visitors. They were very glad to see him for another reason ; they said that there were **bhuts** in the forest nearby. Now a **bhut** is a ghost, so the padre asked some questions and discovered that the **bhuts** lived in a hole in the ground near some huge anthills. He had a platform built on a tree overlooking the anthills and spent a lonely night watching the hole.

Just at dawn there came by a full grown wolf, two half grown wolves, ran on all fours ; their heads were enormous. All these creatures went down the hole one after the other.

The padre went back to the village to get men to dig the wolves out, but they were too frightened to come. He went off to another village where the people knew nothing about the story of the ghosts and got a party of Santals to come with him. Bringing with them their bows and arrows and axes they began to dig. Suddenly a huge she-wolf came to the entrance snarling with teeth ready to tear them to pieces. Before the padre could stop him, one of the Santals killed the mother wolf. After some more digging, they reach the wolves' den. It was a round pit, quite smooth and very clean. In it were the two wolf cubs and the two strange creatures who snapped and snarled at them.

The Santals managed to catch both of them and the Cubs and brought them out into the daylight. Then the padre saw that the **bhuts** were two little girls ! They were very dirty ; their legs were scarred where the Cubs had bitten them in play ; They could not stand upright ; their hair was long and all matted with mud and stood out all round their heads for at least a foot. One of the little girls was about seven years old and the other about two and a half.

The padre took the two children to the village to show the people the "**bhuts**" of which they had been frightened. As he was going on a little further,

he arranged with them to look after the little girls till he came back. Needless to say, the last thing the wolf-children wanted was to stay in the village. They made several attempts to escape and could move at a terrific speed on all fours. They fed like animals, never using their hands to help themselves but putting their faces down to their plates.

The padre went on into the forest, but returned in a few days to pick up the wolf-children. When he returned he found they were in a terrible state. The villagers, who were still terrified of them, had built a fence of prickly pear bushes round them. They had only given rice and water, and the children, used to meat, were starving. The padre managed to get them back to his house, and his wife took endless trouble over them.

The younger child died, however, after she had been with them for about six months. The elder girl improved slowly. She did queer things of course at first. She used to like to have her meals with the dogs on the floor, and she used to steal meat if she got a chance. But after a great deal of care she learned to say a few words, stand upright, and use her hands when eating. She was always very fond of the padre's wife. After she was about twelve years old she learned to use about 300 words and to walk a little, though on her hands and knees was her usual way of getting about.

The padre has some wonderful photographs of her at different ages. When she was about fifteen years old she got typhoid fever—there was an outbreak of it in Midnapore that summer—and in spite of careful nursing, died. The padre told me that she learned to use more words during the time she was ill than ever before.

Promotion ?

It is not uncommon to find among Scouters the idea that Rover and Scout officers are of higher rank than Cub officers. This is wrong. The C. M. ranks equally with the S. M. and R.L., and similarly the A.C.M. with the A.S.M. and A.R.L. I mention this because many promising young Cub Officers are lost to cubbing because they think a move to the Troop or Crew is a step upward.

The Jamboree is Here

The success or failure of a Jamboree depends not only on the arrangements, publicity and programme of activities, also on the enthusiasm, efficiency and co-operation of the Scouts and Scouters attending it.

Meanwhile let every one of us who are Scouts, Rovers, Scouters or Commissioners pause a while to think and ask ourselves the following questions :—

Scouts.

1. You will be one of the largest sections represented at the Jamboree ; on your ability and co-operation depend the success of the function. Have you thought about this ?

2. Are you going to be Scouts of the I Class standard before you go to the Jamboree ? Remember what the Chief Scout has to say about Tenderfoot and II Class Scouts. If you are thinking of going to the Jamboree, be a First Class Scout at least.

3 In what way are you a useful member of the conting nt ? Are you capable enough to make a few things fit to be kept in the Scoutcraft Exhibition at the Jamboree, granting that there is to be one ? Can you take a turn at the entertainments, camfires, etc. ? Can you put your skill against the crack teams of other Districts and Provinces or States ? Well if you have not thought of these things, do so now.

4. If you meet a scout from the Punjab, U. P., Bombay, etc., what have you to give him ? Have you any hobby ? Study all about your own province, its treasures of art and sculpture and music, its temples and natural scenes, its folklore and traditions.

5. What are you going to bring from the Jamboree ? New friendships, surely. Also photographs, souvenirs, etc. Learn photography and sketching and take a camera with you. Bring back photographic mementoes and pencil and pen pictures of events which have a lifelong value to you Otherwise you may regret it in the end.

Rover Scouts.

Have you decided to go to the Jamboree ? If so, how are you going to serve the Scouts and the Organisers ? Are you good at First Aid, Pathfinding, guiding strangers, regulating traffic, correspondence, maintaining accounts, entertaining people and acting as officers in charge of enquiry departments, etc. ? The Association needs you all—every Rover Scout in India.

Scouters.

1. Is your Troop ready for the Jamboree ? Is it of First Class standard ? Remember that you want the best of your troop to be seen and not a rabble composed of a number of inefficient ragamuffins.

2. Is there any deserving poor Scout whom you would like to send to the Jamboree ? Why not suggest to the Court of Honour the earning of Funds ?

3. What about interesting the parents of your boys and inducing them to announce a competition in the shape of a free trip to a Scout or a number of Scouts in the troop to the Jamboree ?

4. As a Troop, what is your contribution to the Jamboree and to your contingent ? Prepare for new items, specialise in some handicrafts and displays and stunts.

Commissioners.

1. Are you yourself going to the Jamboree ? "Not Sure" you say and you have got other engagements.

Whom are you going to send from your District—an inefficient crowd of boys who can afford to pay or a tip-top lot of A I Scouts, some able to pay and many not able to pay ?

2. How are you going to make use of the Jamboree to push Scouting in your own area. Why not organise a Jamboree concert ? Why should you not make the Rule—that only First Class Scouts participate in the Jamboree from your district. What about Broadcasting the news of the Jambore in your district and make it the talk of the Day.

Remember you have much to gain, if a troop from your District is acclaimed as A I at the Jamboree.

Thoughts for the month from Shakespeare.

[Scissor work by Mang]

As the Sun breaks through the darkest cloud
So honour peereth in the meanest habit.

* * * *

One touch of nature makes the whole world kin.

* * * *

Let never day nor night unhallowed pass,
But still remember what the Lord hath done.

* * * *

Time is like a fashionable host
That slightly shakes his parting guest by the hand,
And with his arms outstretched, as he would fly,
Grasps in the newcomer.

* * * *

The purest treasure mortal times afford,
Is spotless reputation.

* * * *

Come what come may
Time and hour runs through the roughest day.

* * * *

Lay aside life harming heaviness,
And cultivate a cheerful disposition.

* * * *

I never did repent for doing good,
Nor shall not now.

Notes and News

—Ronen Ghose

1. The Warrants of Appointment of the following Scouters have been issued by the Provincial Headquarters :—

R. J. Pringle, I.C.S., as District Scout Commissioner, Chandpur :L. A.

Charu Chandra Ghosh as Scoutmaster, Raniganj H. E. School Troop, Asansol.

Chitta Ranjan Ray as Scoutmaster, E. I. R. Indian School Troop, Asansol.

Jogesh Chandra Gupta as District Scoutmaster, Nabinagar Local Asscn.

S. A. Haman as Scoutmaster, Bitghar H. E. School Troop, Nabinagar.

2. The following Packs, Troops Groups and Crews are registered with the Provincial Headquarters :—

Jubilee School Troop "A", Chandpur, Tipperah
" "B" "
Ghani H. E. School Troop 'A" "
" "B" "
Dwarkanath H. E. School Troop "A" "
" "B" "
Baburhat H. E. School Troop "A" "
" "B" "
Puranbazar School Troop "A" "
Hajigunge H. E. School Troop "
Mohamaya Pathsala (H. E.) Troop "
Bajapti H. E. School Troop "
Sinhergaon Govinda H. E. School Troop "
Balakhal J. N. H. E. School Troop "

3. List of Wood Badge holders in Bengal : —

Cub Wood Badge :

B. C. Studd
Sabasana Chowdhury
Anil C. Dutt
Ronen Ghose
A. C. B. Molony
W. E. French
Haridas Goswami
N. G. Mazumdar
Amiya Roy Chowdhury
R. W. Bryan
Miss G. Royds
Miss G. Brown
Monoj Khan
Nripen Deb Manna
W. J. A. Fettes

Scout Wood Badge :

A. M. Spencer
R. A. Agnew
R. W. Edmeades
E. W. McKeeman
B. C. Studd
H. E. G. Tate
J. C. H. Leicester
J. R. Robson
M. N. Hosain
G. F. Cranswick
H. D. Goswami
N. N. Bhose
A. C. B. Molony
S. P. Chowdhury
T. C. Vicary
J. A. Hollands
A. R. Westrop
L. R. W. Jacob

D. P. E. Tamby	K. F. Watkinson	K. Zachariah
C. S. Milford	J. D. W. Tytler	R. W. Bryan
Saroj Ghosh	Anukul Bhattacharya	

4. **Scoutmasters' Training Camp**: 36th Scoutmasters' Training Camp was held at the Provincial Camping ground at Ganganagar from 6th-17th September, 1935. In all 21 campers attended the Course. The campers hailed from Jessore, Tipperah, Khulna, Dacca, Howrah Burdwan, Calcutta, Mymensingh, and Twentyfour Perganas.

There was a large attendance of distinguished visitors at the Campfire of the closing night. Various items of comic skits, songs and yells were gone through with great success. Mr. N. N. Bhose, B.A. (Cantab), Bar-at-Law, General Secretary, Boy Scouts Association in India, Mr. N. G. Das, I.C.S., District Scout Commissioner, Barasét Local Association and Mr. S. M. Mallick, M.A., B.L., Advocate were pleased to join the Campfire. The Asoka Crew enlivened the Campfire with their turns at songs and carricature.

5. **Provincial Organising Secretary's Tour**: Mr. B. Bosu, the Provincial Organising Secretary toured Chandpur and Comilla during the latter part of September. He visited the troops and held a Scouters Conference at Chandpur. A combined rally of all Scouts at Chandpur was held on 26th September followed by a successful Campfire. Mr. R. J. Pringle, I.C.S. who is the District Commissioner of Chandpur attended both the rally and campfire. Mr. B. Bosu addressed a public meeting at Comilla and there he spoke on the Aims and Objects of the Scout movement. A joint rally of all the Troops and Packs was held at the Zilla School ground. Mr. E. W. Holland, I.C.S., the District Commissioner attended the rally and officiated at the Investiture Ceremony of the Scouts Mr. Saroj Ghosh the Assistant Secretary accompanied Mr. B. Bosu in his tour.

6. **Provincial Commissioner**: Mr. N. V. H. Symons, M.C., I.C.S., Provincial Scout Commissioner for Bengal has resigned his Commissionership and Mr. L. G. Pinnell, I.C.S., has been appointed by the General Headquarters for India as Provincial Commissioner in his place. We join hands with the Scouts. and Scouters of Bengal in welcoming and wishing him all success.

7. **Correspondence Openings**: (1) Patrol Leader William A. Stewart, 19, Bay Street, Woodstock, Ontario, Canada—aged 16 years (2) Scout Patrick T. Smith, 495, Edward Street, Woodstock, Ontario, Canada—aged 14 years.

8. **Old Scouts**: What are you doing to retain those who have once been members of the Movement but, who, for some reason or other are unable to be actively in touch with it now? This is a call to the Local Associations to tackle the problem and to do their best to get together, all the old Scouts within their areas. An Annual Reunion to start with will be a good idea. The pamphlet entitled "Old Scouts" published by Imperial Headquarters describes what is being done for them in other parts of the world and gives you ideas as to how to organise Old Scouts Associations, Reunions, etc.

9. **Group Camp**: The Second Group of the Second Calcutta Association had its camp at Telenipara from the 26th Sept. to the 1st Oct. 1935. Messrs. Apurba Charan Mukherjee G.S.M. and Sabasana Prosad Chaudhury acted as Camp Chief and Deputy Camp Chief respectively. The camp was attended by 7 Cubs, 15 Scouts 5 Rovers and 7 Officers. The Cubs, Scouts and the Rovers were accomodated seperately at a distance from each other. During their stay at the Camp the officials of the Victoria Jute Mills of Messers. Thomas Duff Ltd were kind enough to invite the campers to look over the workings of the Mills. The Manager and the Chief Engineer of the Mills took the boys round the Mills and explained them every details of the workings. After the boys had done with the Mills they were treated with lemonades and then taken on a Steam Launch of the said Mills for a river trip. A nice Sing-Song programme was carried on 31st evening which was attended by the local people and officials of the said Jute Mills.

10. **Cub Swimmer**: Cub B. K. Maji of Tamluk Hamilton High School Pack has come out First in Free Style Swimming at the All-Bengal Swimming Contest. We wish young Cub Maji all success.

11. The Provincial Headquarters has arranged to hold the following Training Camps at the permanent campsite at Ganganagar near Calcutta :—

(a) Scoutmasters' Beginners Course from 10th to 21st of January 1936.

(b) Cubmasters' Beginners Course from 20th to 26th of February 1936.

WOOD BADGE.

It will not be out of place here to mention what the Wood Badge stands for. It is not something of a qualification which puts you on top of your less fortunate fellow-workers. It is not a proficiency badge. It is a sign of loyalty to the Movement and its ideals. It is a badge invented by the Chief Scout which signifies that the wearer is intent on fitting himself for his Scout work by every means possible. It is therefore but reasonable that only members of the Baden-Powell Boy Scout Movement should be entitled to qualify for it and to wear it. Those outside the Movement who are interested in it may also work for it and eventually enter its ranks as Scouters. At the same time it is clear that those who belong to parallel organisations and who already owe their loyalty to such organisations cannot attend Courses with a view to qualify for the Wood Badge. The very fact that without the sanction of the District Commissioner a Scouter cannot take either Part I or II is ample proof in support of this statement.

There are also a few misconceptions to which we would like to draw attention. Some Scouters have the idea that as soon as they finish Part II, they are entitled to wear the scarf. The possession of the scarf signifies membership of the First Gilwell Park Scout Group of which the Chief Scout is the Honorary Group Scoutmaster. Membership of this Group can be obtained only by those who successfully finish Parts I, II and III and are awarded the Parchment and Beads.

Nor is it possible to complete Part III as soon as Parts I and II are done. A period of four months has to elapse from the date of the last certificate, whether for Part I or Part II, before the District Commissioner is asked to study the actual work of the Scouter and to sign the certificate for Part III, if he is fully satisfied with the work done. The Scouter then gets the Parchment and Beads, is entitled to wear the scarf and woggle and is enrolled as a member of the First Gilwell Park Scout Group.

We have thought it fit to dilate on this subject for a very important reason—We are convinced that unless larger numbers of Scouters undergo the training for the Wood Badge, the percentage of First Class Scouts is bound to remain where it now stands. In our Preliminary Training Camps for Scoutmasters, we take them up to the Second Class tests. When they go back and start troops, the Scoutmasters are unable to go beyond the Second Class and are obliged to mark time. Stagnation is the result; in other words, lack of progress in efficiency. But if a Scouter attends a Wood Badge Course, he is taken much further and is fully equipped to tackle the First Class tests with his boys. If only we had a larger number of Scouters holding the Wood Badge, very soon, the standard of efficiency will rise in the whole of India—hence the importance attached to this subject.

From our Kit Bag.

1. **The Magic Initials** : Everyone knows that "B.-P." stands for Baden Powell, the man who introduced the great world-wide game of Scouting.

The famous motto of the Boy Scouts is "Be Prepared". Note the re-appearance of the initials "B" and "P".

Just before the Great War, the Association ran a Scout farm on the borders of Sussex and Kent. The farm was named Buckhurst Place. Again "B" "P".

When Major-General Baden-Powell (as he then was) reorganised the South African Constabulary after the Boer War, he equipped his men with a picturesque uniform, very similar to the present-day Scout garb, and this included a Stetson with a looped side and a feather cockade. They were imported from America and known to the trade as "B.P. Hats"—or "Boss o' the Plain' hats. Small wonder that folks thought that they were named after the hero of Mafeking !

2. **Rescue Work in Quetta** : Many splendid tributes have been paid to the rescue work carried out by Rover Scouts and Scouts during the Quetta earthquake disaster.

The following extract is taken from a letter received from Dr. H. T. Holland, C.I.E., the C.M.O. in Quetta :—

"Yesterday I went in the morning to watch a group of Rover Scouts take a dead sweeper's body out of a house. The sweeper is an out-caste, a pariah, and yet these Rovers, high cast Hindus and Mahommedans, did the work which the authorities did not like to ask the Troops to do. It is a magnificient effort or their part".

3. A NOVEL 'GOOD TURN' : A miner employed at the New Michael Colliery, East Wemyss, was forced to leave a room he occupied with his wife and two children, as the landlord required additional accomodation.

The local Scout Troop heard of his plight. They erected a tent adjoining their Scout hut and offered hospitality to the family until such a time that they could get a house in the district. Their good turn was gratefully accepted.

4. **8,800 Feet in two days** : Scout Tim Cornwell, only fifteen years old, and the cousin of Jack Cornwell, the boy V. C. of the Battle of Jutland, was responsible for a remarkable feat of endurance in Scotland during the Scouts' Train Cruise organised by The Scout.

He was among the party of eighty members who managed to reach the summit of Ben Nevis, 4,400 feet, on their first climb ; but unfortunately during the descent, young Tim's Scoutmaster, who was more concerned about the safety of his boys at a rather treacherous part, left his hat and coat behind in the snow.

Tim was so concerned on hearing of his Scoutmaster's loss that he organised a search party consisting of Rover Scouts to set off for another ascent the follo-

wing morning. He was smiling when he reached the top and he was smiling when he returned, and with this smiling face and his remarkable sense of direction, he was able to return the lost property.

5. **Round The World On Horse Back :** We have had a visit from Mrs. Betty Starek who is touring round the world on horse back with her husband. They left their home country Vienna in 1926. They took 6 years to ride from Vienna to Kolymsk in extreme Siberia and three more years from Siberia to India across Manchuria, Mongolia and Tibet. Mrs. Starek found to be a lady full of enthusiasm and sports. We wish them all success in their new venture.

Real-life Tarzans.

A modern Tarzan has recently been captured in the dense forests of Salvador, Central America. He has never seen white men before and can speak no known lenguage. When concerned in his Jungle lair near Acajutla ; this wild child, who is only about nine years old, put up a tremendous fight, using enormous boulders and huge boughs. It took a dozen strong men to capture him.

Cases of wild children who have lived always in Jungles are rare, but not unknown. Some years ago a wild youth, suckled by wolves, was found in the Jungle near Allahabad. Some other cases have also come to light, in India, Africa and the wilder parts of Russia and Hungary, but never has anyone succeeded in thoroughly civilizing a child nurtured in this manner.

" A. B. Patrika "

CAPTAIN NAWAB
SIR MUHAMMAD AHMAD SAID KHAN. K C.S.I., K.C.I.E., M.B.E., OF CHHATARI
CHIEF COMMISSIONER FOR INDIA.

১২শ বর্ষ] কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ—১৩৪২ [৫ম ৬ষ্ঠ—সংখ্যা

—প্রথম ফোটা ফুল—

—শ্রীরাধাশ্যাম মল্লিক
পেট্রল লীডার।

তরুর শাখে যে দিন
ফুটলো প্রথম ফুল—
পাওয়ার সুখে অন্ধ
করলো বিষম ভুল।

ভাবলো তখন তরু
গন্ধ এমন তর
আর কারই বা আছে
কেই বা রূপে বড়?

* * *

গর্ব্বে হ'ল অন্ধ—।

ছিন্ন দিল করি—
চিরকালের ডোর—
বন্ধু সকল তার
ফেল্‌লো ব্যাথার লোর।

দম্‌কা হাওয়া হঠাৎ
বিষম দিল হুল—
ঝরে গেল সবুজে ভোরের
প্রথম ফোটা ফুল।

চ্যাঙের সমুদ্র যাত্রা।

—শ্রীঅমিয়কুমার রায়চৌধুরী।

(চীনদেশীয় প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে)

(১)

অনেকদিন আগে চীনদেশের কোন এক নগরে চ্যাং নামে একটি ছোট ছেলে তার বাপমার সঙ্গে থাকত। তার বাবার একটা দোকান ছিল, সেখানে হরেক রকমারী জিনিষ পাওয়া যেত। দোকানের যা লাভ হোত, তাতেই কোনরকমে তাদের চলে যেত।

চ্যাঙ্‌ একটা পাঠশালায় পড়ত। পড়াশোনায় সে খুব ভাল ছিল, তাই গুরু মহাশয় তাকে বড় ভাল বাসতেন। আগে চীনদেশে ছেলেমেয়েদের কবিতা লিখতে শেখান হোত। চ্যাঙ্‌ চমৎকার কবিতা লিখতে পারত, অন্য সব ছেলেদের চেয়ে তার ছড়াগুলি ভাল হোত।

চ্যাং বড় হয়ে পড়া ছেড়ে দিয়ে তার বাবার সঙ্গে দোকানের কাজকর্ম্ম করত, কিন্তু দোকানদারীর একঘেয়ে বেচাকেনায় তার মন বসত না। তার মন চাইত সারা জগৎটাকে চিনতে। একদিন সে তার মনের ইচ্ছা বাপ মার কাছে জানাল। বাবা অনেক আপত্তি করলেন, মা কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন, কিন্তু তবুও ছেলের মন টলল না। অবশেষে বাবা মাকে অনুমতি দিতেই হল।

চ্যাং একটা ছোট থলিতে দরকারী জিনিষ দুচারটে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। অনেক মাঠ ঘাট, নদ নদী অতিক্রম করে সে সমুদ্রতীরে একটা প্রকাণ্ড সহরে উপস্থিত হোল। সমুদ্রে জাহাজগুলো পত পত শব্দে পাল উড়িয়ে যাওয়া আসা করছে দেখে, সে ভাবল যে

এর একটাতে চড়ে দেশ বিদেশ ঘুরে এলে মন্দ হয় না। কিন্তু জাহাজের লোকেরা কেন তাকে নেবে? তার কাছে টাকাকড়ি ছিল না বেশী। কিন্তু ইচ্ছা থাকলে পরে ভগবান তার উপায় করে দেন। চ্যাঙের বেলায়ও হোল তাই।

জাহাজ নোঙ্গর করলে, খালাসীরা জুয়ো খেলতে তীরে আসতো। চ্যাং ঘুরতে ঘুরতে একদিন এইরকম একটা জুয়ার আড্ডায় গিয়ে এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে লাগল—। হঠাৎ সে দেখতে পেল যে একটা লোক জুয়োখেলায় মেতেছে আর একটি লোক তার পকেট মারবার চেষ্টা করছে। চ্যাং আর স্থির থাকতে না পেরে, পকেটমারটিকে ধরিয়ে দিল। যার পকেট মারছিল চোরটা, সে একজন বড় নাবিক। সে চ্যাঙের উপর খুব সন্তুষ্ট হোল।

অল্প সময়ের মধ্যেই চ্যাং লোকটির সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে জাহাজে যাবার ইচ্ছা জানাল। নাবিক সানন্দে রাজী হয়ে তাকে একটি জাহাজের কাজে ভর্ত্তি করে দিল।

চ্যাং এর আগে জাহাজে চড়ে নি, তাই জাহাজের ঝাঁকানিতে তার বমি রোগ হল, কিন্তু এ রোগ শীঘ্রই সেরে গেল। সে মনের ফুর্ত্তিতে জাহাজের কাজে লেগে গেল।

জাহাজ চলেছে, চারিদিকে কেবল নীল জল ও মাথার উপর নীল আকাশ, কোথাও কিছু দেখা যায় না। অনেকদিন বাদে দূরে একটা দ্বীপ দেখা দিল। সেদিন চ্যাঙের ভারী ফুর্ত্তি। ক্রমে দ্বীপটি স্পষ্ট দেখা গেল। চ্যাং জাহাজের উপর দাঁড়িয়ে সামনের বন্দরটি দেখতে থাকে। সেখানে কত বড় বড় বাড়ী, দুর্গ, গাছপালা ইত্যাদি দেখা যাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ আকাশের কোণে মেঘ দেখা দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড় আর বৃষ্টি হোল।

দুতলা, তিনতলার সমান উঁচু রাক্ষুসে ঢেউগুলোর ঝাপটায় জাহাজ ভেঙ্গে ফেলল, ঝড়ের চোটে জাহাজ উল্টে গিয়ে তক্তাগুলি চারধারে ছিটকে পড়ল। জাহাজটা ধীরে ধীরে ডুবে গেল।

(২)

চ্যাং ভাগ্যক্রমে হাতের কাছে একটা তক্তা দেখতে পেয়ে, তাইতে ভর করে ভাসতে ভাসতে চলল অনেকদূর। কয়েকঘণ্টা এরকম ভাসবার পর, ঢেউয়ের তালে তালে সে তটভূমিতে এসে পড়ল। তখন রাত্তির হয়ে গেছে। সে সারা রাত সমুদ্রের তীরে ঘুমোল। সকালে তার ঘুম ভাঙ্গলে—চেয়ে দেখল যে একদল লোক জমকালো পোষাক পরে, ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। একজনকে সহজেই তাদের দলপতি বলে চেনা যায়।— তার বেশে আরও পারিপাট্য ছিল—তার বুকে হীরক খচিত একটি প্রকাণ্ড তারার মতন জিনিষ লাগান ছিল। দলপতি চ্যাঙের কাছে এসে বলল—সুপ্রভাত! তোমাকে বিদেশের লোক বলে মনে হচ্ছে। তুমি কোথা থেকে আসছ?

চ্যাং বুঝতে পারল যে এ যুবকটি এখানকার রাজপুত্র কি ঐরকম একটা কিছু হবে। তা সে ঠিকই মনে করেছিল। তাই সে বিনীত ভাবে বলল—আমার নাম চ্যাং; আমি চীন থেকে আসছি।

তারপর সে তার দেশত্যাগের পর যা যা ঘটেছিল আগাগোড়া যুবরাজকে বলল।

রাজপুত্র বললেন—তুমি কি সত্যিই চীনদেশ থেকে আসছ? আমরা সেখানকার লোকদের অনেক গুণের কথা শুনেছি কিন্তু এর আগে চীনদেশের কাউকে চোখে দেখিনি। তুমি আমার সঙ্গে এস, আমার বাবা তোমায় দেখে নিশ্চয়ই খুসী হবেন।

চ্যাংকে একটি সুন্দর ঘোড়া দেওয়া হোল। তারপর চ্যাংকে নিয়ে সকলে সমুদ্রের দিকে রওনা হোল। ঘোড়াগুলি একে একে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। চ্যাং ভাবল এরা করে কি, ডুবে যাবে যে এখুনি, কিন্তু সাশ্চর্য্যে সে চেয়ে দেখল যে সমুদ্রের জল সরে গিয়ে একটি সুন্দর পথ হয়েছে, আর সমুদ্রের জল দুপাশে পাঁচিলের মতন রয়েছে। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ চ্যাং কি রকম আশ্চর্য্য হয়েছিল এই তাজ্জব ব্যাপার দেখে। যাহোক তারা সেই পথ দিয়ে ক্রমে একটি চমৎকার বাগানে এসে উপস্থিত হোল। কত রকমের রং বেরঙের সুগন্ধি ফুল রয়েছে, তাদের কোনটার নামও চ্যাং জানতো না। ঘোড়া থেকে নেমে তারা ক্রমে একটি সুন্দর প্রাসাদের দ্বারে এল। অত সুন্দর বাড়ী চ্যাং জীবনে দেখেনি। প্রাসাদের দেওয়াল গোলাপী প্রবাল দিয়ে তৈয়ারি, ছাদটি ছিল মাছের আঁসের। সামনে ঢুকতেই একটি সোনার সিঁড়ী উঠে গেছে, তার সামনে একটি মণিমুক্তা খচিত দরজা, দুপাশে স্ফটিকের চৌবাচ্ছায় রূপোলি জলে, ছোট ছোট সোনালী মাছ খেলছে।

রাজপুত্র চ্যাঙকে বললেন যে তাঁর বাবাই এখানকার রাজা। তারপর রাজপুত্র একটি প্রকাণ্ড সুসজ্জিত হল ঘরের মধ্য দিয়ে একটি বড় ঘরে নিয়ে গেলেন।

এ ঘরটি আরও চমৎকার, এখানকার মেজেটাই চেটে ফেলতে ইচ্ছে হয়, এত মোলায়েম। মাথার উপর মাছের আঁশের শিকলিতে ঝোলানো কতকগুলি মস্ত বড় হীরে—তার আলোতে ঘর ভেসে গেছে, আর মাটিতে একটা মাছের আঁশের সাজিতে একতাল ফসফরাস দপ দপ করে জ্বলছে। তারই সামনে একটি সিংহাসনে বসে আছেন একটি দাড়ীওয়ালা বৃদ্ধ, তিনিই সমুদ্রের রাজা, তাঁর দুপাশে দুটি অপরূপ সুন্দরী জলকুমারী তাঁকে হাওয়া করছে।

চ্যাং গিয়ে রাজাকে প্রথানুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করার পর, রাজপুত্র তার সঙ্গে রাজার পরিচয় করিয়ে দিল।

রাজা তার পরিচয় শুনে খুব সন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন—শুনেছি চীনদেশের লোকদের মতন কেউ কবিতা লিখতে পারেনা। তুমি একটা কবিতা লিখে আমায় দেখাও তোমায় একদিন সময় দিলাম।

পরের দিন সভায় চ্যাং চমৎকার একটি স্তুতি সবার সামনে আবৃত্তি করে ফেলল। রাজা এত সন্তুষ্ট হলেন যে তাকে তাঁর সভাকবি নিযুক্ত করলেন। তার থাকবার জন্য একটি বাড়ী দেওয়া হোল। সে আর এখন যে সে লোক নয়। সকলেই তাকে সেলাম করে। সভায় আসবার সময় দশটি প্রহরী তার আগে যায় ও দশটি প্রহরী তার পিছনে যায়, সকলে সসম্মানে তাকে পথ ছেড়ে দেয়।

(৩)

চ্যাং অনেক বছর সমুদ্রের জলের নীচে বাস করল। যতদিন যায় সে রাজার ততই প্রিয় হয়ে ওঠে। শেষে রাজা স্নেহভরে তার সঙ্গে নিজের একমাত্র পরমাসুন্দরী মেয়ের বিয়ে দিলেন। রাজকন্যার রূপ দেখলে বোধহয় অপ্সরীরাও হিংসা করত।

সময়ে, তাদের দুটি সুন্দর ছেলেমেয়ে হোল। রাজা তাদের জন্য আর একটি বড় বাড়ী ছেড়ে দিলেন, আর খেলনা যে কত দিলেন তার ইয়ত্তা নেই। বাড়ীটির চারধারে ছেলেদের খেলবার জন্য একটি সুন্দর বাগান। ...অনেক বছর কেটে গেছে, একদিন চ্যাঙের হঠাৎ দেশে যাবার জন্য মনটা বড় ব্যাকুল হোল। সে রাজকুমারীকে গিয়ে বলল -- দেখ আমার মন দেশে ফিরে গিয়ে মা বাবাকে দেখবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়েছে। চল আমরা ছেলেদের নিয়ে একবার চীন থেকে ঘুরে আসি।

রাজকুমারী বললে—তা কি করে হয়, সমুদ্র রাজ্য থেকে উঠে পৃথিবীতে গেলেই আমি মরে যাব। সুতরাং তুমি একাই যাও যদিও তোমায় একা ছেড়ে দিতে বড় কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কি করি বল? তুমি নিশ্চয়ই একবছরের মধ্যে ফিরে আসবে, নইলে আমায় আর পাবে না।

চ্যাং, রাজকুমারী আর তার ছেলেমেয়েদের আদর করে যাবার জন্য প্রস্তুত হোল। রাজকুমারী ছুটে গিয়ে একটা বাক্স থেকে একটা আয়না বার করে স্বামীর হাতে দিয়ে বলল—এই আশ্চর্য্য আয়নাটি সঙ্গে নিয়ে যাও, এর মধ্যে তুমি যখনই ইচ্ছা করবে আমার মুখ দেখতে পাবে।

তারপর সে একটা থলিতে অনেক রত্ন, হীরে, মুক্তো ভরে তার হাতে দিয়ে বলল—এটি তোমার বাবা মাকে দিয়ে আমার প্রণাম জানিও। রাজকন্যা একটা সুন্দর রথে করে, তাকে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলেন। চ্যাঙের পিছনে সমুদ্রের পথ বন্ধ হয়ে গেল। সে তারপরে হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রতীরে একটি বন্দরে উপস্থিত হয়ে একটা চীনগামী জাহাজে উঠে বসল।

(৪)

জাহাজ এসে চীনদেশে বাঁধল। চ্যাং তাড়াতাড়ি তাদের বাড়ীর দিকে গেল কিন্তু সেখানে তাদের বাড়ী দেখতে পেল না। অবশেষে অনেক খোঁজাখুজির পর সহরতলীর একটা জীর্ণ কুটিরে বাবা মার দেখা পেল।

অনেকদিন পরে ছেলে ফিরেছে—মা বাবার কত আনন্দ। মিলনের প্রথম উচ্ছ্বাসটা কেটে গেলে, চ্যাং বাবা মাকে অবস্থার এ পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞেস করল। সে জানতে পারল কোন এক দুষ্ট লোক তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে, এ সর্ব্বনাশ করেছে।

চ্যাং ছুটে বাজারে গিয়ে একঝুড়ী মিষ্টি আর ফল নিয়ে এল। সেদিন রাত্রের মতন চমৎকার খানা তার গরীব বাপ মা জীবনে কখনও খায়নি। ক্রমে বাবা মার কাছে সে সমস্ত খুলে বলল। বাবা মা তার এ সৌভাগ্যের কথা শুনে খুব সুখী হলেন। তারপর সে রাজকন্যার দেওয়া রত্নের থলিটি বাবা মাকে দিয়ে, রাজকন্যার প্রণাম জানাল। এত রত্ন দেখে বুড়োবুড়ি তো হাততালি দিয়ে নাচতে সুরু করে দিল।

চ্যাং মা বাবাকে একটা বড় বাড়ী করে দিল, তাতে অনেক সুন্দর সুন্দর আসবাব পত্র এনে দিল। সঙ্গে যে একঝুড়ী মুক্তো এনেছিল তাও দিল। সে মুক্তো বেচেই তার বাবা লাখ টাকার মালিক হোল।

সে বাবা মার সঙ্গে মনের সুখে কিছুদিন রইল। কিন্তু সে রাজকন্যার কথা ভোলেনি, রোজ সকালে উঠে সে একবার করে আয়নাটি দেখত—রাজকন্যার মুখখানি প্রথমে হাসিতে ভরা ছিল। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, তাঁর হাঁসি মিলিয়ে যেতে লাগল। একদিন সে দেখল, রাজকন্যা মুখে হাত দিয়ে কাঁদছে। তার মনে হোল তাইতো তার ফেরবার সময় হয়েছে। একদিন সে বাবা মার কাছে বিদায় নিয়ে আবার জাহাজে চড়ে বসল। এবার সে নিজে একটা জাহাজ ভাড়া করল। জাহাজ চললো—পথে অনেক দ্বীপ দেখা গেল, কিন্তু কোন দ্বীপটিতে যে তাকে নাবতে হবে, তা সে গুলিয়ে ফেলল। মহামুস্কিল, একবছর পূর্ণ হতে মোটে আর সাতদিন আছে, কেঁদে কেঁদে রাজকুমারী চোখ ফুলিয়ে ফেলেছেন। চ্যাং বড় বিব্রত হয়ে পড়ল, সে অনেক খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু দ্বীপ আর বার হয় না।

শেষে একদিন সকালে, চ্যাং জাহাজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুটি ছোট ছেলেমেয়েকে জলে সাঁতার কাটতে দেখতে পেল। চ্যাং তাদের দেখেই নিজের সন্তান বলে চিনতে পারল। সে তাদের ডেকে বলল—তোমরা জাহাজের উপর এসো, তোমাদের অনেক কথা জিজ্ঞেস্ করবার আছে, তোমাদের মা কেমন আছেন।

———

চিফের জীবনের একটু।

—শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায়।

আমাদের চীফ্ লর্ড রবার্ট বেডেন্ পাওয়েল কথা প্রসঙ্গে সময় সময় তাঁর নিজের জীবনের একটু একটু ঘটনা বলেছেন। সে গল্পগুলি শুনতে বেশ লাগে, আর একটু ভাবলেই অনেক শেখা যায় তার মধ্যে থেকে। তোমাদেরও ভাল লাগবে ভেবে এবারে কয়েকটা মজার ঘটনা লিখছি :—

গুড্-টার্ণ।

একদিন চীফের এক বন্ধু একা একা লণ্ডনের একটা ফাঁকা গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কোথা থেকে একটা বদমায়েস্ লোক এসেই ভদ্রলোকের পেটে এক লাথি মেরে ফেলে দিয়ে তাঁর সোনার ঘড়িটা নিয়ে ভোঁ দৌড়। দূরে একজন বয়স্কাউট আসছিল, সে ব্যাপারটা দেখে একাই চোরের পেছনে তাড়া করলে। অনেকটা দূর দৌড়াবার পর সে যখন চোরটার খুব কাছে এসে প'ড়লো, তখন হাতে হাতে মালশুদ্ধ ধরা পড়বার ভয়ে চোরটা ঘড়িটা ফেলে দিয়েই পালাল।

স্কাউটটিও হাঁপিয়ে পড়েছিল। তাই সে ঘড়িটা তুলে নিয়ে ভদ্রলোকটির কাছে ফিরে এলো। আর তাঁকে ঘড়িটা দিয়ে গাড়ী ডেকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে। কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও সে বল্লে না যে তার ঠিকানা কি, অথবা সে কোন ট্রুপের স্কাউট, অথবা তার নাম কি।

এই ঘটনার পরই ভদ্রলোক আমাদের চীফ্‌কে অনুরোধ করলেন ঐ ছেলেটিকে খুঁজে বার করতে। কিন্তু বিস্তর চেষ্টা সত্ত্বেও, আজ পর্য্যন্তও, তিনি ছেলেটির নাম অথবা অন্য কিছুই জানতে পারেন নি

স্কাউট আর কাবেদের এই রকমই হওয়া চাই।

নেকড়ের নাকের জোর থাকা চাই।

এই গল্পটা আমি চীফের নিজের ভাষায় এবং নিজের মুখেই তোমাদের শোনাবো।

"বহু বছর আগে যখন আমি জুলুদের সঙ্গে যুদ্ধে মেতে আছি সেই সময় এক রাত্রিতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমরা মাঠের মধ্যে শুয়ে ছিলাম। ঘুম ভাঙ্গলো একটা অদ্ভুত গন্ধে। একটু পরেই বুঝতে পারলাম যে গন্ধটা একটা স্থানীয় জুলুদের গায়ের।

"তৎক্ষণাৎ আমি আমার সঙ্গীদের ডেকে তুললাম, কিন্তু তারা কেউই কোনও বিশেষ গন্ধ পেলে না। তবে, তারা সকলেই ধূমপান কর্ত্তো, আর আমি জানতাম যে

ধূমপায়ীরা একটু কম গন্ধ পায় অন্ততঃ যারা ধূমপান করে না তাদের চেয়ে অনেক কম গন্ধ পায়। অধিকন্তু ধূমপায়ীদের যে নাকই নষ্ট হয় তা নয়, সময় সময় ধূমপান হজম ও দৃষ্টি শক্তির উপরও অনেক অনিষ্ট করে। সুতরাং একটু নজর রাখলেই দেখতে পাবে যে ভাল স্কাউটরা ধূমপান করে না।”

“যাই হোক, আমি ঠিকই বুঝতে পারলাম যে শত্রুরা নিকটেই কোথাও আছে— আর সেই জন্যই আমরা সকলেই জেগে রইলাম। শিগ্রই আমরা তাদের গুড়ি মেরে আসার শব্দ শুনতে পেলাম। তারা ভেবেছিল যে আমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় ধরে আচ্ছা হারাণ হারিয়ে দেবে। কিন্তু ফল হল ঠিক উল্টো। তারা আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল যখন আমরা হঠাৎ আক্রমণ করে তাদের হারিয়ে পালাতে বাধ্য করলাম।”

নেকড়ের শ্রবণশক্তি।

দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে যখন তার দল নিয়ে একটা পাহাড়ের পাশে তাঁবু ফেলে ছিলেন, তখন আমাদের চীফ্ একদিন একটা বেবুনকে দূরে একটা গাছের উপর চেঁচাতে শুনতে পেলেন। বেবুনটা যেন তার সঙ্গিদের কোনও আসন্ন বিপদ থেকে সাবধান করে দিচ্ছে।

তাঁবুতে শত শত লোক ছিল, কিন্তু বিশেষ কেউ এতে গা দিলে না।

কিন্তু একজন স্কাউট এতেই অনেক কিছু বুঝতো। কেন একটা বেবুন গাছের উপর বসে অত ভয়ে বন্ধুদের সতর্ক কচ্ছে!

আমাদের চীফ্ তখনই দূরবীন দিয়ে সেই দিকে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি দুই তিন জন মানুষের মাথা ঐ পাহাড়ের উপর নড়াচড়া কর্ত্তে দেখলেন। তাদের ঐ রকম ভাবে লুকিয়ে থাকতে দেখে তিনি ঠিক করলেন যে ওরা “বুয়োর”দের গুপ্তচর। সুতরাং তিনি দু'দল লোক পাঠালেন তাদের পিছন থেকে আক্রমন করে ধরে আনবার জন্য।

তাদের ধরে আনার পর দেখা গেল যে সত্যিই তারা শত্রুর গুপ্তচর। তাদের উপস্থিতিই বাঁদরদের ভয়ের কারণ ছিল।

চক্ষু ও মস্তক।

মেটাবিলি যুদ্ধের সময় একদিন লর্ড রবার্ট মোটোপো পাহাড়ের পাশে একটা জমির উপর দিয়ে গুপ্তচরের কাজ কর্ত্তে যাচ্ছিলেন। জমিটায় বেশ বড় বড় ঘাস জন্মে ছিল। হঠাৎ তিনি কতকগুলি তাজা পায়ের দাগের সামনে এসে প'ড়লেন। ঘাসগুলি বেশ তাজা থাকলেও “দুমড়ে” গেছে আর শিশিরের ভেতর পায়ের দাগ বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। ঘাসগুলো যে দিকে বেঁকে ছিল তাই দেখে তিনি ঠিক করলেন যে যাদের পায়ের দাগ তারা কোন দিকে গেছে। সেই চিহ্ন অনুসরণ করে কয়েক মিনিট

পরে তিনি বালির মধ্যে এসে পড়লেন। তখন তিনি দেখলেন যে পায়ের দাগগুলি ছোট এবং খুব কাছে কাছে আর পাশগুলি সোজা। সুতরাং ঠিক হলো যে এ স্ত্রীলোকের পায়ের দাগ। এবং এরা যাচ্ছে ঐ দূরের পাহাড়ের দিকে যেখানে তিনি আগেই সন্দেহ করেছিলেন যে শত্রুরা আছে।

তারপর তিনি দেখলেন যে পদচিহ্ন থেকে প্রায় দশ গজ দূরে একটা পাতা পড়ে আছে। কাছাকাছি কোনও গাছ ছিল না। কিন্তু তাঁর জানা ছিল যে এই রকম পাতাওয়ালা গাছ প্রায় পনের মাইল দূরে একটা গ্রামে আছে আর গ্রামটা হচ্ছে সেই দিকে, যে দিক থেকে ঐ স্ত্রীলোকেরা এসেছিলেন। সুতরাং তিনি ঠিক করলেন যে স্ত্রীলোকেরা পনের মাইল দূর থেকে ঐ পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী পাহাড়ের দিকে গেছেন।

পাতাটা কুড়িয়ে নিয়ে তিনি দেখলেন যে সেটা ভিজা আর তার থেকে তাড়ীর গন্ধ আসছে। আর পায়ের কাছাকাছি দাগ দেখে তিনি ঠিক করলেন যে স্ত্রীলোকদের মাথায় কিছু বোঝা ছিল। সুতরাং ঠিক হোল যে পাতাটা ঐ মদের হাঁড়ী, যা স্ত্রীলোক-দের মাথায় ছিল, তাই থেকেই পড়েছে। আর পদচিহ্ন থেকে দশ গজ দূরে পড়ার কারণ তিনি ঠিক করলেন যে যখন পাতাটা পড়ে তখন নিশ্চয়ই ঝড় হচ্ছিল। আর তিনি জানতেন যে দু ঘণ্টা আগে, অর্থাৎ ৫টার সময় ঝড় হয়েছিল।

সুতরাং তিনি ঠিক করলেন যে রাত্রি পাঁচটার সময় একদল স্ত্রীলোক গ্রাম থেকে মদ নিয়ে পাহাড়ের উপর যোদ্ধাদের কাছে গেছে, এবং প্রায় ছটার সময় যোদ্ধারা মদ পেয়েছে। "তাড়ী" খুব শিগ্গিরই পচে যায়, সুতরাং যোদ্ধারাও তখনই মদ খেয়ে নিয়েছে এবং এখন মাতাল অবস্থায় আছে।

এই ধারণার উপর নির্ভর করে তিনি পাহাড়ের কাছে গিয়ে নিরাপদে সমস্ত খবর পাকা করে নিয়ে এলেন।

এই এতবড় সুবিধাজনক একটা খবর তিনি সামান্য একটা পাতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। সুতরাং অতি সামান্য জিনিষ নজর রাখারও গুণ যে কত তা বলা যায় না।
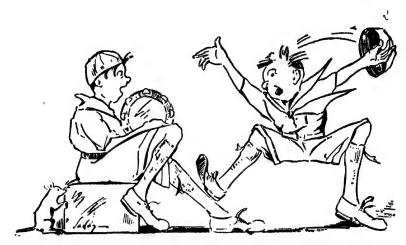
আমাদের দ্বিতীয় বারের ক্যাম্পিং—তমলুকে।

শ্রীশচীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ব্রাউন্ টিপ্, সেকেণ্ড প্যাক্, খড়্গপুর।

ক্যাম্পে যাইবার যে কি একটা আনন্দ, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যাইবার আগের রাত্রিতেই সব বিছানা পত্র বাঁধিয়া লইলাম। রাত্রি যেন কিছুতেই কাটিতে চাহে না। ঘুম ত আসিলই না; অবিরতই মনে হইতেছে, কখন সকাল হইবে। ভোর ৪টায় আমাদের নাওয়া খাওয়া হইয়া গেল। গাড়ী ছাড়িবার ৪।৫ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই স্কুলে রওনা হইলাম। তবুও ভয় হইতেছে, কি জানি দেরি হইয়া যায়। স্কুলে গিয়া দেখি, সকলের অবস্থাই এক। যেন অযথা তাড়াতাড়ির হাট বসিয়া গিয়াছে। সকাল হইতে তখনও অনেক দেরি। এই যে ব্যস্ততা, এযে অন্তরের আনন্দের। এর জন্য দোষী করিব কাকে? এযে সুখের ভুল—এই ভুল না হইলে আনন্দ যেন কত খাটো হইয়া যায়। কথা আছে, আমরা ৮॥টার লোকালে তমলুক যাইব। অনেক আগে আসিয়াছি, তাই তিন ঘণ্টাকাল হাসি হল্লা, গল্প গুজব, টোট্‌কা টাট্‌কাতে কাটাইয়া বেশ আমোদ করা গেল। বেহুঁসের ভুলে প্রমোদের সুযোগ জীবনে এই প্রথম। যাত্রার পূর্ব্বে মানুষ যে অতি ব্যস্ত হইয়া উঠে, তার একটা কারণ খুঁজিয়া পাইলাম। চিত্ত আনন্দে ভরপুর—যেন জয়যাত্রায় চলিয়াছি, তাই বিজয়গানে অন্তর নাচিয়া উঠিতেছে।

৭॥০টার সময়ে আকেলা আসিলেন, তখন যে যার kit গাড়ীতে বোঝাই করিয়া ষ্টেশনের দিকে চলিলাম। স্কাউট ভ্রাতৃবর্গ আমাদের যথাযোগ্য সাহায্য দান করিলেন।

আজ ২৯শে মে, বুধবার। আমাদের আনন্দধ্বনিতে খড়্গপুর ষ্টেশনের প্ল্যাট্‌ফরম-খানি মুখরিত। আকেলা লীডার রেভারেণ্ড এ, সি, বি, মলোনি এবং বয়স্কাউট লোকাল এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জে, সি, রায় মহাশয় যাত্রার প্রাক্কালে যথাস্থলে

আসিয়া আমাদিগকে আশার ও উৎসাহের বাণীতে বলীয়ান্ করিয়া তুলিলেন। শক্তির বিপুলবেগে আনন্দের প্রবাহ বাড়িয়াই চলিয়াছে। যখন গাড়ীতে উঠিলাম, তখন অন্যান্য যাত্রী যেন কত কৌতূহলী হইয়া আমাদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। আমাদের মধ্যে প্রশান্ত ও পি, জি, বৈদ্য (শ্রদ্ধেয় মনোলি সাহেব যার নাম রাখিয়াছেন 'গগ্‌ল্‌স্') ট্রেনে খুব হাসাইতে লাগিল। হাস্যের কলরোলের নিকট ট্রেণের গতিধ্বনি হার মানিল। যাত্রীরা সব তাকাইয়া রহিল। প্রাণের হাসিতে মুখ ভরিয়া গিয়াছে ; তাহাতেই পরিচয় দিয়া চলিয়াছি—আমরা মায়ের ছেলের দল, আমরা কাবের দল। ট্রেণে যে কতক্ষণ কাটিল, তাহা বুঝিতেই পারি নাই। দেখিতে দেখিতে ১৪ ক্রোশ পথ কখন চলিয়া আসিয়াছি। পাঁশকুড়া ষ্টেশনে যখন গাড়ী থামিল, তখন বুঝিলাম ট্রেণের পথ শেষ হইয়াছে। ষ্টেশনে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ সমাধা করিয়া মোটরে গিয়া উঠিলাম। মোটরের পথ ৮ ক্রোশ। বায়ুবেগে চলিয়াছি, মন প্রাণ আগে হইতেই যেন অভীষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছে। তাই অন্তর নব নব ভাবী আনন্দের জাল বুনিয়া চলিয়াছে।

যথাস্থলে পৌঁছিয়া দেখিলাম, ফার্ষ্ট হ্যামিলটন্ প্যাক আমাদের সংবর্দ্ধনা করিতে আসিয়াছে। আমাদের ক্যাম্পের জায়গা হইয়াছিল স্থানীয় হাইস্কুলে। সেখানে দ্রব্য-সম্ভার রাখিয়া আমাদের পতাকা উড়াইলাম। তখন বোধ হয় বেলা ১২টা। কাজেই এখন প্রধানতম কর্ম্ম "ভোজনের" প্রোগ্রাম। শ্রদ্ধাস্পদ হেড্‌মাষ্টার মহাশয় আগে হইতে গিয়া আমাদের ভোজ্যাদির আয়োজনে স্থানীয় উদ্যোক্তাগণকে যথাযোগ্য সাহায্য দান করিতেছেন শুনিলাম। বোর্ডিংএ গিয়া দেখিলাম, বিপুল আয়োজন। হেড্‌মাষ্টার মহাশয় দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখাশুনা করিতেছেন। তাঁহাকে আমরা কাব-স্যালিউট দিলাম। বলিতে কি, আমাদের উদরে যে ক্ষুদানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল তাঁহাকে দেখিয়া হঠাৎ যেন শান্তিবারিতে অনেকখানি প্রশমিত হইয়া গেল।

কাবেদের একত্র ভোজনের আনন্দ, সুভোজ্য অপেক্ষা বেশি উপভোগ্য। তার উপর প্রশান্তর জলদ গম্ভীর স্বরের ছোটখাট "জোক্"গুলিতে সকলেই হাসিয়া অস্থির হইয়া উঠে। "কেইসা হুয়া" গৎটী তাহার মুখে যখন তখন লাগিয়াই আছে—খাওয়ার পরেই কী, বেড়ানর সময়েই কী, এটী যেন তার Constant campanion. ভোজনের পরে তার চির-পরিচিত গৎখানি শুনিতে পাওয়া গেল—"কেইসা হুয়া" (কেমন হল) ? আমরাও সমস্বরে উত্তর করিলাম "আচ্ছা হুয়া" (বেশ হল)।

ভোজনের পর ক্যাম্পে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেল। আহারান্তে বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গে যিনি প্রায়ই আক্রমন করিয়া থাকেন, আমরা কাবেরা তাঁহাকে দিবা বিশ্রামে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিয়াই চলি। কাজেই নিদ্রাবিহীন এ বিশ্রাম।

বিশ্রামান্তে নগর পরিক্রমা। স্ব স্ব বেশ পরিধান করিয়া ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলাম। ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় কত আনন্দ! সঙ্গীদিগকে খুঁজিয়া

বাহির করিতেছি, সহরের সব কিছুই দু'চোখ দিয়া দেখিতেছি—তাহারই মধ্যে "প্রশান্ত" আর "বৈদ্য' হাসাইয়া খুন করিবার চষ্টা করিতেছে। সত্য কথা বলিতে কি, "প্রশান্ত" যেন আমাদের "জোকার' আর বৈদ্য যেন এক অদ্ভুত "ফানিফিগার"। তাহাদের চলন ভঙ্গিতেই হাসি পায়, জোক্ ও ফান্ করিলে আর কথা কি? সন্ধ্যার পূর্ব্বে ক্যাম্পে ফিরিলাম। তাহার পর পতাকা নামাইয়া দ্বিতীয়বার ভোজনাগারে প্রবেশ করিলাম। চতুর্ব্বিধ ভোজ্যে তৃপ্তিলাভ করিয়া শয়নের আয়োজনে মন দিতে হইল। এদিন Red Six এরাই Duty Sixএর কাজ করিল। সাফল্যের চিহ্নস্বরূপ Green Sixই টোটেম্ পোল লাভ করিল।

যথা-সময়ে আলো নিবাইয়া শয্যাগ্রহণ করিলাম। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি কি জানি? যখন ঘুম ভাঙ্গিল, দেখি পূবের আকাশ রক্তরাগে রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে।

সকালে উঠিয়া পোষাক পরিচ্ছদ ঠিক করিয়া লওয়া গেল। তাহার পর পতাকা উত্তোলন ও প্রার্থনা শেষ করিয়া ফার্ষ্ট হ্যামিল্টন প্যাকের সহিত র‍্যালিতে যোগদান করিলাম। প্রতিযোগিতাতেই স্বাস্থের পরিচয়। দুই দলই খুব আমোদে র‍্যালি শেষ করিলাম। ফিরিয়া আসিয়া "বৈকুণ্ঠ সরোবরে" স্নান করিতে গেলাম। আমাদের মধ্যে সবাই সাঁতারে সু-পটু—অর্থাৎ মাত্র দুজন ছাড়া কেহই সাঁতার জানে না; বলিতে লজ্জা কাব হইয়া এত বড় সন্তরনবীর। কিন্তু না বলিয়াই উপায় কি? অপটু হইয়া পটুত্ব দেখাইতে গিয়া "বৈকুণ্ঠ সরোবরে" "বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি" না ঘটে। কাজেই প্রতিযোগিতা-বিহীন এই প্রতিযোগিতায় কোনমতে স্নান ও এহেন সন্তরণপর্ব্ব শেষ করিয়া আহারের পর্ব্বে যোগদান করিলাম।

"হেথা সুবিমল শান্তি," আর তাহার পরেই সুখদ "বিশ্রাম"। এস্থলে বলা উচিত যে আমাদের সুবিধার জন্য কয়েকটী লাইফ্ বেল্ট দিয়া হোরমিলার এণ্ড কোম্পানি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

অপরাহ্নে রূপনারায়ণের তীরে বেড়াইতে গেলাম। আহারে "বৈদ্য" বিহারে "বৈদ্য' গমনে "প্রশান্ত," ভোজনে "প্রশান্ত"। একজনকে দেখিলে মনে হয়— "দারোয়ান গায় গান,. ডাকে ঐ রামা হৈ," আর এক জনকে দেখিলে বলিয়া উঠি, "আর মোরা হাসিব না দম-ফাটা হাসিরে।' বেড়াইয়া ফিরিয়া পতাকা নামানো হইল। তারপর আগুন জ্বালাইয়া চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসিয়া গল্পগুজব সুরু করিলাম। এই "রেড-ফ্লাউয়ার" প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া চলিল। তাহার পর আলো নিবাইয়া সে দিনের কাজ শেষ করিলাম। দ্বিতীয় দিন Black Six টোটেম পোল লাভ করিল।

পরদিন অর্থাৎ তৃতীয় দিন আগেকার দিনের মতই সকাল হইতে বেলা ৫টা পর্য্যন্ত কাজ কর্ম্ম চলিল। সন্ধ্যায় সিভিল কোর্টের সামনে ফার্ষ্ট হ্যামিল্টন প্যাকের সঙ্গে খেলা দেখানো হইল। তারপর প্রথম মুনসিফ্ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের

বাটীর সম্মুখে দুএকটী ম্যাজিক্ দেখান হইল। তিনিই সে রাত্রির ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন। যথা সময়ে আমরা তমলুকের কাবেদের সহিত ভোজন সমাধা করিলাম। পরে ক্যাম্পে ফিরিয়া যথারীতি আলো নিবাইয়া শয্যা গ্রহণ করিলাম। ক্যাম্পের সমস্ত কাজকর্ম্মের মধ্যে আহারের আয়োজন আর নিদ্রার প্রয়োজনটাই যেন সব চেয়ে বেশী।

পরদিনের প্রোগ্রামের ভিতর উকিল বাবুদের মহল্লায় খেলা দেখানোটাই প্রধান, আর তাঁহাদের দেওয়া প্রীতি ভোজনের ভোজ্যাদি সম্ভোগটাই মূল্যবান্। এই দিনই তমলুকের রাজবাটী দেখিতে যাই। দেশীয় রাজাদের প্রাচীন ঐশ্বর্য্য দেখিয়া যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়ি। আবার সেই রাজ্যশ্রী কিরূপে অবহেলায় চিরলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, তাহা দেখিয়া দুঃখে, হৃদয় কাঁদিয়া উঠে।

২রা জুন—৫দিবস, পতাকা উত্তোলন, গ্র্যাণ্ডহাউল, হাস্যোদ্দীপক সন্তরণ, পূজ্যপাদ শিক্ষক অনিলবাবুর বাটীতে তৃপ্তিকর ভোজন সমাপন করিয়া অপরাহ্নে হল্‌দি নদীর তটে বেড়াইতে যাই। সেখানকার সহৃদয় এস, ডি, ও, মিঃ নরোণা এই ভোজনের সমস্ত ব্যবস্থাই করিয়া দিয়াছিলেন। যে স্থানে আমরা বেড়াইতে গিয়াছিলাম, উহার নাম নরঘাট। নদীর তীরেই আমাদের সেদিনকার প্রীতিভোজ সম্পন্ন হয়।

পরদিন আমরা থানার কর্ত্তৃপক্ষ ও সহরের অধিবাসীগণের সহিত রাজবাড়ীর সম্মুখের প্রাঙ্গনে রাজার জন্মতিথি উৎসব পালন করি। পতাকা উত্তোলনের পর আকেলা রাজার দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া একটী প্রার্থনা পাঠ করেন। পরে কনেষ্টবলদের প্যারেড ইত্যাদি দেখানো হয়। এখানে এক বিরাট টি-পার্টি। মোটর কোম্পানির সকলে এই টি-পার্টির আয়োজন করেন। থানার সকলের আতিথ্য এই সঙ্গে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এইরূপে সকালের পালা শেষ হইল।

মধ্যাহ্নে রাজা বাহাদুরের বাটীতে আবার—এখন আর সশরীরে উঠিবার সঙ্গতি নাই। আকেলা বেগতিক দেখিয়া আমাদের জন্য মোটরের ব্যবস্থা করিলেন। পুনরায় মিঃ নরোণার বাংলাতে বিবিধ রসনা তৃপ্তিকর ভোজ্য ও পেয় উপভোগ করিয়া অপরাহ্নে তমলুকের কাবেদের সহিত ফুটবল ম্যাচ খেলি। মিসেস্ নরোণা মায়ের মত এমন যত্নে পেট ভরাইয়া দিয়াছিলেন যে তারপর খেলা আর সম্ভবপর ছিল না। তমলুকের কাবেরা ভরপেটা প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে এই প্রতিযোগিতার খেলায় জয়লাভ করে। রাত্রিতে আমরা স্কুলে সিদ্ধার্থ নাটকের অভিনয় করি। 'সিদ্ধার্থের' ভূমিকায় 'অনিল' ও 'ভিক্ষুকের' ভূমিকায় 'নিখিল' শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিয়া পুরস্কার লাভ করে। এই রাত্রিতে গৃহস্থ সন্ন্যাসী শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ বসু মহাশয়ের আয়োজনে কাবেরা তমলুকের শেষ প্রীতি-ভোজ প্রীতি ও তৃপ্তি সহকারে উপভোগ করিয়া লয়। খাণ্ডব বন দাহনের পূর্ব্বে অতি ভোজনে অগ্নিদেবের যে অবস্থা হইয়াছিল, তমলুকের ভদ্র-মণ্ডলীর অপর্য্যাপ্ত আয়োজনে খড়্গপুরের সেকেণ্ড প্যাকেরও সেই অবস্থা।

পরদিন (৪ঠা জুন, মঙ্গলবার) প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ সুখের মিলনের পর দুঃখের বিদায়ের দৃশ্য বড়ই করুণ। বিদায় বেলায় তমলুকের কাবেদের বিদায় গীতির করুণধ্বনি এখনও যেন অন্তরে রুণু রুণু করিয়া বাজে।

প্রবন্ধের উপসংহারে কয়েকটী কথা উল্লেখ করিতে বড়ই আনন্দ হয়। পূজনীয় হেড্‌মাষ্টার মহাশয়, পূজ্যপাদ স্কাউটমাষ্টারদ্বয় কাম্‌তাবাবু ও রমাপ্রসন্নবাবু, পূজ্যপাদ শিক্ষক অনিলবাবু আমাদের উৎসাহিত করিবার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদের অসংখ্য প্রণাম। তমলুক স্কুলের পূজ্যপাদ হেড্‌মাষ্টার মহাশয়, তমলুকের পূজনীয় আকেলা ও বাঘেরা, তমলুকের অধিবাসিগণ আমাদিগকে স্নেহের ঋণে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। আমরা জীবনে কোনদিন তাঁহাদের ভুলিতে পারিবনা। তমলুকের কাবেদের সঙ্গে বান্ধবপ্রীতির যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছি, তাহা সুখ-স্মৃতির অপূর্ব্ব যোগ-সূত্র। এককথায়, তমলুকের সবকিছুই আমাদের চির-আনন্দের মধুরস্মৃতি। যাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছি, তাঁহাদের বাক্য মৃদুমধুর, হৃদয় প্রীতিমধুর, ব্যবহার স্নেহমধুর আর তাঁহাদের ভোজ্যপেয় রসনামধুর। যে 'মধুর' পরিবেষণে তাঁহারা আমাদের ঐ কয়টীদিন মধুময় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাই দিয়া এ অবোধ শিশুদলের প্রণতি অঞ্জলিমধুর করিয়া গ্রহণ করুণ। আর আমাদের শ্রদ্ধেয় আকেলাকে কি নতি-সম্ভাষণ দিব? তিনি আমাদের পিতার মত শাসন, মাতার মত স্নেহ, ভ্রাতার মত সৌহার্দ্দ, বন্ধুর মত সখ্য দান করিয়া অপূর্ব্ব বন্ধনে বাঁধিয়াছেন। সেজন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরঋণী।

হে মহান্ আকেলা! আমাদের বিনীত প্রার্থনা দ্বিতীয় ক্যাম্পে যাঁহাদের সঙ্গে আমাদের এই আনন্দের মিলন, তাঁহারা যেন সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবন যাপন করেন, আর তাঁহাদের সহিত আমাদের মিলনের বন্ধন যেন উত্তরোত্তর সুদৃঢ় হইয়া উঠে।

আরও উত্তরে—"তোয়াদা হ্রদ"

—শ্রীনরেশ চন্দ্র মজুমদার

দ্বিতীয় কলিকাতা বয়স্কাউট সঙ্ঘ।

আমরাও বৈকাল পাঁচটার গাড়ীতে Matsushima ছাড়লাম। দুপুর বেলা Matsushima Hotelএ একটু ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম তবুও কেন মেন ট্রেনে উঠেই আবার ঘুম পেল। এবার আর Sleeping Berth নেই যে আরাম করে পা ছড়িয়ে শোব তবুও Where there is a will there is a way এই ভেবে বসবার যায়গার উপরেই আধবসা আধশোয়া অবস্থায় একটু ঘুমিয়ে নিলাম। রাত আটার সময় ক্ষিধের জ্বালায় আপনা থেকেই ঘুম ভেঙ্গে গেল আর কোন কথাটি না বলে একেবারে Restaurant Carএ হাজির হলাম। এ সব গাড়ীর পরিচর্য্যার ভার মেয়েদের উপর, তারাই রান্না করে তারাই পরিবেশন করে—তারাই হিসাব পত্র রাখে আবার তারাই সব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখে। তারা সংখ্যায় মাত্র ছয়জন। সেখানকার কিছু ডিম আর মাংস খেয়ে একটু তাজা হয়ে ভাল ছেলের মত নিজের যায়গায় গিয়ে Guide বইয়ে একটু মনোযোগ দিলাম। ইতিমধ্যে অন্যান্য বন্ধুরাও খাওয়াদাওয়া সেরে এল। এবার একটু তাস খেলতে হবে। চারজনেত কোনমতে বসা গেল কিন্তু একটা টেবিলের বড় অভাব কি করা যায় মাথায় হটাৎ বুদ্ধি এল যে আমাদের সঙ্গে পাঁচটা সুটকেশ আছে। তাই পর পর পেতে একটা টেবিল তৈরী হোল। এবার একটু Bridge খেলায় মন বসান গেল। দেখতে দেখতে এই রেলগাড়ীর শেষ যায়গা বা ষ্টেশনে এসে গাড়ী দাঁড়াল। এই ষ্টেশনটীর নাম Aomori আর তখন রাত্র ঠিক বারটা।

অন্য লোকদের সঙ্গে সঙ্গে ত রেল গাড়ী থেকে নাবা গেল। Platform থেকে বেরুবার আশায় তাদের পেছন নিলাম। ও হরি কিছু দূর গিয়ে দেখি সামনে সমুদ্র আর এক পাশে একটা জাহাজ রয়েছে। এই জাহাজ জাপান ছেড়ে আরো উত্তরে আর একটা দ্বিপ Hokkaidoতে যায়। কিন্তু গন্তব্য পথ ত তা নয়—আমরা যে Aomori সহরে যাব? ষ্টেশনে থেকে বেরুবার আর রাস্তা পাই না। যাহোক অনেকবার জিজ্ঞেস করবার পর পথ খুঁজে পাওয়া গেল। বেরিয়ে দেখি চতুর্দ্দিকে লোকজনের সাড়া শব্দ নেই সকলেরই অর্দ্ধেক রাত্রি। কেবল দুটি হোটেলের দালাল ছিল। তারাত দালালী বুলি আওড়াতে আরম্ভ করলো। সাতপাঁচ ভেবে বিশ্বাস ভায়াকে মালসহ সেখানে রেখে আমরা চারজনে দুভাগ হয়ে হোটেল দেখতে বেরুলাম। তারা সেখানে নিয়ে গেল সে সব যায়গা আমাদের পছন্দ না হওয়াতে ফিরে এলাম। ফিরে দেখি, বিশ্বাস ভায়ার চতুর্দ্দিকে লোকে লোকারণ্য। আর তার সঙ্গে রয়েছেন একজন গভর্ণমেণ্টের অনুচর

এখন Abysinia আর Italyর মধ্যে যুদ্ধ চলছে তাই অনুচরটি অতি সহজেই ধরে নিলে যে আমরা Abysinian। বিশ্বাস ভায়াকে জাপানীতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলো। বেচারী নূতন জাপানে এসেছে আর একেবারে জাপানী ভাষা জানে না মহা-মুস্কিল চুপ করে রইল আর ইসারায় জানিয়ে দিল যে সে জাপানী ভাষা জানে না। রাত্রি বারটার সময় আমাদের দেখতে এত ভীড় হবার কারণটা পরে জানলাম যে বৈদেশিক বিশেষতঃ কাল চামড়ার লোক এই সহরে আমরাই প্রথম। এ দেশের লোকেরা কেউ কখনও বৈদেশিক চোখে দেখে নাই তাই তাদের রাত্র বারটার সময় এত আগ্রহ করে আসা।

অনুচর ভায়াত আমাদের নাড়ী নক্ষত্রের খবর নিয়ে একটা ট্যাক্সি দিয়ে তার জানা একটা বড় হোটেলে পাঠিয়ে দিলে। যখন হোটেলে গিয়া উঠলাম তখন রাত্র একটা। প্রথম হুকুম 'খাবার জল' এবং তারপর বিছানাটা ঠিক পেয়ে আর একটীও কথা না বলে সকলেই এক সঙ্গে মশারীর তলায়—এখানে মশার উপদ্রব নাকি ভয়ানক রকম।

রাত যখন তিনটে তখন হটাৎ হোটেলের কর্ত্তার ডাকে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল—কি ব্যপার—না পুলিশের আফিস থেকে ফোন এসেছে জানতে চায় যে আমরা কখন Aomori ছেড়ে যাব। বলিহারি দেশ আসতে না আসতেই তাড়াবার ব্যবস্থা হচ্ছে। তাকে বলা হোল যে সকালের চা খেয়ে তারপর আমরা Aomori ছাড়বো। যাহোক আবার শোবার ব্যবস্থা করলাম। যখন বেলা আটটা তখন আমাদের ঘুম ভাঙলো। উঠে শুনি একজন পুলিশ আমাদের অপেক্ষায় নিচে বসে আছে। তাকে উপরে ডেকে আনতে বলা হোল—তিনি এসেই অনেকগুলো কাগজপত্র বার করলেন। এবার আমাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা লিখতে হবে যে কবে জাপানে এসেছি কি করি কি খাই প্রভৃতি। ঝগড়া করে লাভ নেই—তাই সেই কাগজগুলি ভর্ত্তি করে দিলাম। তাই নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

তারপর আমরা সকালবেলার কাজকর্ম্ম সেড়ে হাত মুখ ধুয়ে চা তৈরি করবার হুকুম দিলাম। আর ইতিমধ্যে আমরা পোষাক পত্র পোরে একটা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করলাম তাকে নটার সময় আস্তে বলা হোল। যথা সময় চা টোষ্ট মামলেট প্রভৃতি এল এবং তাদের সদ্ব্যবহার করে নিচে মোটরে উঠতে যাব এমন সনয় আবার পুলিশ অফিস থেকে ফোন এল যে তিনি আসচেন আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে। তাহার হুকুম মানতে হবেই, তাই তার পথ পানে চেয়ে রইলাম—আর এক ঘণ্টা বাদে তিনি সাইকেলে করে আস্তে আস্তে এসে হাজির হলেন। ভাবলাম তিনি যখন আমাদের আটকে রাখলেন তখন নিশ্চয় আবার কিছু লেখা পড়া না হয়ত প্রশ্নাদি করবেন। তার কিছুই নয়—তিনি কেবল জিজ্ঞেস করলেন যে আমরা এখন Aomari ছাড়ছি কি না। এই কথা জিজ্ঞেস করে তিনি চলে গেলেন—আর আমরাও Towada হ্রদ অভিমুখে রওনা হলাম।

Aomori সহরের ভেতর দিয়ে কিছুদূর যাবার পর মাঠের উপর দিয়ে চল্লাম। এই

জায়গার রাস্তা এখন সারান হচ্ছে তাই উপস্থিত মাঠের উপর দিয়ে যাবার ব্যবস্থা হোল। একটু গিয়ে আবার রাস্তা পেলাম এবং সেটা ধরে কিছুদূর যাবার পর আমাদের গাড়ী পাহাড়ের উপর উঠতে আরম্ভ কোরলো। এখানকার রাস্তা বিশেষ ভাল নয় এবং গাড়ীটা বেশ নাচতে আরম্ভ কোরলো। এইভাবে ঘণ্টাদুয়েক যাবার পর কোমরে এত ব্যথা ধরলো যে আর বসে থাকা অসম্ভব। তখন সামনে কতগুলি বাড়ী আর অনেক যাত্রী চোখে পোড়লো। পরিদর্শকের সংখ্যা এত বেশী দেখে নেবে পড়লাম নিশ্চয় দেখবার কিছু আছে। নেবে দেখি সত্য সত্যই দেখবার কিছু আছে যথা একটি Sulphur Hot-Spring। এইসব বাড়ীর পিছনে একটা উন্মুক্ত জায়গায় ছোট একটা হ্রদের মত আছে তার রং একেবারে হল্‌দে আর খুব গরম আর ভয়ানক Sulphur এর গন্ধ। সেই যায়গার কাছে গিয়ে দেখি যে অনেক যায়গায় Sulphur এর জল একেবারে টক্‌বক্ করে ফুটছে আর এত গরম যে হাত দেওয়া যায় না। Sulphur জলটা এইভাবে উঠে পাশে একদিকে জলপ্রপাতের মত বেড়িয়ে পাহাড়ের গা দিয়ে পরে যায় আর অন্যদিকে এই গরমজলের খানিকটা একটা নালা দিয়ে পাশের বাড়ীগুলির মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সব বাড়ীতে এইরকম sulphur জল নিয়ে ছোট ছোট স্নানাগার তৈরি করা হয়েছে—এবং পরিদর্শকেরা এখানে এসে Sulphur জলে স্নান করে ইহা শরীরের পক্ষে এবং চর্ম্মরোগের খুব উপকারী। যাহোক এই Springটা খানিকক্ষণ দেখে আমরা আবার গাড়ীতে উঠলাম—আর সেও পাহাড়ের উপয় দিয়ে এঁকে বেঁকে লাফাতে লাফাতে চলতে লাগলো।

এইভাবে প্রায় দুঘণ্টা যাবার পর আমাদের গাড়ী পাহাড় থেকে নাব্‌তে আরম্ভ কোরলো। কিছুদুর এসে দেখি একটা খুব বড় ঝরনা পাহাড়ের গা বেয়ে পড়ছে। আর ঠিক তার নিচ থেকে সুন্দর একটা ছোট নদীর মত বয়ে যাচ্ছে। সেই নদীতে এত স্রোত যে তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা বা হেঁটে পার হওয়া প্রায় অসম্ভব। খুব বেশী হলে প্রায় কোমর পর্য্যন্ত জল হতে পারে। পার্ব্বত্য জায়গা দিয়ে এই নদী বয়ে যাচ্ছে তাই নদীটা খুব এঁকে বেঁকে পাহাড়ের উপর দিয়ে চলেছে। আর এই সব পাথরগুলির উপর দিয়ে এই স্রোতস্বতী নদী বয়ে যাওয়াতে তাদের উপর কোনরূপ মাটীর নামগন্ধও নেই—দেখতে এত পরিস্কার যে মনে হয় যেন জল এক ইঞ্চির বেশী গভীর নয়। এবার যে রাস্তাটা ধরে আমরা যাচ্ছিলাম তার একদিকে পাহাড় আর অপর দিকে এই স্রোতটী গম্ভীর হুঙ্কার করে বয়ে যাচ্ছে—আর তীর মধ্য দিয়ে ছোট একটা রাস্তা পাহাড় থেকে নেবে চলেছে। এই দৃশ্য দেখলে আমাদের পুর্ব্ব স্মৃতি মনে পরে যায়। যখন ১৯২৮।২৯ সালে বঙ্গীয় বয়স্কাউট সঙ্ঘের উদ্যোগে আমাদের যে Northern India Conducted Tour হয়েছিল আর সেই ভ্রমণের হৃষিকেশ থেকে লছমণ ঝোলার পথটা। একদিকে উচ্চ পাহাড় আর অন্য দিকে মাগঙ্গা গুরুগম্ভীর স্বরে পাহাড় থেকে নেবে হরিদ্বার কাশী প্রভৃতি দেশকে সমৃদ্ধিশালী করে ভারতের কোটী কোটী

লোকের অন্নকষ্ট দূর করে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছেন। জাপানের এই নদীটাও ঠিক সেই রূপ অনেক ভূমি শস্যশ্যামলা উর্ব্বরা করে আপন মনে সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়েছে। হৃষীকেশের সেই গঙ্গাকে যে একবার দেখেছে সে জীবনে তাকে ভুলতে পারবে কি না সন্দেহ আর জাপানের এই দৃশ্যটাও সেইরূপ কখনও ভুলবো কি না বলতে পারি না। এই পথ দিয়ে গিয়ে কোথাও থেমে জলস্রোত থেকে জল খেয়ে পথে আরো কটা ছোট ছোট জলপ্রপাত দেখে প্রায় দুটার সময় আমরা Towada হ্রদএ এসে উপস্থিত হলাম।

তখন প্রায় দুটো ক্ষিধেয় পেট জ্বালা করছে। যেখানে এসে মোটর দাঁড়ালো সেখানে একটাও খাবার দোকান নেই। এখন আমাদের প্রোগ্রাম হোল মোটর বোটে লেকটা পার হওয়া এবং অপর পারে গিয়ে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা। এখানে যখন খাবার ব্যবস্থা একেবারেই নেই তখন উপায়হীন; একটা বোট ঠিক করা গেল। এই হ্রদটীর বিশেষত্ব যে সমুদ্রবক্ষ হতে এটা প্রায় হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত ইহার চতুর্দ্দিকে পাহাড় আর এই হ্রদটির জলের চার রকমের রং আছে কোথাও সবুজ, কোথাও নীল কোথাও কাল আর কোথাও বা একটু লালের মত। যেখানে একটা রং ছেড়ে অন্যটাতে পড়েছে সেই জয়গাটীতে একটা স্পষ্ট দাগ রয়েছে এবং পার্থক্যটা খুব ভালভাবেই বোঝা যায়। যাহোক হ্রদটি পার হতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগলো। আমাদের মোটরটিকে এখানে এসে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। এই জায়গাটি খুব ছোট এবং গ্রামের মত মাত্র দুটি ছোট ছোট রেষ্টুরেণ্ট আছে। আমরাও দুভাগে বিভক্ত হয়ে দুটো রেষ্টুরেণ্টে যখন খাওয়া শেষ করে বেরুলাম তখন বেলা চারটে। আর অপেক্ষা করলে চলবে না—তাই তাড়াতাড়ি এসে মোটরে উঠলাম, সেও আবার পাহাড়ের উপর উঠতে আরম্ভ কোরলো।

এই ভাবে প্রায় এক হাজার ফিট উঠবার পর আবার নাববার পালা। দুধারে ছোট বড় অনেকগুলি ঝরণা পড়লো। তবে দুঃখের বিষয় যে এই ঝরণাগুলিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আর কোন চিহ্নই নেই—প্রত্যেকটিতে একটী করে Hydro Electricএর DAM বসান রয়েছে। এই প্রাকৃতিক উপায়ে বিদ্যুতিক শক্তি তৈরী হয় বলে জাপানে তার দাম খুব সস্তা সুতরাং যে কোন ছোট গ্রামেও বৈদ্যুতিক আলোর অভাব নেই। যখন Kanagawa ষ্টেশনে এসে পৌছিলাম তখন বেলা ছটা আর আমাদের ট্রেণ ছাড়বে রাত্রি সাড়ে বারটায়।

এবার কি করা যায় গাড়ীটাকেও বিদায় দেওয়া গেল। কি কোরবো ভাবতে ভাবতে দেখি একজন সরকারী কর্ম্মচারী এসে হাজির আবার আমাদের আদ্যোপান্ত হিসাব নিকাশ নিতে। তাকেও সব বলা হোল এবং তার সঙ্গে বেশ ভাল ভাবে জমিয়ে নিয়ে সেখানকার কোন হোটেলের খোজ করে নিলাম। সেখানেও যখন আবার দুটো হোটেল মিললো তখন আবার দুভাগে ভাগ করা হোল আমার দলে তিনজন। আমরা যেখানে গিয়ে

উঠলাম সেই হোটেলটা খুবই ছোট এবং তার মালিক পুত্র পরিবার নিয়ে সেখানেই থাকেন। মালিক আমাদের একটা ঘড় দেখিয়ে দিলেন আর আমরা সেখানে গিয়ে জামা কাপড় ছেড়ে স্নানের ব্যবস্থা করলাম। তারপর খাবার পালা। জাপানের নিয়ম যে, যে কোন হোটেলে বা বাড়ীতে খেতে গেলে সেখানকার কোন মহিলা বসে অথিতির অভ্যার্থনা এবং খাবার সময় সর্ব্বদা পাশে বসে থেকে অতি যত্নের সহিত খাওয়ায়। আর আমাদের যিনি খাওয়াতে এলেন তিনি হোটেলের মালিকের কন্যা বয়স ১০-১১ হবে। আগেই বলেছি যে তাদের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না এবং মেয়েটীর পড়নে একটী অতি পুরাতন এবং জির্ণ পোষাক। বড় কষ্ট হোল আর তার ব্যবহারে এত ভাল লাগলো যে বলা যায় না তাই রাত্রে যখন চার ইয়েনের বিল এল তখন আমরা ছ ইয়েনের কম কিছুতেই দিতে পারলাম না।

সেখানথেকে আটটার সময় বেড়িয়ে সময় কাটাবার মৎলবে একটা রেষ্টুরেন্টে ঢুক্‌লাম সেখানে খাওয়া দাওয়া করে আমোদ আহ্লাদে বেশ সময় কাটলো যখন প্রথম ঘড়ীর দিকে চাইলাম দেখি সাড়ে এগারটা! উঠ্‌বো উঠ্‌বো করে যখন ষ্টেশনে এলাম তখন সোয়া বারটা আর পনের মিনিট পরে আমাদের গাড়ী। টিকিট এবং শোবার যায়গার ব্যবস্থা আগেই করা ছিল তাই গাড়ী আসতেই উঠে পড়লাম।

সকালবেলা Niigata তে গাড়ী বদলালাম Niitsu যাবো বলে আর সেখান থেকে আবার গাড়ী বদ্‌লিয়ে Karuizawa অভিমুখে রওনা হলাম। Karuizawa তে Aso পাহাড় আছে সেটা জাপানের একটা প্রসিদ্ধ Volcano। Karuizawa তে গাড়ী যাবে বেলা বারটায় তখন গিয়ে হোটেলে খেয়ে Aso পাহাড় দেখতে যাব এই মৎলবে অভুক্ত রইলাম। কিন্তু যখন Karuizawaতে পৌছুলাম তখন শুনি যে পুর্ব্বদিন Aso পাহাড়ে Eruption হয়েছে এবং তার জন্য এখন কোন পরিদর্শকের যাওয়া নিষিদ্ধ।

Aso পাহাড় যখন দেখতে পাব না তখন Karuizawa গিয়ে কোন লাভ নেই তাই সেই অভুক্ত অবস্থায়ই সেই গাড়ীতে আবার উঠে বসলাম এবার Yokohama অভিমুখে।
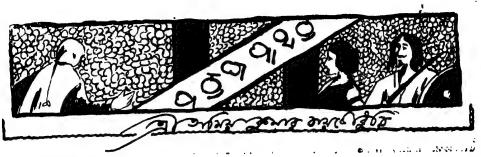
[ধারাবাহিক গল্প]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ক্ষিতীশের সোয়াস্তি নেই। তার বন্ধুরা যে তারই জন্য বিপদগ্রস্ত এই জন্য তার বড় দুঃখ। তার বন্ধুরা তাকে ভালবেসে, করল কত বড় আত্মত্যাগ; মায়ের পেটের ভায়েও অমন করে না। না, জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে তার দুই বন্ধুর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে, প্রাণ দিয়েও তাদের রক্ষা করবে।...সমরের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। ক্ষিতীশ গালে হাত দিয়ে তার ছোট ঘরটীতে বসে আকাশ পাতাল ভাবছিল। সে যে চীনা বেশে শত্রুর আড্ডায় রয়েছে, তা যদি এরা জানতে পারে,: সব ফাঁস হয়ে যাবে। তার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারে যদি এরা তাহলে আর রেহাই নেই। তাই তাকে সাবধানেও থাকতে হবে, যাতে কারও সন্দেহের উদ্রেক না হয়। তার চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। ...কি হে কি কোরছ? তোমার নাম কি? ভুলে যাই—বার বার, ক্ষিতীশের মুখ দিয়ে আর একটু হলে বেরিয়ে আসছিল—ক্ষি...কিন্তু সে কোন রকমে চেপে রাখল।

"না, তুমি বড় ছেলেমানুষ; অত মনমরা হয়ে থাকলে চলে না; বাড়ীর জন্য মন কেমন করে না?"

ক্ষিতীশ মাথা নেড়ে জানাল—হাঁ। সর্দ্দার কিছুক্ষণ কি ভাবল, তারপর বল্‌ল শোন, আমার নাম এনিয়াৎ খাঁ, তা অন্যদের বোলো না। আমায় সর্দ্দার বলে ডেকো। তোমার নামটা বড় বিদ্‌ঘুটে, আমি বদলে দিচ্ছি;—আমাদের আড্ডায় যারা থাকে তাদের একটা করে গুপ্ত নাম থাকে। তোমার নাম আজ থেকে "১১ নম্বর", এখানে বেশীর ভাগই নম্বর দিয়ে ডাকা রীতি।

ক্ষিতীশ মাথা নেড়ে সায় দিল। সর্দ্দার আবার বল্ল তোমার একজন সঙ্গী চাই, না? তা পাবে। কিন্তু একটা কাজ করতে হবে, তোমায় যার সঙ্গে মিশতে দেব, তার কাছ থেকে সব পেটের কথা বের করে আমায় জানাতে হবে। দেখব তুমি কেমন বাহাদুর। আচ্ছা, এখন আমার সঙ্গে এসো।

ক্ষিতীশ সর্দ্দারের পিছু নিল। দুটো কামরা অতিক্রম করে তারা একটা সম

চতুষ্কোন কাঠের ঘরে এসে হাজির হোল। সেখানে এসে সর্দ্দার হটাৎ তিনবার পা ঠুকলে, অমনি, দুটো কাঠ সরে গেল—বেরুল একটা সরু পথ—ঘুট ঘুটে অন্ধকার।

* * *

সমর হঠাৎ চমকে উঠল, মনে হোল, বাইরে ভয়ানক গোলমাল হচ্ছে। হটাৎ লোহার কপাট খুলে গেল, দুটো লোক ধাক্কা দিয়ে একটা চীনে ছেলেকে ভেতরে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

* * *

সমরের মনে আশা আবার উঁকি দিল, যদি এর সাহায্যে, দুজনে মিলে পালানো যায়। কিন্তু ছেলেটা যে চীনে। চীনে ছেলেটা এসেই কপালের রক্ত মুছে কাঁদতে আরম্ভ করে দিল। ব্যাপারটা কিছুই নয়, তার বাড়ী লুট করে দস্যুরা তাকে আটক করে রেখেছে। ছেলেটার রকম দেখে সমরের এত দুঃখেও হাসি পেল। অত বড় একটা দামড়া ছেলে, ভেউ ভেউ করে কাঁদে। বিপদে পড়েছে, কোথায় উদ্ধারের চেষ্টা করবে না, কান্না।

রাত্তিরে সমরের একটু তন্দ্রা এসেছিল, সে দেখল চীনে ছেলেটা তাকে ধাক্কা দিচ্ছে—চমকে উঠে সে বল্লে—কে? অন্ধকারে উত্তর হোল—আমি! ক্ষিতীশ। সমর অবাক হয়ে গেল, কিন্তু তাকে কোন উত্তরের সময় না দিয়েই—ক্ষিতীশ বল্ল—চিনতে কষ্ট হচ্ছে? পরে সব শুনো। তুমি কোন মতেই প্রকাশ কোরোনা যে আমায় চিনতে পেরেছ। এখানে আমায় এগার নম্বর বলে ডাকে, তুমি আমায় ওয়াং বলে ডেকো। হটাৎ খুট করে শব্দ হোলো—ক্ষিতীশ আবার তার খাটিয়ায় ফিরে গেল, হামাগুড়ি দিয়ে, তারও হাত পা বাঁধা ছিল। ক্ষিতীশ চোখ বুজিয়ে পড়ে রইল। খুট করে শব্দের পর—সে দেখল একটি আলো—একটি আলো হাতে করে একটি মেয়ে ঢুকল—সেই দিনকার সেই মেয়েটি। তার মনে হোল সে দিন মেয়েটি হয়তো এইখানেই এসেছিল—সুতরাং সেই নম্বর খোদাই করা Spring dialএর সঙ্গে এ গুপ্তকামরায় কোন সম্বন্ধ আছে। বাত্তি রেখে মেয়েটি ঘরের কোনের দিকে গেল—তারপর সেখানে গিয়ে পা দিয়ে কি একটা টিপল,—একটা অদ্ভুত শব্দ হোল, মেয়েটিও সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হোল। তাজ্জব ব্যাপার।

ক্ষিতীশ এবার দীলিপকে ডাকল ফিস্‌ফিস্ করে—কিন্তু কোন উত্তর না পেয়ে, চারধারে চেয়ে দেখল দীলিপ নেই…আর আরি ঘরটা যেন আয়তনে অর্দ্ধেক কমে গেছে। একটা সন্দেহ তার মনে এল। ঘরটীতে নিশ্চয়ই Sliping partitionএর বন্দোবস্ত আছে। তাহলে সে বন্দী, বেরুবার কোনই উপায় নেই।

* * *

ব্যাপারটা কিছুই নয়। ফুচার চীনে injectionএর ফলে ক্ষিতীশ এর কণ্ঠস্বর ও আকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছিল। তাই সমর প্রথমে এই চীনা ছোকরাকে ক্ষিতীশ

বলে চিনতে পারেনি। চীনে ছেলেটি পরিচয় দেবার পরও তার খানিকটা সন্দেহ ছিল। তারপর প্রসাদী যখন এসে বল্‌লো তাকে যে—"এ চীনে ছেলেটা নতুন ভর্ত্তি হয়েছে এদের দলে কাজ শেখবার জন্যে সর্দ্দার একে পাঠিয়েছে পেটের কথা ও হাঁড়ির খবর জানবার জন্য সমর সে কথা অবিশ্বাস করতে পারল না। কারণ প্রসাদীই তার এখন একমাত্র ভরসা। তখন সমরের এক অদ্ভুত ইচ্ছা হোল, এই চীনে ছেলেটাকে বিপদে ফেলবার। প্রসাদীর সাহায্যে সে অনেক কিছুই তথ্য হিসাবে সংগ্রহ করেছিল এবং তারই সাহায্যে Sliding partitionএ আবদ্ধ করল চীনে ছেলেটাকে। সমরের আসল মতলব হোল এই যে এ ছেলেটা যখন ওদের চর, তখন, এখানকার প্রায় সব তিথি-নক্ষত্রই ওর জ্ঞাত। কাজেই এখন যদি সে কোন রকমে পালাতে পারে, তাহলে দোষ পড়বে ঐ ছেলেটার ঘাড়ে। সেদিন রাত্রেই সে পালাবার বন্দোবস্ত কোরল।

* * *

এদিকে ক্ষিতীশ অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে এসে হাজির হোল সেই কোনটায় অনেক টেপাটুপিতেও কিছু খুলল না। এমন সময় এক জায়গায় পা পড়তেই Sliding Partition টা সোঁকরে খুলে গেল অমনি সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে শব্দ হোল, একটা গোল চাকায় ক্ষিতীশের হাত পড়ল। চাকাটা ঘুরছিল; চাকাটা থামল; হটাৎ দুটো তক্তা সরে গেল, তার নীচেই গভীর অন্ধকার। কিন্তু কাণ পেতে শব্দশুনে সে বুঝল, নীচে জল বহে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা তীব্র টর্চ্চের আলো গর্ত্তের মুখে পড়ল, তারপর ছপ, ছপ, ছপাৎ শব্দ—যেন একটা নৌকা আসছে। আলো দেখে সে দু'পা সরে গেল, আলোটা তখনই নিভে গেল। ক্ষিতীশ যেই পিছন ফিরল, তার মনে হোল অন্ধকার ঘরে কে যেন পায়চারী করছে...। হঠাৎ তার মনে হোল পিছন থেকে কে যেন তার গলাটা সজোরে টিপে ধরেছে ...ক্রমশঃ জোরে। তার শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হোল......অজ্ঞান হয়ে সে মাটিতে পড়ে গেল...।

* * * *

ক্ষিতীশের যখন জ্ঞান হোল, সে দেখল যে সে সর্দ্দারের ঘরে বিছানার উপর শুয়ে রয়েছে, সর্দ্দার উৎসুক নয়নে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। সে কথা বলতে চেষ্টা কোরল, কিন্তু সর্দ্দার ইসারায় বারণ করে, বল্ল—"বলতে হবে না বুঝেছি। তুমি তোমার যথাসাধ্য করেছ প্রতিরোধ করতে--তা সত্বেও শীকার পালিয়েছে। মেয়েটা এত শয়তানী তা জানতাম না।"

ক্ষিতীশ কিছু না বুঝলেও এইটুকু বুঝল যে সমর পালিয়েছে এবং সেই মেয়েটির সাহায্যে মেয়েটিও নিরুদ্দেশ। তাহলে দিলীপই ধরা পড়বার ভয়ে তার গলা টিপে ধরেছিল—ওরা সেই গুপ্তপথে পালিয়েছে......এবং এখনও পর্য্যন্ত ধরা পড়েনি...।

সর্দ্দারের ঘরের একটা লাল বাতি হটাৎ একবার জ্বলেই নিভে গেল। সর্দ্দারের

চোখে মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠল, ঠোঁট কামড়ে সে বলে উঠল—এঁনিয়াৎ খাঁ এই দ্বিতীয়বার তোমার পরাজয়। কথা শেষ হওয়ার সঙ্গেই দরজার বাইরে গোলমাল শোনা গেল, ও সর্দ্দারের, হাতের বন্দুক গর্জ্জন করে উঠল দশ বার বার। তারপর পায়ের নীচে একটা Spring চাপতেই দুখানা তক্তা সরে গেল সর্দ্দার নিরুদ্দেশ হোল। তক্তাটা আবার স্বস্থানে ফিরে গেল।......সামনের দরজা খুলে গেল, দেখা গেল শচীনবাবুর মুখ, হাতে রিভলবার পিছনে একদল পুলিশ। কিন্তু ঘরে শচীনবাবু পা দেওয়া মাত্রই একটা বিকট আওয়াজ হোল। ক্ষিতীশ তিনহাত ছিটকে পড়ল বিছানা থেকে। একটা উজ্জ্বল আলো মুহূর্ত্তের জন্য দেখা গেল। তারপর আবার সবচুপ। ক্ষিতীশ আবার চোখ বুজোল, তার মনে হোল সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে, তার বুকের উপর যেন মন দশেক পাথর চাপান হয়েছে।

—শেষ প্রথম ভাগ—

[সামনের মাস থেকে বেরুবে দ্বিতীয় ভাগ। ক্ষিতীশ কি মারা যাবে? সর্দ্দার কি ধরা পড়বে? এসব প্রশ্নের উত্তর যদি চাও তবে আগামী সংখ্যার জন্য অপেক্ষা কর]।

শিক্ষক—বলত ভণ্ড কাকে বলে ?

ছাত্র—যারা হাসিমুখে স্কুলে আসে।

*　　*　　*　　*

পিতা—(রাগিয়া)—উল্লুক—

পুত্র—বাবা উল্লুক কাকে বলে—তারা কি মানুষ ?

পিতা—হাঁ তারা ঠিক আমার তোমার মত লোক।

*　　*　　*　　*

১ম বন্ধু—ওহে জান—আমি একটা কবিতার বই বার করছি—আর ভাবছি বেনামেই প্রকাশ করবো।

২য় বন্ধু—কিন্তু ভায়া সেটা ভাল কাজ করবে না।

১ম বন্ধু—কেন নয় ?

২য় বন্ধু—তুমি একবার ভেবে দেখ কত নিরীহ লোকের উপর সন্দেহের সৃষ্টি হবে।

*　　*　　*　　*

নূতন ভৃত্য—বাবু ক'টার সময় আপনাকে জাগিয়ে দেব ?

প্রভু—সে তোমাকে ভাববার দরকার নাই—আমি খুব ভোরেই উঠি।

ভৃত্য—তাহলে যদি কিছু মনে না করেন—আমাকে একবার……

*　　*　　*　　*

শিক্ষক—তোমার অঙ্ক কে করে দিয়েছে ?

ছাত্র—আজ্ঞে আমি মাষ্টার মশায়ের কলমে লিখেছি !

*　　*　　*　　*

১ম পথিক—আমার মনে হয় পৃথিবীর মধ্যে লণ্ডন সবচেয়ে কুয়াসাচ্ছন্ন স্থান—

২য় পথিক—আমি এক জায়গায় গিয়েছিলাম—লণ্ডনের চেয়ে বেশী কুয়াসাচ্ছন্ন···

১ম পথিক—কোন জায়গা—

২য় পথিক—এত কুয়াসা সেখানে যে আমি বুঝতেই পারলাম না জায়গাটা কোথায়।

*　　*　　*　　*

এক ভদ্রলোক ভোজে একটি নূতন পাশকরা ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করেন ও তার উত্তরে এমন একখানা চিঠি পান যা তিনি কিছুতেই পড়তে পারলেন না। অনেকক্ষণ চিন্তার পর তিনি এক ডাক্তারখানায় সেটা পড়াতে নিয়ে গেলেন। সেখানকার লোকটি সেটা নিয়েই ভিতরে চলে গেল ও কিছুক্ষণ পরে এক শিশি ঔষধ এনে দিয়ে বলে উঠল "দিন সাড়ে বার আনা—"

—ব্লু-স্মোক।

কাণা হাতী—

এ খেলাটি খেলতে হলে ট্রুপের স্কাউটদের তিনজন তিনজন করে ভাগ করে দিতে হবে (তিনজনই কিন্তু এক পেট্রলের হওয়া চাই) ও খেলার জায়গায় ২৫ গজ অন্তর ছুটা লাইন করতে হবে। তারপর খেলার আগে প্রতিদলকে পাশাপাশি দাঁড় করাতে হবে—এবার প্রতি দলের ছুজন ছুজনকে চোখ বেঁধে নিচু হয়ে ঘাড়ে ঘাড় দিয়ে আঁকড়ে ধরতে হবে এরা ছুজনে হ'ল হাতী আর তৃতীয় ছেলেটী হবে মাহুত। এইরকম করে প্রতিদলটীকে লাইনে দাঁড়াতে হবে—তারপর বাঁশি বাজালেই হাতীরা নিজের নিজের মাহুতের ইঙ্গিত অনুযায়ী অপর লাইনটির দিকে যাবে। যে পেট্রলের বেশি হাতী ঐ লাইন পার হতে পারবে তারাই জিতবে। কিন্তু একটা কথা—মাহুতরা হাতীর গায়ে হাত দিতে পারবে না।

রঙ্গিন বল—

প্রথমে কাবেদের ছুটো দলে ভাগ করতে হবে ও প্রতি দলের একরকম চিহ্ন করতে হবে (যেমন ধর একদল হাতে লাল পশম বাঁধবে ও আর একদল নীল পশম বাঁধবে) আরপর তাদের সামনা সামনি ছুটা লাইনে একজন লাল একজন নীল এইরকম করে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে (লাইন ছুটা দশ হাত অন্তর হলেই চল্‌বে) এবার যারা লাইনের ধারে আছে প্রতি দলকে তাদের নিজের রংয়ের একটা করে বল দাও। তারপর বাঁশি বাজালে যাদের হাতে বল আছে তারা তার সামনে নিজের দলের কাবকে ছুঁড়ে বলটি দেবে, অপর দিকের কাবটি বলটি লুফে নিয়ে আবার তার সামনের নিজের দলের কাবকে দেবে। এই-রকম করে যারা আগে শেষ করতে পারবে তারা জিতবে। কিন্তু খেলতে খেলতে যাদের বল মাটিতে পরে যাবে তাদের আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হবে। আর যদি কেহ ভুলকরে অন্য দলের বল লুফে ফেলে তাহলে বলটা তৎক্ষণাত তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।
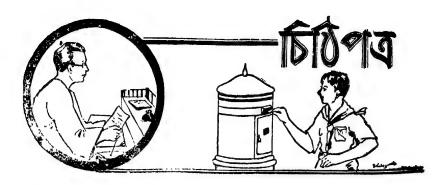
ভাই মুকুল—

তোমার স্কাউট মাষ্টার মহাশয় ঠিকই বলেছেন যে প্রথম এক মাস তোমার কোন সহায়ক (সেকেণ্ড) না নিয়ে তুমি কাজ চালাতে পারবে। তিনি যে তোমাকে এ কথাটী বলেছেন তার একটী বিশেষ কারণও আছে। তিনি সমস্ত স্কাউটদের যিনি নেতা ব্যাডেন পাওয়েল তাঁর ঠিক ঠিক নির্দ্দেশ মত কাজ করতে চান। প্রধান নেতার ইচ্ছা পেট্রোল লীডাররা তাদের মনোমত সেকেণ্ড বেছে নিক্ কিন্তু তোমাকে যদি তোমার সেকেণ্ড বেছে নিতে হয় যাকে তাকে নিলেও চল্‌বে না, তোমায় যাদের সঙ্গে মিশতে হবে, কার কতদূর কাজ করবার ক্ষমতা জানতে হবে এবং যাকে তুমি অপর সকলের চেয়ে কাজের লোক মনে করবে তাকেই তুমি তোমার সেকেণ্ড করবে, কাজে কাজেই তোমার পরীক্ষা করবার সময় দরকার। এখন বুঝলে কেন তোমার স্কাউটমাষ্টার মহাশয় তোমায় একমাস একা চালাতে বলেছেন।

এ সপ্তাহে নিশ্চয়ই তুমি তোমার স্কাউট ভায়েদের নিয়ে নিয়মাবলীর আলোচনা সুরু করবে এবং প্রথম নিয়মটি তোমাদের আলোচনার বিষয় হবে। কিন্তু এই আলোচনার সময় তোমায় কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে,—আচ্ছা ভাই স্কাউটদের নিয়মগুলো কেন এমন হ'লো? নিয়ম বল্‌তে গেলে একটী আদেশের ভাব থাকে, কিন্তু এতে ত তা নেই। এই মনে কর প্রথম নিয়মটী—যেমন বল্‌ছে স্কাউটদের আত্মমর্য্যদা নির্ভর যোগ্য, এ কিন্তু ভাই নিয়মের ভাষা মোটেই নয়। নিয়মের ভাষা হ'লে এটী হওয়া উচিৎ ছিল "স্কাউটদের সর্ব্বদা সত্য কথা বল্‌তে হবে" ইত্যাদি। তুমি তাকে এর কি উত্তর দিবে? ব্যাপারটী বড় গোলমেলে মনে হচ্ছে নয়? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। আচ্ছা তোমাকে একটী সহজ উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। বাঙ্গালা দেশের লোককে বাঙ্গালী বলে, কি বল? আচ্ছা এখানে যারা বাস করে তাদের কতকগুলি নিয়ম মেনে চল্‌তে হয়, কেমন? যদি কোন লোক কোন অন্যায় কাজ করে—কোন লোক যদি চুরি করে—তা হলে সেই অন্যায় কাজের জন্যে তার শাস্তি হয় এবং সে সকলের

কাছে ঘৃণার পাত্র হ'য়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই শাস্তি ভোগ করবার পরও সে বাঙ্গালীই থাকে, বাঙ্গালী নাম তার ঘোচে না। এরূপ অন্যায় সে যদি বারবার করে তাতেও তার বাঙ্গালী নামের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু তুমি একজন স্কাউট, তুমি যদি স্কাউটদের নিয়ম বার বার ভাঙ্গ, তোমার আর স্কাউট থাকাই হবে না কারণ যে স্কাউটদের নিয়ম ঠিক ঠিক মানে সেই স্কাউট আর তা না হ'লে স্কাউট নয়। একজন ছেলে সে যদি বেশ ভাল স্কাউটদের পোষাক পরে এবং স্কাউটদের আদব কায়দা বেশ মেনে চলে কিন্তু যদি তার আত্মমর্য্যাদা নির্ভর যোগ্য না হয় তাকে স্কাউট বলা হবে না। কাজে কাজেই স্কাউটদের নিয়মাবলী কেবল একটী বিবরণ মাত্র এবং অন্যান্য নিয়ম, অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক। এতে জোরের কিছুই নেই, যে নিজের ইচ্ছায় এই নিয়ম মানবে সেই স্কাউট হবে। আমাদের প্রধান নেতার মতে যে বালক ভদ্র, কর্ত্তব্যপরায়ণ, পরোপকারী, সমস্ত জীবের বন্ধু, সকলের বাধ্য, সদাই প্রফুল্ল চিত্ত, মিতব্যয়ী এবং যে মনে প্রাণে নির্ম্মল সেই বালকই স্কাউট নামের উপযুক্ত। আশা করি তুমি এই বিষয়টী তোমার পেট্রোলের ছেলেদের ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে বিশেষ চেষ্টা করবে।

আমাদের প্রধান নেতা যখন এই প্রথম নিয়মটী রচনা করেন তখন কত বড় একটী আদর্শ সামনে দেখেছেন জান? তিনি দেখেছেন এই স্কাউটিংএর ভেতর এসে এবং এই নিয়মটী মেনে সারা জগতে এমন একদল ছেলে ও যুবা তৈরী হবে যাদের মনে এক রকম ও মুখে আর এক রকম থাকবে না, যাদের মনে পাপ বলে কোন জিনিষ থাকবে না, যারা হবে চাঁদের আলোর মত নির্ম্মল এবং দিনের আলোর মত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল, যারা সবই অটুক খাটি সত্য কথা বলবে এবং যাদের আত্মমর্য্যাদা সর্ব্বদা নির্ভর যোগ্য হবে।

তুমি বহু সাহসী পুরুষ ও স্ত্রীলোকের কথা শুনে থাকবে যাঁরা তাঁদের সুখ সাচ্ছন্দ এমনকি জীবন পর্য্যন্ত এই আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য ত্যাগ করেছেন। আমাদের প্রধান নেতাও প্রত্যেক স্কাউটকে, ঠিক সেই রকম প্রস্তুত হ'তে আশা করেন। তিনি ইচ্ছা করেন যেখানেই থাক, যেকাজই কর সব সময়েই তোমার আত্মমর্য্যাদা যেন নির্ভর যোগ্য হয়, এরূপ করার জন্য তোমায় যদি কোন কাজ ত্যাগ কর্ত্তেও হয়, কিম্বা তোমায় যদি বিশেষ কষ্টেও পড়তে হয়, তোমায় তাও বরণ করবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

যখন দেখি যে কোন বালক খাবার ওয়ালার কাছ থেকে খাবার খেয়ে পয়সা না দিয়ে চলে যাচ্ছে, কিংম্বা টিকিট না করে চুপিচুপি বেড়া লাফিয়ে খেলার মাঠে খেলা দেখতে ঢুকছে, কিংবা বাস বা ট্রামে বিনা টিকিটে যাবার চেষ্টা করছে, তখনই মনে হয় দেশের সব ছেলেগুলোকে স্কাউট করে ফেলি এবং যার মধ্যে দিয়ে তাদের মনের এই সামান্য সামান্য হীনতা, নীচতাগুলো মুছে যাক্ এবং নিজেদের মর্য্যাদা জ্ঞানটুকু ভাল ভাবে বুঝুক। বুঝে দেখ স্কাউটদের কি রকম বিশ্বাসের পাত্র হ'তে হবে।

এই প্রথম নিয়মটীর মধ্যে আর একটু কথা আছে। এতে স্কাউটরা যেমন অপরের

বিশ্বাস যোগ্য হবে তেমনই স্কাউটদেরও অপরকে বিশ্বাস করতে হবে। এ রকম দেখা যায় যে যদি সকলকে সন্দেহ করা যায় আমাদেরও মন সন্দিগ্ধ হ'য়ে যায়, কাকেও বিশ্বাস করা যায় না; কিন্তু যদি সকলকে বিশ্বাস করা যায় এমন কি যে যথার্থ বিশ্বাসের পাত্র নয় তাকেও যদি বিশ্বাস করা যায়, আমাদের মন পরিষ্কারত হয়ই, তারও চেষ্টা হয় সে যাতে বিশ্বাসের যোগ্য হ'তে পারে সে রূপ কাজ করতে—কারণ বিশ্বাসই বিশ্বাস জন্মায়। এ রকম করলে যে বিশ্বাস করে এবং যাকে বিশ্বাস করা যায় উভয়েই উপকৃত হয়।

দেখ মুকুল প্রথম নিয়মটী সম্বন্ধে আমার যতটুকু জানা আছে এই চিঠিতে যথাসম্ভব বোঝাতে চেষ্টা করেছি, এখন এস আমরা সকলে এই নিয়মটী নিজের নিজের জীবনে কাজে লাগাতে চেষ্টা করি। কিন্তু এতেও বিঘ্ন আছে অনেকে হয়ত বল্‌বে এ রকম সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হতে যাওয়া পাগলের কাজ, এমন কি অসম্ভব। কিন্তু এতে আমরা নিরুৎসাহ না হয়ে, স্কাউট কখনও মিথ্যা কথা বলে না, নিজের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস রেখে এস আমরা নিজের নিজের কাজ করে যাই। তা হ'লেই আমরা যথার্থ স্কাউট হতে পারব। ইতি

তোমার স্নেহের—

ক্ষিতিনদা।

MESSAGE

FROM

The Chief Commissioner

CHHATARI,
OCTOBER 29, 1935.

Scouting teaches one to be a noble and a good citizen. The duty of a Scout is to lead a life with an aim to serve others. In a country like India this movement is particularly useful, because the Scouts wish to serve humanity irrespective of any distinction of caste, creed or religion. Therefore, my message to them is that they should dedicate their life to the good of others and to the service of mankind.

Ahmad Said.

Chief Commissioner For India.

We rejoice in welcoming amidst us Captain Nawab Sir Muhammad Ahmad Said Khan, K. C. S. I., K. C. I. E., M. B. E., of Chhatari as the Chief Commissioner of Scouts for India. The Scouts all over India owe a deep debt of gratitude to His Excellency the Viceroy for his having been pleased to appoint Nawab Saheb as the First Indian Chief Commissioner for India.

Ever since the year 1921 when Sir Alfred Pickford the then Chief Commissioner left India it was not found possible to appoint a non-official to succeed him as Chief Commissioner. And the succeeding Private Secretaries to His Excellency the Viceroy and Governor-General of India very kindly took upon themselves the works of the Chief Commissioner for India in addition to their own already heavy duties. We gratefully remember that what progress Scouting has made today it is through their untiring zeal, indefatigable labour and sympathetic guidance.

There have been suggestions made from time to time however to have a non-official appointed as the Chief Commissioner. At the All-India Scouters Conference held at Delhi in 1934 a resolution to that effect was also unanimously adopted. It is a happy augary that His Excellency the Chief Scout has been pleased to appoint Nawab Saheb as the first Indian Chief Commissioner thus ushering a new era in the annals of the Beloved Movement in India. With his keen foresight, great power of organisation and his devotion to work Nawab Saheb has been a success in whatever he has so far pleased to take up in his hands and we are certain that Scouting in India will grow and prosper all the more with him at its head.

We rejoice with the rest of India in his appointment and fervently pray that he may be long spared to bring joy and happiness in the lives of millions of Scouts all over the country.

An account of a Group Outing of the 8th/1
(S. Thomas' School) Calcutta Group,

We had planned to go and spend the afternoon on Saturday 23rd at Tollygunge. Each patrol had collected money to buy something to eat at the camp fire. On Thursday we read a notice about some Raja's jewels being stolen, and the thief was caught but the jewels were not with him.

Saturday arrived ; we had bought all we needed and started at about 2 p m. We went by tram, and when we had arrived at our destination we were told by Brown Tip what we had to do about this tracking. A trail of gold thread had been left along the way by the thief, so that his followers may see it and catch him up. After each Patrol Leader had picked his four cubs, we were started off by patrols at intervals of four minutes

After finisning a long track we returned to the camp site. Mr. Edgar gave an orange as a reward to each boy. We then sat down to our "chew" which we finished very quickly. And then we went around the camp fire, where we acted and sang songs.

We came back to school after a long track, feeling rather tired, but very happy and excited.

Second A. Johnson
Bear Patrol,

A TRUE SCOUT

—MADAN MOHAN DAS
Group. Scoutmaster.
Nagharia H. E. School Group
MALDA.

It is not dress
It is not name
That make Scouts of you.

Three-fold promise
Keep in mind,
And the ten laws pursue.

Keep yourself
Fit and ready
Keep your mind clear.

In whatever
You do, you must
Always be Sincere.

Risk your life
For other's cause
Whenever need be.

That is the way
To be great and good
That's the way, you see.

———

From our Kit Bag.

1. **The Growth of the Movement:** The first Boy Scout World Census took place in 1922, two years after the formation of the Boy Scouts International Bureau, when the total was 1, 019, 205 Boy Scouts in 32 countries. The subsequent World Census totals are as follows with the addition of 19 countries :—

1924	1,344,360
1926	1,662,707
1928	1,772,112
1929	1,871,316
1931	2,039,349
1933	2.251,726
1935	2,472,014

2. **Traffic Held up by Ducklings:** A wild duck made its nest in an ornamental pond and fountain in the centre of Stockholm midst of all the bustle and traffic of the city. This duck hatched out a brood of small fluffy ducklings and considered that this little pond was not big enough world for them to live in so the other day she left the pond followed by her string of youngsters amidst the traffic of people, motor cars and lorries. She was right. Everybody pulled up as though a red lamp or a policman had stopped them. It was a marvellous sight : all the traffic suddenly brought to a standstill—held up by ducklings: The pedestrians—even the rowdiest boys—all stopped and smiled and let the little family pass unfrightened and unmolested. Thanks to the sympathy of the kindly folk in the Swedish streets.

3. **New "Twist" to an old knot:** We have just come across a new angle on our old friend the SHEEPSHANK, the knot we use for shortening a rope, or taking up the slack in a line. It is a neat affair, and to our mind seems more efficient for its job than the Sheepshank. Here goes the description as to how to do it.

Grasp end with the left hand and take the bight with the right hand, Tie a simple overhand knot. Adjust the slip knot you have thus made to the required length and take a half hitch over the bight with the end. Serves you right : It has been termed "SLIPSHANK". But remember it doesn't take the place of the sheepshank, and push it under the nose of your Patrol Leader when he tells you to tie a Sheepshank.

4, **Still Smiling:** The eighth Scout Law, "A Scout smiles aud whistles under all difficulties", manages to keep a good many heads up, and this was proved when a party of Canadian Boy Scouts set out to rally. They found that the ferry across a river was not working owing to floating ice. They made a detour of 120 miles, and still had a smile when they arrived at their destination.

Scraps from the Jungle.

Brown Tip.

A Cub Carnival

Some time ago I published in the "Scouter" a short note about a special Pack meeting that can also be used as a rally programme, namely, a Cub Carnival. We recently ran a Cub Carnival Rally in Calcutta, and it may be of general interest to publish an outline of the arrangements of what proved a most successful and enjoyable rally.

General :-

The rally ground was set out with sideshows around the four sides, each with a large placard of its name, and a big signboard opposite the entrance announced the general title. Each sideshow was in charge of a Rover and another Rover had charge of a central score-board. As each Pack arrived, it was given a list of instructinons and a scoring card and allowed to start at once.

Scoring :-

The ideal would be to allow every Cub to have a try at every sideshow, but this would have taken too long. Each Pack therefore went the round of the sideshows under its Old Wolf, and at each place Akela picked any eight Cubs to have a try. Packs with more than eighteen Cubs divided into two teams. Packs with less than eight Cubs had to combine with another team. Points were awarded by settiug up an average at each sideshow. Every Cub who equalled or beat the average scored one point for his Pack : others scored nothing. Small and big Packs thus had an equal chance. All scores were entered and initialled by the Rover-showmen, not by the Old Wolves.

Special :-

When everyone had finished the ten sideshows, we all settled down to watch two special events, for each of which each Pack (or team) entered one Cub. The events were Apple-bobbing and a Bun-and-Treacle Race, and they both caused a lot of fun. The first three in each scored 6–4–2 points, which were added to the total score of their Packs in the sideshows.

Refreshments :-

were given out at a special stall : buns and lemonade. Packs were allowed to go for them in their own time, so there was no rush. How the Cubs enjoyed the rally may be judged from the fact that when a messenger was sent round

the ground announcing that the refreshment stall had opened, no one took any notice, and finally Packs had to be urged to go for refreshments. The Pack that made the highest total score in the afternoon was rewarded with an extra round of refreshments. The whole rally lasted under 3 hours. A list of the sideshows, with the instructions issued to each Pack and showman, is given below.

LIST OF SIDESHOWS

Shooting Gallery :-

Air guns and targets. Targets marked Bull (3 points), Inner (2 points), Outer (1 point) Each entrant has 3 shots. Average : 5 points.

Cocoanut Shy :-

Throw tennis balls to knock over Indian Clubs. Hits must be full pitch ; must not rebound ; the club must be knocked over. 5 throws each Average : 3 hits.

Bucket Ball :-

Throwing tennis balls into a bucket. Must be full pitch ; not rebound ; must stay in. 5 throws each. Average ; 3 success.

Shooting Coals :-

Kicking a football into a minature goal. 5 shots each. Average : 3 goals.

Walk The Plank :-

As for the Star test. One try each. Go the full distance to score a point.

Book Balancing :-

As in the Star test. One try each. Go the full distance to score a point.

Skipping :-

As in the Star test. One try each. A second try allowed if the Cub trips before reaching 7 ; but no third try. Skip 30 to score a point.

Rope Climbing :-

Climb a rope as in the Athlete Badge. One try each. Touch the horizontal bar at the top to score a point.

Union Jack :-

Each entrant in turn comes to the table ; given four cards, England, Ireland, Scotland, and a "dud". Must score them out corrctly to score a point. No changing his mind..

Notes and News

— Ronen Ghose

1. The Warrants of Appointment of the following Scouters have been issued by the Provincial Headquarters:—

Rev. E. Quinton Snook as District Scoutmaster, Asansol Local Asscn.
Sahidul Huq Chaudhury as Scoutmaster, 1st Ranigunj Troop, Asansol
Sarbananda Sammadar as Cubmaster, 4th Behala Group, Behala
Ratnaswar Sinha as Asst. Cubmaster, do
John Wyman Wright as Scoutmaster, 8th/I Calcutta "B" Troop Calcutta
Ram Kumar Ladha as Scoutmaster, 34th/II Calcutta (S. V. S. Vidyalaya) Troop, Calcutta
Sailoz Mookherjea as Group Scoutmaster, 9th/III Calcutta Group, Calcutta
Radhika Mohon Bagchi as Scoutmaster & Cubmaster, 15th/III Calcutta Group, Calcutta
Jnan Ranjan Das Gupta as Scoutmaster, N. N. H. E. School, Jalpaiguri
Padam Lall Adhikari as Scoutmaster, 2nd Kalimpong Troop, Kalimpong

2. The following Packs, Groups and Crews are registered with Provincial Headquarters:—

1st Gustia K. N. H. E. School Group, Baraset
Baraset Govt. High School Group, Baraset
3rd Behala H. E. School Group, Behala
4th Behala L. M. S. School (Kaurapukur) Group, Behala
35th/II Calcutta (Saraswati Institution) Troop, Calcutta
7th/III Calcutta (Asoke) Rover Crew, Calcutta
Barkanta High School Troop, Comilla
Burichang H. E. School Troop, Comilla
Muradnagar Durga Ram H. E. School, Comilla
Mayura High School Troop, Comilla
Yusuf School Troop, Comilla
Iswar Pathshala Troop, Comilla
Comilla Victoria Collegiate School 1st Troop, Comilla
Husamia Madrassah Troop, Comilla
Comilla Zilla School 1st Troop, Comilla
Comilla Zilla School 2nd Troop, Comilla
Chauddagram H. J. H. E. School Troop, Comilla
Devidwar H. E. School Troop, Comilla
Gangamandal Raj Institution Troop, Comilla
Laksam H. E. School Troop, Comilla
Bangora H. E. School Troop, Comilla

Husamia Madrassah Pack, Comilla
Yusuf School Pack, Comilla
Victoria Collegiate School Pack, Comilla
2nd Dacca (Pogose School) Troop, Dacca
8th Dacca (Pogose School) Troop, Dacca
Mirik M. E School Troop, Darjeeling
do. Pack, ,,
Zilla School 1st Troop, Jalpaiguri
Aswarpara Cub Pack, Jalpaiguri
Husludanga B. F. P. School Pack, Jalpaiguri
Maynaguri M. E. School Pack, Jalpaiguri
Sohagpara Cub Pack, Jalpaiguri
Magura H. E. School Troop Jessore
Shyama Sundari Institution (Naldi) Troop, Jessore
Zilla School Pack, Jessore
Sammilani Institution Pack, Jessore
Madrassah Troop Khulna
Kathiadi School Troop, Kishoreganj
do. Pack,
1st Mymensingh Town Group, Mymensingh
Anjuman High School Troop, ,,
Satpai Troop, ,,
Dutt High School Troop (Netrokona) Mymensingh
1st Mymensingh (Open) Pack, Mymensingh
2nd Sarisa Asram Troop, Sarisa

3. Jackson Shield Competition: It has been provisionally settled to hold the Jackson Shield Competition in early February next. A nice Shield has been presented to the Bengal Provincial Association and it has been named after His Excellency the Chief Scout for Bengal and it will be awarded to the best team in Ambulance Test. The dates and venue will be announced hereafter.

4. The Madras Provincial Rover Moot Dec. 27th-30th '35: A Rover Moot under the auspices of Madras Provincial Association will be held at the Besant Camping Centre, Adyar, Madras. Madras Association has extended a very hearty invitation to Rover Scouts from all corners of India. The Provincial Secretary, Madras, will be glad to make arrangements for their stay if sufficient notice is given.

All enquiries may be addressed to the Hony. Provincial Secretary, Boy Scouts Association, Post Box No. 424, Triplicane, Madras.

5. Wood Badge Course (Scout): The All-India Scout Wood Badge Course was held at the Bengal Provincial Training Centre at Ganganagar under the auspices of the General Headquarters. In all 28 Scouters from all parts of India attended the Course, but one had to leave on account of illness. Out of the

27, Bengal sent a contingent of 11 Scouters to the Course and the following were successful and have been awarded with the Part II (Practical) Certificates :—

a) Scouter J. C. Hensman, M. A., A. I. C.,
G. S. M. Ist/II Calcutta (Scottish Church Collegiate School) Group
b) Scouter Kausik Mitra, M. A.,
S. M. 3rd/II Calcutta (S. C. C. School) Group
c) Scouter Ajit Ghosh, M. A.,
G. S. M. 4th/III Calcutta (Asutosh College) Group
d, Scouter Sachin Mukherjee,
G. S. M. 20th/III Calcutta (B. Y. M. A.) Group
e) Scouter Kshitin Bag,
S. M. Vivekananda Troop, Howrah

We wish these Scouters all success and looking forward to see them earn the most coveted badge beforelong. Mr. G. T. J. Thaddaeus, Travelling Secretary for India acted as the Scoutmaster and Mr. Saroj Ghosh; Asst. Secretary, Boy Scouts Association, Bengal as Assistant, Scoutmaster. The camp was visited by many distinguished visitors amongst them were Mr. L. G. Pinnell, I C. S., Provincial Commissioner, Bengal, Mr. K. C. De, C. I. E. Asst. Provincial Commissioner Calcutta, Mr. J. S. H. Shattock I. C. S. Asst. Private Secretary to His Excellency the Governor of Bengal, Kumar of Dhenkanal State, Rai Bahadur Pannalal Mukherjee, Mr. N. N. Bhose, General Secretary. Boy Scouts Association in India, Mr. B. Bosu Provincial Secretary, Bengal, Mr. H. C. Fritchley, D. S. M. 1st Calcutta Boy Scouts Asscn. Mr. D. C. Ghose, Asst. District Commissioner, 3rd Calcutta Local Asscn. and Messrs. M. N. Banerjee and K. K. Basu, Jt. Hony. Secretaries, 3rd Calcutta Local Association. The Asoke Crew as usual entertained the campers and visitors with their humerous skits and Songs.

6. World Rover Moot Echo : A very good impression of Scouting was given in Sweden by one matter. Small in itself perhaps which was an excellent demonstration of real Scout discipline, the kind that is not imposed, but comes from within.

None of the thousands of visiting Rovers, most of them used to smoke on any except formal occasions, was seen to smoke in public during their stay in Stockholm. And this effort—a genuine sacrifice to many was not the result of an order. There was no command, no rule or 'prohibition'' of smoking. But tucked away somewhere in the official programme of the Moot were these words. "SWEDISH SCOUTS DO NOT SMOKE IN UNIFORM IN THE STREETS OR PUBLIC PLACES". That was all that was said on the subject, but it sufficed.

India was represented at the World Rover Moot. This was the Second World Rover Moot and its official opening, despite the typical Chief Scout's weather i.e. dull skies and threat of rain will ever remain on record as one of the most successful functions that have taken place in the past. H. R. H. the Prince of

Wales sent his good wishes to all the Rover Leaders at the Moot added—"I feel sure this great gathering will do much to spread international goodwill, and exchange of Scouting ideas among the many countries represented". A message of goodwill was also received from H. M. the King of Sweden reads—"I send the the Rover Scouts my sincere thanks, best wishes and kind regards".

7. **Publication**: "First Aid to the Injured—Indian Supplement" An Indian Supplement to the official Handbook "First Aid to the Injured" has been published and is for sale at the St. John's Ambulance Stores, New Delhi, at 2 As. per copy. The new Supplement contains useful suggestions as to how to use Indian articles such as Pugrees, Lathis, Charpoys etc. in improvising First Aid and gives valuable information about the effects of heat, treatment of rabies, snakes and snake-bite treatment.

Pen Friend Wanted

The following Scouts will be glad to hear from Scouts of Bengal who are interested in Stamps, Photography, Coins, Scouting etc.,

a) Patrol Leader J. Butler,
Sunshine Hill, Ferry Road,
Day's Bay, Wellington,
New Zealand.

b) P. L. Malaffery,
68, Vitenhage Road,
Sydenham, Port Elizabeth,
South Africa.

c) Scout H. Dyson,
29, St. Aidan's Road,
Ferniehurst Pk.
Baildon, Yorks.
England.

১২শ বর্ষ] পৌষ—১৩৪২ [৭ম—সংখ্যা

নব বর্ষে।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন, বি,এ, বি,টি।

স্বাগত! স্বাগত! ওগো নূতন বরষ, এই
শুভ ক্ষনটিতে।
গরীব দেশের মোরা অধিবাসী সব যে গো—
আছে কিবা দিতে!

কি দিয়ে বরিব তোমা—তুষিব, সাজাব, বল,
অশ্রু-ধারা বিনা!
আজি যে বাংলা মাতা সদাই রোরুদ্যমানা
অতিশয় দীনা!

দেখে যাও, ভূকম্পন, দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, আর
মহামারী কত
বিনাশ করিল তা'র অনুপম শোভারাশি
যাহা ছিল যত!

কলেরা, বসন্ত আর বেরীবেরী, ম্যালেরিয়া,
টিবি, হৃদ্‌রোগ,
মেনিন্‌ জাইটিস্‌ আদি ছোট বড় নামধারী
আছে যত ভোগ।

কাঁদিব কতবা মোরা! অশ্রু ফুরায়ে গেছে!
দেখনা বারেক।
মলিন মুখেকি তা'র হাসির কমলে তব
হ'বে অভিষেক!

সোনার জীয়ন-কাঠি ছোঁয়াও বারেক ভাই,
হৃদয়ে সবার—
সজীবতা-শিরহণ তুলুক মাতায়ে সবে
আজিকে আবার।

তোমার স্নেহের অশ্রু ধুয়ে দিক্‌ অতীতের
বিফলতারাজি—
ফুটুক্‌ গোলাপ, বেল, টগর চামেলি, যুঁই
হৃদি-বনে আজি।

সুবাস ছাইয়া যাক্‌ ধরার আকাশ খানি—
হো'ক্‌ তব জয়।
নবীন বরষ, এস, এসগো মোদের গেহে—
দাও গো অভয়।

এফ, সি, সেলাস।

—পেট্রল লীডার কালিকা রায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার হাম্বেসী নদীর উত্তরে ব্যারটসিল্যাণ্ড বলিয়া একটা জায়গা আছে। একদিন রাত্রিতে দক্ষিণ আফ্রিকার মস্ত বড় শিকারী ও স্কাউট এফ, সি, সেলাস সেখানে তাঁহার তাঁবু খাটাইয়া রাত্রি যাপন করিতেছিলেন। গভীর রাত্রি…। একদল দস্যু আসিয়া তাঁহাদের উপর গুলী চালাইতে লাগিল। সেলাসের সঙ্গে লোকজন বেশী ছিল না; যাহারা ছিল, তাহারাও দস্যুদের বাধা না দিয়া—অন্ধকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সেলাস নিজেও তাঁহার রাইফেল ও গোটাকতক কার্ত্তুজ লইয়া, তাঁবুর চারিদিকে বহুদূর বিস্তৃত যে লম্বা ঘাসের বন ছিল তাহার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাঁহার লোকজন অনেক আগেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল সুতরাং তিনি আর কালক্ষেপ না করিয়া সাদার্ণ ক্রসের নক্ষত্রগুলিকে লক্ষ্য করিয়া সোজা দক্ষিণ দিকে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

যাইবার পথে তাঁহাকে অনেকবার শত্রুদের আড্ডার পাশ দিয়া আত্মগোপন করিয়া যাইতে হইল এবং সেই রাত্রে একটা নদীও সাঁতরাইয়া পার হইয়া গেলেন। তাঁর গায়ে ছিল কেবল একটা সার্ট, পরণে খাঁকি প্যাণ্ট এবং পায়ে বুট জুতা। তাই গায়ে দিয়া তিনি রাত্রে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে এবং দিনে সূর্য্যের উত্তাপে পুড়িতে পুড়িতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্ষুধা পাইলে তিনি গুলা করিয়া হরিণ মারিয়া তাঁহার আহার সংগ্রহ করিতেন।

একদিন তিনি একটা গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে তিনি ভাবিয়াছিলেন যে গ্রামবাসীরা তাঁহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবে। কিন্তু তাহারা বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করা দূরে থাক, তাঁহার শেষ সম্বল রাইফেলটাও কাড়িয়া লইল। তিনি পলাইয়া প্রাণে বাঁচিলেন। শেষ বন্ধু রাইফেলটীর মায়া ত্যাগ করিয়া…নিঃসহায়, নিঃসম্বল সেলাস আবার তাঁহার যাত্রা সুরু করিয়া দিলেন। অবশেষে, দস্যুদের আক্রমণের তিন সপ্তাহ পরে—তাঁহার কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা হইল। তাহার পর সকলে মিলিয়া তাঁহারা নিরাপদ স্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

সেলাসের বাড়ী হইল ইংলণ্ডের নর্দ্দামটনসায়ারে। এবং ইনিই প্রায় ৭০ বছর বয়সে পূর্ব্ব আফ্রিকায় গত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যান।

বাল্যকাল হতেই সেলাসের বড় শিকারী হইবার ইচ্ছা ছিল এবং তিনি লিভিংষ্টোনের আফ্রিকা দেশ সম্বন্ধে রচিত পুস্তক সমূহ পাঠ করিতে খুব ভালবাসিতেন।

সেলাস একদিনের জন্যও তাঁর এই আকাঙ্ক্ষার কথা ভোলেন নাই। তিনি যখনই সময় পাইতেন তখনই তিনি বাহির হইয়া পড়িতেন—পাখীর ডিমের অন্বেষণে এবং নানারকম পশুপক্ষীর গতিবিধি ও জীবন যাত্রা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য। তিনি স্কুলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল সাঁতার কাটিতে পারিতেন এজন্য তিনি অনেকবার পুরস্কারও লাভ করেছিলে।

তিনি যখন বোর্ডিংএ থাকিতেন, তখন একদিন তিনি দেখিতে পাইলেন যে বহুদূরে অনেকগুলি বড় বড় বক পাখী উড়িতেছে। তাঁহার সংগ্রহের মধ্যে ঐ পাখীর ডিম ছিল না, সেইজন্য তিনি একদিন রাত্রিতে বোর্ডিং হইতে পলাইয়া, ঐ পাখীর ডিমের খোঁজে বাহির হইয়া পড়িলেন। যে স্থানে ঐ পাখীগুলির বাসা ছিল সে স্থানটা তাঁহাদের বোর্ডিং হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূরে এবং তাহা একটী দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। তিনি কিছুমাত্র না দমিয়া সেই ঠাণ্ডা, কনকনে শীতের রাত্রিতে ১৫ মাইল হাঁটিয়া সাঁতরাইয়া নদী পার হইয়া সেই পাখীর ডিম লইয়া রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে আবার বোর্ডিংএ ফিরিয়া আসিলেন। আর একবার যখন তাঁহার বয়স মাত্র নয়বৎসর তখন একদিন দেখা গেল যে—তিনি রাত্রিতে বিছানায় না শুইয়া—মেঝের উপর শুইয়া আছেন। তাঁহার শিক্ষক ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন যে—স্যার, বড় হইলে আমি কিনা আফ্রিকার জঙ্গলে শীকার করিতে যাইব তাই এখন হইতে নিজের শরীরটা শক্ত করিয়া রাখিতেছি।

নর্দ্দামটন্‌সায়ারের স্কুলের পাঠ শেষকরিয়া তিনি যখন রাগ্‌বীতে ভর্ত্তি হইতে যান—তখন নর্দ্দাম্‌টনসায়ারের হেডমাষ্টার রাগ্‌বীর হেডমাষ্টারের নিকট লিখিয়াছিলেন যে—"তোমরা এই বালককে স্কুলে লইও না—এ অনেক সময় বোর্ডিংএর নিয়ম ভঙ্গ করে এবং পাখীর ডিম সংগ্রহ করিবার জন্য কোথায় কোথায় ঘুরিয়া বেড়ায় তাহার ঠিকানা থাকেনা"। রাগ্‌বীর হেডমাষ্টার মহাশয় ছিলেন কিন্তু খুব ভাল লোক; তিনি বলিলেন যে -"এই রকম ছেলেই আমার চাই—কারণ ইহাদের একটা জিনিষে লাগিয়া থাকিবার অভ্যাস আছে এবং ইহারাই জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি করিতে পারে"। আমাদের চীফ স্কাউটের ভাষায় 'Stickability' বলিয়া জিনিষটা ইহাদের মধ্যে খুব বেশী ভাবে বর্ত্তমান।

লেখাপড়া শেষ করিয়া সেলাস তাঁহার চির সাধের আফ্রিকায় উপস্থিত হইলেন। হস্তী শিকার করিতে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসিতেন। একবার একজন দেশীয় সর্দ্দারের নিকট হস্তী শিকার করিবার অনুমতি চাহিতে, তিনি প্রথমে তাঁহার বালক বয়স দেখিয়া তাঁহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে সেলাস অনেক বড় বড় হস্তী শিকার করিয়া ঐ সর্দ্দাকে চমক লাগাইয়া দিয়াছিলেন।

আমেরিকার বয়স্কাউটদের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ রুজভেল্ট যখন আফ্রিকায় শীকার করিতে যান তখন তিনি সেলাসকে সঙ্গে লইয়াছিলেন।

গত মহাযুদ্ধের সময় সেলাস যখন সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইতে যান, তখন তাঁহার বয়স ছিল প্রায় সত্তর বৎসর। সেই বৃদ্ধ বয়সেও ডাক্তারেরা তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে—তিনি এখনও সৈনিকের সর্ব্বপ্রকার কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিতে সক্ষম। সেই অনুসারে তাঁহাকে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিয়া পূর্ব্ব আফ্রিকায় জার্ম্মানদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠান হয়। সেখানে দুই বৎসর যুদ্ধ করিবার পর ফ্রেডি সেলাস তাঁহার চির-সাধের আফ্রিকায় চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়েন।

নোয়াখালী স্কাউট সম্মিলনী—১৯৩৫

ছাগলনাইয়া (১৮ই—২৫শে অক্টোবর)।

আশায় আশায় দিন কাটান বড় দুরূহ ব্যাপার। নোয়াখালীর স্কাউটগণ এই বৎসর ঐরূপ একটি ব্যাপারের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। তাহারা জানিত, ১৮ই অক্টোবর হইতে ছাগলনাইয়া পাহাড়ে স্কাউটসম্মিলনী (rally) হইবে। সেই উপলক্ষে কিছু সময়ের জন্য নিজেদের বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পাহাড়ে যাইবে, পড়াশুনা বন্ধ হইবে, কত নূতন জিনিষ দেখিবে, নূতন কথা শুনিবে, কত নূতন ভাইয়ের সহিত পরিচয় ঘটিবে—আরও কত কি! তাহাদের ইচ্ছা, ১৮ই অক্টোবর তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত হয়—সাধ্য থাকিলে, তাহারা সেই উদ্দেশ্যে যে কোনও প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতেও প্রস্তুত। তাহাদের আগ্রহাতিশয্যের জন্যই বোধহয় দিন আর কাটিতেছিল না।

১৮ই অক্টোবর ফেণীতে সকল স্কাউট একত্র—

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর ১৮ই তারিখের সুপ্রভাত হইল। শেষ রাত্রিতে ফেণী ষ্টেসনে রেলগাড়ী থামিবার সঙ্গে সঙ্গে স্কাউটগণ দলে দলে গাড়ী হইতে নামিতে লাগিল। আপনাদের বাক্স, পেটেরা, বিছানা ও অন্যান্য জিনিষ ধরাধরি করিয়া ফেণী স্কুলের মধ্যে আনিয়া স্তূপিকৃত করিতে করিতেই রাত্রি প্রায় শেষ হইল। ভোর হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের তরুণ হাস্যোৎফুল্ল মুখের উপর প্রভাতসূর্য্যের নবীন কিরণরাশি পতিত হইয়া তাহাদিগকে যেন প্রাচীনকালের রাজা মহারাজাদের দিগ্বিজয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। শরতের প্রভাতে শিশিরস্নাত প্রকৃতির সর্ব্ব অঙ্গে আনন্দের তড়িৎপ্রবাহ খেলিতে থাকে, স্কাউটগণ যেন তাহার সন্ধান পাইয়া আপনারাও সেই আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের সবুজ মন এতকাল বদ্ধ ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; বাহিরের জগতের সন্ধান পায় নাই, আজ সে সুযোগ লাভ করিয়া তাহারা উতলা হইয়া পড়িয়াছিল।

কিছুক্ষণ মধ্যেই ক্যাপ্টেন ব্লেক আসিয়া স্কাউটমাষ্টার মহাশয়গণ ও স্কাউটগণের সংখ্যা ও নাম ইত্যাদি সংগ্রহ করিলেন। সকলকে পুনরায় বেলা ১১ ঘটিকার সময় স্কুলের মাঠে একত্র হওয়ার আদেশ দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। এইবার পরিচয়ের পালা। কারণ জিলার বিভিন্ন অংশ হইতে সমাগত স্কাউটদের মধ্যে পূর্ব্বে কোন প্রকার পরিচয় বা আলাপ ছিল না, কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই ব্যাপার অন্যরূপ দাঁড়াইল। সকল নূতন ও অপরিচিত মুখ যেন বহু পুরাতন ও চির পরিচিত মনে হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া স্বতঃই বোধ হইল যেন তাহারা এক পরিবারভুক্ত লোক—দীর্ঘকাল পরে যেন এই প্রথম একত্র হইয়াছে। তাহাদের সম্মিলিত কণ্ঠের ধ্বনিতে ফেণীর ছোট সহরখানা মুখরিত হইয়া উঠিল।

ছাগলনাইয়া শিবির অভিমুখে যাত্রা—

বেলা ১১টা হইতে ক্যাপ্টেন ব্লেক তাঁহার নিজের গাড়ী ও অপর তিন খানা মোটর গাড়ীর সাহায্যে স্কাউটদের জিনিষ ও সেই সঙ্গে প্রত্যেক দলের (troopএর) এক জন স্কাউটকে ছাগলনাইয়া শিবিরে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ঠিক আড়াইটার সময় স্কাউটগণ "মার্চ্চ" করিয়া শিবিরের উদ্দেশ্যে হাঁটিয়া চলিল। ফেণী হইতে ছাগলনাইয়া প্রায় দশ মাইল। পথে পথে স্কাউটদের বিশ্রামের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া স্কাউটগণ চলিতে লাগিল। এদিকে তাহাদের মধ্যে যাহারা অসুস্থ বোধ করিতেছিল, সেই সকল গাড়ীতে তাহাদিগকে তুলিয়া লইয়া শিবিরে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা হইল। এভাবে আসিতে আসিতে শেষ দল প্রায় সন্ধ্যা সাতটায় শিবিরে পৌঁছিল।

শিবিরে প্রথম রাত্রি—

প্রথম দিন সন্ধ্যায় স্কাউটগণ কেবল মাত্র রান্না ও খাওয়ার কাজ শেষ করিয়াই শুইয়া পড়িল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সেই রাত্রির গভীর নিদ্রা যেরূপ আরামদায়ক সেরূপ উপকারকও হইয়াছিল। নিদ্রার ফলে দীর্ঘপথ ভ্রমন জনিত ক্লেশ যেন তাহারা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিল; ভোরের বেলা তাহাদের মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

দ্বিতীয় দিবস—

দ্বিতীয় দিবস হইতে প্রকৃতপক্ষে শিবিরের কার্য্য আরম্ভ হয়। এই শিবিরের পরিচালনার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্কাউট সঙ্ঘের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সরোজকুমার ঘোষ কলিকাতা হইতে ১৮ই তারিখে ছাগলনাইয়া আসিয়াছিলেন। স্কাউটমাষ্টারগণের সহিত আলাপ করিয়া তিনি নিম্নলিখিত কার্য্যতালিকা স্থির করেন এবং তাহাই নিয়মিত ভাবে পালন করা হয়।

কার্য্যক্রম—

প্রাতে	৫	... শয্যাত্যাগ
	৬-১৫	... ব্যায়াম
	৭	... প্রাতরাশ
	৭-১৫	... শিবির পর্য্যবেক্ষণ
	৮	... প্রার্থনা ও পতাকা অভিবাদন
	৮-১০	... ক্লাশ
মধ্যাহ্নে	১০।১২-৩০	... রন্ধন ও আহার
	১২-৩০।২-৩০	বিশ্রাম ও অবসর কাজ।
অপরাহ্নে	৩ ৪	... ক্লাশ
	৪-৩০	... জলযোগ
	৫-৬	... ব্যায়াম, ক্রীড়া ও ভ্রমণ।

রাত্রি	৬।৮-৩০	...	রন্ধন ও আহার
	৮-৩০।১০	...	শিবিরানল
	১০-৩০	...	দীপ নির্ব্বাপন।

দ্বিতীয় দিবস প্রাতঃকালে যথারীতি প্রার্থনা ও পতাকা অভিবাদনের পর শ্রীযুক্ত ঘোষ স্কাউট আন্দোলনের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। বর্ত্তমান জগতের স্কাউটগুরু লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল কর্তৃক আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধের সময়ে কারাগারে বন্দী অবস্থায় ইহার পরিকল্পনা হইতে, আরম্ভ করিয়া ইহার ক্রমপরিণতি ও বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নয়ন সম্পর্কে তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন।

সেই দিন অপরাহ্নে তিনি স্কাউটগণের পালনীয় দশটি নিয়মের ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করেন। এই সকল নিয়ম একটির উপর অপরটি কিরূপ ভাবে নির্ভর করে এবং প্রত্যেকটি পালন করিলে পরেরটি কিরূপ সহজ হইয়া পড়ে তাহা তিনি বুঝাইয়া দেন। এই সকল নিয়ম পালনের দ্বারা স্কাউটগণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের সুযোগ পাইয়া থাকে—ইহাই বক্তৃতার প্রধান বিষয়।

দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্নে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার মিঃ পি, ডি, মার্টিন শিবিরে উপস্থিত হন। সেখানে পৌঁছিবা মাত্র তিনি যেন নূতন মানুষ হইয়া গেলেন। স্কাউটগণের সহিত মিলিত হইয়া তিনি তাহাদের সকল প্রকার সুখ দুঃখের সমভাগী হইয়াছিলেন। তাঁহাকে নিতান্ত আপন ভাবে নিজেদের মধ্যে পাইয়া স্কাউটগণও যেন পরম পরিতোষ লাভ করিল।

সেই দিন রাত্রিতে যথারীতি শিবিরানল প্রজ্বলিত হইল। বিরাট অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে স্কাউটগণ মাটিতে বসিয়াই নানা প্রকার ব্যঙ্গ কৌতুক ও অভিনয়ের দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করে। তাহাদের অগ্রণী স্বরূপ ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার বাহাদুর এবং শ্রীযুত ঘোষ ও মাটিতে বসিয়াই এই আনন্দ সমান ভাবে উপভোগ করেন। প্রার্থনান্তে সেই দিনের মত কাজ শেষ হয়।

তৃতীয় দিবস

তৃতীয় দিবস কার্য্যতালিকা যথাযথরূপে পালন করা হয়। সেই দিন প্রাতে শ্রীযুক্ত ঘোষ স্কাউটদিগকে 'গিঠ' বা 'গেরো', শিক্ষা দিয়া তাহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দেন।

সেই দিন অপরাহ্নে ফেণীস্কুলের স্কাউটমাষ্টার মৌঃ সেকেন্দর আলী "ইউনিয়ন জ্যাক" বা "ব্রিটিশ জাতীয় পতাকা" কি ভাবে ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড ও স্কটলণ্ডের পতাকা সমূহের মিলনে বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে, সে বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর স্কাউট পদবিক্ষেপে সকলে ছাগলনাইয়া দীঘি দেখিবার জন্য রওনা হয়। তথায়

উপস্থিত হইলে কিছুক্ষণ নানা প্রকার খেলাধূলা হয় ও সন্ধ্যার সময় সকলে শিবিরে ফিরিয়া আসে।

চতুর্থ দিবস

চতুর্থ দিবস প্রত্যূষে স্কাউটগণ একটি বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া ছাগলনাইয়া হইতে চারি মাইল দূরে পাহাড়ের পাদদেশে একটি দীঘি দেখিতে রওনা হয়। তাহাদের পুরোভাগে একটি হাতীতে করিয়া স্কাউট পতাকা বহন করিয়া লওয়া হয়। দীঘিতে উপস্থিত হইলে ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার বাহাদুর সমবেত স্কাউটগণকে স্কাউট শপথ গ্রহণের পর স্কাউটমন্ত্রে দীক্ষা দান করেন। জিলার ১৪টি বিভিন্ন দলের ২০২ জন স্কাউটকে তিনি যখন দীক্ষা দিতেছিলেন, তখনকার দৃশ্য বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তাঁহার উপদেশপূর্ণ অথচ ক্ষুদ্র বক্তৃতাটি এই অনুষ্ঠানকে অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত করে। তথায় তৎপরে জলযোগ করিয়া স্কাউটগণ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

তিন দিবস স্কাউটদের সহিত অবস্থান করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার বাহাদুর নোয়াখালীতে চলিয়া গেলেন। সেই দিন শ্রীযুক্ত ঘোষও কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতা চলিয়া যান। তিনি যাইবার পূর্ব্বে ফেণীস্কুলের স্কাউটমাষ্টার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে অপর স্কাউটমাষ্টার মহাশয়গণের সহযোগিতায় শিবিরের কার্য্য পরিচালনার ভার দিয়া যান। সেই দিবস অপরাহ্ন হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে কোন প্রকার কার্য্য করা সম্ভবপর হয় নাই।

পঞ্চম দিবস

পঞ্চম দিবস প্রাতঃকালে বৃষ্টি একটুকু কমিলে স্কাউটদের প্রতিজ্ঞা, তাহার সার্থকতা ও তাহাদের গোপন সঙ্কেতগুলির প্রয়োজনীয়তা ও সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে লেখক একটি বক্তৃতা দেন। কিন্তু বৃষ্টির জন্য সেই দিন আর কোনও কাজ হয় নাই।

ষষ্ঠ দিবস

চতুর্থ ও পঞ্চম দিবসের বৃষ্টিপাতের ফলে স্কাউটদের অনেক অসুবিধা হইতেছিল, অনেকেই অসুস্থ হইয়াছিল এবং প্রায় সকলেরই উৎসাহ ও উদ্যম নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ষষ্ঠ দিবসের প্রভাত হওয়া মাত্র ভোরের আলো সকলের প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিল। পূর্ব্বের গ্লানি ও জড়তা দূরে ফেলিয়া সকলে নূতন ভাবে নূতন প্রাণে কাজে লাগিয়া গেল। সেই দিন প্রাতঃকালে লক্ষ্মীপুর স্কুলের স্কাউটমাষ্টার শ্রীযুক্ত পার্শ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লাঠির সাহায্যে নানা প্রকার ড্রিল শিক্ষা দেন।

সেই দিন অপরাহ্নে সাধারণ স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, পারিবারিক স্বাস্থ্য, ক্যাম্পের স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্বন্ধে লেখক এক বক্তৃতা করেন।

সপ্তম দিবস

সপ্তম দিবস প্রাতে স্কাউটমাষ্টার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লাঠির সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে

এবং আঙ্গাদিয়া হাইস্কুলের স্কাউটমাষ্টার শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রচন্দ্র কর প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

সেই দিবস বৈকালে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ব্যাণ্ডেজ সম্বন্ধে এবং মোঃ সেকেন্দর আলী স্কাউটগণ কি ভাবে কেবল মাত্র হাতের সাহায্যে নানা প্রকারের আসন (seats) তৈয়ার করিয়া রোগী ও আহত ব্যক্তিগণকে এক স্থান হইতে অন্যত্র নিতে পারে, তাহা দেখাইয়া সে বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

বক্তৃতার পর নানা প্রকার খেলা হয়। সেই সময় মাননীয় ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার বাহাদুর ও জিলার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব শিবিরে গিয়াছিলেন এবং ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার সাহেব নানা প্রকার উপদেশ দেন।

অষ্টম দিবস শিবির ত্যাগ

অষ্টম দিবস রাত্রি প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বেই স্কাউটদের জিনিষপত্র পাঠাইবার জন্য গরুর গাড়ী শিবিরে উপস্থিত ছিল। সেই সকল গাড়ীতে সবলের জিনিষ রওনা করিয়া দিয়া স্কাউটগণ বেলা ৬টা হইতে ক্যাপ্টেন ব্লেক কর্ত্তৃক নিযুক্ত তাঁহার গাড়ীও অপর ২।৩ খানা গাড়ীর সাহায্যে বেলা ১০টার মধ্যে ফেণীতে ফিরিয়া আসে। সেই দিন মধ্যাহ্নে ফেণীতে আহারাদি করিয়া বৈকালের গাড়ীতে সকলের নিজ নিজ গন্তব্য স্থানের দিকে রওনা হইল।

শিবিরের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য যে কার্য্যক্রম পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা প্রতিদিনই সাধ্যানুসারে পালন করা হইত। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর রাত্রির শিবিরানল একটি উপভোগ্য বিষয় ছিল। রামগঞ্জ স্কুলের স্কাউটগণের সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া সকলেই তৃপ্তি লাভ করি । ইহা ভিন্ন নানাপ্রকার আবৃত্তি রচনা ও ব্যঙ্গ কৌতুকাদি ও আমোদজনক হইত।

এই শিবিরের সমস্ত আয়োজন এবং সকল প্রকার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন ক্যাপ্টেন ব্লেক। এই আটদিন প্রায় সকল সময়ই শিবিরে উপস্থিত থাকিয়া তিনি স্কাউটদিগকে উৎসাহিত করিতেন এবং তাহাদের সকল প্রকার অসুবিধা দূর করিতেন। এই শিবিরের সাফল্যের জন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার বাহাদুরের নিকট আমরা তাঁহার উপদেশাদি ও সর্ব্বপ্রকার সহানুভূতির জন্য কৃতজ্ঞ। কোয়ার্টার মাষ্টার শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র দের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য আমরা সুখেই ছিলাম, ছাগলনাইয়ার দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তারবাবু, তথাকার দারগাবাবু, সবরেজিষ্ট্রর সাহেব ও অন্যান্য সকলের সাহায্য ও সহানুভূতির ফলে আমরা ভালই ছিলাম। তৎপর তথাকার হাইস্কুলের শিক্ষকমহাশয়গণের, বিশেষতঃ প্রধান শিক্ষক মহাশয় ও সহকারী প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের যত্ন ও সাহায্যের কথা সকল সময়ই আমাদের মনে থাকিবে। ইহাদের সকলের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। পরিশেষে শ্রীযুত সরোজকুমার

ঘোষ মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিতেছি—তিনি মাত্র তিন দিন আমাদের মধ্যে ছিলেন, কিন্তু ইহার মধ্যেই সকলকে আপনার করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শে অনু-প্রাণিত হইয়া স্কাউটগণ উন্নত হউক; স্কাউটনামের যোগ্যতা অর্জ্জন করুক—আপনারা গৌরবান্বিত হইয়া স্কাউটমাত্রের গৌরব বর্দ্ধিত করুক। স্কাউটের জয়যাত্রা সফল হউক—ধন্য হউক। ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!! ওঁ শান্তি!!!

শ্রীলোকেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

N. B.—নিম্নলিখিত ১৪টি হাই স্কুলের স্কাউটগণ এই সম্মিলনীতে যোগ দিয়াছিল।

১। আর, কে, জিলা, ২। অরুণচন্দ্র, ৩। আহাম্মদিয়া হাই, ৪। আহাম্মদিয়া মাদ্রাসা, ৫। বেগমগঞ্জ, ৬। বাবুপুর, ৭। হাজিরপাড়া, ৮। দত্তপাড়া, ৯। লক্ষ্মীপুর, ১০। মহম্মদপুর, ১১। রামগঞ্জ, ১২। মঙ্গলকান্দি, ১৩। ফেণী হাই, ১৪। ছাগলনাইয়া।

ব্লু-স্মোক।

হাবা গাইয়ে—

কাবেদের প্রত্যেককে একটি ছোট কাগজে তাদের নিজেদের যে গানটী ভাল লাগে তার প্রথম লাইনটী লিখতে হবে। তারপর সেই কাগজগুলা গোলকরে পাকিয়ে একটা টুপির ভিতর রেখে দাও। এবার টুপিটা মাঝখানে রেখে কাবেদের গোল হয়ে বসতে বল তারপর দুজন (হাবা গাইয়ে) কাবকে মাঝখানে নিয়ে একটা কাগজ তুলতে বল, ঐ দুজন কাবকে তারপর কাগজটীতে যে গানটী লেখা আছে সেটা কথা না বলে অভিনয় করতে হবে। এবং বাকি কাবেরা যখন বুঝতে পারবে গানটা তখনই অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে যেতে হবে। গানটা শেষ হলে আর দুজন মাঝখানে যাবে ও আগেকার মত একটা কাগজ তুলে নেবে অভিনয় করবার জন্য এবার কিন্তু ৪ জন হাবা গাইয়ে হল—তাই না? এই রকম করে খেলাটি চলবে যতক্ষন না সমস্ত প্যাকটী হাবা গাইয়ে হয়ে যাবে।

বেলুন ছাড়া—

ছেলেদের ঘরের একদিকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দাও তারপর সব ছেলেদের হাতে একটী করে বেলুন ও একখান করে পিস বোর্ড দাও। আর বাঁশি বাজলে ছেলেদের ঐ পিসবোর্ডটা দিয়ে হাওয়া করে বেলুনটাকে সামনের দেওয়ালে ছোঁয়াতে হবে। যার বেলুন আগে দেওয়ালে ঠেকবে সে জিতবে। বেলুন মাটিতে পড়ে গেলে আবার নূতন করে আরম্ভ করতে হবে।

———

প্রিয় মুকুল,
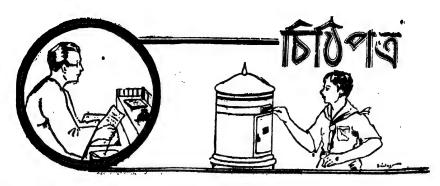
আমি তোমার চিঠিতে জানলাম যে তোমরা আমার চিঠি পেয়েছ এবং মনোযোগের সহিত পড়েছ। আরও জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম যে তোমার পেট্রোলের ছেলেরা সকলেই এই স্কাউটদের আত্মমর্য্যাদা সম্বন্ধে চিন্তা করছে এবং নিজেদের আত্মমর্য্যাদা বিশ্বাস যোগ্য করবার প্রাণপন চেষ্টা করছে। আমার চিঠিতে এমন কিছুই নেই যা এই নিয়মগুলির যথার্থ রূপ প্রকাশ করতে পারে, তবে তোমরা যে পথ ধরেছ অর্থাৎ তোমরা যে নিজেরা এ বিষয়ে চিন্তা করতে মনস্থ করেছ---এই হচ্ছে নিয়মগুলির যথার্থ স্বরূপ জানবার একমাত্র উপায়। যত দিন যাবে, যত এ বিষয়ে চিন্তা করবে, ততই এই প্রথম নিয়মটী মেনে চলবার নূতন নূতন রাস্তা খুঁজে পাবে।

এখন যখন দেখছি তোমরা ঠিক পথেই চলেছ তখন এস আরও একটু এগোনো যাক্—এস এখন আমরা দ্বিতীয় নিয়মটী আলোচনা করি। দ্বিতীয় নিয়মটী হচ্ছে—স্কাউট্ রাজার প্রতি, নিজ সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষগণের প্রতি, পিতামাতার প্রতি, প্রতিপালক ও প্রতিপালিতের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ। এই নিয়মটীর মধ্যে অনেকের প্রতি অনেকগুলি কর্ত্তব্য আছে। এস এক একটী কর্ত্তব্য আলোচনা করা যাক্। প্রথম হচ্ছে স্কাউট রাজার প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ। এই রাজার প্রতি কর্ত্তব্য বা দেশের প্রতি কর্ত্তব্য দেখে তোমরা কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা করতে পার যে স্কাউটিং রাজনৈতিক আন্দোলনের বাইরে তবে আবার এই সব রাজার প্রতি কর্ত্তব্য, দেশের প্রতি কর্ত্তব্য, এ সবের দরকার কি? তার উত্তরে আমি এই বলতে পারি যে যদি আমরা স্কাউটিংএর উদ্দেশ্য জানি তাহ'লেই এ গুলির যে কত দরকার তা বুঝতে পারব। স্কাউটিংএর উদ্দেশ্য হচ্ছে—চরিত্রবান, কর্ম্মঠ, দেশভক্ত নাগরিক তৈয়ারি করা। সুতরাং ছেলেবেলা থেকে যদি এই দিকে মন না দেওয়া যায় পরে ঠিক এই ভাবে নিজেদের তৈরি করা সম্ভব হবে না। তাই এখন হতে এই জিনিষগুলো ভাবতে ও বুঝতে হবে। কোন দেশের শৃঙ্খলা রাখতে গেলে সেখানে কতকগুলি নিয়মপদ্ধতি থাকা চাই। আবার এই নিয়মগুলি সকলকে মানাবার বা জানাবার জন্য

একজন নেতা চাই। এই নেতাই হচ্ছেন দেশের নিয়মানুযায়ী—কোথাও রাজা এবং কোথাও বা প্রেসিডেণ্ট ইত্যাদি ইত্যাদি। সমস্ত দেশটীর বিষয় ভাবতে তোমাদের একটু কষ্ট করতে হচ্ছে, এখন যদি নিজের ট্রুপের সম্বন্ধে ভাব তাহলেই এইটা তোমাদের কাছে বেশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন পেট্রোলের ছেলেদের নিয়ে সমস্ত ট্রুপ এবং তোমরা সকলে, তোমাদের স্কাউটমাষ্টার মহাশয়কে তোমাদের নেতা বলে মেনে নিয়েছ। তোমাদের এই ট্রুপ পরিচালনার জন্য নিশ্চয়ই তোমাদের কতকগুলি আইনকানুন আছে। তোমরা, তোমাদের পেট্রোল লিডাররা, সহকারি স্কাউটমাষ্টার মহাশয় সকলে এই নিয়মটীকে মেনে তোমাদের দলপতিকে সাহায্য করছ, আর তিনিও তোমাদের জন্য নিজে কত পরিশ্রম, কত যত্ন, কত স্বার্থত্যাগ করছেন, তাই তোমাদের ট্রুপটী একটী আদর্শ ট্রুপ হয়েছে এবং দিন দিন আরও ভাল হচ্ছে এখন মনে কর তোমরা যদি তোমাদের স্কাউটমাষ্টার মহাশয়ের কথা না শুন, তোমাদের কোর্ট অফ অনারে যা ঠিক হ'ল তা যদি না কর, তোমাদের এ শৃঙ্খলা, তোমাদের সুনাম সমস্ত ফুৎকারে উড়ে যাবে এবং ট্রুপটী শিগ্রই শৃঙ্খলাহীন হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। তোমাদের ট্রুপের পক্ষে যেমন একটী দেশের পক্ষেও তেমন জানবে। সুতরাং দেশের মঙ্গলের জন্য, নিজেদের মঙ্গলের জন্য দেশের রাজা বা দেশের শাসন প্রণালী মেনে চল্‌তে হবে। এতে কেউ অবশ্য জিজ্ঞাসা করতে পার তাহলে দেশের রাজা যদি একটী অন্যায় নিয়ম প্রচার করেন তাহলেও কি আমায় মানতে হবে? এ বিষয়ে আমায় বল্‌তে গেলে আমায় প্রথমেই বল্‌তে হবে হাঁ। কিন্তু এই হাঁ কথাটী কতক্ষণ বল্‌ব তার একটী সীমা আছে। কারণ কোন জিনিষ অন্যায়, অন্যায় বলে চেঁচালেইত আর সেটা ন্যায় হ'য়ে যাবে না। একটী অন্যায়কে ন্যায় করবারও একটী পদ্ধতি আছে। তুমি যেটা অন্যায় বলে মনে করছ, আগে দেশের লোককে সেটী জানাও, সকলকে বোঝাও, সকলে যদি বুঝে এটী অন্যায় তখন সকলে মিলে এই অন্যায়কে ন্যায় করবার চেষ্টা করবে এবং সকলে চেষ্টা করলে অন্যায় ন্যায় নিশ্চয়ই হবে। আমার মনে হয় এইটীই কোন অন্যায়ের প্রতিকারের উত্তম উপায়।

তারপর দেশের প্রতি কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তোমাদের কিছু বল্‌তে হবে না, কারণ আমরা যে দেশের জল হাওয়ায় তৈরী, যে দেশের শস্যে আমরা জীবনধারণ করছি, যে দেশের ভাবভাব, আচার ব্যবহার আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে, তার প্রতি আমাদের কি কর্ত্তব্য তা আমরা সকলেই জানি। আমরা শয়নে স্বপনে, নিদ্রায় জাগরণে সকল সময়, সকল অবস্থায় যেন দেশের মঙ্গল কামনা করি এবং এই দেশের মঙ্গলের জন্য যেন নিজেদের সুখ স্বচ্ছন্দ, আমোদ প্রমোদ, এমন কি নিজেদের জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করতে পারি। কথাটী বড্ড বড় হয়ে পড়'ল নয়? ভাবছ এত বড় বড় কথা আমরা কি করে পারবো—আমরা যে ছেলে মানুষ। কিন্তু মুকুল, আমি যে তোমাদের ছেলে মানুষ বলে মনেই করতে পারিনি। আমি দেখছি কি জান—আজ তোমরা ছোট ছোট ছেলে

কিন্তু কালই তোমরা আমাদের দেশের আমাদের সমাজের এক এক জন নেতা হবে, বড় বড় কর্ম্মবীর হবে। কাজে কাজেই এখন থেকে যদি এই ভাবটা নিজেদের মনে গেঁথে রাখতে না পার, তোমাদের প্রতীক্ষায় এই যে এত বড়, এত মহৎ বোঝা অপেক্ষা করছে, পরে তার ভার বহন করতে, সেটাকে সামলাতে পারবে কেন ভাই? তবে ভাবনা হতে পারে, তাহ'লে এখন তোমরা কি করবে, দেশের প্রতি এখন তোমাদের কি কর্ত্তব্য হবে? একজন পেট্রোল লীডারকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়ে ছিল যে দেশের প্রতি তার কর্ত্তব্য কি? সে বড় চমৎকার জবাব দিয়েছিল। সে কি বলেছিল জান? সে বলেছিল—আমি যদি একজন যথার্থ স্কাউট হতে পারি তাহ'লেই আমার দেশের প্রতি যথার্থ কর্ত্তব্য করা হবে। এর চেয়ে বড় জবাব আমি আমার ভাঁড়ারে খুঁজে পাচ্ছি না। এখানে বলা হচ্ছে তুমি দেশের জন্য কি করছ—না তুমি দেশকে একজন পবিত্রচেতা, হৃদয়বান কর্ম্মক্ষম স্কাউট, তাঁর সেবার জন্য উপহার দিচ্ছ। এর চেয়ে বড় জিনিষ আর কি হ'তে পারে? এখন নিশ্চয়ই দেশের প্রতি তোমাদের কি কর্ত্তব্য তা ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছ।

এর পর নিজ সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষগণের প্রতি কর্ত্তব্য পরায়ণতার বিষয় বলা হয়েছে। এখানে নিজ সম্প্রদায় বলতে আমাদের এই স্কাউট ভ্রাতৃসঙ্ঘের বিষয় বলা হয়েছে। এই সঙ্ঘের অধ্যক্ষ বলতে যেন তোমাদের স্কাউটমাষ্টার মহাশয়কে কেবল মনে করো না। অধ্যক্ষ বলতে তোমাদের সহকারী স্কাউটমাষ্টার মহাশয়, ডিষ্ট্রিক্ট স্কাউট মাষ্টার মহাশয়, ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার মহাশয় এইরূপ আর আর সকলেই। তোমায় যদি এঁদের প্রতি কর্ত্তব্যের কথা জিজ্ঞাসা করা যায় তুমি নিশ্চয়ই বলবে, কেন? এঁরা যা বলবেন তাই শুনব, যা করতে বলবেন তাই করব। এত করবেই, কিন্তু যা বলবেন তা শোনা আর কর্ত্তব্য পালন করা একই জিনিষ নয়। কর্ত্তব্য পালন বলতে এর চেয়ে আরও বেশী কিছু বলা হচ্ছে—এতে বলা হচ্ছে এঁদের অত্যন্ত প্রিয়, অত্যন্ত আপনার করে নিতে হবে। তোমার নিজের বড় ভাই, নিজের কাকা, বাবা এঁদের সঙ্গে যেমন একটা নিকট সম্বন্ধ এঁদের সঙ্গেও ঠিক সেই রকম সম্বন্ধ করে নিতে হবে। এঁদের প্রতি কর্ত্তব্য বলতে এইটাই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তারপর পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য। দেখ মুকুল এই পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে কি বলব কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। কেন জান? যার একটা ভিন্ন অস্তিত্ব বোধ করি তার প্রতিইত কর্ত্তব্য থাকবে। আমি বাবা ও মার সঙ্গে ছেলেদের ভিন্ন অস্তিত্ব বুঝতেই পারি না। আমি দেখছি মা বলতে তাঁর ছেলেরা আর ছেলেরা বলতেই মা সুতরাং নিজেদের সুখ দুঃখের সঙ্গে তাঁদের সুখ দুঃখ মিশিয়ে সব সময় যা তাঁরা বলেন, যাতে তাঁরা সন্তুষ্ট হন তাই অতি শ্রদ্ধার সহিত শোনা এবং করা, এইটাই যে তাঁদের প্রতি কর্ত্তব্য এ কাকেও বলতে হবে কি? তোমার পেট্রোলের কোন ছেলে হয়ত বলতে পারে যে তাঁদের শ্রদ্ধা ভক্তি করব, তাঁদের কথাওত শুনব কিন্তু তারা মাঝে মাঝে যা বকেন এবং

অনেক সময় হয়ত অন্যায় ভাবে বকেন তাতে কিন্তু মনে বড় কষ্ট হয়। তুমি সেই সব ছেলেদের এইটুকু মনে রাখতে বলো যে, কিসে আমাদের ভাল হয় এ ছাড়া আর তাঁদের কোন চেষ্টাই নেই। তাঁদের স্বার্থ নেই, তাঁদের অন্য চিন্তা নেই, কিসে আমাদের মঙ্গল হবে এই তাঁদের চেষ্টা, এই তাঁদের চিন্তা, শুধু তাই নয় তাঁরা জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এই জন্য তাঁরা সদাই সাবধান হন, যে তাঁরা নিজেদের জীবনে যে ভুলটুকু করেছেন আমরা যেন সেই ভুল না করি। তাই অনেক সময় আমাদের ভালর জন্য হলেও তাঁদের কথা আমাদের মনঃপুত হয় না। কিন্তু তাঁরা যা বলছেন আমাদের ভালর জন্যেই বলছেন এই ভেবে তাঁদের কথামত কাজ করে যাওয়া উচিৎ। তাহলে আমাদের মঙ্গল হবে, আমরা জীবনে শান্তি পাব।

তারপর প্রতিপালক ও প্রতিপালিতের প্রতি কর্ত্তব্য। প্রতিপালকের প্রতি কর্ত্তব্য বলতে—যার অধীনে কাজ করা যায় তার প্রতি কর্ত্তব্য এবং প্রতিপালিতের প্রতি কর্ত্তব্য বলতে, যে তোমার অধীনে কাজ করে তার প্রতি কর্ত্তব্য বুঝায়। তোমরা এখন ছেলে-মানুষ কাজে কাজেই তোমাদের প্রতিপালক বা প্রতিপালিত কেউ নেই—কিন্তু ভবিষ্যতে যখন হওয়ার সম্ভাবনা আছে তখন এখন থেকে সে বিষয়ে একটু জেনে রাখা দরকার। এইটুকু জানলেই হবে যে, যে কাজটী তুমি করবে যেন নিজের কাজ বলে মনে থাকে এবং কখনও যেন কারও প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না কর। যেমন মনে কর তুমি এক জায়গায় কাজ করছ, কিন্তু কাজের সময় কাজ না করে অধিকাংশ সময় গল্পগুজব করে কাটাচ্ছ, কিংবা যার অধীনে কাজ করছ তারই আবার নিন্দা করছ বা ক্ষতি করবার চেষ্টা করছ। এগুলি কিন্তু অত্যন্ত গর্হিত কাজ। তবে মনে কর যিনি মনিব তিনি এমন কাজ করছেন যাতে সমস্ত চাকুরেদের অসুবিধা হচ্ছে এবং সকলের পক্ষ থেকে ইউনিয়ন তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, সেখানে তুমিও নিজে যদি ভাল বিবেচনা কর ইউনিয়নের সঙ্গে যোগ দিতে পার। এতে তোমার কিছুই অন্যায় হবে না। আর প্রতিপালিতের প্রতি কর্ত্তব্য যদি তুমি প্রতি-পালিতদের আপনার লোক বলে মনে কর, যদি তুমি তাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হও তা হলেই তাদের প্রতি কর্ত্তব্য করা হবে এবং দেখবে তারাও তোমার কাজ কত ভাল ভাবে ও কত আপনার ভেবে করবে। আমাদের দেশে এইটী মোটেই বিরল নয়। এখনও অনেক বাড়ীতে দেখবে যে সব লোক ঐ বাড়ীতে কাজ করে তাদের সঙ্গে দাদা, কাকা, ইত্যাদি সম্বন্ধ পাতায়, আমাদের বেশ মনে আছে—আমরা তখন ছেলেমানুষ, আমাদের বাড়ীতে একজন লোক ছিলেন তিনি বাড়ীর ছেলেদেরও বাগানের কাজ দেখাশুনা করতেন। আমরা তাকে ভুবন কাকা বলতুম। আমাদের যখন ১৩।১৪ বৎসর বয়স তখন তিনি মারা গেলেন। তার আগে আমরা কোন দিন জানতে পারিনি যে তিনি আমাদের আপনার কাকা নয় ঐরূপ পাতানো কাকা। এটী অবশ্য তোমরা এখন হতেই করতে পার আর ঐ রকম ব্যবহার করলেই প্রতিপালিতের প্রতি ঠিক ঠিক কর্ত্তব্য করা হ'ল জানবে।

তোমায় অনেকগুলি কর্ত্তব্যের কথা বলা হলো কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে হয়ত এমন হতে পারে যে দুটি কর্ত্তব্য একসঙ্গে তোমার সামনে হাজির তুমি কোনটী ক'রবে আর কোনটী না ক'রবে। এই মনে কর তোমার পেট্রোলের একটী ছেলে কোন অন্যায় কাজ করেছে, তোমার কর্ত্তব্য তোমার স্কাউটমাষ্টার মহাশয়কে জানান, আবার এটাও কর্ত্তব্যের মধ্যে যে ভাইয়ের বিরুদ্ধে কিছু না বলা। এখন তুমি কি ক'রবে? দেখ মুকুল, এটা কিন্তু ঠিক যে কারও অন্যায় দেখলেই তখনি স্কাউটমাষ্টার মহাশয়ের কাছে গিয়ে তার বিরুদ্ধে বলা কর্ত্তব্যের মধ্যে তা নয়। এটী আমার ভাষায় অকর্ত্তব্য বা অন্যায়। তবে তোমার উচিৎ প্রথমে তোমার স্কাউটভাইটিকে যত রকমে পার বোঝাতে চেষ্টা করা, যাতে সে এইরূপ অন্যায় আর না করে, যদি একান্ত না পার তখন কোর্ট অফ অনারে সকলের সামনে বলা এবং কিরকমে তাকে এর হাত থেকে বাঁচানো যায় সকলের মত নেওয়া ও সেই রকম কাজ করা। তুমি সকলকে বেশ ভাল ভাবে জানিয়ে দিও এবং বুঝিয়ে দিও যে যদি তোমার পেট্রোলের কোন ছেলে কারও কোন অন্যায় দেখে, অপরকে না বলে, যে অন্যায় করেছে তাকেই ডেকে বুঝিয়ে বলা এবং যত রকমে পারে তাকে সেই অন্যায় হতে নিবৃত্ত করা, এইটীই হচ্ছে ঠিক উপায়।

এখন এই দ্বিতীয় নিয়মটীর সম্বন্ধে আমার আলোচনা শেষ হ'ল। তুমি তোমার ছেলেদের এসবগুলি জানিও এবং তোমাদের আরও যদি কিছু জানবার থাকে আমাকে জানিও আমি আমার সাধ্য মত তার জবাব দিতে চেষ্টা করব। তোমরা সকলে যথার্থ স্কাউট হও আমার এই শুভ ইচ্ছা সকলে জেনো। ইতি—

তোমাদের—ক্ষিতীনদা।

GOVERNMENT HOUSE,
CALCUTTA.
The 12th December 1935.

To my Brother Scouts in Bengal: Greetings.

With the coming of another year I once again send to all Scouts in Bengal greetings of fellowship and goodwill and my best wishes for happiness and success in 1936.

JOHN ANDERSON,
Chief Scout for Bengal.

NEW YEAR'S GREETINGS.

We wish all our Readers Well-wishers
A Happy and Joyous New Year.

Our C. C,

Our Chief Commissioner Captain Nawab Sir Muhammad Ahmad Said Khan K.C.S.I., K.C.I.E., M.B.E., of Chhatari belongs to the well-known Rajput clan of Lal-Khamis of the Bulandshahar district in the United Provinces. He was born on the 12th December 1888 and is now 47 years old.

Educated in the late M. A. O. College, Aligarh, he is well versed in Urdu and Persian, besides being a Haffiz. i. e. one who knows the Holy Quoran by heart.

The Nawab Sahib entered public life in 1910 and has taken a leading part in social, political and educational activities of his province since then.

In 1920 he entered the Provincial Legislative Council as an elected member. He was the first elected non-official Chairman of the Bulandshahar District Board. In 1923 he was appointed a Minister and worked in that capacity till January 1926, when he was appointed Home Member. In 1928, at the unexpected demise of Sir Alexander Muddiman, Sir Ahmad Said Khan acted as Member of the Governor-General's Executive Council for a short period. He was also a member of the Indian Round Table Conference, and attended two of its sessions.

From April to November 1933 the Nawab Sahib again acted as Governor of the U. P. during the absence on leave of Sir Malcolm Hailey. On his retirement from the official life of the province that year, he was offered the Chairmanship of the All-India Moslem Conference,the premier political organisation of the Mussalmans in this country. He has been working in that capacity since then. The Nawab Sahib is essentially a man of peace and stands for good relations between the two important communities, i. e. Muslims and the Hindus. and has worked for this all his life.

He was made a Nawab (personal) in 1915, and hereditary in 1919. During the War he was awarded the M.B.E. He was made a C.I.E. in 1928 and K.C.I.E., and K.C.S.I. in 1933.

* * * * *

SCOUTING AND UNIVERSITY MEN.

The Hon'ble Mr. Justice Iqbal Ahmad, Provincial Commissioner, Boy Scouts Association, U. P. in his speech delivered at the Aligarh University was pleased to make the following remarks regarding what Scouting can do to help University Men to grow up to be happy, healthy and useful citizen :—

No Indian can fail to be moved and inspired by the sight of this great University. It is the fruit of the far-sighted and patriotic labours of a great Indian and all Indians should rejoice that in the last century India produced a distinguished son like Sir Syed Ahmad Khan ; You, my friends, are fortunate in being the students of this great seat of learning. It is a privilege to be a student of this

Muslim University. But I should ask you to remember that this privilege brings with it heavy responsibilities India has a right to expect you to rise to the height of the occasion and of your responsibilities. You will be judged by your academic distinctions, it is true, but you will be judged more by the lives you lead and the examples you set after you leave this University. Remember, please, that a great deal will depend on your preparation and discipline while you are at the University.

It is therefore that I desire to speak to you for a few brief moments about the Scout Movement which, in my judgment, is calculated to bring about the best in you. You need hardly be told that sectional, communal, or racial jealousies and hostilities, are bringing into the mire the fair name of our beloved motherland. There is no thoughtful Indian who will not hold his head down in shame and anguish at the spectacle which unhappily is being witnessed in India to-day. I firmly believe that the Movement, which I have the honour to represent in these Provinces, will destroy the germ of separateness which produces most of our troubles. You are, I hope, aware that our organisation has branches not only in India but also in other civilised countries of the world. If you join us in the true spirit of a Scout, you become a member of a great brotherhood which knows no distinction of race, religion or country. An Indian Scout will forget that his brother Scout is Indian or English, Hindu or Muslim, Christian or Parsi, Canadian or Australian. A true scout in our Movement regards himself as a member of a great international brotherhood and feels pride in his connection with a world-wide fraternity. The spirit that our Movement is out to spread in this country will in a very large measure combat all narrowness and pettiness and encourage and develop a broader outlook and larger sympathies.

Those of you who are interested in these problems, I am sure, realize how India is groaning to-day under the cruel weight of communialism. Differences of religion, it must be painfully confessed, have been converted into a curse which threatens to blast the future of our country. Our hope lies in **nationalism** provided its object is **service** and not racial hatred and antagonism. But nationalism alone is not enough. It is as a handmaid to internationalism that it should be welcome, because the salvation of the world lies in internationalism. I maintain that our Movement is international its aim and character and therefore I appeal to you, on whome the future very largely depends, to give us the joy of welcoming you as comrades and co-workers.

You are University men and you are expected to think of the lot of your less forunate brethren in the villages. As Scouts it should be your pride and privilege to go amongst the villagers and to take your legitimate share in the **rural reconstruction** work that has been set on foot. The strength of a chain is measured by the strength of its weakest link. How can India give the best in her to the service of humanity if yow allow millions of your sisters and brothers to remain in their present unsatisfactory condition in villages ? As Scouts it will be

your duty to carry the massege of hope into the remotest corners of our Province and cheerfully to work for village uplift at personal loss and discomfort. Difficulties there are bound to be, but a true scout whistles in face of difficulties. He does not allow himself to be downhearted and his happiness consists in disinterested service.

These are the two main ideas which I wish to put before you to-day. I am anxious to have your real sympathy and genuine co-operation. I want every one of you to join our Movement and thus give evidence of your keenness to participate in the great work that is sought to be done by our organisation. You are University men and your example will be followed by other young men. With all earnestness I appeal to you to rise to the height of the true scout atmosphere and live in it. You will then find organisation which is pledged to the service of God, King and Country. I am extending to you the hand of fellowship and I sincerely hope you will grasp it.

Notes and News

—Ronen Ghose

1. The Warrants of Appointment of the following Scouters have been issued by the Provincial Headquarters :—

John M. Earle as Scoutmaster, Mt. Hermon School Troop, Darjeeling.

Purna Chandra Sircar as Asst. Scoutmaster, Shikarpur H. E. School Troop, Nadia.

Kazi Sakhawat Hossain as Scoutmaster, Priyanath H. E. School Troop, Dacca.

K. Zachariah, M. A., District Scout Commissioner, Chinsurah Local Association.

Major H. F. C. Armstrong, District Scout Commissioner, Chittagong Local Association.

O. H. Skinner, Asst. District Commissioner, Chittagong Local Association.

2. The following Packs, Groups, Crews are registered with the Provincial Headquarters :—

Lakshipur, H. E. School Troop, Noakhali
Katghar Golam Nabi H. E. School Troop, Noakhali
Muhammadpur H. E. School Troop, Noakhali
Babupur H. E. School Troop Noakhali
Hazipara Hamidia H. E. School Troop, Noakhali
Ahmedia H. E. School Troop, Noakhali
Arunchandra H. E. School Troop, Noakhali
Begamganj H. E. School Troop, Noakhali
Chhagalnaiya High School Troop, Noakhali
Dattapara R. R. H. E. School Troop, Noakhali
Feni H. E. School Troop, Noakhali
Mangalkandi H. E. School Troop, Noakhali
Ramgunj H. E. School Troop, Noakhali
Zilla School Troop, Noakhali
Priyanath H. E. School Troop, Dacca
Arya Moitreya Institution Troop Chittagong
Old Malda M. E. School Pack, Malda
Ramkrishna Vedanta Ashram School Group, Darjeeling
Dhanikhola Board School Pack, Mymensingh
Hafania-Ghaishapara Muktab Pack, Mymensingh
Shimuliapara Muktab Pack, Mymensingh
Dhanikhola Madrassa Pack, Mymensingh
Jubilee Troop (Open), Mymensingh
Barhatta C. K. P. Institution Troop, Mymensingh

3. **District Training Camps** :—(a) 25th Cubmasters' Training Camp was held at the Guru Training School Compound at Jalpaiguri from 12th—15th Dec. 1935. In all 36 campers attended the Course. The campers were all Gurus under training and hailed from remote villages in the district. Scouters Kali Ghosh and Monoj Khan were sent from the Provincial Headquarters to run the camp there. The District Scout Commissioner and the Honorary Secretary made all possible efforts to make the camp a success.

(b) 37th Scoutmasters' Training Camp was held at the Zilla School Compound at Khulna from 13th—22nd December 1935. In all 22 campers attended the Course. They were all School Teachers and hailed from various towns within the district. Both Mr. B. B. Sarkar, I. C. S., District Scout Commissioner and Dr. D. L. Sen Gupta, Honorary Secretary of the Local Association are taking a keen interest in the welfare of the movement their and without their help and support the camp would not have been a success. Last day Mr. Sarkar sponsored the Investiture Ceremony of the campers in the morning and were pleased to present them the Tenderfoot badges before a fairly large gathering of gentries. Mr. B. Bosu, the Provincial Organising Secretary, Bengal paid a visit to the camp and spent a night with the campers, and encouraged the campers to do their very best for the movement. Scouters Saroj Ghosh and Ronen Ghose were deputed from the Provincial Headquarters to run the camp there.

4. Jackson Shield Competition : The Competition will be held on the 31st January and 1st February 1936. Arrangements are being made to house the competing teams from mofussil under canvas at Dhakuria by the lake and they will be fed for the two days. For Railway Concession forms etc. apply to the Asst. Secretary, Provincial Headquarters.

5. World Jamboree : The next World Jamboree will be held in Holland, the land of Milk and Cheese in July—August 1937, Make an effort to represent your country in this congregation of Scouts from all over the world. Look wide Bengal Scouts and Scouters !

6. Wood Badge : Scouter G. A. S. Marsh has been awarded with the Beads and Parchment for the Scout Wood Badge. We congratulate him for his success.

7. All-Calcutta Cubs Aboard : On the 31st December 1935 an all-day Steamer Outing was organised under the auspices of the three Calcutta Local Associations. The party numbering about 350 Cubs and Officers left Chandpal Ghat at 11 A. M. and went down the river. On their return journey they landed at the Botanical Gardens and chewed the "bones" there. On board the Steamer they had various deck games and passed a hilarious time with "Brown Tip", the Akela Leader, Bengal, and other Officials. Cubs will ever remember such an outing and are looking forward to have another beforelong.

8. Publication : Chief Scout well utilised the short leisure of a month that he had between the end of his world tour and his departure for South Africa by

writing a book about his adventures on the world trip. This has been entitled "Scouting Round the World" and has just published by Herbert Jenkins, price 2s. 6d. It tells many delightful stories of the people and places he had visited, and many very satisfying accounts of the progress of scouting throughout the Empire.

From our Kit Bag.

A Gentle Reminder : A Troop has a Scoutmaster who is a Signwriter by profession and the roof of the Headquarters is a sloping one, and all over it has been printed, in large and bold, the following :—"THE CHIEF SCOUT HAS SAID : NO SCOUT CAN CONSIDER HIMSELF A REAL SCOUT UNTIL HE HAS BECOME FIRST CLASS".

10 000 **Miles to run a Troop** : This is not a fairy story. A Scoutmaster has actually travelled this distance in order to keep his old Troop going. Mr. Alex Wills. the Scoutmaster left Henfield for Sevenoaks and nobody could be found to carry on the Troop for some time so he came over and offered his services till a successor could be found. This successor was not found until November 1935 and so during the period 1929—1935 Mr. Wills has travelled well over 10, 000 miles not only to save the death of the Henfield Troop but to keep it very much alive. What a magnificient record ! What an example to some of us who grumble at even the shortest distances to the Troop Headquarters !

The "Robber World" : A Belgian old scout who lives at Ghent sends the International Commissioner rather a good story. He takes the paper Rover World and tells him that its title has apparently caused much surprise in the mind of the Flemish postman who delivers it each month. At last postman decided to get it off the chest. He remarked to his friend, "That is a funny paper you receive from England. I did not know that the English people had a special paper for highway robbers." It appears that in the Ghent Flemish dialect the word "ROVER" means a highway robber.

Scraps from the Jungle.

The Grop System.

When the Old Wolves of Calcutta met in palaver recently, they discussed the Group System. It is a subject about which there is still some ignorance and misunderstanding. To begin with, every Old Wolf should read carefully through the relevant rules in Part VI of the 'Policy, Organisation and Rules" for India.

Too often Akelas start with a certain mistrust of the Group System, as though it were something extra, added to the Cub scheme but not essential to it, designed to restrict their freedom and undermine their authority. If you approach the subject in this spirit you will certainly find snags. But we must abandon this suspicious attitude and recognise the Group System for what it is, the essential principle of organisation for the whole movement, in which the Pack is only one (but that an integral) part. We must welcome it becanse it gives coherence and continuity to the Scout scheme and without it we cannot get the full value of our training, for without it Cubbing is incomplete and lacking stability. The Group System is a help and not a hindrance.

A very large proportion of Groups in India are attached to schools or other institutions in which most of the external marks of the Group System are reproduced without any difficulty or even effort, but in spite of this the real spirit of the system is often absent and the system does not work properly. In Open Groups, we have a long way to go before the Group System is generallp understood and put into full practice.

In saying all this, I am not forgetting Akela's point of view or his probable anxieties. But let us beware of rating our own desires above the well being of the Pack and of the Cub. The Cub is the important person the Old Wolf exists only to be of service to him. And consider this when you part with your Cub (as you must when the time comes), would you not prefer to send him up to a Troop with which the Pack shares a common interest and family spirit, where he will find himself among friends and not strangers, under the charge of a Scoutmaster whom he already knows and admires, and whose methods and ideals have your approval and co-operation ?

"May you have twelve moons of Good Hunting
In nineteen hundred and thirty-six !

Our Late Royal Patron

ENGRAVED & PRINTED BY
THE BENGAL AUTOTYPE CO. CAL.

১২শ বর্ষ] মাঘ—১৩৪২ [৮ম—সংখ্যা

মহামান্য সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের

মহাপ্রয়াণে—

নিশার স্বপন সম ভীষণ বারতা
বার্ত্তাবহ যোগে আজি রটিল ভারতে—
ঘরে ঘরে হাহাকার, বিষাদ কালিমা
আবরিল চারিদিক, শোকাকুল সবে।
যাঁর রাজ্যে দিনমণি নহে অস্তমিত,
শৌর্য্যে, বীর্য্যে, আখণ্ডল সম যিনি,
যাঁর সুবিধানে ছোট বড় সকলেই
ভুঞ্জে সদা সম অধিকার, সে মহান্
সে বরেণ্য, মহামান্য, ভারত ঈশ্বর,
ত্যজি' যত বিষয়বিভব, কাঁদাইয়ে
পত্নী পুত্রে, অমাত্যে, বান্ধবে, কাঁদাইয়ে
প্রজাবৃন্দে, কাঁদাইয়ে ভারত-বাসীরে,
চলিলেন অমর ধামেতে!

ঐ হের ত্রিদিব হইতে,
দিব্য পুষ্পরথ, দেবদূত সহ,
ধীরে নেমে দাঁড়াইল প্রাসাদ উপরে,
বিশ্বপতি স্মরেছেন প্রতিনিধি তাঁর—
যাও তবে পুণ্যবান, ধন্য তুমি নৃপকুলে ;
তব পিতামহী ছিল মূর্ত্তিমতী দয়া,
শান্তি-বিধায়ক ছিল জনক তোমার,
তুমি ছিলে ব্রিটিশের মুকুট-মাণিক।
কতনা বেসেছ ভাল ভারতবাসীরে।
মহিষীর সহ আসি, করি দরবার,
তুষিয়াছ ভারতেরে বর বরিষণে।
কৃতজ্ঞ ভারত আজি ঝরে নেত্রনীর,
ভারত অনাথ আজি তোমার বিয়োগে।
হে সম্রাট্,
কেমনে বর্ণিব আমি তব গুণরাশি,
রবি যথা রস নিয়ে সহস্র গুণেতে,
বরষিয়া শান্ত করে মহী, তুমিও তেমতি,
করুণার ধারা বরষিয়া, রঞ্জিয়াছ
ভারতবাসীরে, প্রকৃতি-রঞ্জন তুমি।
পূর্ণ শশী নভস্তলে যেমতি বিরাজে
আলোকিয়া দশদিশি রজত-রশ্মিতে,
তেমতি ভারত-বাসী-হৃদি-নভস্তলে,
অকলঙ্ক সুধাকর তুমি, ছিটা'য়ে
কিরণ-জাল স্নেহ মমতার।
দুর্ব্বলের প্রতি তব
অপার করুণা। প্রবল জর্ম্মন যবে,
শক্তির গরবে, চেয়ে ছিল গ্রাসিবারে,
বেলজিয়মেরে, তুমি উচ্চারিলে বাণী
"স্বাধীনতা রক্ষা", হয় রাজার কর্ত্তব্য।
তোমার উৎসাহে হ'য়ে উৎসাহিত প্রাণ,
—যুঝিল ভারত-বীর ফরাসীসীমান্তে—
রহিল রাজার বাণী অটুট ধরায়।

অর্দ্ধ পৃথিবীর তুমি
ছিলে যে সম্রাট্, রাজত্বের করিয়াছ
রজত-জুবিলী। এদীর্ঘ সময়ে
শিল্প, কলা, চিত্র, পূর্ত্ত, বিমান বিজ্ঞান,
উন্নতিয় পরাকাষ্ঠা দেখা'ল ধরায়।
বাষ্পীয় তরণী ল'য়ে বাণিজ্য-সম্ভার,
সাগরের বক্ষ চিরি' করে যাতায়াত।
তারহীন বার্ত্তাবহ বহিছে সন্দেশ,
ভারতে ইংলণ্ডে হয় সুখে আলাপন,
পুরুষ রমণী, সাধে বিহরে বিমানে,
পেয়েছে রমণী তার ন্যায্য অধিকার,
বিচার-আলয়ে আর শাসন সভায়।
জর্জ্জ যুগে সভ্যতার চরম উন্নতি ;
নৃপকুল মাঝে ধন্য জর্জ্জ মহামতি !
সার্থক জনম তব,
হে ভারতেশ্বর, তোমার প্রসাদে,
ভারতের অজ্ঞানতা প্রায় বিদূরিত,
লভেছ ভারতবাসী বহু অধিকার,
ধাপে ধাপে লভিতেছে স্বায়ত্ত-শাসন।
হে সম্রাট্! ভারতের সাধক সন্ন্যাসী,
হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, এলাহি, ইশাই
করযোড়ে মাগে সবে ঈশ-সন্নিধানে,
যুগে যুগে হোক তব আত্মার কল্যাণ।

শ্রীবসন্তকুমার দাস
ডিষ্ট্রিক্ট স্কাউট মাষ্টার,
রাজসাহী।

———

"সাইকেলে মধুপুর ক্যাম্পে"

—শ্রীঅমর সেন।

হেড্ কোয়ার্টার্সে সবাই বসে আছি, এমন সময় স্কাউটমাষ্টার এসে জানালেন যে এবার বড়দিনে এসোসিয়েসন ক্যাম্প হবে মধুপুরে।

বদখেয়ালী বলে আমার একটা ভীষণ দুর্ণাম আছে। তাই যখন সবাই ক্যাম্পে যাবে বলে হ্যাভারস্যাক্ আর ইউনিফর্ম্ম যোগাড় ক'রতে ব্যস্ত, হঠাৎ আমার খেয়াল চাপল সাইকেলে মধুপুরে গেলে কেমন হয়? মৎলবটা যেমন মাথায় ঢোকা লেগে গেলাম উদ্যোগে। প্রথমে জন তিনেক সঙ্গীও পেলাম, কিন্তু আসল সময় দেখলাম আমি একা। ঠিক করলাম একাই যাব।

"আমার যাত্রা হল সুরু"—১৭ই ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে ছটায় কলকাতার মায়া কাটিয়ে মধুপুরের উদ্দেশে পাড়ি দিলাম সাইকেলের পেছনে মোট ঘাট বেঁধে। যাবার সময় বন্ধুবর হাতে এক ছোরা গুঁজে দিলেন। ধন্যবাদ দিয়ে সেটা সঙ্গে নিলাম, যদিও খুব জোরে মারলে সেটা আধ ইঞ্চি পর্য্যন্ত শরীরের মধ্যে যায় আর বাকিটা ঢোকাতে হয় ইট ঠুকে।

সহরে উদ্দাম জনস্রোতের ভিতর দিয়ে জন বিরল Grand Trunk Roadএ এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সাইকেলের গতি বাড়ালুম। কোন্নগর পর্য্যন্ত ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় বেশ গেলুম, তারপরে অন্ধকারে সাবধানে সাইকেলের মিঠ্ মিঠে আলোয় চল্‌তে হল।

চন্দননগর পার হয়ে চলেছি, একটা মোড় পার হলাম। হঠাৎ সামনে একি? চেয়ে দেখি রাস্তার মাঝে বাঁধা "রোড্ ক্লোসড্" লেখা বেড়ার দিকে সবেগে যাচ্ছি। সামনের চাকায় পা দিয়ে প্রাণপনে ব্রেক কস্‌লুম, কিন্তু তার আগেই আমি ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় একহাঁটু ধূলোর ওপর বসে।

দুটো 'টর্চ্চ'এর আলো গায়ে পড়াতে চম্‌কে ফিরে দাড়ালুম সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হল "Are you hurt?" উত্তর দিলুম "No Thanks who are you?" শুনলাম তাঁরা "কাষ্টম অফিসার"। চেয়ে দেখি অন্ধকারে কালো ইউনিফর্ম্ম পরে দুজন সাহেব আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা বল্‌লেন যে আমি ভুল পথে এসেছি, সোজা না এসে বাঁয়ে বেঁকে যাওয়াই উচিত ছিল। তাঁদের কাছে শুনলাম যে ব্যাণ্ডেল চার্চ্চে একদল স্কাউট ক্যাম্প ফেলে আছে। ঠিক করেছিলুম নটা পর্য্যন্ত সাইকেল চালাব, তারপর কোথাও আস্তানা খুজে নিয়ে রাতটা কাটাব। ব্যাণ্ডেলে ক্যাম্পের কথা শুনে ওখানে চলে গেলুম।

অন্ধকারে চার্চ্চ চিন্‌তে কোন কষ্ট হ'লনা, গেট পেরিয়ে মাঠে এসে দেখি একদল

স্কাউট ক্যাম্পফায়ারের চারপাশে বসে 'Sing Song' করছেন। তাঁদের স্কাউটমাষ্টার এগিয়ে এসে আমি কোন ট্রুপের জিজ্ঞেস করায় জানলুম যে আমি কলিকাতার ১৭।২য় ট্রুপের স্কাউট। তাঁরা খানিক মুখ চাওয়া চাওই করে বললেন "আমরা কলিকাতার ১৭।১ম ট্রুপ।" আমি উত্তর দিলুম "আজ ১৭ই ডিসেম্বর।" খুব একটা হাঁসির রোল পড়ে গেল। তাঁরা খুব আনন্দের সঙ্গেই তাঁদের ক্যাম্পে সে রাত্রির মত জায়গা দিলেন।

সে দিন আমি যেন একটা 'ইণ্টারন্যাশনাল ক্যাম্পফায়ারে" গিয়ে হাজির হয়েছিলুম। কয়েকজন মিশনারী দেখ্‌লাম ক্যাম্পফায়ারে যোগদান ক'রেছেন; তাঁদের মধ্যে কেউ ডাচ্, কেউ ইটালিয়ান আর কেউ সাউথ আফ্রিকান।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ উঠে এসে আমি কোথায় যাচ্ছি, কবে পৌছুব ইত্যাদি অনেক কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন।

যাদুকরের মায়াকাঠির স্পর্শে নিঝুম পুরীর মত "Lights out" বিউগল কলে কোলাহল মুখর ক্যাম্পটা হটাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। নানান কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝতে পারিনি, জেগে উঠলাম পরদিন (১৮ই) ভোরে Revellie'র শব্দে। সূর্য্য তখন সবেমাত্র তার দৈনন্দিন যাত্রা সুরু করেছে। গঙ্গার তীরে এসে দাঁড়ালুম; এপাশে নদীর চর, ওদিকে কুয়াসার মাঝে অস্পষ্ট জুবিলী ব্রীজ্।

ওঁদের কাছে বিদায় নিয়ে, যাত্রা সুরু করলাম ৭৷৷০ টায় বর্দ্ধমানের দিকে। গোটাকয়েক রেলওয়ে ক্রশিং পার হয়ে মেমারীর কাছে এসে পড়লুম। একটানা যেতে যেতে কেমন যেন একটু মিইয়ে পড়ছিলুম, হঠাৎ সতেজ হয়ে উঠলাম একটা চমৎকার গন্ধ নাকে লাগায়। একটু যেতেই নজরে পড়ল এক বুড়ো কত্তা একমনে গুড় জাল দিচ্ছে। ফুটন্ত গুড়কে বান বলে, খেতে চমৎকার! বান কিনতে চাইলাম, কত্তাত তেড়ে মারতে এল। গুড় বল্‌লে বাণ বিক্রী কর'তে নেই। দারুণ ক্ষিধে পেয়েছিল, অগত্যা তার কাছেই বাড়ীথেকে বেঁধে দেওয়া কালকের খাবার খেতে বসলাম। খেতে খেতে লক্ষ করে দেখি কত্তার কোলে এক নধর পাঁটা। বিরিঞ্চি চকোত্তি দামু শেখের ছাগল দেখে বলেছিল "বা এ বেশ পুরুষ্ট পাঁটা" এ সেই রকমের। ও বাবা—পাঁটার কি আদর? "মণিকধন, সোণামণি, ওরে বাপরে আগুণের কাছে শমনি তুই পুড়ে মরলে আমার কি ......"ইত্যাদি ইত্যাদি। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম "কত্তা একি?" শুনলাম কত্তার ছেলেপিলে নেই, পাঁটাটাকেই মানুষ করছে। রোজ ওর পেছুনে নাকি ৷৴৮ আনা খরচ করে।

হঠাৎ শয়তানী বুদ্ধি চাপ্‌ল। একখানা লুচিতে কিছু হালুয়া দিয়ে কত্তাকে পাঁটাটাকে খাইয়ে দিতে বললুম। সেত মহাখুসী। চুপ চাপ খাচ্ছি, হঠাৎ সে উঠে এসে আমার কাপের জলটা ফেলে দিয়ে খানিকটা বাণ ঢেলে দিলে। আমিও সময়োচিত গম্ভীর হয়ে সেটা আমার সেবায় লাগিয়ে দিলাম।

মেমারী ছাড়ালুম এর আগে একটা বড় ক্রশিং পড়ল, অনুমান করলাম বর্দ্ধমান কর্ড লাইন হতে পারে। বেলা ১১৷৷০টায় বর্দ্ধমান এসে পড়লাম। Post Officeএ গিয়ে বাড়ীতে একটা চিঠি দিলাম। ষ্টেসনে যাবার পথে বাঁদিকে মস্ত একটা তোরণ পড়ল। এক কনষ্টেবল মহাপ্রভুকে সাইকেলটা দেখতে বলে ষ্টেসনে গিয়ে সীতাভোগ মিহিদানা সেবা করলুম। ফিরে এসে দেখি মহাপ্রভু বিনয়ের হাঁসি হেঁসে সেলাম ঠুকছেন। আমারও ভালরকম 9th Law জানা আছে, একটু দাঁত দেখিয়ে আর গোটা কয়েক মধুর বুলি শুনিয়ে পানাগড়ের দিকে রওনা হলুম। এইবার হাওয়া হল বিপক্ষে, গাড়ি ঠেলতে বেশ কষ্ট হল। বর্দ্ধমান থেকে এই পথটা মাঠের মাঝখান দিয়ে গেছে, কচিৎ দুই একটা গ্রাম পথের ধারে পাওয়া যায়। দুটো খাল পার হলুম। পানাগড়ের মাইল তিনেক আগে ইনস্পেকসন বাংলা পড়লো, চার্জ্জ একরাত্রি এক টাকা। পানাগড়ে এসে পৌঁছিলাম বেলা দুটোয়, গুটিকতক বাড়ী আর দোকান নিয়ে এই ষ্টেসন। রাত্রে থাকবার মত উপযুক্ত যায়গা নেই। সাইকেল সারাবার একটা দোকানও আছে দেখলাম।

দুর্গাপুরের দিকে এগুলাম। দূরে পথের মাঝে দেখলাম এক বাবু চলেছেন সাইকেলে। বুঝলাম তিনি একজন টুরিষ্ট, কেরিয়ারে লাঠি ও বেডিং বাঁধা। মার্ডগার্ডের সাদা যায়গায় নাম লেখা রয়েছে—"বাঁড়ুয্যে"। ভদ্রলোকের মাথায় ফেল্ট হ্যাট, গায়ে অলস্টার, পরণে হাঁটু পর্য্যন্ত ধুতি ও পায়ে সাইকেল হোস ও তালতলার চটি। শুনলুম তিনি রাণীগঞ্জ হয়ে মেদীনিপুর যাবেন।

তাঁর মত আস্তে চলা সম্ভব পর নয় বলে বিদায় নিয়ে এগিয়ে সেই দারুণ হাওয়া ঠেলে ১১০ মাইলের কাছে বাঁদিকে দুর্গাপুরের ২৷৷০ মাইল রাস্তার কাছে এলুম।

দারুণ ক্ষিধে পেয়েছিল, আর রাতটাও সেইখানে কাটাব এই মনে করে দুর্গাপুর টাউনে চলে গেলাম। ক্ষণিক বিশ্রাম করে কিছু খেয়ে আস্তাণার খোজে বেরিয়ে দেখি হোটেল মাত্র একটি আছে, তাও এত নোংরা যে বাস করা অসম্ভব। ষ্টেসনের ওয়েটিং রুমে থাকা যেত কিন্তু ষ্টেসনমাষ্টারের উল্টো সুর শুনে অগত্যা স্থির করলুম যে রাণীগঞ্জে যাব। আবার ২৷৷০ মাইল পার হয়ে G. T. Roadএ এসে যখন পড়লাম তখন বিকেল ৫টা, দুর্গাপুরের জঙ্গলের ওপর সূর্য্যের শেষ আলো তখন এসে পৌঁচেছে। হাওয়া পড়ে গিয়েছিল, ১৮ মাইল দূরে রাণীগঞ্জের উদ্দেশে প্যাডল্ দুচার বার চাপ দিতেই রেসিং সাইকেল দারুণ বেগে ছুটল। জন মানব হীন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। ১১৪৷৷০ মাইলে জঙ্গল শেষ হল, আরও খানিক এগিয়ে বাঁদিকে ফরিদপুর। পুলিস্ ষ্টেসন পড়ল। এর জুরিসডিক্‌সন্ দুর্গাপুর টাউন ও জঙ্গল। সন্ধ্যার অন্ধকারে বাঁদিকে অণ্ডাল জংসনের সারি সারি আলো ফেলে রাণীগঞ্জের কাছে এসে পড়লুম।

একখানা লরী আসানসোলের দিক থেকে বেগে আমার দিকে আসছিল। তাঁকে পথ দিতে যেই পাশে নেমেছি—ফ্যঁস! পেছনের চাকায় পাংচার। গাড়ি ঠেলে একটা

খুটির মত কিছুর খোজ করতে করতে খানিক এগিয়ে চখে পড়ল। "To Ranigunge ½miles Asansole 10 miles". তারি গায়ে ঠেসান দিয়ে সাইকেল রেখে ল্যাম্পের আলোতে পাংচার সারাতে বস্‌লুম।

পাংচার সেরে যখন উঠলাম তখন রাত্রি ৭টা। অন্ধকারে ঠিক সেরেছি কিনা বুঝতে না পেরে আস্তে আস্তে সাইকেল চালিয়ে Ranigunge Stationএ এসে সাইকেলটা লেফ্‌ট ল্যাগেজে বুক করলুম। ষ্টেসনমাষ্টারকে ওখানকার ভাল হোটেলের কথা জিজ্ঞেস করাতে তিনি ওয়েটিং রুমে থাকতে অনুরোধ করলেন, এমন কি ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে দিতে পারি এমন কথাও বললেন। ধন্যবাদ দিয়ে ওয়েটিং রুম অধিকার করলুম। ঘরটি মস্ত বড়, পাশেই বাথরুমে জল ভর্ত্তি বাথটব। দেখে আনন্দ হোল। দুখানা বেঞ্চি টেনে খাটের মত করে হ্যাভারপ্যাক খুলে তার ওপরে বিছনা পাতলুম। ষ্টেসনের রেলওয়ে পুলিসের হাতে দুয়ানা গুঁজে তাকে আমার জিনিষগুলো দেখতে বলে হোটেলের সন্ধানে বেরুলাম। আজকে সব শুদ্ধ ১০০ মাইল আসা হল। স্থানিয় স্কাউটমাষ্টারের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি তার বাড়িতে থাকতে অনুরোধ করলেন। ধন্যবাদ জানিয়ে বল্‌লুম যে আশ্রয় পেয়েছি আর সেই রাত্রে অত দূরে যাওয়াও কষ্টকর। তিনিও ছাড়বেন না, বল্‌লেন "তবে আসুন আপনার হাঁটু দুটে মাসাজ করে দি"। কোথা থেকে সর্ষের তেল আর কর্পূর এনে হাজির করলেন। অনেক কষ্টে থামালুম, তিনি তেলটা আমার অঙ্গে দিয়ে দিলেন।

সারারাত কুম্ভকর্ণের মত ঘুমিয়ে ভোর ৬॥০টার সময় উঠলুম। কালকের রাত্রিতে যোগাড় করা সেই সর্ষের তেল মেখে বাথ টাবে বসে প্রায় মিনিট কুড়ি ধরে আরামে স্নান করে ৭॥০টার সময় ষ্টেসন মাষ্টারের কাছে বিদায় নিয়ে আবার যাত্রা সুরু করলুম আসানসোলের দিকে। পথে Burn & Cor Coal mine দেখা হয়ে গেল। Colliery ম্যানেজার বাঙালী, তাকে বলতেই আমার দেখাবার সব বন্দোবস্ত করে দিলেন।

9th Roadএ পড়তেই দেখি দূরে কালকের সেই বাঁড়ুয্যে মশায় আস্‌ছেন বুঝলাম যে তিনি রাতটা দুর্গাপুরেই কাটিয়েছেন। দারুণ হাওয়া আর চড়াই উৎরাই ঠেলে বেলা ১০টার সময় আসানসোলে পৌছালাম। এত হাওয়া যে এইটুকু রাস্তা আসতে প্রায় দু'ঘণ্টা লাগল। পোষ্ট অফিসে গিয়ে বাড়িতে চিঠি লিখে হোটেলেয় সন্ধানে বার হয়ে "বান্ধব হোটেলে' গিয়ে হাজির হলাম। সেই ধুলো গায়ে মাটিতে বসে খেতে ইচ্ছে করছিল না, সত্বাধিকারী আমার ইতঃস্ততঃ ভাব দেখে জিজ্ঞাসা করাতে কারণ বললাম। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর টেবিলের সব কাগজপত্র সরিয়ে নিয়ে আমার খাবার জায়গা ক'রে দিলেন।

খেতে বসেও স্বস্তি নেই। জন বার ভদ্রলোক (?) আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন যেন আমি অপূর্ব্ব কোন জীব বিশেষ। একজন আমি কোন্ স্কুলট্রুপের জিজ্ঞাসা

করাতে জানালুম যে আমি একটা "ওপন ট্রুপের স্কাউট। তিনি ভারীক্কি চালে বিজ্ঞের মত মাথাটি নেড়ে বললেন "ওঃ আপনি ওপন স্কাউট?" সোজা মাথাটি নেড়ে জানিয়ে দিলুম যে তিনি যথার্থই অনুমান করেছেন কারণ বাজে বকবার ইচ্ছে মোটেই আমার ছিলনা।

আবার সেই হাওয়া ঠেলে বরাকরের দিকে এগুলাম। খানিক গিয়েই ডানদিকে সীতারামপুরের পথ ধরলুম G. T. রোড ছেড়ে। কয়লার খনিগুলোর পাশ দিয়ে দূরে মস্তবড় একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছিল, আকৃতি দেখে অনুমান করলুম যে পরেশনাথ হতে পারে।

এবার যে নতুন পথ ধরলাম সেটা সোজা মধুপুরে গেছে, লাল বালি আর কাঁকড়ে ভর্ত্তি। জোরে সাইকেল চালাতে গেলেই চাকা বালিতে বসে যায়। ব্রিজের তলা দিয়ে সীতারামপুর পার হলাম, মিহিজাম এখান থেকে দশ মাইল দূরে। সালানপুর রেলওয়ে কোয়ার্টার্সের পাশ দিয়ে যাবার সময় কূয়ো থেকে জল নিলাম। প্রথমে ঘটি দিতে চায় না, বল্‌লে "কৌন জাত হৈয়?" অমায়িক ভাবে গম্ভির হয়ে বল্লুম "বাঁওভন হ্যায়।" গেটম্যান আর কোন কথা না বলে তার লোটাটা দিয়ে দিলে।

মিহিজামে পৌছান মাত্র সাইকেলে হ্যাভারস্যাক বাঁধা দড়িটি জবাব দিলে। অনেক কষ্টে এক গরুবাঁধা কাছি জোগাড় করে ৮ মাইল দূরে জামতাড়ার দিকে চল্‌লাম। পথে দুজন স্থানীয় স্কাউটের সঙ্গে দেখা হল। এরা ইউনিফরম পড়ে সাইকেলে মিহিজামের দিকে চলেছে। জামতাড়া ষ্টেশনে এসে যখন পৌছালাম তখন বেলা প্রায় ৩টে। সাইকেলটা রেখে জল আনতে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দে।, অনেকে গাড়ীর চারপাশে ভিড় জমিয়েছেন। রেসিং সাইকেল ওদেশে নাকি দেখা না। বেলা ৪॥০টের সময় কার্ম্মাটারে এসে পৌছালাম। পথে একবার থেমে আসানশোল থেকে কেনা খাবার খেয়ে ছিলাম। সেদিন কার্ম্মাটারে কি একটা হাটছিল, এত ভিড় যে একপা এগুনো যায়না। স্থানীয় কনষ্টেবল্ ঠেলাঠেলি করে খানিক পথ করে দিলে। ১৪মাইল দূরে মধুপুরের দিকে রওনা হলুম।

সীতারামপুর থেকে মধুপুর পর্য্যন্ত সমস্ত পথটা বেশ উপভোগ করেছিলাম। কখনও রাস্তা রেললাইনের পাশ দিয়ে গেছে, কখনও এঁকে বেঁকে আকাশ ছোয়া মাঠের মাঝ দিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে সাঁওতালী পল্লী, সাইকেলের ঘণ্টার শব্দে মুখ ফিরিয়ে সাঁওতালী ছেলে মেয়েরা অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে দেখছে। চড়াই থেকে নামবার সময় সমস্ত মাঠটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

মধুপুরের দিকে প্রথম ৪ মাইল বেশ গেলাম কিন্তু তার পরেই পথ চলার কষ্ট আরম্ভ হল। কোথাও চাকা বালিতে জমে গিয়ে আর এগোয় না, প্রায় একশো গজ ঠেলে নিয়ে আবার চড়তে হয়; কোথাও সাইকেল দুফুট লাফিয়ে নামে। ডানদিকে

মেনলাইন ছেড়ে মাইল খানেক গিয়ে এক বাচ্ছা রেললাইনের তলা দিয়ে গেলাম। প্রথমে বুঝতে পারিনি এটা কিসের হতে পারে, খানিক এগিয়ে বুঝলুম যে এটা একটা কোলিয়ারীর ট্রলি লাইন।

মধুপুরের রাস্তা যেন রাস্তা নয়, মাটির বুকের উপর কতকগুলো আঁচড় কাটা। তার থেকে ডাইনে বাঁয়ে ফ্যাক্ড়া বেড়িয়েছে, লক্ষ না করে চললেই পথ ভুল হয়। একটা নদী পার হলুম, জায়গায় জায়গায় মোটে ইঞ্চি দুয়েক জল। হেঁটে সাইকেল ঠেলে ওপারে এসে আবার চলা সুরু করলুম।

মধুপুরের প্রায় পাঁচ মাইল আগে আবার জয়ন্তী নদী পড়ল, এর প্রায় তিন ফুট জল। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, আর সময় নষ্ট না করে জুতো মোজা না খুলেই সাইকেল তুলে পার হলুম।

প্রায় সাড়ে ৬টার সময় যখন মধুপুরের সীমানায় এসে পৌছলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সূর্য্যের ক্ষীণ আলোটুকু তখন মুছে গিয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসছে গাঢ় অন্ধকার।

জন্মতিথি

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ব্রাউন টিপ।
সেকেণ্ড প্যাক, খড়্গপুর।

"সব দিবি কে সব দিবি পায়!
আয় আয় আয়!
ডাক পড়েছে ঐ শোনা যায়,
আয় আয় আয়!"

আজ (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫) আমাদের জন্মতিথি।

সত্য সত্যই আজ আমাদের সব দেওয়ার ডাক পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের মনের আনন্দ বিশ্বে ছড়াইয়া দিয়া বিশ্বেরই কাজে প্রাণ ঢালিয়া দিব, তাহাই জীবনের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য-সাধনার পথে উত্তরোত্তর আনন্দ বাড়িয়া চলিবে—আনন্দের উৎসে সন্তরণ করিয়া প্রাণের বাসনা সিদ্ধ করিব।

কবি গাহিয়াছেন—

"জাগো, জাগো, রাত ফুরালো,
তরুণ-প্রাণের আঁখির আলো,
তীর হেনেছে নিশীথিনীর বুকে।"

বালার্ককিরণ ছড়িয়ে দিয়েছে তার রূপের আলো। পুব-আকাশে শিকারী জ্যোতির জালে জড়াইয়া ডাক দিয়া বলিতেছে—

'জাগো, জাগো, ওগো আমার তরুণ সখার দল,
বিলম্বে কি ফল?"

জাগিলাম; জাগাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের মধ্যে যে লক্ষ আশা ও বুকের ভাষা পাপড়ি পাতার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, তাহারাও যেন সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—

"সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটব মোরা ফুটব গো,
প্রভাত কাঁটা সোনার আলো পরাণ ভরে লুটব গো।"

দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবের প্রভাত। তরুণ অরুনালোক যেন উৎসবেরই অপরূপ রূপমাধুর্য্য বিহগের কলকাকলিতে যেন উৎসবেরই সঙ্গীত ধ্বনি।

কাবেদের সাধনার বোধন মাতৃপূজা। মাতৃপূজা কাবেদের সর্ব্বপ্রথমের সর্ব্বপ্রধান স্বধর্ম্ম। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" তাহারই জন্য আমরা পুষ্পচয়নে নিরত হইলাম। পুষ্পচয়নের পর জননীর অর্চ্চনা করিয়া আমরা উন্মুক্ত প্রান্তরে চলিলাম।

এখন আর মনে আনন্দ ধরে না। প্রতীক্ষায় রহিয়াছি, কখন আমাদের জন্মতিথি উৎসব সুরু হইবে। শীঘ্রই আকেলার আহ্বান ধ্বনিতে আমাদের মনের আনন্দ উথলিয়া উঠিল। আমরা সমস্বরে সোৎসাহে মিলনধ্বনি উচ্চারণ করিলাম। আমাদের আকেলা লিডার (প্রেসিডেন্ট সাহেব রেভারেণ্ড এ, সি, বি, মলোনি) আমাদের শুভদিনে মহান্ আকেলার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করিলেন আমরাও তখন সকলে টুপী খুলিয়া আনন্দে মহান্ আকেলার স্তুতি গান করিলাম। তাহার পর পতাকা উত্তোলন করা হইল। তখন আকেলা "স্যালিউটের" আদেশ দান করিলেন। আমরা সকলে স্যালিউট করিলাম। তখন "গড্ সেভ্ দি কিং" গান সুরু হইল। কেহ বাজাইল বাঁশী, কেহ করতাল, কেহ বা ঢোল।

এইদিন বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্কাউট সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বি, বসু, তাহার সহকারী শ্রীযুক্ত সরোজ ঘোষ এবং উক্ত সঙ্ঘের দুইজন বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কালী ঘোষ শ্রীযুক্ত মনোজ খান শুভাগমন করিয়াছিলেন। নিখিল ভারত স্কাউট সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত এন, এন, বসু আসিবেন বলিয়া আমরা খুবই ভরসা করিয়াছিলাম। তিনি আসিবেন স্থির। অথচ যথা সময়ে শুনিলাম বিশেষ কারণে তাঁহার আসা ঘটে নাই। হঠাৎ এই হর্ষনাশী দুঃসংবাদে আমাদের হর্ষ সত্য সত্যই যেন আধখানি কমিয়া গেল। অভ্যাগত ভদ্রবৃন্দ কিন্তু সেই অভাব পূরণ করিয়া যেন আমাদের মাতাইয়া তুলিলেন। কল্পনার তুলিতে যে চিত্র আঁকিতে সুরু করিয়াছিলাম, কল্পারম্ভে মনে হইয়াছিল তাহা অর্দ্ধসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে। কিন্তু ক্ষুদ্র শিশু—ভুলে ভরা মন। তাই কল্পনান্তে মনে মনে ভুল-ভাঙ্গা প্রায়শ্চিত্তও করিয়াছি কত!

বরেণ্য বি, বসু মহাশয়ের সৌম্য-শিষ্ট মধুর আলাপে উৎসাহ দান আমাদের জীবনে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়া দিয়াছে। তাই বঙ্গের সেই কৃতী সন্তানের নিকট আমাদের হৃদয়ের ভক্তি-নতি নিবেদন করিয়া ধন্য হইতে চাই।

আমরা নিমন্ত্রিত দর্শকবর্গের সমক্ষে 'সিদ্ধার্থ' নাটকথানি অভিনয় করিলাম। তাহার সঙ্গে মুগ্‌লি গল্পের মূক অভিনয়ও প্রদর্শন করিলাম।

আগন্তুকেরা আমাদের অভিনয় দর্শন করিয়া হর্ষপ্রকাশ পূর্ব্বক আমাদের উৎসাহ দান করেন। অভিনয় প্রদর্শন কল্পে পূর্ব্ব হইতেই টিকিট বিক্রয় করা হইয়াছিল। ইহাতে প্রায় দেড়শত টাকা উঠিয়াছিল। সেই অর্থে বন্যাপীড়িত তমলুকবাসী ও বর্দ্ধমান নিবাসী অসহায় ব্যক্তিবর্গকে সাহায্য দান করা হয়। কাবেদের নিয়মাবলীর মধ্যে ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ। সেইজন্যই 'সিদ্ধার্থ' নাটক অভিনয়ে টিকিট বিক্রয় করিয়া অর্থ-সংগ্রহ করা হয়।

অভিনয়ান্তে অভ্যাগতের সঙ্গে লইয়া অনেকগুলি ফটো তোলা হয়। তাহার পর আমরা ক্রীড়াকৌতুক দেখাই। ক্রীড়া কৌতুকের পর ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট্ হলে পি, জি,

বৈদ্যের ম্যাজিক হয়। সে তাহার হাস্যকর ম্যাজিক দেখাইয়া সভাস্থ সকলকে হাসাইয়া খুন করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল নিমন্ত্রিতদের খাইবার পালা। আমরা স্কাউট দাদাদের সঙ্গে প্রায় ৫টার সময়ে মর্ম্মাহত হৃদয়ে তাঁহাদের ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিতে চলিলাম। যাইবার সময় শ্রীযুক্ত বি, বসু আমাদের ১০টী টাকা দিয়া যান।

বিগত শারদীয় পূজার ছুটীতে তমোলুকের কাবেরা আমাদের স্কুলে ক্যাম্পিং করিতে আইসে। ঐ ১০৲ টাকার সহিত আমরা প্রত্যেকে কিছু কিছু চাঁদা দিয়া তমোলুকের কাবেদের লইয়া প্রমোদ ভোজের আয়োজন করি।

প্রমোদ-ভোজে তমোলুকের কাবেদের সহিত যে প্রমোদ উপভোগ করি, তাহাতেই ঐ অর্থের যথাযথ সদ্ব্যবহার হয়।

দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবের জের এই প্রমোদ ভোজে সুসমাপ্ত করিয়া আর একবার সেই শ্রদ্ধাস্পদ অভ্যাগতদের উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য দান করি।

অভিনয় প্রদর্শনে, প্রমোদ পরিবেষণে আমরা যে আহূতদের 'স্বাগত' উপচারাদি দান করি, তাহার প্রতিদানে তাঁহারা আমাদের তরুণ হৃদয়ে নবীন উৎসাহ, নূতন কর্ম্ম-প্রেরণা জাগাইয়া দিয়া আমাদের অপূর্ব্ব স্নেহডোরে বাঁধিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহাদের উদ্দেশে প্রবন্ধের উপসংহারে জানাইতে চাই শুধু আমাদের শ্রদ্ধামুগ্ধ হৃদয়ের নীরব প্রণতি।

ব্লু-স্মোক—

১। **বলত কটা বেজেছে ?**

ছেলেরা সকলে গোল হয়ে বসবে। প্রত্যেকের হাতে ১২টা করে কাঁই বিচি কিংবা মটর শুঁটি থাকবে। একজন খেলা আরম্ভ করবে। সে তার বাঁ হাতে কতকগুলো কাঁই বিচি নিয়ে মুঠো করে তার বাঁ পাশের ছেলেকে দেখাবে (ডান হাতে কিন্তু কটা রইল তা যেন সে দেখতে না পায়) আর জিজ্ঞাসা করবে বলত কটা বেজেছে ? সে তখন আন্দাজ করে বলবে যে মুঠোর ভেতর কটা কাঁইবিচি আছে। যদি তার আন্দাজ ঠিক হয় তাহলে ওসব কাঁইবিচিগুলো তার হল কিন্তু যদি ঠিক না হয় তাহলে যটা কাঁইবিচি কম বা বেশী হবে তাকে তটা কাঁইবিচি দিতে হবে। যেমন উত্তর যদি হয় দু'টা বেজেছে আর মুঠোর মধ্যে যদি চারটি মাত্র থাকে তাহলে তাকে দু'টো কাঁইবিচি দিে দিতে হবে। তখন দ্বিতীয় ছেলেটি ওইরকম কতকগুলি কাঁইবিচি নিয়ে তার বাঁ পাশের ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করবে "বলত কটা বেজেছে ?" আর সে তার উত্তর দেবে। এইরকম ভাবে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত খেলা চলবে। যার হাতে শেষে সবচেয়ে বেশী কাঁইবিচি থাকবে তারই জিৎ। কিন্তু সব সময় মনে রাখতে হবে যে মুঠোর মধ্যে বারটার বেশী রাখতে পারবে না।

২। **ইতিহাসের ছবি।**

কাবেরা প্রথমে গোল হয়ে বসবে ও প্রত্যেকের কাছে একটুকরা করে কাগজ থাকবে। এখন তাদের যে কোন একটী ঐতিহাসিক গল্প থেকে একটা ছবি আঁকতে বল। তারপর কিছুক্ষণ পরে আকেলা "পাশ" বললে প্রত্যেকে তার ডান দিকের কাবকে তার আঁকা ছবিটা দেবে। এখন সকলে যে যার পাওয়া ছবিটা দেখে ছবিটা কি ঐ কাগজের নিচে লিখবে। তারপর আবার "পাশ" বলে সকলে আবার ডান দিকে পাশ করবে। এই রকম চলবে যতক্ষন যে যার নিজের কাগজ ফিরে না পায়। এবার এক একু করে তাদের ছবিগুলোর—কি নাম দেওয়া হয়েছে পড়তে বল—দেখবে কেমন মজার মজার নাম দেওয়া হয়েছে। যার ছবির নাম বেশী যার ঠিক হবে সে জিৎবে।
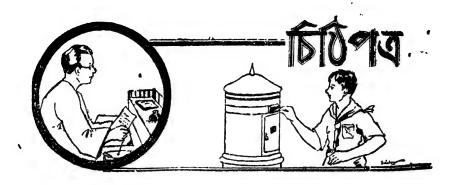
প্রিয় মুকুল,

দেখ, সেদিন আমি শিবপুরে কয়েকটী ছেলের সঙ্গে স্কাউটিং সম্বন্ধে কথা কইছিলাম দেখলাম সে দলে প্রায় কুড়ি পঁচিশটী ছেলে আছে এবং সকলেরই স্কাউট হবার কি আগ্রহ! তাদের ইচ্ছা সেখানে তারা একটী ট্রুপ খোলে। আমি তাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলাম, তাদেরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তাদের স্কাউটদের সাহসপূর্ণ কাজের দুই একটী ঘটনাও বললাম: সেই যে সেই ঘটনাটী যেটী তোমাদেরও বলেছি—সেই একদিন একটী ঘোড়া ক্ষেপে গিয়ে, গাড়ী ভেঙ্গে, লাগাম ছিঁড়ে কাঠের বাম্পারটী গলায় লাগান সমেত রাস্তার উপর দিয়ে ছুটতে লাগল। রাস্তায় কতলোক যাচ্ছিল, ঘোড়াটী যদি এই ভাবে কিছুদূর যায়—কতলোকের যে প্রাণ যাবে তার ইয়ত্তা করা যায় না। ঠিক এই সময় একজন স্কাউট এইটী দেখতে পেয়ে প্রাণপণে সেই ঘোড়ার আগে ছুটে, চীৎকার করে সকলকে জানিয়ে দিতে লাগল এবং এরই মধ্যে আরও দু'একজনের সাহায্য নিয়ে নিজের বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করে ঘোড়াটীকে ধরে ফেললে। এতে সে কত উপকার করলে বুঝে দেখ দেখি! তারপর এই সেদিন, পুলের কাছে, জাহাজ থেকে একটী দশ বার বছরের মেয়ে হঠাৎ জলে পড়ে গেল এবং জোয়ারের টানে সাঁ সাঁ করে পুলের দিকে যেতে লাগল। এই ভাবে যদি যায়…সকলেই দেখলে এখনই গিয়ে পুলের গায়ে জোরে ধাক্কা লাগবে এবং মেয়েটি একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাবে। এই দেখে জাহাজের ওপর থেকে সকলেই গেল গেল বলে চীৎকার করতে লাগল। কিন্তু এর চেয়ে বেশী সাহায্য করতে কেউ এগুলো না। এমন সময় দেখা গেল একজন ১৪।১৫ বছরের স্কাউট জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল এবং মেয়েটিকে মরণের হাত থেকে বাঁচাল। তাদের জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা বল দেখি এ লোক থাকতে এই স্কাউটরাই এই সব কাজ করবার জন্যে সকলের আগে ঝাঁপিয়ে পড়ল কেন? তার উত্তরে তারা আমায় বললে, এটা যে স্যার তাদের কর্ত্তব্য। তাদের এই উত্তর থেকেই আমি বুঝতে পারলাম যে তারা স্কাউটিংকে ভাল ভাবেই বুঝতে চেষ্টা করছে। তাদের কাছ থেকে জানলাম

যে তারাও পৃথিবীর নানাস্থানের স্কাউটদের সাহসিকতা সম্বন্ধে পড়েছে, আলোচনা করেছে এবং তাদের ঐখানেই একদল স্কাউট আছে তাদের কাজকর্ম্ম দেখেই এরা এইসব শিখেছে। এবং অন্যান্য স্কাউটরা যেমন নিজেদের অনেক ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও নিজেদের দিনের কাজের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে এরাও সেইরকম চেষ্টা করছে।

যাক্ এত তাদের সম্বন্ধে গেল, এখন এছাড়াও তোমায় আমার আরও কিছু বলবার ইচ্ছা আছে। তবে এদের সম্বন্ধে কেন বললুম জান? আমার উদ্দেশ্য তোমাদের জানান যে চারিদিকে কত ছেলে কত ভাল ভাল স্কাউট হচ্ছে, এবং তোমাদেরও উচিত তোমাদের কাছাকাছি এই রকম সব ছেলেদের সঙ্গে খেলা ও তাদের সম্বন্ধে জানা। তাতে তোমাদেরও ভাল হবে, তাদেরও উপকার হবে এবং স্কাউটিংএর যথার্থ উদ্দেশ্য সফল হবে। আমার মনে হচ্ছে এই শুক্রবার আবার তুমি তোমার পেট্রোলের ছেলেদের সঙ্গে মিশবে এবং স্কাউটিং সম্বন্ধে আলোচনা করবে। তোমাদের দ্বিতীয় নিয়মটীর আলোচনা শেষ হয়েছে এবার নিশ্চয়ই তৃতীয় নিয়মটী সুরু করবে। আমিও আজ তোমায় এই নিয়মটী সম্বন্ধে কিছু বলব।

তৃতীয় নিয়মটী হচ্ছে—"কাজের লোক হওয়া এবং পরোপকার করা স্কাউটের কর্ত্তব্য।" দেখ্‌ছ এখানে স্কাউটদের কি কাজ এবং কেমন করে সেটী করতে হবে তা বলেছি। আমরা চারিদিকে ভাল করে তাকালেই দেখতে পাব—এ জগতে সকলের কাজ এক নয়। ভিন্ন ভিন্ন লোকের—তাদের পারিপার্শিক অবস্থা ও নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কাজ। কেউ হয়ত তার ক্ষমতা অনুযায়ী দিন ১০।১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে পারে এবং সেইরকম কাজও সে করছে, আবার কেউ হয়ত অসুস্থ এখন তার কাজই হচ্ছে কেবল বিশ্রাম করা; কেউ হয়ত অত্যন্ত গরীব সে প্রাণপাত করছে কিছু রোজগার করতে, আবার কেউ হয়ত খুব বড়লোক এবং তার খেয়াল অনুযায়ী প্রাণপাত করছে পয়সা খরচ করবার জন্যে। কাজে কাজেই দেখা যায় কোন দুটী লোকের একই রকম কাজ নেই। কিন্তু তুমি যদি স্কাউটদের দিকে দেখ দেখবে তাদের সকলেরই কাজ এক। তাদের কাজ হচ্ছে—কাজের লোক হওয়া ও পরোপকার করা। আমাদের প্রধান নেতার ইচ্ছা স্কাউটরা তাদের এই কাজ অপর সমস্ত কাজের আগে করবে। এই কাজ করতে তাদের যদি নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ, আমোদ প্রমোদ ত্যাগ করতে হয় তার জন্যেও স্কাউটরা প্রস্তুত থাকবে। তাঁর আরও ইচ্ছা প্রত্যেক স্কাউট যে কোন অবস্থায় যেন যে কোন বিপদগ্রস্থ লোকের জীবন রক্ষা করতে বা যে কোন আঘাতপ্রাপ্ত লোকের সেবা করতে উপযুক্ত হয়। আমাদের প্রধান নেতার যখন এটী ইচ্ছা এবং আমাদের নিয়ম যখন কাজ করব সুতরাং তোমাদেরও জানতে হবে যে তোমরা যখন স্কাউট তখন ধরেই নেওয়া হবে যে তোমরা কাজ করতে প্রস্তুত; এবং তুমিও তোমার অন্যান্য স্কাউটদের "এখন এ কাজটী করবে ভাই" না বলে বলবে

"একাজটা করতে পার কি ভাই" অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্য হবে তারা কাজ শিখেছে কিনা জানা। এখন কাজ করতে গেলেই কথা আসছে কাজ শেখবার। প্রত্যেক স্কাউটকেই শিখতে হবে কেমন করে কাজ করতে হয়। মনে কর খেলতে খেলতে একজনের পা ভেঙ্গে গেল, বা গাছ থেকে পড়ে গিয়ে একজনের হাত ভেঙ্গে গেল, এখন এই সব সময় কি করতে হবে তুমি যদি না জান তোমার যতই ইচ্ছা এবং আগ্রহ থাক্ তুমি তার কোন উপকারে আস্‌বে না। তোমার চোখের সামনে একজন জলে ডুবে যাচ্ছে দেখছ, তুমি যদি সাঁতার না জান তোমার ইচ্ছা থাকলেও তুমি কি তাকে বাঁচাতে পার্‌বে? নিশ্চয়ই না। অতএব প্রত্যেক স্কাউটকেই সমস্ত জিনিষের কিছু কিছু এবং যতগুলি পারে খুব ভাল করে শিখতে হবে। এখন বুঝতে পারছ বোধ হয় কেন স্কাউটিংএ এত কাজের যোগ্যতার জন্যে ব্যাজ দেওয়ার ব্যাপার। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদের কাজের উপযুক্ত করা এবং এই ভিন্ন ভিন্ন কাজ শেখান। কাজেই যে স্কাউট অপরের উপকারে আসবার চেষ্টা করবে তাকে এই কাজের যোগ্যতার জন্য ব্যাজ (Proficiancy Badge) গুলি পাবার বিশেষ চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু মনে রেখো কোন রকমে যা তা করে এই ব্যাজগুলি পেলেই চল্‌বে না নিজেকে ঠিক ঠিক উপযুক্ত হতে হবে এবং যখনই কোন কাজ করবার অবসর আস্‌বে সেইটা যেন ঠিক ঠিক ভাবে সম্পন্ন করতে পার তার জন্যে সদাই তৈরি থাকতে হবে।

তোমার চিঠি পড়ে জানলাম তুমি এম্বুলেন্স ব্যাজ নিয়েছ—এর জন্য তুমি অনেক ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধতে, অনেক রকম ঔষধ পত্রাদির ব্যবহার করতে শিখেছ, এখন সাধারণতঃ তোমার ইচ্ছা হবে এমন একজন লোক সেবা করবার জন্য পাই যার উরুটা ভেঙ্গে গেছে, কিংবা এমন কাজ পাই যাতে অস্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস দেওয়া কাজের ব্যবহারটা কর্‌তে পারি। কিন্তু জেনে রেখো এগুলো ঠিক প্রাথমিক প্রতিবিধান কাজ নয়, আর ভগবান করুন কারও এমন বিপদ যেন না হয় যাতে তাদের এই রকম সাহায্য কর্‌তে হয়। এটা বেশ ভাল ভাবে মনে রেখো যে স্কাউটরা ডাক্তার নয় তারা প্রাথমিক প্রতিবিধান দায়ক। সাধারণতঃ বড় বড় ব্যাপারে বড় বড় ডাক্তার এসে থাকে এবং ব্যবস্থা করে, আর এই সব কাজ তাদেরই করবার—তবে আমি একথা বল্‌ছি না যে যেখানে ডাক্তার উপস্থিত নেই এবং তুমি উপস্থিত নেই এবং তুমি উপস্থিত থেকেও ডাক্তারের জন্যে অপেক্ষা করে রোগীকে মরতে দেখ্‌বে, সেখানে তুমি যাথাসাধ্য রোগীর কোন ক্ষতি না করে, তার সেবা প্রাণপণ চেষ্টা করবে। আমার মতে তোমাদের কাজ কি হওয়া উচিত জান—যদি কখনও দরকার হয় সেইজন্য এসব ত ভাল করে শিখে রেখে, তারপর নিজেদের ট্রুপের ছেলেদের মধ্যে কিংবা রাস্তা বা পাড়ার কারও অতি সামান্য সামান্য কাটা বা আঘাত যা দেখ্‌বে তার ব্যবস্থা করা। তোমাদের হয়ত মনে হবে ক্ষিতীনদা এ-কি বলছেন, এত করে নানারকম কাজ শিখ্‌লাম, আর এই একটু আইডিন লাগান কাজ আমাদের করতে

বলছেন ! কিন্তু ভাই, আমি তোমাদের মোটেই সামান্য কাজ করতে বলছি না, বলছি খুব বড় কাজ করতে—কে ইচ্ছে করে লোকের বড় বড় রোগ বা বিপদ হোক, আর যদিই বা হয় তার জন্যে বড় বড় ডাক্তাররাও ত রয়েছে। কিন্তু তোমরাও ত জান যে অতি সামান্য সামান্য ব্যাপার থেকে কত ভীষণ রোগের সৃষ্টি হয়। এখন তোমরা যদি সেই সামান্য মূলগুলাকে নির্ম্মূল করতে পার তাহলে সেই বড় কাজটাই করা হল না কি ? আমার মতে এইটেই সব চেয়ে বড় কাজ।

আরও মনে কর, তুমি কাঠের কাজ শিখেছ তোমার ইচ্ছা হচ্ছে বড় বড় কাঠের কাজ করি, কিন্তু তুমি যদি তোমার ক্ষমতা মত নিজের বাড়ীর সামান্য কাজ কিংবা নিজেদের এসোসিয়েসনের হেড্ কোয়াটারের কিছু কাজ বা নিজের পাড়ার কোন গরীব লোকের কোন কাজ কর, তাহলেই তোমার ঠিক্ ঠিক্ কাজ করা হচ্ছে জানবে—অবশ্য এতে তোমায় কেউ দুটো হাততালিও দেবে না, বা খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে তোমার নামও ছেপে দেবে না। কিংবা ধর তুমি জুতোর কাজ শিখেছ, অন্য যা করবার করো কিন্তু এরই মধ্যে যদি সময় করে তোমার ট্রুপের বা পাড়ার গরীব ছেলেদের ছেড়া জুতো একটু সেলাই করে দিতে পার তাহলেই বেশ বড় কাজ হলো জেনো। এই রকম করে তোমাদের কাজের লোক হতে হবে এবং নামের দিকে বা প্রশংসার দিকে নজর না দিয়ে কাজ করে যেতে হবে।

আমরা স্কাউট, কাজ করা যেমন আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে, পাছে আমরা কখনও ভুলে যাই সেই জন্য আমাদের মনে করিয়ে দেবারও নানা উপায় আছে। মনে পড়ছে ? আমাদের স্কার্ফের ডগায় আমরা একটা গেরো বাঁধি—তার নামও দিয়েছি আমরা—good turn knot আর এই গেরোটি আমাদের সদাই মনে করিয়ে দেয় যে প্রত্যহ আমাদের কিছু পরোপকারের কাজ করতে হবে। স্কাউটরা সকালবেলা এই গেরোটি বাঁধে এবং যতক্ষণ না কোন পরোপকার কাজ করে এই গেরো খোলে না, আশাকরি তোমরাও তোমাদের স্কাউটমাষ্টার মহাশয়ের নির্দ্দেশমত ঠিক এই রকমই করছ।

তোমাদের আমি আবার এই কথা মনে করিয়ে দিই ভাল কাজ করতে যেন কেবল বড় বড় কাজের কথা ভেবোনা, নিজেদের বাড়ীর বা পাড়ার লোকের কিংবা আত্মীয় স্বজনের ছোট ছোট কাজই এই ভাল কাজের দলে পড়ে এবং এই ছোট ছোট কাজই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে দেয়। ভাল করে মনে রেখো বাড়ীতে কারো অসুখ করলে তাকে একটু জল খাওয়ান বা মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেওয়া, বা পাড়ার কারও বাড়ীর জন্য ডাক্তার ডেকে দেওয়া বা ঔষধ এনে দেওয়া, এমনকি রাস্তায় যেতে যেতে রাস্তার উপর একটা কলার খোলা বা কাঁচের টুকরো দেখে সেগুলো তুলে ফেলে দেওয়াও এই ভাল কাজের দলের। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে সে কাজের মাপকাটি তার গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে না। কাজই যত বড় বা যত ছোট হোক সমস্ত সমান। সে কাজ করে তার প্রকৃতি

বা ইচ্ছাই তার মাপকাটি ঠিক করে দেয়। ধর তুমি একজন স্কাউট কিন্তু কোন একটী কাজ তোমার করবার বিশেষ ইচ্ছা নেই, তবে কি করবে, নেহাত সকলে বলছে; আর যখন এড়াতে পারছনা না করলে নয় তাই কোন রকমে করছ এ এক রকম কাজ; আর পরের উপকার করা তোমার কর্ত্তব্য জেনে কারও বল্‌বার অপেক্ষা না রেখে নিজে থেকে অত্যন্ত আগ্রহ করে যদি একটী কাজ কর সে এক রকম কাজ। এখন তুমি নিজেই যদি ভেবে দেখ বুঝতে পারবে কোন কাজটী ভাল হবে এবং কাজের মাপকাটিটা কি হবে 'স্কাউটদের কাজ' সম্বন্ধে তোমাদের আমি যতটা বুঝেছি বললুম এখন যদি এই কথাগুলি জীবন গঠনে কোন সহায়তা করে আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করব। পরে স্কাউটিং সম্বন্ধে আরও আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

তোমরা ঠিক ঠিক স্কাউট হও এবং নিষ্ঠার সহিত এই তৃতীয় নিয়মটী মেনে চল এই আমার শুভইচ্ছা জেনো ও আর সকলকে জানিও ইতি—

তোমাদের—ক্ষিতীন্দা।

His Late Majesty King George V.

His late Majesty King George V breathed his last on Monday the 20th January 1936 at 11-55 p.m. He was seventy years old. The end came practically in the presence of the Queen, the Prince of Wales, the Duke of York and Princess Royal, and the Duke and Duchess of Kent at Sandringham. The bulletin was signed by Sir Frederic Willians, Sir Stanley Hewett and Lord Daw on of Penn. Within a few minutes of the official announcement of His Majesty's death, the roar of a powerful car broke the silence at Sandringham as it sped towards London. The sad news of the death was immediately flashed to all parts of the Empire. It was conveyed to us in the early hours of the Tuesday morning. It at once cast a gloom everywhere. All flags were hoisted at half mast. The normal business of the city was suspended. Every heart was filled with sorrow. It is only a few months ago the Boy Scouts in India celebrated with every evidence of love and rejoicing the Silver Jubilee of his reign for 25 years. Telegrams from every place in the world were sent to His Majesty King Edward VIII and Her Majesty the Queen Mary expressing profound grief.

King George V was our Patron. His sympathy and practical interest in the movement, since he came to the throne, was very great. On the Coronation Day, June 22nd, 1911, a special place was reserved by Lord Kitchener on Constitution Hill for Boy Scouts. I was in London on that day. I witnessed the enthusiasm of the whole nation to show their love for the King. The Boy Scouts remained there in charge of the Chief Scout himself, "who led the boys in cheering their newly crowned Majesties". Shortly after the Coronation Their Majesties visited India and were received with the greatest enthusiasm and joy wherever they went.

On the 14th July 1910, King George V reviewed 300 Scouts at Aldershot. On the 4th July 1911, the Windsor Rally took place when as Marcus Woodward said, 'the day was a triumph of Kingship and Scoutcraft" and "a triumph for the Chief Scout". After the rally Sir Clive Wigram in his letter to the Chief Scout said "the healthy appearance as well as smartness and keenness of the boys surprised His Majesty". A fortnight later King George V reviewed 2350 Scouts in Edinburgh when he expressed his unqualified approval both verbally and in writing. In December 1918 His Majesty inspected a Patrol of Coast Watching Scouts at Buckingham Palace. In the year 1921 the Chief Scout was created a Baronet. Although the King was unable to visit Olympia, he inspected the contingent of Oversea Scouts at Buckingham Palace after its close.

In 1929 King George's appreciation of the Scout movement reached its culmination when the Prince of Wales announced that a peerage had been conferred upon our Chief Scout.

In the year 1934 the movement was honoured by the gracious presence of King George V on two occasions—the St. George's Day Service at Windsor and the Edinburgh Scoutin' schaw.

The Boy Scouts of the world will always remember him with a deep sense of gratitude.

King George V reigned for nearly 26 years. The Poet Laureate Mr. John Masefield composed the following Ode :—

"This man was King of England. Direct need
In the black-battled years when hope was gone,
His courage was a flag men rallied on
His steadfast spirit showed him King indeed.
And when the war was ended, when the thought
Of revolution took its hideous place,
His courage and his kindness and his grace
Scattered or charmed its minsters to naught.
No King of all our many has been proved
By times so savage to the thrones of King,
Nor won more simple triumph over fate.
He was most Royal among Royal things,
Most thoughtful for the meanest in his State,
The best, the gentlest, and the most beloved"

That was our King George V. 'The Times' referring to King George's expert knowledge of the Empire aptly says that "his wide realm was not a map but a living thing in three dimensions, seen and studied". His active and genuine sympathy with the wants, aspirations, ambitions and sufferings of his people endeared him to his people. The King on the day of his death made deliberate and repeated efforts, most gallant and pathetic to sign his last State papers in his own hand, when the effort was too great for him, he turned to his Privy Council with a last and kingly smile. With his dying breath the King inquired how the Empire was going. That was kingly indeed. Memorial services were held throughout the Empire and a gun was fired every minute for 70 minutes, one for each of the late King's seventy years.

He was not only a great King but a great gentleman. His remains laid in state in the Parish Church at Sandringham. On Thursday the 24th January they were conveyed to London by train. A pathetic touch was the inclusion in the procession of King George's white shooting pony 'Jock' and the transport from Norfolk of Charlotte, the late monarch's parrot and his inseparable companion, in a covered cage.

The coffin was received at the Westminster Hall by the Archbishop of Canterbury. The public Lying-in-State began on Friday and the funeral took place on Tuesday the 28th January, 1936. Vast crowds gathered in London to pay their last tribute to King George as his remains were taken in solemn procession from Westminister to Paddington. The arrival of the funeral train at Windsor was announced by the tolling of the great "Sebastopol Bell" in the Round Tower. The coffin was slowly laid in the vault at 2-12 P.M. in St George's Chapel, Windsor.

We place on record our profound and sincere sorrow at the sad demise of His late Majesty King George V and our heartfelt sympathy with His Majesty King Edward VIII and Her Gracious Majesty Queen Mary in their bereavement.

—Ed.

Notes and News

—Ronen Ghose

1. The Warrants of Appointment of the following Scouters have been issued by the Provincial Headquarters :—

C. A. Noronha, M.A., District Scout Commissioner, Tamluk Local Association

K. C. Nag, Barrister-at-Law, District Scout Commissioner, Jessore Local Association

Md. Mobarak Ali, Cubmaster, 1st Baraset Pack, Baraset

Nirmal Chandra Ghose, as Group Scoutmaster, First Gushtia Group, Baraset

Gouri Charan Bhattacharjee, District Scoutmaster, Baraset Local Association

Prafulla Chandra Bose, Asst. Scoutmaster, 35th/II Calcutta (Saraswati Institution) Troop,

Nisith Chandra Roy, Scoutmaster, Do Troop,

Girindra Nath Sikdar, Scoutmaster, 1st Ramdia Troop, Faridpur

Tajuddin Ahmed, Group Scoutmaster, 1st Kushtia Group, Kushtia

A. S. Larkin, I.C.S., District Scout Commissioner, Rajshahi Local Association

2. The following Packs, Troops, Crews & Groups are registered with the Provincial Headquarters :—

1st Tindharia (Scot's Mission School) Pack, Darjeeling
Barisa High School (5th Behala) Group, Behala
Uttarpara Govt. High School Troop, Uttarpara
6th Behala Group, Behala
Dongarhat B. P. School Pack, Jalpaiguri
Paharipara School Boys Pack, do
Boda H. E. School Pack, do
Indrajmal School 2nd Pack, do
Thutapakri School Pack, do
Burimari U. P. School Pack, do
Mandalghat M. E. School Pack, do
Ananda Model School Pack, do
Rajganj F. P. School Pack, do
1st Mymensingh Town Troop, Mymensingh
1st Kushtia Town Group, Kushtia
1st Kushtia Pack, do
4th/1 Calcutta (Armenian College) Rover Crew, Calcutta
Mathurapur M. E. School Pack, Malda
34th/11 Calcutta (North Suburban School) Troop, Calcutta
Puranbazar School "B" Troop, Chandpur
Puranbazar School Pack, do

3. **District Training Camps** :—(a) 26th Cubmasters' Training Camp was held at the M. E School Compound at Tamluk from 3rd-8th January 1936. In-all 50 campers attended the Course. Most of the campers were from M. E. and G. T. Schools. Mr. B. Bosu, the Provincial Organising Secretary along with Mr. Saroj Ghosh, the Asst. Secretray paid a visit to the camp. During his brief stay there he managed to call a public meeting and formed the Local Association with Mr. C. A. Noronha the Sub-Divisional officer as the District Scout Commissioner. Messrs. Kali Ghosh and Monoj Khan were deputed from the Provincial Headquarters to run the camp there.

(b) **34th Scoutmasters' Training Camp** was held at the permanent camp site at Ganganagar from 10th-21st January 1936. In all 30 campers attended the Camp. They hailed from Barisal, Burdwan, Calcutta, Chittagong. Dacca, Faridpur, Howrah, Jessore, Midnapore. Mymensingh, Nadia and 24 Perganas. Mr. N. N. Bhose General Sacretary, Boy Scouts Association, India, paid a visit to the camp and encouraged the campers to do their best to 'Play the Game of Scouting'.

4. **Jackson Shield Competition** :—at the sudden demise our Royal Patron His Majesty King George V the Competition had to be postponed till August. next. Competing teams in the meantime may have plenty of time for practising.

5. **Condolence** from all quarters of Scoutdom in Bengal : Message of condolence have been received from Kishorganj Boy Scouts Association, Mahadevpur School Troop, Rajshahi Asociation, Second Calcutta Boy Scouts Associaton, Third Calcutta Boy Scouts Assouiation, Chinsurah Boy Scouts Association and R. M. Aeademy Troop, Pabna. etc. etc.

6. **Memorial Service** : — Under the auspices of the Second Calcutta Local Association a memorial Service was held in memory of His Imperial Majesty King George V at the St. Paul's School Compound and several hundreds of Cubs, Scouts and Rovers attended. Hymns was recited from Geeta. Then His Holiness Bon Maharaj of Gaudiya Math made a remarkable oration eulogising the various qualities of the head and heart of the late lamented King George V. The parade was asked to observe two minutes silence and offer their prayers to God for the peace and rest of the great depaited soul of His Imperial Majesty. The proceedings concluded with singing of God Save the King. Amongst those present were The Hon'ble Khan Bahadur Azizul Haque. Justice Sir Manmatha Nath Mukerji, Justice D. N. Mitter, Mr. N. N. Bhose, Mr. B. Bosu, Mr. S. N. Banerjee, Capt. P. De, Principal N. K. Ghosh, Mr. Saroj Ghosh, Mr. B. Sarkar, Mr. P. C. Ghose, Mr. A. K. Roy Mr. P. Elahi, Dr. B. N. Basu

7. **University Foundation Day** :—Rovers and Scouts from the 2nd & 3rd Asscns. under Mr. B. Bosu, the Provincial Organising Secretary, Bengal, assembled at the Maidan, and rendered their services to collect the ration cards distribute the rations to the students (numbering about 2000.) The services of the boys were very much appreciated by the Vice Chancellor of the Calcutta University.

8. The General Headquarters have arranged to hold the following Training Camps :—

(a) **Cub Wood Badge Course** from 8th-14th February 1936 at the permanent camp site at Ganganagar near Calcutta. Camp charges are Rs.10/-.

[Look sharp, Old Wolves ! Here is an opportunity for you. Ed.]

(b) **Sea Scouts Training Course** from 20th Feb to 2nd March 1936 in Karwar, Bombay presidency. Camp charges are Rs.15/-.

The camp is open to all those in India who are desirous of, and have facilities for, starting Sea Scout Trrops or Troops working in inland waters, like canals, rivers, lakes and backwaters. A knowledge of Swimming will be essential for admission into the camp. Applications from Bengal should be forwarded through the Provincial Secretary, Bengal.

9. **The Latest Decoration** :—At the meeting of the International Committee which was held at Stockholm on Agust 2nd, 1935, formal approval was given for the institution of a new world-wide Scout decoration to be known as the "Bronze Wolf". The new award is some what similar in form to the "Silver Wolf" of Great Britain. but the wolf is of bronze instead of Silver, and the ribbon is dark green with a narrow edging of yellow. On the proposal of the President of the Boy Scouts of America, it was also unanimously decided to make the first award of the "Bronze Wolf" to Lord Baden-Powell, Chief Scout of the World.

The new decoration will be awarded by the International Committee for exceptional services to world Scouting.

10. **New King's Scout Qualifying Badge** : With immediate effect the Oarsman Scout proficiency badge has been included in the list of badges which qualify for the King's Scout Badge, by the Headquarters Committee.

11. **The Swastika** : The Scout Swastika has gone. I. H. Q. has decreed that it will no longer feature in Scout awards. The Council has made this decision in a desire to keep matters of political and religious controversy out of the movement. Two badges are affected. The Thanks Badge and the Medal of Merit. The Chief Scout introduced the swastika to the movement in these two awards some fifteen years ago, it being ancient symbol of good luck which was found by him in places as far apart as Tibet and Central Africa.

The badges already awarded will not be withdrawn, but holders who wish may exchange them for badges of a new design, from which the swastika is ommitted. An I. H. Q. official stated that "There are no politics in the movement. It embraces all creeds and all classes, so it is essential that nothing to which objection might be raised should be worn by Scouts or issued by the Association."

12. **All-India Boy Scout Diary** : This little booklet is full of technical points in Scouting and it will prove useful to those who seek for such informations. It also contains a lot of general informations. It will be found very useful for

Scouters and Scouts alike. It's possesion makes one Be Prepared. It is priced annas six only and can be had in Bengal, from Messrs. Cubs & Scouts at 5, Govt. Place, Noth, Calcutta.

13. **All-India Mourning Parade** :—It is the desire of the Chief Commissioner for India to hold a Mourning parade by the Scouts all over India. February 16th (Sunday) has been fixed for it. Notices have been issued to the Local Associations to this effect. [Trust the Scouters will respond the clarion call of their C. C. and make the All-India function a success-Ed.]

Scraps from the Jungle.

Brown Tip.

Cubs, there is one part of our promise which you and I will be thinking about very much at this time. I mean the promise that we will do our duty to our King and country.

I think even the smallest Cub felt truly sad when he heard of the death of our beloved King-Emperor, George the Fifth, Just before midnight on monday January 20. All over the British Empire, and even all over the world, our King was both greatly respected and greatly loved.

We owe to our new King-Emperor, Edward the Eighth, the same loyalty which we gave to his father. Sometimes, perheps, you wonder what is your duty to your King, because there does not seem to be much that a boy can do. But you have an important duty, and I will tell you what it is. Whether you are a good and loyal and useful citizen when you are a man depends upon what sort of a boy you have been. You are now training to be a credit to your Country when you grow up. Therefore it is your duty now to train yourself well—to learn hard, to play fairly, and to be a good Cub. That is your duty to your King and country, and there are two things about this duty which each of us can learn from the life of King George the Fifth.

First, we learn to do faithfully whatever we are given to do, for he always did, and it was this which won him our respect. All through his life he had done his duty, and even on his death-bed he showed the same faithfulness. Perhaps you have read or heard the story of his last day, as told by the Archbishop of Canterbhry.

"At noon of the day, propped up in his chair, looking so frail and weak, he received his last Privy Council. To the Order consisting the Council of State he gave, in his old, clear tones the familiar 'Approved'. Then he made deliberate and repeated efforts, most gallant but most pathetic, to sign his last State paper in his own hand. Then, when the effort was too great for him, he turned to his Council with a last kindly and kingly smile".

Secondly, we learn to love other people, and to be kind to them. His subjects loved King George because they knew that he loved them. When he broadcasted his Christmas greetings to his people in 1934, he spoke of us as his family, and he said, "If I may be regarded as in some true sense the head of this great and widespread family, sharing its life and sustained by its affection, this will be a full reward for the long and sometimes anxious labours of my reign". You and I show our love for other people by doing good turns to them. Let us try to do more good turns and better good turns.
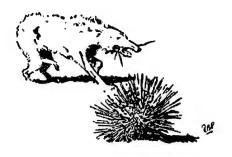
From our kit bag.

1. **Resourcefulness** : A troop, domiciled somewhere in Bombay City, have recently completed, what to them is the finest clubroom in the world. Having, after years of struggling, received a grant of plot of land from the Municipality, they collected old ashphalt drums, which they cut, rolled out and burnt clean of all pitch, to from roof and walls, built round old disused girders Neatly whitewashed it forms a real good "den".

2. **Scouts In India** : Of the present world total of 2,472,014 Scouts over one-tenth are members of the Boy Scouts Association in India.

3. **Some Service** : A Maritzburg (South Africa) hospital recently broadcasted for the offer of living skin for an urgent skin-grafting operation. Within 20 minutes of the appeal, six Rover Scouts of Maritzburg had offered their services. Unfortunately the patient died before the operation could be performed. Before this Maritzburg Rovers undertook blood transfusion as a form of service.

4. **Trembled at Talkies** : One of the recent Scout Jamboree films, a "talkie" has been shown at a small Methodist School in a village in Ceylon ; the audience consisted of the school children and a few of their parents. This was the first "talkie" they had seen and they began to tremble with fear for they thought that the talking and acting were being done by ghosts.

5. **The Engonyama Chorus** : Leader (in a shrill kind of whine) : "Engonyama". ("He is a Lion")

Chorus (in astonishment) : "Gonyama ?" ("A Lion") ?

With emphasis and rising energy and enthusiasm : "Invooboo." ("No ! He's greater than that ; he's a Hippopotamus.")

"Yah bo !" ("Yes, sir !")

"Yah bo !" (Yes, sir !")

"Invooboo ! ("He's a Hippopotamus !"